ক্ষয় নাই

বিংশ শতাব্দী

প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ ১৩৬৫। প্রকাশক : মৈত্রালী মুখোপাধ্যায়, বিংশ শতাব্দী, ২২/এ, শ্রীঅরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৫। সোভিয়েত গ্রন্থ Fortitude—বইয়ের বাংলা সংস্করণ। অনুবাদক : কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়। মুদ্রণ : বিংশ শতাব্দী প্রিণ্টার্স, ৫১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯। **দাম : পনের টাকা।**

আমার বিদেশী পাঠকের প্রতি

ক্ষয় নেই আমার ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। তখন আমার বয়স ঠিক তিরিশ পেরিয়েছে। বইটা লিখতে আমার সময় লেগেছিল চার বছর। আমার প্রথম বইখানা যখন ছেপে বের হয় তখন আমার বয়স মোটে বাইশ। আর তার অল্পদিন বাদেই বের হল আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ। দুটি বই-ই আমার কাছে *ক্ষয় নেই* বইটির লেখার প্রস্তুতিমাত্র বলতে পারি, কেন না, প্রথমতঃ দুটি বই-ই *ক্ষয় নেই*-এর মত আমার কালের মানুষদের কাছে উৎসর্গিত আমার সমকালীন যুবসমাজের হাতে তুলে দিয়েছি এই বই, ফুটিয়ে তুলেছি সেই কালের মূল সমস্যাকে এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ বই দুটিই লিখতে লিখতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম লেখকের কাজ কত জটিল তাঁর জীবনের মৌলিক কতকগুলি আদর্শকে চালিত করাও কত কঠিন।

ক্ষয় নেই-এর ভাগ্যটা খানিক ঈর্ষা করার মত। একমাত্র রুশ ভাষাতেই এর কুড়িটি সংস্করণ বেরিয়েছে—সর্বসমেত মোট সাড়ে দশলক্ষেরও বেশি সংখ্যক বই, আর এখনও প্রায় প্রতি বছর একটি করে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। আমার আগেকার রচনার অভিজ্ঞতা আমাকে আরো নির্ভুল হবার সুযোগ দিয়েছিল আর তাই এই বইয়ের প্রতিটি নতুন সংস্করণের সংশোধন আমি আজো করে চলেছি। একজন লেখকের পক্ষে এটা মস্ত গৌরব ও আনন্দের যখন সে জানতে পারে যে তার পরবর্তী কালের তরুণরা এই বই পড়ছে—বইখানা দোকানে কি গ্রন্থাগারের শেলফের ওপর দীর্ঘকাল মলিন হয়ে পড়ে নেই। একজন লেখক এর চেয়ে বেশি আর কী আশা করতে পারেন।

এর এই সাফল্যের গোপন রহস্যটা কি? আমি যতই এই প্রশ্নটা নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে ভাবি এবং বার বার ফিরে ফিরে আমার পাঠকদের লেখা চিঠিগুলো পড়ি, আমি এই বিষয়টা উপলব্ধি করি—আমি সেই সব ছেলে-মেয়েদের গল্প বলেছি যারা ঊষর মরু জয়ের নেশায় অভিযান করেছিল—আর তাদের সেই কাহিনী লিখতে গিয়ে আমি সোভিয়েতের তরুণ যুবসমাজের চরিত্র ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মোটামুটি সত্যনিষ্ঠ একটা ছবি ফুটিয়ে তুলেছি।

এই সব তরুণের ভেতরকার সম্বন্ধ তাদের সংঘর্ষ আর তাদের অনুসন্ধানের আবেগের ভেতর প্রতিফলিত চিরকালের সমস্যা যার মুখোমুখি আসতে হয় সব যুবককেই। বন্ধু এবং কমরেড মানেটা কি? ভালবাসা কাকে বলে? তার দাবী দাওয়া দায়ই বা কতটুকু? কিভাবে একজনের সামাজিক দায়িত্ব মিশে যায় তার ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার সংগে? শেষ কথা হল, কাপুরুষতা এবং দুঃসাহস, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং আত্মোৎসর্গ, বাস্তবতা ও স্বপ্ন কল্পনার সব সমস্যা। এই সব বিশেষ বিশেষ সমস্যার মধ্যে গড়ে উঠছে দুটি বড় প্রশ্ন: সুখ কি? আর কিভাবে একজনের বেঁচে থাকা উচিত? এমন কোন যুবক কি আছেন যিনি এই সব সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন নি বা তাদের সংগে লড়াই করেন নি? এমন কে আছেন যে যিনি উপন্যাসের চরিত্রগুলির জীবন অনুভূতি আর সংকলনের কথা পড়তে পড়তে তাদের সংগে নিজের জীবনকে একাত্ম করে না ফেলেছেন, সহজেই তাঁর মনের তাঁর ও ওদের মধ্যে ব্যবধানের দেওয়ালটাকে তিনি গ্রাহ্য করেন নি আর বাস্তবিক তাঁর প্রায় মনেই হয় নি যে দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে।

যেসব পরিস্থিতির মধ্যে *ক্ষয় নেই* উপন্যাসে তরুণদের মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে বলা বাহুল্য সেগুলি ছিল অসম্ভব রকম কঠিন। বর্তমান শতকের তিরিশের দশকে ঘটেছে এই উপন্যাসের ঘটনাগুলি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক অল্প কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। ঐ সময়টা সোভিয়েতের মানুষ দ্রুত গতিতে শুধু গড়ছিল আর গড়ছিল। কলকারখানা, খনি, রেলপথ আর শহর! এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ব্যক্তিগত জীবনে সহ্য করে এমন কি জীবনের সামান্যতম মামুলি সুখ বা আরামের আশা না করে তারা কাজ করে যাচ্ছিল। এটা খুব সহজ ছিল না, আর কেউ কেউ এই প্রচণ্ড কাজের চাপ সহ্য করতে পারে নি। কিন্তু যাঁরা সহ্য করেছিলেন তাঁদের সেই আত্ম উৎসর্গের প্রতি জানাই ধন্যবাদ. একদিন এঁদের জন্যই আমরা আমাদের অর্থনীতিক ও আত্মরক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলাম। প্রথমতঃ তারই ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ ঠেকাতে সক্ষম হয় এবং পরে আক্রমণকারীদের ঠেলে দেয় চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখে।

একটা বিশেষ রকমের কঠিন দায়িত্ব গিয়ে পড়েছিল আমার বইয়ের চরিত্রগুলির ওপর; সেটা হল 'পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত'—সেই দূর প্রাচ্য সীমানায় ভ্রমণ—এক অপূর্ব সুন্দর ও সম্পদশালী দেশ কিন্তু সেই সময় সেই দেশ সম্পূর্ণ জনহীন। খাঁ খাঁ করছে চারদিকে দীর্ঘকালীন ভীষণ শীত আর ক্ষণকালীণ তপ্ত গ্রীষ্ম। পাঁক, বনজংগল, পাহাড়, দুরন্ত বর্ষা, ডাঁশ আর মশার ঝাঁক ঝাঁক মেঘ—আর রেল রাস্তা থেকে চারশো মাইল জুড়ে শুধু এই ভয়াবহ পরিবেশ! এই বইতে যে নির্মাণ কার্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে

যারা যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে উঁচু তরফের জ্ঞানী অভিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য মানুষ থেকে শুরু করে অদক্ষ শ্রমরত একেবারে অল্প বয়সী তরুণ যুবা পর্যন্ত সবাই—একটা নিষ্ঠুর অগ্নি-পরীক্ষার মুখোমুখি এসে পড়েছিল। এই কঠিন পরিস্থিতি একটা অপরিবর্তনীয় রাসায়নিক পদার্থের মত কাজ করল। ব্যক্তিচরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটাল, আর ব্যক্তির ও আদর্শের মধ্যে সংঘাতকে তীব্র করে তুলল। লেখক যেন নরওয়ে উপকূলের অদূরবর্তী সেই প্রসিদ্ধ আবর্তের মধ্যে আটকা পড়ে গেলেন। দুরন্ত কাজের বেগ আর আবেগ তাঁকে মানবিক আচরণ বিশ্লেষণের অফুরন্ত সুযোগ এনে দিল, সেই সঙ্গে অসংখ্য জীবন কাহিনী—পছন্দমত তুমি বেছে নাও।

যখন *ক্ষয় নেই*-এর পাণ্ডুলিপি ছাপার জন্য তৈরী, কেউ কেউ মতামতে জানালেন যে এই বইতে এত দুঃখ কষ্টের বর্ণনা আছে যে এর ফলে যুবকরা সন্ত্রস্ত হয়ে আর নির্মাণ ক্ষেত্রের কাজে যাবে না। কিন্তু বলতে গেলে, বইখানা ছাপা হতে না হতেই আমরা একেবারে চিঠিপত্রের বন্যায় ভেসে গেলাম প্রায় প্রত্যেকোই প্রতিটি চিঠিতে দুঃখ করে লিখলেন যে এই যুবক পত্রলেখক এরকম একটা পরিকল্পনায় যোগ দেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন, আর অনেকে জানতে চাইলেন তাঁরা কোথায় যাবেন আর কোথা থেকে "মাটিতে আঁচড় কেটে তাঁবু ফেলে" নির্মাণ কার্য শুরু করতে পারেন।

যাই হোক, সেটা হল তিরিশের দশকের শেষ, যখন নির্মাণ কার্যের প্রথম পরিকল্পনা যুব সমাজের মনে একটা শিহরণময় স্বপ্নিল আবেদন জাগিয়ে তুলেছিল। আজ আমাদের মধ্যে কিছু প্রবীণ ব্যক্তি, যাঁরা সেদিন ছিলেন "আষাঢ়ে গল্পকার," তাঁরা অভিযোগ করেন যে আজকের অল্পবয়সী ছেলেরা তাঁদের সময়কার তরুণদের মত ছিল না। অবশ্য তারা তাদের মত নয়ঃ আজকের যুবকরা অনেক বেশি শিক্ষিত, তাদের জীবিকার মানদণ্ডও অনেক উন্নত আর আগ্রহ বা কৌতূহলও জেগেছে বিচিত্র বিষয়ে, তাদের মধ্যে জেদটা বেড়েছে আগের থেকেও যেমন তেমনই কতকগুলি বিষয়ে তারা আরো সন্দেহ-প্রবণ বা নাস্তিক।

দেখে মনে হয়, যে আজও সাইবেরিয়াতে নির্মাণ ক্ষেত্রে কাজের জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাবে। উরাল, ইয়াকুতিয়া আরও সব দূর দূর জায়গায়—আর কর্মক্ষেত্র যত দূর হবে, পরিবেশ যত কষ্টকর হবে, স্বেচ্ছাসেবক আসবে ততবেশী সংখ্যায়। আকর্টিক সার্কেলের মধ্যে কোলা বদ্বীপের ওপর একটা আণবিক শক্তির যন্ত্র বানাতে হবে এই বলে যখন কোন একটি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল—তখন মুরমানস্ক জেলা পার্টির কমিটি হাজার হাজির চিঠি পেলেন তারবার্তা পেলেন যুবকদের কাছ থেকে যাঁরা এই নির্মাণ কর্মে মদত দিতে চান; অনেকগুলি চিঠিতে

জোর দিয়ে বলা হল যে পত্রলেখক, "একেবারে শুরু থেকে, গোড়াপত্তন থেকে" সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।"

এটাকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এর উদ্ভব হল যুব সমাজের ভিতরকার প্রেরণা থেকে। স্বাধীন হবার একটা স্বাভাবিক বলবতী ইচ্ছা রয়েছে যুবকদের মধ্যে। বড় বড় কাজ করা, নিজেদের জীবনকে পরীক্ষার মধ্যে স্থাপন করা। আত্মিক শক্তি ও নিজেকে শ্রদ্ধা করার আকাংক্ষা তাদের মধ্যে প্রবল আর এগুলিকে যথার্থ ভাবে লাভ করা যায় কাজের মধ্য দিয়েই, অর্জিত গুণরাজির মধ্য দিয়েই। তোমার কিছুটা জ্ঞানের মধ্য দিয়ে—যে মূল্যবান জ্ঞানকে তুমি মনে কর তোমার দেশের কাজে, দশের কাজে, তোমার বন্ধুপরিজনের কাজে খানিকটা উৎসর্গ করতে পারো।

আমার স্বদেশ লেনিনগ্রাদে থাকতে আমার যৌবনেই এ বিষয়ে আমার মনে একটা সুনিশ্চিত ধারণা জন্মে গিয়েছিল। তখন আমি দেশের চতুর্দিকে অসংখ্য শহর আর গৃহনির্মাণ ক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম যেখানে আমার ভাবীকালের নায়ক নায়িকারা সব কর্মে লিপ্ত ছিল। ওরা যে শহর নির্মাণ করেছিল আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের যে কোন মানচিত্রের ওপর তাকে দেখা যাবে। আজ তার নাম হয়েছে আমুর তীরে কোমসোমোলস্ক এবং সম্প্রতি তার চল্লিশতম বার্ষিক উৎসব উদযাপিত হয়ে গেছে।

বিমানে করে আমি তার বার্ষিক উৎসব যোগ দিতে যাই। তারপর কয়েকজন লোকের সংগে নৌকাভ্রমণ। ওঁরা নগর নির্মাণের কাজে সাহায্য করেছিলেন। এখন তাঁরা সব মস্কোতে কাজ করছেন। ওদের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁর চেহারাটা ধরা পড়েছে। উপন্যাসে আন্দ্রেই ক্রুগলভ চরিত্রের মধ্যে। তাঁর সংগে আর একবার আমার দেখা হয়েছিল যুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে। ওখানে উনি সীমান্ত সেনাবিভাগের একজন কমাণ্ডার ছিলেন। যুদ্ধ থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন কর্নেলের পদ নিয়ে। বুক ভর্তি পদক আর সামরিক মর্যাদায় ভূষিত হয়ে। এই নৌকাবিহারে আমার একজন সংগী ছিলেন—আমাদের এক আঞ্চলিক নগরে ভারপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক মহিলা কর্মী; যৌবনকালে তিনি ছিলেন কোমসোমোলের মেয়ে। আমুর তীরে নগর নির্মাণ করতে যান। আর ইনিই আমার *ক্ষয় নেই* উপন্যাসে কাতিয়া স্তাভরোভা চরিত্রটির একটি আদল। আজ এমনিতর তিনজন কাতিয়া বেঁচে আছেন, আর তাদের প্রত্যেকেই যথার্থভাবে *ক্ষয় নেই*-এর কাতিয়ার প্রেরণা সঞ্চার করেছেন বলতে হবে। একই ধরনের অনেক মানুষের মধ্যে থেকে একজন লেখক বেছে নেন প্রয়োজনীয় সব গুণাগুণ আচরণ এবং জীবনীমূলক তথ্য আর তাঁর কল্পনার কারখানায় ও শৈল্পিক সাধারণীকৃতির মধ্যে তাদের দুরস্ত করে নিয়ে তিনি সৃষ্টি করেন একটা নতুন চরিত্র, যার মধ্যে তার পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত-এর ধাক্কা লেগে জ্বলে একটা নূতন সৃষ্টি।

এত অসুবিধার মধ্যে যে শহর গড়ে উঠেছিল আজ একটি বড় শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। অসংখ্য কলকারখানা আর উচ্চশিক্ষার জন্য বিদ্যায়তন। সংস্কৃতির বিপুলাকার প্রাসাদ এবং একটি চমৎকার খেলার স্টেডিয়াম। দাঁড়-বৈঠা মোটরবোট পাল-নৌকোসহ বিখ্যাত আমুর ক্রীড়া সংগঠনগুলি। এই প্রশস্ত নদী তীরবাসী যুবকদের মধ্যে জলক্রীড়া দারুণ জনপ্রিয়; সন্ধ্যায় নির্জন উপহ্রদের (লেগুন) ধারে মাছ ধরার নেশায় মশগুল বিলাসী মানুষদের অবসর বিনোদন। ওখানে সুস্বাদু আমুর মাছেরা খুব সহজেই চারে দাঁত বসায়। এই সেই শহর যার স্বপ্ন দেখেছিল তাদের তাঁবু ধুনির চারধারে বসে সেদিনকার কোমসোমোলরা। আজ এই শহর হয়েছে তাইগার রাজধানী। প্রায় গোটা বারো ভূ-তাত্ত্বিক অভিযানের মূল কর্মকেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত। সেই সব অভিযান চালানো হয়েছে হয় তাইগার গভীর অন্তর্দেশ পর্যন্ত আর নয়ত খনিজ সংরক্ষিত সম্পদের খোঁজে শ্রেণীবদ্ধ তুষার ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। ভূতাত্ত্বিকদের জাগরণের সংগে সংগে, ইঞ্জিনিয়র ও স্থপতি নির্মাণকারীরা খনি, কলকারখানা আর শহর তৈরির কাজে বেরিয়ে পড়েছে এই জেলায় ভাল দামী কাঠ পাওয়া যায় বলে, এখন এখানে অনেক কাঠ চেরাইয়ের কাগজ উদ্ভিদ-মূলের উপাদানের কারখানা হয়েছে। আজ যেরকম ভাবে সব কিছু খুব সহজে ও দ্রুতগতিতে তৈরি হচ্ছে তিরিশের দশকে তেমন হত না। "তাইগার রাজধানী" নতুম নতুন শহরকে জামাকাপড় আর খাবার রপ্তানী করে থাকে। অভিজ্ঞ শ্রমিক পাঠায়, আধুনিক যন্ত্রপাতি, আর ঘরবাড়ী তৈরির নানা সাজসরঞ্জাম, তার ভেতর রয়েছে ঢালাই করা ঘর-দোর বানাবার খণ্ডাংশ। আমি যখন তরুণ মিস্তিরিদের জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা কোত্থেকে আসছ' ওদের ভেতর অনেকেই জবাব দিলে, 'কেন, আমার জন্ম তো এই কোমসোমোলস্কেই, আমার বাবাই তো এটা বানিয়েছিল।'

নতুন জমানার এইসব যুবকই দশ-ক্লাশ ইশস্কুল থেকে স্নাতক হয়েছে অথবা বিশেষজ্ঞ হবার মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে। আর তাদের মধ্যে অনেকেই কলেজের ডিগ্রি পেয়েছে। ওদের বাবা-মা থাকে সব নতুন নতুন বাড়ীতে। কিন্তু তরুণরা স্বেচ্ছায় যায় নতুন নতুন জায়গায়। এমনকি অভিযানে যোগ দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করে আর নয়ত দূর কোনো কর্মক্ষেত্রের পথে রওনা হয়ে যায়—কষ্ট, দুঃখ সহ্য করার ভবিষ্যৎ তাদের মনকে দমিয়ে দিতে পারে না। নতুন দায়িত্ব বহনের কাজে তারা স্বেচ্ছায় হাত বাড়িয়ে দিতে চায়। বাঁচতে চায় স্বাধীনভাবে, তাদের নিজেদের শ্রম ও আয়াসের ফলাফল চায় দেখতে।

এই দুনিয়ার বুকে একটা দাগ রেখে যাওয়া একটা মস্তবড় কাজ! ক্ষয় নেই-এ যেসব লোকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই তারা দাগ রেখে গিয়েছিল। যদি, বাস্তবিক, সামান্য ভাবেও এই গ্রন্থ তাদের কষ্ট সহিষ্ণুতার "গোপন

কথাটি" খুলে দেখাতে পারে ; কোথায় সেই অফুরান প্রাণ শক্তির উৎস। সেই সব মরণজয়ী কঠোর বছরগুলির অসামান্য পরিবেশ ও আবহাওয়ার একটু-খানি রেশ, দুনিয়ার ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে যার মূল্য অসীম, তবে মনে করব এই বই বিদেশী পাঠকদের পক্ষে এর সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্য হয়ত কিছুটা উপকারে লাগতে পারে।

ভেরা কেতলিনস্কায়া

ক্ষয় নেই

প্রথম খণ্ড

এক

রেলের ইঞ্জিনটা কুয়াশা ঢাকা বিশাল এক মুক্ত প্রান্তর পার হচ্ছিল। বসন্তের বাষ্পশ্বাসের কুয়াশা। সেরগেই গোলিৎসিনের মনে একটা বিচিত্র অনুভূতি জাগছিল। মনে হচ্ছিল সে যা দেখছে যা করছে সবই যেন শেষ বারের মত। ওরা সেতুটা পার হবার জন্যে গাড়ীর গতি কমিয়ে আনছিল। সেরগেই আপন মনে বলল আর কোনদিন বুঝি সে আর এই চাকাগুলোর ধাতব গুম্ গুম্ শব্দ শুনতে পাবে না। স্টেশনে পৌঁছে ও ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশগুলো মুছতে শুরু করে দিল। ওর সারা শরীরের ভেতর থেকে একটা কান্নার আর্তি শোনা গেল। এই শেষবারের মত সে কি এ কাজ সারছে! আর কোনদিন ও ওইসব অনেককালের চেনা চাপদণ্ডের রডগুলোর দিকে চোখ মেলে চাইতে পারবে না। আর কাল থেকে অন্য কতকগুলি হাত এসে ধরবে এইসব তেলচিটে ছেঁড়া কাপড়গুলো। ও ওর বাবার গলা শুনতে পেল, প্রবীণ রেল ইঞ্জিনিয়ার তিমোফেই আইভানোভিচ, আর বিদায়বেদনায় ওর বুক যেন ফেটে গেল। আর কোনদিন ও এই বুড়ো মানুষটির বুক জুড়ানো আদরের কথাগুলি শুনতে পাবে না। কাল থেকে আর কেউ ওই ঝুঁকে পড়া বৃদ্ধের কথা শুনবে।

"আমি আজ তিরিশ বছর ধরে একটা ইঞ্জিন চালাচ্ছি আর দেশের ঐ একই জায়গায় আনাগোনা করছি।" তিমোফেই আইভানোভিচ বলছিল। তার কথাগুলো খুব সহজেই তার ছেলের শিক্ষিত কানে গিয়ে পৌঁছচ্ছিল ইঞ্জিনের একঘেয়ে ঘর্ঘর শব্দ পেরিয়ে। "ধরো ওইসব সাইবেরিয়ার রাস্তাঘাট—ওসব তো আমার জানা নেই। আমি যাবার চেষ্টাও করি নি কোন দিন। আমি যে যেতে চাইতাম না তা নয়। সেই সময়কার কথা ধরো। যখন জার নিকোলাই মাঞ্চুরিয়া দেশে যাবার নয়া রাস্তা বানালেন। ভ্লাডিভোস্টকের বন্দর পর্যন্ত সেখান থেকে ফিরে আমি মনে মনে বলেছিলাম, হ্যাঁ ওই জায়গাতেই আমি যেতে চাই! ওইখানেই আমি দেখতে পাব নতুন নতুন সব জিনিস! নতুন

নতুন দৃশ্য! নতুন মানুষ! মনে করো না ওরা সেখানে এমন কি আমাদের ভাষায় কথা বলে···”

চুল্লীদার সুভিরিদভ বুড়োর কথা শুনতে শুনতে মুচকে মুচকে হাসছিল। ও হয়ত তিমোফেই আইভানোভিচ কি সেরগেই-এর চেয়ে আরো বেশি জানে। বলা শক্ত সুভিরিদভ এতসব খবর পেল কোথা থেকে। কিন্তু ও যে পেয়েছিলই তাতে সন্দেহ নেই।

তিমোফেই আইভানোভিচের গলাটা একটু ধরা ধরা শোনাল। সেরগেই কল্পনা করল যে ওর বাবার গলার ভেতরটায় বোধ হয় একটু চীড় খেয়ে গেছে। ও দুঃখে দিশেহারা সন্দেহ নেই তবে ও জোর করে একটুখানি হেসে সুভিরিদভের দিকে পিট পিট করে চাইল—বুড়ো লোকটার নিশ্চয়ই বেশ শক্ত হাড়।

“আমি তো এ রাস্তা তৈরি করি নি, কিন্তু তুমি তোমার *বাবার* স্বপ্নের রাস্তা ধরেই যাবে অনেক দূর। আর ফিরে এসে বলবে তাকে সেই পথের গল্প। হ্যাঁ বেশ চোখ-কান খোলা রেখে সব দেখবে শুনবে সারাটা পথ ধরে—সব দেখবে আর তাদের নিয়ে ভাববে। ভাল ভাল লোকের সংগে বন্ধুত্ব পাতাবে। নতুন নতুন মজার লোকের সংগে আলাপ-সালাপ হলে তোমারই লাভ। এই পরিচিতির মধ্যে দিয়ে তুমি ক্রমশঃ একজন বড় লোক হয়ে উঠবে।”

সেরগেই বিদেশ যাচ্ছিল একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে। দূর প্রাচ্যের মনভোলানো ডাক তাকে আকৃষ্ট করেছে। সে মনে মনে ভেবে রেখেছে স্বাধীনভাবে সে জীবন কাটাবে আর তার সমস্ত ক্ষমতাকে নিয়োগ করবে সেই জীবনের কঠিন পরীক্ষায়। তাই সে চলেছে সেই বিশাল নির্মাণকার্যে যোগ দিতে। এই মুহূর্তে, অবশ্য, আসন্ন অভিযানের সমস্ত উত্তেজনা যেন সে ভুলে যাচ্ছে ঘনিয়ে আসছে শুধু বিদায়ের বিষণ্ণ মুহূর্ত!

ভুরু কুঁচকে বিষণ্ণের সুরে ও বলল, “কে জানে আমার জন্য কি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে।”

ডিপোয় ফিরে আসে ওরা। ইঞ্জিনটা দেয় বন্ধ করে। তারপর ওদের সহকর্মীদের সংগে বসে ধূমপান করতে শুরু করে দেয়। তারপর মন্থর পায়ে এগিয়ে যায় কোমসোমোল কমিটির অফিসগুলোর দিকে।[১] সেখানে প্রত্যেকে তিমোফেই আইভানোভিচের সংগে সহানুভূতিসূচক কথা বলতে শুরু করে দেয়:

“এখন তোমার ব্যাটা তো চলল হে, তোমার গাড়ীর অংশীদার কে হচ্ছে?”

১। কোমসোমোল, ওয়াই.সি.এল.-এর সমার্থক (ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ এই ইংরেজি কথাগুলির রুশীয় সংক্ষিপ্তসার) কোমসোমলরা হল ওয়াই. সি. এল.-এর সদস্য—সম্পাদক।

বুড়ো লোকটি সরস হালকা হেসে জবাব দেয়: "আমি শুধু বাঁশী বাজাব আর তাহলেই ওরা সব ছুটে আসবে। ওহে, মনে ভেবো না আমি একটা মামুলি ইঞ্জিন চালাই। এ হল গিয়ে গোলিৎসিনের ইঞ্জিন।"

বুড়ো লোকটি বাড়ী ফেরার সমস্ত পথটা কথা বলতে বলতে চলল, স্নেহশীল পিতার শেষ উপদেশ দিয়ে তার মনকে হালকা করতে করতে:

"১৯০৬ সালে ফিরে এলাম। বিদ্রোহের পর আমি তখন হাজতে। জেলে আমার সংগে একজন কবি ছিলেন—ভারী চমৎকার মানুষটি। মনটি ভাল, দরাজ দিল। একবার সশস্ত্র পুলিশ তাকে খুব ঠেংগিয়েছিল। উনি খুব ভেংগে পড়লেন আর কাঁদলেন খানিকটা আর তারপর আমার কাছে এই লাইনগুলো আবৃত্তি করে শোনালেন: "কমরেড, বিশ্বাস রাখো, অনিন্দ্য আনন্দের সূর্য উঠবে ভোরে। একদিন ভোর হবে।" দেখিয়ে দিল আমাদের শিক্ষকদের। বলল কার্ল মার্কস আর ফ্রেডারিক এংগেলসের কথা। তারপর বলল: 'তাদের মহান জীবনদর্শন পাঠ করো বাবা, আর আনন্দ করো যে এ জগতে এমন সব মানুষ আছেন।' তা তোমাদের বিষয় কিছু বলো। তোমরা কাদের লেখা পড়ো?"

"আমাদের রাজনৈতিক সংসদে তাঁদের রচনা রয়েছে তো।" সেরগেই মাঝখান থেকে জবাব দেয়। "মার্কস এংগেলস আর লেনিনের জীবনী।"

"আছে আছে, তাদের বই আছে। আরে বোকা"—বাপ ঠাট্টার সুরে বলে ওঠে, "হাম বসন্তও তো থাকে। শুধু থাকলেই তো চলবে না। তাদের লেখা পড়তে হবে বুঝতে হবে অন্তর দিয়ে তাদের গ্রহণ করতে হবে।"

এই সময় ওদের বাড়ীটা দেখা গেল। কাঠেরগুঁড়ি দিয়ে বানানো বাড়ীটা। হলুদ রং-এর ছিটকিনি দেওয়া জানলা আর বাগান ঘিরে একটা হলদে বেড়া। সেরগেই-এর ছোট ছোট বোনেরা বাগানে খেলছিল।

"হ্যাঁ মনে রেখো, ওখানে একটু সময় নষ্ট কোরো না। পড়বে আর নিজের ওই মগজটা একটু খাটাবে।" চলার গতি একটু কমিয়ে এনে তিমোফেই আইভানোভিচ বলল।

সেরগেই ঠিক বাবার কথাগুলোয় মনোনিবেশ করতে পারছিল না। কি বলতে চায় বাবা। ও ত' কল্পনাই করতে পারছিল না ওই অজানা অচেনা মুলুকে গিয়ে ও থাকবে কেমন করে। ওদের ইঞ্জিনের কারখানায় এমন জমাট আড্ডা ছেড়ে—অসম্ভব। সুভিরিদভের বন্ধুত্ব ছেড়ে—সবার উপরে ওর বাবাকে ছেড়ে।

"ঘন ঘন চিঠি লিখো।" ওর বাবা বিষণ্ণভাবে কথাটার ওপর জোর দেয়। তারপর আবার বলে: "তোমার মার মন কেমন করবে তোমার জন্যে।"

বুড়ো লোকটি যখন বাড়ী ঢোকে তখন তার গম্ভীর বিষণ্ণ ছায়া সরে

গেছে। তার স্ত্রীর সামনে এসে বেশ একটু আতিশয্যভরেই মাথাটা নিচু করে অভিবাদন জানায় আর বেশ মজা করেই সম্ভাষণ জানায় :

"আমার প্রিয় মাত্রিয়োনা সপিরিদোনোভনা, লক্ষ্মীটি এবার দয়া করে তোমার পতিদেবতা আর তাঁর উত্তরাধিকারীটির জন্যে নৈশভোজের যোগাড় করো তো।"

সন্ধ্যেটা কাটল নানা রকম কথাবার্তায়। একটু গোলমাল হৈ-চৈ। যাত্রা আসন্ন। গোছগাছ আর তোড়জোড়। অনেকটা দূর পথ যেতে হবে। সেরগেই-এর মনটা একটু দুর্বল আর অসহায় লাগতে লাগল। কিন্তু এখন তো খেলার দান পড়ে গেছে—এ নিয়ে আর কিছু করার নেই। আর দুই-এক ঘণ্টার মধ্যেই ওর স্বাধীন জীবনের শুরু পরিচিত রেলপথ ধরে। কিন্তু রেল সড়কের গাড়ীটা একটু বিচিত্র আর অচেনা।

যাত্রা করার আগে ওরা একসংগে বসে চা খেল। টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে তিমোফেই আইভানোভিচ ছোট মেয়ে দুটোকে ফিস ফিস করে চুপ করতে বলল, স্ত্রীর দিকে ফিরে অর্থপূর্ণভাবে মাথা আর চেয়ারে টান টান করে পিঠ ছুঁইয়ে হেলান দিতে দিতে বলল :

"সেরগেই বেশ বুঝে সমঝে চলিস বাবা, দেখো যেন তোমার বংশের নাম ডুবিয়ো না। তুই আর পাঁচটা ছেলের মত ঠিক ন'স, তুই একজন গোলিৎসিন। এক সময় রাজপুত্রেরা ছিলেন এদেশে। তাঁদের নাম ছিল গোলিৎসিন। এ দেশের মাথার মুকুট। আজ তাঁরা চলে গেছেন। কিন্তু গোলিৎসিনরা আছেন আর চিরকাল এই গোলিৎসিনরা থাকবেন। তবে আজ তাঁরা ভিন্ন পথের মানুষ। মেহনতী ধারার মানুষ। আর সর্বসমেত তাঁরা লক্ষ লক্ষ মাইল রেলপথ জুড়ে বিস্তৃতি। ঠাকুর্দা, তস্য ঠাকুর্দা থেকে নাতি, তস্য নাতি পর্যন্ত সবাই রেলশ্রমিক। এ হল সেই বংশধারা যার মুখে আজো কেউ কালি দিতে পারে নি। দেখো তুমিও যেন দিও না।"

সেরগেই উদাসীনভাবে মাথা নাড়ে। খানিকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও। একটু বিরক্ত হল। ওর বাবা এমনভাবে তাকে বংশ গৌরবের প্রচার করে জ্ঞান দিচ্ছে! বোকা বুড়ো শেয়াল পণ্ডিত! মাত্রিয়োনা সপিরিদোনোভনা চুপ করে শুনছিল। সবটুকু গ্রহণ করছিল। ওর স্বামী বিয়ের বাইশ বছর বাদেও একটা খোলা কেতাব হয়ে আছেন। একটা না একটা বিদঘুটে কাজ সদা সর্বদাই করে বসছেন। গুরু গম্ভীর কথা বলে চলেছেন। রাত্রে বই পড়ছেন, কবিতা আওড়াচ্ছেন। তবে স্বামী হিসাবে ভালই। মানুষটার স্বভাবও ভাল। নিরাপদ। তাঁর যে মেজাজই থাক না কেন, তিনিই আসলে, মানে মাত্রিয়োনা সপিরিদোনোভনাই, হলেন এ সংসারের প্রকৃত কর্ত্রী।

ওঁরা সেরগেই-এর শিরশ্চুম্বন করলেন। ওর ব্যাগটা তুলে নিলেন।

তিমোফেই আইভানোভিচ কিছুতেই বড় ঝাঁপিটা সেরগেইকে নিয়ে যেতে দিলেন না। উনি ওটা নিজেই উঠিয়ে নিলেন।

ওঁরা বহু পরিচিত রাস্তাটা মাড়িয়ে হেঁটে চললেন। অনেক চেনা ফটকের পাশ দিয়ে হেঁটে এলেন। রেল স্টেশনে যাবার বড় দরজাটা দিয়ে যাবার মুখে বাগানটা (উদ্যান) পেরিয়ে এলেন, আর সেখানে—

সেখানে যে একটা পরিবর্তন এসেছিল তাদের জীবনের মধ্যে সেটা নিজেকে দিয়েই মালুম হচ্ছিল। চোখের ওপর জ্বল জ্বল করছিল ধরা দিচ্ছিল সমস্ত সত্তায় অনুভবে। স্টেশনে ওদের সঙ্গে এসে দেখা করল কমসোমোলের রেল শ্রমিকদের একটা বেশ বড়সড ভীড়। যারা চলে যাচ্ছে তাদের বন্ধু-বান্ধব সব মেয়েরা হাসল সেরগেই-এর দিকে চেয়ে। এর ফলে নিজেকে একটু সংবরণ করে নিল সেরগেই আর কাঁধটাকে গুটিয়ে আনল। সন্ধ্যার রামধনু মনের কোণে ঝিলিক দিয়ে যায়। চুরি ক'রে ফটকের কাছে এসে চুমু খাওয়া। ভৎর্সনা। ঠাট্টা তামাশা। ভালবাসার অঙ্গীকার। সেরগেই-এর চোখের দৃষ্টি দৌড়ে পালায় মেয়েদের মুখের ওপর দিয়ে। বিশেষ করে একজনকে যেন খোঁজে তার চকিত চাহনি। সবচেয়ে সুন্দর তার মুখ। গ্রুনিয়া একজন ট্র্যাক-ওয়াকারের মেয়ে। দূরে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। ওর সোনালী রং-এর খোঁপাটা নিয়ে খেলা করছিল। সেরগেই আগের দিন সন্ধ্যায় ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছিল। ওর ধূসর চাহনি আর সলজ্জ হাসি থেকে মুক্তি পেয়ে ও বলেছিল ফিস ফিস করে, "তুমি কি আমায় ভুলে যাবে!" আর সে শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছিল,

"ভুলে যাব আমি তেমন মেয়ে নই!"

গ্রুনিয়া: সত্যিই ও তাকে চেড়ে চলে যাবে!

মাতভেইয়েভ দম্পতি এসেছেন তাঁদের ছেলে পাশাকে নিয়ে। ও চলে যাচ্ছে সেরগেই-এর সঙ্গে। পাশা আসতেই এই দৃশ্যটা বেশ একটু সজীব হয়ে ওঠে। ও পেঁছাতে না পেঁছাতেই উক্রোনীয় উচ্চারণের টান দিয়ে যেন খানিকটা জোরে বলে উঠল:

"আরে তুমি যে বড় আমাকে ফেলেই চলে যাচ্ছ খলোপছিকি[১] ব্যাপার কি? আমাকে ছাড়া ট্রেনই চলবে কেমন করে হে।"

পাশা হচ্ছে তেল যোগানদার। সেরগেই আর ও খুব ছেলেবেলার বন্ধু।

এমনি করে ট্রেন না আসা পর্যন্ত ওরা গল্প করে সময় কাটালো। কমসোমোলের সম্পাদক একটি বক্তৃতা দিলেন। তিমোফেই আইভানোভিচ মোটেই সন্তুষ্ট হয় না। এ কি একটা বক্তৃতা। এতে এমন সার পদার্থ কিছুই

১। ছোকরা—সম্পাদক।

নেই যার মধ্যে গভীর উল্লেখযোগ্য কিছু থাকতে পারে। এখনো শিশু শিশু! এখনও ওরা ছেলেছোকরাদের হাতে। এর মূল্য এখন কীইবা বুঝবে ওরা।

দূরে ট্রেনের আলো জ্বলে ওঠে। কাছে…আরো কাছে…এগিয়ে আসে। প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে গর্জন করতে করতে চলে। গরম শক্তিশালী ইঞ্জিনটা সাদা বাষ্পের তাল পাকানো পুঞ্জ উদগীরণ করতে করতে এগিয়ে যায়। তিমোকেই আইভানোভিচ আবেগ ভরে বেশ একটু জোর দিয়ে বলে ওঠেন:

"বাবা সেরগেই কঠোর পরিশ্রম করো! পাশা প্রাণ দিয়ে খাটবে! কাজের মধ্যে তোমাদের মনপ্রাণ ডুবিয়ে দেবে। কমসোমোল তোমাদের তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচণ করেছে। সত্যিকারের বীর আর সাঁচ্চা কমিউনিস্ট হয়ে ঘরে ফিরে আসিস বাবা।"

ওর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে। ওর দাড়ি ভর্তি খসখসে গালটা তার ছেলের গালে চেপে ধরে।

সেরগেই নিজেকে মুক্ত করে নেয়। গলার কাছে ঠেলে ওঠা অবরুদ্ধ কান্নার বেগ সামলে নেয়। গাড়ীর সিঁড়ির ওপর লাফিয়ে উঠে পড়ে। ওর টুপিটা নাড়ে। খুশিতে ভরে উঠেছে তার মুখ।

দুই

এপিফানভ সদরদপ্তরে এসেছিল বেশ ফিটফাট ভদ্রবেশে। ছুঁচলো ডোরা-কাটা ওর পোশাকটা বেশ করকরে নতুন। ওর রংচং-এ টাইটা কোণা-কুণি আটকে রয়েছে। ওর কলারটাও ওর কেতাদুরস্ত নাবিকের গলার ওপর বেশ ঝকঝক করছিল। ওকে দেখাচ্ছিল বোবা-নাটকের অভিনেতার মত। ভাঁড় সেকি চেহারার মানুষ যেন একটি। যেন পোষাক পরিচ্ছদ ধোপ পালটে ফেললেই সব কিছু একেবারে ঠিক হয়ে যাবে।

ওর বন্ধুরা সবাই ওকে ঘিরে ধরেছে। ওর পোশাক-পরিচ্ছদ হাত দিয়ে দেখছে আর খুব পিঠ চাপড়ে বাহবা দিচ্ছে। মস্করা করছে ওর সঙ্গে। তারপর শেষকালে সবিস্তারে বলতে থাকে। ওঃ মিলেরোভোতে ওর নিজের শহরের মহিলারা ওকে এই নতুন পোশাকে দেখলে একেবারে মজে যাবে। নাবিক হিসাবে তার আদব কায়দা ভদ্রতাতেও ওরা মুগ্ধ হবে। তার ওপর গভীর সমুদ্রের উত্তেজনাময় গল্প যখন শুনবে তখন তো আর কথাই নেই।

তারপর ওখান থেকে চলে আসে ওরা ওকে ছেড়ে। কতকগুলো নতুন সেতু-নৌকো এসেছে, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখে। ও যেমন যেমন জবাব দিচ্ছে প্রত্যেকে সেই মত কাজ করে। মেকানিকরা হাওয়া পাম্প করে। ডুবুরিরা সেতু-নৌকোর জোড়গুলি পরীক্ষা করে। এপিফানভ

জানে ওর কাজ কি। কিন্তু আজ ওই কাজটা করছিল একজন নতুন ডুবুরি। ওর অভিজ্ঞতা খুবই সামান্য।

ও দাঁড়িয়েছিল একনাগাড়ে একা নৌকোর সামনেটায় কাজের এই ব্যস্ততার মধ্যে ওকে আজ আর দরকার নেই। নিজেকে কেমন রিক্ত লাগছিল। উদাস দল ছাড়া।

হঠাৎ ও সমুদ্র দেখতে পায়।

ও কি আগে কোনদিন সমুদ্র দেখেছে?

ওর চোখের ওপর সমুদ্র ছড়িয়ে আছে দূর তটপ্রান্ত পর্যন্ত। আবছা সূর্যের আলোয় ঘোমটা ঢাকা। পাতলা চলমান নীল জলরাশি। বাতাস নেই। তবু সমুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। ও সমুদ্রের সুরভিত বাতাস বুক ভরে টেনে নেয়। ঠিক যেমন ভাবে কেউ খুব নরম করে অতৃপ্ত তৃষ্ণায় তার প্রিয়জনের ঘ্রাণ নেয়।

একরাশ জল চিক চিক করছে সূর্যালোকে। ও চোখ দুটো কুঁচকে সে দিকে তাকায়। সমুদ্র অনর্গল শ্বাস ফেলে চলছে। চোখ বুজলেও যেন ও তা দেখতে পায়। কিন্তু অন্ধকার নামলে অন্যরকম। কালো, গা ছমছম করা। ভয় লাগে। বিদ্যুতের ঝলকানি লেগে মাঝে মাঝে চৌচির খেয়ে যাচ্ছে। কখনও বা সমুদ্রেরই প্রতিবিম্ব। জাহাজ থেকে কোন এক ঝোড়ো রাত্রিতে ও ঠিক এমনি সমুদ্র দেখেছে কখনও।

এই সমুদ্রের ভেতর ও আরো একটা জিনিস দেখতে পায়। নিচু একটা ধূসর আকাশের তলায় ক্লান্তভাবে ওর বুক ওঠা নামা করছে। ওর মনে হল ওর মনে পড়ছে (সত্যিই কি এমন জিনিস ও দেখেছে?) একটিমাত্র কাঠের গুঁড়ি যেন অন্তহীন আশাহীন একটা নাচের মহড়ায় মেতেছে বিপুল সবল ঢেউগুলোর ঝুঁটির উপর। আবার সমুদ্রের সে এক অন্য রূপ: সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় ঝিলমিলে। সেই সঙ্গে আধখানা আকাশ যেন পুড়ছে। লাল মেঘগুলো দিগন্তের উপর হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। পরীর গল্পের ছোট ছোট দ্বীপের মত। জল তীক্ষ্ণ তীরের মত টকটকে লাল। আলতো করে এইসব দ্বীপকে স্নান করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

ও চোখ খুলে চাইল। ওই তো—সেই রহস্যময়ী সমুদ্র! আজকের সমুদ্র, উষ্ণ আর নীল। একখানা ছবির মত সম্পূর্ণ করে ও একে নিতে চায় না ওর ভেতরে। একটা নতুন চোখ দিয়ে ওর প্রতিটি অংশ আলাদা করে খুঁটিয়ে দেখতে চায়। যেন সবকিছুই ও দেখতে পাচ্ছে একেবারে প্রথম বারের মত। ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া ঢেউ। জলের উপরিভাগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া নীল সবুজ মেঘের ছায়া। নৌকোর পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখা স্বচ্ছ হলুদ সমুদ্রতল আর ছোট ছোট ঢেউ। একেবারে চিরকালের মত নুড়ি-পাথর ছড়ানো বালুকাবেলায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে। যদি কেউ বাকী

ছবিটা থেকে এই ছোট ঢেউগুলিকে কল্পনায় আলাদা করে দেখতে পারত তবে তার চমক লাগানো সাদৃশ্য সে পেত বিস্তৃত উত্তাল তরঙ্গমালার সঙ্গে। শুধু একখানা ফটোগ্রাফে ধরা মাপে অনেকটা ছোট।

"স্বপ্ন শুধুই কল্পনা!" ফোরম্যান ঝারিকভ টেনে টেনে বলল। কখন যেন সে ওর পিছন দিকে এসে দাঁড়িয়েছিল।

নৌকোর উপর ওকে দেখাচ্ছিল একজন অভিযাত্রীর মত। যখন কেবিনের ভেতর ও পোশাক ছাড়ছিল ওর জামার হাতার ভাঁজে খসখস শব্দ করছিল। অনেকগুলো বোতাম হাতড়ে হারিয়ে যেতে চায়। নেকটাইটা ধরে আনাড়ীর মত। ও নিজেই স্বীকার করে বেশ শৌখিন পোশাক পরলেই নিজেকে নতুন নতুন মনে হয়। তাই ওর সঙ্গীরা ওকে নিয়ে হাসি মস্করা করলে ও কোন অভিযোগ করে না। তবে ক্যানভাসের সুটটা যখন ও চড়ায় আর ওর বন্ধুরা নিত্যকার মত "এক দুই তিন—মারো টান!" বলে রবারের কলারটাকে চিতিয়ে নিয়ে দুই ঝাঁকুনিতে ওর গলায় আটকে দেয়, ওর অধিকার বোধটা পুরোপুরি ওর কাছে ফিরে আসে। নিপুণ হিসাবী চালচলন। ও সমুদ্রের ভেতর নাববার জন্য তৈরী হয়।

এখানে ও দাঁড়িয়েছিল শেষবারের মত দড়ির মইয়ের উপর। ওর বন্ধুরা ওর মাথায় লোহার টুপিটা পরিয়ে দেয়। একটার পর একটা বল্টু শক্ত করে টাইট দেয়। তারপর ঝারিকভের কণ্ঠস্বর ওর কানে আসে। কাঁচের ওপাশ থেকে চাপা শব্দটা শুনতে পায়:

"আচ্ছা ভাই শুভযাত্রা—"

ও শুনতে পায় ওর লোহার টুপির উপর শেষ বিদায়ের ফাঁপা শব্দটা টক করে ওঠে। তারপরই ডুবে যায় নিচে—অনেক নিচে।

ওর হাত পা পেশী সবই এ কাজে দক্ষ। ওর অভ্যস্ত লাফ দেবার ভঙ্গীটা বেশ সাবলীল মনে হয়। সহজভাবেই মাথা দিয়ে অক্সিজেন প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ঢাকনির উপর ও ধাক্কা দিয়ে চলে।

নৌকোটাকে আর দেখা যায় না। আকাশও দেখা যায় না। সূর্যও গেছে হারিয়ে। ওর হেলমেটের কাঁচের পাশ দিয়ে উপরিভাগের জল তরতর করে বয়ে চলেছে সবুজ হলদে স্রোতের ধারায়। যেন ওরা সূর্যালোকে ক্লান্ত হয়ে যখন নীচে নামছে তখন বহুবিচিত্র অন্ধকারে ঢেকে দিচ্ছে জীবনকে।

এও সেই সমুদ্র!

এপিফানভ নিচে নামতে থাকে। নিচে আরো নিচে। অন্ধকারের তলায়। মাথার পিছন দিয়ে ও বাতাসটাকে ঠিক নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। এটা ওর কাছে একটা সহজাত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে! এটুকুর জন্য কোনো ভাবনার দরকার হয় না। ও তো একজন অভিজ্ঞ ডুবুরি। ও দুচোখ মেলে দেখতে থাকে সমুদ্রতল। এধার থেকে ওধার। যেন এই প্রথম দেখছে।

কিন্তু আরো অনুশীলিত একটা বোধ। একেবারে সমুদ্রের ভিতর পর্যন্ত দেখতে চাইছে। কই ওর তো ভয় করছে না অথবা উদ্বিগ্ন হচ্ছে না। নতুন একজন ডুবুরির যেমন হয়। ভয় হচ্ছে শুধু হয়ত প্রয়োজনীয় কিছু ওর অবহেলার ফলে হারিয়ে যাবে। ও হয়ত কিছু ভুল করে বসবে।

ওর শরীরটা হালকা হয়ে এসেছে। ওজন প্রায় নেই। ওর পোশাকটা ওকে আঁকড়ে রয়েছে জলের ভেতর। ঠিক যেমনভাবে বাতাসে একটা প্যারাসুট একটা শরীরকে ধরে রাখে। নিঃশব্দে শান্তভাবে। ওর পায়ের একটা বুট ঠেকছে গিয়ে একেবারে তলায়। ও সেটাকে দেখবার চেষ্টা করে। ওই তো ওইখানে রয়েছে। একটা ধূসর উঁচু ঢিবির মত। তার উপর জলজ উদ্ভিদের পাতা আর শেকড় বিদঘুটে ছাঁচ নিয়ে জড়ো হয়ে আছে। ও তাদের গোটাকতক ছিঁড়ে নেয়। বুদবুদের মত পাতা ঐ গাছগুলোর। আঙুল দিয়ে ওদের রবারের মত ডাঁটাগুলোকে স্পর্শ করে।

একটা ছোট পাতলা মাছ তীরের মত পিছলে পালায়। তার পিছন পিছন আর একটা। মনে হয় ওরা ইপিফানভকে বন্ধু ভেবে নিয়েছে। অথবা হয়ত মনে করেছে একটা পাহাড়। ও খালি চকচকে হাতটা একবার তোলে। ওরা যেন একটা অজানা বিপদের সংকেত পেয়ে পিছলে পালায়।

ইপিফানভ এই বিদায় দৃশ্যে মুগ্ধ উত্তেজিত হয়। জলজ চারাগাছ-গুলোকে হাত দিয়ে সরিয়ে দেয়। দুটো চওড়া পাথর তুলে নেয়। জলের ধাক্কায় খয়ে গিয়ে মসৃণ হয়ে গেছে। দুটোতে ঠোকাঠুকি করে শব্দ করে। জলের তলায় শব্দ কী আশ্চর্য পরিষ্কার!

মাথাটা পিছনে হেলিয়ে ও উপর দিকে তাকায়। কী বিচিত্র রঙের জোয়ার! উপরে ঐখানে কী আশ্চর্য রহস্যময় এক জগৎ রয়েছে!

ঝুঁকে পড়ে ও সমুদ্রের তলদেশ পরীক্ষা করে দেখে। ভারী বুটটা দিয়ে ওলটপালট করে চারাগাছগুলোর ভেতর তন্নতন্ন করে যেন কিছু খোঁজে! একটা খোলা তুলে নিল। কাঁচের কাছে তুলে ধরল। তার উপর আঙুল বুলিয়ে দেখল···।

আবার একটু ধাক্কা দিয়ে ও ওপরে উঠতে শুরু করল।

এখানে আবার সেই সূর্যের আলো। নীল ঝিলমিল সমুদ্র। এঁটেল মাটির মত আঠালো দড়ির মইয়ের ওপর পা রাখবার আশ্রয়। ডেকের ওপর জল গড়িয়ে পড়ল ওর পোশাক থেকে। ওর হেলমেট স্ক্রু-মুক্ত করা হল। দমবন্ধ ডুবুরি-পোশাকের ভেতর বিশুদ্ধ লোনা বাতাস ছুটে এল একঝলক।

ইপিফানভ ওর ব্যবহৃত সাচ্চা লোহার বর্মটাকে খুলে ফেলল। একজন শিক্ষানবীশ দাঁড়িয়েছিল কাছেই। তার দিকে চেয়ে বলল:

"আমার এই পোশাকটা ব্যবহার করো। বেশ ভাল পোশাক। পরীক্ষায় আমায় উৎরে দিয়েছে।"

ঠিক একজন নাবিকের মত হেলেদুলে চলার ভংগী। ওর ট্রাউজারের পা দুটো পরস্পরকে ধরে আছে। এগোতে গেলেই বাধা পাচ্ছে। ওর নিজেকে মনে হল এই জাহাজী সমাজে নৌ প্রতিনিধির কাছে নিতান্ত একজন বিচিত্র অচেনা লোক। প্রতিনিধি লোকটি বেশ ভাল একটি বক্তৃতা দিয়ে ওকে বিদায় জানালেন। ওর নিজের দেশ, যেখানে ইপিফানভ যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে ও যেন একবারও ভুলে না যায় যে ও হল বিখ্যাত রেড ব্যানার সোভিয়েত নেভির মুখপত্র। এই প্রতিষ্ঠানই ওকে দিয়েছে···।

ট্রেনের ভেতর বসে হঠাৎ ওর সেই খোলাটার কথা মনে পড়ল। ওর কোটের পকেটের ভেতর ও সেটাকে গুঁজে রেখেছিল। সাবধানে ও বের করে। কাগজে মুড়ে নেয়। তারপর ওর সুটকেসের ভেতর রেখে দেয়। আর তারপর অনেকক্ষণ ও বসে থাকে অন্ধকার ট্রেনের ভেতর। ওর সহযাত্রী একজনকে বলছিল আধা-সত্যি, আধা-কল্পনা মেশানো সব গভীর সমুদ্রের ডুবুরি গল্প। সেই সমুদ্র আর তার অতল জলের রূপরাজ্যের গভীরে বিচিত্র সব জলজগাছের কথা। ওর সহযাত্রীটি নির্বাক বিস্ময়ে শুনছিল। মাঝে মাঝে ডাংগার নির্বোধ মানুষের মত বোকা বোকা প্রশ্ন করছিল। ইপিফানোভ এখন নিজেকে একজন মস্ত বীর মনে করছিল। অদ্বিতীয়। নিজের সম্পর্কে ওর ধারণাটা এখন আরো অনেক উঁচু। এমন আগে কখনও ছিল না।

ওর নিজের দেশ মিলারে তো এখন ওর কাছে কত ছোট মনে হচ্ছিল! একঘেঁয়ে। রেলরাস্তার লম্বা সেতুটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ও রেলের পথ দেখতে থাকে। দু'দিকে দুটো রাস্তা চলে গেছে। আর রাস্তা দুটো যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ও থাকতে পারে না। নতুন জায়গা নতুন ঘটনার খোঁজে চঞ্চল হয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়।

ওর মনে হয় ওর কোন ছুটির দরকার নেই। ওর বাড়ী যাবার কোন টান নেই। কীই-বা আছে! ওর বোন ডুবে আছে ঘাড় গুঁজে বইয়ের ভেতর। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে। ওর সব পুরনো বন্ধু চলে গেছে। কোমসোমোল সদর দপ্তরগুলো খালি পড়ে আছে। সবাই গাঁয়ে ফিরে গেছে। বসন্তের বীজ বোনার সময় এসেছে। মদৎ জোগাতে হবে।

সকলের সবকিছুর ভার দেওয়া হয়েছে যে লোকটাকে তার নালিশের আর শেষ নেই। টেলিফোনের আর এক ধারে ওই কোণে বসে আছে অপারেটর আর এদিকে ইপিফানভ। ওই দুজনের মধ্যে ও বেশ দক্ষতার সংগে ভাগ করে দেয় নালিশগুলো :

"আর ব্যাপারটা আরো খারাপ হবে না। আমার ওপর টেরিটারি কমিটি ফেটে পড়বে না! (ওহে ওহে শোনো হ্যালো—আর কতক্ষণ ঠায় ধরে

থাকবো আমি, অপেক্ষা করছি তো করছি ভেশকির সংগে কথা বলবার জন্য ?) আবার একটা টেলিগ্রাম পেলাম : "এখনই দূর প্রাচ্যে তিনজন কোমসোমোল-কে পাঠাও।" (কে সেণ্ট্রাল ? হ্যালো হ্যালো তুমি কি ঘুমোচ্ছো না কি বল তো ? আমি ওই ভেশকির সংগে কথা বলব বলে অপেক্ষা করে আছি) আরে আমি চুলোর ছাই লোকগুলোকে পাবো কোথায়। এখন সবাই গেছে বসন্তকালের বীজ বোনার কাজে। হতে পারে ওরা হয়ত চাইবে আমি নিজেকেই পাঠাই !" (হ্যালো হ্যালো ভেশকি ! ভেশকি !) আমি তো আর পারি না—আমার বুদ্ধির একেবারে দশম দশা ! (কি হে, শোনো। সেণ্ট্রাল, আমাকে ঐ কানেকশনটা দাও না)।"

"পাগল গাধা কোথাকার। কী আবোল তাবোল বকছ ? এই তো আমি এসেছি। আমাকে পাঠাও না।" ইপিফানভ বলে, "প্রথমেই আমার কথা তোমার মনে হয় নি কেন !"

তারপর ও চলে গিয়েছিল। বাড়ীতে ওর দেখা করতে যাওয়া এমন কি দশ দিনও নয়। ট্রেনে হাত-পা ছড়িয়ে ওপরতলার বাংকে শুয়ে শুয়ে ও কল্পনা করছিল। প্রশান্ত মহাসাগরে না জানি দূর প্রাচ্যে গভীর সমুদ্রে ডুবুরিরা সব কেমন হবে। ও অবাক হয়ে ভাবে সামুদ্রিক উদ্ভিদ, সাগরপারের পাখী, জাপানের উষ্ণ সমুদ্র আর ওখোৎসোকের ঠাণ্ডা জলের তলায় সেইসব বিচিত্র পাখী আর গাছপালা দেখতেই বা কেমন।

কমসোমোল ট্রেনে সবাইয়ের সংগে ওর পরিচয় হয়। ওদের কাছে ও লম্বা চওড়া আর কিছুটা ছোটখাটো নানা রকমের গল্প বলে। কিছুক্ষণের ভেতরই এই নতুন তরুণ ছেলেদের দলের ভেতর ও তাদের একান্ত আপনার হয়ে পড়ে। আলাপ সালাপ করা বন্ধুত্ব পাতানোর আগ্রহটা ওর খুবই বেশি। এটা রেড নেভির সব রকম কাজের ভেতর থাকতে থাকতে ও বেশ ভাল করে রপ্ত করে নিয়েছে। তাই কোন অসুবিধা হল না।

তিন

কারখানার বন্দুক ছোঁড়ার গ্যালারিতে লক্ষ্যভেদকারী অনেকেই জমায়েত হয়েছে। আর দেখতেও এসেছে অনেকে। দর্শকরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ের চারপাশে। সে অপেক্ষা করছে। এবার ওর পালা। ওর মাথা ভর্তি পুরু সোনালী চুলের খোঁপাটা ও শক্ত করে বেঁধে নেয়। বেশ কষ্ট করে ও রাইফেলটা ভরে নিচ্ছিল। তখন যুবকরা ওকে উপদেশ দেয় আর সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

"লিডা এবার তোমার পালা।" শিক্ষক হাঁক দিয়ে বলেন।

ও শুয়ে পড়ল রাইফেলটা কাঁধের ওপর শক্ত করে চেপে। বাঁ চোখটা বন্ধ করল। নীচের ঠোঁটটা ঠেলে বের করে দিল। একটা অবাধ্য চুলের গুচ্ছকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে লাগল।

গুলিটা দুম করে বেরিয়ে যাবার শব্দ হল। ষাঁড়-চোখ লক্ষ্য বিন্দুর ধারটায় একটা ছিন্নভিন্ন ছিদ্র দেখা গেল।

"নয়!"

লিডা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভুরু কোঁচকাল। আবার চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দিল। ট্রিগারটা টেনে চেঁচিয়ে উঠল:

"দশ!"

"না, নয়,"

"তাহলে এই নাও দশ!"

আবার একটা গুলির শব্দ। মনে হল লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত করেনি। শিক্ষক এগিয়ে গেলেন হেলে দুলে লক্ষ্যের দিকে।

"বাঃ তোমার ভাল হয়েছে লিডা। ঠিক মাঝখানটায়।" লিডা বিজয়িনীর ভঙ্গীতে ওর ভক্তদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। আর যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে ঘোষণা করল:

"আঠার আর দশ—আঠাশ। আর দুটো গুলি।"

আবার একটা গুলির শব্দ। দর্শকদের মধ্যে চমক জাগল। চঞ্চল হয়ে উঠল। ওদের মধ্যে অনেকে লক্ষ্যের কাছে ছুটে এল।

"দশ। লিডা তোমার জিৎ হয়েছে! দশ!"

লিডা অভদ্রভাবে চেঁচিয়ে উঠল:

"টার্গেটের কাছ থেকে সরে যান; আমি আবার ছুঁড়ছি।"

ওর হাতটা একটুখানি শীত শীত করে উঠল। ও বন্দুকের কুঁদোটা নামিয়ে নিল। বুক ভরে দম নিল একবার। তারপর আবার বন্দুকটাকে যথাস্থানে রাখল। ঘোড়া টিপল।

"কত হল?" চেঁচিয়ে উঠল ও লক্ষ্যের কাছে ছুটে যেতে যেতে। তিনটে ছিন্নভিন্ন ছিদ্র। একটার উপর আর একটা। হ্যাঁ এবার ষাঁড়ের চোখটা বিঁধেছি। "পঞ্চাশের ভেতর আটচল্লিশটা।" আস্তে আস্তে ফিরে আসবার সময় ও নিজেই ঘোষণা করে দেয়। ওর চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা অনুত্তেজিত ভাব।

কোটটা গায়ে পরে নিল। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে সঙ্গের জিনিসপত্র টেনে নিল। ও যেন জানে যে ওর পোশাক ও পরুক আর না পরুক যেমন ভাবেই গায়ে দিক ওরই গায়ে থাকবে। তারপর বেশ কিছুটা দূরে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল তাকে বলল:

"চলো কোলিয়া।"

বন্দুক ছোঁড়ার মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসতে না আসতেই ওর মুখের উপর থেকে বিজয়িনীর চাহনিটা মিলিয়ে গিয়ে কেমন একটা অপরাধ বোধের উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

কোলিয়া বিষণ্ণভাবে বলল:

"আমরা একবার যখন মনস্থির করে ফেলেছি, তখন আর ব্যাপারটাকে চেপে গিয়ে লাভ নেই লিডা!"

"আমি ওনাকে খবরটা শোনার জন্যে তৈরী করে রাখবো, তুমিই বরং ওনাকে বলো।" লিডা বলে। "তোমার মুখ থেকেই ওঁর শোনা বরং ভাল।"

এরি মধ্যে হাসপাতালে দর্শনার্থীদের বেশ বড় একটা লাইন হয়ে গেছে। সবাই হাসপাতালের সামনে অপেক্ষা করছে। তবুও দরজা খোলার নাম নেই।

একটা ওয়ার্ডের ভেতর জীবন স্রোত বয়ে চলেছে প্রতিদিনকার মত একঘেঁয়ে। নৈশভোজের পর মেজাজটা যেমন খুশি খুশি থাকে তেমনই ভাবে এক বৃদ্ধা মহিলা অনর্গল কথা বলে চলেছেন। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে দেখছেন সবাই ওঁর কথা শুনছে কি না:

"আমার পায়ে এই জুতোগুলো না থাকলে আমি ঠিক আগের মত দৌড়তে পারতাম। আমার পা-দুটো এখনও বেশ শক্ত। ভগবানকে ধন্যবাদ। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ। কিন্তু এই জুতো জোড়া পরে চলাই যায় না। এই যে মেয়েরা তোমরা এখানে শুয়ে আছ কেন? এমন একটা দিন ছিল যখন কেউ আমায় বাড়ীতে টেনে নিয়ে যেতে পারত না। একাই চলে আসতাম হাসপাতালে। আবহাওয়া খারাপ। ঝড় বাতাস উঠেছে। আমার গায়ে জ্বর শীত শীত করছে। তবু আমি গ্রাহ্য করিনি। চলে গেছি পার্টিতে। আর ওমনি কিছু একটা। আমার সংগে নেচে কেউ আমাকে হারাতে পারে নি!"

দরজার কাছে রোগা ফ্যাকাশে একজন মহিলাকে দেখা গেল। কপালে চিবুকের উপর ছিপি খোলার কাঁটার মত কোঁকড়ানো চুল। হাসপাতালের গাউনের বোতাম-ঘরে আটকানো একটা ফুল।

"আরে তানিয়া, এসো এসো।" বাক্যবাগীশ বৃদ্ধা মহিলাটি বলে উঠলেন। উনি হাসলেন। ওঁর পোশাকের বোতামে ফুলটা দেখে মাথা নিচু করলেন। "চাবি তোমায় দিয়েছে না?"

"হ্যাঁ।" তানিয়া বলে অনিচ্ছুক ভাবে বিছানার পাশে বসতে বসতে।

"যাঁর স্বামী যত্ন আত্যি করে তার মত ভাগ্যবতী কে আছে।" রোগীদের ভেতর থেকে প্রগলভ কণ্ঠে একজন বলে ওঠে, "আর তুমি হয়ত সেটা টেরও পাওনা।"

"তাতে আর ভাল কি হবে?" তানিয়া দুঃখিতভাবে বলে। "ওহে আমি আনন্দিত হই না। আর কোনোদিন যদি তার সংগে আমার দেখা না হত তাহলেও আমি গ্রাহ্য করতুম না।"

বৃদ্ধা মহিলাটি অস্থিরভাবে বিছানায় আইঢাই করতে করতে ছটফট করছিলেন। কিন্তু তানিয়া হাসছিল আর এমন ভাবে কথা বলছিল যেন ওর কথাটা বিশ্বাস করেছে।

"এক একসময় এমনিই হয়। আমি হলপ করে বলতে পারি। কেন জানি না। আমার স্বামীর খারাপটা কি আছে? আমায় ভালবাসে ঘর গেরস্থালীর কাজে কর্মে সাহায্য করে। টাকা পয়সাও রোজগার করে ভাল। আর মদটদও খায় না। ওর চেয়ে ভাল কে হত? তবু ওর জন্যে আমার এতটুকু দরদ নেই।"

"আমার যখন কম বয়েস তখন কিন্তু মেয়েদের জীবনে এমন সব ঘটত না, তবু তারা দিন কাটিয়ে দিত, বেঁচে থাকত।" বুড়ী গরগর করে বলে ওঠেন।

"আপনার যখন কম বয়স তখন মেয়েরা এতরকমের কাজকর্মও করত না।" তানিয়া খুশি হয়ে জবাব দেয়। "কিন্তু আজ আমরা বদলে গেছি। আমার বয়স যখন ষোলো তখন আমি বাড়ী থেকে পালিয়েছিলাম। সেটা ১৯১৯ সালে। যুদ্ধের সময়, একদিন সন্ধ্যেবেলা পার্টিতে একজন লোকের সংগে দেখা হল। পরদিনই ওকে সীমান্তে চলে যেতে হবে। আমি তাকে ঠাট্টা করে বললাম "আমাকে তোমার সংগে নিয়ে যাও।" সেও রসিকতা করে জবাব দিল "বেশ চলো।" ব্যস্। পরদিনই আমি একটা পোঁটলা বেঁধে নিয়ে ইস্টিশনের দিকে রওনা হলাম। ও নিশ্চয়ই আমাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ও আমাকে বেশ ভালভাবেই নিয়ে গিয়েছিল। আমি ওর সংগে তিনমাস ধরে ঘুরলাম। সীমান্তের সৈনিকদের সামরিক জীবন কাটালাম। আমার সংগে ও খুব ভাল ব্যবহার করত। তবে আমার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার চেষ্টা ও একবারও করে নি। একবার একটা জংগলের ভেতর দিয়ে যখন আমরা ঘোড়ার পিঠে যাচ্ছি ও বললে: 'তুমি একটা খুকির মত আস্ত বোকা ছাড়া আর কিছুই নও: আমি তোমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারি তো।' আমি শুধু একটু হাসলাম। 'কিন্তু কিছু না করলেই ভাল।' আমি বললাম, কেন না তুমি কিছু করার চেষ্টা করলেই আমি তোমার চোখ দুটো উপড়ে নেবো আর সারাটা জীবন তার জন্যে তোমায় দুঃখ পেতে হবে।' কিন্তু আমার নিজের জন্য আমি কি রাখতে পারলুম। একদিন ও মারা গেল। আর সেইখানেই সেই কাহিনীর ইতি।"

ওর মাথাটা ঝুকে পড়ল, ওয়ার্ডের সবাই তার এই সর্বনাশের জন্য সমবেদনা না জানিয়ে পারে না।

"আমি সব সময় আমার এই স্বামীর সংগে ঝগড়া করছি", তানিয়া বলে চলে। বলতে বলতে শেষকালে তার ফ্যাকাশে মুখটা একটুখানি হাসির ঝিলিকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, "এর মানে এই নয় যে আমি অভদ্র। আসলে কি জান আমার সব সময়েই মনে হয় আমি ঠকে গেছি। আমার জীবনটাকে আমি অন্য রকম করতে পারতাম। অবশ্য তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, ও পার্টির একজন সদস্য, আমাকে কর্মজগতের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু এখন আমার আর যাবার উপায় নেই। আমার ডানা দুটো যেন শিকল দিয়ে আটকে দিয়েছে। আর তাই ওর জীবনটাকে আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছি।"

"সেই স্বর্গীয় প্রাচীন আতংক—পুরোনো রোগ"—বুড়ী হাসতে হাসতে বলে।

"হ্যাঁ, আমার প্রতিবেশীরা আমাকে ওই নামেই ডাকে", তানিয়ার ঠোঁটে লেগে আছে তেমনি এক চিলতে ফ্যাকাশে হাসি। "তানিয়া একটা আতংক, ও আমার সংগে বাড়ী এসে কথা বলতে এলেই একটু রাগিয়ে দিলেই আমি চেঁচামেচি করতে শুরু করে দিই। দুমদাম করে দরজায় শব্দ করি, ওকে বাড়ীর বাইরে তাড়া করে যাই। ওর জিনিসপত্র ওর পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দিই। বেরিয়ে যাও! আমাকে তালাক দিয়ে যাও। তোমাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়, অসহ্য! আর ও তাই কোনো কথা না বলে ওর ব্যাগ ট্যাগ সব গুছিয়ে নেয়। বাচ্চাদের গালে চুমু খেয়ে বাইরের বারান্দাটায় গিয়ে বসে বসে চুপ চাপ পাইপ টানতে থাকে। তারপর আমার মাথা একসময় ঠাণ্ডা হয়। আমি বুঝতে পারি আমি কী বোকা, তবু ব্যাপারটা দেখতে চাই, আমি খানিকটা ভান করি। দরজাটা পিছন দিয়ে দড়াম করে ভেজিয়ে বাইরে ওর কাছে বেরিয়ে আসি, এখানে এসে কি করতে বসে আছ? পাড়া পড়শীরা দেখুক আর হাসুক তুমি তাই চাও না? ভেতরে এসো।' তাই ও ওর ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে দেয় আর বলে, 'এই তো, নাও এটা নিয়ে ভেতরে যাও, আমি আমার পাইপটা শেষ করে যেতে চাই।' আমিও তাই ব্যাগটা নিয়ে ভেতরে যাই, ওর জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখি। রাতের খাবারটা গরম করি। আর তারপর আমরা কোন একটা সিনেমা কি নাটক কি সারকাস দেখতে যাই। এইভাবেই চলে।"

পাশের বিছানায় যে রোগীটি শুয়েছিল সে হাসে আর কিছুক্ষণ একদৃষ্টে কটমট করে তানিয়ার দিকে চেয়ে থাকে।

"তোমার দরকার হল কোন একটা কাজ," শেষকালে ও বলল, "একবার

কোনো একটা কাজের মধ্যে ঢুকে গেলে তখন আর এইসব কেলেংকারি করার কোনো সময়ই তোমার থাকবে না ।"

এতেই মনে হল বুড়ীর মেজাজ গেল চড়ে :

"আবার তুমিও সেই কথা বলছ!" বেশ খুঁটিয়ে বলতে থাকে। "সব আপদ বালাইয়ের ওই একটামাত্র সমাধানই তোমরা জান! আমাকে দেখ তো, আমার জীবনে একটাও চাকরি জোটে নি, অথচ রাজরাণীর মত জীবন কাটিয়ে গেলাম। আমার মুখ থেকে কেউ কোনদিন একটা কটু কথাও শোনে নি। অথচ আমাকে কেউ কোনদিন ঘাঁটাতেও সাহস করে নি। আমার সংসারটাকে আমি হাতের মুঠোর ভেতরে রেখে দিয়েছি। আমিই যা করবার করেছি এখনও করি : আমি যা বলি তাই হয়! তোমাদের বিপদটা হল যে তোমরা একেবারে নিজেদের হাতের বাইরে নাগালছাড়া করে দিয়েছ। এই ধরো না আমার মেয়ে লিডার কথা। কারখানায় কাজ শুরু করতে না করতেই ওর মাথায় সব রকম জিনিস খেলতে লাগল : কোমসোমোলে যোগ দিলে আর কি না করলে! শেষকালে বন্দুক ছোঁড়া শিখতে লাগল। কিন্তু আমাকে নিয়ে ও যেখানে খুশি পালাতে পারে! দু'বার আমি ওর লেজ মুলে দিয়েছি ব্যস ওই যথেষ্ট। আমারচারপাশে অন্যসব অল্পবয়সী মেয়েদের দেখছি তো। বব-করা চুল আর ওদের সিল্কের রুমাল, আমার লিডা সেখানে কাঁটাবনে গোলাপ কি গোবরে পদ্মফুল। আজকাল মেয়েদের সাজপোশাকের কি সব ঢং হয়েছে! এইসব সিল্কের রুমাল পরলে যেন ঠিক তোমার কড়ে আঙুলটির মত দেখায়। গোলাপী সবুজ আর তার একটুখানি হয়ত পকেটে লেগে আছে। সেই নিয়ে দেমাকে খুট খুট করে পা ফেলছে। নাক মুছছে শব্দ করে! ভারী মজার জিনিস! আমার মিনসে পর্যন্ত সিল্কের রুমালের যুগ্যি নয়! সত্যি তাই।

ঠিক ওই সময় লিডা নিজেই ঢোকে। লিডাকে সাক্ষাৎ দেখা যায় দরকার কাছটায়। ওর মুখ ফ্যাকাশে। উদ্বেগের ছায়া খেলছে। মোটা পুরু খোঁপাটা এলিয়ে আছে কাঁধের ওপর। যেখানে ও দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকেই মার দিকে তাকিয়ে দেখল। গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে। খিটখিটে অসহায়ভাবে বিছানার ওপর পড়ে আছে। রোগে ভুগে জীর্ণ তাই বকর বকর করে কথা বলে চলেছে সাত ঝুড়ি। এবার লিডার মুখের ওপর উদ্বেগের ছায়াটা সরে গিয়ে একটা মজা দেখার হাসি ফুটে ওঠে মুখের ওপর। এক মুহূর্তের জন্য মা আর মেয়েকে যেন অনেকটা একরকম দেখায়।

"তাহলে তুই এসেছিস," বুড়ি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে উঠল। ওর মেয়ে যেসব টুকিটাকি জিনিসপত্র এনেছিল নেবার জন্য হাত বাড়ায়।

"তুমি কিছু নোনতা, কিছু চাটনি জেলি খেতে চাইছিলে না?" লিডা জিজ্ঞাসা করে। ওর মায়ের বিবর্ণ কপালে চুমু খায়।

চারধার থেকে লিডার ওপর সবাই হাসি ছুঁড়ে দেয়। রোগীরা সবাই লিডাকে মনে করে 'আমাদের খুকি।' আর সবাই ওর সঙ্গে গল্প করার জন্যে আশা করে থাকে। কিন্তু আজ লিডার গল্প করতে একটু ভাল লাগছিল না। ও এবার নিচু গলায় জোর করে বলতে শুরু করে। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে লিডার :

"মা-মণি, কোলিয়া প্লাত বাইরে অপেক্ষা করছে। ও কি তোমাকে দেখতে আসবে?"

ওর মা খুশি হয় ওর মুখটা লাল হচ্ছে দেখে। বেশ একটু উত্তেজিতও হয়েছে লিডা। কোলিয়া হাসপাতালে এসেছে। এতেও ওর আনন্দ হল। এতক্ষণ নিশ্চয়ই ওর খুব ভয় হচ্ছে বুড়ির কথা ভেবে।

যদি ও অপেক্ষা করেই তবে ভেতরে আসতে দে, তবে বাছা বলে দে ওকে খাতির যত্ন করার আমার এখানে কিছুই নেই। আমি তোমার ওই ফুল-বাবুটিকে এইসব মোণ্ডা মেঠাইগুলো কিন্তু বিলিয়ে দিতে পারব না। মনে হয়, এতে ও কিছু মনে করবে না।"

লিডা লাফ দিয়ে ওঠে। ওর আনন্দ গোপন করতে পারে না।

"ওগো ছোটটো গিন্নি অত তড়িঘড়ি না, তুই যেন পালাতে পারলে বাঁচিস। আমার আয়না আর চিরুনিটা দে তো। আমার তো মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে বর্ষাবাদলের আবহাওয়া নিয়ে গপপো করতে আসে নি, আরে আমাকে একটু পরিপাটি করে দিতে হবে তো।"

লিডার কান্না পেল মার মাথায় চিরুনি দিতে গিয়ে। মা মাথা নাড়ছিল। চুল প্রায় নেই বললেই চলে। এলোমেলো ছড়ানো। বৃদ্ধা মহিলা কাঁপা কাঁপা হাত দিয়ে চুল বাঁধবার কায়দাটা পরখ করছিলেন। ওঁকে খুব গর্বিত আর অসহায় দেখাচ্ছিল। কিন্তু লিডা ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতে উনি বেশ দেমাক দেখিয়ে জোর গলায় বলতে লাগলেন :

"জানি না লিডার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমি ওর বিয়ে দোব কিনা। একেবারে হাসপাতাল পর্যন্ত এসেছে—দেখে মনে হচ্ছে ওর যেন সবুর সইবার আর ধৈর্য নেই।"

"আমার মনে হয় এটা যেন আজকালকার ছেলে ছোকরা কি কম বয়েসী মেয়েরা আকচার করছে।" তানিয়া বললে। "তবু ভাল যে ওরা তোমায় জিজ্ঞাসা করছে।"

বৃদ্ধা মহিলাটি অহংকারে ফেটে পড়ছিলেন। আর সেই সঙ্গে মেয়ের ওপর ঈর্ষাও হচ্ছিল।

"আমাকে আগে জিজ্ঞেসা না করে লিডা এক পাও এগোয় না।" উনি বললেন, "শুধু এইটুকু আমি বুঝি না। ও এমন একটা লোক হাসানো পছন্দ করে বসল। সব সময় দেখি ওর কপালে জুটছে ফুলবাবুরা। গিটার

ও বালালাইকার তালে তালে ঘুরে ঘুরে নাচছে। সত্যি কথা বলতে কি আমি ওকে খুব কড়া শাসনে রাখি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি ওকে বেশ খোশমেজাজে সময় কাটাতে দিই না। ওরা যদি চায় তো আমাদের বাড়ীতে ধেই ধেই করে নাচুক না। আমাদের দলের ভেতর এক সময় আমিই ছিলাম সব চেয়ে হাসি খুশি মেয়ে। আর আমার মেয়েও ঠিক আমার মত হয়েছে ; গীটার বাজায়, গান গায় নাচে। হুল্লোড় শুরু হলেই ও ঠিক গিয়ে সেখানে হাজির হয়। সত্যি আমিও তাই বলছিলুম, এই সব ছেলেরা ওর চারপাশে এসে ভীড় জমায়। আর এই কোলিয়া। ওদের মত একটুও নয় এই ছেলেটা। গান গায় না, খেলে না, নাচে না। বলার মত কিছুই নয়। দেখতে শুনতে কোনো বিশেষত্ব নেই। আসল কথা হল ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বই মেয়েদের মন জয় করে। আর ওর ব্যক্তিত্ব একেবারেই নেই বলতে গেলে। কিছুই নেই শুধু কেমন ভুরু কুঁচকে তাকায় আর বইপড়া বিদ্যে। এমনি চুপচাপ থাকে ছেলেটা। যেন এক টুকরো কাঠ। বলতে গেলে এই হল কোলিয়া।"

কিন্তু যে কেউ সহজে বুঝতে পারে যে ওঁর ভাবী জামাইয়ের এই ভারিক্কি মেজাজটা তিনি বেশ পছন্দ করেন।

হঠাৎ সে হাসপাতালের ওয়ার্ডের ভেতর ঢোকে। কাঁধের ওপর হাসপাতালের ঢিলে বহির্বাসটা হাত দিয়ে ধরেছে। কেমন বোকা বোকা ভাব। কোলিয়া প্রাতকে দেখতে বেশ লম্বা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। মুখটা বেশ শান্ত। ও বৃদ্ধা মহিলাটিকে এক বাক্স চিনির মেঠাই উপহার দেয়। অন্যান্য রোগিণীদের দিকে ফিরে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানায়। এলোমেলোভাবে ও আর লিডার মা এ বিষয়ে কিছু কথাবার্তা বলে ; তাড়াহুড়ো করে ওই আলোচনার সূত্রপাত না করে কোলিয়া খানিকটা পরিবেশ সৃষ্টি করে নিচ্ছিল। বৃদ্ধা মহিলাটিও বেশ গর্বের সঙ্গে ব্যাপারটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। শেষকালে কোলিয়াই হাসপাতালের ঢিলে জামাটার এক কোণটায় মোচড় দিতে দিতে হঠাৎ শুরু করে দেয় :

"লিজাভেতা আতের্মিয়েভনা আমার মনে হয় লিডা আপনাকে ব্যাপারটা আগে···"ও বেশ সাহস করেই শুরু করে দেয়। কিন্তু সাহসের জোরে ও খুব তাড়াতাড়িই বলে ফেলে :

"আমাদের···আমাদের···সম্পর্কটা···মানে আমাদের বিয়ের ইচ্ছে···।"

হঠাৎ বুড়ী কেমন অস্বস্তি বোধ করে। ওঁর বালিশটা বেশ শক্ত লাগছিল। কম্বলটা একধারে পিছলে সরে গেছে। কোলিয়া কেমন একটু ঘাবড়ে গিয়ে ওগুলোকে ঠিকঠাক করে দিতে সাহায্য করে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। এ আর গোপন করার কি আছে। সারা শহরের লোক জানে তোমাদের দু'জনের মধ্যে কি চলছে। কিন্তু আমি তো তোমার

সংগে থাকব না, থাকবে লিডা। আমার মেয়ের ইচ্ছেতে আমি কখনো বাধা দেবো না।"

এবার কোলিয়া গলার স্বরটা একটু উঁচু করে। যাতে অন্য রোগিণীরা ওর কথা শুনতে পায়:

"আমার বয়স মোটে চব্বিশ কিন্তু এর মধ্যেই আমি আট নম্বর বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। তা মাসে আমার আয় ছ'শোর কম নয় আর·· ···" এখানে ও গলাটা নিচু করে আবার আরো সোৎসাহে বলতে থাকে:

"লিডার ওপর আমার আক্রোশ হবার কোনো কারণ নেই।"

"তাহলে তো তোমাদের কাছে আমার বলবার কিছুই নেই। শুধু চাই তোমরা মিলে মিশে ভালবেসে বেঁচে থাক।" বৃদ্ধা মহিলাটি বলেন, তাঁর কণ্ঠস্বরও বেশ হিসাব করা। যাতে সবাই শুনতে পান। "আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার সংগে সংগে তোমাদের বিয়েটা দিয়ে দেবো। তোমরা দুজনকে ভালবাসবে আর দীর্ঘজীবী হবে। আর এই বুড়ী তোমাদের সুখী দেখে একটু আনন্দ পাবে।"

কোলিয়া আরো কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু লিডার মা ওকে কিছু বলতে দিল না।

"আমার শুধু একটি শর্ত আছে: তোমরা যখন চাও বিয়ে করো, তবে আমার সংগে তোমাদের থাকতে হবে। লিডাকে আমি বাড়ী ছেড়ে যেতে দেবো না। আমি বুড়ো হয়েছি। আমাকে দেখতে হবে তো। লিডাও চাইবে না আমার এই বুড়ো বয়সে আমাকে ছেড়ে যায়। আমি তো ওকে তেমনভাবে মানুষ করিনি।"

"কিন্তু লিজাভেতা আর্তেমিয়েভনা······"

"না না তোমার মনের কথাটা এত তাড়াতাড়ি বলতে চেও না। ভবিষ্যতে কথা বলার অনেক সময় পাবে। আমি যতদিন বেঁচে আছি আমার কথাটা একটু শোনো।"

এইখানটা ওঁর চাপা গলার স্বরটা উনি একটু বদলে ফেললেন। আর সেভাবে কথা বললেন না:

"আমার বাড়ী, আমার পরিবার যথেষ্ট ভাল আর পরিবেশও ভদ্র। এক বছরেরও বেশি লেগেছে এ বাড়ী তৈরি করতে। ওখানে তোমার কিছুরই অভাব হবে না। লিডাও খুব আদর যত্নে মানুষ হয়েছে। জামা কাপড় জুতো ওর অঢেল। এক ডজন নতুন চাদর বালিশের ঢাকা। ষোলোটা নাইটগাউন। লেস বসানো কুঁচি দেওয়া। সুতোর কাজ করা। কি নেই বল না। টেবিলের রুপোর কথা বলছ। এক ডজন ঘর সাজাবার সেট। ওই বাজারে আজকাল যেসব মালপত্র বিক্রি হয় তেমন নয়। বেশ ভারী আর পুরু সব রুপোর বাসন। নিজে হাতে ধরলেই তোমার মালুম হবে।"

"দেখুন লিজাভেতা আতেমিয়েভ্না ওই পণ-টন নিয়ে আমার তেমন আগ্রহ নেই……।"

"মুখ সামলে কথা বলো"—বুড়ী চীৎকার করে ওঠে, "পণ নিয়ে তোমার আগ্রহ থাকলে ভালই হত! পণ ছাড়াই আমার লিডা চমৎকার মেয়ে। ও যেরকম পোশাক পরে এসে দাঁড়াক না কেন যে কোন ছেলেরই ওকে দেখলে ভাল লাগবে। কিন্তু আমি সারা জীবন ধরে চাইব না যে এত সব জিনিস-পত্তর পড়ে পড়ে নষ্ট হোক। অনেক টাকা জমিয়ে ওগুলো কিনেছি। আমি যখন মরে যাব তখন ওসবই লিডা পাবে। ওগুলো ও নিক ভোগ করুক গুছিয়ে রাখুক যত্ন করুক। আজকাল সংসারী ভাল বউ পাওয়া অত সোজা নয়। আমি লিডাকে মানুষ করেছি সেইভাবে। যাতে ঘরদোর গুছিয়ে ও যত্ন করতে শেখে। টাকা কি বল না? আজ তোমার টাকা আছে কাল নেই। কিন্তু আসবাব পত্র সম্পত্তি চিরকাল।"

এরকম একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে উনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বালিশের ওপর ধপ্ করে শুয়ে পড়েন। এখন ওঁকে বেশ ছোটখাটো আর অসহায় মনে হচ্ছে। শরীরে যেন এক ফোঁটা জোর নেই। শুধু বিশ্বাস আর মনের জোর।

বুড়ীর এই ক্লান্তিটুকুর অবকাশ পেয়ে কোলিয়া আবার বলতে শুরু করে। "আমি শুধু আরো খুশি হবো, আর লিডাও হবে, কিন্তু……।"

"লিডাকে এর ভেতর রেখো না। আমি পরে লিডার সংগে কথা বলব।" বুড়ী বলে ওঠেন।

কোলিয়া একবার তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে ওর কপালের ঘাম মোছে।

"আমি বলতে চাই, এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, ব্যাপার হচ্ছে, আমাকে একটু দূরে চলে যেতে হচ্ছে। দিন কয়েকের জন্যে, আমাকে দূর প্রাচ্যে পাঠানো হচ্ছে। আমাকে যেতেই হবে। দলে দলে লোক পাঠানো হচ্ছে। আইন শৃংখলার ব্যাপার।"

"দেখো ঐসব অচেনা শব্দগুলো আমাকে ছুঁড়ে মেরো না।" বুড়ী বলে ওঠেন, "যেতে হয় যাও। যখন ফিরে আসবে তখন তোমাদের বিয়ে হবে। ওর তো আর বয়স বেশি নয়। আর তুমিও এমন কিছু বুড়িয়ে যাও নি। তুমি অপেক্ষা করতে পার।"

"কিন্তু আপনি বুঝছেন না লিজাভেতা আতেমিয়েভনা দু'বছরের জন্যে যেতে হচ্ছে। দু'বছর!"

"ও তাই নাকি।" বৃদ্ধা মহিলাটি টেনে টেনে বললেন। যেন ওর কথাটা বুঝতে পারেন নি। এমন একটা ভান করলেন। "তাহলে এইটিই হল আসল তত্ত্ব। আর এই কাজ গুছোনো ফলটি তুমি মনে করিয়ে দিতে চাও এই তো? বেশ, তাহলে পাকা দেখাটা হয়ে যাক। তোমরা কথা দাও আর যখন তুমি ফিরে আসবে তখন আমরা বেশ জাঁক-জমক করে বিয়েটা দিয়ে

দেবো। সবই ভগবানের ইচ্ছে। সেই সময়টা আমিও গায়ে বেশ একটু জোর পেয়ে যাব।"

'লিজভেতা আতে'মিয়েভনা, আপনি আমায় ঠিক বুঝতে পারছেন না।" এবার কোলিয়ার কণ্ঠস্বর বেশ একটু কঠিন শোনাল। ভরে উঠল দৃঢ় আত্ম প্রত্যয়ে। "আমরা এখনই বিয়েটা করে ফেলতে চাই আর আমরা আলাদা থাকতে চাই না। লিডা আমার সঙ্গে যাবে।" বৃদ্ধা মহিলার মুখে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠতে দেখেই ও তাড়াতাড়ি কথাটা যোগ করে দিল: "অবশ্য আপনি ভাল না হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমরা যাচ্ছি না।"

বৃদ্ধা মহিলা এবার প্রচণ্ড তেজে উঠে বসেন আর চেঁচিয়ে ওঠেন, অসহায় ক্রোধে তাঁর সারা শরীর কেঁপে উঠল:

"তা কখনো হবে না। আমি এ নিয়ে আর কথা বলতে চাই না! দেখো তোমাকে বামাল সমেত ভাগিয়ে দেবার আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যাও।"

"লিজাভেতা আতে'মিয়েভনা...।"

"বেরিয়ে যাও বলছি। লোক ডেকে তাড়াতে না হয়!" উনি চেঁচিয়ে উঠালন। শিরা ফুলে ওঠা হাড় জির জিরে হাতটা নেড়ে চেঁচাচ্ছিলেন। "আমি কিছুতেই লিডাকে যেতে দেবো না। কোনমতেই ও যাবে না। আর যদি তুমি ওর মনের ওপর কোন রকম মোচড় দেবার চেষ্টা করো তাহলে তোমার দাবি আমি খারিজ করবো! তোমার মুখদর্শন করব না! লিডাকেও বলে দিও তাহলে কোনদিন তাকে আমি মেয়ে বলে স্বীকার করব না, এই আমার শেষ কথা।" আবার উনি নাকি সুরে কথা বলতে বলতে বালিশের ওপর ধপাস করে শুয়ে পড়েন। "বেরিয়ে যাও। হাসপাতাল থেকে আমি বেরিয়ে আসি। তখন এসব ব্যাপার নিয়ে কথা বলার সময় পাওয়া যাবে। এখন দয়া করে বেরিয়ে যাও। তুমি কেন আমায় এখানে জ্বালাতে এসেছ? মানুষ কি শান্তিতে মরতেও পারবে না?"

উনি চোখ বুজে রইলেন যেন মূর্চ্ছা গেছেন। কিন্তু আসলে আড়চোখে উনি তীক্ষ্ণভাবে কোলিয়া লক্ষ্য করছিলেন।

এবার ও উঠে পড়ল। একটা অনিশ্চয়ের ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিষণ্ণভাবে বলে উঠল:

"সত্যি, লিজাভেতা আতে'মিয়েভনা, এ ব্যাপারটাকে আপনার এভাবে নেওয়া উচিত নয়।"

উনি শুনতে পেয়েছেন বলে বাইরে থেকে কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

"বেশ আপনার যেমন খুশি। আমরা ভেবেছিলুম ব্যাপারটা আপনাকে জানানো দরকার।"

দরজা দিকে ও এগিয়ে যায়।

বুড়ি এবার মাথা তুললেন। মনে হল যেন ওর কথার জবাবে কিছু বললেন। কিন্তু সত্যি এবার উনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

কোলিয়া প্লাত রাগে অপমানে একা একা দ্রুত পদে বাড়ী ফিরছিল। ওর মনে হচ্ছিল ওকে বোকা বানানো হয়েছে, আর ওকে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। লিডাকে ও পাবে অথচ ওর স্ত্রী বলে মনে করতে পারবে না। ওর ওপর কোনো অধিকার থাকবে না। ওকে ফেলে চলে যেতে হবে। লিডার চারপাশে ভীড় করে ঘুরে বেড়ায় যে সব যুবক ঠিক তাদের একজনের মতই ওর মন এতদিন ভরেছিল কত স্বপ্নে। ওকে ও ঠাট্টা তামাশা করতে দেখেছে ওদের সংগে ফষ্টিনষ্টি করতে দেখেছে। গীটার বাজাচ্ছে ওদের গান শোনাচ্ছে—আর সব্বাইকে ওকে নয়।

বাড়ীতে ঢুকে ও দেখল লিডা কৌচের উপর বসে আছে। গায়ে ওর কোট আর সেই বড় টুপিটা। ওর মুখের দিকে এক পলক দেখেই লিডা বুঝে নেয় ব্যাপারটা কি ঘটেছে।

দু'গাল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়ল। কিন্তু লিডা মুখে—একটা কথাও বলল না।

"আমাদের অদৃষ্ট যে আমরা ওর অনুমতি আনতে গিয়েছিলাম!" ও বিরক্ত হয়ে বলল। "আমরা যতটা করবার করেছি। আমরা বন্ধুর মত ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সব চুলোয় যাক। উনি এক অদ্ভুত মহিলা! এমনভাবে ব্যাপারটাকে নিলেন যে বলবার কথা নয়। যাক আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি।"

লিডা অপমানিত বোধ করে লাফিয়ে ওঠে। "এমন একটা কথা তুমি বলতে পারলে! মার অসুখ। মার মত কপাল কার হবে। রোগে ভুগে ভুগে সারা হয়ে যাচ্ছে। আমি চলে গেলে মার কি হবে একবারও ভেবেছ কি?"

"আহা তা তো বলবেই। তুমি যে হেরে যাচ্ছ।" ও চেঁচিয়ে উঠল। "তুমি ভয় পেয়ে গেছ। তুমি আমায় একলা ছেড়ে দিতে তৈরি আছ কেন না তোমার মা তাহলেই রাগ করবেন না।"

ওর মুখটা সাদা হয়ে যায় কিন্তু লিডার কণ্ঠস্বর বেশ দৃঢ় শোনাল।

"তুমি জান আমি তোমার সংগে যেতে চাই। কিন্তু আমি মাকে ফেলে যাব কি করে। মা যদি একটু বুঝত একবার রাজী হত···আমি তো তাকে মেরে ফেলতে চাই না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি একটু সুবিধা পেলেই তোমার সংগে গিয়ে যোগ দেবো। কিন্তু এখন আমি পারছি না। তাহলে নিশ্চয়ই মা মরে যাবে।"

বিরক্তি চেপে গিয়ে ও বলতে থাকে:

"কিন্তু তুমি তো জানো ওর রোগটা পুরনো। তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস উনি শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবেন ?"

ও ভাবছিল বুড়ীর মৃত্যুর কথা। কিন্তু সাহস করে সে কথা বলতে পারল না।

লিডা বুঝতে পারল। ওর চোখ দুটি জলে ভরে উঠল।

"আমি তো তাই বলে মাকে মেরে ফেলতে পারি না," লিডা বার বার বলতে থাকে। "যদি উনি চান যে আমি থাকি তবে আমায় থাকতে হবেই।"

এইসব কথা শুনে এইবার ওর রাগ যেন ফেটে পড়ল :

"বেশ তো থাকো। দোহাই শুধু আমাকে বলে বোঝাতে এসো না যে তুমি আমাকে ভালবাসো। নিজেও তুমি বোকা ব'নে গেছ আর আমাকেও বোকা বানিয়েছ। আমি এটা এখন বেশ দেখতে পাচ্ছি। সব বুঝেছি। তুমি স্বীকার করছ না কেন উনি যেসব হুমকি ছাড়লেন তাতে তুমি বেশ ভয় পেয়েছ। তুমি একটা আস্ত পাতি-বুর্জোয়া। আর তোমার মায়ের উপযুক্ত মেয়ে। তোমার ওইসব ভালবাসার কথা-টথা কোমসোমোল, বড় বড় আদর্শ সব—সব মিথ্যে, একেবারে ডাহা মিথ্যে ছাড়া আর কিছু নয়!"

"কোলিয়া !"

"তোমার এখন মুখ বন্ধ করে থাকাই বরং ভাল। ভণ্ডামী কোরো না। তুমি যদি সত্যি আমায় ভালবাসতে তবে একটুও দ্বিধা করতে না। আমার সংগে ঠিক চলে যেতে আর যত কিছু সব জলাঞ্জলি দিয়ে, চুলোর দোরে দিয়ে ঠিক চলে যেতে।"

"কিন্তু আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসি।" ও হতাশভাবে জোরে কেঁদে উঠে বলল। "তুমি তো জান আমি তোমায় কত ভালভাসি। কিন্তু মা যদি একটু ভাল হয়ে উঠত…।"

"তোমার মা নিছক ভণ্ডামী করছেন। একেবারে ছলনা! এবার ও প্রাণপণ বলে চেঁচিয়ে উঠল। "আর তুমি তো সেই গাছের ডাল। তা ছাড়া আর কি।"

ও এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কি বলবে কিছুই ভেবে পেল না। এর আগে এরকম মারমূর্তি চেহারা ওর দেখে নি।

"তুমি দিব্যি দিয়ে বলছ তুমি এসে আমার সংগে যোগ দেবে ?" একটা বিদ্রূপের হাসি এবার ওর মুখে ছড়িয়ে পড়ে। "আমি যদি তোমায় বিশ্বাস করি তবে আমি একটা আস্ত গাধা। কেন একা একা তুমি এতটা পথ যাবে বল। নানা কষ্ট আছে রাস্তার। ঠাণ্ডা। তোমার ঘর-সংসার ফেলে তুমি যেতেও পারবে না। তোমার এই ভালবাসা টাসার কাণাকড়ি মূল্যও নেই। কোন সন্দেহ নেই আজ থেকে এক মাসের মধ্যে তুমি এসব ভুলে যাবে। আর কেনই বা যাবে না ? তোমার পিছন পিছন তোমার লেজুড় হয়ে

সব সময়ই একদল ছোকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার ঐ বুড়ী নিজেই তোমার জন্যে একটি বর বাছাই করে নেবেন—।"

"কোলিয়া!"

"হ্যাঁ ঠিক নেবেন। উনি যা চান তাই হবে। একবার গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে তোমাকে বকবেন, বাস্ তুমি সুড় সুড় করে গিয়ে তাকে বিয়ে করে ফেলবে। একটু কাঁদবে বটে কিন্তু বিয়ে তাকে করবেই। তোমার জন্যে উনি খাসা একটি বর খুঁজে দেবেন, ভাবনা কি। সে তো আর আমার মত হবে না। বেশ শাঁসালো পয়সাওলাই হবে। আসবাবপত্র বেশ ফুল বিছানা আর পকেট ঠাসা টাকার তোড়া। উফ্ এসব দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। এত ঘেন্না করি আমি!"

ও রেগেমেগে আরো অনেক কথাই হয়ত বলত। আরো নানা রকমের অপমানসূচক কথা হয়তো ওর মাথায় আসত। ঠিক সেই মুহূর্তে লিডা যদি না মেঝের ওপর পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে হাত পা ছুঁড়ে কান্না জুড়ে দিত। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল লিডা।

এবার যেন ওর চৈতন্য ফিরে আসে। ওর দুঃখ হয়। সত্যি এতটা কঠোর হওয়া ওর উচিত হয় নি। এবার সত্যি যেন ও একটু ভয় পায়। হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসে পড়ে। ফিরিয়ে নেয় ওর সব অনুযোগ। লিডা অবশ্য সমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বার বার উত্তেজিত যন্ত্রণায় বলতে থাকে: "কি সাংঘাতিক···কী ভয়াবহ! ভাবা যায় না—উফ্···!"

ও ওকে একটু জল এনে দেয়। ওর ভিজে কাঁপা কাঁপা মুখের ওপর চুমু খায় আর মিনতি করে ওর ভুলের জন্যে ক্ষমা চায়।

সংগে সংগে লিডা বুঝতে পারে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওর পিসি হয়ত এখনই বাড়ী এসে পড়বে আর ওকে দেখতে না পেলে চেঁচিয়ে কেলেংকারি শুরু করে দেবে।

ওকে বাড়ী পেঁছে দিতে দিতে কোলিয়া পরিষ্কার বুঝতে পারল যে ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। বলতে গেলে ও তো রাজীই হয়ে গিয়েছিল। লিডা এখানে থাকবে আর ওকে রেখেই ও একলা চলে যাবে।

চার

চারটি মেয়ে মাত্র দূর প্রাচ্যে যাবার অনুমতি পত্র পেয়িছিল। ওদের মধ্যে সবাই তাঁত বোনার কাজ করে আর সবাই কোমসোমোলের সদস্য। ওদের মধ্যে চারজনই স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে যাচ্ছে। তোনিয়া ভাসায়েভা প্রথমে এই স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। কেন না দুঃখ কষ্ট বরণ করা কঠোর সংগ্রামে ব্রতী হওয়াই ছিল ওর জীবনের স্বপ্ন; সোনিয়া তার নোভস্কায়া

যাচ্ছে কেন না গ্রিশা ইসাকভ যাচ্ছে ; ক্লাভা মেলনিকোভা যাচ্ছে কেন না দূর প্রাচ্য ওর কাছে সুদূর একটা রোমান্টিক কল্পনার আবেদন নিয়ে এসেছে। লিলকা যাচ্ছিল কেন না ও চায় না ওর বন্ধুরা ওকে ফেলে চলে যাক। এই চারজনই এক সঙ্গে থাকত। তাই লিলকা একা থাকতে চায় না। আর বাস্তবিক যখন একবার সুযোগ পাওয়া গেছে তখন ও যাবে নাই বা কেন, কত নতুন নতুন সব জায়গা দেখবে নাই বা কেন ?

চারটে বিছানা পাতা। রোদ ঝলমলে একখানা ঘরে ওরা ফিরে এসে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওদের অনুমতি পত্রখানা পরীক্ষা করে দেখছিল। হঠাৎ ওরা উপলব্ধি করে এখন সব পরামর্শ আর আলোচনার পালা শেষ। ব্যাপারটা যখন একবার ঠিক হয়ে গেছে তখন কাল বিলম্ব না করে ওদের এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। এই কথাটা ভাবতেই ওরা সবাই গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে। হাজার হোক আজ পর্যন্ত কেউই ওদের নিজেদের জন্মভূমি আইভানোভোর সীমানা ছেড়ে বাইরে যায় নি তো।

সোনিয়া ওর বিছানার মাঝখানটায় বসেছিল। খাটের ওপর। হাঁটুর ওপর হাত দুটো শক্ত করে আটকানো। ও বিষণ্ণভাবে বলে ওঠে :

"এই বছর গরমকালে আমি আর গ্রিশা লেনিনগ্রাদে যাবার তোড়জোড় করছিলাম। যাদুঘর দেখব। পিটার হফে যাব ঘোড়ায় করে। সেখানে ঝর্ণা দেখব…সাদা সাদা রাস্তা…।"

"আরে তাতে কি হয়েছে ? দূর প্রাচ্যে তো তাইগা রয়েছে।" ক্লাভা বলে। "কোন লোকের কাছে যদি কমপাস না থাকে, তাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে, তাহলেই তো সে হারিয়ে যাবে। একজন শিকারী একবার আমায় বলেছিল তুমি হয়ত ভাবছ তুমি ঠিক সিধেপথ ধরে চলেছ আসলে তুমি কিন্তু পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলেছ। আর চব্বিশঘণ্টা বাদে দেখলে ঠিক যেখানটি থেকে তুমি রওনা হয়েছিলে সেখানেই এলে ফিরে। ঠিক এইভাবেই তাইগাতে কত লোকের জীবন যে বরবাদ হয়ে গেছে।"

"হয়ত ভালুকরাই তোমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে," লাইকা বলল। ভয়ে ওর চোখ দুটো গোল হয়ে ওঠে।

তোনিয়া পাশ ফিরল। আর পশমের বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল। হাত দুটো মাথার তলায় দিয়ে চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে রইল। তোনিয়াই ওদের মধ্যে একটু চুপচাপ থাকত।

ক্লাভা সবার দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণভাবে বলল :

"দিলখোলা লোক যেখানে খুশি যেতে পারে। এখানে আমরা যেমন বহাল তবিয়তে হেসে-খেলে দিন কাটাচ্ছি সেখানেও তেমনই কাটাবো। তারপর দূর প্রাচ্যে যখন আমাদের নগর তৈরীর কাজ শেষ হবে তখন লেনিনগ্রাদ, মস্কো, ককেশাস সব বেড়িয়ে বেড়ানো যাবে।"

"আমি বাবা সেখানে যাব যেখানে অঢেল ফলপাকড় পাওয়া যায়।" লিলকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে। "কখনও কখনও বইয়ের পাতায় ডালিম, কলা এই সব ফলের নাম পেয়ে যাই। সেসব ফল কেমন দেখতে ভাই? ওসব তো আমি চোখেও দেখি নি।"

"মহারাণী খানিকটা নারকোলের দুধ আশা করে ছিলেন।" সোনিয়া ফিক করে হেসে লাইনটা উদ্ধৃত করল। ওর মনে পড়ল লাইনটা। গ্রীশা ইসাকভ ওকে পড়ে শুনিয়েছিল।

"মহারাণীমা তার চেয়ে বরং ভাল আপনি কিছু আলুর খোসা ছাড়ান।" চোখ না খুলে তোনিয়া নাকিসুরে প্যান প্যান করে বলল।

সোনিয়া কোন জবাব দিল না। আর ওর বিছানা থেকে নড়ে চড়েও বসল না। ক্লাভা তোনিয়ার দিকে মুখ করে বসল। তারপর স্টোভ জ্বালতে শুরু করল।

"আমার তো ভয় হয় ভাই; সেখানে আমাদের জীবন বেশ এক ঘেয়ে উঠবে।" লিলকা বলে। "থিয়েটার নেই, বায়স্কোপ নেই। আর তাইগা বা ভালুক না থাকলে আমাদের মজাটা আর হবে কি নিয়ে।"

"কারো আমোদ আহ্লাদের অভাব হয় না—সব সময়েই মজা করতে পারে।" ক্লাভা চট করে বলে। "আরে আমাকে নিয়ে চল না আমার একটুও এক ঘেয়ে লাগবে না। সোনিয়ারও লাগবে না। সোনিয়া অবশ্য প্রেমে পড়েছে তাই ওর না লাগবারই কথা। কিন্তু আমিতো নিজেকে নিয়েই বেশ সুখে আছি।

ও একটু হাসল। ও তাকিয়ে দেখছিল কাঠের গায়ে আস্তে আস্তে আগুনের আঁচ লাগছে।

"নিজেকে নিয়েই? সে কেমন করে থাকিস ভাই?" তানিয়া জিজ্ঞাসা করল। কৌতুক বোধ করে পাশ ফিরল আর চোখ খুলে তাকাল।

"আমি খোস মেজাজে থাকবার জন্যে তো কারো অপেক্ষায় থাকি না।" ক্লাভা জবাব দেয়। আমি নিজের মনেই বেশ খোশমেজাজে থাকি। কাজ করতে করতে আমার মনে গান আসে। আপন মনেই গান গাই। আমি তো কক্ষণো সে সব গান গলা ছেড়ে গাই না। কেন না আমার ভাই গানের গলা নেই। তবে ওই গানগুলো ভারী চমৎকার। আর নয়ত আমি বাইরে বেড়াতে বেড়াতে দূরে কোথাও কোন অভিযানের কথা ভাবি। ঠিক যেমন বইতে থাকে। হঠাৎ আমার কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আমি তার প্রাণ বাঁচাই। আর নয়ত সে আমার প্রাণ বাঁচায়। আর আমরা সেই প্রথম দেখাতেই ভালবেসে ফেলি। আর নয়ত যখন রাতে শুতে যাই তখন পরীর গল্প বানাই। মাঝে মাঝে গল্পগুলো এত ভাল হয়ে যায় আমার দারুণ ইচ্ছে করে আমি ওগুলো লিখে ফেলি।"

স্টোভেতে আগুনের শিখা চকলকিয়ে উঠছিল। লাফাচ্ছিল। কেউ

যদি নিষ্পলকে আগুনের দিকে চেয়ে থাকে তবে আগুনের শিখার ভেতর অনেক কিছুই সে দেখতে পাবে। ক্লাভা দেখছিল যুদ্ধ আর শহর আর ত্রস্ত এক ঝাঁক পাখী আর যতসব যোদ্ধা। তাদের শিরস্ত্রাণে আটকানো ঘোড়ার লেজ।

তোনিয়াও অগ্নিশিখার দিকে চেয়েছিল। কিন্তু ও আগুন ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না।

"জানো আমরা যখন আজ সিটি কমিটিতে অনুমতি পত্র নেবার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম তখন কি দেখছিলাম?" ক্লাভা উৎফুল্ল হয়ে বলতে থাকে। "আমি ভাবছিলাম আমাদের সকলের কি হত যদি আমরা সবাই জীবিকা বদলে ফেলতুম? কি আর হত, আমরা সব আলাদা মানুষ হয়ে যেতাম। গ্রিশা ইসাকভের কথাই ধরো না। ও হল একজন মেকানিক কবি। ওকে পিছন থেকে দেখলে চট্ করে তোমার মনে হবে ও একজন মেকানিক। কিন্তু ওর চোখের দিকে চাইলে তোমার মনে হবে ও একজন কবি। মনে আছে আমরা সেই যে সংস্কৃতি সদনে ব্যালে নাচ দেখতে গিয়েছিলাম? গ্রিশা যদি ব্যালের নাচিয়ে হত তবে কি হত?"

"কি হত মাতাল?" লিলকা এক ঝলক হেসে জিজ্ঞাসা করে।

"না না এখানে মাতলামির কথা হচ্ছে না।" ক্লাভা প্রতিবাদ করে। ওর ভাবনাটা আরো গভীরে প্রবেশ করল আর মনে হল ব্যাপারটা আরো আকর্ষণীয়। "একবার ভাবো। ও এখন কিভাবে থাকে? ও কাজ করে ওর উৎপাদনের কথা ভাবে, কতটা মাল তৈরি করছে, আর কবিতা লেখার কথা ভাবে। আর তখন কি করত? একটা আয়না নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে মহলা চালাত। ঠিক করবার চেষ্টা করত সবচেয়ে ভাল ভঙ্গীটা কি হবে আর কি করলে নাচের চালটা সবচেয়ে ভাল হবে আর কোন পোশাকটা পরলে ওকে সবচেয়ে মানাবে। প্রকারান্তরে বলতে গেলে, ওর সব ভাবনা আর মাথা ব্যথাটাই হত অন্যরকম।"

লিলকা খিলখিল করে হেসে উঠল: ওঃ সেই গ্রীশা আঁটসাঁট পরা আর নাচের তালে মত্ত!

"আর নয়ত আমার কথাটা ভাবো। আমি যদি হতাম সার্কাসের পিঠ খোলা ঘোড়সওয়ার। আরে তখন কি আমি কোমসোমোলের শ্রমিক হতাম?"

তোনিয়া এবার মাথা তুলল। আর রূঢ় গলায় বলল:

"যে কেউ কোমসোমোল হতে পারে।"

ও দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

"আহা আমি জানি।" ক্লাভা অধীর ভাবে বলে ওঠে। "একবার কল্পনা করে দেখ: আমি হঠাৎ সার্কাসের খোলা আঙিনার ভেতর ঝড়ের মত ঢুকে

পড়লাম। আমার পরণে একটা খাটো স্কার্ট। পুরোটা সোনার চুমকি বসানো। মাথায় একটা টুপি পরে আছি। সাদা উটপাখীর পালক লাগানো। আমি লাফিয়ে উঠলাম একটা ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে। একপায়ে দাঁড়িয়ে রইলাম একটা হাত জড়ো করা আমার মাথার ওপর। ওয়েলা! তোরা তো জানিস সার্কাসের মেয়েরা কিভাবে এই খেলা দেখায়!……"

তোনিয়া পিছন ফিরে শুয়েছিল। ও এক পলক তাকায় আড় চোখে। অন্য মেয়েগুলোর দিকে চেয়ে চোখ মটকায়। আর তারপর বলতে থাকে:

"অথবা কল্পনা কর তোনিয়া একজন নামকরা অপেরার গায়িকা হয়েছে। এবার ওর পরণে একটা সাটিনের গাউন। পিছন দিকটা ঝুলছে। কাঁধের চারপাশ দিয়ে ঘোরানো লোমের জামা। ও পিয়ানোর কাছে গিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর সহযোগী বাজনাদারদের দিকে চেয়ে মাথা নিচু করলে একবার। আর তারপর গান শুরু করে দিল। ওর গলার সুরে হল ভরে গেল:

'শান্ত হও প্রমত্ত হৃদয়……।"

লিলকা আর সোনিয়া এবার হেসে ওঠে।

তোনিয়া বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে: "কি সব যা তা বলছিস বোকার মত!" উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

তোনিয়া ফিরে এল। এক পাত্র ভর্তি আলু নিয়ে। ও ওগুলোকে কোলের উপর জড়ো করে নেয়। তারপর ছাড়াতে শুরু করে। লিলকা একটা ছুরি নিয়ে ওকে সাহায্য করে।

হঠাৎ তোনিয়া শান্ত গলায় বলতে থাকে:

"আমি কি তোমাদের একবারও বলেছি তোমাদের কাছে আমার মায়ের কথা বলেছি?"

ওর মুখের ওপর হতাশার একটা ছায়া খেলে যায়। হয়ত একটা আশংকা। ওর বন্ধুরা ওর গল্প শুনতে চাইবে না। ক্লাভা ওকে এ অবস্থাটা থেকে উদ্ধার করার জন্যে এগিয়ে আসে:

"না, তুমি বলো নি তো।"

লিলকা দারুণ অবাক হয়ে গেছে। এইটুকু রোগা টিকটিকে মেয়ে তোনিয়া। ওরও একদিন মা ছিল! আর সে তাই কঠোর ছুরিটা শূন্যে তুলে বলছে।

"দেখ, তোরা বলছিস তোরা খুব সুখী," তোনিয়া বলতে থাকে। ওর চোখটা আধ-বোজা। "আমার কথা কি জানিস। আমার ঘেন্নায় ভরে ওঠে মন, হিংসে হয়।"

লিলকার হাত থেকে ছুরিটা পড়ে যায়।

তোনিয়া বলে চলে। একটু কর্কশ শোনায় ওর গলার স্বর। কড়া কড়া কথা বেরিয়ে আসে ওর মুখ থেকে। তখনও আলুর খোসা ছাড়িয়ে চলেছে। দ্রুত অব্যর্থ কাজের ভঙ্গিমা।

"সবাইকেই একদিন না একদিন কষ্ট পেতে হবে। কিন্তু কারো কাছে বলতে লজ্জা হয় এমনভাবে বেঁচে থাকতে যে সবাইকে হবেই তার কোনো মানে নেই। আমার যতটা মনে পড়ে আমি একটা বারোয়ারী চানঘরে থাকতুম। একটা পার্কের ভেতর। বেশ বড় একটা পার্ক। চানঘরটা ছিল একট্য ছোটোখাটো বাড়ীর ভেতর। অর্ধেকটা পুরুষদের জন্যে অর্ধেকটা মেয়েদের। আমার মা ছিল ঠিকা ঝি। আহা আর একবার আমরা একটা জায়গায় ছিলাম। কিন্তু সে বাবা মারা যাবার আগে, ওখানে আমরা ছোটো ছোটো তিনজনে ছিলাম। সকলেরই তখন বয়স কম: দুই বোন আর এক ভাই। আমরা মেয়েদের দিকটায় আধখানা ঘর নিয়ে থাকতুম। ঘরখানার একধারে কতকগুলি ছোটো ছোটো খোপ। আর এক দিকে রঙীন একটা কাঁচের জানলা। আমাদের একাটা বিছানা আর রান্নাঘর ছিল। আমরা চারজনেই বিছানার উপর খেতাম আর ঘুমোতাম। তারপর আমার বোন মারা গেল। রইলাম আমরা তিনজন। পেচ্ছাপ পায়খানার দুর্গন্ধ আমাদের নাকে আসত না। গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল।" এক মুহূর্তের জন্য ও থামে। তারপর চোখ না তুলে বলে যেতে থাকে।

"মহিলারা সব আসতেন। আসত মেয়েরা। মেয়েরা আসত সেজেগুজে হাওয়াগাড়ী চেপে। আমাদের পয়সা দিত। কখনও ছুঁচ আর সুতো চাইত। কখনও হয়ত জুতো পালিশ করে দিতে বলত। একদিন একজন সুন্দরী মহিলা এলেন। সঙ্গে ওঁর দুই মেয়ে। মেয়েরা আমার বয়সীই হবে। আমি বসে বসে ওদের দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিলাম। ওরা খাটো আণ্ডার ওয়্যারের উপর লেস পরেছিল। পিঠের উপর ঝুলছিল রিবন মাথায় স্ট্র-হ্যাট। দুর্গন্ধ আর ময়লা দেখে মহিলাটি নাক কুঁচকোলেন। উনি ওঁর মেয়েদের কেবলই বলছেন: 'দেখো দেখো সাবধান, কিছুতে হাত লাগিও না, এখনই কোনো অসুখ বিসুখ হয়ে যেতে পারে।"

তোনিয়ার হাত থেকে একটা আলু পড়ে গেল। কিন্তু ও সেটা কুড়িয়ে নিল না। সোজা হয়ে বসতেও যেন ভুলে গেছে।

লিলকা একটুখানি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল:

"হায় ভগবান! আমরা এসব কিছুই জানতুম না তোনিয়া!" তোনিয়া হঠাৎ টান টান হয়ে বসে আর তেমনি করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলে চলে। ওর গলার স্বর শুনে মনে হয় যেন ও লিলকার কথা শুনতে পায় নি।

"আমার ভাই যখন একটু বড় হল—তোমরা তো দেখেছ ওকে: নিকোলাই, গণিতবিদ একজন, আমাকে গত বছর শীতকালে দেখতে এসেছিল—ও যখন

আর একটু বড় হল অবস্থাটা আরো খারাপ দাঁড়াল। বেশ বড়সড় চেহারা। লম্বা দেহের গড়ন। যেসব মহিলা আসতেন তাঁরা ওকে তাড়িয়ে দিতেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বেচারা বাইরে বাইরেই কাটাত। আমাদের দুপুরের খাওয়া হয়ে গেলে ওর কাছে আমরা একথালা ভাত দিয়ে আসতুম আর ও বাইরে বসে তাই খেত কুকুরের মত। খুব ঠাণ্ডা পড়লে ওকে বিছানায় শুইয়ে কম্বল চাপা দিয়ে দেওয়া হত। একবার মা এমন কি ওর মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছিল। যাতে কেউ ওকে দেখতে না পায়। হঠাৎ মা কেঁদে উঠত খুব জোরে...... ।"

লিলকা ওর ফোঁপানো কান্না দমন করার চেষ্টা করছিল। তোনিয়া অশান্তভাবে ওর দিকে একবার হাত নাড়ল। তারপর আবার শান্তভাবে ওর গল্প বলে চলল :

"কিছুদিন বাদে আমরা সবাই টাইফয়েড জ্বরে পড়লুম। মা সেই জ্বরে মারা গেল। ভাইকে একটা বাড়ীতে রাখা হল। তারপর যখন বিপ্লব শুরু হল, মামা আমাকে খুঁজে পেলেন। তারপর এখানে নিয়ে এলেন। মা বিয়ের আগে আইভানোভোতে ছিলেন। তোরা তো মামাকে চিনিস। আমাদের কারখানার একজন প্রধান শ্রমিক। ফোরম্যান! সোনিয়ার দপ্তরে যে বৃদ্ধ তাঁতিটি কাজ করেন—ইয়েভগ্রাফভ, আমাকে একদিন দেখতে এলেন। অনেক আগে থেকেই উনি মাকে চিনতেন। আমার বয়স তখন নয়। উনি আমাকে বেশ ভালভাবেই চেয়ে চেয়ে দেখলেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন : 'তোকে ঠিক তোর মার মত দেখতে হয়েছে। আমি তোকে দেখে ঠিক চিনেছি। কিন্তু তোর মা ছিল আরো হাসিখুশি আর প্রাণচঞ্চল। সে দিনরাত গান গাইত। কখনও কখনও নৈশভোজের সময় সে দৌড়ে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে গান গাইতে শুরু করে দিত—কেমন গাইত! ওঃ ওর গান শুনলে তোমার সব দুঃখ কষ্ট তুমি ভুলে যাবে! এমন কি বড়বাবুও এক এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ে তোর মার গান শুনতেন। পরে আমি অনেকবার অপেরায় গেছি কিন্তু কাউকে তোর মার চেয়ে ভাল গাইতে শুনি নি।"

হঠাৎ তোনিয়া লাফিয়ে উঠল; মেঝের উপর আলুগুলো বোঝাই করে রেখে দৌড়ে পালাল ঘর থেকে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছেও না।

হঠাৎ ক্লাভা তোনিয়ার পিছন পিছন দৌড়োলো। ও দেখল অন্ধকার হলে দাঁড়িয়ে ও বুক উজাড় করা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। ক্লাভা ওকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। সেও কাঁদছিল।

পাঁচ

রোদ ঝলমলে ওডেসা। বসন্তের সূর্য চারধারে সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে। গ্রীষ্মকালের মতই, মনে হয় ওই শহরের বুঝি কেউই কাজ করে না। এত লোক রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে এটা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। খুব সম্ভব এই লোকগুলো দিনের কঠিন পরিশ্রম শেষ করেছে। কিন্তু ওদের ঢিমেতালে চলাফেরা আর ক্লান্ত ভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন ওরা চিরকালের কুঁড়ে মানুষ। যাদের কাছে ওডেসার খোশমেজাজী রাস্তাঘাট ছাড়া আর কিছুই প্রয়োজনীয় নয়। শুধু এই উষ্ণ সূর্যের আলো, এলোমেলো কিছু মানুষের কথাবার্তা আর দূর দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। এইসব ভবঘুরের ভেতর দুজন লোক ওই একইভাবে অলসমন্থর গতিতে হাঁটছিল। চারদিকে ঠিক একইভাবে চাইতে চাইতে চলেছে। আর তেমনি আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলছে দু'জনে। এই যুবকদের ভেতর একজন লম্বা, বেশ চওড়া কাঁধ আর শক্ত সুঠাম চেহারা। পুরুষালী বলিষ্ঠতা আর সৌন্দর্যের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। আর একজন একটু ছোটখাটো আর পাতলা চেহারা। যুবকের মত দেখায় না অতটা। তার থেকে কম বয়সী কিশোর মনে হয়। প্রথমজন যেন ইচ্ছে করেই জামার বুকটা খুলে দিয়েছে। বুকটা দেখা যাচ্ছে একটা নীলসাদা ডোরাকাটা 'টি' শার্টের ফাঁক দিয়ে। সেই খোলা অংশটায় লাগছে সূর্যের উষ্ণ আলোর রেখা। আর একজন একটা ঢাউস ওভার কোট চাপিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

ওডেসার বেশির ভাগ লোকই জানে এদের গভীর বন্ধুত্বের কথা। বিশেষ জাহাজ মেরামতি ডকের শ্রমিকরা। বড় চেহারার মানুষটি হল জেনা কালুঝনি। ডক শ্রমিকরা প্রতিনিধিত্ব করছে যে ফুটবল টিমে তারই সেরা ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়। আর একজন হল সেমা আলতশুলার যে ডকের একজন আবিষ্কারক হিসাবে ইতিমধ্যেই বেশ নাম করেছে। দুজনেই ধাতু-শ্রমিক। দুজনেরই জন্ম ওডেসায়। দুজনেই মৈত্রীর গভীর বন্ধনে আবদ্ধ। একেবারে হরিহর আত্মা।

করে
কেউ

সেমা ওর লোমশ ভুরু তুলে জিজ্ঞাসা করে :

"ওরা কি জানে আমি কি করতে পারি আর কি পারি না?"

উত্তর দেবার আগে জেনা এক মুহূর্ত থামে :

"ঠিক সেই কথাটাই ওদের আমি বলেছিলাম। 'যদি তোমরা চাও কেউ ভারী জিনিস তুলুক।' আমি বলেছিলাম, 'তাহলে আমি তোমাদের সেই লোক যে একাজ পারবে : আর এমন কাউকে চাও যে ভারী ভারী চিন্তা করতে পারবে তাহলে আলতশুলার হল সেই লোক।' ওরা বলল, তোমার স্বাস্থ্য

খুব ভাল নয় আর ডকও তোমাকে যেতে দেবে না। ওরা বললে তুমি শিগ্‌গিরই একজন ইনজিনিয়ার হয়ে যাবে আর ডকের একজন গৌরব হবে তুমি।' সেমা কিছু বলবার আগে ঐ কথাটাই ভাবছিল :

"আর তুমি কি আমাদের ডকের গৌরব নও। আমরা দেখব কিয়েভ-ওডেসার পরের খেলাটায় কে সব থেকে বেশি গোল করতে পারে। তুমি কি আশা কর আমি পারব না অঞ্চলিক সম্পাদক পারবেন ?"

কিছুক্ষণ নীরবে ওরা খানিকটা রাস্তা পার হয়ে এল।

ওরা মস্ত ফুটবল খেলার মাঠটার দিকে এগোচ্ছিল। এতক্ষণ হয়ত ওখানে প্রচুর লোক জমায়েত হয়ে গেছে আর শুরু হয়েছে হৈ-হট্টগোল।

সেমা বলল :

"আমি গিয়ে কমিশনারকে বলব ওরা একদল আস্ত বোকা! তোমার মত অতিমানবকে যদি ওরা বাদ দিয়ে কাজ চালায় আমি বলব ওদের লাথি মেরে ভাগাবার আগে তোমরা সরে পড়। জেনা এই কথার কোনো উত্তর ভাববার আগেই সেমা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল মাঠের দিকে। ও এগিয়ে যাচ্ছিল দ্রুত পায়ে মাঠের দিকে। বাতাসে ওর কোটের নিচেটা ফরফর করে উড়ছিল। জেনা এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল তারপর ফিরে গেল লকার ঘরে।

বছরের এটাই প্রথম খেলা। মনে হচ্ছিল ওডেসার সমস্ত চঞ্চল কৌতূহলী জনতা আজ এই খেলা দেখতে বেরিয়ে এসেছে। মেটাল ওয়ার্কার্স টিম—নীল ডোরাকাটা শার্ট আর ফুড প্ল্যান্ট টিম—কালো লাল শার্ট—মাঠে দৌড়ে নামতেই হাজার হাজার দর্শক রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। যেন প্রবল চীৎকারে এখনই ফেটে পড়বে আর বলে প্রথম কিক হলেই হৈ-হৈ সোর-গোল তুলে দেবে।

ইতোমধ্যে ওডেসা আঞ্চলিক কোমসোমোল কমিটিতে সেমা আলতশ্চুলার এসে দাঁড়িয়েছিল। ওর পাতলা কাঁপা কাঁপা হাত দুটো সগর্বে বুকের ওপর জড়ো করে ও কমিশনের সামনে বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে। এই কমিশনই তরুণদের দূর প্রাচ্যে পাঠাবার দায়িত্ব নিয়েছে।

"আমি জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা যা করতে চলেছ তা নিয়ে কি তোমরা একটু কাণ্ডজ্ঞানসহ মাথা ঘামিয়েছ? তোমরা কি জানো তোমাদের কি করা উচিত? হয়ত তোমরা কোনদিন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নিয়ে পড়াশুনা করো নি? আর ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা কি সে সম্পর্কেও তোমরা কিছু জান না? তোমরা হয়ত একটি জিনিসই জান। এক সময় নেপোলিয়ন নামে একজন লোক ছিলেন। আর তোমাদের কাছে যে কেউ নেপোলিয়নের চেয়ে কম সে তোমাদের বিবেচনায় একেবারে অপদার্থ।"

"তুমি কি নিজেকেই নেপোলিয়নের সংগে তুলনা করছ?" কমিশনের চেয়ারম্যান জিজ্ঞাসা করেন। "তোমার সংগে পরিচিত হয়ে আমরা আনন্দিত।"

সেমা হাত নেড়ে ওদের থামিয়ে দেয়:

"ব্যাপারটা হল যে নেপোলিয়ন একজন ছোটখাটো মানুষ ছিলেন আর সুবোরভও ছিলেন বেঁটেখাটো চেহারার মানুষ। আর তবুও প্রতিটি স্কুলের ছেলে তাদের নাম জানে। আর তোমাদের নাম কে জানে বলো? দেখুন এটা জারের যুগ নয়, যখন ছোটখাটো চেহারা হলেই দূরে সরিয়ে দিতে হবে। এক পাশে ঠেলে দিতে হবে। যদি আপনারা সিদ্ধান্ত করেন যে মোটাসোটা চেহারার লোকেদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তারাই বিবেচনার উপযুক্ত তাহলে আমি আমার কমসোমোলের সদস্য টিকিটখানা তোমার হাতেই না হয় দিয়ে দোবো। ডকের গর্ব আর ভবিষ্যৎ নিয়ে সব আলোচনার এখানেই ইতি হয়ে যাক। কিন্তু যদি আমাকেও আপনারা সুনামের যোগ্য বিবেচনা করেন, যদি মনে করেন আমার মত একজন লোক কমসোমোলে এলে লাভ হবে, তাহলে আমার চেহারার মাপজোকের কথা ভুলে আমাকে একটা অনুমতিপত্র লিখে দিন। দূরপ্রাচ্যে আমি যখন সমাজতন্ত্র গড়ব বলে মন স্থির করেছি তখন আপনাদের কি অধিকার আছে আমাকে তা না করতে দেবার? আপনারা কোন সাহসে সিদ্ধান্ত করেন কালুঝনি যেতে পারে আর আমি যেতে পারি না? ওডেসাতে প্রত্যেকে জানে এমন একদিনও নেই যে আমাদের দুজনের দেখা হয় না: যখন নিকোলায়েভে সেবার ফুটবল দল আমাদের, খেলতে গেল আমি ছুটি নিয়ে ওদের সঙ্গে গেলুম।"

কমিশনের আর এ নিয়ে কিছু বলবার ছিল না। সেমা ব্যাপারটাকে নিজের হাতেই যখন নিচ্ছে। বুঝতে পারে ওরই জয় হয়েছে।

"বেশ, তাহলে আমায় একটি আবেদন-পত্র দিন আর আমি ভর্তি করে দিচ্ছি। আমাকে একটি অনুমতি-পত্র দিয়ে দিন। একটু চটপট করবেন। কেন না ওদিকে খেলা শুরু হয়ে গেছে। আমি জানি না আপনারা স্টেডিয়ামে যান নি কেন? না কি আপনারা কমসোমোল সংগঠনে শরীর চর্চাটাকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে আমল দেন নি।

স্টেডিয়ামে ওদিকে তখন নীল ডোরা শার্ট প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালাবার জন্যে এগিয়ে চলেছে কালো-লাল জার্সির গোলের দিকে। প্রত্যেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ দু'জন খেলোয়াড়ের ওপর। জেনা কালুঝনি আর বোরিস হাইমোভিচ। বল ওদের দ্রুত দক্ষ পায়ের ফাঁক দিয়ে একবারও ফসকে যাচ্ছে না। বল উড়ছে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। এই ত এবার উঠল বোঁ করে আকাশে। বরিস হাইমোভিচ নীল ডোরাদের লেফট ফরওয়ার্ডের কাছে হেড দিয়ে বলটা ফেরত পাঠিয়ে দেয়। ও সোজা পাঠিয়ে দেয় জেনা কালুঝনির কাছে। কালুঝনি কি বল পেয়েছে? দেখবার আগেই কালুঝনি গোলে বল কিক করে দিয়েছে। কালো-লাল

গোলকিপার তখন জুল জুল করে অসহায়ভাবে চেয়ে আছে। আর ওদিকে স্টেডিয়াম ফেটে পড়ছে প্রচণ্ড সোরগোল আর উল্লাসে। শিস দিয়ে উঠছে দর্শকরা।

গোলটা শোধ দেবার জন্যে এবার কালো-লাল জার্সি প্রবল শক্তিতে আক্রমণ রচনা করতে থাকে। নীল ডোরাদের সীমানায় ওরা বল নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সেখানেই আক্রমণভাগ রচনা করে। উত্তেজনায় সমর্থকরা লাফিয়ে ওঠে ওদের আসন থেকে। মস্ত বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে নড়তে না পারলেও আমপায়ার এবার বলের গতি লক্ষ্য করবার জন্যে ছুটে আসেন।

জেনা কালুঝনি কালো-লালের ফরওয়ার্ডের দিকে ছুটে যায়। পায়ের কারসাজিতে তার পা থেকে বল কেড়ে নেয়। বরিসকে 'পাস' দিয়ে দেয়। বরিস বলটাকে ঘুরিয়ে শূন্যে তুলে দেয়। তারপর মাথার ধাক্কা দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়দের মাঠের মাঝ বরাবর বল পাঠিয়ে দেয়। জেনা ছুটে চলেছে তার পিছনে। যেন পাখীর মত উড়ে চলেছে। নীলডোরা আর কালো লাল দু পক্ষই তাকে অনুসরণ করে। জেনা এবার জেনা বল পেয়েছে। ওর বিপক্ষ খেলোয়াড়দের পায়ের ফাঁক দিয়ে ও সুকৌশলে বল নিয়ে যেতে থাকে। খুঁটির দিক থেকে উত্তেজিত চীৎকার ভেসে আসতে থাকে। এই সমস্ত কোলাহলকে ছাপিয়ে ওঠে সুতীক্ষ্ণভাবে একটি কণ্ঠস্বর:

"জেনা ওরা তোমার পিছনে আসছে।"

সেমা বলছিল। ও মাঠের একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। রেলিংটা চেপে ধরে আছে ন্যাঙুলের সাদা গাঁট দিয়ে। তন্ময় হয়ে দেখছে তো দেখছে··· বলের প্রতিটি গতিবিধি মন দিয়ে লক্ষ্য করছে। আর দেখছে ওর বন্ধুর বিদ্যুৎগতি দক্ষ খেলার ভংগী।

জেনা গোলের দিকে বল কিক্ করে: গোলরক্ষক বল ধরে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আবার বরিস পেয়েছে। সযত্ন লক্ষ্য স্থির না রেখে সে গোলের দিকে বল পাঠিয়ে দেয়। আবার বলটা ফিরে আসে। ফুলব্যাক নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। কপাল, চোখের ঘাম মুছে নেয়। আর ঠিক সেই সময় জেনা বলটি দখল করে নেয়। বিদ্যুতের মতন বলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবার গোল-পোস্টের ভেতর বলটিকে পাঠাতে ব্যর্থ হয় না জেনা।

"সাবাস জেনা সাবাস ভাই!" সেমা চেঁচিয়ে ওঠে। আনন্দে দিশাহারা হয়ে গেছে ও।

হঠাৎ একজন সমর্থক, তারপর আর একজন, তারপর সমস্ত জনতা বেড়া টপকে মাঠের ভেতর দৌড়তে থাকে, আজ আর পৃথিবীতে কোনো শক্তি নেই এই উত্তাল উত্তেজিত জনতরংগের গতিরোধ করে। কালুঝনিকে ঘিরে শত শত মানুষ। তাদের ভেতর ছিলেন জেনা কমসোমোল কমিটির সম্পাদক। উনি খেলোয়াড়ের হাত চেপে ধরেন আবেগভরে। নিজের উত্তেজনা সামলাতে

বারবার উনি ব্যর্থ হচ্ছিলেন। শেষকালে বেশ মর্যাদার সংগে বলে উঠলেন :

"দেখো কালুঝনি, তোমাকে যেতে দিয়ে আমরা ভুল করেছি। তোমার সিদ্ধান্ত বদলে তুমি ফের একটা দরখাস্ত লেখো। বলো পারিবারিক কারণে তুমি আবার দরখাস্ত করছ। জেলা কমিটি তোমাকে সমর্থন জানাবে।"

ওদিকে আমপায়ার উন্মত্তের মত বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। স্টেডিয়ামের পদস্থ কর্মচারীরা জনতাকে খুঁটির দিকে ফিরে যাবার জন্যে পিছন পিছন তাড়া করছেন। আবার খেলা শুরু হয়ে যায়। মাঝে একটু বাধা পড়লেও উত্তেজনায় একটুও ভাঁটা পড়ে নি। জেলা কমিটির সম্পাদক উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকেন। ফ্যানেদের সংগে উনিও সমানে চেঁচিয়ে চলেছেন :

"কালুঝনি মারো ওদের গোলে বল মারো।"

সেমা আবার তেমনি রেলিংটা আঁকড়ে ধরেছে। সম্পাদকের কাছ থেকে ও মোটে তিন পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। হেঁড়ে গলায় একাই চেঁচিয়ে চলেছে :

"জেনা দাও একখানা ঢুকিয়ে গোলে—জেনা ঢুকিয়ে দাও।"

এমনি করে এক সময় কোলাহল মুখর শহরের মাথায়, শান্ত সমুদ্রের বুকের ওপর সূর্য পাটে নামলেন।

এক ঘণ্টা বাদে কালুঝনি আর সেমা দুজনে বাড়ী ফিরছিল। সমর্থকদের ভীড় এড়িয়ে ওরা এক রকম পালিয়ে এসেছে। প্রথমটা দুজনেই নীরব। জয়ের আনন্দে আত্মহারা। এবার সেমা বলে ওঠে :

"ও কাজটা চুকে গেল বুঝলে। ওরা এমন কি ক্ষমা চাইলে। আমার পকেটে রয়েছে অনুমতি-পত্র। আর তাহলে তুমি তো আর একা যাচ্ছ না।—আমি যাচ্ছি তোমার সংগে।"

জেনা ওর বন্ধুর দিকে তাকায়।

"সত্যি?" ও জিজ্ঞাসা করে।

"সত্যি। সই করা স্ট্যাম্প মারা সব শেষ!"

কালুঝনি কোন মন্তব্য করে না।

"ওই সম্পাদক তোমায় কি বললেন।" সেমা জিজ্ঞাসা করে।

কালুঝনি ওর কাঁধে ঝাঁকুনি দেয় অর্থপূর্ণভাবে।

"তেমন বিশেষ কিছু না। শুধু আমার সংগে করমর্দন করলেন আর আমাকে বাহবা দিলেন।"

ছয়

কাউণ্টারের কাছটায় অনেক খরিদ্দারের ভিড়। কাতিয়া স্তাভরোভা অন্যমনস্কভাবে নুন মাখানো শশাগুলো পিপে থেকে বের করে দাঁড়িপাল্লার ওপর রাখছিল। ঢালাঢালি করছিল। আবার পিপের কাছে ফিরে আসছিল। আবার আধ কিলো ওজন করল। পাশের খরিদ্দারকে ওগুলো এগিয়ে দেয়। ওজন আর খদ্দের বিদেয় চলতে থাকে। একের পর আর এক। শশার যেন আর শেষ নেই। খরিদ্দারদের হাতে হাতে ভিজে কাগজে শুধু শশা দিয়ে দেওয়া। সন্ধ্যের দিকে কাতিয়া ওর চোখের সামনে শুধু সবুজের ফোঁটা দেখতে পায় আর কিছু না। এমন কি খরিদ্দারদের ভেতর কোনো চেনা মুখের দিকে যে একটুখানি নজর দেবে এ অবকাশও যেন ওর ছিল না। এমনি সময় হঠাৎ যেন ওর হাতের ওপর আলতো করে ছোঁয়া পেয়ে চমকে তাকায়।

"আরে পেতিয়া তুই," ও সোৎসাহে প্রায় চিৎকার করে ওঠে। হাতের পিঠ দিয়ে চোখের ওপর থেকে চুলটা সরিয়ে দেয়। "তুই এখানে কি করছিস?"

"অনেকটা রাস্তা যেতে হবে তো কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনছি।" ও উত্তর দেয়। "কাল আমি ম্যাগনিতোগোরস্ক রওনা হচ্ছি।"

"বল কি? সে তো খুব বড কথা।"

"সত্যিই তাই। জানো সেখানে আমরা কি রকম একটা ইসপাতের কারখানা তৈরি করতে যাচ্ছি? একটা দৈত্য বলতে পার। পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ। এমন কি আরো বড়।"

"হ্যাঁ বেশ বড়। তোমাকে কি ওরা বিশেষজ্ঞ করে পাঠাচ্ছে?"

"আরে হ্যাঁ। তা না হলে আর নোংরা কাজটা করবে কে?"

"সত্যি—ইশ তোমাকে দেখে আমার এত হিংসে হচ্ছে কেউ কেউ জগতে বেশ ভাগ্যবান যাই বল।"

"তুমি কি ভোলোদিয়ার নেপরোজেস যাবার খবর জানো নাকি? মেশিনের যোগান দেবার কাজে যাচ্ছে আর কি।"

"ভলোদিয়া? ওই আদুরে ধসকাটা? ওর তো রাস্তা পার হবার ধক পর্যন্ত ছিল না। এতটুকু উপস্থিত বুদ্ধি ছিল না।"

"যাকগে সে কথা। সে যাচ্ছে। তুমি ঢের ঢের উপস্থিত বুদ্ধিওয়ালা লোক পাবে কিন্তু তোমার নেপরোজেস কি ম্যাগনিতোগোরস্ক দেখবার সুযোগও সেই সঙ্গে—"

"মুখ সামলে কথা বলো।"

"কাতিয়া, তুমি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠছ কেন বল?"

"থামো বলছি। বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমার অনেক কাজ রয়েছে। তুমি এখানে একটি মেয়েকে তছনছ করে দিতে চাও তাই না ?"

পেতিয়া চলে গেল। আবার সেই শশা আর দাঁড়িপাল্লা, খরিদ্দার, নোনা জল। হাত-পা, গায়ের চামড়া যেন নুনের খারে জ্বলে যেতে থাকে। তারপর পিপেটাকে গড়িয়ে বাইরে নিয়ে যাও, কাউণ্টার ধোয়ামোছা কর। পয়সার হিসাব নিকাশ চোকাও। হায় ভগবান !

কোমসোমোল কমিটিতে ওকে পেয়ে খুশিতে উপচে উঠল আইরিনা। আর খবর কাগজগুলো। হৃদয় জুড়ে বসে : চার বছরে শেষ করো পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা।"

"তেল-শ্রমিকদের পরিকল্পনা আড়াই বছরে শেষ করার প্রতিশ্রুতি।" "ঢালাইয়ের কাছে একটি নতুন নজির তৈরি হল" "সেরা শ্রমিকের সম্মানে ভূষিত হল আইভান মলোখভ ও মারিয়া আনিসিমোভা।" এরপর মারিয়া আনিসিমোভার একটি ফোটোগ্রাফ (কপাল ভাল মেয়েটার। সেই আনিসিমেভা—বাজি ফেলে বলতে পারি ও সুখী হয়েছে)।

"কি অত দীর্ঘশ্বাস ফেলছ যে ব্যাপার কি ?" আইরিনা জিজ্ঞাসা করে। "এই নাও একটা টিকিট। খুব যোগ্যতাসম্পন্ন সেলস-ক্লার্কদের জন্যে একটা ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। কাল সন্ধ্যায়। আটটা নাগাদ।"

কাতিয়ার নিচের ঠোঁটটা একটু কেঁপে ওঠে।

"তোমার কি হয়েছে বলতো ?"

কাতিয়া টেবিলের ওপর মাথা রাখল। এবার আইরিনা শুনতে পায় ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

"কি হয়েছে কাতিয়া ? একি ! বল কিছু হয়েছে কি ?"

"হয়েছে ! উফ্ ! কী চমৎকার একটা সুযোগ ! না না কিছুই হয় নি. আমার আর কোন দিন কিছু হবেও না। কোন একটা লোককে ত একটা টিনের পাত্রের ভেতর এঁটে বন্ধ করেও রেখে দেওয়া যায়। সবাই এক একটা জায়গায় যাচ্ছে, কত কি গড়ে তুলছে—ঢালাই করছে স্থাপত্য তৈরী করছে—কলকারখানার যোগান দিচ্ছে। আর এখানে আমি পড়ে আছি আমার শশা নিয়ে।"

প্রথমে আইরিনা ঠিক ব্যাপারটা ধরতে পারল না। তারপর যখন বুঝল সে বেশ রেগে উঠল।

"যদি সবাই চলে যায় তাহলে এখানে কাজ করবে কে ? সেল্‌স্‌গার্ল হওয়া তো বেশ সম্মানের কাজ; তোমায় বুঝতে হবে, মনকে বোঝাতে হবেই আর তোমার কাজকে ভালবাসতে হবে। তুমিও যদি নিজেকে কোমসোমোল মনে করো, তাহলে—"

"ধরো না আমার কথা—এই যে আমি—আমি এখানে কাজ করবার জন্যে

পড়ে আছি কেন? এমনকি ভোলোদয়াও নেপরোজেসে চলে গেছে। আর একদিন যে রাস্তা পার হবার মত উপস্থিত বুদ্ধিটুকুও ধরত না!"

"আরে তোমার ঐ গলাবাজি থামাও তো! ওই চোখের জল দিয়ে তুমি ভারী চমৎকার রোমাঞ্চ অভিযানের অভিনেত্রী সাজতে পারো দেখছি।"

কাতিয়া যখন বাড়ী ফিরে এল দেখল তার স্বামী প্রতিদিনকার মত দক্ষ নিপুণহাতে *বোলোগনা* ছাড়াচ্ছে।

"আমাদের জন্যে কিছু শশা আনলে না কেন?" বেশ খোশমেজাজে ও প্রশ্ন করে। মুখের ভেতর চকচকে খোশাসুদ্ধ *বোলোগনা* নাড়াচাড়া করতে থাকে।

দেখেই কাতিয়ার হাড়পিত্তি জ্বলে ওঠে। হঠাৎ ওর সমস্ত মনের ভেতরটা স্বামীর প্রতি তীব্র ঘৃণায় ভরে ওঠে। ওর দিকে চেয়ে চীৎকার করে ওঠে "দোকানদার কোথাকার! ভাঁড়ার ঘরের ইঁদুর একটা!" সারা সন্ধ্যেটা ওকে হেনস্তা করে ধমকে চলল। খিদেতে মরে যাচ্ছিল তবু ওর ওই *বোলোগনা* খাবার প্রবৃত্তি হল না একটুকুও। পরদিন সকালবেলা যুব কমিউনিস্ট সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছুটে গিয়ে হাজির হল। বলল ওকে এখনই দূর প্রাচ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। ও গিয়ে শুনল অন্যান্য সেল্‌সু-গার্ল'দের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আর যদি সেল্‌সুগার্ল'সুদের যোগ্য বিবেচনা করা হয় তাহলে তাকে নেওয়া হবে না কেন? প্রাণপণ শক্তিতে ওদের রাজী করাবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে ওদের বোঝাতে সক্ষম হল যে, হ্যাঁ, তার যোগ্যতা আছে। তবে ওকে ওদের দেখে মনে হল, যে এরকম একটি ফুটফুটে সুন্দর চেহারার মেয়ে, এরকম হাড়ভাঙা খাটুনির ঝুঁকি নিতে পারবে কি। ও ওর হাত দুটো ছড়িয়ে দিল: "দেখ ত আমার দুহাতের পেশী? এরকম শক্ত হাত দিয়ে কাজ হবে না?" কমিশনের সদস্যরা হেসে উঠলেন। আর ওকে একখানা অনুমতি-পত্রও দিয়ে দিলেন।

ও ওর স্বামীকে বলল না যে ও স্বেচ্ছায় নাম লিখিয়েছে। ওর স্বামী একটু অপমানিত বোধ করল। ওরা তার স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে দূরে নিয়ে চলে যাবে! এটা কেমন কথা! ও মুখ গুমরা করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মুখে খাবার তুলতে পারল না।

শেষ কটা দিন কাতিয়া ওর সঙ্গে খুব শান্ত ব্যবহার করল। প্রাণ ঢেলে ভালবাসল। কিন্তু ট্রেনে উঠে বসতে না বসতেই ওর মনে হল যে ওর কাঁধ থেকে যেন একশো পাউণ্ড ওজন নেমে গেছে। ও হাসতে লাগল, গান গাইতে লাগল আর এমন হাসিখুশি ভাব জমিয়ে ফেলল যে সন্ধ্যার দিকে ও খেলার দলনেতা নির্বাচিত হয়ে গেল। একটা বাচ্চা ছেলের মত ও ঘুমাল। ভোর-বেলা ঘুম ভাঙল। বেশ ঝরঝরে লাগছিল। ও ঠিক করল রোজ সকাল বেলা একটু করে ব্যায়াম অভ্যাস করবে। যাতে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের

হাত পা নরম না হয়ে যায় আর এই দু'হপ্তার প্রবাসযাত্রার আলস্যে শরীরটা মুটিয়ে না যায়।

ট্রেন ছুটেছে ঝাঁকুনি দিয়ে; তরুণ ছেলেমেয়েদের পরস্পরকে এ ওর ঘাড়ে ছুঁড়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলছে। কিন্তু এটা ওরা সবাই বেশ উপভোগ করছিল।

কাতিয়া বেতার ঘোষকের গলার নকল করে ওদের সবাইয়ের ওপর খবরদারি করতে লাগল। ওর মনে হল ও যখন পাইওনিয়র শিবিরে ছিল যেন অতীতের সেই বছরগুলোতে আবার ফিরে এসেছে। আর এখন, সেই সেদিনের মতই ওর আবার মনে হল ওর মুখের ওপর সূর্যের মিঠে রোদ এসে লাগছে।

সাত

ছোট ছোট একপ্রস্থ ক'খানা ঘর। তাও শেষ হয় নি। বাড়ীটা মনে হল বেশ ঠাণ্ডা আর এই ভোরবেলাটায় কোন আপ্যায়নের যোগাড় নেই। এখানে ওখানে ভারা বাঁধবার তক্তা বাঁশ যেন বড় বেশি। অথচ তার ওপর লোকজন এখন কাউকেই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে ভালিয়া বেসসোনভের অনির্দিষ্ট ফাঁপা দুপ দুপ পায়ের শব্দ।

উনি ভারার উপর উঠলেন এবং দেওয়ালের ওধারে তাঁর দিকটায় চলে গেলেন। ওখান থেকে দেখতে পেলেন রাজোচিত সুন্দর শহরটা। এখনও ঘুম থেকে জাগে নি। উইনটার প্যালেসের কার্নিশের মাথা ছাড়ানো মূর্তি-গুলো এখনও নীল কুয়াশায় ঢাকা। নেভার জল ইস্পাতের মত চিকচিকে। পিটার এণ্ড পল দুর্গের মাথাটা একটা ছুরির মত গোলাপী পূব আকাশখানাকে চিরে সোজা উঠে গেছে।

সবে এক আধখানা গাড়ী চলতে শুরু করেছে রাস্তায়। এখনও ভ্রাম্যমান গাড়ীগুলো বেরোয় নি। কিন্তু অপরাজেয় ট্রাকগুলো ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে পুরোদমে।

শহরের চেহারাটা বেশ স্বাভাবিক। বাস্তবিক কারো দেখে মনে হবে যেন কিছুই হয় নি। ভালিয়া প্রচণ্ড উদ্যমে দেওয়ালের এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছিল আর দেওয়ালটা পরীক্ষা করছিল। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছিল। সরে এল ওখান থেকেও। এই সকালবেলা ওর খুব আনন্দ হল।

আগের দিন জেলা কোমসোমোল কমিটিতে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল ওর মনে পড়তে লাগল। তার প্রতিটি খুঁটিনাটি বেশ কষ্টদায়ক। নিজের ইচ্ছাতেই ও সেখানে গিয়েছিল। মনের ভেতর অনেক আশা অনেক আত্মগর্ব নিয়ে। সম্মান প্রাপ্তি ছাড়াও ওকে কয়েক বারে এর আগে ওখানে ডেকে

পাঠানো হয়েছিল সভায় যোগ দেবার জন্যে। এই সভায় সুবিধাভোগী বিশেষ বিশেষ কয়েক জন শুধু আমন্ত্রিত হয়েছিল। অথবা কাউকে কাউকে অসাধারণ কোনো বোনাস দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ওর প্রতি প্রত্যেকবারেই মর্যাদাসহ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে।

এবার কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল সম্পূর্ণ অন্যরকম। সম্পাদক তলব করেছিলেন। উনি গোটাকতক প্রশ্ন করেছিলেন ওকে: ও কি বিবাহিত? বয়স কত? বাবা মা কোথায় ছিলেন? আর তারপরেই কোন প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে আদেশ হল: "ছোকরা এবার মোট-ঘাট বাঁধো তো; তোমাকে দূর প্রাচ্যে যেতে হচ্ছে: কোমসোমোল তরুণদের সেখানে চালান দিচ্ছে।" এতে মনে মনে আহত হবার কিছুই ছিল না। আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভালিয়া উত্তেজিত হয়েছিল।

"জাপানীরা?"

"না জাপানীরা নয়," সম্পাদক এবার হেসে বললেন। এ হাসির মধ্যে ভালিয়া যেন উপহাসের একটুখানি ছায়া খুঁজে পায়। "তোমাকে তো সেনাবাহিনীতে চালান দেওয়া হচ্ছে না, তোমাকে পাঠান হচ্ছে কাজ করতে।"

"তার মানে?" ভালিয়া বেশ মজা পেয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"আমি যা বলছি তাই। তোমাকে বাড়ী বানাবার কাজ করতে পাঠানো হচ্ছে। প্লাসটার কর্মী। মানে দাগরাজির কাজ। কোমসোমোল নিয়োগ পরিকল্পনা। এবার সাফ বুঝেছ তো?"

"কেন আপনারা অন্য কাউকে খুঁজে পেলান না?" ভালিয়া জিজ্ঞাসা করে।

"কেন তুমি যাবে না কেন?"

"আমি? এই কাজে সব সেরা দল নেতা?"

"ঠিক তাই। সর্বশ্রেষ্ঠ।" আবার ভালিয়া যেন তাঁর কণ্ঠস্বরে একটু উপহাসের ছায়া ধরে ফেলে। "সেখানে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক পাঠাতে চাই না।"

"আমার এই খ্যাতির জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।" ভালিয়া চিৎকার করে উঠল ডেসকের ওপর ঘুষি মেরে। "তাহলে আমার ভাল কাজের জন্য এই হল প্রাপ্তি তাই না? দুনিয়ার শেষ প্রান্তে আমাকে নির্বাসন দেওয়া? একটি দিনও না কমিয়ে ঝাড়া তিনটি বছর। একদিনের জন্যও বিলম্ব না করে। কম পক্ষে ১৫০ শতাংশ কাজটি পূরণ করে নেওয়া, আর আমার কাজের নমুনা—না না অন্য কাউকে চেষ্টা করুন, যিনি এ কাজের যোগ্য আর এই আমার পুরস্কার? ধন্যবাদ। চান তো আপনি নিজেই যেতে পারেন।"

সারা রাত ধরে আরো সব অনেক রকম কথা ওর মাথায় এসেছে। জাগিয়ে রেখেছে। তারপর কখন একসময় ভোর হবার আগে ওকে জাগিয়ে দিয়েছে

আর টেনে এনেছে ও জাগ্রত রাত্রির ভাবনা এই অতি পরিচিত ভারাটার ওপর। এই মুহূর্তে এই একটা অপার্থিব মুহূর্তে ও অনেক কিছু শুনতে পাচ্ছে এখনও। জেলা কমিটির সম্পাদক ডেসকের যে দিকটায় ভলকা বসেছিলেন সেদিকটায় হেঁটে গিয়েছিলেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন আর শুকনো ম্লান গলায় বলেছিলেন :

"তুমি একজন বীর, একজন বিদ্যুৎকর্মী হতে পার কিন্তু ভেতরে ভেতরে তুমি একটি মিথ্যেবাদী মেকি। কাপুরুষ অর্থগৃধ্নু মানুষগুলোই তোমার মত ভাবে। বুঝলে আমি কি বলছি? বাড়ী যাও আর 'অবসর সময়ে বসে বসে একটু ভেবো আর তারপর ফিরে এসো শুনছ?"

ব্যাপারটার অবশ্য এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। ভালিয়া ওর বক্তব্যটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারত। প্রতিবাদ জানাতে পারত। আর ওর বক্তব্যটাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতেও পারত। এখন ও এটা বেশ বুঝতে পারছে। কিন্তু তখন রেগে মেগে চেয়ার ঠেলে উঠে এসেছিল। প্রথম দ্বিতীয় তারপর তৃতীয় দরজাটা মুখের উপর দড়াম করে বন্ধ করে দিয়েছিল তারপর আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় নি। সোজা বেরিয়ে এসেছিল রাস্তায়। ও কিনা মিথ্যেবাদী মেকি! ঐ বুড়ো অপদার্থ সম্পাদকটাই মিথ্যেবাদী! ভণ্ড! চুলোয় যাক গে! ভালিয়া, চুলোয় যাক গে। তোমাকে ওরা বোকা বানাবে তা যেন হতে দিও না। আমরা দেখব কে সৎ! আমরা আঞ্চলিক কোমসোমোলের সম্পাদকের কাছে, আঞ্চলিক পার্টি সম্পাদকের কাছে আবেদন করব। এভাবে তাকে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না!

এই কথাগুলো সারারাত ধরে ওর মনের ভেতর তোলপাড় করেছে। আর এখন, এই ফাঁকা ভারার তকতার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই কথাগুলোই ওর মনের ভেতর মর্মান্তিকভাবে দেগে বসে যেতে লাগল! কিন্তু সেগুলো ওকে বাঁচাতে পারল না। কথার আড়ালে ও আত্মগোপন করতে পারল না। ভেতরে ভেতরে ওর দারুণ শূন্যতাবোধ জাগল। ওর সুশৃংখল জীবনের মর্মস্থলে কী একটা যেন জোর করে ঠেলে ঢুকে ওকে নৈরাশ্যকর ভাবে একেবারে তছনছ করে দিতে লাগল! সত্যি ও কাজ করে যাবে—ও সুনাম অব্যাহত রেখে যাবে। সর্বশ্রেষ্ঠ ঢালাই প্লাসটার মিস্তিরির সুনাম! পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ করবার নজির স্থাপন করে শত্রুদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করবে।

কিন্তু আজ ও সকালবেলা কাজ করতে পারল না। ওর দলের সদস্যারা ওকে ভুরু কুঁচকে বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকতে দেখে বেশ একটু অবাক হয়ে গেল। অবাক হল ওদের সামনে বুনো লোকের মত চীৎকার করতে থেকে। ওর হাত দুটো যেন আজ কোনো কাজে আসছে না—হারিয়েছে তারা সব দক্ষতা—প্লাসটার মশলাও মানছে না তাদের নিয়ন্ত্রণ। কর্কশ একতাল মাংসের মত ছড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া ওকে বিরক্ত করছে। তেমনি বিরক্ত

লাগছে ছতলা বাড়ীর নিচে লোক গিজ গিজ শহরের পথ-ঘাট। জনবহুল রাস্তার গাড়ীর দরজার সামনে ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। পথচারীরা একে অন্যকে ঠেলতে ঠেলতে চলেছে। এখানে সেখানে ছুটছে ভীড় করে ওরা। বিরক্তি কর!

প্রায় নটা বাজে তখন। ভালিয়া দেখল ভারার উপর একজন অচেনা লোক। উনি খুব মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে কাজটা পরীক্ষা করছিলেন আর শুধু তাঁর ঐ সতর্ক পদক্ষেপই বলে দিতে পারে যে তিনি একজন কর্মী। বিলডিং ট্রাস্টের কোনো কর্মী কি? এর আগে ঐ বিভাগের কোনো লোকই ত এই সাত সকালে এসে হাজির হয় নি। আর যদি কর্তা ব্যক্তিদের কেউ আসতেন তা হলে সংগে সংগে তিনি ফোরম্যানের খোঁজ করতেন। তাকেই বলতেন সব ঘুরিয়ে দেখাবার জন্যে।

নবাগত লোকটি তরুণ নয়। মাঝারি উচ্চতা বেশ মোটা সোটা চেহারা। গায়ে যে সামরিক জ্যাকেটটি পরেছেন তার গলাটা খোলা। খাটো বেশ শক্ত সমর্থ ঘাড়টা বেরিয়ে পড়েছে। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে তীক্ষ্ণ। খুশির ঝিলিক চোখের কোণে। উদ্বেগ আর দায়িত্ব মুখের চারপাশটায় বলিষ্ঠ রেখা একে দিয়েছে। দু'জন নবীশ বসেছিল। কোনো কাজ করছিল না। উনি ওদের নিয়ে পড়লেন। ওদের সংগে যখন কথা বলছিলেন ওঁর চোখ থেকে খুশির আলো সরে গিয়ে ইস্পাতের ঝিলিক চমকে উঠল।

ভারার উপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে ত্রস্তে ব্যস্তে ফোরম্যান ছুটে আসে।

ভালিয়া কাজ করে চলেছে। আড়চোখে নবাগত ভদ্রলোককে সাগ্রহে লক্ষ্য করছিল। এই সময় ভালিয়া তার সেই আগেকার নিপুণ হাতে কাজ করছিল। যে নৈপুণ্য ওর মনে এমনি অসন্তোষের সৃষ্টি করে তা যেন আবার এসেছে ফিরে। সে আশা করছিল তার এই নমনীয় কাজের ভঙ্গিমাটা ঐ নবাগত ভদ্রলোকের চোখে পড়বে। ও জানত না এই নবাগত ভদ্রলোক কে। তবে ও দেখল যে নবীশ দুজন ওঁকে দেখে বেশ একটু ঘাবড়ে গেছে। উনি ওদের সংগে কথা বলার সংগে সংগে ওরা ঝটপট সব কাজে ফিরে গেছে। অন্য সব মিস্তিরি ওঁকে দেখেই বেশ সম্ভ্রমের সংগে সেলাম ঠুকছে। সামরিক পোশাক পরা লোকটিও অমায়িকভাবে সব অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে উনি দাঁড়িয়ে পড়ছেন। নানা রকম প্রশ্ন করছেন। প্লাসটার পরীক্ষা করছেন হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুয়ে।

কে হতে পারেন ইনি?

অবশ্য মুখটা কিছু চেনা চেনা লাগছে। তবে ভালিয়া মনে করতে পারল না কোথায় এই মজার মজার সরু সরু চোখ দুটো যেন দেখেছে। ওই কঠিন মুখ ছোট খাটো ঘাড়—বলিষ্ঠ ভারী চেহারার সংগে চমৎকার সামঞ্জস্য রক্ষা করে অপূর্ব সুষমায় সংগতি রক্ষা করছে শক্ত মাথায় মানিয়ে গেছে।

"ইনি হলেন বেসোনভ, আমাদের সব সেরা দলনেতা," ভালিয়ার পিছন থেকে ফোরম্যান বলছিল।

ভালিয়া ঘুরে দাঁড়াল। নম্রভঙ্গীতে নত হল।

নবাগত ভদ্রলোক হাসলেন।

সেই মুহূর্তে ভালিয়া ওকে চিনতে পারল। ওঁর সরল খোলামেলা অন্তরঙ্গ হাসি। শত শত এক রকমের মুখ থেকে ঐ হাসিই তাঁর এই মুখকে আলাদা করে রেখেছে। এই হাসির মধ্যে একটা উঁচু জাতের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে। এ হাসি শুধু তাঁর একারই।

"সুপ্রভাত," উচ্ছল আনন্দে ভালিয়া চেঁচিয়ে উঠল। হঠাৎ উপলব্ধি করল এঁকে চিনতে গিয়ে এত গোল বাধছিল যে ভদ্রলোকের প্রথম নাম আর গোত্রজ উপাধিটাই ও ভুলে গিয়েছিল। যদিও এই নাম আর উপাধি সারা দেশের লোক জানে।

'কাজ কেমন চলছে, কমরেড বেসোনভ? কোনো অভিযোগ আছে?"

এর আগে ভালিয়া ওঁর কণ্ঠস্বর শোনে নি। কিন্তু এই সেই উৎফুল্ল উদ্যমশীল কণ্ঠস্বর—তাঁর মত একজন প্রাণচঞ্চল উদ্যমী পুরুষের কাছ থেকেই সে আশা করতে পারে।

"শতকরা ১৭৫ ভাগ পূর্ণ হয়েছে পরিকল্পনার," ভালিয়া ঘোষণা করল। আনন্দে ওর মুখ লাল হয়ে ওঠে। ও বলতে থাকে: "অভিযোগের কথা যদি বলেন, তাহলে আমাদের অসংখ্য নালিশ আছে। যেমন ধরুন; প্রথমতঃ আমরা আটতলাটা প্লাসটার করেছিলাম আর তারপর ওরা জানলার ফ্রেমগুলো বদলে দিলে। অবশ্যই তাতে প্লাসটারটা চোট খেয়ে খুলে পড়েছিল। আর আবার আমাদের এ কাজ করতে হল। এভাবে কি কাজ করতে হয়?"

ফোরম্যান বিড় বিড় করে নানা ওজর আপত্তি করতে থাকে।

ভালিয়া আবার কাজে ফিরে আসে। পরিদর্শকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রশংসার ইশারা। ওর বুকটা গর্বে আটখানা হয়ে ফুলে ওঠে। উভয়েই কাজের মুনসিয়ানা পছন্দ করেন। দু'জনেই মুনসিয়ানার যথার্থ মর্যদা দিতে জানেন। ভালিয়া জানে ওদের দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া আর আনন্দের ঢেউ বয়ে চলেছে। ওর বুক দুর দুর করে ওঠে উত্তেজনায়, ওর মাথাটা বেশ হালকা বোধ হয় খুশিতে। আর তবুও ও তাঁর প্রথম নাম আর গোত্রজ উপাধিটা ভাল মত মনে করতে পারে না। সারা দেশের লোক অথচ জানে।

তবু ঠিক যে মুহূর্তে নবাগত ভালিয়ার কাজের ছন্দ থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই ওর মনে পড়ল—ঝিলিক দিয়ে গেল ঐ নামগুলি। ও চেঁচিয়ে উঠল আবেগ ভরে, কেন সে ঠিক বুঝল না।

"সেরগেই মিরোনোভিচ!"

কিরভ ঘুরে দাঁড়াল। ঠিক তেমনি করে ঘুরে দাঁড়াল। তেমনি উজ্জ্বল আর চিনতে পারার হাসি। এই সে হাসি। ভালিয়া বেশ দেখতে পায় এর ভেতরই রয়েছে মানুষের প্রতি গভীর আগ্রহ আর জীবনকে ভাল-বাসার একটা প্রবণতা। কেননা এই অসামান্য মানুষটির কাছে জীবন ক্লান্তিকর দিন যাপনের গ্লানি নয়। একটা পূর্ণ প্রবহমান নদীর মত। এই নদীর পথে যত বাধা ততই আনন্দ। কেন না এই বাধা অতিক্রম করার এক দুরন্ত আশা এ এমন এক নদী যার গতিপথ সুচিন্তিত। যার জলতরঙ্গ তাদের সুনিশ্চিত গতি রেখায় এক পরম সুখের আশ্বাসে ঝিলমিল করছে আর তাঁর নিজের মহৎ হৃদয়ের তাপে উষ্ণ হয়ে উঠছে। ভালিয়া অচেতন ভাবে এই মানুষটির জীবনের সুপ্রচুর আনন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে দৃঢ়স্বরে ও বলে :

"কোমসোমোল আমাকে দূর প্রাচো কাজ করতে পাঠাচ্ছে, সেরগেই মিরোনোভিচ।"

কিরভ ওর কাঁধের ওপর হাত রাখেন :

"ভাল। দেখো সেখানে যেন আমাদের নাম ডুবিও না।"

"লেনিনগ্রাদের সুনাম রক্ষা করার চেষ্টা করবে।" আরো অন্তরঙ্গতার সুরে উনি বলতে থাকেন : "তোমার কি যেতে আনন্দ হচ্ছে?"

সেই মুহূর্তে তার কি হচ্ছিল ভালিয়া বলতে পারল না। কিন্তু ও জানত বেশ বড় একটা ব্যাপার আর মূল্যবান ও সোজা চেয়েছিল কিরভের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোযোগী চোখ দুটির দিকে। এক সময় উৎসাহে ফেটে পড়ল : "ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। সেরগেই মিরোনোভিচ। চিন্তা করবেন না। আমি আপনাদের ডোবাবো না।"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে কিরভ অমায়িক ভাবে বললেন :

"বেশ। তোমার সাফল্য কামনা করি।" এবার উনি চলে গেলেন। বেশ সতর্কভাবে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে ভারার ওপর পা ফেলছিলেন।

সারাটা দিন ভালিয়া গান গাইতে গাইতে কাজ করল। ও বুঝতে পারল আজ যেন ওর হাত দুখানায় সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্লাসটার কর্মীর নৈপুণ্য সে অর্জন করেছে। বসন্তের বাতাসে ওর মন আনন্দে নেচে ওঠে। মশলাটা যেন মোলায়েম হয়ে বসে গিয়ে ওর হুকুম তামিল করছে। কর্নিকেরও নিচেটায় নরম হয়ে বসছে। ওর ছ'তলা নিচে শহর কী মনোরম দেখাচ্ছে!

কাজ শেষ করে ও ছুটে এল জেলা কমিটিতে। সম্পাদকের অফিসে ঢুকল দরজা ঠেলে। এবার যেন ওর কণ্ঠস্বরে আর কোনো প্রতিবাদ নেই :

"কাগজটা ভরে দিন আমি যাচ্ছি।"

সম্পাদক ওর দিকে অবাক হয়ে তাকান। প্রথমে ওকে চিনতে পারেন না।

"ও তুমিই সেই লোক না?" উনি একটু হাসলেন। "তোমার মন বদলে ফেলেছ?"

ভালিয়ার মুখটা এবার লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

"আমি আমার মন বদলাইনি। কিরভ আমাকে যাবার উপদেশ দিলেন।" অপ্রতিভ সম্পাদকের মুখের ওপর ও খবরটা শুনিয়ে দিল। "সেরগেই মিরোনোভিচ কিরভ নিজে আমায় উপদেশ দিলেন যাবার জন্য। লেনিনগ্রাদের সুনাম দূর প্রাচ্যে তুলে ধরবার দায়িত্ব উনি আমার ওপরেই তুলে দিয়েছেন, বুঝলেন?"

আট

এইমাত্র এক পশলা প্রথম বসন্তের বৃষ্টি হয়ে গেছে। বুলেভার্ড ধরে সারি সারি গাছের গুঁড়িতে তখনও জলের ফোঁটা ঝিলমিল করছে। একটা ভারী মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। চিকচিকে জলের বড় ফোঁটাগুলো ফোলা ফোলা কুঁড়ি থেকে পিছলে পড়ছে। রেলইয়ার্ডের কুলিরা পায়ে চলা রাস্তার ঘোলাজল ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। শত শত ফুট রেল স্টেশনের জমিটা একটা অন্ধকার জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। হাঁটতে গেলেই ছপ্ ছপ্ শব্দ ওঠে।

এই জল কাদার ভেতর দিয়েই একটি তরুণী দৌড়ে ফিরছিল। একবার এদিকে একবার ওদিকে। ধাক্কা দিয়ে লোকজনদের একপাশে সরিয়ে দিচ্ছিল। বিশেষ কোনো একজন লোককে ও খুঁজছিল। ও হাঁপাচ্ছিল ভীষণ। ওর ওপরের ঠোঁটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। এলোমেলো চুলের একটি গুচ্ছ উড়ছে বাতাসে। ওর ছোট কানের পাশে দুষ্টুমি করে দুলছে এক গোছা চুল।

স্টেশনের প্লাটফর্মের দিক থেকে বেশ একটা বড় রকমের গোলমাল ভেসে আসছে। একটা ব্যাণ্ড-পার্টির জনকয়েক লোক তাদের যন্ত্রের সুর মেলাচ্ছিল একটা সুটকেসের মাথার উপর দাঁড়িয়ে তার হাতের ফর্দ থেকে পরপর নাম ডেকে চলেছে। বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত কিছু যুবক ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কখনও উৎসাহে কখনও সকৌতুকে জবাব দিচ্ছে।

"আরে এখানে! বা বা বেশ ত!" চারধার থেকে বলে উঠল সবাই।

মেয়েটি থেমে যায়। ওর হাতে ধরা মোম কাগজে মোড়া একটি ফুল। ওর আঙুলের ওপর স্বচ্ছ নখপালিশ। গোলাপী অশ্রুজলের মত লাগছে।

"ওই ফুলটা আমি পেতে পারি?"

ও একটু বিব্রত বোধ করে। প্রশ্নটায় যেন অপমানিত হয়। ভীড়ের

মাঝখান থেকে টুকরো টুকরো বক্তৃতা ওর কানে ভেসে আসছিল। অভ্যস্ত বক্তার মত কথাগুলোর ওপর জোর দিয়ে দিয়ে উনি বক্তৃতা করছিলেন।

"......কোমসোমোলের দুর্জয় সাহস একদিন দূর প্রাচ্যের এই অঞ্চলকে একটি পুষ্পিত কাননে রূপান্তরিত করবে, আর সেদিন আপনাদের নাম, আমাদের কোমসোমোল কর্মীদের নাম, রোসতভ থেকে শুরু করে সকলের নাম, সমাজতান্ত্রিক বিজয়ের ইতিহাসে লেখা থাকবে।"

তখনও আন্দ্রেই ক্রুগলভকে কোথাও দেখা গেল না।

মেয়েটি প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে তাকে খুঁজছে। তার লম্বা লম্বা সুন্দর আঙুল দিয়ে ওই মোমের কাগজটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছিল।

কেউ যেন ওর খুব কাছে এসে জোরে কথার উপর চাপ দিয়ে বলে ওঠে:

"কে এই ছোট্টো মিষ্টি মেয়েটিকে বিদায় জানাতে এসেছে?"

ও ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যায় আর পর মুহূর্তেই ঠিক ওর সামনেই আন্দ্রেই ক্রুগলভ একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দেখল ওর চোখে বিষাদের ছায়া। ঠোঁট দুটি সাদা।

"দীনা! শেষ পর্যন্ত তুমি এলে।"

লোকেরা সরে গিয়ে ওদের রাস্তা করে দেয়। কেউ কোনো কথা বলে না। ওদের চোখ শুধু এই চমৎকার যুগলের দিকে। অপূর্ব মানিয়েছে। ওরা, অবশ্য, কাউকেই দেখছিল না। এই বিদায়ের মুহূর্তে মন ওদের এমনই এক অজানা আশংকায় ভরা। এক সপ্তাহ। ছোট্টো একটি সপ্তাহ। আর যদি শপথ পত্রের জন্যে ওরা এক সপ্তাহ আগে অফিসে না আসত তবে হয়ত ওদের আর দেখাই হত না।

সারাটা সপ্তাহ শুধু কেটেছে ওই একই ভাবনার একই প্রতীতির কালো ছায়ায়। আর বাকী মোটে পাঁচদিন···আর মোটে চারদিন···তিনদিন··· দু'দিন···একদিন···ব্যস তারপরই সব শেষ।

"রাস্তা থেকে তোমাকে আমি তার পাঠাব আর ঠিকমত কাজে বহাল হলেই তোমাকে চিঠি দেবো। যতদিন না তুমি গিয়ে আমার সংগে মিলছ আমি তোমার পথ চেয়ে থাকব।"

ওই এবার হয়ত ইঞ্জিনের বাঁশি বাজল। কেননা প্রত্যেকে ট্রেনে উঠবার জন্য ছুটে গেল। ব্যাণ্ড বেজে উঠল 'যাত্রা করো যাত্রা করো এসেছে আদেশ।' কানে তালা লাগবার যোগাড়। বড় বড় করতাল দুটো বেজে ওঠে অসহ্য ঝনঝনায়!

দীনার ফুলটার কথা মনে পড়ে গেল। বলল:

"লাইলাক।* অবশ্য সদ্যো ফোটা লাইলাক······এত সকাল সকাল এই ফুল······।"

*সাধারণত লালচে রঙের ফুল বিশিষ্ট গুল্ম।

ওকে ধন্যবাদ জানাবার আগেই ট্রেনের জানলা থেকে কে যেন ওর নাম ধরে ডেকে উঠল :

"আন্দ্রেই !"

"ওহে ক্রুগলভ !"

"আন্দ্রেই উঠে পড়ো।"

সবার সামনেই দুজনে কুৎসিৎভাবে দুজনকে চুমু খেয়ে ফেলে। কে যেন জোরে 'চকাম' করে ঠোঁটে শব্দ করে ওদের ঠাট্টা করে। আন্দ্রেই হোঁচট খেয়ে ট্রেনের দিকে দৌড়ে যায়।

দীনা পিছন থেকে ওকে উদ্দেশ করে বলে :

"তোমার ছবি পাঠিও আমাকে। শহরটা কেমন জানাবে। তোমার থাকবার কোয়ার্টার, সব সব জানাবে ! আর মনে থাকে যেন তোমার ছবি পাঠাতে ভুলো না কিন্তু।"

ও অচৈতন্যের মত আবার বলে :

"আমি রাস্তা থেকেই তোমাকে চিঠি দোবো।"

"হুররা !" শোরগোল উঠল।

এবার ট্রেন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করে। দীনা প্ল্যাটফর্ম ধরে ছুটে আসছিল। এবার আঁকড়ে আছে শুধু ছিন্ন মোমের কাগজটা। আন্দ্রেই জানলা দিয়ে ঝুকে দেখতে থাকে। নির্নিমেষে। যতক্ষণ না মোড় ঘুরে স্টেশনের দৃশ্যটা কাটা পড়ে যায় অদৃশ্য হয়ে যায় দৃষ্টিপথ থেকে।

গাড়ীর ভেতর যুবকরা গান জুড়ে দিয়েছে :

পালতোলা জাহাজের ব্রিটিশ নাবিক
নাম তার জিম্
অনেক বছর ধরে অভিযান করেছিল
সমুদ্র অসীম।

লাইলাকের গন্ধ আসছিল।

টিমকা গ্রেবেন আন্দ্রেইয়ের কাছে সরে আসে। ওর কাঁধের ওপর হাত রাখে। জোর করে ওর হাতের মুঠো খুলে দেয়। সুগন্ধ একটি ছোট ফুল। বেশির ভাগ প্রথম ফোটা গাছের ফুলই এমনি। প্রাণহীন। এলিয়ে পড়ল ফুলটা কাঁচের সার্শির গায়ে।

ওর বন্ধুর সমবেদনায় আন্দ্রেইর মনটা কিসের একটা আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠছিল। ও মুখ ফিরিয়ে নেয় সেই ভাবটা গোপন করবার জন্য।

টিমকা বলে উঠল এমনভাবে যেন ও আন্দ্রেইর এই ভাবাবেগটাকে কোনো আমল দিতেই চায় না :

"এসো আন্দ্রেই বন্ধু সহযাত্রীদের সংগে যোগ দিই। ওদের মধ্যে কেউ কেউ বিষণ্ণ হয়ে আছে। ওঠো ওঠো চলো ওদের একটু মাতিয়ে তুলি।"

"বেশ চলো। আমরা গিয়ে ওদের একটু মাতিয়ে তুলি।"

নয়

কমসোমোল ট্রেনটির যাবার কথা দক্ষিণ দিকে।

প্রথম দিকে কমসোমোলের ভাড়া করা কতকগুলি আলাদা আলাদা গাড়ী ছিল। লেনিনগ্রাদ রোসতভ কিয়েভ মসকো এমনিতর কতকগুলি গাড়ী ওখান থেকে আরও নানা যায়গা থেকে আনাগোনা করছিল। এইসব আলাদা আলাদা গাড়ী তখন জুড়ে দিয়ে একটা বড় ট্রেনে পরিণত করা হয়েছিল। কুড়ির বেশি কি কুড়ি বছরের তরুণদেরই ভীড় ছিল ঐ সব গাড়ীতে। তাদের ভেতর থেকে অনেক দিন আগে একটা অগ্রগামী ট্রেনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। যেমন আলাদা আলাদা গাড়ীগুলোর সব নেতা ছিল। যাদের ভেতরে ছিলেন প্রমোদ পরিচালক প্রাচীর-পত্রের সম্পাদক এঁরা।

সবাই উন্মুখ হয়ে আছে। উরাল পেঁছিবে কখন। ওখানে গিয়ে ওরা দেখবে, আশা করে আছে তুষার মৌলি উরালের চূড়া। ছবিওয়ালা পোস্ট-কার্ডে কত দেখেছে। কমসোমোলদের সান্ত্বনা ছিল এইটুকু যে ওরা য়োরোপ আর এশিয়ার মধ্যকার সীমানা পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু ট্রেন থেকে পাহাড়-গুলো দেখাচ্ছে নিচু নিচু আর তেমন একটা উন্মাদনা জাগে না।

"যা: এখন আমরা এক ভিন্ন মহাদেশে এসে পড়লাম।" সবাইয়ের মুখে গাড়ীতে গাড়ীতে ঐ এক বিস্ময়াবহ আনন্দের উক্তি। কৌতূহলী যাত্রীরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জানলার ধারে বসে। ওরা সব ইস্টিশান খুঁটিয়ে দেখছিল। নোটবইতে টুকে রাখছিল। কণ্ডাকটারদের ওরা প্রশ্ন করে বিরক্ত করছিল: আমরা এখন কোথায়? এই স্তেপের নাম কি? ওই পাহাড়গুলো কি? এই শহরে কি কোনো বড় বড় কারখানা আছে? আমরা এইমাত্র পেরিয়ে এলাম ওই নদীটা কি?

দূরপ্রাচ্য নিয়ে ওরা অনেক কথা বলে চলেছে। তাইগার দেশ। দুর্গম সীমান্ত অঞ্চল। আমুরের অধিবাসী। আর দূর প্রাচ্যের বীর সেনাবাহিনী। এইসব বলতে বলতে ওদের ওই দেশের সম্পর্কে জ্ঞান-ভাণ্ডার প্রায় শূন্য। তবুও তারা সেই দেশে চলেছে। মনোবল আর আশা নিয়ে। কোনো বন্ধুর সংগে দেখা করতে বেরিয়ে কারো মনে যে অনুভূতিটি হয়।

ওদের মন অবশ্য বার বার ফিরে যাচ্ছিল ওদের বাড়ীর দিকে। নিজেদের যে দেশকে ওরা পিছনে ফেলে এসেছে। এই অনুভূতিটা বেশির ভাগই

আসছিল সন্ধ্যার বিষণ্ণ আবছায়ায়। গাড়ীর টিম টিমে আলোয়। আর নয়ত ঘুমহারা রাত্রির অন্ধকারে। থেকে থেকে এক একটা বিচ্ছিন্ন মন্তব্য বাতাসকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছিল। "ছেলেরা হয়ত আজ রাতে সিনেমা দেখতে গেছে।" "আমি ত ভাবছি পেতকা পরীক্ষায় পাশ করল কিনা।" "আমার এত অবাক লাগছে আমার জায়গায় কে যে এখন লেফট ফরওয়ার্ড খেলছে।"

"আরে দেখো দেখো বরফ পড়ছে। আমাদের বাড়ীর কাছে এখন বেশ গরম……বসন্ত…।"

পশ্চিমগামী যে কোনো গাড়ীর মুখোমুখি হচ্ছিল ওরা তাতেই মোটা মোটা চিঠির থলি পোস্টকার্ডের ব্যাগ সব তুলে দিচ্ছিল।

প্রত্যেক স্টেশনে আন্দ্রেই ক্রুগলভ টেলিগ্রাফের জানলার কাছে ছুটে যাচ্ছিল। দীনা ইয়ার্তজেভা, রোমতভ—ঠিকানা লেখা একটা জরুরী তার ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল।

ট্রেনে ওরা স্বাভাবিক ভাবেই, যেসব শহর থেকে এসেছিল, সে অনুসারে দল বিভক্ত হয়ে যাচ্ছিল। প্রতি দলের নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী আইন কানুন। সংস্কার আর আমোদ প্রমোদের রীতি। দেখতে দেখতে নতুন নতুন মিতালী গড়ে উঠছিল। পথে পথে সেইসব চলতি হাওয়ার পন্থী বন্ধুত্বের মধ্যে এমন কিছু অসাধারণ অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারও ঘটে যাচ্ছিল।

এমনি একটি অভাবনীয় হঠাৎ পথে দেখা ঘটল দুজনের মধ্যে। লেনিনগ্রাদের কোলিয়া প্লাত আর কৃষ্ণসাগরের ডুবুরি আলিওশা এপিফানভ। একটা নিচু পার্টিশান দিয়ে বখরা করা উপরের পাশাপাশি দুটি বাংক ওদের থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। গরমকালের এক রাতে যখন ওদের দুজনের কেউই ঘুমোতে পারছিল না, এপিফানভ ওর বালিশের তুলোটা ফাঁপিয়ে তুলছিল আর তোশক গদি সব সোজা করে নিচ্ছিল। হঠাৎ পার্টিশনের ওপর দিয়ে একবার ওধারটায় চেয়ে দেখল।

"কোলিয়া।" ও অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

"আলিওশা।"

বছর কয়েক আগে বালাকলাভাতে ওদের দেখা হয়েছিল। আলিওশা তখন ওখানে গভীর সমুদ্রে ডুবুরি নিয়ে অধ্যয়নে লিপ্ত আর কোলিয়া একটা অবসর কাটাবার আবাসগৃহে তার ছুটি কাটাবার জন্য এসেছে। সমুদ্রে ওদের দেখা হয়েছিল। তীর থেকে অনেক দূরে। দু'জন সাঁতারুই জল ভালবাসত। তারপর ওরা দুজনে একসংগে সাঁতার দেবার কথা ভেবেছিল। সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে অনেক দূর পর্যন্ত অনেকক্ষণ ধরে বেড়াত। প্রাণ খুলে

অন্তরংগ আলাপে ওদের সময় কাটত। ওরা জানত ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে আর কোনদিন দেখা হবে না।

আর এখানে আজ ওরা চিরকালের জন্য ছিটকে চলে এল। শুধু জানত কত কাল।

"বল খোকা জীবন কাটছে কেমন?"

কোলিয়া প্লাত খুব বেশি কথা বলত না। একটু নিজেকে আড়াল করে রাখতে ভালবাসত। ট্রেনে ওর সংগীরা ভেবেছিল ও একটু দেমাকে আর তাই ওকে সবাই এড়িয়ে চলছিল। কিন্তু আলিওশার সহানুভূতি ও হাসি-খুশি ভাবটাকে ও ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। এই দেখা হওয়াটা ওর সৌভাগ্যের একটা অপ্রত্যাশিত চমক বলেই ও ভেবেছিল। ওর মত একটা বন্ধু ওকে আনন্দে মাতিয়ে রাখতে আর সমর্থন জানাতে এক মূল্যবান সম্পদের মত। আলিওশাকে চিনতে পারার আগেই ও ওর বান্ধবী লিডার কথা বলেছে, তারপর লিডার মার কথা যিনি ওর সংগে লিডাকে দূর প্রাচ্যে যেতে দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তার সংশয় তার অনুমানের কথা। লিডা কি ওকে ভুলে যাবে? ও কি অন্য কাউকে বিয়ে করবে? সেই অসংখ্য ফুলবাবুদের কোন একজনকে? যারা ওর চারপাশে দিনরাত ঘুর ঘুর করে বেড়ায়?

আলিওশা সব শুনল। পার্টি'শানের ওপর চিবুক রেখে।

"আমার কাছে ব্যাপারটা খারাপ ঠেকছে," গল্পটা শেষ হতে ও শেষকালে বলল। "তবে ভায়া হাসিটা ছেড়ো না; আশা ত্যাগ কোরো না। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা ওখানে গিয়ে একটু গুছিয়ে বসলেই তুমি ওকে লিখে দাও আর দেখবে ও এসে পড়বে। আরে ও একজন কমসোমোল তো, ও ঠিক বুঝবে।

কোলিয়া এবার আগের চেয়ে ভাল বোধ করে। কাতিয়া স্তাভরোভা অচিরেই নানা দলের একটা যোগসূত্র হয়ে দাঁড়াল। ও উদ্বিগ্ন হয় তরুণদের মনে যেন একঘেয়েমি না আসে। হয়ত ঝগড়া শুরু করে দেবে। আত্মীয় পরিবারের জন্য মন খারাপ করবে। ভেবে ভেবে কাতর হবে ওদের ফেলে আসা প্রিয়জনদের জন্য। ও নানা খেলার তোড়জোড় করে। জোরে জোরে কিছু পড়তে শুরু করে, একটা অ-পেশাদারী ঐক্যতানবাদনেরও সংগঠন করে ফেলে। ভদকা পান করে তাস খেলে যাতে ওদের মধ্যে চরিত্র নষ্ট করার প্রভাবটা না ছড়িয়ে পড়ে সেদিকে রাখল কড়া নজর।

এবার তিউমেনে এসে ট্রেন থামে। লেনিনগ্রাদের কিছু ছোকরা রেল স্টেশনের পানশালায় বসে একচোট মাল টেনেছিল। ওদের মধ্যে একজন পরে জোর করে মস্কোর গাড়ীতে গিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল।

ট্রেন ছেড়ে দিতেই কাতিয়া লেনিনগ্রাদের গাড়ীর দিকে রওনা হল।

বদমাশগুলোকে রীতিমত কড়কে দিতে হবে আর তারপর সবকটাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসবে। ওরা অবশ্য প্রথমটায় ওকে বেশ নম্রভাবেই আপ্যায়ন করলে। এমন কি বেশ উৎসাহের সংগেই। কিন্তু যখন বুঝলে ও কেন এসেছে তখন ওকে ওর জায়গায় বসিয়ে দিল।

"কি? আমাদের টেনে নিয়ে যেতে চাও? আমাদের লেনিনগ্রাদের বাসিন্দাদের? আরে যাও যাও বাড়ী যাও, খুকি তোমার মাকে গিয়ে নিয়ে এসো গে।"

ও ফেটে পড়তে যাচ্ছিল রাগে। কিন্তু ওরা ওকে শান্ত করে। ভাব জমায়। কিছু বাবুল গাম খেতে দেয়। মস্কোর চেয়ে ভাল বলে ওর মনে হল ওগুলো। (অবশ্য মস্কো স্টেশনেই ওগুলো কেনা হয়েছিল), সমস্ত ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিটে যায়। বেশ ভদ্রতা ও সৌজন্যেই সন্ধি করে দু'পক্ষ।

সন্ধিপত্র লেখা হলে, কাতিয়ার চোখ পড়ে ওপরের বাংকের দিকে। একটা গড়িয়ে পড়া বালিশের গায়ে কোঁকড়া কালো চুলের রাশ আর একটা হাত ঝুলছে একেবারে ধার ঘেঁষে—ট্রেনের গতির সংগে সংগে দুলছে। ওর এই হাত দেখতে ভাল লাগে। প্রতিদিন কাউণ্টারে কত হাতই যে ঝলমলিয়ে উঠত! এমনি করে সৎ মানুষের হাত ও চিনতে শিখেছিল। জড়িয়ে ধরেছে লোভী হাত। অলস পরিচর্যায় পুষ্ট হাত। চোরের লুব্ধ হাত। ভীরুর হাত। আর কঠোর শ্রমে ক্লান্ত হাত। যে হাতে ও সবসময় সবচেয়ে ভাল সবচেয়ে বেশি দিতে আনুকূল্য করত।

ওপরের বাংকে ওই যে নিদ্রিত ছেলেটির হাত—বড় মাংসল নরম আঙুল আর ভাংগা নখ—বেশ সৎ আর ভাল ও এক লহমায় বলতে পারে। আলতো ভাবে ট্রেনের দুলুনির সংগে ওই হাতটিও দুলছে। তবু দেখে মনে হয় কতই না শক্তি লুকিয়ে আছে ওই হাতে।

চুক্তি প্রস্তুত হয়ে যাবার পর কাতিয়া জিজ্ঞাসা করল "ভদ্‌কার ব্যাপারটা কি হল?"

ওপরের বাংকে যে ছেলেটি শুয়েছিল সে তার হাত তুলে এ পাশ ফিরতেই দেখা গেল তার ঘুম ঘুম রোদ-পোড়া তামাটে বালিশে টোল খাওয়া মুখটা। বাংকের একেবারে ধারে মুখ রেখেছে ও।

"কি হে। আমি ভালিয়া বেসসোনভ।" ঘুমে ধরা ধরা চাপা গলায় ও বলে। "তুমি কি ভদকার খোঁজে বেরিয়েছ?"

কাতিয়া এবার হাসল। লেনিনগ্রাদের ছেলেগুলো অট্টহাস্য করে উঠল।

"আমাকে আধ বোতল ধার দাও তো।" কাতিয়া বলল।

ভালিয়া একটা ইঁদুরের গন্ধ পায়।

"খুব জোরাল অভিযান তো?" ও পাশ ফিরল। "প্রতিবেশীর গাড়ীর

ভেতর উঠেছে ভদকা জোগাড় করতে? দেওয়াল-পত্রে নাম ছাপা হোক তাই চাও নাকি?"

এবার কাতিয়া উঠল। বেরিয়ে গেল। ও বেশ বুঝতে পারল ভালিয়ার দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করছে। দরজার কাছে গিয়ে ও ওর দিকে চেয়ে জিব ভেংচাল। হাসিতে ফেটে পড়ল। আর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার নিজের কামরায় ফিরে এসে ও দেখল আন্দ্রেই ক্রুগলভ জানলার কাছে বসে একটা চিঠি লিখছে। খুব ঘেঁষাঘেষি করে লেখা চারটে পাতা ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। পাতাগুলো ওর পাশে পড়েছিল।

"তুমি ওগুলো সব লিখেছ?" ও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে। ওর বিশ্বাস হয় না। একজন লোক এত লিখতে পারে।

"তোমার কি কাউকে লেখবার নেই?" ও জিজ্ঞাসা করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও লেখা থামিয়ে কথাগুলো বলে। তখনও ওর চোখ কমনীয়তা আর উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কাতিয়া ছোট্টো করে মাথা নাড়ল তারপর নিজের জায়গায় ফিরে গেল। ওর মনে ভেসে উঠল ওর স্বামীর ছবিটা, কিন্তু সংগে সংগে সে সেটাকে চেপে দমিয়ে দিল। ওর এই জীবনটা হবে নতুন সম্পূর্ণ নতুন। নতুন নতুন সব বন্ধু নতুন অভিজ্ঞতা আর নতুন অনুভূতি।

দশ

কোমসোমোল ট্রেন সাইবেরিয়া পার হচ্ছিল। এমন কি এখানেও বাতাসে বসন্তের অনুভূতি। তবে বসন্তের একেবারে শুরু হয়েছে সবে। যখন সূর্যের প্রথম আলোক রশ্মি সবে একটু একটু করে তুষার গলাতে শুরু করেছে। এখানে সেখানে রিক্ত মাটির ওপর জমাট বেঁধে আছে বাতাসে সাদা চাপ চাপ কুয়াশা। দূরে অরণ্যরাজি দেখলে শক্ত সহিষ্ণু তুষার কিনারার একটা আভাস ফুটে ওঠে।

সারা রাত ধরে যাত্রীরা বৈকাল হ্রদের অপেক্ষায় রইল। অংগারা নদীর ইস্পাত নীল জল রেলপথের ওপরই যেন ওদের অভিবাদন জানাতে সহসা এসে পড়ল। এই বলশালিনী নদীর প্রাণে যেন তুষারের ভয় নেই। সেই তুষার যত ভীষণই হোক না কেন এই বেগবতীকে বাঁধবার শক্তি তার নেই।

ওদের সন্ধানী দৃষ্টি "পবিত্র পর্বতের" প্রথম দৃশ্য খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ওদের বলা হয়েছিল যে অংগারার উৎসের কাছে এক বিশাল প্রস্তর জল থেকে মাথা জাগিয়ে রয়েছে। যদি এই পাথর কোনদিন ভেংগে পড়ে তাহলে বৈকালের উত্তাল জলরাশি অংগারায় এসে আছড়ে পড়বে আর তার ফলে

আশপাশের জমিতে প্রবল বন্যা দেখা দেবে। এর ফলে ইর্কুতস্ক শহরেও বন্যার জল ঢুকে পড়বে। কোমসোমোলরা কল্পনানেত্রে দেখছিল এই প্রস্তর যেন কোনো এক প্রহরীর নিষিদ্ধ দানব। ওরা অবশ্য, খুব বেশি দেখতে পাচ্ছিল না। একটুখানি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল মাত্র। প্রহরী যেন জলের তলায় আত্মগোপন করে আছে।

এরপর শুরু হল বৈকাল হ্রদ।

যতদূর চোখ যায়, বিশাল বরফের একটানা বিস্তার। শুধু বরফ আর বরফ। মাঝে মাঝে নীলচে হয়ে ফেটে গেছে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ফাটলের রেখাগুলি। স্থানীয় লোকেরা বলে বরফ যখন ফাটতে শুরু করে বাতাসে তখন কামানের গোলার মত গুম্ গুম্ শব্দ হয়।

ট্রেন এগিয়ে যাচ্ছিল আঁকাবাঁকা হ্রদের উপকূল রেখা অনুসরণ করে। সন্তর্পণে গিয়ে নামছিল সীমাহীন এক একটা সুড়ঙ্গের ভিতর। কোমসোমোলরা গুণতে শুরু করে দেয় কটা সুড়ঙ্গ পার হল তারা। একটু পরেই গোনা বন্ধ করে। কেউ বলল চল্লিশ। অন্যেরা বলল 'না না তারও বেশি হবে।' রেলপথের উপর সরাসরি ঝুলে আছে সু-উচ্চ পাহাড়ের চূড়াগুলি। মাঝে মাঝে একটুখানি ফাঁক। সেখান দিয়ে চোখে পড়ছে ছবির মত পার্বত্য উপত্যকাগুলি। ওখানে পাহাড়ী নদীগুলি চলে গেছে এঁকে বেঁকে। জেলেদের বাড়ীগুলি চোখে পড়ল ঘন ঘন সারিবদ্ধ পাইন বীথিকার ফাঁক দিয়ে।

ট্রেন এসে থামে স্লিউদিয়ানকায়। সবাই তখন ছুটে বেরিয়ে পড়ল বৈকালের বিখ্যাত স্যামন মাছ কিনতে। এগুলোকে এখানে 'ওমুল' বলা হয়। ভোলগা এবং কাসপিয়ান অঞ্চল থেকে যারা এসেছিল এমন কি সেইসব তরুণও একবাক্যে বললে ওমুল মাছের তুলনা নেই। হ্যাঁ, ওরা ঐ অঞ্চলের বলেই জানত কী ভাল মাছ এই ওমুল।

সাইবেরিয়াকে কেন্দ্র করেই নানা কথা চলে। বৈকাল, অজানা সেইসব দেশ যেখানে ওরা চলেছে। ঐ অজানা রাজ্যেই অপেক্ষা করে আছে ওদের ভবিষ্যৎ। এইসব সহযাত্রীদের অনাগত ভবিষ্যৎ। সোপকি কি? কেন তাদের মামুলি পাহাড় বলা হয় না? অথবা সেই তাইগা কেন শুধু অরণ্য বলা হয় না? একথা কি সত্যি যে আমুর তিন কিলোমিটার চওড়া? এপার ওপার প্রায় দেখাই যায় না?

হঠাৎ কোলিয়া প্লাত উপরের বাঙ্ক থেকে নিচে নেমে আসে। দূর প্রাচ্যের কথা বলতে শুরু করে তার সহযাত্রীদের কাছে। মনে হয় চলে আসবার আগে ও বেশ কিছু বই, পত্র-পত্রিকা যোগাড় করে এনেছে। যাতে নতুন জায়গায় পৌঁছে ওর অসুবিধা না হয়। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথেষ্ট জানা থাকলেই ভাল।

ওর কামরায় সবাই ভীড় করে আসে, ওর চারপাশে সংগে সংগে অন্যান্য কামরার তরুণরা শুনতে পায় যে লেনিনগ্রাদের যাত্রীদের সংগে একজন দূর প্রাচ্যের ইতিহাস-ভূগোলের অধ্যাপক আছেন।

তারপর একটা ব্যাপার ঘটে গেল। ক্লাভা মেলনিকোভার সংগে আর সেনিয়েভের *দারজু উজালা*—এই বইতে তাইগার কথা বলা হয়েছে। সেখানকার আবিষ্কর্তা শিকারী বাঘ ভালুক আরও এমনি সব আরণ্যক তথ্য।

বইটা হাতে হাতে ফিরল। সংগে সংগে একটা ফর্দ করে ফেলা হল। কার পর কে পাবে বইটি। পাঠকদের চার ঘণ্টার বেশী সময় ধার্য করা হল না।

"বেশ তাড়াতাড়ি পড়।" সবাইকে বইটি দেবার সময় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল। উঠে পড় উপর তলার একটা বাংকে আর একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে পড়ে শেষ কর।"

কিন্তু ওরা সবচেয়ে যে জিনিসটির প্রতি আগ্রহশীল বইতে তার কথা কিছুই ছিল না। ওরা তার যত কাছে আসতে লাগল ততই নির্ভুলভাবে এটা বুঝতে পারছিল। ওদের পেরিয়ে চলে গেল মালবোঝাই ট্রেনগুলো। ওদের ভেতর বোঝাই করা স্বয়ংক্রিয় গাড়ীর যন্ত্রপাতি ট্রাকটার আর ত্রিপল মোড়া আরো সব যন্ত্রপাতি। এই মালবোঝাই ট্রেনগুলোকে টানছিল শক্তিশালী ইঞ্জিনগুলো। ওগুলো চালাচ্ছিল দক্ষ ইঞ্জিনীয়ররা। ওদের সব সময় পথ চলবার অধিকার দেওয়া থাকে। কোমসোমোল ট্রেনকেও ফেলে চলে গেল আরো কতকগুলি ট্রেন যাদের ভেতর ছিলেন প্রবীণ কিছু লোক। স্টেশনে দুটি ট্রেনের যাত্রীদের কখনো কখনো কিছু কথা বলাবলি করার সুযোগ জুটে যাচ্ছিল! "কোথায় যাবে তুমি?" "দূর প্রাচ্যে। আর 'তুমি?" "ঐ একই জায়গায়। তুমি কে?" "আমরা সবাই কোমসোমোল। আর তোমরা?" "আমাদের চুক্তি করা হয়েছে।"

দিন কাটতে লাগল। একের পর এক। এর মধ্যেই দশ দিন কেটে গেছে। মনে হচ্ছিল এই যাত্রার বোধ করি শেষ নেই। অফুরান অনন্ত এই পথ। মাঠ-প্রান্তর পাহাড় বন-বনান্ত আর নদী সবই যেন অসীম অন্তহীন।

"আমি জানতুম আমাদের দেশ খুব বড়। কিন্তু কোনদিন কল্পনা করি নি সেটা এত বড়।" সবার মনেই এই ভাবনা বার বার ঘুরে ফিরে আসতে থাকে।

সেরগেই গোলিৎসিন রেলকারখানার একজন ইঞ্জিনীয়ারের সহকারী। এই ধরনের এক অভিযানে মোটেই আনন্দ পাচ্ছিল না। একঘেঁয়ে একটানা ট্রেনে এতক্ষণ থাকা ওর জীবনে এই প্রথম অভিজ্ঞতা। সবকিছুর মধ্যেও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছিল। যেমন রেলের যন্ত্রপাতি তেমনি রেল

শ্রমিকদের ডিউটি করার ধরন ধারণ। ট্রেন এসে থামছে যে সব স্টেশনে সেগুলোও তথৈবচ।

আর সহ্য হল না ওর। এবারও অলসভাবে ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে ইঞ্জিন-ঘরের কাছে। ইঞ্জিনীয়ারের সংগে পরিচয় করার জন্য। সে তো ওকে দেখেই ঝাঁকিয়ে ওঠে:

"তুমি যেখান থেকে আসছ সেখানে সব বোকাই গাড়ী চালাতে পারে। এখানে একবার চেষ্টা করে দেখো না।"

ইঞ্জিনীয়ারের সহকারী সেরগেই-এর দিকে একটা নিস্পৃহ চাহনি ছুঁড়ে দেয়। যেন ওর নিজের সহকারী দাবীটাকে দারুণ রকম সন্দেহের চোখে দেখছে।

সেরগেই ক্রুদ্ধভাবে ওখান থেকে সরে আসে। হাঁটা দেয় অন্যদিকে। ওর আশা ঝুরঝুর করে ভেংগে পড়ে। গাড়ীতে দু'একবার আনাগোনা করবার বড় আশা ছিল। ও ওর গাড়ীতে ফিরে আসে একটা অপ্রসন্ন মেজাজ নিয়ে। আর এসেই ওর বন্ধু পাশকা মাৎভেইয়েভের সংগে ঝগড়া বাধিয়ে বসে। পাশকা দিনের ভেতর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুমোচ্ছিল, আর যখনই ওর ঘুম ভাংগছিল ও বলছিল:

"এটা একটা মস্ত কাজ। সামনের দুটো বছরের মত ও জমিয়ে রাখছে। আর ওখানে আমরা একবার গিয়ে পেঁছিলে ত আর বেশি সময় পাবো না ঘুমোবার, কিন্তু আমি তবু কিছু একটা অবলম্বন পাবো।"

এর চেয়ে ভালো কিছু করবার নেই যখন তখন অগত্যা সেরগেই সোনিয়া তার নোভস্কায়ার কাছে যাবার চেষ্টা করে। আইভানোভো থেকে এসেছিল। কোমসোমোল মেয়ে। সোনিয়া বেশ খাতির যত্ন জানে। ওকে তাদের কামরায় আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু মনে হল যে ও গ্রিশা ইসাকভের সংগে একেবারে প্রেমসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। একজন "সাঁচ্চা" কবি। ওর লেখাগুলো স্থানীয় পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ওর নিজের নাম সই আছে তাতে। সোনিয়া তার আসক্তি গোপন করতে কোনরকম চেষ্টা করে না। এতে যেন সেরগেইয়ের মনে হিংসা লেগে গেল। ও বেরিয়ে আসে দুপ্ দুপ্ করে কামরা থেকে। দড়াম করে ওর পিছনে দরজাটা দেয় বন্ধ করে। আর কিছুই করার রইল না বাকী ওর কাছে শুধু ঘুমাতে যাওয়া ছাড়া।

পাশা বিড়বিড় করে বলল, "হ্যাঁ অনেকক্ষণ সময় হয়ে গেছে।" ওর ঘুম ঘুম একটা চোখ খোলে। "পরে বেড়ে লাগবে হে।"

সোনিয়া বুঝতে পারে নি সেরগেই কখন চলে গেছে। গ্রিশা ইসাকভ একটা নতুন কবিতা লিখেছিল।

ওরা বেরিয়ে এল। প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল। আর গ্রিশা কবিতাটা ওকে পড়ে শোনাতে থাকে। রেলের ওপর চাকার ঝিক্‌ঝিক্ শব্দের ছন্দ

ঝংকার কাঁপল যেন কবিতার ছন্দের তালে তালে। এবার ওরা পরস্পর চুমু খায়। তারপর সোনিয়া চলে গেল। ডাকল ক্লাভাকে। ক্লাভা শুনল কবিতাটা মনোনীত করল। কামরায় ফিরে এল দৌড়ে। আর ডাকল সবাইকে :

"ছেলের দল জমায়েত হও। গ্রীশা এইমাত্র একটি কবিতা লিখেছে। আমাদের এখনই পড়ে শোনাবে, কবিতাটা লেখা হয়েছিল ওদের প্রত্যাশিত সাফল্য নিয়ে। অদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে : প্রকৃতির বন্যশক্তিকে দমিয়ে দাও। তাইগার অরণ্যে গড়ে তোলো একটি নতুন শহর। গ্রীশার যখন এই কবিতা পড়া শেষ হল, ক্লাভা তার মাথাটাকে পিছনে ছুঁড়ে দিল আবেগে। ওর হাত দুটো দিয়ে চেপে ধরল পিছনটা।

সেমা আলত্‌শ্‌চুলার এবার সলজ্জ কণ্ঠে বলল :

"তোমার বন্ধু এখানে—সত্যি ও একজন প্রকৃত কবি। সত্যি ও নিজেই একদিন নাম করবে দেখো। আমি এই বলে রাখছি।"

ক্লাভা এ কথাটা শুনে খুব আনন্দ পায়।

"ও দুচোখ দিয়ে দেখে সবকিছু অনুভব করে।" ও বলল। "আর কবির পক্ষে সবচেয়ে দরকারী জিনিস হল সব জিনিসকে অনুভব করা। তোমার কি মনে হয় তাই না ?"

সেমা খুব খানিকটা বিব্রত বোধ করে। খুঁজে পায় না কি জবাব দেবে। সারাটি দিন ধরে ও এজন্য নিজেকে কত অভিশাপ দিয়েছে। ও ওকে কিভাবে। ও কি মনে করবে যে সেমা একটি ব্যায়ামের মুগুর। একজন অজ্ঞ মূর্খ লোক।

সেদিন সন্ধ্যায় গাড়ীতে যখন তন্দ্রালু নীরবতা ও শুনল ক্লাভা বলছে :

"দেখো দেখো মেয়েরা—একটা নদী ! কী নদী হতে পারে—এত প্রশস্ত আর খরস্রোতা ?"

"এতো শিলকা" জেনা কালুঝনি বলে, সে হঠাৎ যেন কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছিল।

"শিলকা। ধন্যবাদ।" ক্লাভা নিরুত্তাপ গলায় জবাব দেয়। ওর কণ্ঠস্বরে যেন কি এক নৈরাশ্যের ছায়া। জেনা এক কোণে ফিরে আসে। তার জায়গায় বসে পড়ে। ওকে সপ্রতিভ দেখাচ্ছিল।

"আমুর সবচেয়ে বড় নদী, কি মেয়েরা তাই না ? আমরা এটা ইস্কুলে পড়েছিলুম তবে আমি ভুলে গেছি। এই নদী ভীষণ বড় আর খরস্রোতা, তাই না ?" জেনা আবার লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল তবে সেমা ওর পা দিয়ে রাস্তা আটকে রেখেছিল।

"একবার ভাবো," ক্লাভা আপন মনে বলে চলল, "আমরা একটা নতুন শহর

গড়ে তুলতে চলেছি এবং সেই সংগে নতুন রকমের একটা জীবন। সে জীবনটা কি ধরনের হবে? তোমরা একবার কল্পনা করতে পার?"

তোনিয়া এবার অসহিষ্ণু হয়ে ওকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে:

"দোহাই তোমার, এবার চুপ করো আর ঘুমোতে যাও। অনেক রাত হয়েছে।"

ক্লাভা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আর তার পরেই খুশীতে বলে ওঠে:

"আচ্ছা বেশ। তাহলে শুভরাত্রি। তবে আমাদের সত্যিই উচিত যে সব জায়গা আমরা পেরিয়ে চলেছি সেগুলো ভাল করে লক্ষ্য রাখা। কি উচিত না? আগে এসব জায়গা আমরা দেখি নি।"

জেনা হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়েই রইল যতক্ষণ না ওর শার্টের ভাঁজ দুমড়ে গেল। সেমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল:

"দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন একটি মনের মতন কাউকে পেয়ে গেছি। কি তুমি স্বীকার করো?"

সেমার মুখ লাল হয়ে ওয়ে ওঠে।

কোনো কথা নেই।

"না আমি তা করি না," সেমা শেষকালে খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বলে। "তোমার আমার বন্ধুত্ব এক আধ দিনের নয়, বেশ ক'বছর হল। আমি বন্ধুর মত তোমায় বলছি তোমার মাথা থেকে ঐ ভাবনাটিকে সরাও। তুমি একজন নির্ভীক লোক, একজন প্রথম সারির ফরোয়ার্ড, কিন্তু এটা তোমার লাইন নয়। তুমি বেশ শক্ত সমর্থ মানুষ, ভেতরে বাইরে, আর এই মেয়েটি সে আগাগোড়া ফুলের মত নরম, মোটে আট বছর বয়স। লক্ষ্মীটি জেনা, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি ওকে তুমি মন থেকে মুছে ফেল।'

এর পর দীর্ঘক্ষণের ব্যথিত মৌন মুহূর্ত। জেনা ওর ঠোঁটটা জিব দিয়ে পেষণ করতে থাকে। বিরক্তিতে নাকের শব্দ করল একবার তারপর ওর বন্ধুর কাছে থেকে সরে গেল।

এগার

কোমসোমোল ট্রেনটা ছুটে চলেছে সাইবেরিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিদীর্ণ করে। এবার ঢুকছে দূর প্রাচ্যের বিশাল ভূখণ্ডের ভেতর। এবার দূর প্রাচ্যের এই বিশালতাকে বেশ অনুভব করা যায়। পাহাড়ী নদী ছুটে চলেছে পাথরের ওপর দিয়ে। কখনও রেল রাস্তার এদিকে কখনও ওদিকে—পাশ দিয়ে কাছে কাছে চলেছে নদী। দুর্ভেদ্য তাইগা অরণ্য। ভয় দেখাচ্ছে যেন কেউ ওর ভেতর পদার্পণ করলে তাকে নিমেষে গ্রাস করে শোষণ করে নেবে। *সোপকি*। নীচু গোলাকার পাহাড়। শামুকের খোলা ছাঁদে

একের পর এক আসছে যাচ্ছে। এখনও ওদের শীর্ষে ধারণ করে আছে জমাট বরফ।

একটা ছোট স্টেশন। কোমসোমোলরা একটা কথার মানে এবার বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারে—"রাষ্ট্রীয় সীমান্ত।" লম্বা মতন রোগা এক বৃদ্ধা মহিলা একদল কোমসোমোল সদস্যের দিকে এগিয়ে আসেন। শান্ত স্বরে ওদের জিজ্ঞাসা করলেন:

"তাহলে সীমান্তে আবার লড়াই শুরু হয়েছে, তাই না?"

কোমসোমোলরা তো যুদ্ধের কথা শোনে নি কিন্তু ভালিয়া বেসসোনভের মনে পড়ে যায়। সেদিন ওর শিরদাঁড়ায় কিসের একটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। আঞ্চলিক পার্টি কমিটির ওরা বলছিলেন, "তোমরা চলেছ দূর প্রাচ্যে।" দূর প্রাচ্য। জাপানীরা। আচ্ছা, ওর কোন আপত্তি নেই। ও জাপানীদের দেখিয়ে দিতে পারবে ভালিয়া বেসসোনভ কি জাতের চীজ।

"আচ্ছা, ওরা বলছিল যে নিশ্চয়ই ওখানে যুদ্ধ হচ্ছে।" এবার বৃদ্ধ মহিলাটি কথায় কথায় যেন বলে ওঠেন। ওঁর চারপাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণদের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন উনি। "আমার ছেলে সীমান্তে সামরিক বিভাগে কাজ নিয়েছে কি না। ও দুটো যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।" এবার উনি জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কি সব সেনাবাহিনীতে কাজ করতে এসেছ?"

"আমরা দেখব," ভালিয়া সগর্বে উত্তর দিল। একটা আবছা অনুমান।

"আমার ছেলে এর ভেতর আছে" বৃদ্ধা মহিলাটি শান্তভাবে উত্তর দিলেন। "আইভান রাজ ভোদিন। লাল ফৌজ থেকে ওকে তিনটি প্রশংসা পত্র দিয়েছে। যদি তোমাদের সংগে দেখা হয় তাহলে বলো আমি ওকে ভালবাসা জানিয়েছি।"

পরে স্টেশনে পৌঁছেই কোমসোমোলরা যে কাগজ পারল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নিল। কেন্দ্রীয় জেলাগত আঞ্চলিক সমস্ত খবরকাগজ যেন দু'চোখ দিয়ে গিলতে লাগল ওরা। কই যুদ্ধ হচ্ছে না তো! তবে ওরা যা কিছু পড়ল সবই যেন ওদের মনে একটা সত্যিকার সাড়া জাগাল। জাপানী-দের ব্যবহার সন্দেহজনক। চীনা পূর্ব সীমান্তের রেলপথে চলেছে সমানে আক্রমণ। শ্বেত রক্ষী বাহিনী দলে দলে সীমান্তের বাইরে চলে গেছে মনে করছে।

"মনে হচ্ছে আমাদের শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে হতে পারে।" ভালিয়া বলল। কাগজের পাতা ওলটাতে ওলটাতে ওর মানশ্চক্ষে বেশ ফুটে ওঠে একটি পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ দৃশ্য। ও যেন সেই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে চেপে একহাতে বন্দুক চালাচ্ছে। ঠিক যেমন ও সিনেমায় দেখেছে ককেশীয় পাহাড়ী সেনাদের।

জেনা কালুঝনি আর সেমা আলমাশচুলার। ওডেসাতে ওদের দুজনে খুব

ভাব ছিল। একেবারে হরিহর আত্মা। বিশেষ করে ওডেসা জাহাজ মেরামতি কারখানার ইয়ার্ডে। তখনই ওরা দুজনে সোচ্চারে ঘোষণা করেছিল। ওরা সরাসরি সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে। সদর দপ্তরে গিয়ে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করার প্রবল ইচ্ছে জেগেছিল। আর গন্তব্যে পৌঁছেই ওরা এটা করে ফেলবে এই ছিল মতলব।

লিলকা এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে সে তো কাঁদতেই শুরু করে দিলে।

কোলিয়া প্লাতের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ওর প্রণয়িনীকে একটা লম্বা চিঠি লিখে ফেলল। ওকে লিখে জানালে ওর সঙ্গে এখানে এসে যোগ দেবার কথা যেন ও না ভাবে। যতক্ষণ না ওকে ও তার পাঠাচ্ছে।

কাতিয়া স্তাভরোভা চুপচাপ ঘরে বেড়াচ্ছিল। জ্বল জ্বলে দুটি চোখ। এমন রহস্যজনক ভাবে ওকে স্থির সংকল্প দেখাচ্ছিল। সবাই বেশ বুঝতে পাচ্ছিল সংকট উপস্থিত হলে কাউকেই ও ওকে পিছনের আসনে বসতে অনুমতি দেবে না।

সন্ধ্যার মধ্যে সমস্ত কামরায় শুধু যুদ্ধ নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। দূর পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীতে যেসব দরখাস্ত নেওয়া হবে ওইখানেই বসে তা লেখা হয়ে গেল। সেগুলি যে মুহূর্তে ট্রেন এসে খাবারোভস্কে পৌঁছাবে একেবারে জমা পড়ে যায়। প্রতিটি স্টেশনে ছোকরারা কামরার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বেশ বুক চিতিয়ে প্লাটফর্মের ওপর টহলদারি শুরু করে দেয়। ওদের মুখের ওপর বীরোচিত এক ভাব। একজন স্ত্রীলোক দুধ বিক্রি করছিল যখন সে জিজ্ঞাসা করে, "হ্যাঁ গা তোমাদেরই কি সব ফৌজে পাঠানো হয়েছে?" কাতিয়া কতকগুলি ছেলের পেছন থেকে হঠাৎ ঠেলে বেরিয়ে এসে জবাব দেয়, "তুমি ঠিক জানবে যে আমাদের বসে বসে অলসভাবে বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেলা করতে পাঠান হয় নি।"

ঐদিন সন্ধ্যায় আন্দ্রেই ক্রুগলভ ট্রেনটার ভেতর ঘুরে বেড়াল। পার্টির সদস্যদের খুঁজল। দেখা গেল আঠারোজন রয়েছে। (প্রার্থীদের নিয়ে)। ওদের সব ও নিজের কামরার এনে জড়ো করল। যারা সদস্য নয় তাদের বলল যে কিছুক্ষণের জন্য যেন তারা অন্য কোথাও যায়।

ও বলতে শুরু করে, "হয়ত আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, যুদ্ধের এইসব গুজব সব একেবারে গোপন ব্যাপার। বাচ্চারা সব উত্তেজিত, ওরা স্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেশ 'বীর বীর' ভাব নিয়ে, তার ফল কি হচ্ছে? জনসাধারণের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ছে।"

কমিউনিস্টরা ওদের কামরায় ফিরে যায়। ওরা খবরকাগজ পড়তে থাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। আর ব্যাখ্যা করে বলতে থাকে যে কোমসোমোলদের ঘরবাড়ী তৈরির একটা কর্মক্ষেত্রে পাঠানো হচ্ছে। আর যদি লড়াই শুরু হয়ে যেত তাহলে লাল ফৌজ তাদেরই ডাকত যাদের বেশী দরকার আর বাকী

সবাই যেখানে খুশি সেখানেই থাকত আর তাদের কাছ থেকে যেটুকু আশা করা যায় তাই করত।

কোমসোমোলরা ওদের দরখাস্ত সরিয়ে রাখে। যুদ্ধের কথাবার্তা থামিয়ে দেয়। একটি মাত্র দিনের পথ। তাতেই এখন ওদের খাবারোভস্ক থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

পরের বড় স্টেশনটায় ওদের ট্রেন পরিদর্শন করলেন একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি। পরণে নরম ছাইরঙা টুপি আর একটা সুন্দর করে কাটা কোট। বোতামগুলো তার ঝলমল করছে। ফ্যাকাশে সব মুখ। একটি মাত্র গভীর দাগ কপালের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। ওঁর হাত দুটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাদা চামড়াটা চিকে দেওয়া দাগে দাগে ক্ষত লাঞ্ছিত আর যেখানে নখ ছিল সেখানে শুধু মাংসের লাল থলথলে গাঁট ছাড়া আর কিছু নেই।

"স্বাগত জানাই কমরেড় কোমসোমোল।" বেশ চড়া গলায় উনি বললেন। ওঁর গলার স্বরে আত্মপ্রত্যয়ের একটা সুর। নেতৃত্বসুলভ কণ্ঠস্বর। "আচ্ছা এই ট্রেনের ভার কার উপর?"

আন্দ্রেই ক্রুগলভের কাছে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হল। কৌতুহলী এক দল কোমসোমোল সদস্য ওঁকে অনুসরণ করে।

"আমার নাম গ্রানাতভ আর আমি হচ্ছি গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার সহ-প্রধান।" উনি বলেন।

কর্তৃপক্ষরা যাঁরা কোমসোমোল ট্রেনটি পৌঁছানোর অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা গ্রানাতভকে পাঠিয়েছিলেন। উনি যেন এ গাড়ীতে সবার সংগে মোলাকাত করেন। আর তাদের পেশা অনুযায়ী সব যাত্রীর একটা ফর্দ যেন বানিয়ে ফেলেন।

গ্রানাতভের ব্যক্তিগত পরিচিতির মধ্য দিয়েই কোমসোমোলরা সর্বপ্রথম এমন একটা প্রকৃত বাস্তব কিছুর সংগে যুক্ত হল তাদের যা বহু প্রতীক্ষিত ভবিষ্যতের সংগে সম্পর্কিত। ওরা সবাই ওঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাল করে পরখ করে নিতে চায়। ওঁর ক্ষতচিহ্নিত হাত। ওদের কল্পনাকে যেন ভেংগে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। ওর নরম টুপিটা যেন ওদের সংশয়কে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয় ওরা কোথায় যাচ্ছে তাই ভেবে। কী নির্মাণ করতে হবে ওদের।

"আমি নিজেই নির্দিষ্টভাবে কিছু জানি না," উনি কোমল সুরে বলেন। "এখন ওখানে কিছু নেই। কিছুই নেই শুধু জনমানবহীন ধু ধু একটা ভূ-খণ্ড। ওখানে আমাদের একটা শহর গড়তে হবে। গড়তে হবে একটা কারখানা। ওখানে পৌঁছলে তোমরা সব কিছু পাবে।"

পরে গ্রানাতভ এ কামরা থেকে ও কামরা ঘুরে বেড়ান। প্রত্যেক

গাড়ীর নেতাই ওকে সাহায্য করে। দলপতিরা ওঁর প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করে। তালিকা প্রস্তুত করে দেয়। এভাবে প্রথম দলগুলো তৈরি হয়ে যায়। গ্রানাতভ বেশ ভদ্র। অমায়িক ব্যবহার। তবে উনি খুব কম কথার মানুষ। কোমসোমোলরা ওঁর উপস্থিতিতে লজ্জা পায় এবং ওঁকে কোন রকম প্রশ্ন করতে দ্বিধা করে।

তোনিয়া ভাসিয়ায়েভা শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করে :

"আপনি কি দূর প্রাচ্য থেকে আসছেন?"

উনি একটুখানি বাঁকা হাসিতে জবাব দেন :

"আমার মনে হয় আমি বলতে পারি যে আমি এখন দূর প্রাচ্য থেকেই আসছি।"

বাস আর কোনো প্রশ্ন কেউ করে না। কিন্তু গ্রানাতভ একটা বাংকে বসে পড়েন এবং নিজের ইচ্ছাতেই কথা বলতে শুরু করে দেন। কাতিয়ার চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে তার হাতের ওপর। ওদের গড়ন বেশ সুন্দর। আর ওই বাদামী ক্ষত চিহ্নগুলির ভেতর কী একটা আছে যা মনকে টানে, মাতায়। সাদা চামড়ার ওপর এমন পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে।

"চীনা পূর্বাঞ্চলীয় রেলপথের জন্য আমি তিন বছর কাজ করেছি।" উনি বিশদ ব্যাখ্যা করে বলতে থাকেন। পূর্বাঞ্চলের একজন অধিবাসী হিসাবে নিজেকে যোগ্য করে তোলার পক্ষে ওই সময়টা যথেষ্ট, তোমরা কি তা বলবে না?—আমি যেমন অবস্থার মধ্যে তখন জীবন কাটিয়েছি, বিশেষত সেসব দিক থেকে ব্যাপারটা ভেবে দেখতে গেলে এরকম প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক।

"আচ্ছা আপনি কি কূটনীতিক সামরিক বিভাগে ছিলেন?" কাতিয়া জিজ্ঞাসা করেছিল। আর প্রশ্নটা করার সংগে সংগে ওর এই প্রগলভ প্রশ্নের জন্য ওর মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল।

কূটনীতিক সামরিক বিভাগে যে উনি এক সময় ছিলেন তা ওঁর নরম টুপি আর বোতামগুলোই বলে দিচ্ছিল।

"না!"

ওর উদাস হাসিতে ছিল রহস্যের একটা আমেজ। কাতিয়া অবশ্য ইতিমধ্যেই মনের মধ্যে রোমাণ্টিক স্বপ্ন-অভিযানের রঙিন জাল বুনেছিল। ওঁর কথায় সেই স্বপ্নজাল ছিঁড়েখুঁড়ে যায়।

"আমি একজন অসামরিক ইঞ্জিনিয়ার। পার্টি আমাকে চীনা পূর্বাঞ্চলিক রেলপথের কাজ করার জন্য পাঠিয়েছিল। আর সেখানেই আমি ছিলাম তিন বছর। হারবিনে।"

"ওখানে তো জাপানীরা রয়েছে।" কাতিয়া সহানুভূতির সংগে মন্তব্য করেছিল।

"হ্যাঁ তা আছে।" উনি কোমলভাবে কথাটাতে সায় দিলেন। "মুক্ত জনসাধারণ বলতে সবাই চীনা তবে কত্তা-ব্যক্তিরা সব জাপানী। তাদের সুযোগ্য সহায়করা সবাই রুশীয় শ্বেত রক্ষী। ভাড়া করে আনা সেনাদল হারবিন গোয়েন্দা বিভাগ যদি কোনো লোককে পাকড়াও করে, ও জানতেই পারে না যে সে জাপানী না শ্বেত রক্ষীদের জেলখানায় আছে।"

"আপনি ছিলেন ?"

উনি ক্ষতচিহ্নিত ওঁর হাত দুটি নেড়ে জবাব দেন। আর আবার সেই বিষণ্ণ স্মিত হাস্যে ওঁর মুখখানিকে বড করুণ দেখাল।

কোমসোমোলরা সবাই ভীড় করে এগিয়ে এল। মুখে কিছুই বলল না ওই ক্ষত লাঞ্ছিত দুটি হাত, বিষাদের হাসি, অবিস্মরণীয় যন্ত্রণার কিছু চিহ্ন, ওদের মনে জাগিয়ে তুলল, একটা ভয়-বিস্ময় মেশানো শ্রদ্ধা।

"ওরা আমার নখ উপড়ে নিয়েছিল, গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে চামড়া ঝলসে দিয়েছিল আর হাতে পায়ের গাঁটগুলো দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছিল।" শ্বাস বন্ধ ক'রে উনি চাপাগলায় বললেন। "আর তারপর চালিয়েছিল চাবুক। প্রথমে একটা ভিজে কাপড় দিয়ে মুড়ে। যাতে কোনো দাগ না ফুটে ওঠে।"

"কিন্তু আপনার হাতে তো দাগ ফুটে উঠেছিল।" কাতিয়া হঠাৎ বলে ওঠে। সবাই ওকে থামায়। আবার ওর মুখ লাল হয়ে ওঠে। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ভাবাবেগ প্রকাশ করবে না—চেপে রাখবে।

"ওরা শুধু আমার কাছে একটা জিনিস দাবী করেছিল।" গ্রানাতভ শান্তভাবে বলে চলেন। "ওঁরা দাবী করেছিলেন একটি বিবৃতি। যাতে লেখা থাকবে যে যেসব সোভিয়েত শ্রমিক চীনা পূর্বাঞ্চলীয় রেলপথ নির্মাণ করছে তারা কমিউনিস্ট অপপ্রচার ছড়াচ্ছে। চার মাস ধরে তাদের যথাশক্তি সব কিছু করে ছিল এ রকম একটা বিবৃতি আমাকে দিয়ে জোর করে লিখে নেবার জন্য। চার মাস যেন চার চারটে বছর।" হঠাৎ তোনিয়া ওঁর কাছে ছুটে যায়। তাঁর ক্ষত চিহ্নিত হাত দুটির ওপর তার উষ্ণ ওষ্ঠাধার চেপে ধরল।

গ্রানাতভ চমকে ওঠেন। ওঁর মুখটা থর থর করে কেঁপে উঠল। উনি হাতটা টেনে নিয়ে সস্নেহে তোনিয়ার মাথার ওপর টোকা দিতে থাকেন।

উনি ভদ্রভাবে নম্রসুরে বলতে থাকেন, "যে কেউ সব কিছু সহ্য করতে পারে। তোমারও সেভাবে ব্যবহার করা উচিত ছিল। কোমসোমোলরা ওর বিব্রতভাবটা লক্ষ্য করে চিন্তিতভাবে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

"যাইহোক। এখন আমাকে পাঠানো হয়েছে, আমার নিজের অনুরোধেই, এই নির্মল পরিকল্পনার কাজ করবার জন্য।" গ্রানাতভ বলে চললেন। এসো আমরা এক সংগে কাজ করি। এক সংগেই নির্মাণ করি। আমরা সবাই

বন্ধু হবো।" উনি উঠে দাঁড়ান। আর বেশ হালকা মনে সবাইকে দু'হাত দিয়ে বেষ্টন করে নিতে চান। যাঁদের তিনি নিজের নাগালের মধ্যে পেলেন।

তোনিয়া প্লাটফর্মের ওপর ছুটে যায়। ওর বন্ধ চোখ দুটোকে কুঁচকে ফেলে। বুকের ওপর হাতের মুঠোটা শক্ত করে চেপে ধরে বুক ভরে ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নেয়। আঃ যদি প্রতিটি কল্পিত অত্যাচার সহ্য করবার মুখ ওর অদৃষ্টে থাকত। যন্ত্রণার সেই ভাবনা আর নিঃসংগতা ওকে কাঁপিয়ে তুলল। কিন্তু ও ওর শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। এই ভাবেই যোদ্ধারা যুদ্ধের জন্য নিজের জীবনটাকে গড়ে পিঠে নেয়। আর এখনও সামনে রয়েছে কত লড়াই! হারবিন, টোকিও, কলকাতা, রিও-দে জানেরিও···।

"বাছা তোমার ঠাণ্ডা লাগবে যে।" কে যেন ওকে বলে।

গ্রানাতভ ওর পাশ দিয়ে যেতে যেতে কথাগুলো বলছিলেন সস্নেহ হাসিতে। তোনিয়া হঠাৎ যেন প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে সংকুচিত হয়ে যায়। মনে হয় ও যেন তাঁর কথায় কেমন একটা ঠাট্টার সুর খুঁজে পায়। উনি কি ওকে উপহাস করছিলেন? আর করবেন নাই বা কেন।

ওঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার মত সে তো কিছুই করে নি। সবটাই তার খারাপ। বিরক্তির সংগে ও ওর অক্ষত হাত দুটির দিকে তাকায়।

বারো

ট্রেনে যেতে যেতে কোমসোমোলরা ভেবেছিল ওরা খাবারোভস্কে পেঁছিলেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু ওদের সে আশায় ছেদ পড়ে গেল। নির্মাণ ক্ষেত্রে পেঁছিতে পারলেই তবে ওরা সব কিছু জানতে বা বুঝতে পারবে। খাবারোভস্কে কেউই ওদের প্রত্যাশিত সংবাদ দিতে পারল না। অফিসে ওদের পরিকল্পনার ব্যাপারটা হাতে দিয়ে বলা হল যে নির্মাণ কার্য এখনও শুরু হয় নি। ওখানে একটা পদস্থ কর্মচারীদের বিভাগ ছিল। ওখানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কর্মক্লান্ত কর্মীরা নবাগত কোমসোমোলদের ইঞ্জিনিয়ারদের নাম তালিকাভুক্ত করছিলেন। ওদের বাসগৃহে নিযুক্ত করছিলেন। আর সবাইকে খাবার টিকিট দিচ্ছিলেন। এমন কিছু ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন যাঁরা দিনের পর দিন অফিসে ধর্না দিচ্ছিলেন আর সবাইকে চেপে ধরছিলেন। একজন মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁর নাম সেরগেই ভাইকেস্তিয়েভিচ। উনি হস্টেল পরিদর্শক হিসাবে কাজ করছিলেন। একজন ছোকরা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁর নাম ফেদোতভ। তিনি খাবার-চান করবার টিকিট বিলোচ্ছিলেন। একজন মুখ্য নির্মাণকর্তা ছিলেন। নাম ওয়েনার। বেশ

পাতলা চেহারা। ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে দুটো চোখ। ওঁকে খুব কম দেখা যেত। কেননা ওঁর বেশির ভাগ সময় সভাসমিতি আর পরামর্শ কক্ষেই কাটত। ওঁর অফিসে ঢোকবার মুখে পাহারা দিতেন একজন বদমেজাজী খিটখিটে মাঝবয়সী সম্পাদক। উনি কথা কম বলতেন। নাকটা বেশ লম্বা আর চোখে মুখে একটা সন্দেহের ছাপ। প্রথম সাক্ষাতেই কোমসোমোলরা ওর নামকরণ করল আমুরের ঘড়িয়াল।

মনে হল কেউই সুনির্দিষ্ট কোন সংবাদ পাবে না। সব প্রশ্নেরই জবাব হল: "তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে ওয়েনারকে।" ওদের বলা হল এখনই নির্মাণক্ষেত্রে যাওয়া অসম্ভব কারণ আমুরের নিচু দিকটায় এখনও বরফ জমে আছে। আর তবুও প্রতিদিন গুজব রটছিল এর পরের নৌকোতেই ওদের উঠতে হবে। নড়বড়ে সেনানিবাসের বাড়ীগুলো যা কিনা অস্থায়ী আবাসের কাজ চালাচ্ছিল, সেখানে না ছিল আলো না ছিল জলের যোগান; সন্ধ্যায় ওদের দেওয়া হল মোমবাতি। আর সেই সঙ্গে হুঁশিয়ারী, 'খবরদার নষ্ট কোরো না।'

শহরে একটি মাত্র সুরম্য রাস্তা। কার্ল মার্কস স্ট্রীট। তার ওপর অথবা তার কাছেই, সব দোকানপত্র অফিস, রেস্তোঁরা এমন কি একটি মাত্র চলচ্চিত্রগৃহ অবস্থিত। একদিকে রাস্তাটা শেষ হয়ে গেছে একটা খেলার স্টেডিয়াম পর্যন্ত গিয়ে। আর এক দিকে প্রমোদ উদ্যান। সেটি নেমে গেছে আমুর পর্যন্ত খাড়াই পাকদণ্ডী দিয়ে। এই পার্ক আর স্টেডিয়াম তখনও বন্ধ শীতের জন্য। চিত্র গৃহে সেই সব ছবি দেখিয়ে চলেছে যা প্রত্যেকে দেখেছে। কোমসো-মোলদের একমাত্র চিত্তবিনোদনের পথ খোলা ছিল। শুধু আমুরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখো। তার প্রশস্ত বুকের ওপর যতদূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। স্তূপাকার বরফের রাশি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ওরা শুধু নির্নিমেষে তাই দেখতে লাগল।

ওরা স্থানীয় কোমসোমোল সদর দপ্তরেও বসে অনেক সময় কাটিয়ে দিল। ওদের সব কিছুতেই ছিল আগ্রহ। নতুন কোমসোমোল সদস্যদের সঙ্গে দেখা হলেই ওরা প্রশ্ন করছিল:

"আপনারা কি এ দিককার অঞ্চল থেকে আসছেন?"

আর উত্তরটাও ছিল অনিবার্য:

"না, উস্‌ত কামচাতস্ক থেকে।"

"ভিয়াথ্‌তা থেকে।

"গ্রোদেকোভো থেকে।"

"ওলগা থেকে।"

"তেতিউখে থেকে।"

"নাখোদকা থেকে।"

নাখোদকা কোথায়? তেতিউখে কোথায়? ভিয়াখ্‌তা? আরো সেই সব অসংখ্য অজানা জায়গা? যেখান থেকে এই উদ্বিগ্ন নবাগতরা দলে দলে আসছেন? এসেছেন তাঁরা আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মাছ ধরার সমস্যা নিয়ে কথা বলতে। ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তক, বসন্তের বীজবপন, বলগা হরিণ জোগাড় করা, বাড়ীঘর তৈরি।

প্রত্যেকবারই এরকম একজন তরুণের সঙ্গে কথা ব'লে ইপিফানভ তখনই তেতিউখে অথবা নোগায়েভো অথবা কাম্‌চট্‌কার পথে রওনা হয়ে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়েছে। ওর এই বাসনাটায় কোলিয়া প্ল্যাত শুধু ঠাণ্ডা জল ঢেলে জুড়িয়ে দিয়েছে। শুধু এইটুকুই বলেছে: "মানুষের জীবিকার প্রয়োজনে তাকে যেখানে খুশি দরকার যেতে হতে পারে।"

কোমসোমোলরা কুঁড়েমিতে একেবারে ক্লান্ত জীর্ণ হতে বসেছে যেন। ওদের লজ্জা হল। সত্যি ওদের কি কিছুই করবার নেই।

আঠারো জন তরুণ কমিউনিস্ট গিয়েছিল আঞ্চলিক পার্টি সদর দপ্তরে ওদের নাম তালিকাভুক্ত করে আসতে। দলপতি ছিল আন্দ্রেই ক্রুগলভ। ওরা যেখানে যাচ্ছে তখনও সেখানে কোন দল-সংগঠন হয় নি। ওদের নিজেদের গিয়ে সেখানে একটা দল গড়তে হবে। যেমন আর সব কিছুই ওদের গড়তে হবে—শহর, কারখানা, সব, সব।

"তোমরা অবশ্যই কমরেড মোরোজভের সঙ্গে দেখা করবে।" সম্পাদক কোমসোমোলদের বলছিলেন। "তাঁকে তোমাদের কর্মস্থলে যাবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এখনও এখানে তাঁকে কাজ থেকে মুক্ত করা হয় নি, আমি নিশ্চিত বলতে পারি না, যে তোমরা তাঁকে শেষ পর্যন্ত ধরতে পারবে কি না।"

উনি গেছেন একটা কারখানার বাড়ীর কাজ কতটা এগোলো তাই দেখতে। আর উনি ফিরে এসেই আবার একটা সভায় যাবেন, সেখানে ওখা থেকে সব লোকজন এসেছে। বিরোবিজান আর স্‌পাসস্ক তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ওরাও অপেক্ষা করবে সিদ্ধান্ত করল। ওখার লোকেরা বিরোবিজান আর স্‌পাসস্ক ওদের দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকাল। ভয় পেল। ওদের আগেভাগে দেখা করার অধিকারটা গেল বোধ করি! বাড়া ভাতে ছাই পড়ার মত একটা আশংকায় ওঁরা ভ্রূকুটি করলেন।

দু দুবার দরজা দিয়ে মাথা ঠেলে ঢুকল: 'মোরোজভ আছেন এখানে? ওঁরা ওর জন্য অপেক্ষা করে আছেন।"

"মোরোজভ কি এখনও ফিরে আসেন নি?" অবশেষে দেখা গেল একজন বেশ মোটাসোটা ভদ্রলোককে। মুখে না কামানো দাড়ি। মাথায় ছাইরঙা টুপি। মুখে ক্লান্তির রেখা। তবে চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল আর সজাগ।

প্রতীক্ষাগারে ঢুকলেন। ওঁর পিছন পিছন আরো কয়েকজন। পথের মাঝখানেই ওরা সব ওদের কাজের কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। গাঁট্টা-গোট্টা চেহারার লোকটি কোমসোমোলদের দলটির দিকে একবার তাকালেন। তারপর বেশ রহস্য করে বললেন :

"এই প্রতিনিধিবৃন্দ এখানে কেন?" কোমসোমোলরা অনুমান করে নিল ইনি নিশ্চয়ই মোরোজভ হবেন। সম্পাদক ওদের পরিচয় দিতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এবার মোরোজভ বাধা দেন: "তোমরা পৌঁছলে কখন? তোমাদের পেটে ভালমন্দ কিছু পড়েছে তো? চান করে নিয়েছ? ওয়েনার এখনও কার পিছনে ধাওয়া করছে? উনি তোমাদের সংগে কথা বলেছেন? কেন বলেন নি?"

উনি অফিসে চলে গেলেন। সেখান থেকে ওর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। উনি টেলিফোনে কথা বলছেন। আর এমন একটা স্বর যার মধ্যে কোন প্রতিবাদ শোনা যায় না।

"হ্যাঁ, একটা সভা আছে। এখনই। নদীর ধারটায়। হ্যাঁ সময় এবার হয়েছে এবার ওদের বলা হয়েছে ব্যাপারটা আসলে কি। আর আপনার ওদের সংগে কথা বলতে হবে নদীতে-নৌকোর ওপরেই। ও হ্যাঁ ওরা নিজেরাই নিজেদের গড়ে পিটে নেবে। ওরা ছেলেমানুষ—অনভিজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু ওদের দেহেমনে অঢেল উদ্যম, উৎসাহ।"

উনি ওঁর অফিসে আসবার জন্য এবার কোমসোমোলদের আমন্ত্রণ জানালেন। ওখা স্পাসস্ক আর বিরোবিজানের লোকজনরা দরজার কাছে ভীড় করে এল। আবার কে জানে ডাকে :

"মোরোজভ! আপনাকে সভায় ডেকে পাঠানো হচ্ছে!"

এবার উনি ওখা, বিরোবিজান আর স্পাসস্কের লোকেদের আশ্বাস দিলেন যে সভায় যাবার আগে উনি ওদের সংগে নিশ্চয়ই দেখা করবেন। তারপর উনি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

তরুণরা আশা করেছিল যে উনি প্রথমে সাধারণ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবেন, কিন্তু উনি সরাসরি কতকগুলি মূল ব্যাপারের আলোচনায় ডুব দিলেন যেসব ব্যাপারের সংগে ওদের একটা সরাসরি যোগ আছে। শিরা ওঠা হাত দিয়ে উনি একটি বৃত্ত এঁকে ফেললেন একটা প্রকাণ্ড মানচিত্রের ওপর। মানচিত্রটায় ভর্তি সরু সরু নীল দাগ। ওগুলো হল নদী। আর হলদে রংয়ের কুণ্ডলী পাকানো দাগ দিয়ে বোঝানো হয়েছে পাহাড়। উনি বললেন : "এই হল দূর প্রাচ্য।"

এখানে সেখানে মানচিত্রের ওপর রয়েছে কতকগুলি নাম এখন নওজোয়ান-দের মনে সেইসব নামের জিনিসপত্র ও লোকজনের সংগে একটা পরিচিতি গড়ে উঠেছে। খাবারোভস্ক ও ওখা, বিরোবিজান, পোসিয়েত, নোগায়েভো,…।

কিন্তু অন্য অসংখ্য নামের মধ্যে ওরা হারিয়ে যায়—যেসব নামের কোন তাৎপর্য এখন নেই ওদের কাছে।

মোরোজভ, অবশ্য, বেশ যত্ন করে আর তাঁর দ্রুত নেতৃত্বসুলভ হাত চালিয়ে এইসব জায়গার ওপর ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন।

"বিরাট ব্যাপার! ইউরোপের সব দেশের জোট একত্র করলেও এর মধ্যে এঁটে যাবে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেন, ইতালী, পোল্যাণ্ড...। আটটা জাপান আর ছ'টা জার্মানীর সমান এই বিশাল ভূখণ্ড। আঠার হাজার কিলোমিটার! আর্কটিক সাগর, প্রশান্ত মহাসাগর। সেই প্রশান্ত মহাসাগর!" খুশির হাসিতে উপচে উঠে উনি হাতটা টেনে আনেন সমুদ্রের নীল জলরাশির ওপর। "এটি হল এক উষ্ণ মহাসাগর। তেলের মত যেন অগ্নিশিখায় ফেটে পড়বে!" অপ্রত্যাশিতভাবে উনি সরাসরি ওদের জিজ্ঞাসা করে বসেনি: "এই দেশ সম্পর্কে তোমরা কি জান?"

"খুব সামান্য," ক্রুগলভ ওদের সকলের হয়ে স্বীকার করল।

"জানলে তোমাদেরই লাভ।" মোরোজভ তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠেন। উনি ঘরটার চারপাশে একবার ঘুরে তাকালেন। চোখ দুটি আধবোজা ক্লান্তিতে। কিন্তু আবার যখন মুখ তুলে তাকালেন তখন সেই চোখে যৌবনের দীপ্তি। উনি একটি আয়তক্ষেত্রাকার হলুদ-খয়েরি মহাদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলেন।

"কামচট্কা। অপূর্ব জায়গা। আমি ছিলাম ওখানে। মনে হয় আবার ফিরে যাই। কিছুক্ষণ সেখান থেকে একটা শিকারী বন্দুকে নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। কামচট্কা হল এক অনাবিষ্কৃত সম্পদের দেশ। আর এই দেশেই রয়েছে কতকগুলি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। বৈজ্ঞানিকরা এই দেশের বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি ক্লিউচেভ্স্কায়ার শিখরে ওঠাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন! ও'রা নামবেন ক্লিউচেভ্স্কায়া সোপকার অগ্নিগর্ভ ক্রেটারের ভেতর। একবার কল্পনা করে দেখো? একটা সক্রিয় আগ্নেয়গিরির ক্রেটারের ভেতর নেমে যাওয়া! জুলে ভার্নের উপযুক্ত একটি বিষয়বস্তু।"

উনি সানন্দে দাঁতে দাঁত ঘষলেন। আবার সে ভাবটা কেটে গিয়ে নতুন চিন্তার উদয় হল:

"ইস্কুলে আমরা পিছনের বেঞ্চিগুলোকে 'কামচট্কা' বলে ডাকতুম জান: পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্ত। কিন্তু কামচট্কা হল অবিশ্বাস্য এক মহাসম্পদের দেশ। এর তীরে তীরে সাঁতরে বেড়াচ্ছে লক্ষ লক্ষ রুবল। মাছ, কাঁকড়া, তিমি মাছ। দেখেছ কখনো ওরা কিভাবে মাছ ধরে? আমি একবার দেখেছিলাম। সবচেয়ে উত্তেজনাময় হল এই তিমি-শিকার। একবার একটি তিমিমাছ মারা পড়লে ওরা এর ভেতর বাতাস পুরে দেয় আর একটা বজরার মত তিমি-জাহাজের পিছনটায় বেঁধে দেয়। শীঘ্রই আমরা কাম-

চট্কার তীরে তীরে কারখানা তৈরী করব। বর্তমানে যানবাহনের একমাত্র উপায় হল কুকুরটানা স্লেজ গাড়ী। এমন কতকগুলো জায়গায় আছে যেখানে স্লেজে করে পৌঁছতে লাগে মাসের পর মাস। কিন্তু আমরা ওখানে রাস্তা বানাবই। আমরা কামচট্কা জয় করবই—একদিন, দেখে নিও! ভবিষ্যতের ভেতর লুকিয়ে আছে তার গোটা ইতিহাস।” উনি আরও উঁচুতে ওঁর আংগুলটা তুলে ধরেন। “এই হল আমাদের আর্কটিক। চুখোৎকা, কোলিমা। কেবল গরমকালেই তোমরা এসব জায়গায় যেতে পারবে। আর তখনও কিন্তু জাহাজগুলোকে একটা বরফ-ভাংগা নিয়ে এগোতে হবে যদি না তারা ডুবো বরফের ঘায়ে গুঁড়িয়ে যেতে না চায়। এমন সব জায়গা আছে এই মেরু অঞ্চলে যেখানে কোনোদিন মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়ে নি। কিন্তু যেসব জায়গায় মানুষ গেছে ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করে নিয়ে এসেছে সেখান থেকে আমরা পেয়েছি আশ্চর্য সম্পদ। কোলিমা মানে হল সোনা। সোভিয়েত ভাষায় ফ্লে নিদাইক। সেখানে অচিরে আমরা একটা প্রথম শ্রেণীর স্বর্ণশিল্প গড়ে তুলব। আর সোনা কি! কোলাইমাতে গেলে জ্যাক লণ্ডনের নায়কদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে!” উনি দুষ্টুমির হাসি হাসলেন। “রোমাণ্টিক জায়গা হে! অভিযানের উদ্যমে ভরা। আর আমি নিজে একটু স্বপ্ন-বিলাসী। কিন্তু বলশেভিকরা কঠোর পরিশ্রমের সংগে রোমান্সকে জুড়ে দেয়। তরুণ দল, আমরা তোমাদের কাছে তাই চাই। তাই আশা করি। এগিয়ে যাও। খুঁজে নাও নতুন অভিযান—দেখবে অনেক রয়েছে, একথা জোর দিয়ে বলছি—কিন্তু সেইসংগে কাজ করে যাও। একেবারে দানবের মত শক্তি নিয়ে কাজ করো।”

এই উপদেশ বাণীটি তিনি কথা প্রসংগে বলে নিয়ে তাঁর তর্জনীটিকে তিনি পিছনে সরিয়ে নিয়ে গেলেন মানচিত্রের ওপর—দক্ষিণ দিকে।

“এই হল উসুরি দেশ। এখানকার অর্ধেক উদ্ভিদ আর প্রাণী হল উষ্ণ-অঞ্চলের শ্রেণীর। বাঘ, হরিণ। রহস্যময় সেই মাদক বা ওষুধ গাছের শিকড়। প্রাচ্য দেশে এ জাতীয় ভেষজ ওষুধ খুব কাজে লাগে। আমরা রপ্তানীর জন্য প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করছি। বাচ্চা হরিণের শিঙ—তাও পূব দেশে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আমাদের সামনে রয়েছে একটা নতুন শিল্পের সম্ভাবনা। বিপুল চারণ-পশুর সমাবেশ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাদের কার্যোপযোগী করো আর রপ্তানী করো। আরসেনিয়েভ পড়েছ? আজ যদি আরসেনিয়েভ, তাঁর মাত্র কয়েকবছর আগেকার আবিষ্কৃত পথে আবার পা বাড়াতেন তবে তিনি দিশেহারা হয়ে যেতেন। সবকিছু এত বদলে গেছে।”

উনি থামলেন আবার। ভাবনার রাজ্যে হারিয়ে গেলেন। এই বিপুল

পরিবর্তন, এই দেশের এই ভবিষ্যৎ মনে হল যেন ওঁর দুশ্চিন্তা ভারগ্রস্ত মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে দ্রুত প্রবাহিত হয়ে চলল।

"হ্যাঁ।" উনি হঠাৎ আবার শুরু করলেন। "আমাদের এ অঞ্চল যেমন সম্পদশালী তেমনি বিশাল—নেই এমন কোনো একটা জিনিসের নাম তোমরা করতে পার? আমাদের সব আছে। ওঁর হাত চলে আসে আবার মানচিত্রের উপর আর তার উপর খস খস করে তিনি হাত চালিয়ে বলতে থাকেন। "ধরো এই যে সুশান আরতেম। কয়লা। চমৎকার জাতের কয়লার হীরক রাজ্য। শাখালিন: কয়লা, তেল, মাছ, পশম, সোনা। বুরেয়া: কয়লা, লোহা, খনিজ সোনা। আমুর: মাছ। ওঃ সেসব কী আশ্চর্য মাছ! তোমরা এমন সব নদী দেখেছ যা দুবার গতিতে ছুটে চলেছে ঘণ্টায় চল্লিশ কিলোমিটার বেগে। একটিমাত্র জিনিস আমাদের নেই। আর তা হল লবণ। কিন্তু একটু সময় দাও আমাদের লবণ পেয়ে যাবে তোমরা। আমরা এখনও এদেশকে জানি না। কিছু পরিসংখ্যান চাও। মোটে শতকরা ছয় কি আটভাগ, এ দেশের জমি আমাদের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সঞ্চয় করে রেখেছে। আমরা এই পৃথিবীর উপর দিয়ে হাঁটছি আর কি মাড়িয়ে চলেছি? আমাদের পায়ের নীচে কী সম্পদ রয়েছে?

আবার উনি কপালের উপর হাত বুলোলেন, আর ক্লান্ত বিব্রত একটা ছাপ ফুটে উঠল ওঁর মুখের ওপর।

"ডজন ডজন ভূতাত্ত্বিক অভিযান পাঠানো হয়েছে চারদিকে। কিন্তু আমরা চাই এরকম অভিযান চলুক হাজারে হাজারে। আমরা ডজন ডজন নতুন জনপদ গড়ে তুলছি। কিন্তু আমরা চাই হাজার হাজার নতুন জায়গা গড়ে উঠুক। মানুষ, কাজের মানুষের ঘাটতি রয়েছে আমাদের। আরে তোমরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?" হঠাৎ উনি বিস্ময়ে জোরে বলে উঠলেন। বুঝতে পারলেন কোমসোমোলরা এখনো অফিসের মাঝখানে দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। "আরে বোসো সবাই বোসো।" যখন উনি সবাইকে বসতে দেখলেন, উনি নিজে ঘরের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত কয়েকবার পায়চারি করে অনিবার্যভাবে দেওয়ালের হুকে টাঙ্গান মানচিত্রের কাছে ফিরে এলেন।

"একবার অনাগত কালের দিকে তাকানো যাক! তার অনেকটাই এখনো স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্নকে আমরা একদিন সত্য করে তুলব। দেখো, এই হল রেলপথ। এখনই তোমরা এই রেলপথ ধরে এসেছ। একটা অত্যন্ত খেলো ধরনের রাস্তা। একটিমাত্র লাইন। কোনো কাজের নয়। এই রকম একটা এখানে রেলরাস্তা দিয়ে আমরা দম নিয়ে চলতেই পারব না। এই রেলপথকে দ্বিগুণ করতে হবে। আর তা অবিলম্বেই। কিন্তু তাহলেই যথেষ্ট হবে না। দেখ। উনি একটি পেনসিল টেনে নিলেন। নির্ভুল দ্রুত একটি

আঁচড়ে তিনি ভাংগা একটি রেখা টানলেন বৈকাল হ্রদের নীল শৃংগ থেকে সাগর পর্যন্ত। "বৈকাল আমুর রেলপথ। বি এ আর। এই অঞ্চলে তাইগার ভেতর দিয়ে পাততে হবে। এখানে জমিতে কখনও বরফ গলে না। এই রাস্তা হলে সারাটা দেশ জুড়ে শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠবে আর তাতে সমস্ত তাইগার চেহারাটাই যাবে বদলে। মানচিত্রে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আমাদের নির্মাণ কার্যের প্রয়োজন হবে না। কোথাও না কোথাও কাজ আছেই হে? ধরো, আমরা সোনার খোঁজে বেরিয়েছি। আর খুঁজতে খুঁজতে আমরা পেলাম তামা, কয়লা, দস্তা, লোহা। কয়লা খুঁজতে গিয়ে পেলাম তেল, শিসে, আর্সেনিক, সোনা। আর এইসব জিনিসকে উন্নত করতে হবে। খনি থেকে উঠিয়ে ব্যবহার উপযোগী করতে হবে। বি এ আর এই দেশের ভবিষ্যৎ পথ তৈরী করে দেবে। এবার দেখো এই জায়গাটা" —উনি বড় লাল বিন্দু দিয়ে জায়গাটাকে চিহ্নিত করেন। "এই জায়গাটাতেই তোমরা ও আমি যাচ্ছি।"

উনি এবার কোমসোমোলদের মানচিত্রের কাছে ডাকলেন। ওরা ওঁর চারপাশে গিয়ে ভীড় করল। বড় লাল ফোঁটাটা মনে হল ঝিকমিক করছে; ওটা ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। উদ্দীপনার সৃষ্টি করছে।

"আজো এখানে কোনো কিছু নেই," উনি শান্তভাবে বললেন। ওঁর চোখ দুটি তীক্ষ্ণ হয়ে কুঁচকে আসে। যেন সেই খাঁ খাঁ জনমানব শূন্য জায়গাটার দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছেন। শুধু তোমরা আছো।" এই কথা কয়টি যে উচ্চারণ করলেন তার মধ্যে যেন একটা গভীর অর্থ ফুটে উঠল। "তোমাদের একটা শহর গড়ে তুলতে হবে। অনেক কারখানা। এখানে তোমরা আনবে প্রাণের সাড়া।"

হাতের পেনসিলটা মানচিত্রের উপর ত্বরিত গতিতে উঠে গিয়ে একটা সবুজ হুকের নিচে থেমে গেল। কোরিয়ার নিশানা। "এই সেই কোরিয়া। এখানেই জার শাসিত রাশিয়া একবার প্রচণ্ড মার খেল আর সেটা এমন মার! সে হারাল তার সমস্ত নৌবাহিনী। সোভিয়েত রাশিয়া কোনদিন মার খায় নি আর খেয়ে হজমও করবে না কোনদিন।

যেখানে জার শাসিত রাশিয়া আগে মার খেয়েছিল সেখান থেকে পেন-সিলটা সরিয়ে উনি আবার জ্বল জ্বলে লাল চিহ্নটির উপর সেটিকে স্থাপন করলেন যেখানে নতুন শহরটি তৈরি করতে হবে। "তোমাদের পাঠানো হয়েছে একটা বড় রকমের আত্মরক্ষামূলক পরিকল্পনাকে গড়ে তুলবার জন্য। আর নিশ্চয়ই তোমরা সেটা করবে। সেই সংগে সারা অঞ্চলটাকে উন্নত করা চাই। আর সেটাই হল মূল পরিকল্পনা। একটা নতুন কেন্দ্র, তাইগার রাজধানী। শাখালীন, কামচটকা, কোলাইমা, নিকোলয়েভস্ক, এদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে মৈত্রীর অভিবাদন।" উনি থামলেন। তাঁর পকেটে পেন-

পিলটাকে চুকিয়ে দিলেন। "তোমরা হলে কোমসোমোল তরুণ দল। বলশেভিক। মন প্রাণ দিয়ে বুঝতে হবে তোমাদের। এত কাজ আমাদের সামনে যে আমরা বলতে গেলে কোথা থেকে যে শুরু করব তাই জানি না। আর এটা সেরে ফেলতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। আমরা যে তাড়াতাড়ি করতে চাই সেজন্য নয়, কারণ হল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের কেবলই তাড়া দিয়ে বলছে, 'নাই নাই নাই যে সময়।' প্রথমেই দেখা যায় যে অবস্থা বেশ গুরুতর হতে চলেছে। কিন্তু এ দেশ আত্মত্যাগের উপযুক্ত। সম্পদশালী সুন্দর এক দেশ। একে উন্নত করে তুলতে হবেই। প্রতিটি পাহাড়ের কন্দরে লুকিয়ে আছে সোনা। হিরন্ময়! আমাদের যা কিছু দরকার তা হল সেই সোনা বের করে আনবার শক্তি। হিম্মৎ! কিন্তু সোনা নিয়ে এত কথা বলছি কেন?"

উনি সামনে এগিয়ে এলেন। আন্দ্রেই ক্রুগলভের কাঁধের উপর হাতে রাখলেন। "সোনা"! ওঁর গলায় এবার ফুটে উঠল একটা বিরক্তির সুর। "দেখো সোনাটা এ দুনিয়ায় কিছু বড় জিনিস নয়। লোকের চেয়ে ঢের বেশি আমাদের আছে।" ক্রুগলভকে ছেড়ে এবার উনি আর একটি ছেলের পিঠ চাপড়ালেন আদর করে। তৃতীয় জনের হাতের গুলিটা অনুভব করলেন হাত দিয়ে। "সোনা বল, তেল বল, কয়লা বল—এসবের কোনো কিছু দাম নেই মানুষের কাজে লাগানো ছাড়া। শহর তৈরি করাটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের গড়তে হবে চরিত্র। জনগণকে নতুন করে বলশেভিক, উদ্যমশীল, স্রষ্টা, আর দূর প্রাচ্যের প্রতিশ্রুত দেশভক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।"

মোরোজভের পার্শ্বচর সহকারী, মাথা আবার গলিয়েছেন দরজা দিয়ে দেখা গেল।

"ব্যস আজ আমার এইটুকুই বলার ছিল। আমরা চাই তোমরা সব বুঝবে আর নিজেদের এ কাজে সঁপে দেবে। তোমরা তো চুক্তিপত্র সই করেছ? কি করনি? এক বছর কি দু বছরের জন্য……। ওই চুক্তিপত্রগুলো হল একটা ধাপ। এক বছরে তোমরা কতটুকু অর্জন করতে পার? তোমরা হলে বলশেভিক। বাস্তবের মুখোমুখি তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে। অন্যকে সাহায্য করতে হবে যাতে তারা বাস্তব জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে শেখে। আমরা চাই তোমরা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস কর। দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে পরিচিত হও, একে ভালবাসতে শেখো। আর সেই কাজই আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে।"

"আপনি কি শিগ্গিরই আবার আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।"

মরোজভ হাসলেন।

"আমার ছোট ভাইরা, তরুণদল, তোমরা নিজের পায়ে সব দাঁড়াতে

শেখো। তোমাদের হিম্মৎ আছে। কি নেই? তোমরা একাই কাজ সামলাতে পারবে। আমার ওপর নির্ভর করো না। তোমাদের যৌবন, তোমাদের শক্তির উপর নির্ভর করো।"

এবার যে লোকগুলি ওঁর অপেক্ষায় ছিল দরজা দিয়ে উঁকি মারল। টেলিফোন বাজল।

"তোমরা দেখছ তো এখানে কত কাজ আটকে আছে? সব সারতে হবে। আমার জায়গায় এখানে যে লোকটি আসবে সে মাত্র কাল আসছে। কিন্তু সমতলের ফুরফুরে এক পাখী—আমাকে হারাবার সময় যখন হবে, তার আগেই তোমাদের সঙ্গে গিয়ে আমি দেখা করব।"

আন্দ্রেই ক্রুগলভ অফিস থেকে বেরিয়ে এল। এক বিচিত্র অনুভূতি। এখনও যেন মিত্রতাপূর্ণ সেই ভারী হাত ওর দু কাঁধের উপর রয়েছে। এবার এসে ঢুকলো ক্যানটিনের হৈ-হট্টগোলে। সেখানে কোমসোমোলেরা নৈশ-ভোজ সারতে ব্যস্ত। ওদের নিশ্চিন্ত চাপল্যে ও থ' মেরে গেল। ভালিয়া বেসসোনভ ঘরের ওধার থেকে চীৎকার করছে—'আর একটু দাও, আর একটু—।' কাতিয়া ওর বন্ধুদের তাক করে বড়ি পাকিয়ে ছুঁড়ছে। ক্লাভা মেলনিকোভাকে ঘিরে এবটা বেশ ভীড়ের গুলতান। মোটে দুদিনের মেলা-মেশা। এরি মধ্যে উস্‌ত কাম্‌চটস্কর এক ছোকরা ওকে বিয়ের কথা পেড়ে বসে আছে। ক্লাভা ওকে নাকোচ করে দিয়েছে। এবার ওর ভয় ধরেছে। কে জানে ছেলেটা ভাববে ও উস্‌ত কামচটস্কে যেতে হয়ত ভয় পাচ্ছে বলেই হয়ত একাজ করল।

ওরা কি ওদের সামনে যে কঠোর শ্রমের মুহূর্ত এগিয়ে আসছে তার জন্য তৈরি? ও কিভাবে ওদের বলবে যে দু' এক বছরের মধ্যে ওদের বাড়ী ফেরবার কোনো আশা নেই। আর আজ এই দিন থেকেই ওদের বাড়ী, দেশ, হল এই কঠোর অজানা জনমানবহীন এক ভূমি? ওরা কি একথাটা বুঝবে? ওদের কল্পনা কি একাজের চমৎকারিত্বে উদ্বুদ্ধ হবে?

দল নেতা হিসাবে আন্দ্রেই বেশ তীব্র ভাবেই এইসব তরুণদের প্রতি তার দায়িত্ব বিষয়ে সজাগ ছিল। সেই মানুষটির প্রতি প্রগাঢ় কর্তব্যবোধ, যিনি তাঁদের বলেছেন, "মানুষের চেয়ে বেশি সোনা আমাদের আছে।"

আন্দ্রেইকে দেখেই কমসোমোলরা ওদের সব প্রশ্নের ঝড় নিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। "আমরা কোথায় যাচ্ছি? কখন? আমরা কি নির্মাণ করতে চলেছি? কিভাবে আমরা এ কাজ করব?" আন্দ্রেইয়ের মনে পড়ল ঠিক এইসব প্রশ্নই সে মরোজভকে করতে চেয়েছিল, আর ভুলে গিয়েছিল এসব জিজ্ঞাসা করতে। যেটুকু কথা হয়েছিল তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, ভাসা ভাসা, ও যেরকম আশা করেছিল, তার তুলনায় আরো বিচ্ছিন্ন। যদি আরও বেশিক্ষণ হত আর আরও বাস্তব হত তাহলেও ওকে তা অনুপ্রেরণা বা

রোমাঞ্চর শিহরণ জাগাত না। এইটুকু কথাতেই যা হয়েছে। নির্মাণ পরিকল্পনা নিয়ে মরোজভ সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেন নি। উনি শুধু ওঁর অনুভূতিটাকে জানিয়েছেন। এই বসতিহীন দেশটার প্রতি ওঁর ভালবাসা আশা ভীতির কথাটাই বলেছেন। আর তাঁর ঐকান্তিক আশা যে এই নবযুবকরা উদ্যমী হোক, এ জায়গার সঙ্গে তাদের জানা শোনা হোক আর এখানে তারা চিরকালের মত স্থায়ীভাবে বসবাস করুক। উনি ওদের চুক্তি-গুলোকে একটা বাজে জিনিস বলে খারিজ করে দিয়েছেন। একবারও গ্রাহ্য করেন নি যে এর ফলে কমসোমোলদের মনে কি দাগ পড়তে পারে। আর হয়ত তিনি ঠিকই করেছিলেন আসল কথা হল ওদের মনে আসল ধারণাটাকে বদ্ধ মূল করে দেওয়া। হঠাৎ, সেদিন প্রথম আন্দ্রেই দীনার কথা ভাবল। কি হবে যদি ও এসে ওর সঙ্গে দেখা না করে? এই সন্দেহে নিজেকে যন্ত্রণাদীর্ণ করতে করতে ও সারাটা দিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াল। ওই দিন সন্ধ্যার কিছু পরে ওয়েণ্টার কমসোমোলদের ডেকে পাঠালেন। উনি ওদের সেই কথাটাই বললেন যা আন্দ্রেই আশা করেছিল, মরোজভ ওকে সকালে বলবেন বলে। উনি ব্যাখ্যা করে বললেন। নির্মাণ পরিকল্পনাটার বিষয়ে সবিস্তার বোঝালেন। তার হিসাব নিকাশ তুলনামূলক নজির সব দিলেন। এবার আন্দ্রেই তার সব প্রশ্ন করে। কিন্তু সে আবিষ্কার করল যখন সে ঐসব প্রশ্ন করছিল আর ওঁর উত্তরগুলো শুনল যে তিনি একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা দেখছেন। উনি সব দেখলেন একজন ব্যক্তির সাগ্রহ চোখ দিয়ে। উনিও ওকে সেদিন সকালে সব প্রয়োজনীয় খবর দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

তের

বরফের ভাসমান চাঁই আর তার সঙ্গে অনেক নৌকো ভেসে চলেছে আমুর নদী দিয়ে।

এর আগে কমসোমোলরা কখনও এরকম ভাসমান বরফের বড় বড় চাঙগাড় দেখে নি। বরফের সমস্ত দ্বীপটা যেন ভাসতে ভাসতে চলেছে। ডুব দিয়ে দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে। ওগুলো ছিল বিরাট আকারের। বেশ পুরু মোটা আর ওজনও প্রচণ্ড। আর দুম দাম আওয়াজ করে কড় কড় করে ওগুলো চাপছিল—। একটার ঘাড়ে আর একটা। ঘোলা জলে ছিটকে এসে পড়ছিল বরফের ভাঙা টুকরোগুলো। দুর্দান্ত এক একটা সাদা পাহাড়ের শ্রেণী তৈরি করে ফেলেছিল ওগুলো। টানা চলে গেছে নদীর এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। অচূর্ণ বরফের ওপর আছড়ে পড়ছিল আর তীরের দিকে ছুটে আসছিল ভীম গর্জনে।

স্টীম নৌকোগুলো চলেছে আস্তে আস্তে। সেই বরফ-চাংগাড়ের রাশীকৃত দুর্ভেদ্যতার মাঝখান দিয়ে। বরফের এক বিপুল স্তূপ অতিক্রম করে এবার দেখা যায় নদী তীর শুয়ে আছে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিধ্বস্ত মূর্তিতে। বড় বড় ছাই রঙা বরফের চাংগাড় মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খাড়া থাকবার জন্য একে অন্যের ওপর হেলান দিয়ে আছে।

"ওঃ কী একটা দৃশ্য!" কমসোমোলরা সোৎসাহে বলে ওঠে।

কাতিয়া স্তাভরোভা চীৎকার করে বলে ওঠে, "সত্যি অদ্ভুত না?"

অদ্ভুত সত্যিই। তবে সেই সংগে ভয়ংকর কঠিন তার রূপ। কেউই অবশ্য সেকথাটা আর মুখে উচ্চারণ করে না।

ছোট ছোট বরফের চাংগাড়গুলো নৌকোর দুপাশে এসে ঠোক্কর খাচ্ছে। ওরা দাঁড়িয়েছিল ডেকের ওপর। সেখান থেকে চোখে পড়ে বরফ ভাসছে জলের নিচে। প্রাচীন অবরুদ্ধ নগরীর দেওয়াল ভাংগবার জন্য কাঠের গুঁড়ির মুখে বাঁধানো লোহাগুলোর সংগে ভয়ংকর একটা সাদৃশ্য।

"ঠিক আছে। আমরা এটা তৈরি করব।" ইপিফানভ দৃঢ় প্রত্যয়ের সংগে বলে। ওর কথা শুনে মনে হল যেন কোনো বিশেষজ্ঞের মতামত। অনিচ্ছার সংগে নৌকোর মাঝিরা প্রতিশ্রুতি দিল কেননা ওরা টুকিটাকি ক্ষতিপূরণ করেছিল যখন নৌকোটা ধাক্কা খেয়েছিল বরফের সংগে। ইপিফানভ ওদের সাহায্য করছিল। ওদের বেশ খানিকটা আনন্দ দিচ্ছিল বরফ লাগা জাহাজের ত্রাণ কাহিনী শুনিয়ে। আর সেই সংগে বলছিল গহন জলে ডুবুরিদের কথা।

পুরোনো দিনের ঝড়ঝড়ে *কলম্বাস কোমিনটানের* থেকে পিছিয়ে পড়েছিল। শেষোক্তটি এগিয়ে গিয়েছিল রাস্তাটাকে ঠিক বুঝে বুঝে আর তার পিছন পিছন একটা মাল বোঝাই বজরাকে টানতে টানতে।

রাস্তায় যেতে যেতে গাঁয়ে গাঁয়ে ওরা দীর্ঘক্ষণ থামতে বাধ্য হচ্ছিল কেননা সামনে তখনও বরফের চাংগাড় ভাংগে নি। কিন্তু ওদের কানে আসছে দুমদাম বরফ ফাটার শব্দ অনেক দূর থেকে। বলে দিচ্ছিল বসন্ত তার কাজ শুরু করেছে।

এই অঞ্চলের স্থানীয় লোকদের বলা হয় নানাইস; ওরা সব নদীর পাড়ে এসেছে নৌকো দেখতে। ওরা পশমের 'পারকাস' টুপি পরেছে মাথায়। পুঁতির কাজ করা সুন্দর করে। কমসোমোলরা অবাক হয়ে দেখতে থাকে ওদের পোশাক। ওদের আঁটসাঁট কালো খোঁপা। আর দুর্বোধ্য ভাষা। তবে নানাইসরা রুশ জানে।

"তোমরা যে খুব সকাল সকাল নাও বেয়ে চলেছো গো" সর্দার মাঝিকে হাঁক দিয়ে বলে ওরা। মাঝি ফিরে তাকায়। নানাইসরা ঠিকই বলেছে।

কমরেড ওয়েৰ্ণার কাপ্তেনের সেতুর ওপর চোখে দূরবীন লাগিয়ে পায়চারি করছেন। একবার সামনে তারপর আবার পিছনে। স্থপতিদের এই অভিযানে তিনিই হচ্ছেন প্রধান সেনাপতি। উনি নৌকোর দলপতির সংগে পরামর্শ করেছিলেন। প্রতিদিনকার কর্মসূচীটা পাকাপাকি করে ফেলাই ছিল ওর কাজ। কমিউনিস্ট আর কোমসোমোল দলনেতৃবর্গের সংগে প্রতিদিন সন্ধ্যায় উনি একটি ছোটখাটো সভায় মিলিত হন। সবাইকে ঠাঁই দেবার মত যেহেতু যথেষ্ট চেয়ার ছিল না সেলুনে তাই ছোটরা বসত মেঝেতে। ওদের চোখ আটকে থাকতো বিস্ময়ে ওয়েৰ্ণারের টান টান শরীর শক্ত মুখের ওপর।

"তোমরা হলে সবাই একেবারে বিশৃংখল।" উনি শুরু করে দিলেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। ওঁর দিকে কটি মুখ একেবারে ফ্যাকাশে। তিনি ওঁর বিরস ঠাণ্ডা চোখ দুটির দৃষ্টি ফেলেন সেই সব মুখের ওপর। "তোমরা কোন লেখা-পড়ার কাজ করছ না। কিস্সুনা শুধু গালগপ্পো। বাজে রটনা। এলোমেলো কাণ্ড। দয়া করে বলবে কেন তোমরা এ ধরনের দুর্নীতি বরদাস্ত করো।"

"এরকম দুর্নীতির অবশ্য সত্যই কোন অস্তিত্ব ছিল না। বাস্তবিক এরকম একটা ছোটোটো ইস্টিমারে কয়েক শত খুশি-খুশি আমুদে চুলবুলে ছোকরা জোট পাকিয়েছিল আর একটা নতুন অনাবিষ্কৃত দেশের ভেতর দিয়ে এই যে চারদিন ধরে চলেছে। বলতে গেলে এই অজানা পৃথিবী ওদের সামনে খুলে দিয়েছে ভয় ধরানো এক বিশাল দৃশ্যমান চিত্রমালা। খাওয়া দাওয়াও ওদের ভাল জুটছিল না। কেননা এই অভিযানের মেয়াদ দুদিন, এরকম একটা হিসাব করা হয়েছিল। আর এদিকে রসদ ফুরিয়ে আসছিল। ঠিক এই অবস্থাটা নিয়ে ওদের তেমন দুর্ভাবনা ছিল না, কিন্তু এর ফলে সেলুনে কি কেবিনে ওদের চুপচাপ বসে থাকা কি ডেকে শান্তভাবে পায়চারি করার ইচ্ছেটাও বেশ কমে আসছিল। ওদের চলে আসতে হয়েছিল কাপ্তেনের সেতুর কাছে। ইঞ্জিন-ঘরের কাছে। ওখানে যা দেখছিল তাতেই হাত লাগিয়ে পরখ করছিল। প্রত্যেকটি জায়গায় আসবার সংগে সংগে লাফ দিয়ে পাড়ে উঠতে চাইছিল, নতুন দেশের বরফগলা মাটিতে পা রাখতে চাইছিল। দেখতে চাইছিল নানাইসদের খুব কাছ থেকে। কথা বলতে চাইছিল ওদের সংগে। ওরা চাইছিল মাছ ধরতে। পাখী শিকার করতে। চীৎকার করতে। লাফাতে। খেলাধুলো দৌড়ঝাপ। কেননা ওদের প্রবল উদ্দীপনা আর শক্তিটাকে খরচ করার আর কোন রাস্তাই তো ছিল না।

"আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি," ওয়েৰ্ণার বললেন, "আমার অনুমতি ছাড়া যে কেউ তীরে নামলে আমি তাকে গ্রেপ্তার করব। তোমাদের

যত রাজ্যের পাগলামীর জন্য আমিই দায়ী হবো। তাই আমি চাইব যে কঠোর শৃংখলা কড়া নিয়ম কানুন তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে।"

ক্রুগলভ ওয়েৰ্ণারকে খুব সম্মান করত। (ওয়েৰ্ণারের প্রতি ক্রুগলভের ছিল গভীর শ্রদ্ধা)। বৃদ্ধ লোকটি কথা বলতেন বেশ জোর দিয়ে। তীক্ষ্ণভাবে এক একটি শব্দের ওপর চাপ দিয়ে। চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ত একটা দুরন্ত ইচ্ছাশক্তি। আর গভীর আত্মবিশ্বাস। উনি পরিষ্কারভাবে ওঁর কঠোরতার প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু আন্দ্রেই সেটাকেও বেশ প্রশংসার দৃষ্টি দিয়ে দেখছিলেন।

"উনি খুব বেশী রকম মেজাজ গরম করছেন," কোমসোমোলরা বলে।

কিন্তু ট্রেনের নিরুপায় আলস্যের পর এবং খাবারোভস্কের ক্লান্ত আশা অনুমানের দিনগুলির পর, ওদের এটা অনুভব করে আনন্দ হচ্ছিল যে অবশেষে ওরা এসে পড়েছে একটা বলবান নির্ভরযোগ্য মানুষের হাতে।

ঐদিন সন্ধ্যায় প্রতিদিনের মত সেলুনেই বসল মন্ত্রণা সভা। কাপ্তেন ওদের জানিয়েছিলেন যে সামনে নদী এখনও কঠিন বরফের নাগপাশে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। আর হয়ত তার জন্যই ওদের দু'একদিন থামতে বলা হবে। অথবা তারও বেশি কয়েকদিন রুখে দেওয়া হবে।

"ওদিকে রুটির বরাদ্দ কমে আসছে।" ওয়েৰ্ণার বলেন। আমাদের এখনও বাক্সো আঁটা কিছু মালমশলা আছে, তবে তাও খুব বেশি নয়। রেশন আমাদের কমিয়ে দিতে হবে। আমি তরুণদের কাছে তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলছি। তারা প্রত্যেকে এটা বুঝবে আশা করি যে অনেক মহৎ পরীক্ষার ভেতর এটাও একটা, আমাদের কাজ শেষ হবার আগে যে পরীক্ষা আমাদের সামনে উপস্থিত। আমাদের সকলেরই এই কষ্ট সহ্য করতে অভ্যাস করা উচিত আর অন্যরাও যাতে এর সংগে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।"

সান্ধ্যভোজের সময় হয়ে আসছিল। মোটে চল্লিশ মিনিট বাকী। ঠিক করা হল প্রত্যেককে অর্ধেকটা করে মাছ আর এক টুকরো করে রুটি দেওয়া হবে।

পরামর্শসভা শেষ হল। কমিউনিস্ট আর দলনেতারা জাহাজময় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তরুণদের তৈরি করে নিচ্ছিলেন, ওদের সামনে যে নিরানন্দময় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তার জন্য। আন্দ্রেই ক্রুগলভ খোলাখুলি ব্যাপারটা সবাইকে জানালেন। কোমসোমোলরা উনি আরম্ভ করার আগেই ওঁকে বুঝে ফেলেছিলেন। আর তারা শুধু একটি মন্তব্য করল: "আরে তাতে হয়েছে কি? আমরা আমাদের বেল্টটাকে না হয় একটু কষে নেবো।"

তোনিয়া একটা লম্বা বক্তৃতা করল। বিশেষ করে, গ্রানাতভের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এমন একটা ভাবে বিভোর হয়েছিল, যে এই খাদ্য

সরবরাহের ঘাটতিটাকে সে তার মহৎ আদর্শে নিবেদিত আত্মত্যাগের একটা সুযোগ বলে মনে করল। খিদে পেলে যেন সে খুব খুশি হয়। আর মনে হয় তার সেই আনন্দের বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেয়। ওরা শুনল বটে ওর কথা শান্তভাবে কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। কোনো একটা কারণে ওরা অনুমান করে নিল যে ওর পাকস্থলীটা বোধহয় একটা বিশেষ ধরনের। খিদের জ্বলুনি সহ্য করতে অভ্যস্ত।

ক্লাভা লাফিয়ে উঠল তোনিয়ার সমর্থনে "তোমাদের এমন গোমড়া মুখ করে বসে থাকার কারণ নেই! যেন আমরা এটা দুদিনের জন্যেও সহ্য করতে পারব না। যে কেউ আমার কাছে আসতে না পারলে; আমি তার কান্না থামাবার জন্যে তাকে আমার ভাগ দিতে পারি।"

সান্ধ্য ভোজের সময় পাশা মাৎভেইয়েভ সমবেত দলটির সামনে একটি উপদেশ বর্ষণ করল:

"আমি বলি কি, খিদের সবচেয়ে ভল নিরাময় হল ঘুম। এখন যতটা পারি আমরা ঘুমিয়ে নেবো। পরে আর এর জন্যে সময় পাওয়া যাবে না। একবার ওখানে পৌঁছলে তখন আর কাজের অন্ত থাকবে না। আমি প্রস্তাব করি কি চলো সবাই বাংকের ওপর আর যতক্ষণ পারি ঠেসে ঘুমিয়ে নিই। আহা সেই পুরানো বন্ধু—ঘুম আর ঘুম।"

পরদিন কী একটা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ওদের ঘুম ভাঙল। *কোমিনটার্ন* থেকে *কলম্বাস* এখন আর বেশি দূরে নেই। আর ঐখান থেকেই আসছে চীৎকার বন্দুকের শব্দ ও নোঙরের শিকলের ঝনৎকার। লোকের মাথায় মাথায় নৌকোটা কালোয় কালো। ডেকের ওপর—কাপ্তেনের সেতুর ওপর, নাবিকদের আনাগোনার রাস্তার ওপর। মনে হল গলুয়ের কাছে একদল নোঙরের ওজন নিতে ব্যস্ত।

"ওহে *কলম্বাস*। *কোমিনটার্নে*'র কাপ্তেন চোঙার ভেতর দিয়ে চীৎকার করে উঠলেন। তার উত্তর ছড়িয়ে পড়ে একটা উল্লাসজনক চীৎকারে।

ওয়েনারের দৃষ্টি পড়ে তাঁর সহায়ক হিসাবে নির্বাচিত দলটির ওপর।

"আমরা চাই *কলম্বাসে* একজন দূত পাঠানো হোক?" উনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি যাব।" আন্দ্রেই ক্রুগলভ এগিয়ে এসে বলে।

একটা লাইফ বোট নামিয়ে দেওয়া হল। টিমকা গ্রেবেন আন্দ্রেইয়ের সংগে গেলেন। "যদি মরি ত গলা জড়াজড়ি করে একসংগে মরব কি বল?" দাঁড়ের ওপর হাত রেখে ও ঠাট্টা করে বলে।

কিছুক্ষণ ধরে ওরা জাহাজটার চারধারে প্রদক্ষিণ করল। বুঝতে পারল না কি ভাবে তার ওপর চড়বে। কোথায় গিয়ে ঠেক খাবে। আর কোনো নাবিকই ত ওদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না। শেষ কালে ওরা

সফল হয়। আর মুহূর্তের মধ্যে ওরা ডেকের ওপর উঠে আসে। ওদের চারপাশে ভীড় আর গোলমাল শুরু হয়ে যায়।

"আরে তোমাদের নেতা কে?" আন্দ্রেই যেন একটু ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"কেউ না।" উদ্ধত জবাব আসে।

কোনো ক্যাপ্তেন, কি নাবিককে দেখা গেল না।

ক্যাপ্তেন কেবিনে নিজেকে তালাচাবি দিয়ে রেখেছেন। যতক্ষণ এইসব "জলদস্যু" কাণ্ডকারখানা চালাবে তিনি কিছুতেই বাইরে আসতে রাজী নন। অনেক কষ্টে টিমকা গ্রেবেন ওঁকে দিয়ে দরজা খোলাল।

ছোকরা "জলদস্যু"দের মুখোমুখি একা দাঁড়িয়ে আন্দ্রেই ক্রুগলভ।

ওদের এই বাড়াবাড়িটার কারণ হল, শেষকালে জানা যায়, খাবার বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে। আন্দ্রেই ঝট্ করে নেতাদের আবিষ্কার করে ফেলে লম্বা মত একটি ছোকরা। ঢিলেঢালা মুখের গড়ন। ওর নাম হল নিকোলকা। বেশ আমুদে রোদপোড়া তামাটে মুখ। ওকে দেখে মনে হয় এই জাম্বোরিতে ও বেশ একটা ছেলেমানুষি আনন্দ উপভোগ করছে।

পরোক্ষ কতকগুলি প্রশ্ন দিয়ে আন্দ্রেই কথাবার্তা শুরু করে দিল। তার নিজেরও ত বয়স কম। তাই কৌতূহলও ছিল। আর তাই ওদের বিষয়ে বেশ স্পর্শকাতর।

"এসব বিস্ফোরণ গোলাগুলির কারণ কি?"

"ক্যাপ্তেনকে ভয় দেখানো, আমরা একটু ফাঁকা আওয়াজ করেছিলাম আর কি।"

"তা হলে তোমরা নোঙ্গরটার ওজন নেবার চেষ্টা করছিলে কেন?"

"যাবার চেষ্টা করছিলুম। এখানে আর কতক্ষণ আটকা থাকতে পারি? এখানে আমাদের কাজটাই বা কি?"

"তোমরা কাকে জাহাজ চালাবার পাইলট বলে মনে করো?"

"ধরো, আমি। সে আর এমন কঠিন কাজ কি?" রোদেপোড়া তামাটে মুখ ছেলেটি নিজের থেকেই বলল।

"জানো কি করে চালাতে হয়?"

"আর জানবার কি আছে? একটা দিকেই চালিয়ে যাও: নাক বরাবর সোজা। এ ত আর সমুদ্র নয়; এখানে অত শত জানবার নেই ত কিছু।"

'হায় যিশু, কী এক পরমাশ্চর্যময় ক্যাপ্তেন তৈরী করেছ তুমি!" আন্দ্রেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠে। "আরে জানো না নদীর চেয়ে সমুদ্রে নৌকো চালানোটা অনেক সোজা। নদীর রাস্তাঘাট জানতে হয়, কোথাও অগভীর কোথাও গুপ্ত পাহাড়। মানচিত্র কি সংকেতচিহ্ন না দেখে নদী দিয়ে তুমি

নৌকো নিয়ে যেতেই পারবে না। এমন কি কাপ্তেনরাও নদীর পথ ধরে যাবার সময় কিনার ঘেঁষে যায়।"

তামাটে মুখকে এবার দেখে মনে হয় বেশ ঘাবড়ে গেছে যেন। তবে এবার ওর সমর্থনে একজন ওদের ভেতর থেকে এগিয়ে আসে :

"দেখো, আমাদের কিন্তু যে কোনো রকমে যেতেই হবে। এখানে সময় নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না।"

"গতকাল থেকে আমাদের পেটে প্রায় দানাপানি পড়ে নি, বললে হয়।" এধারওধার থেকে আরো অনেক কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে ওঠে।

"আর তোমরা নিজেদের কোমসোমোল বল," আন্দ্রেই এবার চেঁচিয়ে ওঠে। সরাসরি আক্রমণ করে বসল ও। "ও: ট্রেনে কথা বলবার সময় কিরকম সাহসী দেখাচ্ছিল সব : যেন এখনই লড়াইয়ে নামবে! দুঃখ কষ্ট সইবার জন্য সব তখন তো খুব নাক নাড়ছিলে! আর এখানে সব প্রথম এই তকলিফটা হতে না হতে হৈ-হট্টগোল শুরু করে দিলে বাঃ।"

আন্দ্রেই ছোকরাদের দোষারোপ করে না। ও দোষ দেয় নিজেকে আর পার্টির দলবলকে। দুনম্বর জাহাজে ওরা কোনোরকম নেতৃত্ব আর এরকম একটা জরুরি অবস্থার কথা আগে একেবারেই ভেবে দেখেনি। নিজেরা নিজেরা যা ইচ্ছে তাই ভেবে, এজন্য ছোকরারা আজ এই সংকটের মুহূর্তে বোকার মত ব্যবহার করেছে আর এখন যে আবেগ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে শান্ত হবার নয়। মরোজভের কথা ওর মনে পড়ল, "......আমাদের চরিত্রগঠন করতে হবে।" আন্দ্রেই এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিল এইসব অল্পবয়সী ছেলেদের কি ও বোঝাতে সক্ষম হবে যে তারা ভুল করছে। পারবে কি ও ওদের নিজের দলে টানতে?

ও একটা সংগ্রামের জন্য নিজেকে তৈরি করে নেয়। কিন্তু সহসা ব্যাপারটা ওর হাতের বাইরে চলে যায়।

"আমাদের বক্তৃতা দিতে শুরু করে দিও না!" একজন যুবক চেঁচিয়ে ওঠে। এলোমেলো কালো চুল। পরণে ডোরাকাটা টি-শার্ট। "আমরা কষ্ট করতে ভয় পাই না! ওইসব কষ্ট সহ্য করার ভয় আমাদের দেখিও না"

"কষ্টের কথা আমরা বলছি না," তামাটে মুখ ছেলেটি বলে ওঠে। "কথা হচ্ছে কাপ্তেনকে নিয়ে। লোকটা আস্ত একটা ব্যুরোক্রাট। ভেতর থেকে নিজেকে বন্ধ করে রেখেছে। যেন প্লেগের মড়ক লেগেছে আমাদের এভাবে ভয় পাচ্ছে। ও যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলত, যদি কেউ আমাদের বলত যে এটা আমাদের প্রথম কষ্ট, ভেবে দেখো তাহলে হয়ত এ নিয়ে আমরা অত মাথা ঘামাতুম না।"

আন্দ্রেই হঠাৎ হেসে উঠল। অন্যরাও ওর সঙ্গে সে হাসিতে যোগ দেয়।

"তাহলে তোমরা এটাকে কষ্ট বলেই আমল দিচ্ছ না, তাই না? ভাবছ কাপ্তেন সব রুটি নিজের কবজায় রেখে দিয়েছে?"

"আমরা কিছুই ভাবিনি," সুন্দর মত দেখতে একটি ছেলে হঠাৎ বলে ফেলল। ওর চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক খেলে যায়। "আমাদের খিদে পেয়েছিল বাস, আর কেউই ছিল না যে বুঝিয়ে দেবে, কেন। এভাবে ব্যাপারটাকে ঘটানো ঠিক না। কষ্ট! ফুঃ! আরে কষ্ট করতে ভয় পায় কে?"

নিকোলকা এগিয়ে যায় আর ডেকের ওপর তরুণদের ভীড়ে হারিয়ে যায়।

ক্রুগলভ আর "তামাটে মুখ" জলদস্যুটি লাইফবোটে রওনা হয়ে যায় *কোমিনটার্নের* উদ্দেশ্যে। *কলম্বাসের* হেপাজতে সাময়িকভাবে রেখে যায় টিমকা গ্রেবেনকে। ক্রুগলভের ইচ্ছে ছিল *কোমিনটার্নের* আংশিক সরবরাহ *কলম্বাস* নিয়ে এসে তুলবে। পথে ও শুনল যে ওর সংগীর নাম পেতিয়া গলুবেনকো। আর মাত্র এক বছর আগে ও নেপ্রো পেত্রোভস্কে ফ্যাকটরি স্কুলের পড়া সাংগ করে এসেছে। পেতিয়া কিছুটা অনুযোগ কিছুটা মার্জনার সুরে কথা বলছিল:

"সব নাম করা ছোকরার দল রয়েছে *কোমিনটার্নে* ওই পুরোনো ডাবাটার ভেতর আমাদের নিজেদের ওপর অন্যত্র চলে যাবার ভার দিয়ে ওরা চলে গেছে। একেবারে গামলার ভেতর সার্ডিন মাছের মত আমাদের ঠেসে রেখে দিয়ে গেছে।"

আন্দ্রেই শিষ্টভাবে বলে ওঠে, "থামো পাণ্ডিত্য দেখাতে হবে না।" এবার পেতিয়া থেমে যায়।

কোমিনটার্নের সরবরাহের ঘাটতি। তবে দুটো জাহাজে তাই সমানভাবে বেঁটে দেওয়া হল। *কলম্বাস* পেল সাতখানা পাঁইরুটি আর একশোটা পাত্র।

ক্রুগলভ আর পেতিয়া বিজয় গর্বে ফিরে আসে। ক্রুগলভ খুশি হয় ওয়েনার ওকে *কলম্বাস-এর* ভার দিয়েছে জেনে। আর পেতিয়া খাদ্য সরবরাহেরও বড়কর্তা হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করে।

"গণিতবিদরা কোথায়?" ও জাহাজে উঠতেই ওদের ডেকে পাঠায়। এখানে ও কিছুক্ষণ আগে "জলদস্যুদের" নেতৃত্ব দিয়েছিল।

গণিতবিদরা উঠল জাহাজে।

"২ নং কষ্ট।" সবাই যাতে শুনতে পায় পেতিয়া এমনিভাবে চীৎকার করে ওঠে।" কিভাবে সাতটি পাঁউরুটিকে ভাগ করতে হবে যাতে কেউ অভুক্ত না থাকে।"

"তুমি বলতে চাও কিভাবে যিশুখৃস্ট হওয়া যায়।" কোমসোমোলরা হাসে।

পাত্রে রাখা খাবার দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক রাঁধুনিরা ঝোল তৈরী করল। সবাইকে দেবার মত যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু কোমসোমোলরা নাবিকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করল। আর কাপ্তেনের কাছে এক কাঁসি ঝোল আর একটুকরো

পাঁউরুটি নিয়ে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাল। ওরা তার জন্য তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। ওরা আবেদন জানালে ব্যাপারটাকে ওরা ক্ষমা করে ও ভুলে যায়।

ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না। কেননা কাপ্তেন ছিল একজন দেমাকে লোক। কিন্তু এক কাঁসি ঝোল তার গর্বটাকে দমিয়ে দিতে সাহায্য করল।

ক্ষুধার্ত ঘটনাপূর্ণ সেই দিনটির পর কোমসোমলরা সকাল সকাল শুতে গেল আর বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমাল।

বশীভূত "জলদস্যু"রা পরদিন ঘুম থেকে উঠেই দেখল যে পুরাতন সেই ***কলম্বাস*** তার চাকার প্যাডেলে জোর চলেছে আর ত্বরিত গতিতে ওদের নদীর উজান বেয়ে নিয়ে চলেছে। এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে। কখনো তীরের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। কখনো গিয়ে পড়ছে মাঝ নদীতে। পেতিয়া যখন দেখছিল জাহাজের এমনি জটিল আঁকাবাঁকা গতি, ও ভেবে খুশি হল যে কালকের সগর্বিত কথাবার্তার কথা ওকে কেউ মনে করিয়ে দেয় নি।

"ওহে ছোকরারা, বেশ ভাল করে নজর রেখো," মিষ্টভাষী কাপ্তেন ডেকে বলেন। "যখনই চোখে পড়বে কোন গ্রাম, তার মানেই আমরা সেখানে পৌঁছে গেছি।"

ডান দিকে খাড়াই পাহাড়ের একপাশ নেমে এসেছে জলের কিনারায়। তীরের কাছে নদী এখনো জমাট বেঁধে আছে। তবে পাহাড়ের ঢালুতে এখন বেশ চেনা যায় সুন্দর সুন্দর মোলায়েম নীলাভার চাপ চাপ দাগ। এই খণ্ড খণ্ড পার্বত্য অংশের কাছে এলে চোখে পড়ে ফুলের ঝোপ।

"বাগুলনিক", নাবিকরা ব্যাখ্যা করে বোঝায়। "বরফ গলার সংগে সংগে এই ফুলগুলি ফুটতে শুরু করে।"

নিচু দিকে বাঁ পাশের নদীর কোল ঘেঁষে উঠেছে একসারি পাহাড়— দিগন্তের দিকে পর্বত মালার সংগে মেলাবার জন্য ওরা যেন হাত বাড়িয়েছে। বসন্তের বন্যায় ডুবে গেছে জোলো মাঠঘাট। সেখানে চোখে পড়ে জল ঠেলে মাথা জাগিয়েছে গাছগুলো। তাইগা। কালো গভীর তাইগা। জোলো মাঠের কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

"ঐ যে ডাংগা!" পেতিয়া গলুবেনকো ওর টুপিটা উড়িয়ে হৈ হৈ করে বলে উঠল। বাঁ তীরে অনেকটা দূরে আবছা দেখা যায় একটা গ্রামের একফালি রেখা।

সবাই ছুটে এল জাহাজের নোংগরের কাছে।

গ্রামটা একটু একটু করে বড় হয় আর আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। আবহাওয়ায় জীর্ণ হয়ে যাওয়া বাড়ীগুলো উঁচু বালিয়াড়ির মাথার উপর ঝাঁক

বেঁধে আছে। চিমনি দিয়ে উঠছে ধোঁয়া। দেখা গেল লোকজন ছুটে আসছে নদীর দিকে।

"ডাংগা! ডাংগা!" পোতিয়া তখনও টুপি নেড়ে চেঁচিয়ে চলেছে। হয়ত ও একজন পর্যটক নাবিক হতে পারত! যে তার মাস্তুলের মাথা থেকে ভারতের প্রথম ছবিটি দেখতে পেয়েছিল আন্দ্রেই প্রুপলোভের মনে হল *কলম্বাস* যেমন তার বিদ্রোহী অথচ বশীভূত নাবিকদের মাঝখানে নয়া দুনিয়ার আবিষ্কারে উল্লসিত হয়েছিল ওর অবস্থাটাও কিছুটা তেমনি। এই ত সেই পৃথিবী। সেই আকাঙ্ক্ষিত মাটি যার উপর "একটি নতুন শহর গড়ে তুলতে হবে।"[১] প্রতিযোগিতাপ্রবণ ওয়েনার কাপ্তেনের সেতুর উপর এধার থেকে ওধার হেঁটে বেড়াচ্ছেন। বেশ একটা কঠিন অবিচলভাব ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছেন।

স্টীমবোটগুলি তীরের কাছে একটি অর্ধবৃত্ত রচনা করেছে, নদীর উপর ঘুরিয়ে রেখেছে তাদের ছইয়ের ধনুক।

চালকরা চেঁচিয়ে ওঠে, "সামনে এগিয়ে যাও! পিছনে সামনে!"

ওদের চীৎকার প্রতিধ্বনি তুলে হারিয়ে গেল তাইগাতে, মাথা তুলেছে সেই তাইগা ঐ ত কতকগুলো কুৎসিৎ কাঠের বাড়ীর পেছনে।

স্থানীয় লোকজন নদী তীরে এসে ভীড় করেছে। ওরা লক্ষ্য করছে কোলাহল মুখর যাত্রীদের বিষণ্ণভাবে। ওদের পাশে দাঁড়িয়েছিল ঘন লোমে ভরা মেরু অঞ্চলের কুকুরগুলো। সজাগভাবে কান খাড়া করে রেখেছে।

স্টীমবোটগুলো স্থির হয়ে দাঁড়াল। নাবিকরা একে একে নেমে গেল জলে লাইফবোটে করে। জলের উপর ফেলে দিল একটা বড় চওড়া কাঠ। বেঁধে ফেলতে হবে ওটাকে। কাজে লেগে গেল সবাই। "আমাদের কিছু নৌকোর হুক দাও।" ওরা চীৎকার করে ওঠে। কেননা একটা বরফের চাঁই এসে আটকে গেছে স্টীমবোটের সামনে। তীরে যেতে পারছে না নৌকো-গুলো। সবাই ভয় পেল ওদের ছোট ছোট নৌকো বোধহয় এবার উল্টে যাবে। মারাত্মক বরফের চাঁইটাকে ওরা হুক দিয়ে ঠেলে সরাতে থাকে। কাজ করে যায় ওরা। "নাও নাও জলদি করো সব।" আন্দ্রেই ক্রুগলভ ওদের মনে বিপুল এক কর্মোদ্যম সৃষ্টি করে। ও অপেক্ষা করছে ডাংগার উপর অধৈর্য হয়ে। শেষকালে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি তৈরি হয়ে যায়।

"এ্যাই এখন কেউ ডাংগায় উঠো না। অপেক্ষা করো। আমি বললে যাবে।" ওয়েনার একটা মেগাফোনের ভেতর থেকে সামনে চেঁচিয়ে চলেছেন। উনি চাইছিলেন কোমসোমলরা সব সার বেঁধে দাঁড়াবে যাতে ওরা বেশ সুশৃংখলভাবে জাহাজ থেকে নামে। আর উনি থাকবেন সবাইকার আগে।

১। পিটার দ্য গ্রেটের প্রতি পুশকিন উল্লিখিত একটি বাক্যাংশ।

আন্দ্রেই ক্রুগলভ ও তাঁর দলটিকেও সার বেঁধে দাঁড় করালে। আর সেও চাইল ওদের দলনেতা হয়ে ও আগে আগে নামবে ডাংগায়। তবে ওর নিজের ভাবভংগীটাকে ও তেমন কড়া আর ভারিক্কি করে তুলতে পারছিল না। ও ভুলে যাচ্ছিল ওয়েনার আর কলম্বাসের সংগে প্রতিযোগিতা করতে। আশায় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে যখন পর মুহূর্তে সে বুঝতে পারে যে একজন বিজয়ী হিসাবে ও এই অজানা দেশের মাটিতে পা দিতে চলেছে। ওয়েনার তাকে অনুসরণ করার হুকুম জারি করার আগেই আন্দ্রেই ছুটে এগিয়ে যায়, তিন লাফেই কাঠের পাটাতনের উপর গিয়ে পড়ে, লাফিয়ে ওঠে ভিজে বালির উপর। বাতাসে ছুঁড়ে দেয় উঁচু করে টুপিটা। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে:

"মা—টি-!"

চোদ্দ

বালিভর্তি নদীর তীর। এখন মানুষের পায়ের চাপে বিপর্যস্ত। উঁচু হয়ে উঠেছে সুটকেস ঝোড়াঝুড়ি আর ছোটবড় মোট ঘাট। কমসোমোলরা বালির উপর নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। ডাংগায় নেমে সবই যেন মিলে মিশে তালগোল পাকিয়ে গেছে। চারদিকে তরুণ কচি হাসি খুশি মুখ। প্যাকিং বাকসের একটা উঁচু ঢিবি থেকে ভেসে আসছে ওয়েনারের কণ্ঠস্বর—স্পষ্ট পরিষ্কার গলায়। উত্তেজনায় কাঁপছে।

"কমসোমলগণ! সবাইকে চিরযুগ স্মরণীয় হয়ে থাকবার মত কাজ দেওয়া হয় না। এই সুখের অংশীদার হলে আজ তোমরা।"

স্থানীয় যেসব লোক ওখানে এসে জমায়েত হয়েছিল তারা সবাই অবুঝের মত শুনল এই বিচিত্র কথাগুলো। ওদের ঘন লোমশ কুকুরগুলো সন্দেহজনকভাবে শুঁকল একটা নতুন গন্ধ। সামনের দৃশ্যটাকে চোখের সামনে থেকে প্রশস্ত হাতের ঝাঁকুনি দিয়ে এক লহমায় মুছে দিল। তার জায়গায় সৃষ্টি করল ভবিষ্যতের এক শহরের ছবি।

"কোমসোমোল তরুণগণ! আমুরের এই রুক্ষ উপকূলে তোমরা গ্রানাইটের আস্তরণ বিছিয়ে দেবে! শহর জুড়ে তোমরা বিছিয়ে দেবে নতুন পথ। তোমরা গড়ে তুলবে একটা কারখানা। শক্তিতে সৌন্দর্যে যা বিশ্বের সুন্দরতম কারখানার সংগেও পাল্লা দেবে। তোমরা তরুণ, উদ্যমশীল, নির্ভীক। কোমসোমোল হিসাবে তোমরা কথা দাও যে তোমাদের হাতে আমাদের সরকার কর্তৃক যে পরিকল্পনার ভার দেওয়া হয়েছে তা তোমরা পূর্ণ করবে আর দুবছরের মধ্যে এই শহর গড়ে তুলবে।"

"আমরা করবই।" কাতিয়া স্তাভরোভাই প্রথম চীৎকার করে বলে।

"কোমসোমোল বন্ধুগণ! আজ আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তোলবার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করতে চলেছি। এসো উল্লেখযোগ্য একটা শ্রমের বিনিময়ে আমরা তা শুরু করি। কমরেড! শুধু কাজ চাই, কাজ!"

সে তার জামার আস্তিন গুটিয়ে তুলল আর যৌবনোদ্বেল সোল্লাস কণ্ঠে ডেকে উঠল:

"প্রাক্তন লাল ফৌজের সৈনিক যারা ছিলে! তারা এখানে এসো!"

ও ওদের তাঁবু খাটাবার জন্যে আগেভাগে পাঠিয়ে দেয় যাতে কোমসোমোলরা রাতের মত মাথার উপর একটা আচ্ছাদন পায়।

"তাঁতশিল্পী, স্টোভের কারিগর যারা আছ! সব বাঁ দিকে!"

ওদের একটা ঠিকে রান্নাঘর আর ক্যানটিন বানাতে হবে। "রাঁধুনী! পরিবেশনকারিণী আর সহকারীরা সব ডানদিকে।" ওরা রাখবে খাবার দাবার তরিতরকারি বাসনপত্র "বাদবাকী প্রত্যেকেই মাল খালাসের কাজ করবে। দলনায়করা এদিকে এস! আমাদের কাজ হবে রাত হবার আগেই নৌকা থেকে সমস্ত মাল খালাস করা"

এভাবেই শুরু হয়ে গেল কাজ।

ওদের পা দুটো চঞ্চল হয়ে উঠেছিল একটা প্রবল ইচ্ছায়, হাত দুটিতে কাজের উন্মাদনা, পেশীগুলি কেটে পড়ছিল সঞ্চিত শক্তিতে। অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করে আছে ওরা কাজ করবে বলে। কোন ওজন তুলতেই যেন ওদের ভারী লাগল না। পাটাতনের উপর দিয়ে ওরা যেন হাঁটতে পারছে না। তারা শুধু ছুটতে পারে। সব কিছুতেই আজ ওদের আনন্দ। দুরন্ত এক শ্রমের আনন্দ। খাবার রাঁধবার গন্ধ। নদীর পাড়ে বরফের চাঁই আছড়ে ফেটে পড়বার শব্দ। এই ক্লান্ত ছোট গ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার একটা দুর্জয় চেতনা। যেন একটা নতুন যুগ এসে পড়েছে।

ওদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তরুণ প্রমাণ করল তাদের সংগঠন প্রতিভা। কেউ জানবার আগে জিনা কালুঝিনি জাহাজের মাল খালাসের পরিচালনার কাজে ওয়েন'ার আর গ্রানাতভকে অতিক্রম করে যায়, ওডেসা বন্দরে জিনা এক সময় নাবিকের কাজ করেছে, আর ও নিভুর্লভাবে জানত কিভাবে ছেলেদের কাজের মধ্যে লাগাবার সংগঠন করতে হয়। ঠিক যেমন অলক্ষ্যভাবে সেমা আলশুলার ওর ডান হস্ত হতে পেরেছিল। "ওইখানে! হ্যাঁ ঐখানে! ঠিক তাই।" জিনা উদ্ধতভাবে বলতে পারে। ওর ভাবভঙ্গীতে ফুটে ওঠে হুকুম করবার একটা গাম্ভীর্য, আর সেমা সব সময়ই বুঝতে পারে এর মানেটা কি।

ধীরে ধীরে জাহাজের খোলটা খালি হয়ে আসে, ঠিক তেমনি আস্তে আস্তে নদীর পাড়টা নানাবিধ জাহাজী মালমাশলার স্তূপীকৃত পাহাড় হয়ে ওঠে। এখানে কি না পাওয়া যাবে! যন্ত্রপাতি, ময়দা চিনির বস্তা।

সিমেণ্টের বস্তা, দড়ির তাল, সব মাপের প্যাকিং বাকস, লোহার সিন্দুক, টাইপ রাইটার যন্ত্র, বিলাসদ্রব্য, আর সতরঞ্চি।

দুবার মেয়েরা ছুটে এসেছিল ছেলেদের কাছে ওঁরা নৈশভোজের জন্য তৈরি হয়েছে কিনা জানতে। "আরে চুলোয় যাক খাওয়া!" ওরা কর্কশ গলায় খেঁকিয়ে ওঠে। "কাজ শেষ না হলে কোন কথা নয়। আর পেট খালি থাকলে কাজে সুবিধা হয়।"

এরি মধ্যে আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। সন্ধ্যা নামবার পূর্বসংকেত। আর যেন পায়ে জোর নেই; এখন বেশ চেষ্টা করে পা তুলতে হচ্ছে। ওদের ক্লান্ত পিঠের ওপর মালপত্র পুরো ওজনের বোঝায় দুর্বহ। আর ক্ষিদে যে পেয়েছে তাও অস্বীকার করা যায় না।

"ওঃ একটা দিন গেল বটে!" জিনা কালুঝনি চীৎকার করে ওঠে।

পরিশ্রান্ত তরুণরা এবার পিঠে করে শেষবারের মত পাটাতনের ওপর দিয়ে বাকসো আর থালাগুলো নিয়ে নেমে আসছিল।

ভালিয়া বেসসোনভ তার শেষ বোঝাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অবাক হয়ে দেখল যে ওর ফোসকা ওঠা হাত দুটো দিয়ে রক্ত পড়ছে।

"ইস্!" যন্ত্রণায় কাতর মুখভংগী করল। আর সেই সংগে একবার হাসবারও চেষ্টা করল।

"আমি এরকম জাহাজী মাল-খালাসী মুটে বাবা জীবনেও দেখি নি, এমন কি ওডেসাতেও নয়!" জিনা ওয়েনারকে বলে। বিজয়ীর দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় নদীর পাড়ের ওপর রাখা মালপত্রের দিকে। গরম ভর-পেট মধ্যাহ্ন ভোজ খাওয়ার পর কোমসোমোলরা গাঁয়ের ভেতর ঢুকে এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ল। ইঞ্জিনীয়ারদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল কাঠের বাড়ীতে; ছোকরারা আশা করে নি ওদের জন্য আরামপ্রদ ঘরের বন্দোবস্ত করা হবে। চমৎকার শোবার বসবার ঘর, চানের-ঘর, ভাঁড়ার, খড়-ঘাস রাখবার উঁচু উঁচু খোপ— সাময়িকভাবে এখন ওদের কাছে ঘুমোবার মত যা হোক কিছু হলেই হল, তাই ঢের।

সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচ ঠিক মনস্থির করতে পারছিল না। ও কি বাড়ী তৈরির ডিউটিতে ঢুকেছে চীফ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে নাকি এখনও হোস্টেলের অধিনায়ক—আর ওর কাছে আশা করা হচ্ছে যে এই তরুণদের থাকার সব বন্দোবস্ত ঠিকমত হচ্ছে কিনা তাই পরিদর্শন করুক। সবচেয়ে নিরাপদ কাজ হল গদী তোশক বিলি করা। ও তাই করতে লাগল। সবাইকে বিলোবার মত যথেষ্ট জিনিসপত্র অবশ্য ছিল না।

গ্রাম ছাড়িয়ে, আমুরের তীরে ভূর্জগাছের জংগলের ভেতর একটা তাঁবু মাথা জাগিয়েছে। প্রাক্তন লালফৌজের কর্মীরা তাঁবু খাটাবার কাজটা সেরে ফেলেছে খুব তাড়াতাড়ি। তারপর ওরা শুরু করে দিল

কাঠের ছোট ছোট বাড়ী বানাতে। ইপিফানভ, যদিও ও সারাজীবনে একটা তাঁবু খাটানো কি বাড়ী বানাবার কাজ করে নি, এমন একটা উৎসাহ নিয়ে উদ্দীপনা নিয়ে কাজে নেমেছিল যে সহজেই ওর অনভিজ্ঞতাকে ও অতিক্রম করে গেল। সব ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে ও যেমনটা কল্পনা করেছিল ঠিক তেমনি; পরিস্থিতি যা তাতে দরকার ছিল কিছু 'নেই'-য়ের ভেতর থেকে একটা কিছু গড়ে তোলার; কী-ই বা আছে, সব কিছু গড়ে পিটে নাও এরি ভেতর থেকে। আর সব তোমার নিজের হাতে বানাতে হবে। এদিক ওদিক চাইবার সময় ওর ছিল না। কিন্তু চারধারে চোখ চেয়ে না দেখলেও ভেতর ভেতর টের পাচ্ছিল ওর পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল প্রাগৈতিহাসিক তাইগা। আর সমুদ্রের মত বিস্তৃত সেই সুন্দর আমুর। ওর চোখের সামনে ছড়িয়ে আছে বহুদূর। আর মাথার ওপর উদার মুক্ত নীল আকাশ। বাতাস দেয় বুক ভরে। বসন্ত মধুগন্ধে ভরা।

এমনি সময় কোলিয়া প্লাত ছুটে এসে ওকে জানায়: 'চলে এসো ভায়া, চানঘরে আমি তোমার জন্যে একটি বেশ নিরালা কোণ ঠিক করে ফেলেছি,' ও ওকে হাত নেড়ে জানায়। "কিছুই তো করবার নেই," ও বললে, "আমি এ জায়গাটা ছেড়ে যাচ্ছি না। স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে বেশ ভাল বিশুদ্ধ ওজোন, ঢেউয়ের খেলা,—আমি আমার তাঁবু নিয়েছি—ঐ তো ওখানে, একেবারে শেষেরটা, ওই ভূর্জগাছ দুটির নীচে। ওখানে থেকে তুমি আমুরের পুরো ছবিটা দেখতে পাবে।"

তাই কোলিয়াকে চাল ঘরটা ছেড়ে যেতেই হল। তাঁবুগুলো খুব তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে যায়। পাতিয়া গলুবেনকো একটিতে ওর বন্ধুদের জমায়েত করে আর সংগে সংগে প্রবেশ দ্বারে একটা দাগ কেটে লিখে ফেলে "নেপ্রো-পেত্রোভস্ক"। লেখাটা সবে ফুটে উঠেছে এমন সময় কোসতিয়া পেরেপেশকো আরো বড একটা দাগ কেটে লিখে ফেলল "মস্কো।" আধঘণ্টা বাদে আবার কতকগুলো লেখা চোখে পড়ে: "কিয়েভ" "ওডেসা" "লেনিনগ্রাদ" 'সোরমোভো' 'ভায়াৎকা' 'রোস্তোভ' 'কালিনিন।'

সেমা আলশ্চুলার আর জিনা কালঝনি আলাদা হয়ে যায় ওদের ওডেসার বন্ধুদের কাছ থেকে। সেমা ঠিক করে রেখেছিল একটা বেশ পছন্দসই পরিচ্ছন্ন চিলকোঠা, জিনা রেখে গেল ওখানে দখল করবার জন্য আর বেরিয়ে পড়ল আইভানোভো থেকে যেসব মেয়ে এসেছিল তাদের খোঁজে। ওরা বাসনপত্র সাফ করছিল। চিলকোঠার পরিকল্পনাটা ওদের তেমন মনঃপূত হল না।

"আমরা একটা তাঁবুতে ঘুমোতে চাই।" ওরা বলে।

"আর কিছু চাই না শুধু একটি তাঁবু।"

গ্রিশা ইসাকভ সেমাকে সমর্থন জানায়: "হ্যাঁ তাঁবুর ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা, আর তা ছাড়া, ওগুলো সব দখল করা হয়ে গেছে। কাল আমরা আরো কতক-

গুলো খাটাবো আর তখন তোমরা পছন্দ করে বেছে নিতে পারো। আজ রাতে চিল কোঠাতেই থাকতে হবে।"

ক্লাভা ছেলেদের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

"তোমরা কোথায় ঘুমোবে?" ও বলল।

অন্য মেয়েরা দেখল ও কি বোঝাতে চায়। "হয় আমরা সবাই চিলকোঠায় ঘুমোবো আর নয়ত সবাই তাঁবুতে।" ওরা ঘোষণা করে। সেমা কিংবা গ্রীশা কেউই কোন আপত্তি করে না। মেয়েদের বাসন পরিষ্কার করা হয়ে গেলে ছেলেরা ওদের চিলকোঠার রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলল।

"হাওয়াটার জন্যে কিছু মনে করছ?" সেমা ক্লাভাকে খুব সতর্কভাবে জিজ্ঞাসা করল।

"একটুও না," ক্লাভা ওর হিমার্ত আঙুলগুলো জামার আস্তিনে চেপে ধরে জানিয়ে দেয়।

চিলকোঠার উপর জোট বেঁধে ওরা বেশ খানিকটা মজা করল। বাড়ির মালিক লম্বা মতন একজন লোক। বয়সটা ঠিক বোঝা যায় না। গালে লাল জরুলের একটা দাগ এবং বেশ একটু উদ্ধত ভংগীতে উঁচু কপালের নিচে থেকে চেয়ে চেয়ে দেখবার অভ্যাস, মেয়েদের মনে কেমন একটু ভয় ধরিয়ে দেয়। ওদের কাজ কর্মের মাঝখানে উনি এক সময় উপর তলায় উঠে আসেন, সবার দিকে কটমট করে তাকান, আর তারপর একটি কথাও না বলে বেরিয়ে যান।

"উনি বেশ চটেছেন," ক্লাভা ফিসফিস করে বলে। মিনিট কয়েক বাদে ওরা শুনল সিঁড়িতে ওঁর পায়ের শব্দ। উপরে আসছেন আবার। কিন্তু উনি শুধু দরজার মুখটাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। পা একটু নাড়া চাড়া করলেন। আর তারপর সলজ্জভাবে বললেন: "আমি আপনাদের গদী তোশক দিতে পারি। মহিলাদের জন্য।"

মেয়েরা ওঁর এই অনুরোধ অস্বীকার করতে পারত: ছেলেরা যদি মেঝের উপর ঘুমোতে পারে তবে তারাও পারবে, ওরা "মহিলা" নয়; কিন্তু সেমা চেঁচিয়ে বলে: "বাঃ খুব ভাল হয়: বেশ তো আনুন না, দিন না আমাদের!"

লোকটি গদী তোশক নিয়ে আসে। উনি চলে যান না, ওর সেই আড় চাহনির ভংগীতে, কোমসোমোলরা যখন বিছানা পাতছিল, চেয়ে চেয়ে তা লক্ষ্য করতে লাগলেন। ক্লান্ত মেয়েরা অনতিবিলম্বেই তার ওপর শুয়ে পড়ল। চিবুকের ওপর তাদের কম্বলগুলো টেনে নিল। সেমা পায়চারি করতে থাকে। ও অবাক হয়ে ভাবছে এই নবাগত ভদ্রলোকটির সংগে কি নিয়ে কথা-বার্তা বলা যায়। আবার ভাবলে যে যদি একেবারেই কথা না বলে তাহলে হয়ত উনি অপমানিত বোধ করতে পারেন।

গ্রীশা ইসাকভের এসব সংকোচের বালাই ছিল না। ও একটা সুটকেস

টেনে নেয় আর বেশ সহজভাবেই বলে : "বসুন দাদু, আসুন একটু ধোঁয়া টানা যাক।"

কোন তাড়াহুড়ো না করে ওরা সিগারেট ধরায়। গৃহস্বামী মনে হল আমন্ত্রণটা বেশ সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। কিন্তু উনি বেশ একগুঁয়ের মত খানিকক্ষণ নীরবতা রক্ষা করেন। শেষকালে গ্রীশাই জিজ্ঞাসা করে : "আপনার নাম?"

"তারাস।"

"আর আপনার পিতৃদত্ত নাম?"

ভদ্রলোক তাঁর চোখের কোণ থেকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ে দেন আর অপেক্ষা করেন কিছুটা তারপর জবাব দেন : "ইলিচ।"

বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কিন্তু গ্রীশা নিশ্চয়ই জানে এমন একটা মুহূর্ত আসবে যখন লোকটি মন খোলসা করবে। ও যে এখানে বৃথা বসে আছে তা নয়, গ্রীশাকে এখন মনের ঠিক তারের উপর আঘাত হানতে হবে।

"আপনি একা থাকেন, তারাস ইলিচ?"

"হ্যাঁ।" একটি মাত্র শব্দে পূর্ণ জবাব!

গ্রীশার মনে কেমন একটা জট পাকায় এই নির্জন অসামাজিক লোকটিকে নিয়ে।

"এই বাড়ীটা কি একজন লোকের পক্ষে বেশ একটু বড় না?"

"এটা তো আমার না।" তারাস ইলিচ তাড়াতাড়ি বলেন। "দুটো জীবনেও আমি এরকম একটা বাড়ী তৈরি করতে পারব না।"

এবার মনে হল ঠিক জায়গায় আঘাতটি লেগেছে। গ্রীশা অপেক্ষা করতে থাকে। আর সেটা বৃথা গেল না।

"কুলাকরা সব কারারুদ্ধ হল। ২৯ সালে।" ভদ্রলোক বলে চলেন। "এ গাঁয়ের অর্ধেকটাই ছিল কুলাকদের। ওরা সবাই ধরা পড়ে গাঁ ছাড়া হল। সেই সময়ই আমাকে বাড়ীটা দেওয়া হল। আমার ঠাঁই হয়েছিল আস্তাবলে ঘোড়াদের সংগে। মোটেই ভব্যসভ্য মার্জিত জায়গা নয়।"

"আপনি কি খামার বাড়ীর শ্রমিক ছিলেন?" সেমা জিজ্ঞাসা করে। ও বসেছিল সুটকেসগুলোর ওদিকটায়।

তারাস ইলিচ ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিলেন।

"তাও ঠিক বলা যায় না। আমি কেউই ছিলাম না। মানুষও নয় জানোয়ারও নয়। একটা প্রেত বলতে পারো।"

কম্বলের তলা থেকে এবার মেয়েরা মাথা বের করে উঁকে দেয়।

"সত্যিই তাই ভদ্রমহিলাগণ," উনি বাঁকা হাসি ফুটিয়ে জবাব দেন। "তোমাদের পক্ষে বোঝা একটু কঠিন হবে, এরকম সব গ্রাম তোমরা কখনও দেখো নি তো। কুলাকদের আড়ৎ সব। বাড়ীর প্রতিটি মালিক বড় লোক,

ওদের মধ্যে বেশির ভাগই ব্যবসাদার। সবচেয়ে বড়লোকদের আটখানা করেও বাড়ী দখল করবার ক্ষমতা ছিল। বড় বড় শহরে ওরা ওদের ছেলেপুলেদের লেখাপড়া শিখতে পাঠাত। ছেলেদের পদস্থ কর্মচারী ব্যবসাদার তৈরি করত। ও: কি একটা বিত্তশালী গ্রাম ছিল এটা। অসাধুতার পয়সা, তবে খুব তাড়াতাড়ি ওরা বড়লোক হতে পারত। তিনটে বছর, ব্যস, তার মধ্যেই একজন ফুলে ফেঁপে কলাগাছ।"

"এত পয়সা ওরা করত কি করে?" সেমা বেশ মুরুব্বি চালে ওদের জিজ্ঞাস করে।

"কি করে? সেটাই হল কথা।" তারাস ইলিচ চট করে বলেন। "আমি জানি কি করে ওরা করেছিল। আমার দশ আঙুলের মত সে গল্প আমার নখদর্পণে। শোনো কি করে। প্রথমত: চিঠি বিলি। শীতে ওরা আমুরের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত খাবারোভস্ক থেকে ওখোৎস্ক সাগর পর্যন্ত যেত। ডাকঘর চুক্তি করেছিল। ধরো তুমি আটজোড়া ঘোড়ার জন্যে একটা চুক্তিপত্রে সই করলে, একজোড়া বছরে সাড়ে সাতশো রুবল। ধরো তুমি পেলে মোটে চার জোড়া। আর চারজোড়া তুমি পেলে গরীবদের কাছ থেকে। এ ভাবেই ওরা পয়সা কামাত।

একজন গরীব লোক এসে বলল, "স্তেপান আইভানিচ, আমার কুকুর জোড়াটা নিন আর চিঠি বিলি করে দিন?" "তিন শো।" "একটু দুঃখ দরদ করুন স্তেপান আইভানিচ! ওরা আপনাকে সাড়ে সাতশো দেবে।' স্তেপান আইভানিচ শুধু হাসেন। 'আর একজনের টাকা গুনছ, কি হে? যাও রাস্তা দেখ আর নিজের চুক্তি নিজে করো। হতে পারে ওরা তোমাকে সাড়ে সাতশো দেবে। আমি দিতে পারব না।' ব্যস যে কথা সেই কাজ।"

"সাড়ে চারশো, ব্যস।" সেমা মনে মনে হিসেব করে "এই হল প্রথম। দ্বিতীয়: ব্যবসা বাণিজ্য। আমাদের কুলাকরা এখানে সব ব্যবসাদার। বড় বড় পাটোয়ার। মার্চ মাস আসতে না আসতেই ওরা ডগ-ট্রেইনগুলো বোঝাই করে সোনার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। আজকাল ওরা ওদের নানাইস বলে। আগে ওদের বলত সোনা দেখো, ওই জন্যেই ওরা সোনার ভেতর থেকে ময়লা বের করে নেয়। ওগুলো কিনতো না। ওর বদলে অন্য কিছু লেনদেন চলতে পারে। ওরা এক বোতল ভদকার বদলে দশটা বেঁজির চামড়া নিত। তারপর, বসন্তকালে যখন বরফ গলত, ওরা ওদের নৌকোয় চামড়াগুলো বেঁধে-ছেঁদে আমুরের স্রোতে পাল তুলে দিত। যেত সুংগারি কি সাখালায়ানে অথবা সীমান্ত পেরিয়ে ওগুলো বিক্রি করে আসত চীনেদের কাছে। এই হল ওদের পয়সা কামাবার দ্বিতীয় রাস্তা। আর তিন নম্বর হল মাছ। মাছ ধরার মরশুম পড়লে গাঁয়ের প্রতিটি মানুষকে পালা করে জাল ফেলতে দেওয়া হত।

দেখো, একজন কুলাকের, একটা জাল তার থাকবেই। দুশো আরশিন[১] লম্বা। আর গরীব হলে তার জাল হবে পঁচিশ আরশিন লম্বা। কুলাক তখন তার ওপর দিয়ে ঘাড় তুলে দিয়ে তাকে তাড়া দিয়ে বলে: "আরে সরো, সরো, এবার আমার পালা।" আরো একটা পয়সা রোজগারের রাস্তা ওদের ছিল। জ্বালানি কাঠ।

কাঠ কেটে ওরা বাণ্ডিল বেঁধে ফেলত আর তারপর নদীর পাড়ে ডাঁই ক'রে ফেলে রাখত। স্টীম-নৌকো এসে তুলে নিয়ে যাবে। গরীব লোকেরাও তাই করত। কিন্তু বড়লোকদের বিপক্ষে দাঁড়াবে ওরা কি করে? ব্যাপারটা চলত এইভাবে। একটা নৌকো এগিয়ে এল তীরের দিকে, মালিক বেরিয়ে এলেন ডেকের ওপর, আর চীৎকার করে উঠলেন, 'এ্যাই তোরা তোদের কাঠের কি দাম নিবি? কুলাক হাঁক পেড়ে জবাব দেয়, 'এর বদলে কি দেবেন কত্তা?' ওদের বেশি দরকার হত ময়দা, নুন আর চিনি; তার পরই রগড় শুরু হয়ে যেত; ওই দরাদরিটা দেখবার মত। কে বেশি আদায় করতে পারে কম দিয়ে। গরীব লোকটা তো সুযোগই পেত না। ও ওর বোঝাটা কুলাকটাকে বেচে দিত আর কুলাক দর কষত তারপর বেশ মোটা মুনাফায় ওটা বিক্রি করত। তাহলে এখন বুঝতে পারছ তো এভাবেই ওরা বড়লোক হত। আরো একটা রাস্তা ছিল। কিন্তু সেটা ছিল ডাহা একেবারে খুনখারাপির ব্যাপার।"

"খুন?" গ্রীশা বলে ওঠে।

"আরে ওরা করত না কি বল'! বিশেষ যখন সোনার লালচ জাগত। এমন একটা বছর ছিল না যখন কিছু না কিছু কুকর্ম হত। ব্যাপারটা ছিল এরকম: সন্ধেবেলা তালাশকারীরা কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরত। স্টীম বোটের জন্য অপেক্ষা করত। কুলাকরা ওদের বাড়ীতে নিয়ে যেত। খাওয়াত, বিছানায় ঘুমোতে দিত। আর রাত্তিরে ওদের গলা কেটে দিব্যি সোনা দানা সব হাতিয়ে নিত। ব্লাগোভেশচেনসকে নিয়ে গিয়ে সোনা বেচে আসত চীনাদের কাছে। এমন ঘটনাও ঘটত যখন এই একই সোনা চার হাত ফেরত হত। কুলাকটি চীনেদের বেচল। তারপর তার সুযোগের জন্য ওৎ পেতে রইল, চীনাদের মেরে ফেলল, আর তাঁর সোনা ফিরে পেল, আবার বেচল। চলল এইভাবে।

চীনারা কারবারীদের পিছু নিত, কারবারীরা চীনাদের। কখনও কখনও কারবারীরা ঘাড় ধাক্কা খেত।

এবার ইলিচ থামলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মনে হল এবার উনি উঠবেন আর চলে যাবেন। তারপর আবার সুটকেসের ওপর বসে পড়লেন।

১। আরশিন: প্রাচীন মাপ: ২৮ ইঞ্চির একটু কম।

গ্রীশা ইশাকোভ ও‘র মুখের দিকে রইল। এই বিষণ্ণ মানুষটি কত অশুভ গল্পই না জানেন। অদ্ভুত এক জীব! কে ইনি?

"আপনি কি এদিকেই থাকেন?"

"আমি? আমি এদের ধারে কাছেও থাকি না। আমি এসেছিলাম চেরনিগভ থেকে।"

"চাষী পরিবারের?"

"হ্যাঁ পাড়াগাঁয়েই জন্মেছি, একেবারে অজ-গাঁ—তারপর শহরে থেকেছি। আমি একজন মালী। ছিলাম আর কি এক সময়।"

"এখানে পাকাপাকি বাস করতে এলেন আর কি?"

"তা প্রায় বলতে পারো। জোয়াল দিয়ে খেটেছি সাখালিনের সেই হাড়-ভাঙা খাটুনি। ওখান থেকেই আমি এসেছি। সুন্দর একটা অভিযান ও: তুষার ঝড় আসছে। প্রাণপণ ছুট। তাতার প্রণালী পেরিয়েছি হামাগুড়ি দিয়ে···বুনো জানোয়ারের মত তাইগাতে থেকেছি······কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেয়েছি······।"

কঠিন শ্রম। তৎক্ষণাৎ কোমসোমোলরা সামাজিক অবিচারে একটা রোমাণ্টিক গল্প মনে মনে কল্পনা করে ফেলল। যার নির্দোষ ভুক্তভোগী হল তারাস ইলিচ।

"আপনাকে কি কঠোর শ্রমের ভার দেওয়া হয়েছিল?" তোনিয়া জিজ্ঞাসা করে।

"একজন কনট্রাকটারের গলা কাটা······আর সহজ উপায়ে তার যথাসর্বস্ব ডাকাতি করা।"

এত সহজভাবে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে সেমা আর গ্রীশা ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে না আর ক্লাভা তাড়াতাড়ি হাত চাপা দেয় চোখে। সে যে ভয় পেয়েছে তা নয়, আসলে এরকম একটা নির্লজ্জ স্বীকৃতির ফলে ওরা কিছুটা ঘাবড়ে যায়, সংকুচিত হয়। তোনিয়া ওর দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে। কঠিন কৌতূহলের মনঃসংযোগ ফুটে ওঠে সেই চাহনিতে।

"জিনিসটা মোটেই ভাল না, তাই নয় কি?" তারাস ইলিচ ঘুরে তাকায়। কিন্তু ছেলেটির মুখের ওপর কোন অপমান কি ঘৃণা লক্ষ্য করে না। ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর বলে:

"এ আর বলে বোঝাতে হয় না। ব্যাপারটা মোটেই শোভন নয়।"

ওদিকে শুধু শোনা যায় জেনার ছন্দ মিলিয়ে নাক ডাকার শব্দ। তারপর: "ঠিক আছে।" মানুষটির হাত একবার ছুঁয়ে গ্রীশা বলে। "ও ত অনেকদিন আগেকার ঘটনা। তখন অনেক কিছুই ঘটত।"

"আপনি একজন এখন সৎ শ্রমিক।" সেমা তাড়াতাড়ি বলে। "আর আপনার মুখের ওপর কেউ তো আর অতীতের কালি ছিটোতে যাচ্ছে না।

কে জানে, হয়ত সেই কনট্রাকটারের জীবনের কোনো দামই ছিল না, যার জন্যে আপনার জীবনের এত দুর্ভোগ গেল।”

“আমরা যে দুর্গতি ভোগ করেছি তার পরিমাপ হয় না বুঝলে,” লোকটি তাড়াতাড়ি বলেন, “সে কষ্ট মাপবার মত কোন হিসাবই নেই। সেই কনট্রাকটারের কথাই ধর। সে তো মরে গেছে। ভগবান তার বিচার করবেন। ভাবো তো আমায় যদি উসকানি না দেওয়া হত তাহলে কি আমি একাজ করতাম? ভেবে দেখো লোকেরা আমাদের কি করেছিল? আর তার কি কারণ ছিল বলো না। অভাব তো ছিল না।” উনি বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। চারধারে বিব্রত ভাবে চাইতে থাকেন। যেন ভয় পেয়েছেন। ছোকরারা বোধ হয় ওঁর কথা শুনতে পায় নি।

“আমার কথাই ধরো, আর সেই স্তেপান আইভানিচ, গাঁয়ের ভেতর সবচেয়ে ধনী লোক। আমি এখানে একজন পলাতক কয়েদী হিসাবে আসি—ছন্নছাড়া, খালি-পা, ক্ষুধার্ত, ছাড়পত্র নেই—একটা ভবঘুরে ছোটলোকের চেয়ে এমন কিছু ভাল অবস্থা নয় সেটা। উনি আমায় ভেতরে নিয়ে গেলেন। খাওয়ালেন। আমার মাথার ওপর একটা ছাদ দিলেন, আমাকে আশ্রয় দিলেন। উনি কোনো পাসপোর্ট চাইলেন না। থাকো কাজ কর ব্যস এই পর্যন্ত; ভগবান সাক্ষী আমি খেটে পেয়েছি! গাছ কেটেছি, কুকুরের পাল চরিয়েছি। মাছ ধরতে গেছি। ঘোড়ার তদারক করেছি। কুকুরদের খাইয়েছি। গরু দুয়েছি। জাল মেরামত করেছি। বাগানে কোদাল দিয়েছি। পায়খানা সাফ করেছি। এমন কোন কাজ ছিল না যা আমি করি নি। একমাত্র বেতন উনি যা দিতেন সেটা হল আমাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানো। ঐ কনস্টেবল্‌টা ছিল না। মোটা মতন। বছরে দুবার গাঁয়ে টহল দিয়ে যেত। চিঠিপত্র নিয়ে একবার শীতকালে। তারপর জাহাজে চেপে আরো একবার গরম কালে। পলাতক আসামীদের ধরত। আমার পাসপোর্ট নেই। আমার প্রভু পুলিশকে ঘুষ দিয়ে যাতে কয়েদ না হই তার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর শুধু আমাকে নয়। বড় লোকেরা নিয়মমাফিক চাকর-বাকরদের দিয়ে তো কিছু করাতেন না, ওরা মোটা টাকা চাইত। শুধু পলাতকদের দিয়ে কাজ চালাত।”

তারাস ইলিচ একটা সিগারেট গড়িয়ে দিলেন। বেশ কয়েকটা টান মেরে তারপর আবার তাঁর গল্প শুরু করলেন:

“আমাদের মাথায় ছিল একটি মাত্র ভাবনা: কি করে বেশি টাকা যোগাড় করে পালানো যায়। আমাদের টাকা থাকলে আমরা একটা পাসপোর্ট কিনে কেটে পড়তে পারতুম। কিন্তু টাকা আমরা পাই কোথায়? একটা রাস্তা ছিল: সোনা। কিন্তু সোনা তোমাকে খুঁজতে হবে। কিছু লোক ছিল

যারা এই সোনার সন্ধান পেয়েছিল পাহাড়ী নদীতে। একবার যদি ঠিক জায়গাটিতে ঘা মারতে পারো তাহলেই তোমার পথটাকে ঢেকে রাখতে হবে আর খুব গোপনে কাজ করে যেতে হবে। আর সেই সংগে তোমাকে তৈরি থাকতে হবে যে ঝুরো ঝুরো যা কিছু তুমি এক মাইল ধরে ধুয়ে নিয়ে এসেছো সব একেবারে মাটির তলায় পুঁতে ফেলতে হবে যাতে মালিক ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। কিন্তু স্তেপান আইভানিচের নাক···সাংঘাতিক তীব্র। উনি কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করেন না আর আমরা শিকারে যেতে চাইলে বাধাও দেন না. কিন্তু ঠিক খুদে খরগোশের মত আমাদের পিছু নেবেন। ঝোপের আড়ালে খাপটি মেরে বসে থাকবেন আর যেই কোনো লোক একটু অগোছালো হয়ে চান করতে নামবে সেখানেই উনি কুড়ুল নিয়ে গিয়ে হাজির হবেন। আর তাইগাতে যদি লাশ পাওয়া যায় তবে কেই বা গ্রাহ্য করে? পলাতক দাগী আসামী তো বুঝলে না?"

"তাহলে এই হ'ল পয়সা কামানোর আর একটা রাস্তা কি বলুন?" সেমা জিজ্ঞাসা করে।

"শ্ শ্। ওরা ঘুমিয়েছে।" তারাস ইলিচ জবাব দেয় মেয়েদের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে।

আর সত্যিই, মেয়েরা সব একে একে ঘুমিয়ে পড়েছিল। একমাত্র তোনিয়াই জেগে বসেছিল। সে ঠিক একই ভাবে তারাস ইলিচের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে তাকে লক্ষ্য করে। অনেক কিছু ভাবে। তার প্রতি ওর আগ্রহ জাগে। কল্পনা করে কী মর্মান্তিক একটা বরবাদ হয়ে যাওয়া জীবন। মানুষের নিঃসংগতা! যে সব মানুষ সমাজে কোনো ঠাঁই পায় নি।

"আমরা মেয়েদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি। অনেক রাত হল।" তারাস ইলিচ উঠতে উঠতে বলেন।

পনর

ভোর হল। ঝক ঝকে সূর্যালোকিত একটি সকাল। শেষ বারের মত একরাশ বরফের চাঁই মাথা জাগিয়ে ধেয়ে চলেছে উত্তরে। সেই সংগে এল উষ্ণ দখিনা বাতাস। বসন্তের স্মৃতি নিয়ে। আমুরের বিস্তৃত শরীর ঝিলমিল করছে রুপোর মত। এক বিচিত্র শিহরণ ছড়ায় তাইগার সুগন্ধে। মাটি থেকে উঠছে নতুন ঘুমভাংগা এক জীবনের স্পন্দন। বিশুদ্ধ স্বচ্ছ বাতাসে কাঁপছে শূন্যে বাষ্পরাশি। থর থর থর থর।

সেরগেই গোলিৎসিনের ঘুম ভাংগে অতি কষ্টে। আগের দিনের অস্বাভাবিক কাজের চাপ। সারা শরীরে প্রতিটি গাঁটে গাঁটে অসহ্য ব্যথা। এই নতুন জায়গা নতুন পরিবেশ এখনও অভ্যস্ত নয়। ওর কেবলই মনে

হচ্ছিল যে ঘুমোতে যাবে এইবার আর ঘুম থেকে জাগবে যেন ওর বাড়ীতেই। ওর চোখের ওপর খুশির ছোঁয়া এনে দেবে সেই অনেক চেনা দেওয়ালের কাগজ। পারিবারিক ফোটোগ্রাফ। আড়াআড়ি সেলাই করা তোয়ালে।

কিন্তু এখানেও চোখ খুলতেই ওকে সুপ্রভাত জানাল তাঁবুর ক্যাম্বিসের আচ্ছাদন, সারি সারি কাঠের খাটিয়া, আর তাঁবুর বাইরে···ও হো ওটা কি? ও লাফিয়ে ওঠে আর বাইরে দৌড়ে যায়। ওর চোখের সামনে এক অপূর্ব সৌন্দর্য চোখ ধাঁধিয়ে চমকে দেয় ওকে। বসন্তের মশলা গন্ধে ওর নেশা লাগে। এক রাতের ভেতর প্রকৃতির রূপ যেন কী আশ্চর্য ভাবে বদলে গেছে।

"জয় ভগবান।" আপন মনেই ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে। প্রথম ভাবনাই ওর মনে এল: "এসব খবর দিয়ে বাবাকে চিঠি লিখতে হবে।

ও ছুটে যায় নদীতে হাত মুখ ধোবার জন্য। বাতাসে একটা কনকনে-ভাব। কিন্তু সেরগেই ফরফর করে শার্টটা খুলে ফেলে আর বীরের মত বরফগলা জল দিয়ে গা-হাত রগড়াতে থাকে। খুশিতে নাক ঝাড়তে থাকে।

"বেশ ভাল লাগছে তোমার।" ওর পিছন থেকে একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

ও ফিরে তাকিয়ে দেখে ওয়েনার। ওঁর দৃষ্টি আটকে আছে সেরগেই-এর শক্ত বুট জোড়াটায়, সেরগেই নিজে নিচু হয়ে সেগুলো দেখল। কিন্তু কই? তেমন উল্লেখযোগ্য ত কিছু চোখে পড়ল না।

"তোমার নাম কি?" ওয়েণার জিজ্ঞাসা করলেন। এবার ওঁর চোখ সেরগেইর মুখের ওপর।

"দেখে মনে হচ্ছে তোমাকে দিয়ে আমি অনেক কাজ করতে পারি।" প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন।

সেরগেই এবার জল থেকে ওঠে। আর বেশ ভারিক্কি চালে ওঁর ধারণাটাকে জোরদার করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলে: "হ্যাঁ তা একশো ভাগ।"

এই মুহূর্তের একটু আগে পর্যন্ত ও নিজেকে একটু অসহায় বোধ করছিল। কিন্তু এখন ওর সাহস অনেক বেড়ে যায়, এটাও বেশ টের পেল। আর নিজেকে মনে হল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একজন যুবক, যে কি না যে কোনো পরিস্থিতিতে সহিষ্ণুতা দেখাতে পারে।

"আমি একটা দলের নেতা করে দিচ্ছি তোমাকে। এই দল যাবে তাইগাতে। সেখানে নদীর ওপর কাঠের গুঁড়ি কেটে ভাসিয়ে দিতে হবে।" এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে ওয়েনার ঘোষণা করেন। "ওগুলো সব ওখানে কেটে একেবারে বেঁধেছেঁদে রাখা হয়েছে তোমাদের জন্যে। বাড়ী তৈরির বরোগার কাঠ। ওগুলোকে সিলিনকা নদীতে গড়িয়ে দিতে হবে আর এখানে ওগুলো ভাসাতে হবে যখন নদীতে বেশ জল আসবে। তোমার সঙ্গে কুড়ি-

জনের মত জোয়ান লোক নিয়ে নাও আর ঠিক প্রাতঃরাশের পর রওনা হয়ে যাও। ওদের বুট দেখে বাছাই করবে।"

"সে আবার কি?"

"বুট দেখে বাছাই করবে," ওয়েনার আবার বলেন।

"দেখবে তোমার পাশ দিয়ে যারা হাঁটছে লক্ষ্য করবে সেইসব ছোকরাদের নেবে, যারা বেশ শক্ত ভাল বুটপায়ে দিয়ে আছে।"

সেরগেই তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নেয় আর ওর লোকজন বেছে নিতে দৌড় দেয়। ওর ভেবে দুঃখ হল যে ওই পাশা মাৎভিয়েভের বুট জুতো নেই। খুব খারাপ হল। পাশা খুব ভাল সংগী হত। ওর বুক ফুলছিল গর্বে। ও একটু হালকাভাবে বলল:

"তোমাকে সংগে নিতে পারতুম যদি তোমার এক জোড়া বুট থাকত।"

ওর আফশোষ দেখে পাশার মনে হল না যে ওকে একা ফেলে যাওয়া হচ্ছে।

"ঠিক আছে। আমি বুট ছাড়াই আরো জোরে দৌড়তে পারি।" ও বলল। ও ছুটে গেল ক্যানটিনে। সেরগেই-এর আরো আফশোষ হল ওকে সোজা ক্লাভা মেলনিকোভার কাছে যেতে দেখে। ও মনে মনে বলল, যাও তোমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।

ক্যানটিনের সামনে ও একটা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর যারাই আসে তাদেরই পায়ের দিকে লক্ষ্য করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও ওর দলের সংগীদের একটা তালিকা করে নেয়।

"কোথায় যাচ্ছ?" ইপিফানভ জিজ্ঞাসা করে।

"তাইগায়, কাঠের গুঁড়ি ভাসাতে।" সেরগেই হঠাৎ এমন একটা সুরে কথাটা বলে যে এই এই কাঠ ভাসানোর পেশায়, ও ওর জীবনটা বিলিয়ে দিয়েছে।

"ওহো সে একটা কাজ বটে!" ইপিফানভ ড্যাব ড্যাব করে ওর খয়েরি রংএর মোটা জুতো জোড়ার দিকে চেয়ে থাকে।

"চুলোয় যাক গে!" কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে ও হঠাৎ বলে ওঠে। "আরে আমাকে তোমার লিস্টিতে নিয়ে নাও না। আমি তোমার সংগে যাই।"

"তুমি পারবে না, তোমার তো বুট নেই হে।" সেরগেই বলে।

"আরে ওসব বুট-ফুটের আমার কি দরকার বলো না" আমি বুট ছাড়াই তোমার স্যাঙাত হয়ে যাব। আমি হলুম ব্যাঙের জাত। জল আমার আসল ঘর বাড়ী।"

পর মুহূর্তেই ও চলে আসে ক্যানটিনে। ওর সিদ্ধান্ত নিয়ে গর্ব করে। চেষ্টা করে ওর বন্ধু কোলিয়া প্লাতের সংগে কথা বলতে ওদের সংগে যাওয়ার ব্যাপারে।

"চলো হে বন্ধু। তাইগা এই সময়টা খুব জমকালো আর কি কম জল ? চলো, তোমার খারাপ লাগবে না।" কোলিয়াকে অবশ্য মিষ্ট কথায় তুষ্ট করতে হল না।

প্রাতঃরাশ শেষ করে সেরগেই তার তালিকা নিয়ে ছুটল সদর দপ্তরে। আমুরের কুমীর স্থানীয় লোকটিকে ডেকে পাঠালেন। যে ওদের গাইড হবে। ওদের দুজনকেই গ্রানাতভের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উনি ওদের জন্যে বরাদ্দ করে দিলেন দুটি তাঁবু, রুটি, কৌটো ভর্তি কিছু জিনিসপত্র, দেশালাই, সিগারেট আর লবণ। সেরগেই আরো কিছু মগ আর একটি চায়ের কেৎলি চাইল। কিন্তু কোনো চায়ের কেৎলি পাওয়া গেল না। গাইড বললেন, ওরা তাঁরটা ব্যবহার করতে পারবে। নৌকার মালিকের একটা দল আর সেই সংগে ইপিফানভ তার মোটা গোছের জুতো পায়ে ওর জন্যে অদূরে অপেক্ষা করছিল। সেরগেই সকলের মধ্যে মোটঘাট ভাগ বখরা করে দিল।

গাইডের দিকে চোখ পড়তেই গ্রিশা ইসাকভ খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে তারাস ইলিচ, আপনিও আমাদের সংগে যাচ্ছেন ?"

"তোমাদের জায়গাটিতে নিয়ে যাচ্ছি, ব্যস এইটুকু আর কি।" গাইড সংক্ষেপে বললেন "আমাকে ছাড়া একমাস ঘুরলেও তোমরা জায়গাটা খুঁজে পাবে না।" কথাগুলো বলে উনি ভাঁজ করা তাঁবুগুলোর একটা নিয়ে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দিলেন আর তারপর তার একটা আংটার সংগে একটা ভাঙা ঝরঝরে চায়ের কেৎলি বেঁধে ফেললেন।

দলটি এগিয়ে চলল। নদী ছেড়ে গিয়ে ঢুকল তাইগার ভিতরে। সেখানে ওরা এমন সব রাস্তা ধরে চলল যার হদিশ মেলে শুধু শিক্ষিত চোখের অভিজ্ঞতায়। কালো কালো তুষারের চাঁই তখনও ওদের চোখে পড়ল জায়গায় জায়গায় কিন্তু বসন্ত তার মধুর ঘন অরণ্যের ভারী গন্ধে চতুর্দিকে উড়িয়ে দিয়েছে জয়-পতাকা; যদিও গাছের ডাল পালা তখনও রিক্ত কালো তবু যাদুকরীর মোহিনী মায়ার কাজ তখন শুরু হয়ে গেছে আজ না হ'ক আগামী-কাল সব কিছু আবার নতুন প্রাণ স্পন্দনে সজীব হয়ে উঠবে, গাছে গাছে ধররে মুকুল, ফুটবে ফুল—বসন্তের অজস্র বর্ণসম্ভারে উপছে উঠবে সমস্ত বনস্থলী।

কিন্তু যাত্রাপথ যে বড় কঠিন। ঝড়ে পড়া গাছের ওপর উঠে তবে হামেশাই ওদের রাস্তা পার হতে হচ্ছিল। স্যাঁতসেঁতে জলাজমির ওপর দিয়ে ভিজে জুতো পরে সপ সপ করে হাঁটতে হচ্ছিল। ইপিফানভের ঐ ভারী জুতো জোড়াটা দেখতে দেখতে ভিজে ঢোল হয়ে উঠল। কিন্তু নাবিকের গড়িয়ে চলার ভংগীতে ও অপরাজেয় গতিতে সামনে এগিয়ে চলল। প্রচণ্ড এক স্বর্গীয় আনন্দে অরণ্যের সুবাসিত বাতাস শোষণ করে নিল বুক ভরে। আর অভিনব এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতিটি খুঁটিনাটি যেন পর্যবেক্ষণ করছিল। প্রথম প্রথম ছেলেরা খুব কথা বলছিল আর মজা করছিল কিন্তু

শীঘ্রই ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল আর নীরবে এগিয়ে চলল। এইভাবে প্রায় তিন ঘণ্টা পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। এবার ওরা জঙ্গলের ভেতর একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পেঁছাল আর একশো হাত এগোবার পরই ওরা এসে পড়ল সেই স্তূপীকৃত গাছের গুঁড়ির কাছে।

"এইবার আমরা ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি।" তারাস ইলিচ বলে।

সেরগেই সবাইকে ধাক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে এসে বলে, "আমরা এসেছি-ই-ই এই ত-অ-অ।"

নিমেষের মধ্যে ওদের ক্লান্তি উবে যায়। ওরাও এলোমেলোভাবে যেদিকে পারে দৌড় লাগায়। একা তারাস ইলিচই কেবল সংযত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। সারাটা যাত্রাপথে ও যেমনভাবে এসেছে।

আরো একবার ওরা শোনে জলের ছপ ছপ শব্দ। আর হঠাৎ নিচের দিকে ওদের চোখে পড়ে একটা চঞ্চল পাহাড়ী নদী ফুলে ফেঁপে দুই পাড় ছাপিয়ে ছুটে চলেছে। তার ডান দিকের পাড়টা বরাবর উঁচু হয়ে আছে গাছের ছালশুদ্ধ গুঁড়ির পাহাড়—যতদূর চোখ যায়।

কোমসোমোলরা ব্যস্ত হয়ে বরফগলা জল পান করে। কিছু খাবার নিয়ে খানিক বিশ্রাম। সেরগেই অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করেছিল তারাস ইলিচকে একবার জিজ্ঞাসা করবে কি করে এই কাঠের গুঁড়ি ভাসাতে হয়। কিন্তু একটা গর্ববোধ কেবলই ওকে বাধা দিচ্ছিল। হাজার হোক ও তো দলপতি আর তারাস ইলিচ নিছক একজন গাইড। আর কী বা এমন কাজ। খুব একটা জটিল কিছু তো নয়।

"নাও এবার গড়িয়ে দাও!" উনি চেঁচিয়ে উঠলেন নিজে প্রথম গুঁড়িটা গড়িয়ে দিলেন। ঝপাং করে ভারী একটা শব্দ তুলে সেটা জলে গিয়ে পড়ল। রূপালী জল চারদিকে ছিটকে পড়ল। ওঁর দেখাদেখি একজন ঠিক ওমনি-ভাবে গড়িয়ে দিল, তারপর আর একজন তারপর দেখা গেল সমস্ত দলটাই সেইসব সুবাসিত সসূন কাঠের গুঁড়িগুলো জলে গড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের এ কাজে যেন আনন্দের সীমা নেই। যেন ছেলের দল খেলায় মেতেছে। কঠিন কাজ করছে মনেই হয় না।

তারাস ইলিচ একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে লক্ষ্য করছে। এই কাণ্ড দেখে ত ও তো একেবারে অবাক। ওর ঠোঁটের উপর খেলে যাচ্ছে হতবুদ্ধির হাসি। উনি জানতেন, উনি ভাবছিলেন, এই কাজের প্রতিটি বিষয় জানতে হয়। নির্ভুলভাবে উনি তোমাদের বলতে পারেন পরদিন গায়ে গতরে কী সাংঘাতিক ব্যথা হবে আর হাতে কিরকম কড়া পড়বে! উনি জানেন একটা গুঁড়ি আর একটার উপর হুড়মুড়িয়ে পড়লে কী বিপদ ঘটবে। গুঁড়িতে গুঁড়িতে ধাক্কা লেগে তোমার কাতে ছিটকে এসে লাগবে তার ভাঙ্গা টুকরো আর চোঁচগুলো। একটা জিনিস অবশ্য উনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে সম্ভব

হতে পারে : উনি ভাবতে পারেন নি এই দুর্বহ কাজে এত আনন্দ থাকতে পারে, একটা খেলা, যেন এক ধরনের আমোদ।

উনি মনে মনে বললেন আমার চলে যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু উনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

মনে হল কোমসোমোলরা ওর উপস্থিতি বেমালুম ভুলে গেছে। খেয়াল হল যখন ইপিফানভ হাঁক দিয়ে বলল : "কই, বাবা! একবার এদিকে আসুন, একটু হাত লাগান! দেখুন কিরকম কাজ চলছে!"

তারাস ইলিচ ওর কথার জবাব দেন না। এই সুখী উৎসাহী তরুণদের দৃশ্য ওঁর নিজের বিপথগামী জীবনের প্রতি একটা দারুণ ঘৃণায় ভরিয়ে তুলল।

কিন্তু তরুণরা জানত না কি করে এই কাজ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত তারাস আর নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। যখন দেখল ওরা সব এক জায়গায় ভীড় করছে, এ ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে! উনি চেঁচিয়ে কে কোন দিকে কাজ করবে বলে দিতে লাগলেন। আর ছেলেদের আরো ভাল ভাবে সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে লাগলেন।

"হ্যাঁ, ঐভাবে আরো ভাল হবে।" সেরগেইকে উনি বলেন, "সময়মত দেখিয়ে দেব" সেরগেই বলল।

বৃদ্ধ অভিজ্ঞ লোকটির কর্মপদ্ধতির ঠিক অভিপ্রায়টি ধরে নিয়ে সেরগেই তার নিজের ধারণা অনুসারে গুঁড়ি গড়ানো ছেলেদের লাইনটাকে ছড়িয়ে দেয়। আর যখন তার আর তারাসের চিন্তার মধ্যে কোন বৈপরীত্য সৃষ্টি হচ্ছিল না, সেরগেইর কথামতই শেষ পর্যন্ত সব কাজ হচ্ছিল কেননা সেই তো দলপতি হয়ে এসেছে।

প্রথম চোটে একটা এলোমেলো উল্লাস দেখা গিয়েছিল। সে ভাবটা কেটে গিয়ে আস্তে আস্তে যথাযথ কাজের অভ্যাসটা ধরা পড়ছিল। চোখে পড়ছিল একটা সংগঠন আর প্রতিযোগিতা। ছেলেদের মধ্যে অনেকেই কে কটা গুঁড়ি ভাসিয়েছে তা গুনছিল আর তাদের সাফল্য নিয়ে গর্ব করছিল। ওরা সবাই অক্লান্তভাবে আর সহযোগিতার সংগে কাজ করছিল।

তারাস ইলিচ মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছিলেন ওদের সংগে। সাগ্রহে ছেলেদের হাসি-তামাসায় যোগ দিচ্ছিলেন। আবার হঠাৎ এই কর্মব্যস্ততার ভেতর থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে কর্মচঞ্চল এই দৃশ্যের দিকে কেমন একটা শুকনো জ্বলন্ত চোখে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে দেখছিলেন।

কেউই ওঁর দিকে মনোযোগ দেয় না। কিন্তু এবার সন্ধ্যা নামে। আর ছেলেরা বুঝি ক্লান্তি আর ক্ষুধায় ভেংগে পড়ে, দাঁড়াবার একটুও শক্তি ওদের নেই। সেই সময় ওরা আবিষ্কার করে তাঁবুর জ্বলন্ত আগুন পোহানো মজলিশ। অপেক্ষা করে আছে ওদের জন্য। একটা ফুটন্ত চায়ের কেৎলি।

খোলা পাত্র। তাঁবু পড়েছে একটা পাহাড়ের মাথায়। শেওলা আর শুকনো পাতার সার দিয়ে টানা।

"সত্যি দাদু আপনি আমাদের একটা মস্ত উপকার করলেন!" ওরা বলে। "আরে আপনি কখন এসব গোছগাছ করলেন। যোগাড় করলেন এত সব?"

"আরে আমি এসব করে করে বুড়ো হয়ে গেছি, এ আর আমার কাছে নতুন কি।" তারাস বিব্রত হয়ে বিড় বিড়করে বলে ওঠেন।

সেরগেই সান্ধ্যভোজে বসে তার উপদেশ চায়: "কতটা সময় আমাদের লাগবে আপনার মনে হয় আমাদের একাজ তুলতে?" ও জিজ্ঞাসা করে।

তারাস মনে করে তা প্রায় পাঁচ দিন নেবে। "কি তার চেয়ে বেশিও লাগতে পারে।" উনি বললেন। "নদীর পাড়ে আরও অনেক কাঠ পড়ে আছে। ওখানে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেতে পারে। তারপর ভাসিয়ে দিলে হবে। কিন্তু দু'এক হপ্তার মধ্যে নদীর জল এত নেমে যাবে যে আবার ঢল না নামা পর্যন্ত তোমাদের এই কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।" এক মুহূর্ত নীরবতার পর উনি আবার শুরু করলেন: "আমি তোমাদের চায়ের কেৎলিটা দিয়ে যাব। তারপর তোমরা ফিরে গিয়ে ওটা আমাকে ফেরৎ দিলেই হবে।"

"তারাস ইলিচ আপনিও আমাদের সঙ্গে থাকছেন না কেন?" গ্রীশা ইসাকভ বলে। "আমরা এক সঙ্গেই ফিরে যেতাম।"

"আমি থাকব কেন?" তারাস মুখটা কালো করে বলল। "আমাকে তো কেউ কাজের জন্য ভাড়া করে আনে নি। আমি আবার এর মধ্যে গুঁতো-গুঁতি করি কেন?" সেরগেই একটু ভয় পাচ্ছিল। একেবারে একা সব দেখতে হবে। অভিজ্ঞ লোক কেউ থাকবে না।

"আমাদের সংগে থাকুন না দাদু।" ও তবুও বিনীতভাবে একবার পীড়াপীড়ি করে। "আমরা আপনাকে দলে নোবো আর আপনি এর জন্য টাকাও পাবেন। আপনি একরকম শিক্ষক হয়েই থাকবেন।"

কোনরকম প্রতিশ্রুতি না দিয়ে তারাস বলে, "আর আমার খামারের দেখাশোনা কে করবে?"

গ্রীশা ইসাকভ লক্ষ্য করল ওঁর মুখের উপর কিসের একটা কালো ছায়া। আর সেই সংগে এটাও উপলব্ধি করল আসলে খামারটা একটা বড বাধা নয়। এই বিচিত্র মানুষটির চিত্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব আর তার আবেগে ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্ছে। আগের দিন রাত্রে খোলাখুলি অংগীকারের পর উনি যেন আগের থেকে আরো চুপচাপ হয়ে গেছেন। কম কথা বলছেন। সকলের দিকে খুব সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখছেন যেন ওদের হাতে উনি মস্ত একটা আঘাত সহ্য করেছেন। ওঁর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল আর দিনের আলোয়.

চামড়ায় যেন কুঁচকে যাওয়া দাগ। ওঁর কপালের পাশে দাগটার কালশিটে পড়ে সেলাইয়ের চিহ্নটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"কুড়ুলের ঘায়ে এমনটা হয়েছে?" গ্রীশা বেশ সতর্কভাবে জিজ্ঞাসা করে।

"না। একটা ভালুক।"

অমনি ছেলেদের কান খাড়া হয়ে ওঠে।

"ভালুক? আমাদের বলুন না কি হয়েছিল। কি করে কি ঘটল?"

"বেশী কিছু বলবার নেই। স্বাভাবিক ভাবেই। যেমন হয় আর কি। নখের আঁচড়।"

উৎসুক তরুণ কয়টি মুখ ওঁর দিকে ফেরে। ওঁর নীরবতার হিম গলিয়ে দেয়। আর উনি সংগে সংগে বলতে শুরু করেন: "ব্যাপারটা কিছুই না। আমি একজন বুড়ো লোককে জানতুম। তার নাম বাতুরিন। এখন আর বেঁচে নেই। ওর সমস্ত মুখটা ছিঁড়েখুঁড়ে গিয়েছিল। ও গিয়েছিল বাঘ শিকারে। ও নিজে, চারজন শিকারী আর ওর ভাইপো। সে সময় ভাইপোর বয়স মোটে চোদ্দ। তা বাঘটাকে তাক করে ওরা গুলি ছুঁড়লে কি হবে তাকে মারতে পারল না। সে একটি লাফ মেরে একেবারে বাচুরিনের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল, তাকে মাটিতে ফেলে তার মাথার ওপর থাবা বসিয়ে দিল। দেখে মনে হল বাতুরিনের সব শেষ। শিকারীরা সব ছুটে পালাল— আর ওদের তো দোষ দেওয়া যায় না—সে একটা ভয়াবহ ব্যাপার। কিন্তু ছেলেটা তার রক্ত মাংস থেকে পালায় কি করে? তাই একটা কুঠারকে শক্ত হাতে ধরে সেটা দিয়ে বাঘটার মাথার ওপর প্রচণ্ড এক আঘাত করল। একেবারে হাতলটা পর্যন্ত মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। আর ওদিকে বাতুরিন পড়ে আছে রক্তারক্তি হয়ে। তার নিজের রক্ত বাঘটার রক্ত। বাঘটা রক্তারক্তি হয়ে ওর ওপর মরে পড়ে যায়। সেই থেকে সারা জীবন সে বাঘের আঁচড়ানো কামড়ানোর দাগ নিয়ে বেঁচে রইল।"

বনস্থলীর ছায়া বেরিয়ে আসছিল হামাগুড়ি দিয়ে। নীচে দিয়ে নদী বয়ে চলেছে কুলকুল করে। মাথার উপর গাছের শুকনো ডালপালা বাতাসে মড় মড় করে উঠছে।

"এখানে অনেক বাঘ আছে?" কে একজন জোর করে খানিকটা স্থৈর্য এনে জিজ্ঞাসা করল।

"না। অনেক দিন তেমন কিছু শুনি নি।"

তারাস ইলিচ মাথা নীচু করে বসেছিল।

"ওঁরা আমাদের দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন," হঠাৎ মুখ তুলে উনি বলে উঠলেন। মুহূর্তে রাগে ওর চোখ দুটো ঝলসে ওঠে। কিন্তু সংগে সংগে সেই পুরোনো আহত দৃষ্টি আবার যেন সেটাকে মুছে দেয়। "তোমাদের বড় কর্তা বলেন, আমাদের সবাইকে টাকা দেওয়া হবে। গাড়ীঘোড়া,

আমাদের বাড়ীর দাম আর ওরা আমাদের নতুন জায়গায় নিয়ে যাবে। এখানে কিছুতে থাকতে পারবে না। সাদা কথা। খুব সোজা ব্যাপার। এখানে ঘরবাড়ী হচ্ছে। নতুন শহর হচ্ছে।"

হঠাৎ তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়। এভাবে গাঁয়ের লোকেদের জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা কি উচিত না অনুচিত। সবাইকার মন তারাস ইলিচের জন্য খারাপ হয়ে যায়।

উনি নিজেই শেষকালে সিদ্ধান্তটা সমর্থন করেন। গাঁয়ের লোকেদের নতুন জমি দেওয়া হোক। "আর এভাবে খামার নিয়ে আমাদের এখানে দিন চলছে না।" উনি বলেন, "এখানে যে ঘর বাড়ী হচ্ছে সে সব নিয়েও কেউ কথা বলছে না। শুধু আমাকে জিজ্ঞাসা করা হল না কেন একবার যে আমার টাকার দরকার আছে কি নেই? ও কটা টাকা আমার কাছে কীই বা? মনে করলে অনেক আগেই আমি এখান থেকে চলে যেতে পারতুম। খালি মনে হত রাশিয়াতে ফিরে যাই। কিন্তু এখন,—এটা কি রাশিয়া নয়? মাঝে মাঝে আমি আমার চারধারে চেয়ে দেখি আর দেখি এর আয়তন, কী বিশাল এই দেশ আমার দম বেরিয়ে যাবার যোগাড়।"

"কেন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন না। আমাদের শহর গড়ার কাজে আমাদের সাহায্য করবেন?" গ্রীশা বেশ আটঘাট বেঁধে জিজ্ঞাসা করে।

তারাস ইলিচ কোন জবাব না দিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

"জানেন ওয়েনার আমাদের কি বলেছেন? আমরা নদীর ওপর গ্রানাইটের বাঁধ দিতে চলেছি। চওড়া রাস্তা হবে। দুপাশে বীথিপথ। এখানে না থেকে এ দৃশ্য দেখতে না পাওয়া খুবই দুঃখের ব্যাপার। এই শহরের একজন হতে না পারা সেটাও কম দুঃখের নয়।" ইপিফানভ বলে। "নতুন শহরটা হবে একটা মিনারের মত।"

তবুও তারাস ইলিচের মুখে কোন কথা নেই। শুধু মাথা হেঁট করে সেখানে বসে থাকেন। যেন ওদের ভেতর চেনাশোনা নেই কারো সঙ্গেই।

"গ্রীশা আমাদের কিছু কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাও তো," ইপিফানভ বলে।

"সত্যিই এরকম একটা জায়গা ঠিক কবিতারই উপযুক্ত।" মনে হল গ্রীশার যত কবিতা মুখস্থ আছে তার যেন শেষ নেই। ওর নিজের কবিতা আর অন্যের লেখা কবিতা। এখন এদের কাছে কি আবৃত্তি করা যায়? ও যখন সোনিয়ার সঙ্গে ছিল ওর মনে তখন যথার্থ কবিতার সুরটি বাজত। কিন্তু এখানে এখন কি আবৃত্তি করে? কি কবিতা এমন আছে যাতে তারাস ইলিচ এই শহর গড়ার কাজে থাকতে চাইবে আর এ ব্যাপারটায় আগ্রহ দেখাবে। অথবা কি সেই কবিতা যা ছেলে-ছোকরাদের কাজে লাগাবে আজকের থেকে আরো উদ্যম আর উৎসাহ এনে আগামী কাল?

"পেরিকোপ।" স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। কবিতাটা ওর খুব প্রিয়। সবার জন্য সেই কবিতা—সবাইকে নিয়ে তারাস ইলিচকেও নিয়ে; এ সেই মহান অনুভূতি আর বিরাট দায়িত্বের কবিতা।

কিন্তু যারা মৃত পড়ে যাবার আগে,
আরও এক পা যায় এগিয়ে।

এ কবিতায় কারো সুখ গড়ে তোলবার স্বপ্ন প্রকাশ পেয়েছে; হয়ত আমুরের ওপর এক নতুন অপূর্ব শহর গড়ে তোলবার কবিতা।

"আমাদের স্বপ্নে দেখা দৃশ্যগুলি বড় বেশি ঝলমলে
জেগে উঠে বুঝি তার দিকে চাওয়া যায় না;
যদিও স্বপ্ন যে দেখে তার কাছে বড় সত্যি মনে হয়
তবু সেই স্বপ্নের কথা নিয়ে গান গাওয়া যায় না
কারো কাছেও বলা যায় না।"

ওর আবৃত্তি করতে করতে হঠাৎ ভয় হল ওর শ্রোতারা বোধ হয় বুঝতে পারছে না তিখোনভ এ কবিতায় কি বলছেন। তবে ওর ভয়টা অমূলক।

"হয়ত কোনো দিন কেউ আমাদের নিয়ে কবিতা লিখবে।" গ্রীশা শেষ করতে ইপিফানভ বলল।

গ্রীশার মায়াকোভস্কিকে মনে পড়ল। আহা, এই আমাদের এক বন্ধু ছিলেন যাঁর স্থান ছিল ঠিক এই অগ্নিশিখার উজ্জ্বল গোলকের মধ্য বিন্দুতে! আমাদের এই বন্ধু তাদের কর্মে সংগ্রামে সাহায্য করে গেছেন! নিঃসংশয়ে কোনো ভুল উক্তির ভয় না করে সে একটা কবিতা শুরু করে দেয়। ভুলে যাওয়া কতকগুলি লাইন নিজের মত সাজিয়ে বলে যায়। তার নিজের শব্দ দিয়ে তৈরি করা কতকগুলি বাক্য। উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে থাকে সেই বাণী। যার ভেতর রয়েছে একটা প্রেরণা যুদ্ধের আহ্বান। যার প্রতিটি শব্দ বিষয়বস্তুর একেবারে মর্মে গিয়ে আঘাত করে:

আমরা সবাই কমরেড—তাই এসো
আমাদের সেই গৌরবকে ভাগ করে নিই
একই স্মৃতিসৌধের গায়ে এসো
আমাদের সেই কাহিনী
সমাজতন্ত্রের স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখি,
চির কালের সমরাঙ্গনে গড়া সেই স্মৃতিসৌধে লিখে রাখি।

তারাস ইলিচের দিকে চেয়ে ও বলে যায়। যেন কথাগুলো বিশেষভাবে তাকে উদ্দেশ করেই বলা হচ্ছে।

আমাদের এই পৃথিবী
আনন্দের যথেষ্ট উপকরণে সাজানো নেই।
ভাবীকালের মুঠো থেকে
এসো আমরা আনন্দকে নিঙড়ে নিয়ে আসি।
এ জীবনে মরে যাওয়া
সে তেমন কঠিন নয়
জীবনকে গড়ে তোলা সে আরো কঠিন আমি বলব
আমি সাহস করে বলব।

এর বেশ কিছুক্ষণ বাদে, গ্রীশার ঠিক পাশেই, তারাস ইলিচ ঠাসাঠাসি তাঁবুটার ভেতর শুয়েছিল। হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে আপন মনেই খুব নিচু গলায় বলছিল:

"মনে হচ্ছে ছোকরার দল, আমি হয়ত তোমাদের সংগেই এখানে থেকে যাব।" "একটু অশিষ্ট ভাবেই আরো বলতে থাকে: "আমাকে ছাড়া তোমরা ত কতকগুলো বোকা আনাড়ী মজুর।"

গ্রশা এত ক্লান্ত যে সংগে সংগে ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝরাতে হঠাৎ ওর ঘুম ভেঙে গেল। যেন কেঁদে উঠল। চারদিক অন্ধকার, ঠাণ্ডা নিঃশব্দ। নদী তেমনই কুল কুল করে বয়ে চলেছে। সবাই ঘুমোচ্ছে। কিসে তার ঘুম ভাংগল? কি হল? ওর ভেতরে যেন কী একটা অস্বস্তি। যেন কী একটা অসমাপ্ত কাজ ওর মনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ ঠিক তাই। ওহো, এ যে তার নিজেরই কবিতা। ও মায়াকোভস্কির মত লিখতে শিখবে—এমনি সোচ্চার সাহস আর স্পষ্ট ভাষণ; এখানে সেখানে ঝোপ ঠেংগানো নয়, একেবারে সরাসরি বিষয়বস্তুটার মর্মে আঘাত!

পরমুহূর্তেই আবার ও ঘুমিয়ে পড়ে। শারীরিক ক্লান্তিতে ও আর কিছুতে চোখ টেনে রাখতে পারছে না।

ষোল

কোমসোমোলদের মধ্যে যারা গাঁয়ে ছিল আলস্য ও অনিশ্চয়তার ভারে ওরা ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। সেই চমৎকার সকাল বেলায় ওরা অপেক্ষা করেছিল একটু পেশী চালনা আর কসরৎ করবার আশায় যেমন আগের দিন করেছিল।

কিন্তু করবার মত কাজ ওদের কিছুই ছিল না। ওয়েন'ার যেন এক অন্তহীন অধিবেশন বসিয়েছেন বজরার ওপর। যার ওপর যা ভার দেওয়া

হয়েছে পদনির্বিশেষে সবাই এসে যোগ দিয়েছে। কোমসোমোলরা লক্ষ্যহীন ভাবে যে যার বদ অভ্যাসে লাগামছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ওদের কানে একটা গুজব আসে। ওদের নাকি ভুল করে এখানে আনা হয়েছে। নগর নির্মাণের আসল জায়গা একেবারে এ তল্লাটেই নয়। গাঁয়ের একজন মানুষ তার বেশ বড় দাড়িটায় টোকা দিয়ে জনরবটা নির্ভুল প্রমাণ করে।

"কথাটা একেবারে সত্যি। প্লেনে করে এক প্রতিনিধি দল এসেছেন। ওঁরা বলছেন এখানে শহর তৈরি করা চলবে না। মাটি তেমন উপযুক্ত নয়।"

"বুদ্ধু কোথাকার," কোমসোমোলরা ঠাট্টা করে বলে, "এ সত্যি হতেই পারে না।"

কিন্তু অনিশ্চয়তার বীজ যে বোনা হয়ে গেছে এরি মধ্যে। কে বলতে পারে? বোধহয় সেইজন্যই চলেছে এতক্ষণ ধরে ঐ সম্মেলন।

দুপুর বেলার একটু পরেই সম্মেলন শেষ হয়ে যায়। কোমসোমোলদের একটা ছোট দলকে পাঠিয়ে দেওয়া হল যন্ত্রপাতির মোটমাট খোলবার জন্যে। ওরা নদীর পাড়ে সেইসব গাঁটরি খুলতে থাকে। ওদের চারপাশে একদল লোক ভীড় করে দেখছে।

তরুণরা আশা করেছিল, যে যার পেশা অনুযায়ী সব রকমের যন্ত্রপাতি পেয়ে যাবে। কিন্তু ওদের দেওয়া হল শুধু কুড়ুল আর করাত।

কোলিয়া প্লাত বেশ গর্বের সংগে ওর করাতটা ঘুরিয়ে পরখ করছিল। এমন সময় ওয়েনারের কণ্ঠস্বর বেজে ওঠল:

"কোমসোমোলরা! সবাই দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ো।"

কোন দলই ত আর ছিল না। ট্রেনে যাদের নিয়ে টীম তৈরি হয়েছিল তারা সব কে কোথায় ছিটকে গেছে। ওদের সদস্যরা এখন একে অন্যকে খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই বন্ধুত্ব অনুযায়ী ওরা দল তৈরি করে নেয়। যে সব শহর থেকে ওরা একসংগে এসেছে। অথবা অন্য কোন একটা পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে হয়ত ভাব জমে উঠেছে।

আবার নতুন একটি আদেশ দেওয়া হল:

"২ নং ইউনিটে দুশো জন আর ৩ নং ইউনিটে দুশো জন লোক থাকবে।"

"২ নং ইউনিট কি?" কোমসোমোলরা পরস্পর জিজ্ঞাসা করে।

"একটা যন্ত্রপাতি কলকব্জার দোকান।"

"আর ৩ নং ইউনিট?"

"একটা করাত কাটার তক্তার কল।"

কোমসোমোলরা এ দল থেকে সে দলে ছুটে যায়। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ২ নং ইউনিটের কার্যভার নিতে চায়। তার ফোরম্যান হল একজন

মোটা বেঁটে মতন লোক। চোখের দুপাশে ঝোলানো চশমা। লালচে নাক। ওর নাম প্যাভেল পেত্রোভিচ। আর কোমসোমোলদের নিয়ে ও যে কি করবে ভেবে পায় না। কেমন দিশেহারা হয়ে গেছে। ওয়েনার আর গ্রানাতভের মাঝখান দিকে একবার সামনে একবার পিছনে দৌড় ঝাঁপ করতে থাকে। তার চশমার ওপর দিয়ে অনুনয় বিনয় করে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

কোলিয়া প্লাত ওর কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে বেশ কড়াভাবে বলে, "আমি আশা করি আপনি জেনে রাখবেন যে আমি একজন বেশ বড় দরের মেকানিক।"

প্যাভেল পেত্রোভিচ এক মুহূর্ত ওর দিকে নির্বাক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, তাকে, তারপর ফস করে বলে ফেলে, "আর, বন্ধু, আমি হচ্ছি তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন ঘর বাড়ী তৈরির মিস্তিরি। আমি আশা করব এটাও আপনি মনে রাখবেন।"

অন্ধকার নিস্তব্ধ তাইগার এক প্রান্তে যন্ত্রপাতির দোকানটা খাড়া করতে হবে। পায়ের তলায় শরতের ঝরাপাতা, সপসপে করে ভিজিয়ে দিচ্ছে জলের ধারা, মাথার উপর গাছের ডালপালা এমন ঘন হয়ে জড়িয়ে রয়েছে যেন দিনে আলো একটুও ঢুকতে পায় না। ২ নং ইউনিট নিয়ে এল করাত, কুড়ুল আর একটা চলমান রসুই-ঘর। সঙ্গে ওদের খাবার দাবার।

"রসুই ঘরের কমরেডরা! ওখানে ঘর গেরস্থালী সব সাজিয়ে ফেল!" প্যাভেল পেত্রোভিচ হাঁক দিয়ে বলে। পাহাড়ের ধারে একটা শুকনো মতন জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ওখানে মাথা তুলেছে দুটো বার্চ।

ক্লাভা আর লিলকা ওদের থালা বাসন মোট ঘাট খুলে বের করে বেশ খুশি মনে। আহা এই বনের ভেতর রান্না করার কী যে মজা! সেমা আলতশুলার একটা পাথরের উনুন পাতার কাজে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়।

"এবার ভাই সব," বেশ ভয়ে ভয়ে ছোকরাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্যাভেল পেত্রোভিচ বলতে শুরু করে, "এখানে হবে মেশিনের দোকান। এর জন্যে আমাদের জমিটা সাফ করে ফেলতে হবে, গাছপালা সব কেটে ফেলো। ডালপালাগুলো ছেঁটে ফেলো, গাছের ছাল ছাড়িয়ে গোড়াগুলো টেনে বের করে নাও। নাও নাও, জলদি করো।"

"বাঃ বেশ মজা তো। একেবারে একসঙ্গে এতগুলো কায়দা কানুনে মহা-প্রভু হয়ে বসতে হবে।" কোমসোমোলরা হেসে ওঠে।

সবাই হাতে হাতে কাজ করবে এমন পর্যাপ্ত করাত কুড়ুল কই। কোলিয়া প্লাত স্বেচ্ছায় ওর করাতখানি ফেলে দিয়ে অপমানিত বোধ করে মনে মনে আর কাঁধটা নিচু করে চুপ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। ভালিয়া

বেসসোনভ কাদার ভেতর এক পা ডুবিয়ে বসেছিল একটা গাছের গুঁড়ির উপর। একটা গাছের ডাল দিয়ে জুতোর কাদা তুলছিল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে।

প্রথম গাছটা পড়ার শব্দ শোনা যায়। বাতাসের ভেতর হিস্‌হিস শব্দ ওঠে। নিচে ঝোপ ঝাড়ের উপর পড়ে সেগুলোকে দুমড়ে দেয়।

"আমাদের কি করতে হবে, কাউয়া গুনবো এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?" পেতিরা গলুবেনকো ফোরম্যানকে বেশ মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করে।

প্যাভেল পেত্রোভিচ বুঝতে পারে না কি জবাব দেবে। বাড়ীর জমির জন্যে বনবাদাড় সাফ করার অভিজ্ঞতা ওর এই প্রথম। ও হুকুম দিয়েছিল, "কিছু ছেলেকে গাছ কাটতে দেওয়া হোক। কিছু ছেলে ওগুলোকে করাত দিক আরো জন কয়েক গোড়া টেনে বের করুক।"

পেতিয়া গোলুবেনকো, কোলিয়া প্লাত আর ভালিয়া বেসসোনভ হল এই চল্লিশ জনের ভেতর "আরো জন কয়েক" যারা কাটা গাছের গোড়া টেনে বের করবে।

"ওটা হল তোমাদের কাজ," প্যাভেল পেত্রোভিচ অসহায়ভাবে একটুখানি হাত নেড়ে বলে। "গোড়াগুলো টেনে বের করো, শুনতে পাচ্ছ আমি কি বলছি?"

পেতিয়া গোলুবেনকোই সব প্রথম একটা বড় গুঁড়ির কাছে দৌড়ে গেল, ওটাকে লাথি মেরে দু হাত দিয়ে টানাটানি করতে লাগল। শেষকালে যখন একটুও নড়ানো গেল না, তার ওপর লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ওর বন্ধুদের দিকে চেয়ে দুষ্টুমি করে চোখটা একবার কুঁচকে হাসল, "প্যাভেল পেত্রোভিচ, এটা বেরিয়ে আসছে না!"

তখন ফোরম্যান সগর্বে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে আসেন, পেতিয়া বেশ ভাল মানুষের মত বলে, "আমরা তো জানি না কি করে করবো, দেখুন না? আপনি আমাদের দেখিয়ে দিন, প্যাভেল পেত্রোভিচ।"

"দেখাবার কি আছে!" বলতে বলতে প্যাভেল পেত্রোভিচ অবাধ্য গাছের গুঁড়িটার কাছে এগিয়ে আসেন। "কই দেখি আমাকে একটা কুড়ুল দাও তো।" উনি শেকড়গুলো কাটতে শুরু করে দেন। "নাও এবার—টানো। এক দুই তিন!" কিন্তু, গুঁড়িটা নড়ল না। ছেলেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে দেখছিল। "বুড়ো শয়তান একটা!" ঘামতে ঘামতে প্যাভেল পেত্রোভিচ বলল। পেতিয়া আর কোলিয়া প্লাত আর একবার ওটাকে টেনে আনার চেষ্টা করে দেখল। শেকড়গুলো যেন যন্ত্রণায় কাৎরে গুমরে উঠছিল। কিন্তু গুঁড়িটা একটুও নড়ল না। ঠিক যেখানে ছিল সেইখানেই রইল।

"হুম্, আর কি দেখাবার আছে?" পেতিয়া বেশ মিষ্টি করে বলল।

আর একবার প্যাভেল পেত্রোভিচ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা মারল, তারপর বিরক্ত হয়ে থুথু ফেলল।

"আমি তো চন্দ্রলোর ছাই কাঠ্যুরে নই," উনি বলেন, ওঁকে দেখে মনে হল যেন চোরদায়ে ধরা পড়ে বিশ্রী একটা শাস্তি পাবার দাখিল হয়েছে। জেনা কালুঝিনি সবেমাত্র ওর শক্তি পরীক্ষা করে দেখবার জন্য গাছের গুঁড়িটার কাছে গেছে এমন সময় কার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

কে যেন ওর দারুণ স্পষ্ট ভাষায় ওর পিছন থেকে বলে ওঠে: "আমিও তো কাঠুরে নই; আমি একজন চৌকোশ মিস্ত্রি আর তুমি যদি জানতে চাও তো বল বিশেষজ্ঞদের এসব কাজে ব্যবহার করা একটা পাগলামি। সেজন্য তো আমাকে এখানে পাঠান হয় নি।"

এই কথাটা উনি বলতেই কোলিয়া প্লাত প্যাভেল পেত্রোভিচের দিকে শীতল কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। যে কারখানায় উনি আগে কাজ করেছিলেন সেখানে প্রত্যেকেই ওঁর সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করত। আর নিজের সম্পর্কেও ওঁর ধারণাটা খুব উঁচু ছিল। উনি ভেবেছিলেন যে এখানে এই দূর প্রাচ্যে এসে উনি আরো বড় একটা মর্যাদার আসন ভোগ করবেন, ওঁকে আরো অনেক বেশি দায়িত্বসম্পন্ন কাজ দেওয়া হবে। কিন্তু কেউই তো আর পাঁচজনের থেকে ওঁকে আলাদা করে দেখল না। একটা করাত হাতে দিয়ে ওঁকে কি না পাঠিয়ে দেওয়া হল তাইগাতে। ভিজে সপ্সপে একটা জুতো পায়ে দিয়ে উনি এই স্যাঁতসেঁতে জলায় আর পাঁচ জনের মত হাঁটছেন। অশিক্ষিত শ্রমিকদের মত ওকে এক স্তরে ফেলে রাখা হয়েছে। ও নিশ্চিত বলতে পারে এটা সত্যিই দুঃখের ব্যাপার। আর এ ভুলটা সহজেই শুধরে নেওয়া যায়।

ভালিয়া বেসসোনভ রাগে মারমুখী হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "তুমি নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ বলতে চাও, তাই না? আমাকেও এখানে গাছের গুঁড়ি তুলতে পাঠানো হয় নি। আমি হচ্ছি লেনিনগ্রাদের সবচেয়ে ভাল পলেস্তারা মিস্ত্রি!"

আর জেনা কালুঝিনি।

"এত গোলমাল কিসের? আমিও একজন বিশেষজ্ঞ। আমি একজন শিক্ষিত লেদমিস্ত্রি!"

ছোকরারা ওদের কুড়ুল করাত সব ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

"আমি মন্ত্রিসভার একজন সদস্য।"

"আমি একজন মেকানিক।"

"আমি জাহাজের ৬নং দলের শ্রমিক।"

"ষণ্ঠ! আমার তো ৭ নম্বরের তবু আমি মুখ বুজে পড়ে আছি।"

কোলিয়া প্লাত খেঁকিয়ে ওঠে, "আমি সবাইকে বলছি। আমাদের দিয়ে যতটা সম্ভব ভালভাবে কাজ করানো হচ্ছে না। আমি দাবী জানাচ্ছি আমরা ওয়েনারকে ডেকে পাঠাই।

তোনিয়া ভাসায়েভা, কাটা গাছগুলোর গা থেকে ডালপালা ছেঁটে ফেলছিল, ভীড় ঠেলে দলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল আর খ্যানখেনে গলায় বলে উঠল "তোমরা সব বাজে কথা বলছ। আমিও তো কাঠুরে নই, আমি একজন তাঁতি। তাহলে আমার কি করা উচিত? আমি দাবী করব যে ওরা আমার জন্যে ওই পাইন গাছটার নিচে একটা মাকু বসাক?"

ওর কথায় বেশ একটু গুরুত্ব আর গাম্ভীর্য ছিল। কিন্তু ভালিয়া বেসসোনভ একে বাধা দেয়, "তোমার মাকুর কপালে আগুন, চুলোয় যাক সে কথা! এ একটা পাগলামি। এসব কি হচ্ছে কি। গ্রানাতভ তবে ঐ তালিকা তৈরি করেছিলেন কেন? আর তাছাড়া, এ জমিও তো ঘর বাড়ী তৈরির পক্ষে তেমন ভাল নয়। আগে শোনা যাক ওয়েনার কি বলেন। বেশ তো ওয়েনারকেই ডেকে পাঠাও।"

"ওয়েনার! ওয়েনার!" চারধার থেকে চীৎকার ভেসে এল।

"তোমাদের নিজেদেরই লজ্জা পাওয়া উচিত!" তোনিয়া চীৎকার করে বলে ওঠে।

পাশা মাৎভেইয়েভ ওকে সমর্থন জানায়!

"বন্ধুগণ, শৃংখলা ভংগ করবেন না। আজ সন্ধ্যাবেলাতেই আমরা উত্তর পেয়ে যাব। এটা ঠিক রাস্তা নয়।"

"ওয়েনার! ওয়েনার!" ওরা চীৎকার করে ওকে থামিয়ে দেয়।

পেতিয়া গলুবেনকো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে কি হচ্ছে চারদিকে। ওর সাদা মুখের ওপর হলদে রোদ পোড়া দাগটা চক চক করছিল। ওর সেই *কলম্বাস* "জলদস্যুদের" কথা মনে পড়ল। দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে ও লাফিয়ে সামনে এগিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "আমি ঝপ করে ওনাকে এখানে এনে ফেলছি," বলেই উর্ধ্বশ্বাসে ও দৌড় দিয়ে রওনা হয়ে যায় গাঁয়ের দিকে।

কিন্তু বাড়ীর ছাদগুলো তখনও হয়ত চোখে পড়েনি, এরি মধ্যে ওর সিদ্ধান্ত ওকে বর্জন করতে হল। ওয়েনারকে ও কি বলবে? ওয়েনার খুব রেগে যাবে। "তোমরা নিজেদের কি মনে কর? ভগবানের দোহাই, তোমরা কি কোমসোমোল বল নিজেদের, না জলদস্যু?" তার কাছে অবশ্য পেতিয়া জলদস্যুরই শক্তিটাকে প্রকাশ করছে অন্তত তাই করা উচিত, কিন্তু পেতিয়ার সেটা মোটেই পছন্দ নয়। তাকে হয়ত বলা হবে, "কমরেড গলুবেনকো, এই নিয়ে তুমি দ্বিতীয়বার শৃংখলা ভংগ করলে।" ওই চুলোর ছাই ২নং ইউনিটের ফোরম্যান হিসেবে কেন যেন ওই একগুঁয়ে প্যাভেল পেত্রোভিচের মত একটা লোককে দেওয়া হয়েছে?

পেতিয়া আস্তে আস্তে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে বজরার কাছে হেঁটে যাচ্ছিল,

চারদিক নিস্তব্ধ। ওয়েনার্‌কে কোথাও দেখা গেল না। এ কাজে আমুর কুমীরের কাছে যাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

পেতিয়া ফিরে যাচ্ছিল জাহাজে ওঠবার পাটাতনের নিচে ওর সংগে দেখা হয়ে যায় মোটাসোটা গোছের একজন লোকের। লোকটার মুখ ভর্তি দাড়ি। মাথায় একটা ছাই রঙা টুপি।

"তুমি কে?" লোকটা ওকে জিজ্ঞাসা করে।

পেতিয়ার মনে পড়ল এই লোকটাই আগের দিন সন্ধ্যেবেলা প্লেনে এসে পেঁৗছেছে। আর তাঁবুগুলো সব দেখবার জন্যে রোঁদে বেরিয়েছিল। "আজ্ঞে আমি ২নং ইউনিট থেকে আসছি" পেতিয়া বলল। "ছোকরারা আমাকে ওয়েনার্‌রের কাছে পাঠিয়েছে।"

"কেন কিছু গোলমাল হয়েছে?"

পেতিয়া আমতা আমতা করে বলে কোমসোমোলরা মারমুখী হয়ে উঠেছে। ঝগড়া বাধিয়েছে। "আপনি এলেও পারেন," ও নম্রভাবে অনুরোধ জানায়!

"শোনো এদিকে খোকা," ছাইরঙা টুপি মাথায় লোকটি বলতে থাকেন, "ব্যাপারটা আমি ওয়েনার্‌রের কাছে বলতে চাই না। তুমি সোজা ফিরে গিয়ে তোমার বন্ধুদের বলো যে মরোজভ বলেছেন এখানে তো তাদের পলেস্তারা মিস্তিরি (রাজ-মিস্তিরি) কি কারখানার শ্রমিক হিসাবে আনা হয় নি এখানে তাদের সবাইকে আনা হয়েছে কোমসোমোলের সেরা বাছা বাছা কর্মী হিসাবে। বাস এটুকু ওদের বলো তো। ব্যাপারটা নিয়ে ওদের মাথা ঘামাতে দাও। অনেকক্ষণ ধরে চেঁচিয়েছে ত, এবার সময় হয়েছে ভাববার।"

পেতিয়া মাথা নেড়ে ছুটে চলে গেল। কিন্তু গাঁ থেকে বেরুতে না বেরুতেই ও ওর অবস্থাটা একবার ভেবে দেখবার জন্য থামল। কে ওর কথা শুনবে? ও একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমিক ছাড়া আর কিছু নয় তো?

ও শুনতে পায় কুঠারের ঠকাঠকু শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে। আর ও ক্রুগলভকে খুঁজতে বেরিয়ে যায়। ৩নং ইউনিটের ছেলেরা জোরদমে কাজ শুরু করেছে। ওদের কাজের দলে দলে ভাগ করে সংগঠিত করে নিয়েছে সুষ্ঠুভাবে একজন ছোকরা ইনজিনিয়ার ভেদোতভ। হঠাৎ পেতিয়ার চোখে পড়ে যায় ক্রুগলভ একটা ঝুঁকে পড়া বার্চ গাছকে টেনে নাবাবার জন্য টানা হেঁচড়া করছে। ওটা টেনে ফেলবার জন্য ও সাহায্য করে ওকে, তারপর ফিস ফিস করে ওর কানে কানে বলে, "আন্দ্রেই আবার একটা বিপদ এগিয়ে আসছে। আমার সংগে এসো বুঝলে?"

আন্দ্রেই বিপদের কথাটা ওর কাছ থেকে জানতে পায়। ফেদোতভের সংগে ছোটখাটো পরামর্শ করতে লেগে যায় আর কাতিয়া স্তাভরোভাকেও ডেকে নেয়।

"শোনো কাতিয়া, আরো কতকগুলো জলডাকাতকে আমাদের বশ করতে হবে। তোমাদের ওই বেসসোনভ পাইন গাছগুলোকেও দাগরাজি করতে চায়।"

"ও আমার কেউ নয়," কাতিয়া অপমানিত হয়ে আপত্তি জানায় কিন্তু আর কোনো প্রতিবাদ না করে সে এগিয়ে আসে।

২নং ইউনিটের ছোকরারা ওয়েনর্ণারের অপেক্ষায় ছিল। গরম গরম তর্কাতর্কি করতে করতে ওরা দু দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। দৃঢ়তর শান্ত কোলিয়ার যুক্তি ওদের ভেতর অনেককেই প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু যারা ওর সংগে একমত হতে চাইছিল না বা পারছিল না আরো উৎসাহ নিয়ে হাতের কাজটাকেই আক্রমণ করে বসল। পাশা মাতভেইয়েভ একের পর এক গাছ ফেলে যাচ্ছিল, কাজ করতে করতে ওর মুখ দিয়ে ফেনা উঠে এসেছে, এক মুহূর্ত বিরাম দিচ্ছে না নিজেকে। ক্লাভাও বাসনপত্র ফেলে একটা করাত তুলে নিয়েছে।

"তোমাদের নিজেদের লজ্জা হওয়া উচিত! তোমরা তোমাদের পুরুষ মানুষ বল!" ও বেশ মিষ্টিভাবেই ওদের ঘৃণা করল। বিদ্রোহীদের মধ্যে দুজন গজ গজ করতে করতে তার হাত থেকে করাতটা নিয়ে নেয় আর সেটা কাজে লাগাতে শুরু করে দেয়।

সেমা আলতশচুলার উনুন পাততেই ব্যস্ত। এই ঝগড়ার মত ওরও কোনো একটা পক্ষ নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ওর মনে হল তার জন্যে বিশেষ একটা কলাকৌশল আর রাস্তা জানা দরকার। প্যাভেল পেত্রোভিচের মত লোকের কাজ করা ওদের পোষাবে না এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, ও একটা সংগঠনকারীই নয়। কিন্তু ছেলেরাও ভুল করছিল সবাই, সেমার লজ্জা করছিল ওদের জন্যে, বিশেষ করে তার বন্ধু জেনার জন্য। ইচ্ছে করেই ও জেনাকে ডাকল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ও এল, একটা ঝগড়া জন্যে মারমুখী হয়ে আছে, দেখেই মনে হল। সেমা আঙুল দিয়ে মাটির গভীর পর্যন্ত গেড়ে বসে যাওয়া একটা পাথর দেখিয়ে দিল। "কি হে পালোয়ান ছোকরা, ওটা আমার জন্যে টেনে বের করতে পার?" সেমা বলল।

জেনা অনায়াসেই পাথরটাকে টেনে উপড়ে নেয় আর সেটা তুলে নিয়ে আসে।

"বাহবা, খুব হয়েছে," সেমা চেঁচিয়ে ওঠে সোৎসাহে। "এবার তোমার ফিরে যাওয়াই ভাল আর গিয়ে ওই ভীতুগুলোকে একটু দেখাও তো ওদের কাছ থেকে কি আশা করা হচ্ছে।" জেনা ঘাবড়ে যায়। ওর মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। "আমি ওই গুঁড়িগুলোকে টেনে বের করবার একটা উপায় ঠাউরেছি।" সেমা বলে চলল, "দেখো, আমি এই বাঁশটাকে ছুলে নিয়েছি আর এর একদিকটাকে বেশ ছুঁচোলো করে নিয়েছি যাতে তুমি শেকড়গুলোর

নিচে এটাকে গড়িয়ে দিতে পারবে আর এট্যাকে একটা ভারী জিনিস টেনে তোলবার দণ্ড বা লিভারের মত ব্যবহার করতে পারবে। বুঝলে আমি কি বলছি?"

জেনা বাঁশটা নিল কিন্তু চলে যাবার জন্য তখুনি উঠে পড়ল না।

"আচ্ছা একটা কথা বলি, জানো ঐ লোকগুলো কিরকম খাওয়া দাওয়া করছে?" সেমা ভালমানুষের মত জিজ্ঞাসা করল। তখনও মুখটাকে ও আড়াল করে রেখেছে।

"তেমন বলার মত কিছু নয়।"

"কিছু না? যাকগে এবার ওই বাঁশটাকে কাজে লাগাও তো। ঠিক একটা লিভারের মত যেমন বললাম। ওটাকে তলার দিকে ঠেলে দাও আর নিচে চাপ দাও। দেখবে তাহলে ঠিক কাজ হয়ে যাবে।"

জেনা একটু লজ্জা পেল, তবে এরকম একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবার একটা উপায় খুঁজে পেয়ে খানিকটা খুশিও হল। ছুটে চলে গেল। বাঁশটাকে নিয়ে কাজ শুরু করে দিল। প্যাভেল পেত্রোভিচ যে গুঁড়িটাকে টেনে বের করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল ও এবার সেটার কাছে এগিয়ে যায়। ভালিয়া বেসসোনভ ওটার ওপর বসেছিল।

"ওঠো!" জেনা প্রচণ্ড রেগেমেগে বলল। ও ওটার তলায় বাঁশটাকে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর পিছন দিকে সরে এসে সুবিধামত দাঁড়ায়, যেখান থেকে ও :এটাকে লিভারের মত বেশ ভাল করে ধরতে পারবে। তারপর তার হাতের ওপর থুথু ফেলল। এবার ওটাতে এমন জোরে চাপ দিল যে টাটকা সবুজ শেকড়গুলো চড়চড় করে উপড়ে গুঁড়িটা ধপ করে একপাশে পড়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে জেনা তাকিয়ে দেখল ওর বন্ধু সেমার মুখে একটা কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠেছে। এর আগে কোনোদিন ওর সংগে এতবড় একটা অন্তরংগতার ভাব ও অনুভব করেনি আর প্রচণ্ড একটা উল্লাসে ও চীৎকার করে উঠল, "এসো ভাই সব! কাজে লেগে যাও! তিন চারজন করে চলে এসো এক একটা গুঁড়ির কাছে। দেখো না এখনই আমরা ওগুলোকে সব উপড়ে ফেলব!"

বেশ কয়েকজন ছোকরা ওর উৎসাহে সাড়া দিল। তোনিয়া বেশ গোটা-কত বাঁশ ছুলে নিয়ে ছুঁচালো করে নিল। যে চাইল তাকেই একটা করে এরকম লিভার দিল। তখনও ওখানে প্রায় জন পঞ্চাশেক ছোকরা দাঁড়িয়েছিল বেশ অলসভাবে। ওরা ওয়েনারের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

"ওই তো উনি আসছেন!" কে একজন বলে উঠল। কিন্তু ওয়েনার নন; আন্দ্রেই ক্রুগলভ আসছিলেন। কাতিয়া স্তাভরোভার সংগে। পেতিয়া গলুবেনকোও ছিল। ক্রুগলভ আসছিলেন একটু গড়িমসি করে!

"তোমাদের গোলমাল চেঁচামেচি কি নিয়ে।" উনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"সব কিছু।" ভালিয়া বেসসোনভ বললে। ঘুরে তাকিয়ে ও দেখল কাতিয়া ব্যাঙের দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে।

তোনিয়া ওর কুড়ুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্রুগলভের কাছে ছুটে যায়।

"ওদের নিজেদেরই লজ্জা হওয়া উচিত," সে চেঁচিয়ে ওঠে, অবাধা দুরন্ত ছেলেগুলোর দিকে এক ঝলক শুষ্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। "আমি তো বুঝতেই পারি না ওদের কি করে বেছে এখানে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ওরা আমাদের সবাইকার মাথা হেঁট করে দিয়েছে। ওরা কেবলই চায় বিশেষজ্ঞের মত কাজ করতে। ওরা নাকি এসব কাজে অভ্যস্ত নয়। ওরা, ওদের পা জল কাদায় ভিজবে, এটা মোটেই পছন্দ করে না ওরা সব শিক্ষিত মিস্তিরি, যন্ত্রকুশলী।"

"একেবারে উচ্চ পদস্থ," কোলিয়া প্লাত জুড়ে দেয়। আন্দ্রেই কোমসোমোল-দের দিকে ঘুরে তাকায়। ওদের মধ্যে বাস্তবিকই অনেকেই উচ্চশিক্ষিত কর্মী, কিন্তু ওদের মধ্যে ছিল নিকোলকা। ওর সঙ্গে ওনার দেখা হয়েছিল *কলমবাসে* একজন "জলদস্যু" নেতা মনে হয়েছিল তখন একে। আন্দ্রেই জানতেন ও আগে ছিল গাঁয়ের ছেলে। একজন অশিক্ষিত শ্রমিক, রাস্তা খোঁড়ার কাজ করত। ও এখানে কি নিয়ে বিদ্রোহ করছে? আর ওইসব বাক্যবাগীশ ছেলের দল যারা সব ওকে মাতব্বর মনে করে ওর চারধারে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে?

উনি নিকোলকার দিকে এগিয়ে যান। ওর কাঁধের ওপর হাত রাখেন।

"তোমার বিশেষত্ব কিসে?"

নিকোলকা হাত নাড়ে আর বিড় বিড় করে বলে, "আমার একার কথা হচ্ছে না। এখানে সবাই বিশেষজ্ঞ।

"সে থাক গে। তুমি আমাকে বলো, তোমার বিশেষত্ব কিসে?"

নিকোলকা তখনও চুপ করেছিল। আন্দ্রেই কোলিয়া প্লাতের দিকে ঘুরে তাকাল।

"কেন তোমার হাত পায়ে কি জোর নেই। তোমরা কি চটপটে নও ভাই। তোমাদের এখানে সব শ্রমিক হিসেবেই পাঠান হয়েছে, আর তোমরা কি রকম ব্যবহার করছ? তোমরা সব নাক চোখ ঘুরিয়ে এখানে সব তছনছ করতে বসেছ! আর বেসসোনভ তুমিও। এখনও একটা বাড়ীও তৈরী হয় নি। কিন্তু তোমাদের রাজমিস্তিরির কাজ তো দেওয়া হবেই, কি হবে না? যদি লড়াই বাধে আর তোমাদের পরিখা খুঁড়তে পাঠান হয়, তবুও তোমরা হয়ত এমনি ধর্মঘট করে যাবে।"

"আপনার এরকম কথা বলার কোনো অধিকারই নেই!" বেসসোনভ বললে, ওর মুখখানা রাগে কালো দেখাচ্ছিল।

"কেন নেই? তোমাদের আনুগত্য প্রমাণ করতেই হবে। আর এইখানেই

তো কথা হচ্ছে। সমস্ত পরিকল্পনাটার পক্ষে এটা একটা গভীর লজ্জার ব্যাপার। হ্যাঁ লজ্জার ব্যাপার। কোমসোমোলের বাছা বাছা কর্মীদের ওঁরা এখানে পাঠিয়েছিলেন। পার্টি মনে করেছিলেন তোমরা কষ্ট করবার জন্য প্রস্তুত। আমরা সত্যিই আমাদের কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে যাব ভাই সব ?”

“না তা করব না। আমরা পার্টিকে দেখাবো যে আমাদের এখানে এনে ভুল করা হয় নি।” তোনিয়া চীৎকার করে উঠল। ওর প্রায় চোখে জল আসবার উপক্রম হয়েছিল। ও ওর চাঞ্চল্যের ভাবটা গোপন করার জন্যে তার কুড়ুলটা টেনে নেয়।

“এদিকে দাও।” ভালিয়া বেসসোনভ হুকুম করে আর ওর হাত থেকে কুড়ুলটা টেনে নিয়ে কোপ বসাতে থাকে। দেখে মনে হল না গাছটাকে উপড়ে ফেলতে চাইছে।

কোলিয়া প্লাত স্কুলের ছেলের মত ওর হাত তুলল, “হয়ত আমি ভুল করছি,” ও বলল, “কিন্তু আরো অন্য কাজ তো করবার আছে। নদীর পাড়ে অনেক মেশিন পড়ে আছে। সব এনে বসাতে হবে জড়ো করতে হবে।”

“ব্যালোনে” ঝগড়াটে তোনিয়া চেঁচিয়ে উঠল। আমাদের যে কাজ দেওয়া হয়েছে সেটা জরুরি। তিন দিনের ভেতর যন্ত্রপাতির দোকানের জন্যে আমাদের এ জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলতেই হবে। এক সপ্তাহের ভেতর যান্ত্রিক সাজসরঞ্জামের যোগান দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যাবে। তারপর যদি তোমাদের খুশি হয় তোমরা বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করতে পারো। মিঃ প্লাত, তুমিও তাই করতে পারো। বন্ধুগণ আমি কি ঠিক বলছি না ? কি আন্দ্রেই আমি কি ভুল বলছি ?”

“তুমি নিশ্চয়ই ঠিক কথা বলছ”, ওদের পিছন থেকে কার যেন ভারী গলার স্বর ভেসে এল।

সবাই ঘুরে তাকাল। দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন। দাড়ি না-কামানো মুখ। বেশ মোটাসোটা চেহারা। মাথায় ছাই রং-এর একটা টুপি। উনি সেটা খুলে ফেললেন। বেরিয়ে পড়ল রুক্ষ পাকা চুল। এবার তাঁর তরুণ মুখের ওপর খানিকটা বয়সের ছাপ লাগল।

“উত্তেজিত হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়,” উনি বললেন, “এই শহরের বাড়ী ঘরের সব কাজই তো তোমাদের নিজেদের হাতে করতে হবে। আর যতটা কম সময়ের মধ্যে পারা যায়। মনে ভেবো না আমি তোমাদের মিষ্টি কথায় প্ররোচিত করতে এসেছি। এখানে এখন মিষ্টি কথায় তুষ্ট করার দিন চলে গেছে। আমার মনে একটা বিশেষ চিন্তার উদয় হচ্ছে। তিন বছর আগে গ্রামের দিকে সব ব্যাপারটাই বড় শক্ত ছিল। বেশি কাজের লোক ছিল না। কল কারখানার চত্বর থেকে পার্টি পঁচিশ হাজার কমিউনিস্টকে

নিয়ে এসেছিলেন আর তাদের গাঁয়ের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শহরের লোকেরা, মনে রেখো, তারা প্রলেতারীয় শ্রমিক, যারা জীবনে খামারের কাজ কর্মের তিলমাত্র জানত না। আর সেই লোকগুলি গড়ে তুলেছিল আদর্শ সম্মিলিত খামার। আবার একটা—যুদ্ধ বাধল। ক্রোনস্তাদ। দশম পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে তারা গেল স্বেচ্ছায়। কুচকাওয়াজ করে সেই প্রচণ্ড ক্রোনস্তাদের সমরাঙ্গনের সামনে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদের গুলি করে মারা হল। বরফের তলায় ওরা চাপা পড়ে গেল। প্রত্যেকেই পার্টির সুশিক্ষিত নেতা। আরো অনেক ঘটনা আছে যা আমি তোমাদের বলতে পারি, কিন্তু তার কি দরকার আছে?"

"সব কিছু পরিষ্কার", কোলিয়া প্লাতে বলল। "বোধ হয় আমাদের মধ্যে কেউ আছে যারা কাজ করবার আগে ভয় পায়। খুব একটা কঠোর পরিশ্রম সহ্য করতে পারে না। এ ধরনের লোকেরা আমাদের কাজের পথে শুধুই বাধা সৃষ্টি করে। তাদের পেছনে নষ্ট করবার মত সময় আমাদের নেই। আমি প্রস্তাব করছি যে যদি কেউ এরকম মনে করে যে চিবোবার ক্ষমতা যা আছে তার চেয়ে বেশি সে কামড় বসিয়েছে তবে এখনই সে সেটা বের করে ফেলতে পারে। শান্তভাবে, বেশি ওজর আপত্তি না দেখিয়ে যাতে প্রথম নৌকাতেই তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া যায় আমি তা দেখাবো।"

কেউই বাধা দেয় না। জানায় না কোনো আপত্তি। কিন্তু কথার গুঞ্জন একটু একটু করে বাড়তে থাকে। যতক্ষণ না মরোজভের শেষ কথাগুলো ধিক্কারের প্রচণ্ড কোলাহলে চাপা পড়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে আন্দ্রেই ক্রুগলভ স্বেচ্ছাসেবকদের নাম লিখে ফেলেন। একটা শক লেবার টীম তৈরী করবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। "আমার নাম লিখে নিন", পেতিয়া গলুবেনকো বলে। তখনও ও আন্দ্রেইয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। "আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাব।"

পর মুহূর্তেই ভালিয়া বেসসোনভ চীৎকার করে ওঠে, "বেশ তো, আমি একটা চরম পর্যায়ের শক টীম তৈরী করব! যে কেউ সই করতে চাও এদিকে আসতে পারো। তুফানী-কাজের টীম-জোর কদমের কাজ!"

পনের মিনিটের মধ্যে প্রত্যেকে কাজে নেমে যায়। দুটি নতুন দলের চলল জোর রেষারেষি। প্যাভেল পেত্রোভিচ মরোজভের পাশে পাশে হাঁটছিলেন। তাঁর মুখটা লজ্জায় অপমানে কালো হয়ে উঠেছে। একটা অস্বস্তি নিয়ে মাঝে মাঝে বার্চগাছের ঠেকনো-লাঠিগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। ওগুলো দিয়ে প্রচণ্ড শক্ত গুঁড়িগুলো চাড় দিয়ে তুলে ফেলার কাজ চলছিল।

ভালিয়া বেসসোনভ অক্লান্ত উৎসাহে তার কুঠার নিয়ে কাজ করছিল।

আর ওদিকে কাতিয়া তার কুড়ুলটা নিয়ে ও পড়ে থাকা গাছগুলোর ডালপালা ছেঁটে ফেলছিল।

"চমৎকার একটা ছোটখাটো কক ফাইট চালিয়েছ তোমরা দেখছি!" কাতিয়া যেন বিশেষ কাউকেই লক্ষ্য না করে কথাগুলো বলল।

"আমি ছাড়া অনেকেই এখন দেখছে কেন যে মেয়েদের এখানে আনা হয়েছে," ও মুখের ওপর জবাবটা ছুঁড়ে মারে। "ছেলেরা না হলেও মেয়েরা দিব্যি চালিয়ে দিতে পারে, কিন্তু মেয়েরা ছাড়া কি করে চলে সেটা ছেলেরা একবার চেষ্টা করে দেখুক।"

ওদের কুঠার চলছে অবিরাম গতিতে। তার মাঝখানেই ওদের আলাপও চলছিল এমনি করে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অন্য সব ইউনিট থেকে কোমসোমোলরা ফিরে এসে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের ইউনিটে আজ কোনো গোলমাল হয়েছে?"

"না, মোটেই না তো। আমরা তো অন্তত: সেরকম কিছু শুনি নি। ওসব কুড়ে লোকদের রটনায় একটুও বিশ্বাস করো না।" তরুণরা এরকমই জবাব দিল। কেন না গোলোযোগের ফলে ওদের পদমর্যাদা একেবারে মাটির সংগে মিশে গিয়েছিল।

৩নং ইউনিটের সংগে একটা প্রতিযোগিতার চুক্তিপত্র সই হয়ে গেছল। কাতিয়া প্রাচীর-সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কিছু মালমশলা যোগাড করে ফেলেছিল। ঘর গেরস্থালীর টুকিটাকি জিনিসপত্র যেমন শেলফ কাঁটা আর তোয়ালে ঝোলাবার পেরেক এইসবের আবির্ভাব হচ্ছিল তাঁবুতে। বসবাস করবার পরিস্থিতির বেশ কিছুটা উন্নতি হল। এই তাঁবুতে প্রায় বারোটি শহরের নাম ছড়িয়ে দেওয়া হল। সবাই ইতিমধ্যে সচেতন হয়ে উঠেছে অন্তত: একটি নতুন অ-নামা শহর ওদের এখনই চাই। তাঁবুতে ধুনি জ্বালিয়ে মজলিশ জমে উঠেছে।

জেনা কালুঝনি হঠাৎ শুরু করে দিল, "আমি আজ কিছু নানাই কোমসোমোলদের দেখেছি।"

"নানাই কোমসোমোল! সত্যি নাকি?"

ওদের উত্তেজনা, অবশ্য, শান্ত জেনার কথায় তেমন বেড়ে উঠল না। "কোথায়? নদীর পাড়ে অবশ্য।"

"ওরা এখন কোথায়?"

"চলে গেছে। আমি দেখবার পর বাঁ দিকে ডান দিকে চলে গেছে।"

"তুমি ওদের নিয়ে এলে পারতে আমাদের কাছে" কাতিয়া স্বভাবতোভা বিরক্ত হয়ে বলল, "অন্তত: আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত ওদের একটু অপেক্ষা করিয়ে রাখলে পারতে।"

"ও হ্যাঁ? তাইত? যেন ওদের হাতে কোনো কাজ ছিল না! ওদের সবারই বাড়ী ফেরার তাড়া ছিল না!"

"ওরা কোথেকে এসেছিল?"

"অনেক দূর থেকে। আমুর থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে। তারপর আমুরের একটা শাখা নদী থেকে আরো দুশো কিলোমিটার উত্তরে। তাইগার ভেতরে। আমি চাই ওদের মঙ্গল হোক। আমি কায়মনোবাক্যে এইটুকুই আশা করব যে কেউ নয় দিনের সফরে তাইগার দিকে যাত্রা করুক তার যেন ভাল হয়।" "দেখো তুমি নিশ্চয়ই এটা পণ্ড করে দিয়েছ," সেমা পরখ করে দেখবার জন্য বলল "এখানে এই যে নানাই কোমসোমোলরা রয়েছে, ওরা আমাদের তাঁবু দেখে, আমাদের লোকজন দেখে, আমাদের কাজ দেখে, অথচ তুমি ওদের একবারও বলতে পারলে না যে আমরা এখানে একটা শহর গড়ছি, আমরাও কোমসোমোল, আমরা চাই তারাও এখানে আসুক আমাদের সঙ্গে দেখা করুক, যে আমরা তাইগাতে আজ বৃহত্তম সোভিয়েতের কেন্দ্রগুলির বিপুল সংস্কৃতির সমন্বয় করতে চলেছি।"

"হুবহু ঠিক ওই কথাগুলিই আমি ওদের বলেছি," জেনা শান্তভাবে বলল। "অথবা বলতে গেলে যা বাস্তব। শুধু আমি ওদের এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করার আমন্ত্রণ জানাই নি। আমি শুধু বলেছিলাম: "বেশ, এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করো না। এখান থেকে সরে পড়ো আর তোমার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে এসে আমাদের কাজে একটু হাত লাগালে তো পারো।"

"ও লোকগুলো ওমনিই বটে। তা ও কথা শুনে ওরা কি বললে?"

"ওরা আমায় জিজ্ঞাসা করল জারের এক রুবলের দাম কত?"

"জারীয়রুবল? ও কথাটা কি জন্যে ওরা জানতে চাইছে?"

"তা কি করে বলব বল?"

"ইস, তুমি নিশ্চয়ই এটা পণ্ড করে দিয়েছিলে, আর তুমি হচ্ছ আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু!" সেমা গজরাতে লাগল।

"তুমি আমাকে ডেকে পাঠালে না কেন?"

"আহা ও কি ওদের কাছে সোভিয়েতের একটা মস্ত বড় সভ্যতার পরিচয় দেয় নি ভাবছ?" কাতিয়া তীব্র জ্বালা ধরানো সুরে বলতে থাকে। "বেশ তো বকর বকর করো। আমি বলতে পারি বাজী ফেলে এ কথাটা ওদের বেশ মনে ধরেছে।"

"নিশ্চয়ই।" একটি ছোকরা বলে উঠল, 'আমরা খোঁচানি দেবার লোক নই। আমরা এখনই ফিরে আসছি।"

"তুমি বলতে চাও ওরা আসবে ফিরে, প্রতিজ্ঞা করেছে?"

"তুমি আসল রুশই নও?"

"চুলোয় যাক গে ওদের সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই।"

কিন্তু সেই দিন থেকে, নতুন শহর তৈরির সেই দ্বিতীয় দিন থেকে, তারা প্রতিষ্ঠাতারা সবাই আশা করল এই কোমসোমোলরা তাইগা থেকে ফিরে আসুক।

সতের

একজন লোকের কাছে এক টুকরো জমির চেয়ে অন্য আর কিছুই তাকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরতে পারে না। এই জমিটাকে নিয়ে যখনই সে কাজ শুরু করে দেয় তখনই সেটা হয়ে উঠে অতি আপনার জিনিস। একটা নতুন জায়গায় কেউ হয়ত মাসের পর মাস বসবাস করতে পারে আর তবু হয়ত সেখানে অচেনা আগন্তুকই রয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন সেই জমিটা নিয়ে সে কাজ করুক তখনই তার কাছে সব কিছু চেনা শোনা ঘরোয়া মনে হবে। মনে হবে এ তার নিজের জিনিস। মনে হবে সে এই মাটির একটি অংশ আর এর মধ্যে দিয়ে যে জীবন গড়ে উঠছে সেও তার বাইরে নয়।

বন বাদাড় সাফ করা একটা শক্ত কাজ। কিন্তু এইসব তরুণদের মনোবল সেদিন এই শ্রমের চাপে ভেঙে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে যায় নি। প্রথম কয়েক ঘণ্টা একটু বিশৃংখলা ছিল ঠিকই। কিন্তু দেখতে দেখতে বাস্তব যুক্তিসংগত উপায়ে যখন সব কাজ ঠিক ঠিক ভাগ করে দেওয়া হল তখন আবার শৃংখলা ফিরে এল। দলগুলো নির্মাণক্ষেত্রের বহির্ভাগ থেকে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে কাজ করছিল। সন্ধ্যেবেলা বিভিন্ন দলের কাজ কতটা হল তার হিসেব টাঙিয়ে দেওয়া হত। যেখানে সবাই দেখতে পায়।

ক্লাভা আর লিলকা, শিবিরের রাঁধুনীরা আবেদন জানাচ্ছিল নিজেরাই আরো আরো বেশি খাবার দেবার জন্যে। রান্নাঘরের কাছে পরিবেশন না করে ওরা টীমের কাছে, যেখানে তারা কাজ করছিল। সেখানে খাবার সুব্যবস্থা চালু করল। এতে দলের সভ্যদের অনেকটা সময় বাঁচল আর এতে পালা করে করে দলগুলোকে সাহায্য করাও মেয়েদের পক্ষে সম্ভব হল। ওদের সঙ্গে তিরিশটা মেসটিনের ব্যবহার করবার সুযোগও বাড়ল। ক্লাভা আর লিলকা বড় ঝোলের গামলাটা একটু সরিয়ে নিল ক্রুগলভের টীমের জন্য রাঁধতে বসত। ওরা জমিটার সেই শেষ মাথায় কাজ করছিল।

ওদের চলার ছন্দে ছন্দে খাবারের পাত্র দুলছিল একটু একটু। বাসনপত্র খাবারের টিন মেয়েদের পিঠের ঝোলায় ঠোকাঠুকি লেগে ঠুনঠুন শব্দ তুলছিল। টাটকা রুটির মিষ্টি গন্ধের সংগে মিশে যাচ্ছিল নবাংকুরিত অরণ্যের সুবাস।

রাঁধুনীরা তাদের পিঠের বোঝা নিয়ে চলে। কাটা গাছের গুঁড়ি চিহ্নিত পরিষ্কার রাস্তাটা ধরে খানিক দূর যায়। তারপর এক সময় কুড়ুলের শব্দ অনুসরণ করে ওরা সোজাসুজি ঘুরে যায় জংগলের ভেতর। ওদের মুখের উপর কাঁধের উপর সপাং করে চাবুকের মত এসে লাগে নতুন গজানো গাছের ডালপালা। ওদের চোখ জ্বালা করে সূর্যের প্রখর রশ্মিতে।

"আমরা এমনি করে চলেছি তো চলেইছি। তারপর কখন একটা ভুল অজানা জায়গায় এসে পড়ব আর হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে কতকগুলো লোকের সংগে যাদের আগে কখনও দেখি নি?" ক্লাভা বলল।

লিলকার কল্পনা অতটা স্বচ্ছ নয়।

"তা কি করে হবে? এখানে কেবল আমরা ছাড়া আর কেউই নেই।"

ক্লাভার এই কল্পনাটাকে অবশ্য খামোকা উড়িয়ে দেওয়া গেল না। যে কোন বিপদ ঘটতে পারে—কেন পারে না? একটা ক্যাম্প ফায়ার। তাঁবুর ধুনি জ্বালিয়ে মজলিশ। রোদ পোড়া কতকগুলো মুখ। একটা মুরগী গাঁথা রয়েছে শিকে। একটি যুবক। চামড়ার জ্যাকেট গায়ে। পায়ে বড় হিপ বুট। সংগীদের দল ছেড়ে এগিয়ে আসে ওর দিকে। ওর সুন্দর চোখ দুটিতে নরম একটা হাসির ঝিলিক। "তুমি কি এই বনের ভেতর মধুর খোঁজে বেরিয়েছ?" "আমি অন্য কিছু খুঁজছি," ও সাহস করে জবাব দেয়, "কিন্তু তোমার সংগে দেখা হয়ে আমি খুশি হয়েছি।"

ঐরকম একটা জোড় লাগানো গাছের ডাল ওর গালের উপর সপাং করে এসে লাগে। ও হঠাৎ থেমে যায় ঝোলটা আর একটু হলেই চলকে পড়ে যাচ্ছিল।

"সাবধান, তুমি একটা আস্ত বোকা!" লিলকা চীৎকার করে ওঠে।

"আহা আহা! দেখ দেখ গাছের ঐ পাতাগুলো।" ক্লাভা সোৎসাহে চীৎকার করে ওঠে।

সূর্যের উষ্ণতা কাছেই একটা বনঝোপের আড়ালে কুঁড়িগুলোকে ফাটিয়ে ফুল ফুটিয়েছে। নরম চটচটে ছোট ছোট পাতা তার মাথার উপর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

"আহারে বেচারা এই পাতাগুলোকেও ছেঁটে ফেলা হবে," ক্লাভা দুঃখ করে বলে।

হঠাৎ দূরে এক ঝাঁক ঝোপের ভেতর থেকে একটা চীৎকার ভেসে আসে। তার সংগে ভীষণ জোরে গাছ ভেংগে ছিটকে পড়ার মড় মড় শব্দ। একটা চাপা গোঙানির মত শব্দ। কি এটা? গাছ? না ভালুক?

ক্লাভা ভয় পাবার আগেই সে দেখতে পেল কাঠুরিয়ারা বনের ভেতর কাজ করছে। একটা গাছের ওপর চিহ্ন দিয়ে লেখা রয়েছে, "শক্‌টীম। লীডর: আন্দ্রেই ক্রুগলভ।"

এরা অচেনা নতুন শিকারী কেউ নয়, তার নিজেরই বন্ধু সব। তার নিজের কোমসোমোল সংগীরা। পেতিয়া গলুবেনকো ওদের সংগে দেখা করবার জন্য ছুটে আসে, কলজে ফাটিয়ে চীৎকার করে ওঠে: খাবার এসে গেছে! হুররা!

সংগে সংগে ক্লাভা আর লিলকাকে ওদের নিজেদের বন্ধুরা ঘিরে ফেলে। ওর চারিধারে ছুটে এসে ভীড় করে ওর নিজের কোমসোমোল ভাইয়েরা। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে একে অন্যের গায়ে। এ ওকে সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। শুধু কয়েকটি তরুণ আপন মনে কাজ করে চলে। তাদের মধ্যে আন্দ্রেই ক্রুগলভও ছিল। ক্লাভা লিলকাকে রেখে চলে আসে। ডিশে করে ঝোল পরিবেশন করে। আর ও শ্রমিকদের কাজ দেখতে চলে যায়।

ওর দেখতে খুব ভাল লাগল। কেমন সব গাছগুলো কুড়ুলের ঘায়ে কাঁপছে দুলছে। মাটিতে পড়বার আগে হেলে পড়ছে। তরুণেরা কেমন সরে আসছে। উত্তেজনাহীনতার ভান করছে।

"আহা, দেখো!" ক্লাভা ওদের খুশি করবার জন্যে চেঁচিয়ে ওঠে।

ক্রুগলভ ছোট একটা শার্ট গায়ে দিয়ে কাজ করছিল। আর ওর ঘাড়ে আর হাতের ওপর এরি মধ্যে বেশ একটা রোদের তাপ লেগে লাল ছোপ পড়েছে। তার হাত দুলিয়ে বড বড় পা ফেলে চলার ভংগীতে পেশীর বলিষ্ঠ একটা সৌন্দর্য ফুটে উঠছিল সারা শরীরে। ক্লাভা ওর শরীরের ওপর থেকে যেন আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। সব ছেলেদের ভেতর ওকেই দেখতে সব থেকে সুন্দর। কী করে হয়? আগে এমন করে ও ওকে দেখে নি, ওর দিকে তাকায় নি?

"এসো ডিনার সেরে নাও!" ও ডাকল। ছেলেরা ওদের ঝোলের পাত্র নিয়ে ওই গাছের গুঁড়ির ওপরেই বসে পড়ে। অথবা খাবার নিয়ে মাটিতেই। পেতিয়া হঠাৎ, যে গুঁড়িটায় বসেছিল, সেটা থেকে লাফ মেরে ওঠে। সবাইকে জানিয়ে দেয় গাছ থেকে আঠা বেরুচ্ছে। সত্যই তো। চটচটে রস গড়িয়ে পড়ছে তাজা ক্ষত স্থান থেকে।

"গাছ কাঁদছে," ক্লাভা বলল।

এটা অবশ্য দুঃখ জানাবার সময় নয়। আজ এই তরুণেরা এত বড় একটা সাফল্য অর্জন করেছে, ক্লাভার মন বিস্ময়ে ভরে ওঠে।

ক্রুগলভ একটা গুঁড়ির ওপর বসে পড়ে। ওর পাশে মাটির ওপর রাখে কুড়ুলটা। আর পা দুটো চওড়া করে ফাঁক করে বসে কপালের ঘাম মুছে নেয়। দাঁত বসিয়ে দেয় এক তাল রুটির ওপর। ক্লাভা আবিষ্কার করল কী সুন্দর সমান সাদা সুন্দর ওর দাঁতগুলো। কোঁকড়ানো চুল। নরম হাসি হাসি চোখ।

"আর একটু ঝোল নেবে ভাই!"

ও ক্লাভার দিকে চেয়ে বলে, "এক পেট এরকম ঝোল খেয়ে কোনো মানুষ কাজ করতে পারে?"

ওর সংগে সবাই একমত হয়। ক্লান্ত কাঠুরিয়ার দল এক ঘণ্টা বিশ্রাম চায়।

"চুলোয় যাবার দশা," ক্রুগলভ উঠতে উঠতে বলে। ওর কাজের জায়গায় আবার এগিয়ে যায়। খাবার ছুটি হবার আগে যেখানটিতে ও গিয়ে কাজ করছিল। হাঁটতে হাঁটতে ওর কুড়ুলটা দোলাচ্ছিল। যেতে যেতে পথের ধারে একটা পাইনগাছ সামনে পেতেই একটা কোপ লাগিয়ে দিল। ক্লাভা ওর কুড়ুল বসাবার বলিষ্ঠ ভংগীটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ও বুঝতে পারে না পর মুহূর্তেই কী ঘটে যায়। ও শুধু দেখতে পেল যে গাছটা হঠাৎ উল্টে গেল। শুনতে পেল ডালপালা মড় মড় করে ভাংগছে আর কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। ওর মুখের ওপর এক ঝলক বাতাস এসে লাগে। ও অনুভব করে। আর পাইন গাছের একটা ভাংগা ডাল ওর হাতের ওপর এসে আঘাত করেছিল। ওদিকে লিলকা কান্না জুড়ে দিয়েছিল। ক্লাভা ছুটে যায় পড়ন্ত গাছটার কাছে। ক্রুগলভ তার পাশে পড়েছিল। তখনও শক্ত করে ধরে আছে তার কুড়ুলটা। ওর চোখ দুটো বন্ধ। ঠোঁটও চাপা। নড়ছে না।

ক্লাভা ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। মাথা হেঁট করে ওর কপালে গালে হাত দেয় তাড়াতাড়ি। ওর কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। আর মুখ ভাবলেশহীন স্তব্ধ।

"শীগগির জল আন্" ও তাড়া দেয়।

আস্তে আস্তে ক্লাভা ওর মাথাটা তুলে নেয়। কিন্তু ও কোনো সাড়া শব্দ দেয় না। ওর মুখের কোনো খানটিতেই জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠছিল না। ওর ঋজু নাক, সুদৃশ্য ঠোঁট দুটি, ঘন লম্বা চোখের পাতায়, যার কালো ছায়া নেমেছে ওর সুন্দর ফর্সা গালের ওপর সব স্থির নিস্পন্দ! পাইনের তীক্ষ্ণ লাল ছুঁচের মত ডাল পালায় জড়িয়ে আছে ওর মাথার চুল।

"আন্দ্রেই! আন্দ্রেই!" পেতিয়া গলুবেনকো চীৎকার করে ডাকে। ক্লাভার পাশে ও হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। অসংকোচে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

অন্য ছেলেরা ওদের মাথার কাছে ভীড় করেছে এসে। ওরা সবাই চেষ্টা করছে। খুঁজে বের করতে চায়। এ দুর্ঘটনার জন্যে কাকে দায়ী করা যায়।

"আমি জানতুম এরকম একটা কাণ্ড ঘটবে। আমি সর্বদা বলছিলাম: একবার যখন একটা গাছকে কোপাতে শুরু করেছ যতক্ষণ না সেটা পড়ছে সেটাকে ছেড়ে দিও না। এ পাইন গাছটা কার? তোমার?"

"না, পেতিয়ার।"

পেতিয়ার চোখের জল আর বাধা মানল না। হু হু করে কেঁদে ফেলল সে এই কথা শুনে। ক্লাভা ক্রুগলভের ওপর ঝুঁকে পড়ল। ওর ঠোঁট ছোঁয়াল ওর ঠোঁটে। উষ্ণ মনে হল। একবার মনে হল ঠোঁট দুটো বুঝি বা একটু কাঁপল।

"ও বেঁচে আছে," ও চেঁচিয়ে ওঠে। আর একবার বুঝি এল তার অঝোর ঝরে কাঁদবার পালা।

"মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।" ছেলেরা বলে উঠল। "গাছটা যে মাথায় পড়েছে তা নয়। দেখো না। ও তো ঠিক গাছ চাপা পড়ে নি। ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়েছে।

"ও বেঁচে আছে।" ক্লাভা আর একবার বলে ওঠে।

লিলকা একটু জল নিয়ে ছুটে এল। ওরা আন্দ্রেএয়ের দেহটা পরীক্ষা করে দেখল। কাঁধের একদিকটা ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে। আর ওর রোদ পোড়া চামড়ার তলায় একটা বিশাল থেঁতলানো ক্ষত ছড়িয়ে পড়ছিল।

ক্লাভা কাটা জায়গাটা ধুয়ে দেয়। ওর কোঁকড়ানো চুলগুলো পিছন দিকে ঠেলে দেয়। যাতে ওর কপালে ভিজে জলপটি লাগানো যায়। অন্যমনস্ক-ভাবে ওর আঙুলগুলো ওর চুলের ভেতর খেলা করছিল।

আন্দ্রেই গভীর নিশ্বাস ফেলল।

"যাও, কাজে ফিরে যাও," ক্লাভা কোমসোমোলদের কাছে ফিস ফিস করে বলল।

"তোমরা তো জানো অন্যদের চেয়ে যদি তোমাদের দল পেছিয়ে পড়ে তাহলে ও কীরকম ভেঙে পড়বে।"

ও ওর কাছে একটু একা থাকতে চাইছিল। ছেলেরা মন্থর পায়ে পিছন ফেরে। পেতিয়া তার উত্তেজনাকে খানিকটা হালকা করছিল। যেতে যেতে মাটিতে পড়ে থাকা পাইন গাছটার গায়ে প্রচণ্ড একটা লাথি কষিয়ে দেয়।

"আন্দ্রেই," ক্লাভা ডাকল। ওর মুখের উপর জলের ছিটে দিল। ওর চোখের পাতা কাঁপল। মুখের ওপরটা থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। অনেক কষ্টে ও চোখ খুলল। নিশ্বাস নিল। যন্ত্রণায় কাৎরে উঠল এবার। ক্লাভা আবার জল পটিটা ভিজিয়ে নিল। ওর কপালের উপর বসিয়ে দিল। আর, আরো একবার ওর আঙুল দিয়ে চুলের ভেতর বিলি কাটল। ও যেন একটু একটু করে বোঝবার চেষ্টা করছিল কি ঘটেছে। জ্ঞান ফিরে আসার প্রথম চমকেই ও যেন দীনাকে দেখল ছবির মত ওর সামনে। ওর সরু সরু দুটি হাত। লম্বা লম্বা নরম আঙুল। কিন্তু যখন ও চোখ খুলল ক্লাভার উদ্বিগ্ন মুখটা ওর চোখে পড়তেই ওর সমস্ত মনটা মমতা আর সমবেদনায় ভরে উঠল। ওর দিকে চেয়ে একটুখানি হাসল। ম্লানভাবে। আরও একটা

অবর্ণনীয় অনুভূতি আর আবেগে আর উপচে ওঠা কৃতজ্ঞতায় ও নিচু হয়ে ওকে নিবিড় করে চুমু খেল। ও উঠে পড়ল। দাঁড়িয়ে উঠল, এবার ওর মনের অনুভূতিগুলি আর আবছা নয়। ও টের পায়। আন্দ্রেইকে ও ভাল-বেসে ফেলেছে।

আঠারো

মানুষের বসতি ও কোলাহল থেকে অনেক দূরে একটা সরু পাহাড়ী নদী স্তব্ধ, অন্ধকার গিরিপথের ভিতর দিয়ে বইছিল। ঝির ঝির। ঝির ঝির। সে ছুটেছে সামনে। বন্ধুর তীরভূমির তলা দিয়ে খেলা করতে করতে নিচু জমির উপর আপনাকে কী এক প্রচণ্ড উল্লাসে ছড়িয়ে দিয়ে। যেখানে লাল উইলোর সরু সরু ডাঁটি জল থেকে সোজা মাথা জাগিয়ে উঠে এসেছে সেখানে সৃষ্টি করেছে বিষণ্ণ ছায়াচ্ছন্ন একটা খাড়ি, থেকে থেকে পাথরের খোঁচা খোঁচা মাথা বাধা দিয়েছে তার দুরন্ত গতিকে। নদী তাদের চারধার দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে ছুটে চলেছে। ভেঙে জীর্ণ করে দিচ্ছে তাদের মূল পর্যন্ত। বেলে পাহাড়ের ভেতর পর্যন্ত আঁচড়াতে আঁচড়াতে কোথাও তার তীব্র বাঁকের মুখে সৃষ্টি করেছে একটা অগভীর খাত। মনে হয় তখন এই নদীকে দেখে ক্রীড়া চঞ্চলা একটি লক্ষ্মী মেয়ে, কিন্তু তার তীর থেকে যদি গাছের একটি শাখা দৈবাৎ খসে পড়ে তাহলে নিমেষে যে কোথায় তাকে ভাসিয়ে নেবে তা চোখে দেখাও দুষ্কর।

এই নদীর উপর দিয়েই একটি নৌকো চলেছে স্রোতের প্রতিকূলে। নৌকাটি হল ঐ জাতীয় লম্বা। তলা ফাঁপা নৌকোগুলোর একটি, একটু ভোঁতা ধরনের সামনেটা। নানাইসরা সাধারণতঃ এই জাতীয় ঢং বা শিল্প পছন্দ করে। এর ছইগুলোর মাথায় ভারী বোঝা চাপানো। যাতে গলুইয়ের দিকটা জলের বেশ গভীর পর্যন্ত ডুবে যায়। দুটো স্থানীয় ছেলে পাড়ের কাছে লগি বেয়ে এগিয়ে চলেছিল। ওদের গালের হাড় দুটো বেশ উঁচু। চোখ দুটি বাদামী, নৌকোর পিছন দিকটায় একজন সুদর্শন মাঝবয়সী রুশ ভদ্রলোক বসে-ছিলেন। চোখ দুটো তাঁর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল আর শিকারীদের মত রোদে জলে পোড় খাওয়া মুখ। ওঁর পরণে নকশা কাটা পশমের নানাই বুট আর সামরিক প্রতীক চিহ্নিত একটা টুপি মাথায়। উনি একটা দাঁড় ধরে আছেন। ওটা দিয়ে অনায়াসে উনি নৌকোটাকে এধার ওধার ইচ্ছে মত ঘোরাচ্ছিলেন। থেকে থেকে উনি হুকুম জারি গলায় হাঁক পাড় ছিলেন।

"নাও এবার ভেতরে নেমে যাও। হ্যাঁ এর ভেতর!" ছেলেগুলোর তামাটে মুখ ঘামে ভরে উঠেছে। ভিজে গেছে। সূর্য ডুবছিল। জলে যেন

গোলাপী আর রূপালী রং গুলে দিয়েছে দীর্ঘ নীল পাটল বর্ণের রশ্মি রেখা পাঠিয়েছে অস্তসূর্য নৌকোর ঠিক পিছন পিছন।

"কিলটু, আর একটু টেনে চলরে," রুশ ভদ্রলোক বললেন, "সন্ধ্যের আগেই যে আমাদের ওখানে পৌঁছতে হবে।" "আর কুড়ি কিলোমিটার বাকী," দুটি ছেলের ভেতর বড়টি বলে। জমিটার দিকে চেয়ে মনে মনে একটা হিসাব করে নেয়, "আমার চেয়ে জোরে কেউ যেতে পারবে না।"

কিন্তু মেহনতটা ও আরো একটু বাড়িয়ে দেয়। লগি ঠেলতে থাকে আরো জোরে। নৌকটাকে বেশ গরজ করে ও সামনে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

অন্ধকার হয়ে আসছিল। সূর্যের সোনালী আলো এখনও আলো করে রেখেছে পাহাড়ের উঁচু মাথাটায়। কিন্তু নীচে সব কিছু অন্ধকার। ছোটো ছোটো শৈল শিখরের কালো সিলুয়েট ছায়ায় যেন একটা অশরীরি বিপদের হাতছানি। জলের সামনেটাও ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে আসছিল এবং একটা পুরোনো আয়নার মত, মুছে মুছে আসা কেমন একটা ছেঁড়া খোঁড়া ছায়ায় চারদিকটাকে ভরিয়ে তুলছিল।

অন্ধকার জল থেকে কিলটু চোখ তুলে রেখেছিল। ওর লগির পাশ দিয়ে জল বহে যায়। আর ও চুরি করে সমানে চেয়ে দেখতে থাকে লোকটিকে। লোকটি এদিককার কোথাও থেকে এসেছে। ভিনদেশী আগন্তুক এমন করে দাঁড় ধরে নৌকো সামাল দিতে পারে কি! আর উনি তো নানাই বুট পায়ে দিয়ে রয়েছেন। আচ্ছা ওনার অভিযানের উদ্দেশ্য কি? কাকেই বা দেখতে চলেছেন উনি?

"আপনি কি কাজ খুঁজতে যাচ্ছেন?" কিলটু সাহস সঞ্চয় করে এবার জিজ্ঞাসা করে।

"না।" রুশ ভদ্রলোকটি মুখ ঘুরিয়ে ঝামটা মেরে বলেন।

সাত দিন ধরে ওরা চলেছে নদীর ঢেউ ভেংগে আর সাতদিন ধরে ক্রমাগত কিলটু নিজেকে জিজ্ঞাসা করে চলেছে কে হতে পারেন এই রুশীয় ভদ্রলোক। আর কেনই বা দূর পথে পাড়ি দিয়েছেন উনি। ব্যবসাপত্তর? কিন্তু ওঁর সংগে মালমশলা কিছু নেই তো। খুব সম্ভব নিশ্চয়ই উনি এই অঞ্চল থেকেই এসেছেন। সংগে সংগে উনি ঠিক অংকটি বলে দেন যখন নৌকো ভাড়া করছিলেন আর উনি এমনভাবে কথা বলছিলেন যে কিলটু বেশ বুঝতে পারছিল, অথচ অন্য সব অঞ্চল থেকে যারা আসে তাদের কথা ওর বুঝতে বেশ অসুবিধা হয়।

"আপনি আমুরের ধারে থাকেন?" ও সাহস করে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করে।

"আমি থাকি খাবারোভসকে," রুশ ভদ্রলোক বলেন, "ওদিকে গেলে

যেও, কি? তুমি তো অর্ধেকটা ঘুমিয়েই পড়েছ।" প্রশ্নটাকে উনি মাঝখানে কেটে ছোট করে জবাব দেন।

কিলটু ভদ্রলোকের বিরক্ত মুখের দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকায়। উনি বলতে চান না উনি কে এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কিলটুর কাছে এটা কিছুটা নতুন ঠেকে। ভিন দেশের পর্যটকরা সচরাচর শেষ পর্যন্ত বলে তারা কে আর কেনই বা এখানে এসেছে। আর সাতদিনের যাত্রাপথে ওরা নিজেরাই প্রত্যেকটি সম্ভাব্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। এই একজন কখনও তার মুখ খোলে নি। ওরা যখন রাতের জন্য আস্তানা নেবে ও সংগে সংগে একা নদীর পাড় ধরে পিছনে হাত দিয়ে হাঁটতে থাকবে। কিন্তু ও তো ক্যামফায়ার করতে লাগল আর একজন অভিজ্ঞ শিকারীর মত খাবার রান্না করতে বসে গেল।

কিলটুর সাগ্রহ দৃষ্টি লক্ষ্য করে, রুশ ভদ্রলোক হঠাৎ হেসে উঠলেন হো হো করে আর বেশ খুশি মনে বলতে লাগলেন, "কিলটু তুই দেখছি একটা খুঁত খুঁতে স্বভাবের ছোকরা। খালি জানতে চাস এটা ওটা। আমি এখানে কেন এসেছি? আরে আমি এখানে এসেছি চামড়া কিনতে রে। বুঝলি আমার কথা?"

"কারবারী লোক?" কিলটু জিজ্ঞাসা করল। "কমরেড মিখাইলভ, তিনিও কারবারের লোক। তিনি চামড়া কেনেন।"

"আরে আমি হচ্ছি মস্ত এক মাতব্বর, বুঝলি?"

"আপনি," কিলটু শ্রদ্ধার সংগে বলে।

একটি মাত্র উজ্জ্বল তারা তখন আকাশে দেখা যাচ্ছিল ওদের পিছনে একটা পাহাড়ের মাথায়। রাত হয়ে আসছিল।

কিলটুর কেমন ভয় করল অন্ধকারে। মনে একটু সাহস আনবার জন্য ও গান ধরল।

"আকাশে জ্বলছে একটি তারা, আমার নৌকো চলেছে নদীর স্রোতে। আস্তে আস্তে নৌকো চলেছে স্রোতের উলটো দিকে। স্রোতের সংগে তিরতিরিয়ে চলেছে নৌকোখানা। যেন চুলবুলে একটা পাখী। আর কোনো দাঁড়ের কাজ নেই শুধু লগি ধরে চালিয়ে যাও। দশ দিন ধরে আমি ঘর ছেড়েছি গো। ঘর ছাড়তে মনে আমার দুঃখ ছিল বড়। কিন্তু এখন আমার বুক যে কত হালকা। কেন না এখন আমি ঘর চলেছি গো তড়িঘড়ি। আমার মা যেন নদীর পাড়ে বসে জাল বুনছে গো। সে যে আমার লাগি আছে প্রতীক্ষায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে তার কিলটুর নৌকোখানা কখন পড়বে চোখে।"

ও গাইছিল। জোরে আরো জোরে। ওর ভয়টাকে চেপে রাখবার জন্যে। হোজেরো ওর গান শুনছিল। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল ও-ও গান গায়। কিন্তু কিলটু গাইছিল তার নিজের গান। হোজেরো তাকে বাধা দিতে পারল না।

সন্দেহ নেই তুমি এখন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। কালো রাত্রি নেমে এসেছে তাইগার ওপর। নিয়ে এসেছে তার সঙ্গে একটা সোঁ সোঁ বাতাস। সে বাতাসে নদীর বুকে জাগছে ছোট ছোট ঢেউ। মাথার ওপর গাছের ভেতর জাগছে মর্মর ধ্বনি। সর্ সর্। সর্ সর্।

কিলটু উদ্বিগ্ন হয়ে নদীর তীরে অন্ধকারের ভেতর চেয়ে থাকে। ও গান থামিয়েছে। ওর ভয় করছিল। গাছের ভেতর ভূতের ছায়া নড়াচড়া করছে।

ডালপালাগুলোকে দুলিয়ে দিচ্ছিল। ওকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল দূর পাহাড়ের মাথায় মাথায় আকাশটা এবার আগের থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। পাহাড়ের মাথার ওপর ছিন্ন ভিন্ন পাইন গাছগুলোর আগায় আলোয় ভরিয়ে তুলছিল। আকাশের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছিল মেঘ। এক পাশে হেলানো একটা পাটল বর্ণের চাঁদ পাহাড়ের ওপর দিয়ে পাল তুলে ভেসে চলেছে। নদীর ওপর আর তাইগার বুকে পাঠিয়ে দিয়েছে বিবর্ণ আলোর রশ্মি।

"ওঃ কী সুন্দর! মরি মরি কী সুন্দর আহা!" হোজেরো আবার গাইছিল। ওর দাঁড়টাকে একটু ঠেলে দিয়ে। "চাঁদ এসেছে আমাদের সাথী হয়ে। ভয় লেগেছিল আঁধারে। কিন্তু এবার চাঁদ এনেছে আলো আমাদের জন্যে। এসো দয়াল চাঁদকে আমরা জানাই ধন্যবাদ। চাঁদ তুমি ধন্য—ধন্য হে।"

হঠাৎ গানটায় বাধা পড়ল, দূর থেকে ভেসে আসা একটা রক্ত হিম করা চীৎকারে। কিলটু নৌকোর ভেতর হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে। বারবার শোনা যেতে লাগল সেই চীৎকার। একঘেঁয়ে অশুভ সেই একই শব্দের পুনরাবৃত্তি। "হো আ-আ-আ! হো আ-আ আ!" মানুষের গলা দিয়েই যেন এই শব্দ সৃষ্টি হচ্ছিল। অনেকগুলি কণ্ঠের সমস্বর চীৎকার।

"এ আবার কি?" রুশ ভদ্রলোক বলেন। কিলটুর পাঁজরায় একটা খোঁচা মারলেন, "আরে তুই ভয় পেলি কেন? উঠে পড়!"

উনি নিজেও অবশ্য বেশ আতঙ্কিত। ওই ভুতুড়ে একঘেঁয়ে শব্দটা শুনে। অন্ধকারের ভেতর থেকে ক্রমাগত একই শব্দের পুনরাবৃত্তি।

হোজেরো কাঁপা কাঁপা গলায় বিড় বিড় করে বলতে থাকে। "আমাদের গাঁয়েই বোধ হয় কোনো গোল বেধেছে। হয়ত অসুখ হয়েছে কারো আমাদের গাঁয়ে, চল আমরা গিয়ে ভূত তাড়াই।"

কিলটু উঠে পড়ল, আবার লগি ঠেলতে শুরু করে দিল। কিন্তু চাঁদের আলোয় লোকটি দেখল ভয়ে তার চেহারাটা কেমন বিকৃত হয়ে গেছে। হোজেরোও অবশ্য যত জোরে পারে কাজ করে চলেছে, সন্ত্রস্ত চোখ দুটো তার অনেক দূর গ্রামের দিকে যেন সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে চাইছে। কিন্তু এখনও যে চোখে পড়ছে না তার গ্রাম।

"হো-আ-আ! হো-আ-আ-আ!" ওই অশুভ আর্তনাদ জোরে আরো জোরে বাড়তে থাকে।

হঠাৎ একটা আলো জ্বলে ওঠে দপ্ করে। একটা ছোট আলো কাঁপতে কাঁপতে একবার জ্বলে উঠে আবার নিভে যায়। একটা কুকুর ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে।

"এই তো আমরা এসে পড়েছি," লোকটি সানন্দে ঘোষণা করে দেয়। "হেই! নদীর পাড়ে কেউ আছ?"

নৌকো গিয়ে ঠেক খায় বালির পাড়ে। কিলটু আর হোজেরো লাফিয়ে নামে আর নৌকো টাকে টেনে তোলে। রুশ ভদ্রলোক পা ছড়িয়ে দিলেন নির্নিমেষ চেয়ে সিলুয়েট ছায়াচ্ছন্ন ফাঞ্জাগুলোর দিকে। ওখান থেকেই আসছিল আর্ত চীৎকার: "হো-আ-আ!" "মুই দিশেনি?"[১] খুব কাছ থেকেই একজন বুড়ো লোকের গলা শোনা গেল, "কিলটু?"

"আমি কিলটু।" ছেলেমানুষ মাঝিটা জবাব দেয়। "হাই বিশেনি, বেজে?"[২]

কিলটু, হোজেরো আর বুড়ো লোকটা নানাই ভাষায় কথা বলতে শুরু করে দিল। লোকটি ওদের দ্রুত দুর্বোধ্য ভাষা শুনতে থাকেন অধৈর্য হয়ে।

"আরে গোলযোগটা কিসের?" উনি মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে ওঠেন।

"বুড়ো নাইমুকা আলেক্সির দ্বিতীয় পক্ষের বউ বিয়োতে পারছে না। দুদিন হয়ে গেল ছেলে হচ্ছে না।"

"দুদিন হয়ে গেল তবু ছেলে হচ্ছে না।" কিলটু খুব উত্তেজিত হয়ে বুঝিয়ে দেয়, "বুড়ো ভূত তাড়াতে লেগেছে।"

"আজ দুদিন হোলো তবু বিয়োতে পারছে না," বুড়ো আবার বলে, "উরাইগতের অবস্থা খুব খারাপ। সে একটু একটু করে এবার মরবে।"

নাইমুকার ফাঞ্জার ভেতর (গাঁয়ের কুটীর বসতি) লোক গিজগিজ করছে। কিন্তু কোনো আলো জ্বলে নি। বুড়োরা সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে কাঁদছিল: "হো আ-আ-আ, হো-আ-আ!" থেকে থেকে ওদের ভেতর একজন এক মুহূর্তের জন্যে দরজা খুলছিল যাতে ভূত পালায়। তারপর আবার ঝপ্ করে বন্ধ করে দিচ্ছিল। যাতে তেড়ে আবার ফিরে না আসে। বড়রা যখন সাব্যস্ত করল ভূত প্রেত সব ভাগানো হয়েছে, সবাই বেরিয়ে এল। ফাঞ্জার চারধারে ঘিরে প্রতিবেশীর উঠান আঙিনা থেকে ভূত তাড়াবার জন্য সুর করে কাঁদতে লাগল। বিচিত্র শব্দ করে চেঁচাতে লাগল। নাইমুকার বড়

১ "কে আছ?"
২ "কিলটু। কি হয়েছে বেজে?"

বউ, সাকসা ভেতরে রইল। একটা মশাল জেবলে ফেলল, মাদুরের ওপর বসে পড়ল। ওর কাচ্চাবাচ্ছাদের পাশে। এক কোণে। ওখানে বসে বসে পাইপ টানছিল। বুনো চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল উরাইগতের কষ্ট। যেদিন থেকে নাইমুকা এই যুবতী স্ত্রীলোকটিকে ওর দ্বিতীয় পক্ষের বউ করে নিয়ে এসেছে, সেদিন থেকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সাকসাকে খাটতে হচ্ছে, আর ওকে আর ওর ছেলেপুলেদের খেতে দেওয়া হয় পাতের এঁটোকাঁটা। ওদিকে উরাইগতে ঘুমোয় নাইমুকার সঙ্গে। মাছধরার কাজকর্ম থেকে ওকে রেহাই দেওয়া হয়। নৌকো চালাতে হয় না। জবালানী কাঠ কুড়োতে হয় না তাইগা থেকে। কুকুরকে খাওয়াতে হয় না। টাটকা মাছ ধুতে হয় না। খেলাতে হয় না। ও কিছুই করত না। শুধু বাড়ীতে বসে বসে সিলকের সুতো দিয়ে পোশাকের ওপর ফোঁড় তুলত। নকসা করত। সেলাই করত। একটা বাহারী পাইপ টানত আর বাচ্ছাগুলোর সঙ্গে খেলা করত। বাচ্ছাগুলো খুব ভালবাসে ওকে। সাসকার বড় মেয়ে ওর কাছে বসত। ফিস ফিস করে কথা বলত। ওর ফুল তোলা সেলাইয়ের ছাঁদের জন্য নতুন নতুন নকসা পছন্দ করে এনে দিত। ওকে সাহায্য করত। সাসকা জানত যে উরাইগতে যদি ওর একটা ছেলের জন্ম দিতে পারে তবে সেই হবে নাইমুকার সোহাগের বউ আর তার নিজের ছেলেমেয়েরা অবহেলিত হবে। দূর ছাই করবে! তাই উরাইগতে কষ্ট পাচ্ছিল দেখে ওর বড আনন্দ হচ্ছিল।

রুশ ভদ্রলোকটি সাহস করে এবার ফাঞ্জার মধ্যে ঢুকে পড়েন। প্রসব বেদনায় যেখানে বউটি কাতরাচ্ছিল একেবারে সোজা তার কাছে চলে আসেন। ওর সারা শরীর যন্ত্রণায় দুমড়ে যাচ্ছিল। খুব নরম সুরে ও গোঙাচ্ছিল। ঘামে চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল ওর কালসিটে পড়া মুখ। দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসেছিল বউটি। ওর হাত দুটো অবশ নিস্পন্দ হয়ে ঝুলছিল ওর দুপাশে। কেন না নানাইদের সংস্কার অনুযায়ী স্ত্রীলোকেরা কখনও শুয়ে শুয়ে প্রসব করতে পারে না।

রুশ ভদ্রলোকটি এক মুহূর্ত ওর দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকেন। অপমান আর বিরক্তি মেশানো একটা অনুভূতি। তারপর হঠাৎ বেরিয়ে এলেন।

আস্তে আস্তে বাইরের চীৎকার থেমে আসে।

দরজাটা একটুখানি খুলে যায়। ফাঞ্জার মালিক, একজন সর্বজ্ঞ বুড়ো লোক। নানাইদের কাছে গণ্যমান্য—এলোমেলো সাদা দাড়ি। বড় বড় উজ্জ্বল চোখ, স্যাঁৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

"কি হে নাইমুকা," ভদ্রলোক বলেন। ওর কাছে এগিয়ে এলেন।

"পারামোনভ!" অবাক হয়ে বৃদ্ধ বললে। বুড়ো তার হাত দুটো তুলে

দিল এমন একটা ভংগীতে যাতে দেখে মনে হল সে খুব ভয় পেয়েছে আর এবার ওকে ভক্তি করবে বলে মনে হল।

"ঠিকই বলেছ, আমি পারামোনভ।" রুশ ভদ্রলোকটি খামকা বলে ফেললেন। "কিন্তু গোলমাল করে এটা জানিয়ে দিও না। আমি যাচ্ছি মিখাইলভের ওখানে রাতটা কাটাতে। কাল ফিরে আসব।"

"হ্যাঁ, তুমি কাল ফিরে এসো।" নাইমুকা বিড় বিড় করে বলল। দরজার কাছে ওকে দেখে নাইমুকা অনুগত সশ্রদ্ধভাবে কথাগুলো বলছিল। "বিদে-মেনু, বিদেমেনু," ওকে নত হয়ে নমস্কার করতে করতে কথাগুলো বার বার আওড়ায়। ওর হাত দুটো আড়াআড়িভাবে রাখা ওর বুকের উপর।

পারামোনভ চলেছিল নদীর পাড় ধরে। মাছ ধরা জালগুলো ডিংগিয়ে। ফ্রেম আর উপুড় করা নৌকাগুলো পেরিয়ে। ওর চলার ভংগীতে যেন এদের দেশের অতি পরিচিত জানাশোনা এক মানুষের আভাষ। ও যেন পথ ঘাট সব চেনে। জন কয়েক নানাই নৌকা থেকে মাল খালাস করছিল। নৌকোটা এইমাত্র এসে ঘাটে ভিড়েছে। একজন বৃদ্ধ রুশ ওদের কাজের জায়গায় আলো ফেলবার জন্য একটা লণ্ঠন তুলে দাঁড়িয়ে আছেন।

"মিখাইলভ," পারামোনভ আস্তে ওকে ডাকে।

বুড়ো লোকটির ভুরু উঠে যায় অবাক হয়ে। ভুরু উঠতে থাকে ক্রমশঃ। শেষে উনি চিনতে পারেন। বুঝলেন কে কথা বলছে। এবার অবাক আর আনন্দের চেয়ে যেন আরো অনেক বেশি ভয় হয়।

"তাহলে আবার আমাদের এখানে দেখা হল।" পারামোনভ মৃদু হেসে বললেন। "আমি তো চলেছি তোমার বাড়ী থাকব বলে। বউ কি ঘুমোচ্ছে?"

রাস্তার মাঝখানে একজন আদিবাসী যুবতীর সংগে আর একটু হলেই ধাক্কা লাগত। মেয়েটির সাদা পোশাক। ও তড়াক করে সরে যায়। যেখানে একজন যুবক একটা গাছের তলায় সিলুয়েট ছায়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আড়াল হয়ে গাছের তলায়। পারামোনভ যুবকটিকে চিনতে পারেন। ও কিলটু।

কাঠের বাড়ী একটা। উঁচু বারান্দা। পরিষ্কার তকতকে একটা ঘর। রুশীয় ছাঁদে আসবাব দিয়ে সাজানো। এখানে বিছানায় একজন স্ত্রীলোক ঘুমিয়েছিল। একগুচ্ছ সাদা চুল উড়ে এসে পড়েছে বালিশের ওয়াড়ের উপর। কেরোসিন তেলের একটা আলো টেবিলের উপর। একটু একটু শিখা উঠছিল তা থেকে।

"ওঠো, মারিয়া আন্দ্রেয়েভনা," পারামোনভ বললেন। সলিতাটা উসকে দিতে দিতে। "আমায় চিনতে পারছ?"

"ও মা কি হবে! হায় ভগবান!" অবাক হয়ে স্ত্রীলোকটি বলে ওঠে। বিছানা থেকে উঠে পড়ে লাফ দিয়ে। "তুমি কোত্থেকে উদয় হলে?"

"কে জানে? হতে পারে অন্য কোনো দুনিয়া থেকে," পারামোনভ হাসলেন "যেখানে থেকেই হোক। আমার খিদে পেয়েছে। আর ভীষণ ক্লান্ত। একটু দুধ-টুধ আছে?"

নৌকোর মাল খালাস শেষ হয়ে গিয়েছিল। মিখাইলভ গুদামঘরটা বন্ধ করে দিলেন। তালাচাবি লাগালেন। আঙুলগুলো কাঁপছিল।

একটা গাছের তলায় কিলটু আর মুমি হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছিল।

কিলটু শান্তভাবে বলল, "আমুরের ধারে বড় বড় জিনিস হতে চলেছে। বহু লোক এসেছে। সব কোমসোমোল। খাবারোভ্‌স্কের মত একটা বড় শহর বানাতে চলেছে ওরা। সব ক্যানভাসের 'য়ুরতা' খাটিয়েছে (তাঁবু)। লম্বা লম্বা টেবিল পেতে খাচ্ছে। নদীর ধারটায় উঁচু করে মালমশলা গাদা করেছে। ওরা সব এরি মধ্যে তাইগাকে সাফ করে ফেলতে লেগে গেছে। গাছ কেটে ফেলছে, গুঁড়ি উপড়ে ফেলছে। ওখানে একটা কারখানা বানাতে চলেছে ওরা।"

"কারখানা?" মুমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে। ও কথাটা আগে কখনও শোনে নি।

"আমাকে একজন কোমসোমোল বলেছিল কারখানা হল শুধু সেই বাড়ী যাতে কেউ থাকে না। ওরা শুধু তার ভেতর বড় বড় জিনিস বানায়। কোমসোমোলরা বড় বড় নৌকো বানাচ্ছে। বড় বড় স্টীমের জাহাজ। কোমসোমোলটা বলছিল আমার ওখানে যাওয়া উচিত। ওদের কাজে সাহায্য করা উচিত। আমি যাব; হোজেরোও যাচ্ছে।"

ও এবার কথা বন্ধ করে। কেননা ওর ভাবনায় মুমি চমকে ওঠে।

"ওপা সমর তিন দিনের ভেতর এসে পড়ছে।" মুমি বলে। ওর চোখে ফুটে ওঠে একটা নিরুপায় আত্মনিবেদন। "ওপা সমর আর বাবা কথা বলেছিল কিনা মাছ ধরতে ধরতে। বাবা বলল সব ঠিক হয়ে গেছে।"

"না," কিলটু জোর দিয়ে বলে যায়, "তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ। আগামী কাল আমরা যাব আইভান হাইতানিনে সোভিয়েতগুলি এখন ক্ষমতায় আছে। এমন কোন আইন নেই যাতে এখন কেউ ইচ্ছে করলেই বউ কিনতে পারে।"

"উরাইগতের কি হবে?" মুমি জিজ্ঞাসা করে। ওর চোখ ফেটে এবার জল আসে। কেন না উরাইগতে ছেলেবেলা থেকে ওর বন্ধু। মুমির বয়স ষোলো। নাইমুকা, মুমির বাবা। উরাইগতের জন্যে মোটা দাম দিয়ে খরিদ করেছে। পাঁচ গাঁটরি চীনে সিল্ক, চারশো জার রুবল, একটা লোমের

পারকা, একটা নতুন রাইফেল আর প্রচুর বন্দুকের মশলা। গান পাউডার। এই দাম দিয়ে সে উরাইগতেকে কিনেছিল। তার বউ হিসেবে ও বেশ রগচটা আর খিটখিটে। আর মুমিকে একটু বেশি ভালবাসত। ঝি বলে ঠিক মনে করত না। তার চেয়ে একটু বেশি। শুধু যখন নাইমুকা দূরে কোথাও যেত অথবা উরাইগতেকে মারধর করত তখন ও মুমির সঙ্গে আগের মত বন্ধুত্ব পাতাত—বেশ নরম কেটে কথা বলত, ওর গলা জড়িয়ে ধরত আর কাঁধের ওপর মাথা রেখে খুব খানিকটা কাঁদত।

"না," আবার প্রতিবাদ জানায় কিলটু। ওর মুখের ওপর কালো ছায়া নেমে আসে। "এখন আমাদের দেশে সোভিয়েতের শাসন। সোভিয়েতের আইন মেয়ে কেনাবেচার বিরুদ্ধে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে। বড় শহরে। ওখানে সবাই একজন কমসোমোল। হোজেরোও যাচ্ছে। উরাইগতের নিজেরই দোষ। ও নিজে গিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে নালিশ করতে পারত। কিন্তু মোটা টাকার জন্যে ও বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল।" কিলটু হাসল। "হোজেরো কোমসোমোলটাকে জিজ্ঞাসা করেছিল একটা জার রুবলের দাম কত। রুশীয় কোমসোমোল বললে, একমাত্র ওগুলো দিয়ে তুমি তোমার দেওয়াল মুড়তে পার, তবে দেওয়ালটা সুন্দর হবে না।"

"উরাইগতে মরে যাবে," মুমি বললে। তখন ও কাঁদছিল। "আর তখন বাবা আবার একটা বউ আনবে। কে জানে নতুন বউ কেমন হবে?"

"আরে ওসব কথা শুনছে কে? তুমি আমার সঙ্গে যাবে। কালই আমি গিয়ে আইভান হাইতানিনের সঙ্গে কথা বলব।" এবার কিলটু দু হাত দিয়ে মুমিকে জড়িয়ে ধরে।

মিখাইলভের বাড়ীতে সকাল পর্যন্ত একটা আলো জ্বলছিল। মিখাইলভের বউ সাংঘাতিক ঘুমোচ্ছিল। যখনই জাগছে একবার মাথা তুলে দেখে নিচ্ছে। ওর স্বামী বাতির আলোয় পারামোনভের সঙ্গে বসে বসে কথা বলছে। মুখটা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। আর যখন উনি একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছিলেন তখন ওঁর আঙুলগুলো ভীষণ কাঁপছিল! কথা যেন আর ফুরোয় না। ফিস্‌ফিস্‌ কথার যেন আর শেষ নেই। আর সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে ঘরের ভেতর। বুড়ি একবার উঠল। হাত দুটো ভাঁজ করে নিজের বুকে ক্রস কাটল। স্বামীর জন্যে ক্রস কাটল। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। দুঃস্বপ্নে শুধু যন্ত্রণা পেতেই বুঝি বা আবার ঘুমোলো বুড়ী।

আবার এল একটা নতুন দিন। তখন নাইমুকা তার ফাঞ্জা থেকে বেরিয়ে এল। দুটো কাঠের শবাধার তৈরী করতে শুরু করল। একটা বড় আর একটা ছোট। সাকসা কাঁদছিল। উরাইগতের দেহ সমাধিস্থ করবার জন্য

তোড়জোড় করতে করতে কাঁদছিল। ওইখানে শুয়ে ছিল উরাইগতে। সাদা হয়ে গেছে সারা শরীর। মুখটা বসে গেছে। উঁচু আর তীক্ষ্ণ হয়ে আছে শুধু ওর গালের হাড় দুটো। একটা সিলকের রুমাল বেঁধে দেওয়া হয়েছে ওর চোখের ওপর। কিন্তু রুমালের তলা থেকে চোখের কোটর দুটো স্পষ্ট দেখা যায়। মনে হচ্ছিল যেন ওর পাশে শুইয়ে রাখা বাচ্চাটাকে চেয়ে চেয়ে দেখছে উরাইগতে শিশুটা খুব ছোট হয়েছিল। ওর ছোটছোট শরীরটা নীল হয়ে গেছে আর ওর মাথার ওপর চাপ চাপ শুকনো রক্ত জমাট বেঁধে গেছে।

মুমি উরাইগতের মা বাবাকে আনতে গেলো। ওরা তখন মাছ ধরতে বেরিয়েছিল। ওরা যখন গাঁয়ে এসে পেঁাছল তখন আকাশে সূর্যের আলো চড়েছে। সূর্য মাথার ওপর। উরাইগতের মা নদীর পাড় থেকে ফাঙ্গার ভেতর ছুটে আসে। ওর মাথার চুল উড়ছিল রুমালের তলা থেকে। ও হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। দুটি শবদেহের পাশে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ে। আর যত জোরে পারে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

উরাইগতের বাবা আর নাইমুকা নীরবে যুবতী স্ত্রীলোকটির ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলির চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ওর বাবা ওর বাপের বাড়ীতেও যা কিছু ফেলে এসেছিল সব নিয়ে এসেছে। একটা ছোট বার্চ-ছালের বাক্সো। বেশ কায়দা করে নক্সা কাটা। ছেলেবেলাকার পড়ে থাকা কিছু পোশাক আর একটা ছোট পাইপ। ওর খেলার সংগী হোজেরো ওটা বানিয়ে ওকে উপহার দিয়েছিল।

হোজেরোও খবর পেয়েই ছুটে এসেছে। কারো সংগে কথা না বলে কারো দিকে না তাকিয়ে ও সোজা চলে আসে মৃতদেহগুলির কাছে। বাচ্চাটার দিকে একবার তাকিয়েই চমকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। আর যাকে সে ভালবাসত তার বিকৃত মুখের দিকে অনেকক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্ধ্যাবেলা উরাইগতে আর তার শিশুকে নিয়ে আসা হল সমাধিক্ষেত্রে। কাঠের তক্তা করে। যেটার ওপর ফাঙ্গার ভেতর ওদের শুইয়ে রাখা হয়েছিল। বুড়ো লোকটি যুবতী স্ত্রীলোকের যথাসর্বস্ব বহে নিয়ে এল: মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রীলোকটির শেষ সম্বলগুলি বহে আনল। সমাধিক্ষেত্রে খোলা কবরের সামনে ওরা এসে থমকে দাঁড়ায়। স্ত্রীলোকেরা আগুন জ্বালায়। তার চারধারে ঘিরে দাঁড়ায়। গান গায়। উঁচু সুরে চীৎকার করে। খোলা কবরের ধারে পুরুষরা দুটি খালি শবাধার রাখল। শবাধারে মৃতদের শুইয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত করে দিতে থাকে।

ভীড় বাড়তে থাকে। কেন না এমন একজন বড়লোকের বউকে মাটি দেওয়া হচ্ছে এ দৃশ্য কেউই না দেখে থাকতে পারল না। দুটি নতুন কম্বল

শবাধারে রাখা হল। প্রথমটা প্রায় দু'আধখানা করে ফেঁড়ে ফেলা হল। ও দুটি হল উরাইগতের বরপণের একটি অংশ। তারপর মৃতা স্ত্রীলোকটিকে সিল্কের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হল। গলার কাছে, হাতার কাছে আর পাড়ের ওপর চৈনিক নক্সা সেলাই করা। সাদা চিকনের কাজ করা এক জোড়া মোজা। হরিণের চামড়ার জুতো। আর নীল হাঁটু ঢাকা ওকে পরিয়ে দেওয়া হল।

নাইমুকা একরাশ জামাকাপড় এনে ফেলল শবাধারের কাছে। ও একটা পোশাক তুলে ধরল। কচ্ছপের খোলা আর দড়ির বাহারী কাজ করা। সবাইকে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে দেখাল। একটা ধারাল ছুরি দিয়ে এক টুকরো ছিঁড়ে ফেলল। ওটাকে ভীড়ের মাঝখানে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল আর বাকীটা স্ত্রীলোকটির দেহের উপর রাখল। আর দুটো জামা মাছের ছাল দিয়ে তৈরী। বাকীগুলো সব সাটিন, সিল্ক, সুতী আর লোমের। কিছু পোশাক ছিল চৈনিক চিকণের কাজ করা। কিছু কিছু পোশাকে সূক্ষ্ম নানাই নক্সার সেলাই। রিবন, লেস, বোতাম, সামুদ্রিক শামুক আর ছোট ছোট তামার গয়না দেওয়া কিছু পোশাক। একদিন সে ওসব পরে ঝলমল করে ঘুরত, চিক্‌চিক্‌ করত সেগুলি তার চলাফেরার প্রতিটি ভঙ্গিমায়।

যখন উরাইগতের দেহের উপর সমস্ত পোশাক স্তূপ করে ফেলা হল, নাইমুকা আর উরাইগতের বাবা মৃতদেহকে কফিনের ভেতর তুলে নিয়ে রাখল। স্ত্রীলোকেরা আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে বনভূমি কাঁপিয়ে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। পুরুষেরা উরাইগতের পাত্রগুলি ভাঙতে শুরু করল। খোলামকুচিগুলো রাখল কফিনের ভেতর। তখনও মৃতা যুবতীর আরো অনেক ব্যবহার্য জিনিসপত্র মেঝের ওপর পড়েছিল। নাইমুকা একটুকরো রংচং-এ চীনা সিল্ক তুলে নিল। ভাঁজে ভাঁজে ফিকে হয়ে এসেছিল তার রং। অনেকদিন ধরে একটা গাছের গুঁড়ির ভেতর পড়েছিল। ওর ভেতর দিয়ে তার ছুরিটা চালিয়ে দিল। ওটাকেও এলোমেলো কাপড়ের স্তূপের ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দিল। সিল্কের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল লম্বা লম্বা ভেলভেট। পশম, সাটিন আর রঙীন সুতোর ডোরাকাটা কাপড়। শেষ পর্যন্ত, পাইপ, ছেঁড়া কাপড়ের পুতুল, সুতো, কুরুশ কাঠির আংটা, আর অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসও ওর সংগে জড়ো করা হল। নাইমুকার ছুরিটা শূন্যে চকচক করে উঠছিল। আর টুকরো টুকরো সুতী সিল্কের কাপড়, বাসনপত্র উড়ে উড়ে গিয়ে পড়ছিল দর্শকদের মাঝখানে। তারা ওগুলো হাত দিয়ে টেনে নিয়ে নিচ্ছিল আর সৌভাগ্যের চিহ্নস্বরূপ নিজেদের কাছে রেখে দিচ্ছিল।

আর একবার হোজেরো মৃতদেহের কাছে গেল। কিন্তু এবার যে ঐ দেহ যুবতী নারীর সমস্ত জিনিসপত্রের তলায় অদৃশ্য হয়েছে। ওর ঠোঁট আর

চিবুক কাঁপছিল। মাথাটা নীচু করল হোজেরো। আস্তে আস্তে ছোট্ট একটা নলখাগড়ার তৈরী বাঁশী রেখে দিল শবাধারের ভেতর। তারপর চলে গেল। এই বাঁশীটা উরাইগতে ওর সংগে বদল করে ওর কাছ থেকে ওর তৈরি করা আর একটা নিয়েছিল, এখন এটা ওর। ওরই বাঁশী ছিল। ওর সংগে এটাকেও কবর দিতে হবে।

হোজেরো একটা নৌকায় উঠে পড়ে। নিরুদ্দিষ্টভাবে ভাসিয়ে দেয় নদীর স্রোতে নৌকো। কন্যাপণ দেবার মত অনেক টাকা তার থাকলে, বড়লোক হলে, উরাইগতে ওর বউ হতে পারত। আজ আর সে নেই।

পাশের ছোট গাঁয়ের ভেতর থেকে যে রাস্তাটা বেরিয়ে এসেছে, ও দেখল, মিখাইলভ আর সদ্য আগত সেই রুশ ভদ্রলোকটিকে। ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল এলোমেলো কথা বলতে বলতে। আরো অনেক দূরে হোজেরো দেখল নবাগতের ভাই স্তেপান পারামোনভকে। উল্টোদিকে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি। স্তেপান একজন রুশ শিকারী। পাঁচ বছর আগে উনি এখানে এসেছেন। ছোট গাঁয়ের ধারে একটা বাড়ী বানিয়েছেন নিজেই। একটা বাগান করেছেন। আর একটা গরু আর কিছু কুকুর যোগাড় করেছেন। ওঁর প্রতিবেশীর কাছ থেকে উনি একটু একা একা সরে থাকেন। শীতকালে উনি শিকার খেলতে লম্বা পাড়ি জমান গভীর তাইগায়। গরম কালে থাকেন বাগান নিয়ে। মাছ ধরেন, আর বার্চ গাছের ছাল দিয়ে মজার মজার ছোট ছোট খেলনা বানান। প্রথম প্রথম নানাইরা ওকে সন্দেহ করত। কিন্তু আস্তে আস্তে ওরা স্তেপান আইভানোভিচকে চিনে ফেলল। ওরা ওর খেলনার জন্যে কাঠবিড়ালির চামড়া দেওয়া নেওয়া করতে লাগল ওদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা স্তেপানের ছেলেমেয়েদের সংগে খেলত।

কোমসোমোলরা অবশ্য ওঁকে তেমন পছন্দ করত না—বিশ্বাসও করত না। যখনই ওদের সংগে ওনার দেখা হত উনি ঠিক বিদ্রূপ করে জিজ্ঞাসা করতেন, "কি হে। আচ্ছা। কোমসোমোল। তার মানে কি—কোম-সো-মোল? সি. পি. এস. ইউ. (বি) তার মানে কি?"

কোমসোমলরা ঠিক সহজ ব্যাখ্যা দিতে পারত না। আর এর জন্যেই স্তেপান ওদের ঠাট্টা করত।

"বেজন্মা!" হোজেরো আপন মনে বলে। আবার বলে। "রুশীয়রা স্তেপানের সংগে দেখা করছে।" এই বলে ওদের ও মন থেকে খারিজ করে দেয়।

নিকোলাই পারামোনভ আর মিখাইলভ তখনও একসংগে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে ওরা কবরখানাটা পেরিয়ে গেল। দোকান পেরিয়ে গাঁয়ের সবচেয়ে বড় বাড়ীটা পর্যন্ত গেল। বাড়ীটা একটা পাহাড়ের মাথায়। সামনে নদীটার দিকে চেয়ে আছে। নানাই ফাঞ্জার মত, মাটিতে আধখানা বসা,

কিন্তু একটা লোহার ছাদ রয়েছে। চুনকাম করা দেওয়াল। চকচকে জানালা। কাঠের মেঝে। একটা বড় ঠেস দেওয়া বারান্দা। ছাউনির কাজ করছে। সেখানে ঝুড়ি, মাছ ধরার জাল, বরফগাড়ী, মাছ টাঙাবার আঙটা, ঘর গেরস্থালীর আরো সব টুকি টাকি জিনিসপত্র জড়ো করে রাখা হয়েছে।

"দেলাম দেনি জেগদো িবাই?"[১] পারামোনভ জিজ্ঞাসা করলেন সবিনয়ে। মিখাইলভের পিছন পিছন ভেতরে যেতে যেতে।

মস্তবড় কারখানার দেওয়াল গুলোর গায়ে ঠেসান দেওয়া সারি সারি চওড়া বেঞ্চিগুলো। তাদের ওপর নলখাগড়ার মাদুর পাতা। উনানের ভেতর আগুন জ্বলছে। আর দুজন স্ত্রীলোক, একজন অল্প বয়সী আর একজন বুড়ী, তার কাছে ব্যস্ত হয়ে কি সব কাজে লেগেছে। বেঞ্চির ওপর পা তুলে বুড়ো ছুরি দিয়ে একটা কঞ্চি চাঁচছিল। তার পিছন দিকে এককোণে একটি নানাই মূর্তি—একটা কুৎসিৎ খাটো-পা কাঠের মূর্তি। কালের দাগ লেগে কালো হয়ে গেছে। দুটো ছোট ছোট গর্ত করে চোখ করে দেওয়া হয়েছে। আর তার মাথায় একটা উঁচু টুপি। ছোট মূর্তিগুলো বড়টার মাথায় সুতোয় ঝোলানো আর বাতাসের ধাক্কা লেগে ওগুলো দুলছিল এধার থেকে ওধারে। বুড়ো লোকটি উঠল না। রুশ ভদ্রলোক দুজন ঢুকলেন। কিন্তু সে হাত থেকে ছুরিটা ফেলে দিল আর পারামোনভের দিকে নীরবে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

"নমস্কার সমর", পারামোনভ বললেন। "আমাকে মনে পড়ে?"

অতিথিরা বসলেন। নানাই ওর পাইপ জ্বালল। তখনও তার মুখে কথা নেই। পারামোনভ ওকে একটা সিগারেট দিলেন। এবার সমর ওর পাইপটা নামিয়ে রাখল। সানন্দে সিগারেটটা নিল। ওর মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল একটা হালকা হাসির ছায়া। পারামোনভ স্ত্রীলোকদেরও সিগারেট দিলেন। ওদের মুখ লজ্জায় লাল হল। মুখ ঘুরিয়ে নিল। তবে-ওনার উপহার নিতে ভুলল না।

"আমি আশা করি নি তোমাদের এখানে দেখতে পাব", পারামোনভ কিছুটা হঠাৎ-ই বলে বসে। "সোভিয়েত তোমাদের কিছু বলে নি?"

নানাই কোনো কথা বলে না। শুধু মাথা নাড়ে। "ওরা তোমাকে একজন কুলাক মনে করে, জান", পারামোনভ বলে চলেন, "ওরা তোমাদের ভোট দেবার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। ওরা কি তোমাদের সভা সমিতিতে উপস্থিত থাকবার অনুমতি দেয়?"

"না, দেয় না", নানাইটি বিরক্ত হয়ে বলে। "আমি নিজে যাই নি।

১। মালিক ভেতরে আছেন নাকি?

আর সোভিয়েত যেতেও দেয় না। "ভোট দিতে দেয় না ; কর দিতে খাজনা দিতে দেয়। হাইতানিনও আজ এসেছে। হাত মুখ নাড়ছে। চেঁচাচ্ছে। আমি শিগ্‌গিরই বউ কিনব। হাইতানিন চেঁচিয়ে বলছে বউ কেনা চলবে না। সোভিয়েত ক্ষমতায় এসেছে। বউ কিনবার হুকুম দেবে না।"

"ও নাইমুকার মেয়ের কথা বলছে।" মিখাইলভ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়।

পারামোনভের মনে পড়ে গাছের তলায় ছায়ামূর্তি—উনি দেখেছেন। আর কিলটুর গান। উনি একটু হাসলেন। কিন্তু সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন,"অনেক টাকা কন্যাপণ দিচ্ছ তো?"

নানাই মাথা নাড়ল। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি অল্পবয়সী মেয়েটিকে কি একটা বলতেই দুজনে খুব হাসতে লাগল।

"অনেক টাকা দিচ্ছে—খুব ভাল", নানাই বলে একটু কম দাও—প্রথম বছর মেয়ের পোশাক করিয়ে দেবে। জুতো করিয়ে দেবে। মেয়ের সবকিছু দেবে। অনেক টাকা দিচ্ছে—পাঁচ বছর মেয়েকে আর কিছু দিতে হবে না। নাইমুকা খুব বড় লোক। আজ ওর বউকে গোর দিয়েছে। বেশ জাঁক জমক করে গোর দিয়েছে। এখন মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। ও চায় ওকে বেশ খরচ করেই বিয়ে দেবে।

"তা হাইতানিনের এতে কি করবার আছে?"

নানাইটা বিরক্ত হয়ে থুথু ফেলল। ওর পাইপটা নেবে বলে হাত বাড়াল।

"কোমসোমোল বলছে চলবে না", বুড়ী বলে। ওর গলার স্বর কাঁপছিল রাগে অপমানে অথবা বিদ্রোহে। যুবতী মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল আর ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"আজকাল সব জায়গাতেই এরকম হচ্ছে," পারামোনভ বলেন। "সেদিক থেকে তোমাদের ভাগ্য ভাল। এখনও তোমাদের গায়ে হাত দেয়নি। কিন্তু শীঘ্রই দেবে। ওরা তোমাদের ভোট দেবার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এরপর তোমাদের ঘরবাড়ী কেড়ে নেবে। তোমরা হচ্ছ কুলাক ব্যবসাদার। সুঙ্গারিতে পাটোয়ারি নৌকো নিয়ে গেছ। চীনে গিয়েছিলে, মাল মশলা নিয়ে এসেছ। বাজারে সেসব বেচেছ।"

"তুমি কারবার করছ, স্তেপান কারবার করছে, কই কেউ তোমাদের গায়ে হাত দেয় না।" নানাই অসন্তুষ্ট হয়ে বলে।

"তোমরা ভাব সব ঠিক আছে। আমরা বেশ আছি? মোটেই সেরকম নয়। তোমাদের খুব খারাপ হবে। সকলের পক্ষেই খারাপ।" পারামোনভ বললেন। "হাইতানিন আমাদের পিষে মারছে। কারখানা আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনছে।" হঠাৎ উনি একটু হাসলেন। মিখাইলভের দিকে ফিরে তাকালেন, "কমরেড মিখাইলভ কি তোমাদের বিরক্ত করছেন?"

নানাই একথা শুনে হাসে। ছোটখাটো একটু তামাশায় আনন্দ পায়। ওর স্ত্রীকে বলে, "শেপুশি বাই? লাচা শেপুশি বুরু!"[১]

পারামোনভ বোধ হয় অনুরোধটা বুঝতে পারলেন। সেই সংগে আরো একটা জুড়ে দেন, "নাইমুকাকে একবার ডেকে পাঠাওত। তোমার মেয়ে যাক না গিয়ে ডেকে আনুক।"

পুরুষরা একা বসে নৈশভোজ সারল। মেয়েরা বোধহয় আলাদা খাবে।

যখন নাইমুকা এসে পৌঁছল ওকে দেখে মনে হল ও একেবারে ভেংগে পড়েছে। পারামোনভকে দেখে একটুও উৎফুল্ল হয় না ও। কিন্তু টেবিলের ওপর পারামোনভ যে খাঁটি মদের বোতলটি রেখেছিলেন তাতে কাজ হল; "গরম জল" কয়েক ঢোক গলায় ঢালবার পর ও বেশ চাংগা হয়ে ওঠে।

বেঞ্চির উপর একটা ট্রেতে একগাদা শুকনো মাছ। গরম মাছ। ও থেকে কাঁটা বের করে নেওয়া হয়েছে। সাদা হরিণের চর্বি। একটা ছুরি দিয়ে সেটা টুকরো করে কাটা যায়। আর ওই একই চর্বি আগুনে গলিয়ে নিলে ভোজের অতিথিরা ওর ভেতর পাঁউরুটিটা চুবিয়েও নিতে পারবেন। সিদ্ধ নাড়িভুঁড়ি—মাংসল সাদা চর্বি তার সংগে মাখা। ঠিক মাংসের কাবাবের মত। ওরা এটা বুঝতে পারার আগে এই চর্বিগুলা ভোজের অতিথিরা প্রত্যেকেই এক কাপ করে বিশুদ্ধ সুরা পান করে একেবারে চুর হয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক নানাই কায়দায় পারামোনভ মাছ আর চর্বি খাচ্ছিলেন আঙুল দিয়ে। আর নানাই রুশীয় কেতায় ওদের সংগীদের সংগে কাপে কাপে ছোঁয়া ছুঁয়ি করে নিচ্ছিল। মিখাইলভ কাপ ছোঁয়ালেন বটে। কিন্তু নানাই খাদ্য আর আদব কায়দার সংগে উনি তেমন অভ্যস্ত নন, উনি বিব্রত হয়ে ওঁর ঠোঁট কোঁচকাচ্ছিলেন রুচিবাগীশের মত রুমাল দিয়ে আঙুলগুলো মুছলেন।

ইতিমধ্যে স্ত্রীলোকেরা সাদা হরিণের মাংস বড় বড় খণ্ড করে কেটে ফেলেছিল। আর আগুনে গামলায় সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিয়েছিল। বাড়ীর গিন্নী মাংসের দাগাগুলো জলের ভেতর ছেড়ে দিচ্ছিলেন। কিছুক্ষণের জন্যে ফোটানো থামল। আর প্রায় যখন আবার ফুটতে শুরু করল উনি একটু একটু পোড়া রান্না মাংস বের করে নিলেন আর সেগুলো একটা প্লেটে সাজিয়ে ফেললেন।

মাংসটা ভোজের একটা অপূর্ব সংযোজন। সবাই খুশি হয়ে অভিনন্দিত করল!

নাইমুকা অবশ্য পানীয়টাকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছিল, "চমৎকার! গরম পানি! আমি খুব ভালবাসি!" ও মাতাল হয়ে কেবলই এই কথাটা বলে চলেছে!

১। "তুমি আমাদের কিছু খাওয়াবে? এদের কিছু খাওয়ানো দরকার।"

পারামোনভ আর নানাইরা ওদের হাতে করে মাংস তুলে শক্ত শক্ত টুকরোয় দাঁত বসিয়ে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল। আর ঠোঁটে ক'রে এক এক খণ্ড ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল মিখাইলভ—অবাক হয়ে দেখছিলেন যখন পারামোনভ ছুরি চালাচ্ছিলেন। উনি এভাবে মাংস কেটে কেটে খাওয়ার ব্যাপারে একেবারেই অক্ষম ছিলেন আর প্লেটের উপর আনাড়ীর মতন মাংসের টুকরোয় ছুরি গেঁথে দিচ্ছিলেন।

মাংসের পদ শেষ হবার আগে বুড়ি আর তার মেয়ে ধূমায়িত একটি পাত্রে সিদ্ধ পাতিহাঁস আর সিমাইয়ের পোলাও (নুডলস্) নিয়ে এলেন।

পারামোনভ আবার পেয়ালাগুলো ভরে দেন। নাইমুকা তখন কাঁদছিল। সমর হাসছিল। হেঁচকি তুলছিল আর পেট চাপড়াচ্ছিল। সকলেই ভরপেট খেয়েছিল।

এবার মেয়েরা আর এককোণে বসে পড়ে। অবশিষ্ট খাবার তখনও প্রচুর রয়েছে। ওরা সবাই খেতে শুরু করে।

এবার পারামোনভের কিছু বলবার সময় হয়েছে:

"বন্ধুগণ, মনে করে দেখো, কিভাবে আমরা একবার অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করেছিলাম?" উনি বললেন।

নানাইরা চমকে উঠে। সমরের বউ ওর মাথা তোলে খাওয়া ফেলে। মিখাইলভ অবিচলিত ভাবে জানলার বাইরে দিয়ে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর হাত কাঁপছিল।

"আমার মনে হয় একশোটা বন্দুক লাগবে?" পারামোনভ বলে চলেন, শ্বেতদের জন্যই? আজ আর কেউই সেজন্য আমাদের প্রশংসা করতে যাচ্ছে না।"

"এ সব জিনিস ভুলে যাওয়াই সব চেয়ে ভাল।" নাইমুকা খুব তাড়াতাড়ি ফিস ফিস করে বলে। "আমি মনে রাখতে চাই না। অনেক শীত চলে গেছে। আমি বুড়ো মানুষ। আমার দাড়ি পেকে গেছে। আমি মনে করতে চাই না।"

"হুম।" পারামোনভ টেনে টেনে বলতে থাকেন, "তুমি মনে না রাখতে পারো, কিন্তু যদি অন্য কেউ মনে রাখে তখন তোমার ঐ দাড়িটাকে বাঁচানোই শক্ত হবে।"

নানাইরা খুব সতর্কভাবে চুপ করে থাকে। ওরা বুঝতে পারে যে এই লোকটি বৃথাই ফিরে আসেন নি আর এঁকে বেশ ভুরিভোজ করিয়েই চুকিয়ে ফেলা যাবে না।

"আমি এখন একজন সর্দার গোছের লোক," পারামোনভ গুন গুন করে বলেন। যেন চেঁচিয়ে ভাবছেন কিছু। "আর আমি যদি হঠাৎ এই ছোটটো বিষয়টা তোমার জীবনীতে উল্লেখ করে বসি—যখন আমি বেশ মাতাল হয়েছি,

বোধহয়, অথবা তোমাদের একজনকেও পাই—তখন কিন্তু দেখবে তোমরা বেশ ফ্যাসাদে পড়ে গেছ। আমি মনে করি রীতিমত একটা ঝামেলা।"

নানাইরা তখনও নীরবে পাইপ টেনে চলেছে। "বেশ কিছু লোক আমুরে এসেছে।" পারামোনভ বলে চলেন "দু জাহাজ বোঝাই। চার জাহাজ বোঝাই। ওরা তাইগাতে চলেছে একটা মস্ত শহর আর বড় বড় কল-কারখানা বানাবে বলে। নানাইরা, বলছি ব্যাপারটা তোমাদের পক্ষে খুব খারাপ দাঁড়াবে। জন্তু জানোয়াররা ধোঁয়া ভালবাসে না। মাছেরা তেল পছন্দ করে না। সব মাছ আর জন্তু জানোয়ার পালাবে। তখন নানাইভাইরা তোমরা কি করবে?"

নানাইরা সব চঞ্চল হয়ে ওঠে। নড়ে চড়ে বসে। ওদের মনের ভেতর অনেক প্রশ্নের ঝড় উঠছিল। কেটে পড়তে চাইছিল। কিন্তু ওরা কথা বলতে ভয় পায়। যতক্ষণ না পারামোনভ তাঁর বক্তব্যটা সঠিক খুলে বলে ওরা চুপ করে অপেক্ষা করাই শ্রেয় বিবেচনা করে।

"লোকজন এখানে নিশ্চয়ই আসবে আর এসেই মাংস চাইবে। মাছ, খড় এই সব চাইবে।" পারামোনভ বেশ তীক্ষ্ণভাবে বললেন, "আইভান হাইতানিন বলবেই যে ওরা যা চাইছে তা দাও। আমি বলছি তোমরা কক্ষনো দেবে না। তোমরা যদি তা দাও ওদের তাহলে ওরা এখানে থেকে যাবে আর মাছ বল শিকারের পশু সবই তো চলে যাবে। তোমরা যদি এসব ওদের না দাও তাহলে ওদের খাবার মত কিছুই থাকবে না। দুর্ভিক্ষ হবে। ওদের ঘোড়াগুলো সব মরবে। আর লোকজনেরা সব অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর এতেই তো ওরা এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হবে।"

সোভিয়েত বলছে, আলবৎ দিতে হবে। আমরা কি ভাবে না দিই?" সমরের বউ কথা বললে।

"হামাবিশু[১]।" সমর চীৎকার করে ওঠে। ওর দিকে একটা কুৎসিৎ দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয়।

"আমি এসেছি তোমাদের সাবধান করে দিতে। তোমাদের উপদেশ দিতে।" পারামোনভ বললেন। স্ত্রীলোকটি কথার মাঝখানে বাধা দিচ্ছিল। উনি গ্রাহ্য করলেন না। "আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই। আমি যা বলছি তোমরা যদি তা না কর, আমি তোমাদের তাহলে বিপদে ফেলতে পারি। তোমরা ভুলে যেতে চাইছ এখন কতকগুলি কাজকর্ম আমি লোকেদের মনে করিয়ে দিতে পারি।"

"তুমি তা করবে কেন? তোমাকে সাহায্য না করলে; তুমিও তো বিপদে পড়বে।" নাইমুকা বলল, এবার ভয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

"আমি বিপদে পড়বো না। আমি আজ এখানে আছি, কাল চলে যাব।

১। "চুপ করো"।

খাবারোভ্স্ক কি হারবিনে। কিন্তু তোমরা যাবে কোথায়? তোমরা তোমাদের বউ ছেলেমেয়ে ঘরবাড়ী নিয়ে কি করবে? আমি বলছি এই লোক-গুলোকে কিছু দিও না।" আদেশের সুরে চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দেন উনি কথাগুলো। ওদের অপলক নির্বাক মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে উনি বললেন।

"এই হল আমার হুকুম। ওদের কিছু দিও না। তোমরাও না, কোনো গাঁয়ের লোক কেউ না।"

"গাঁয়ের অন্য লোক আমাদের মানবে কেন?" আবার স্ত্রীলোকটির কথা শুনতে পাওয়া যায়।

"গামাবিশু!" সমর দ্বিতীয়বার চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু ও এবারও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পারামোনভের দিকে তাকায়। মেয়েদের প্রশ্নটির পিছনে কিছু কারণ ছিল। উপর্যুপরি সে প্রশ্ন করে চলে।

রুশ ভদ্রলোকটি এবার কোমল কণ্ঠে বলেন, "তোমরা আলাদা আলাদা করে প্রতিটি পরিবারের কর্তার কাছে গিয়ে কথা বলবে। তোমরা তাদের বুঝিয়ে বলবে যে মাছ সব চলে যাবে, সাদা হরিণ যাবে, কাঠবিড়াল, শেয়াল সব চলে যাবে। তখন তোমরা কি করবে? সেটাই হবে নানাইদের মৃত্যু। আইভান হাইতানিন ঠিক বেঁচে থাকবে। সোভিয়েত সরকার ওকে টাকা দেবে, কিন্তু বাদবাকী তোমরা কি করবে? আমার কথাটা বুঝতে পারছ?"

নাইমুকা আর সমর মাথা নাড়ে।

"এস এবার আর এক পাত্র খাওয়া যাক।" পারামোনভ সবিনয়ে বলেন ওদের গেলাসগুলো ভরে দিতে দিতে।

সমরের স্ত্রী কিছু শক্ত বিস্কুট আর চিনির মেঠাই নিয়ে আসে। মিখাই-লভ গাঢ় রঙের ঢাকনিটা একটা লেবুর রসের পাত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে সেটা চুষে খেতে শুরু করেন। এখন আর ওর হাত দুটো কাঁপছিল না। তবে উনি চাইছিলেন পারামোনভ চলে যান যাতে উনি চুপচাপ একটু জানলায় বসে থাকতে পারেন। ওঁর বউ সেলাই-ফোঁড়াই নিয়ে ওঁর উল্টো দিকে বসে থাকবেন।

"কমরেড মিখাইলভ মাস দুয়েকের জন্যে বাইরে যাচ্ছেন।" পারামোনভ বলেন। "তোমাদের যদি কিছু দরকার হয় তাহলে আমার স্তেপানের কাছে আবেদন জানিও।"

বাড়ী যাবার পথে মিখাইলভ একটু ওকালতি করে ওঁকে বললেন, "আমি বেশ বুড়ো হয়েছি, নিকোলাই আইভানিচ······তুমি যদি অন্য কাউকে পাঠাও?······"

"এখানে বেশ নিরাপদে আছ, তাই না?" পারামোনভ রাগে জ্বলে

ওঠেন। "যতক্ষণ না ওরা তল্পিতল্পা নিয়ে জাহাজে করে ঘাড় ধরে বের করে দেয় সেই অপেক্ষায় আছ, না? কাপুরুষ কোথাকার।"

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা কোমসোমোলদের একটা সভা হল লাল মূর্তাতে।[১] মাত্র ছ'জন কোমসোমোল ছিল। কিন্তু গ্রামের সব তরুণ এসে ওদের সংগে যোগ দিয়েছিল। আর এমন কি বেশ কিছু বুড়ো লোকও কেরোসিন তেলের আলোয় আকৃষ্ট হয়েছিল। কিলটু জমায়েতে গিয়ে গল্প করছিল, একটা নতুন বড় শহর তৈরী হচ্ছে আমুরে। কোমসোমোলদের একটা বড় দল এসেছে এই শহর তৈরী করতে। আর ওরা নানাই যুবকদের বলেছে, খাতির করে ডেকেছে, এসে ওদের সাহায্য করতে।

আইভান হাইতানিন, গ্রাম সোভিয়েতের চেয়ারম্যান, স্টোভের পিছন দিকটায় এক কোণে বসেছিলেন। বয়স ওর খুব অল্প। বাইশের বেশি হবে না কিন্তু উনি লেনিনগ্রাদে বেশ কিছুকাল থেকেছেন। ওখানে উনি উত্তরাঞ্চলিক গণ-বিদ্যায়তন থেকে স্নাতক হয়েছেন। তাই ওঁকে একটু বয়স্ক দেখায়। আর অভিজ্ঞ প্রবীণের ভাব ওঁর কথাবার্তায়। ওঁর চারপাশে যেসব ছেলেছোকরা বসে তাদের চেয়ে একটু ভারিক্কি।

কিলটু যখন ওর গল্প করল, তখন আইভানি হাইতানিন মঞ্চে গিয়ে উঠল। ওর কালো দুটো চোখ চক্‌চক্‌ করছিল। ওর রোদপোড়া মুখের ওপর উত্তেজনার একটা লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে।

"কমরেডগণ," ও বলতে থাকে, হাড়ভাংগা খাটুনিতে শক্ত হাত দুটো ও তুলে ধরেছে। "আমরা আজও বুনো বর্বরের মত বেঁচে আছি। আমরা কোনদিন বড় বড় শহর দেখি নি, এমন কি খাবারোভ্‌স্‌কও দেখিনি। আমাদের না আছে হাসপাতাল, না আছে চানের ঘর, না আছে সিনেমা। গতকাল আমাদের একজন অল্পবয়সী মেয়ে মারা গেল। এর কারণ হল আমাদের অশিক্ষা। আবর্জনা অপরিচ্ছন্নতা অশিক্ষাই উরাইগতেকে মেরে ফেলল। হাসপাতালের বদলে আমাদের কি আছে? না, ভূতের ওঝা, যতসব বুড়ো হাবড়ার দল, যারা তুকতাক ঝাড়ফুঁক করে ভূত তাড়ায়। তোমাদের মধ্যে কেউ কখনও কি ভূত দেখেছ? ওরা হল অলীক কিছু ছায়া মূর্তি— বোকাদের তা দিয়ে ভয় দেখান হয়। সোভিয়েত শক্তি আজ আমুরে একটা বড় শহর তৈরী করতে চলেছে। ওখানে হাসপাতাল হবে, থিয়েটার হবে, মোটরের কারখানা হবে, শহরে বড় বড় দোকান হবে। একরকমের আলো হবে যা তোমরা জীবনে দেখো নি। যে আলো সরসর করে চলে যাবে তারের ভেতর দিয়ে। কোনো দেশালাইয়ের দরকার হবে না। তোমরা শুধু একটি

১। লালমূর্তা—গ্রাম সোভিয়েতদের সভা রাজনৈতিক আলোচনা এবং আমোদ প্রমোদ বা অবকাশ যাপনের জন্য ব্যবহৃত ভবন।

বোতাম টিপবে আর ফস্ করে কাঁচের বোতলে আলো জ্বলবে। এই নতুন শহরের বড় বড় দোকান থেকে সব রকমের প্রয়োজনীয় জিনিস তোমরা কিনতে পারবে। স্কুল হবে ওখানে বড়দের জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব হবে—যারা চাইবে সবাই লেখা পড়া করতে পারবে। আমরা নানাইরা বরাবর মানুষের চেয়ে বরং জানোয়ারের মত—কুকুরের মত বসবাস করেছি। এখন আমরা মানুষের মত বাঁচতে চাই। আমরা এই শহর চাই। আমরা এই ঘর তৈরির কাজে সাহায্য করতে চাই।"

কেরাসিনের বাতির আলোয় দেখা যায় কতকগুলি মুখের উপর হালকা হাসি খেলে যাচ্ছে।

"সবার আগে আমি যেতে চাই।" হোজেরো বলে।

সুমি দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। ওর মন ভরে উঠেছে। বিরাট নতুন কিছু একটা অভিজ্ঞতার আশায়। কোনো নতুন পরিবর্তনের চিন্তায় সব সময়ই ও ভয় পেত, অনুভব করল যে এবার যে পরিবর্তন আসছে সেটা একটা নতুন যুগের হাওয়ার মত। অপ্রত্যাশিত। সজীব। ওর মুখের উপর লাগবে। সেই সবুজ হাওয়ার স্পর্শ। আর ও এটাও জানত যে এ দুনিয়ায় আজ আর কোন শক্তিই নেই যে তাকে আটকাবে। সেই ছুটে চলেছে এই হাওয়ার ডাক পেয়ে। তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

উনিশ

সবাই নিজেকে কলম্বাস মনে করছিল। ওরা যেন বিজয়ী বীর। এই দেশ যেন ওরা আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু যেদিন কলম্বাস প্রথম সেই নতুন দেশ আমেরিকায় পদার্পণ করেন, সেদিনকার মত আজও এই নতুন দেশ অনাবিষ্কৃত।

কাতিয়া স্তাভরোভা অনেকদিন থেকে তাইগার ভেতর ঢুকে পড়তে চাইছিল। জানতে চাইছিল তার গোপন রহস্য। সে প্রস্তাব করেছিল যে সে আর তার বন্ধুরা বিশ্রামের প্রথম দিনটাতেই এটা করবে। সন্দেহ নেই সেটা হবে অ-সাধারণ একটা অভিযান যেরকম লোকে আগে কোনদিন জানতেও পারে নি। যেদিন থেকে ওরা গ্রামাঞ্চল এবং নব নগরের বাড়ীর জমি ছেড়ে এসেছে সেদিন থেকে ওরা এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করেছিল। ওর প্রস্তাবটা এপিফানভ সমর্থন করল। তাঁবু খাটানো ওদের এই শিবির তার কাছে একটা শহর মনে হত যখন ও ভাসানো কাঠের গুঁড়ির কাজ সেরে ফিরে আসত। আর ও-ও অপেক্ষা করেছিল অরণ্যে ফিরে যাবার জন্য। যেখানে হয়ত এতক্ষণ কারো চলার পথে স্বচ্ছ জলের ঝর্ণা লাফিয়ে উঠেছে—অজানা বনঝোপে। অচেনা গাছগুলির ঝুলন্ত ডালপালায় বিচিত্র পরিবেশ তোমার

ডাকবে। আর তোমার দুটি পা হয়ত জড়িয়ে যাবে গত বছরের কোমল তৃণের আস্তরণে।

কাতিয়া আর এপিফানভের সংগে এসে যোগ দিল তিমকা গ্রেবেন, আন্দ্রেই ক্রুগলভ, আর কাতিয়ার বন্ধু কোসভিয়া পেরপেলকো। পথে ওদের সংগে দেখা হল ভালিয়া বেসসোনভের (যে কোন উপায়ে, মনে হত ও সর্বদাই যেন, কাতিয়ার পথের মাঝখান দিয়েই চলেছে) আর সেও চলল ওদের সংগে।

নদীর উপর একটা ছায়াচ্ছন্ন পাহাড়ের গা দিয়ে ওরা উঠছিল। কচি কচি পাতার একটানা সরসর শব্দ সাদা গুঁড়ি বার্চ গাছগুলোর গায়ে। বার্চগাছের তলায় গ্রামের কবরখানার রুক্ষ মাটির রাস্তাটা মোড় বেঁকেছে। পাহাড়ের গা থেকে আমুরের অপূর্ব দৃশ্য ওদের চোখে পড়ে। একটা মসৃণ হ্রদের মত চওড়া। বিপরীত কূলে মাথা জাগিয়েছে কালো কালো কতকগুলি পাহাড়। ওদের পাহাড়ের শক্ত ভিৎগুলো চেপে বসে আছে জলের ভেতর।

কোমসোমোলদের আসায় নদীর কাছে তীরের দৃশ্যটাই গেছে বদলে। ডাঁই করে ফেলে রাখা হয়েছে বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে যাবার বা রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ফাঁক ফাঁক বোনা কাঠের ফালি বা বেতের বড় পাত্র, প্যাকিং বাকসো, বস্তা, থলে, দড়ির বাণ্ডিল, ত্রিপল ঢাকা যন্ত্রপাতির মোট ঘাট। গাঁয়ের ঘরবাড়ী যেগুলি চড়াইয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি আগের মতই যেন ছানি পড়া চোখ। আবছা। কিন্তু সরাসরি ওদের পিছন দিকে দেখা যায় শিবির। গাঁয়ের রাস্তাঘাট তাদের চেহারটাকেই বদলে ফেলেছে। এখন দেখা যায় অল্পবয়সী ছেলে মেয়েরা হাঁটছে দৌড়াচ্ছে। লোহার চাকা কি বোতলের মত দেখতে নয়টি কাঠের দণ্ডের মধ্যে দিয়ে বল চালিয়ে খেলছে।

ওদের মধ্যে একদল গীর্জার বারান্দায় বসে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে।

গ্রামের বাঁদিকটায় স্যাঁতসেঁতে জমির অনেকটা একটানা খোলা, ফাঁকা। সেই জমিটার ভেতর দিয়ে বহে গেছে একটা নদী। আমুরের সংগে এই নদী সিলিনকা হ্রদের যোগ স্থাপন করছে। হ্রদের উপরকার জল স্বচ্ছ কাঁচের মত। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। ঝিলমিল করছে। নদীতে নোঙর ফেলা রয়েছে একটা বজরা। এই বজরাটা পরিকল্পনার জন্য একটা শাসনতান্ত্রিক সদর দপ্তরের কাজ করছিল।

উত্তরে যতদূর চোখ যায়—দূর দিগন্ত ছোঁয়া পাহাড় পর্যন্ত একটানা চলে গেছে তাইগা। জেগে উঠেছে জংগল। বাতাসকে ভরে তুলেছে লক্ষ লক্ষ জীবনদায়িনী সুধারসের ঝিম ধরানো মন মাতানো সুরভিতে। তাইগা উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে, ফাঁপা অন্ধকারে নেমেছে গুঁড়ি মেরে। আবার উঠেছে মাথা চাড়া দিয়ে পার্বত্য বন্ধুর খাড়াইয়ের দেওয়াল শিখরে। এক

আওতার বাইরে একটিমাত্র স্থানই রয়েছে। খাঁজকাটা পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখর। সেখানে বছরের শেষ পর্যন্ত জমে থাকে, ঘুমিয়ে থাকে বরফের ঘনস্তর।

"চির তুষার রাজ্য!" কাতিয়ার ভয় বিহ্বল দীর্ঘশ্বাস! "এইখানে, হবে আমাদের বন্দর।" মস্ত উঁচু সব ক্রেন। যা সবচেয়ে লম্বা পাইন গাছটাকে বামনের মত খাটো করে দেবে।" ও বিজয়ীর গর্বে নিচের একটা জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে।

"আরে এদিকে শোনো। দেখো। এখনও যখন ওগুলো ওখানে রয়েছে তখন ঐ বেঁটে বেঁটে লোকগুলোকে দেখে নাও।" এপিফানভ বলে। আর পাহাড়ের গা বেয়ে ও গড়িয়ে চলার ছন্দে পা বাড়ায়।

ওরাও চলে ওর পিছন পিছন। কচি কচি ঘাস আর স্প্রিং-এর মত শেওলায় ওদের পা ডুবে যাচ্ছিল। ওরা এসে পড়ল বেগালনিক ফুলের ঝোপের ওপর। সাইবেরীয় রডোডেনড্রনের ঝাড় সাদা হয়ে আছে। ল্যাভেণ্ডারের গাছের চেয়ে, সচরাচর যেটা বেশি দেখা যায়। এখানে ঐ ফুল-গুলোর কুঁড়িই বেশি দেখা যায়। সবাই এক একটা ছোট ডাল ভেঙে নেয়। কাতিয়া একটা মুকুল ধরা ফুলের ডাল ওর চুলে গুঁজে নিল।

"কারমেন", ভালিয়া বেসসোনভ বলে উঠল। ওর নিজের ডালটা ওর কানের পাশে গুঁজে নিল।

ওরা খুব দ্রুত এগোতে পারছিল না। সর্বত্রই বসন্ত বরফগলা জলের খানা ডোবা বানিয়ে রেখেছে। কখনও কখনও ওরা চলার পথে বাধা পাচ্ছিল। সামনে ঝড়ে ভাঙ্গা বড় বড় শিকড় ওপড়ানো গাছ পড়ে রয়েছে। কোমসোমোলরা খুশিতে সেইসব গাছের ওপর উঠছিল। সাগ্রহে তাদের বাতাসে শুকনো শিকড়গুলোর শক্তি পরীক্ষা করে দেখছিল।

"আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে!" ক্রুগলভ সোৎসাহে বলে ওঠে। এরকম একটা উচ্ছিন্ন গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কী একটা অনুমান করে একটা চোখ কুঁচকে নিল। ওরা জিজ্ঞাসা করতে পারত। কোমসোমোলরা সেই মুহূর্তে ওর মুখ দিয়েও সেই মতলবটা প্রকাশ করাতে পারত না।

"একটা সরোবর!" এপিফানভ চেঁচিয়ে ওঠে। ও একটু এগিয়ে গিয়েছিল।

ক্রুগলভ ছাড়া আর সবাই ছুটে এপিফানভের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। ও কী একটা চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল তখন। আর সবাই যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে। যেন এখনই সেখানে গিয়ে না পৌঁছালে সরোবরটা অদৃশ্য হয়ে যাবে।

শান্ত একটি ছোট সরোবর শুয়ে আছে বন ঝোপের পাড়ে হেলান দিয়ে। গাছগুলো ওর মসৃণ বুকের ওপর ছায়া ফেলেছে। একটা খসে পড়া গাছের ডাল জলের ওপর পড়ে আছে। নিশ্চল।

"সিলিনকা," ভালিয়া বেসসোনভ ঘোষণা করে। "তুমি একটি আস্ত বোকা।" কাতিয়া বলে। সিলিনকা একটা মস্ত বড় হ্রদ। সেখান থেকে জল বেরিয়ে চলেছে—একটা নদী হয়ে। আমাদের জাহাজগুলো সিলিনকাতে নোঙর করতে যাচ্ছে। আর এখানে তুমি জাহাজ রাখবে কোথায়? কেন, আমাদের কাঠের গুঁড়িগুলো তো সিলিনকা হ্রদে ভাসানো হয়েছিল মনে নেই; এখানে সেইসব গুঁড়ি কোথায় মাথামোটা?"

"ওখানে একটা মেয়েমুখো রাক্ষুসী আছে। যাও না তাকে গিয়ে শাদী করবার চেষ্টা করো গে!" ভালিয়া ভাল মানুষের মত জবাব দেয়। বুঝতে পারে ও সত্যিই একটা ঝগড়ার সূত্র ধরে টান দিয়েছে।

"তাহলে কোরো না!" কাতিয়া চোখের কোণে ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে।

"ঈশ্বর আমায় বাঁচাবেন, রক্ষে করো বাবা আমার করে দরকার নেই!" ভালিয়া কৃত্রিম আতংকে চীৎকার করে ওঠে।

"ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন, যারা আত্মনির্ভরশীল।" কাতিয়া কথাগুলোকে ছুঁড়ে দিল। জলের দিকে ছুটে যায়! যাতে শেষ কথাটা তারই হতে পারে।

ওর পা দুটো কাদায় ডুবে যায়। জল থেকে উঠেছে বিচিত্র সব গাছপালা। দেখে মনে হচ্ছে শক্ত মটর শুঁটি। শেষের দিকে চারটে পাতা।

কাতিয়া একটা মটর শুঁটি ছিঁড়তে গিয়ে ওর আংগুলটাকে বেশ খানিকটা খোঁচা লাগায়। শুঁটিটা একেবারে লোহার মত শক্ত হয়ে আছে। পাতাগুলো ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ; গাছটা হয়ত ধাতু দিয়ে তৈরী। ছোকরারা সাগ্রহে সেটা পরীক্ষা করে দেখছিল। কোসতিয়া পেরিপেশকো ধাতুর সংগে তার সাদৃশ্যে এমনই বিস্মিত যে ও আপন মনে ভাবতে থাকে: কে জানে? হয়ত এই অসম্ভবের দেশে জলজ উদ্ভিদেই ধাতু জন্মায়।

"ধাতু হিসেবে বেশ হালকা।" তিমকা গ্রেবেন ঘোষণা করে। ও হাতে করে শুঁটিটার ওজন দেখছিল। ওর কথায় যেন কোসতিয়ার কাল্পনিক অনুমানটাই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

সরোবরের আর এক পারে ওরা গাছপালা একটা খড়খড় শব্দ শুনতে পায়। দেখতে পায় ঝোপঝাপ সব নড়ছে। কোমসোমোলরা সংগে সংগে উৎকর্ণ সজাগ হয়ে ওঠে। অবশ্য পরস্পরের দিকে চাওয়া চাওয়ি করে ওরা যেন মানতে পারে না যে ওরা ভয় পেয়েছে।

ঝোপের ভেতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে আসে। কাঁধে তার শটগান। বিনীতভাবে—সে ওদের দিকে চেয়ে হাত নেড়ে অভিবাদন জানায়। লম্বা রোগা চেহারা। বেশ তীক্ষ্ণ মুখের গড়ন। রোদে বাতাসে তামাটে হয়েছে। ওর কোমরবন্ধনী থেকে ঝুলছিল দুটো বুনো পাতিহাঁস।

কোমসোমোলরা আর সেই শিকারী হ্রদটা পরিক্রমা করে পরস্পর সাক্ষাৎ করবার জন্য। শিকারী অনেক তাড়াতাড়ি আসছিল। পথ চিনে চলতে সে বেশ অভ্যস্ত বলে মনে হয় কি করে বাধা এড়িয়ে চলতে হয় এটা সে বেশ ভাল জানে।

কাতিয়া আর সবাইকে ফেলে আগে আগে দৌড়চ্ছিল। হাত দুটো ছড়িয়ে আর হাঁটু দুটো বাড়িয়ে সে তার লক্ষ্যে গিয়ে পেঁছায়। কিন্তু একটা ঝোপের জটিল বন্ধনে সে আটকা পড়ে যায়। তার মসৃণ হালকা বাদামী ডাঁটাগুলো তাকে চারধার থেকে ঘিরে বাঁধে। আর যেন কিছুতেই যেতে দেবে না। রাগে ওর মাথা গরম হয়ে গেল। তাদের সংগে যুদ্ধ করতে গিয়ে ওর হাতের মাংস ছিঁড়েছড়ে যায়। শেষকালে হতাশায় ওর কান্না পাবার উপক্রম হয়। সেইসময় কার বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

"আটকা পড়ে গেছে তাই না?"

একটা শক্ত হাত ইসপাতের মত ডালপালাগুলোকে টেনে ধরে কাতিয়াকে তাদের কারাবন্ধন থেকে মুক্ত করে আনে।

"ফাঁদপাতা গাছ," শিকারীটি বুঝিয়ে বলে, "গাছটা এত শক্ত যে এর ডাল দিয়ে নানাইরা এর ডাল দিয়ে নখ বানায়।"

রাগ পড়ে গিয়ে কাতিয়ার কৌতূহল জাগে।

"আপনি এই তাইগাতে থাকেন?" ও জিজ্ঞাসা করে। কোন উত্তর না দিয়ে উনি হাসতে থাকেন। ঠিক সেই সময় আর সবাই এসে পড়ে। ক্রুগলভ আগন্তুকের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় আর বলে, "কি হে কাসিমভ, চমৎকার শিকার দেখছি?"

কাসিমভ মাথা নেড়ে পাতিহাঁসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে। কাঁধ থেকে শট-গানট আলগা করে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ে। কাতিয়া ওর পাশে বসে পড়ল। কিছুটা নিরাশ হয়ে। তাহলে এ তাইগার অধিবাসী নয়। ও হল স্থানীয় একজন শ্রমিক। ওত ওদের নৌকোর মালখালাসের সময় সাহায্য করেছিল। এমন কি ও লেনিনগ্রাদের মার্কা দেওয়া একটা সিগারেটও টানছিল।

"খোকাবাবুরা এ জায়গাটাকে মনে রেখো" সিগারেট টানতে টানতে সে বলছিল, "আর বেশি দিন নেই যখন এখানে আর হ্রদ থাকবে না ফাঁদপাতা গাছ থাকবে না" (কাতিয়ার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে) "আর সেদিন কেউই বিশ্বাস করবে না যে এখানে কেউ একদিন বুনো পাতিহাঁস মারতে এসেছিল।"

কাতিয়ার মন থেকে নৈরাশ্যের ভাবটা কেটে যায়। ও খুশী হয়ে হ্রদের দিকে চেয়ে দেখে। নরম ঘাসের দিকে। আলো ঝিলমিল ডোবার জলের

দিকে। কোসতিয়া প্রেপেশকো ধাতব শক্ত সেই মটরশুঁটিটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে এটা কি।

"সরোবরের বাদাম।" কাসিমভ সংগে সংগে উত্তর দেয়। "ভেতরে বেশ মিষ্টি শাঁস আছে। ভালুকদের খুব প্রিয় খাদ্য।"

"আবার ভালুকও দেখেছ?" ভালিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"ওইখানে একবার একটার হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলাম।" ও হাত দিয়ে বনের একটা পাশে দেখাল। "আমি ভারুই পাখী শিকার করছি। আমার সংগে রয়েছে একটি শটগান। পিছনের পায়ের ভর দিয়ে দেখি এক ভালুক উঠে আসছে। আমি দৌড়ে পালালুম!"

"কখনও একটাও মেরেছ?"

"নিশ্চয়।" ও কম কথার মানুষ।

"কি করে? খালি হাতে? একা?"

"নানা ভাবে। খালি হাতে, একাও মেরেছি। তবে বেশির ভাগই পাঁচজনের সংগে। খাবার জন্যে। আহা, ভালুকের মাংস খুব সুস্বাদু হে। দু হপ্তার খোরাকের একটা ভালুকই যথেষ্ট।"

"কাদের সংগে শিকারে গেছলে তুমি—শিকারী সব?"

"না সবাই দলের লোক। কিন্তু তখন আমাদেরই দলের সবাই শিকারী।"

তাহলে এই লোকটি হল গল্পে শোনা সেই আমুর দলের একজন?

"তুমি এদের দলে অনেকদিন ছিলে?" ভালিয়া জিজ্ঞাসা করল। কাতিয়া ভালিয়ার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকায়। কেন না এ এমন একটা কথা ওকে দিয়ে বলাতে চাইছে প্রশ্ন করে করে, যে গল্প শোনবার জন্যে ও কতকাল ধরে অপেক্ষা করে আছে কিন্তু সাহস করে জিজ্ঞাসা করে নি।

কিন্তু কাসিমভ সেদিকে গেল না। ও পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে কোমসোমোলদের জিজ্ঞাসা করে এ জায়গাটায় ওরা এসেছে কেন—ওরা কি চায় ও ওদের সিলিনকা সরোবরে নিয়ে যাবে কি?

"এটা হল একটা ছোটখাটো সিলিনকা," ও ব্যাখ্যা করে বলতে থাকে। "একটা বড় সিলিনকা আছে। আর ঐ নামে একটা নদীও আছে।"

"আমি তোমাদের তাই বলছিলুম না!" ভ্যালিয়া সাগ্রহে বলল। কাতিয়া ওর কথায় কান দেয় না।

"জান কেন ওদের সিলিনকা বলা হয়? প্রথম দিকে এখানে এসে যারা বসতি করে, তাদের ভেতর এক বৃদ্ধ ছিলেন। তার নাম সিলিন। উনি এখানে একটা জলকল তৈরি করেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারেই ওদের এই নামকরণ।"

ও ওদের তাইগার ভেতর দিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে ও থামছে। অদ্ভুদ সব গাছপালা দেখিয়ে দিচ্ছিল। ওরা বিশেষ করে কালো

কালো বার্চ গাছগুলো দেখে অবাক হয়। সেই সব গাছের গুঁড়িকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওদের আলকাতরা মাখানো হয়েছে।

বড় হ্রদ সিলিনকা বেশ প্রশস্ত আর মসৃণ আর ছোটটার মতই শান্ত। ডান দিকে নদীর ওপর ছোট ছোট ঢেউ দেখিয়ে দেয় ওখানেই হ্রদ বহে গিয়ে মিশছে আমুরের সঙ্গে।

কাসিমভ হ্রদের তীর ধরে ধরে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে বন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শর্টকাট রাস্তা। বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে ও এখানকার প্রতিটি গাছ প্রতিটি টিলা চিপি সব চেনে।

ওরা বেরিয়ে পড়ল একটা ফাঁকা জায়গায়। জায়গাটা চিহ্নিত হয়ে আছে কাটা গাছের গুঁড়ি আর আকাশ মুখো উঁচু উঁচু শেকড় বাকড়ে। পেরেক আটকানো একটা বোর্ড গাছে ঝুলছে। তাতে লেখা: "য়ুনিট ৩। শকটীম। দলপতি: সিমোনভ।" খোলা জায়গাটা বিস্তৃত সরোবর পর্যন্ত। যেখানে উঁচু খাড়া পাড়ের গোড়ায় একটা বলয়াকৃতিক উপহ্রদ-এর মধ্যে কমসোমোলরা আবিষ্কার করে রাশি রাশি কাঠের গুঁড়ি। ওগুলো এখানে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

"ওই ত সব আমাদেরই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে;" এপিফানভ গর্ব করে বলে। "ওরা অপেক্ষা করে আছে কখন ওদের ভাল করে কাজে লাগানো হবে।"

কমসোমোলদের মনে একটা নতুন স্বপ্ন জাগে। ওরা কল্পনার চোখ দিয়ে দেখতে পায়। একটা করাত কল। অচিরেই এই সাফকরা জমিটার ওপর দাঁড়িয়ে উঠবে। আর তার কর্মচঞ্চল গুঞ্জনে ভরে উঠবে এখানকার বাতাস। ওদের মধ্যে প্রত্যেকে মনে মুহূর্তের জন্য য়ুনিট ৩ এর এই স্বত্বটুকুর জন্য জাগল ঈর্ষা। কাঠের গুঁড়িগুলো সব তৈরি। অপেক্ষা করে আছে। তরুণরা এখনই কাজে নেমে পড়তে পারে।

নির্মাণ ক্ষেত্রটা খানিকক্ষণ পরখ করার পর ওরা চলে আসে আবার তাইগার ভেতর।

শীঘ্রই ওরা সিলিনকা নদীর কাছে এসে পড়ে। চঞ্চল স্রোত গভীর পর্যন্ত সব কিছু ধুয়ে সাফ করে ফেলছে শুধু মসৃণ নুড়ি পাথরগুলো স্বচ্ছ জলের ভেতর দিকে চিকচিক করছে। নদীর বাঁকে বাঁকে খাড়া ঢালু। সহজেই পার হয়ে যাবার মত অগভীর। কিন্তু জলের খরবেগ এমন যে বাধা পেতে হয়।

"তুমি পেরুতে পারবে না," কাসিমভ কাতিয়াকে বলে। "শক্ত সমর্থ একটা লোকের পক্ষেও এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ শক্ত। আর বছরের সব সময়টাতেই জল বরফের মত ঠাণ্ডা।"

ওদের প্রত্যেককেই একবার অবশ্য চেষ্টা করে দেখতে হল। ওদের

আঙুলগুলো সঙ্গে সঙ্গে জলের ভেতর অসাড় হয়ে গেল। কিন্তু এই শৈত্য যেন ওই জল পানের আনন্দকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়।

"নদী শুকিয়ে যায় গরমকালে। বসন্তে আবার মাইলের পর মাইল ডাঙ্গা ভাসিয়ে নিয়ে যায় বন্যা। গাছের শিকড়গুলো টান মেরে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে। আর সেগুলোকে বহে নিয়ে যায়—ঠিক যেন পাখীর পালক।"

কালো কালো গাছের ডাল পালা আর জলবন্দী গাছের গুঁড়িগুলো শুয়েছিল নদীর তীর বরাবর। এপিফানভ একটা গাছের ডালকে পা দিয়ে লাথি মেরে জলের ভেতর ফেলে দেয়। স্রোত এসে তাকে ধরে ফেলে। ওকে পাক দিয়ে চারধারে ঘুরিয়ে বহে নিয়ে চলে যায়। ওটা আটকা পড়ে নদীর খাড়া পাড়ের কাছে আর নদী তার ওপর দিয়ে ও তলা দিয়ে ছুটে চলে যায় আনন্দে কুল কুল শব্দ করে।

কাসিমভ একটা গাছের ওপর তার শটগানটা ঠেস দিয়ে নামিয়ে রেখে বসে পড়ল।

"আমি যখন খুব ছোট ছিলাম আমাকে কাঠ টেনে আনবার জন্যে ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয়।" ও একটু সলজ্জ ভঙ্গীতে বলতে শুরু করে। "সেখানে ওই কুলাকরা ছিল, জোতোভরা ছিল, যারা নদীর পাড়ে থাকত। ওদের ছেলে এ্যালেকসি পরে একজন শ্বেতবাহিনীর অফিসার হয়েছিল। একবার তখন আমি বেশ ছোট, ও কাঠ আনতে গিয়েছিল তাইগার ভেতর আমার সঙ্গে। আমাকে সাহায্য করতে নয়। আমার মুরুব্বি হয়ে। একটা ছোটলোক বলতে গেলে। শ্লেজ গাড়ীটা এমন বোঝাই হয়েছে যে ঘোড়াটা একটুও নড়াচড়া করতে পারছিল না। সব জায়গাতেই হোঁচট খেতে হয়। ঝোপঝাপ ডালপালা। বেচারা জানোয়ারটাকে চাবুক চালাতে চালাতে শেষকালে সে গিয়ে পড়ল হুমড়ি খেয়ে একেবারের একটা গর্তের ভেতর। সামনে কি পিছনে যাবার আর উপায় রইল না। জোতোভ চীৎকার করে ওটাকে বলে, "বেজন্মার বাচ্চা টান।" কিন্তু ও টানবে কি করে। তারপর—ও আমাকে নিয়ে পড়ল। ওই একই চাবুক নিয়ে। "থামো!" আমি চীৎকার করে উঠলাম। আমি এমন খেপে গিয়েছিলাম যে তাকে প্রায় মেরেই ফেলতাম—আর নয় কেন? আমি কি তার ক্রীতদাস না আর কিছু? তারপর আমি ভেড়ার চামড়াটা গা থেকে টান মেরে খুলে ফেলি। ওটা ওরই ছিল। ঘোড়াটা যেখানে ছিল সেখানেই ফেলে আমি চলে যাই তাইগার ভেতর। ঘুমিয়ে পড়ি বরফের ওপর। জমে গিয়ে একেবারে মরে যাবার দাখিল। এখানে চলে এলাম আবার ভাড়াটে মজুর হলাম। ওই ব্যাটাকে কিন্তু আমি কখনও ভুলব না। তোমাদের বাজী ফেলে বলতে পারি এমন কি ১৯২০-তে আমি ওর সঙ্গে ছিলাম।

অদূরে একটা কোকিল ডাকছিল।

তার স্বরে শুধু সেই বনস্থলীর নৈঃশব্দ্য যেন আরো গভীর হল।

"তুমি দলভুক্ত লোক হলে কি করে?"

"স্বাভাবিক ভাবেই।"

এবার ও উঠে পড়ল। ওর কাঁধের ওপর বন্দুকটা ঝুলিয়ে নিল। কমসোমোলদের নিয়ে নদীর ধার দিয়ে আরো দূরে—শান্ত পদক্ষেপে চারদিকে চেয়ে চেয়ে ও হাঁটছিল। কোনো প্রয়োজনীয় কিছু দেখলেই যেন মনের খাতায় টুকে রাখছিল। একের পর এক সিগারেট বুটেনে চলছিল। ও হঠাৎ সংগীদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর বলল, "আমি আর কি করতে পারতুম? নয় যোগ দাও নয় ছেড়ে দাও। ডান দিকে শ্বেতকায়গণ আর বাঁয়ে জাপানীরা। যদি তুমি 'মরণ-যানে' না ওঠো তবে শাস্তিমূলক কোনো একটা অভিযানে কচু কাটা হবেই। আর সহজে নয়। বেশ সাজগোজ করিয়ে। জান ওরা কি করেছে? একটা লোককে ফাঁসিতে লটকেছে তার পেটটা কেটেছে আর তার ভেতর জমাট বাঁধা ঠাণ্ডা মাছ পুরে দিয়েছে। যেন মধ্যাহ্ন ভোজ! তা একটা লোক আর কি করতে পারে? আমার মত একটা ছোকরা? আমি যখন যোগ দিলাম তখন আমার বয়স ষোলো। আমি যখন মাছ ধরতে বেরিয়েছি একদিন তাই হল। একটা বরফের ফুটোর ভেতর দিয়ে আমি আমার জালটাকে চালিয়ে দিয়েছি—আর ঠিক যখন সেটাকে টেনে তুলতে যাব তখনই শুনলাম কিছু হানাদাররা আসছে। আমি আমার জালটাকে ছেড়ে দিলাম, আমার কুড়ুল—সব কিছু, আর তারপর ওদের সংগে চলে গেলাম।"

ও ওর চোয়াল দুটো শক্ত করে চেপে বন্ধ করে রাখে। আর ওর আঙুলগুলোর মধ্যে একটা চিবানো সিগারেটের পিছনটাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে। কোমসোমোলরা রুদ্ধশ্বাসে ওর গল্প শোনার অপেক্ষায় থাকে। কখন আবার ও শুরু করবে! হঠাৎ ও বসে পড়ে আবার। আর সেভাবেই আবেগের ঝোঁকে ওদের ওর কাহিনী শোনায়।

শত্রু শত্রুই, ব্যস এর ওপর আর কোন কথা নেই। কিন্তু সাফ্‌রাই। সে হল শত্রুর চেয়ে ওঁচা। সে হল জাতসাপ। বেশ হাসতে হাসতে এসে তোমার কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম জানাবে। ওদের অফিসাররা আমাদের দলপতিদের সংগে দোস্তী পাতিয়েছিল। নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছিল। ওদের বোতাম ঘরে লাল ফিতে আটকে দিয়েছিল। "আমরা রুশ বলশেভিকদের পছন্দ করি। ওরা বলেও ছিল। তারপর একদিন নিকো পায়েভস্কে ওরা আমাদের সদর দপ্তর ঘিরে ফেলল আর লোকগুলোকে ঘুমের ভেতর মেরে ফেলল। মাত্র জন কয়েক পালাল।

ও কথা বলছিল। আস্তে আস্তে। হামেশাই থেমে থেমে। ওর গল্প বলেছিল মন্থর গতিতে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ওকে ছিটকে দিলে ওর বলার

গতি থেকে। ওর মনে গেঁথে বসা ভয়ানক স্মৃতিগুলি। সেই স্মৃতিসূত্রের গ্রন্থির পর গ্রন্থি ধরে ও এগোচ্ছিল।

ওখানে ছিল সেই বিপক্ষদলীয় ওরলোভ। অল্পবয়সী ছোকরা। নির্ভীক। সবাই ওকে পছন্দ করত। আমরা প্রায় নিকোলায়েভস্কে এসে পড়েছিলাম। শ্বেতরা আর জাপানী দু দলই ছিল নিকোলায়েভসকে আমরা শ্বেতদের সঙ্গে তখন লড়ছিলাম। জাপানীরা নিজেদের নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করেছে আমরা জাপানীদের সঙ্গে শর্তসহ পরামর্শ করবার জন্য একজনকে পাঠালুম। ওরা ওকে পাকড়াও করলে। বাতি দিয়ে তার চামড়া দিলে ঝলসে তারপর একটা উনুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারলে। মনে রেখো একটা জ্বলন্ত উনুন। স্টোভ আর কি। আমরা যখন নিকোলায়েভস্কে পৌঁছালাম তখন তার দেহ দেখতে পেলাম, সব একেবারে বিকৃত। চোখ দুটোকে পুড়িয়ে খাক করে ফেলা হয়েছে জিভটা ফেলা হয়েছে কেটে। বরফে ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে যারা মরে গিয়েছিল আমরা তাদেরও দেহ দেখলাম পড়ে আছে। এখানে এভাবেই ওরা একাজ করেছিল।

পক্ষভুক্ত পলাতক লোকদের ওরা আমুর থেকে পাকড়াও করল। ওদের দিয়ে বরফের ভিতর কবর খোঁড়ালে। বরফের নদীর গভীর থেকে একটা ছোট গর্ত দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা জল ছেড়ে দিলে। লোকগুলোর হাত পা বেঁধে দিলে তার ভেতর ফেলে। জলের হিম হয়ে ওরা মরে গেল। বরফের ভেতর এমনি তিরিশটা মৃতদেহ আমরা দেখেছি। সব অঙ্গ চ্ছেদ করা বিকৃত। আমরা ওদের সেনানিবাসে নিয়ে আসি। দেখো এখানে ওদের এই অবস্থা, জাপানী এবং শ্বেত রক্ষীদের সন্ত্রাসের শিকার; বয়স্ক লোকেরা ওদের দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

আমি সেখান থেকে কিভাবে জীবিত ফিরে এলাম তা আমার ভাষারও অতীত। সেদিন আমরা জীবনকে অভিশাপ দিই নি—সে জীবন শত্রুদের কাছে শুধু মূল্যবান ছিল, এইমাত্র। ধরো একটি প্রাণের বদলে দশটি। আমার বয়সী আমার এক বন্ধু ছিল। সালকা। এক যুদ্ধে আমরা একটা মেশিনগান কব্জা করেছিলাম। আমি ছিলাম ১নং আর ২নং বন্দুকে। আমাদের পরের যুদ্ধে শ্বেতরক্ষীরা আমাদের কুড়িয়ে নিয়ে বন্দুক চালাতে শুরু করে। পার্টিজানদের সম্বল শুধু আমাদের মেশিনগান। সালকা সেটির ওপর হুমড়ি খেয়ে জড়িয়ে চুমু খেতে থাকে—যেন ওর মাথাটা গেছে বিগড়ে। 'সরে যাও' আমি চীৎকার করে ওকে টেনে ফেলে দিই ও আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে আর চেঁচিয়ে ওঠে আমার মুখের ওপর, আমি ভরসা পাচ্ছি না, ঐ বেজন্মারা আমাদের বন্দুকটা বরবাদ করে দেবে।" তা সে এখনও বেঁচে আছে। তাম্বোভের কাছে একটা সমবায়িকাতে কাজ পেয়েছে।

"এইভাবে আমরা ওদের সাবাড় করেছি, বুদ্ধি আর মনের জোর দিয়ে। দুটি লোক একশো লোকের কাজ করেছে। আমরা চেনিরাখ দুর্গ অধিকার করে নিলাম শুধু কতকগুলো শট-গান আর কাঠের ঝুমঝুমি দিয়ে (ওদের এই দিয়ে ভয় পাইয়ে) অথচ কেল্লার ভেতর শত্রুদের অস্ত্রাগার ছিল। আর একবার আমরা এরকম করেছিলাম। আমাদের কিছু স্লেজ গাড়ী ছিল। আমরা সেগুলো খড় দিয়ে বোঝাই করলাম। দেখলে মনে হবে যেন অস্ত্র-শস্ত্র। সামনে পিছনে ও গুলোকে দিলেম চালিয়ে, একবার পিছাই একবার আগাই। দেখাতে চাইলাম শত্রুদের আমরা কত শক্তিশালী। ওইখানেই হল একটি কসাকদের গ্রাম কাইসেলেভকা। কসাকরা বেশ শক্ত করে অবরোধ গড়ে তুলেছিল—পাথর, আর বরফ তার ওপর জল ঢালা হয়েছে—একটা বরফের মোটা আস্তরণ বানাবার জন্যে। পিছনে ওদের ঘরবাড়ী। যেখানে ওরা গিয়ে শরীর গরম করে আসতে পারে। হঠাৎ যে ওদের ধরে ফেলতে পারব তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। ফাঁকায়, একেবারে আমুরের তীরের কাছে। আর ওরা সংখ্যায়ও আমাদের চেয়ে বেশি। 'খোকারা আমরা শুধু একবার মরতে পারি!' আমাদের সেনানায়ক বললেন। 'যদি ওদের উপর আমরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারি তাহলে অন্তত কুত্তার বাচ্চাদের ভয় তো দেখাতে পারি!' তাই জনাপঞ্চাশ কি ওই রকম হবে এগিয়ে চলল ওদের দিকে শটগান চালাতে, চালাতে আগে আগে আমাদের নিশান, পিছন, পিছন আমাদের স্লেজচালক, হাতে বাঁশের লাঠির হাতিয়ার, দেখলে মনে হবে বন্দুক, বুক ফাটিয়ে আমরা সবাই চীৎকার করছি—উ-ই-ই-ই-তা ওই কসাকগুলো এ্যায়সা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে ওরা আমাদের দিকে গোটা দুই গুলি ছুঁড়েই প্রাণ নিয়ে দে চম্পট!'

কাসিমভ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

"চলো এবার চলা যাক। প্রায় দুপুর।" উনি বললেন, ওঁর কপাল মুছে নিয়ে।

কোমসোমোলরা ওঁর কাছ থেকে আর বিশেষ কিছু বের করতে পারে না। ওদের সব প্রশ্নেই উনি চুপ। যেন কিছুই শুনছেন না। আর এবার খুব তাড়াতাড়ি ঝোপঝাপ ঠেলে একটু আড় হয়ে হাঁটছেন। সাপের আঁকা-বাঁকা গতিতে। পরিষ্কার বোঝা যায় স্মৃতিতে ওঁর মন উদ্বেগ অশান্ত। আর কোমসোমোলরা কিছুক্ষণের জন্য ওঁকে একা থাকতে দেয়।

ওরা চুপি চুপি নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে চলেছে। ওরা একদিন নিশ্চয়ই ওদের একটা 'ক্যাম্প ফ্যায়ারে' ওঁকে আমন্ত্রণ জানাবে। আর ওদের যা বলেছেন অন্য সবাইকে সেই গল্প শোনাতে অনুরোধ জানাবে—যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে উনি এসেছেন। আন্দ্রেই ক্রুগলভ দাঁড়িয়ে পড়ল। কী যেন ভাবতে থাকে একটা ঝড়ে ওপড়ানো গাছের দিকে চেয়ে তারপর জোর কদমে হাঁটে কাসিমভকে ধরবার জন্যে। আর সবাই; যখন

ওদের কাছে পেঁছায় তখন কাসিমভ বলছিলেন, "ঠিক বলেছ। এখানে শিকড় খুব গভীরে পেঁছায় না। ওদের একধারে কোপ মারো আর একধারে টানো। আমরা ঠিক এভাবে করতাম।

ওরা ফিরে এল। এবার গাঁয়ের ধারে এসে ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিল। কাসিমভ একটু হাসলেন সে হাসিতে একটু তিক্ততার স্পর্শ।

"এই হল ব্যাপার খোকারা। এখানে এক ইঞ্চি জমিও নেই যার মাটি বিপক্ষ দলের লোকের রক্তে ভিজে যায় নি। যদি এ মাটি আজ আমাদের না হত তাহলে তোমরাও আজ এখানে আসতে পারতে না।"

আর এই বলে উনি চলে যান। ওঁর বেল্টের আগায় দুলছিল ওঁর সেই পাতিহাঁস দুটি।

পরদিন। আন্দ্রেই ক্রুগলভ জমি সাফ করার এক নতুন পদ্ধতি চালু করে। ওখানে ওর দল কাজ করছিল। কোমসোমোলরা গাছের আগায় একটা দড়ি বাঁধল। একদিকে শিকড়ের গোড়ায় কোপ দিল। বেশ জোরে টান দিয়ে—দমকা বাতাসের মত—গাছটাকে শিকড় মূলসুদ্ধ একেবারে উপড়ে ফেলে দিল।

গ্রাম থেকে তাইগা পর্যন্ত যখন প্রথম সড়ক তৈরী হল, তার নাম দেওয়া হল, 'লালরক্ষী সরণী।'

কুড়ি

শান্ত রাত্রি। সমস্ত শিবির ঘুমিয়ে আছে। সহসা মনে হল এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে আকাশটা বুঝি চিরে খান খান হয়ে গেল।

ঠিক শিবিরের ওপর দিকটাতে বাজ পড়ল।

একেবারে ঘুমন্ত কোমসোমোলদের মাথার উপর। সবাই সংগে সংগে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অন্ধকারে এ ওর ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে একটা দামকা বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁবুর উপর। ছিঁড়ে খুঁড়ে দেয়। তাঁবুর ফোকর দিয়ে তরুণরা দেখতে পায় আকাশ কেটে খান খান হয়ে খুলে যাচ্ছিল তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ শিখার ঝলসানিতে সেই সংগে বুক কাঁপানো বাজপড়ার ভয়ংকর শব্দ। ফিরে ফিরে চোখ বাঁধানো বিদ্যুতের নীল ঝলক আর সেই বাজ পড়ার শব্দ। কানে তালা ধরে যায়।

এবার থেমে থেমে অনেকক্ষণ পরে পরে বজ্রপাতের শব্দ শোনা যায়। আর শব্দের তীব্রতাও কমে আসে। সবাই এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু দেখা গেল আসল ঝড়ের আগে এটি হল তারই পূর্বাভাষ। দেখতে দেখতে আকাশের ওপর থেকে থেকে চলতে থাকে বিদ্যুতের কশাঘাত। ছুরির ফলার মত নীল বিদ্যুতের শিখায় মাঝে মাঝে আলোকিত হয়ে ওঠে

অরণ্যের গাছপালা। ফ্যাকাশে ব্যাঙের ছাতা আর তাঁবুর আশে পাশে অর্ধ-নগ্ন তরুণদের দেখা যায় এখানে সেখানে। বাজপড়ার কক্কড় শব্দ আর তার সংগে বিদ্যুতের চমক এমন মর্মান্তিক ভাবে আছড়ে পড়ছিল যে সবাই ভয় পেয়ে মাথা গুঁজে কুঁকড়ে যাচ্ছিল, প্রতিবারই প্রত্যেকে আশা করছিল বজ্রাহত হয়ে ওরা যে কোনো সময়ে মারা পড়তে পারে।

লিলকা ওর মাথার ওপর একটা বালিশ চাপা দেয়। ওর নাকী কান্নার ঘ্যান ঘ্যান আর্ত চীৎকারে পরিণত হয় যত বারই বিদ্যুতের ঝলকানিতে তাঁবুর ভেতরটা আলোকিত হয়ে ওঠে। ওদিকে কাতিয়া স্তাভরোভা উল্লসিত হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলতে থাকে, 'উফ কী ঝড় রে বাবা! কী সাংঘাতিক সুন্দর!' কিন্তু অচিরেই ও ভয়ে আতংকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, বিদ্যুতের ঝলসানি যেন ওর চোখ দুটো অন্ধ করে দেবে কানে ধরাবে তালা।

আবার একটা দমকা বাতাস তাঁবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর আবার—আবার। বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায় কালো কালো নিরেট মেঘের স্তূপ দূর পাহাড়ের দিক থেকে তাঁবুর দিকে ছুটে আসছে। দেখতে দেখতে তারা আকাশের আধখানা ছেয়ে ফেলে মনে হয় যেন তীব্র বেগে ছুটতে শুরু করেছে। ঝড়ের বেগ আরো ঘন ঘন বাড়তে থাকে। আবহাওয়াকে পরিষ্কার করে দেয়। আর ওরা যেন একটা বিরাট পরিবর্তনের অগ্রদূত বলে মনে হয়।

"এখনই শেষ হয়ে যাবে," এপিফানভ বলে, হাই তুলতে গিয়ে চেপে যায়, আর হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর দিকে ফিরে ঘুমোবার জন্য ঢুকে পড়ে। ঠিক সেই সময় একটা বিশেষ জোরালো দমকা হাওয়া তাঁবুর কতকগুলো খুঁটি উপড়ে ফেলে আর ক্যাম্বিসটা একটা নৌকোর পালের মত ফর ফর করে উড়তে থাকে।

"বাঁচাও! আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে!" ভালিয়া বেসসোনভ চীৎকার করে ওঠে তাঁবুটা ধরে ঝুলে পড়তে পড়তে।

কোমসোমোলরা খুঁটিটা শক্ত করে বাঁধবার জন্যে দৌড়ে যায়। বিদ্যুতের শিখায় তাদের শ্রমকাতর দেহের পেশী উজ্জ্বল দেখায়, পিঠ নুয়ে পড়েছে। উদ্বিগ্ন মুখে হাসি মাখানো। ওদের মাথার ওপর ভারী মুগুরের মত গড়িয়ে চলে বজ্র-নির্ঘোষ।

লিলকা ছুটে বেরিয়ে আসে ওর তাঁবুর ভেতর থেকে। আর চেঁচিয়ে কান্না জুড়ে দেয়। তোনিয়া শান্ত কল্পনামগ্ন। ওর কাঁপা কাঁপা শীর্ণ হাতে চেপে ধরে ক্যানভাস আর সাহসের সংগে যুঝতে থাকে বাতাসের সংগে।

জোরে আরো জোরে ঝড় ওঠে।

কাছে আরো কাছে এগিয়ে আসে মেঘের স্তূপ। তারপর হঠাৎ, যেন

আকাশের আস্তরণখানা হঠাৎ ফেটে পড়ে, এবার বৃষ্টি নামল। একে বৃষ্টি প্রায় বলাই চলে না। ভারী নিটোল জলের প্লাবন। এক মুহূর্তে সবার আপাদমস্তক ভিজে সপসপে।

একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়। লোকজন সব যা হোক একটা কাপড় দিয়ে নিজেদের ঢাকা দেয়। হাতের কাছে যায় যা পায়—। বন্যার হাত থেকে বাঁচায় সুটকেস, কম্বল, জুতো। চীৎকার করে ওরা অভিসম্পাত দেয়। তখন একটা তাঁবু বাতাস আর জলের আক্রমণে একেবারে তছনছ হয়ে যাচ্ছে আর তার বাসিন্দাদের মাথার ওপর সেটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে।

এ অবস্থার কোন প্রতিকার করতে না পেরে কোমসোমোলরা ক্যানভাসের ঠাণ্ডা ভাঁজের ভেতর তালগোল পাকিয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে ঠাট্টা ইয়ার্কি আর মুখ খিস্তি করতে থাকে। বাতাস ওদের শরীরগুলোকে নিয়ে লোফালুফি খেলে, বরফ ঠাণ্ডা ছোট ছোট নদী ওদের পা দুটো ভাসিয়ে দেয়।

তখনও প্রবল বৃষ্টি পড়ছিল।

হলুদ সবুজ রং-এ ছোপানো বৃষ্টি। বিদ্যুতের আলোয় মাঝে মাঝে দেখা যায়। বাজ পড়ার শব্দ থেমে যায়। এবার আর একটা বিপজ্জনক শব্দ শোনা যায়। উত্তাল আমুরের গর্জন।

যে বজরায় গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার ভারপ্রাপ্ত লোকজনরা ছিল সেটি ঢেউয়ের ধাক্কায় পাক খেয়ে ঘুরতে থাকে। কাৎরে ওঠে দড়াপাকানো তারের কিচ্ কিচ্ শব্দ। তখন মরোজভের ঘুম ভেঙেগেছে। রাত্রির প্রলয় শব্দ শুনলেন উনি কান পেতে এক মুহূর্ত শুয়ে থেকে। বাজপড়ার ঘন ঘন শব্দ। মাঝে মাঝে একটু শুধু বিরতি। উনি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলেন নদীর গর্জন। মরোজভ ঝড় ভালবাসেন। তিনি শুয়ে শুয়ে হয়ত উপভোগ করতে পারতেন, শুয়ে শুয়ে দেখতেন তাঁর কেবিনের দেওয়ালে বিদ্যুতের খেলা। যদি ওঁর মন এই মারাত্মক ভাবনায় চঞ্চল না হত—"জমিটা বানের জলে ভেসে যাবে; একাজ করতে এসে শেষ কালে কী দুরন্ত সময়ের মুখোমুখিই না আমাদের হতে হবে।" হঠাৎ উনি লাফিয়ে ওঠেন, "শ্রমিক ভাইসব! নদীর পাড়ে সব মাল পড়ে আছে যে!"

ডেকের বাইরে এসে উনি ছুটলেন ওয়েন'রের কাছে। একবার বিদ্যুৎ চমকাল। দেখা গেল উদ্বেগ আর হতাশায় বিকৃত একটি মুখ।

"এবার সব সব শেষ হয়ে যাবে···"। ওয়েন'ার ওর মাথাটা চেপে ধরে কান্নার সুরে গুমরে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রানাতভ এসে হাজির হয়।

"মানুষ আর এই মুহূর্তে এই ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে খুব বেশি কিছু করতে পারে না," নদীর দিকে হাত দেখিয়ে ও বলে। "দেখ কি জোরে জল উঠছে।"

মরোজভ ওর নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। না

খুব বেশি কিছু নয়। ওদের খাবার দাবার মাল মশলা সব গেলে একটা দারুণ সর্বনাশ ঘটবে। কিভাবে ওগুলিকে উনি বাঁচাবেন?

"আমরা সব একে বাঁচাব," উনি চেঁচিয়ে উঠলেন। আর গ্রানাতভের বর্ষাতিটা টেনে নিলেন। "তোমার বর্ষাতিটা দাও—জলদি। একটু সময় নেই নষ্ট করবার।"

উনি ছিটকে চলে আসেন। আর পাটাতনের ওপর হোঁচট খেয়েও তাঁবুর দিকে ছুটলেন। ওঁর পা জল সপ সপে বালির ভেতর বসে যেতে লাগল।

ওঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। বালিতে আটকে ধরে পায়ের বুট। ওগুলোকে শিসের মত ভারী করে তোলে। তবুও ছুটে চলে। মাথা নিচু করে, এদিক থেকে ওদিকে টাল খেতে খেতে, হাঁপাচ্ছিলেন উনি। বিদ্যুতের আলো ওঁকে পথ দেখাচ্ছিল। উনি যখন শিবিরে পৌঁছালেন দেখলেন সেটি পরিণত হয়েছে একটি তালগোল পাকানো ক্যাম্বিসের স্তূপে। সব ধোয়া মোছা—এটা ওটা ঘাড়ে উপর ঘাড়ের, জল সাঁতসেঁতে ভিজে।

"মেশিনগুলো!" উনি চেঁচিয়ে উঠলেন। প্রথম তাঁবুটির একপাশ তুলে ধরলেন।

"কোমসোমোল ভাইরা যন্ত্রগুলি সব নদীর পাড়ে। ওগুলো ধুয়ে যাবে বানের জলে!"

ক্যানভাসের ভেতর যেন প্রাণের সাড়া জাগল। ভীত মুখগুলি দেখা যায় তার এক ধারে।

"যন্ত্রপাতি সব নদীর পাড়ে," মরোজভ চীৎকার করে উঠলেন, ক্যানভাসের নিচে মাথাটাকে ঠেলে ঢুকিয়ে এ তাঁবু থেকে ও তাঁবুতে যেতে যেতে বলতে থাকেন।

"মেসিনগুলো সব ভেসে যাবে।"

আরো অনেকগুলি কণ্ঠস্বর তাঁর সঙ্গে যোগ দিল, "আর সিমেণ্ট। সিমেণ্টও যে গেল!"

"আর বস্তাগুলো—চাল, ডাল, আটার!"

"আর ময়দা!"

পাশা মাৎভেয়েভের কণ্ঠস্বর উঠল সবাইকে ছাপিয়ে, "আর মোটরগুলো! সব মোটর রয়েছে যে!"

আন্দ্রেই ক্রুগলভ ছুটে যায় নদীর দিকে। পাহাড়ের ধারে ভিজে কাদার উপর দিয়ে ছোটে পিছলে গিয়ে। পাঁক আর শ্যাওলার ভেতর দিয়ে সপ্‌সপ্‌ করতে করতে। ও যখন পৌঁছাল আরো জনা বারো ওর আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। দেখল কোলিয়া প্লাত এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে জলে ভাসা মোটরগুলোকে টেনে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে।

"জলদি করো!" "সব ভিজে গেল!"

ও ওয়েনার্ডকে দেখতে পেল। ও দীর্ঘ নমনীয় চেহারা। পায়ে রবারের বুট। দক্ষিণ-পশ্চিমের মানুষ। ছুটোছুটি করছে। পাঁকের ভেতর তাঁকুপাঁকু করছে। ওর জিম্মায় রাখা মালপত্রগুলোর দিকে হতাশ হয়ে চেয়ে আছে। দেখছে ওর চোখের উপর ঝড়ের দাপটে সব তছনছ হয়ে যাচ্ছে।

আরো অনেক স্বেচ্ছাসেবক আসতে লাগল পাহাড়ের গা বেয়ে পিছলে কাৎ হয়ে নেমে। কেউই হুকুম জারি করছে না। কেউই বলছে না কি করতে হবে। অবস্থাটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এখন আর কথা বলে সময় নষ্ট করা চলবে না। তীরের দিকে বাতাস ঠেলে নিয়ে আসছে ঢেউ আর ঢেউ। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে নামছে জলের খরস্রোত। পাহাড়ের শীর্ষে কতকগুলি ছাউনি ছিল, সেগুলিকে আবাস গৃহে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। কোমসোমোলরা সেই ছাউনিতে নদীতে বিপন্ন মূল্যবান সম্পত্তি টেনে তুলতে শুরু করেছিল। খাড়াই বেয়ে ওঠা আর পিছল পার্বত্য পথ। মেশিন, পাইপ, থলি, আর প্যাকিং বাকসো। তরুণ কর্মীরা হোঁচট খাচ্ছিল, পড়ে যাচ্ছিল তবু ওদের একজনও কাজ থেকে বিরত হয় না।

পরে, যখন ওরা সেই রাতের ঘটনার কথা মনে করেছে স্মরণে আসে নি ওদের কে কি কাজ করেছে। ওরা দেখেছিল মরোজভ এপিফানভকে প্যাকিং বাকসো নিয়ে যেতে সাহায্য করছেন। বেসসোনভের টীম, যারা মোটগুলো উদ্ধার করেছিল, তারা বলেছিল যে মরোজভ ওদের সঙ্গে কাজ করছিলেন, কাতিয়া স্তাভরোভা বলেছিল মরোজভ অন্তত এক ঘণ্টা ধরে সিমেণ্টের বস্তা টেনে বইবার কাজে ওদের সাহায্য করেছিলেন। মনে হচ্ছিল উনি সব সময় সর্বত্র আছেন। উনিই নদীতে লাফ দিয়ে পড়ে যন্ত্রপাতিগুলো বাঁচিয়েছিলেন, আর ওঁর পিছন পিছন সবাই ঝাঁপ দেয়।

"এইত তোমাদের একটা মস্ত দুঃসাহসের কাজ হল!" উনি কোমসোমোলদের চেঁচিয়ে বলেছিলেন "কে যেন বলেছিল তার এ্যাডভেঞ্চার চাই? এসো এগিয়ে এসো!"

তারাস ইলিচ এই কর্মযজ্ঞের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়েছিল। ও দাঁড়িয়েছিল পাহাড়ের মাথায়। ওর চেহারাটা বিদ্যুতের আলোয় দেখাচ্ছিল একটা সিলুয়েট ছবির মত। সমস্ত বিশৃঙ্খল ছবির ভেতর সে যেন অনন্য। পর মুহূর্তেই ও চলে গিয়েছিল। গ্রীশা ইসাকভ ওকে দেখতে পায় আর জোর করে দেঁতো হাসি হেসে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে বলে। "ও বোধ হয় ওর জামা কাপড় শুকোতে গেছে।" এক ঘণ্টা বাদে ওর সঙ্গে তারাস ইলিচের দেখা হয়েছিল। সে নদীর পাড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জল থেকে বিদ্যুৎ যন্ত্রগুলো টেনে তুলবার প্রচণ্ড পরিশ্রম করছিল।

"তোমার উপর রাগ করেছি," আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে ও বলে। গ্রীশা বলতে পারে নি যে সে সত্যি ঠাট্টা করছে না সত্যিই যা বলছে তা ও বিশ্বাস করে।

তোনিয়া ভাসিয়ায়েভা দেখল গোলিৎসিন সেরগেই খালি পায়ে একটা ছাউনির ভেতর দাঁড়িয়ে। ওর বুট জোড়া থেকে জল ঢেলে ফেলছে। ও জানত এখন বিশ্রামের সময় নয়। আর কাপড় শুকোবার সময়ও নয়। ও কিন্তু সেই মুহূর্তের মুখোমুখি যখন ও আর একটুও এই ভিজে বুট আর জামা কাপড়ের অস্বস্তি সইতে পারছিল না।

"গা গরম করছ?" তোনিয়া ভাল মানুষের মত জিজ্ঞাসা করে কাঁধ থেকে থলেটা নামিয়ে একটুখানি দম নেবার জন্য দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে।

সেরগেই খেপে লাল হয়ে যায়। একটা মেয়ের চোখে ও ধরা পড়ে গেছে। এই দুর্বল মুহূর্তে।

"এখান থেকে সরে পড়ো," ও খেঁকিয়ে ওঠে। ওর ভিজে জ্যাকেটটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে।

তোনিয়াও তো বেশ ভিজে গেছে। ও টের পায় ফোঁটা ফোঁটা জল ছিটে দিয়ে উড়ছে ওর জ্যাকেট থেকে। ও অবশ্য, সেরগেইর রুক্ষ মেজাজটার কারণ বোঝে। কথাটা শেষ করল এই বলে যে সে এই ছাউনির ভেতর একটা আশ্রয় খুঁজছে। এখন তার উচিত বাইরে গিয়ে ওদের সাহায্য করা।

"তুলতুলে খোকা!" ও খেঁকিয়ে ওঠে, "যাও তোমার তোষাখানায় গিয়ে স্টোভের ধারে বসে পড়ো গে।"

এটুকু বলেই ও বেরিয়ে যায়। সেরগেই ওর পিছন পিছন যায় বুট জোড়া সামলাতে সামলাতে। কাজের মাঝে প্রচণ্ডভাবে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। আশা করে তোনিয়া ওকে দেখতে পাক আর ওর মুখ ঝামটানির জন্য দুঃখ করুক। কিন্তু এই বৃষ্টিতে সবাইকে দেখা বড় দুষ্কর। তায় অন্ধকার আর নদীর পাড়ে হুড়োমুড়ি।

বৃষ্টি নেমে আসছিল মুষলধারে আর মাটিটা জলে ভিজে এমন হয়ে গেছে যে তরুণরা জল কাদার ভেতর থেকে পা দুটো প্রায় টেনে তুলতেই পারছিল না। বাতাস আর ছোটে না কোনো দিকে শুধু তীরের উপর ঠেলে আনে ঠাণ্ডা জলের ঢেউ। মনে হয় সব যেন নিঃস্ব হয়ে আমুরের ওপর আছড়ে পড়বে—আকাশ, শাখা নদী, উপত্যকার পাহাড়ী ঢল। আর আমুর গর্জন করতে করতে, হুংকার দিতে দিতে দুই পাড়ে আছড়ে পড়ছে অবিশ্রান্ত, অনর্গল।

চালাঘরগুলোয়তো অর্ধেক মাল ধরাবার মত জায়গাও কুলোচ্ছিল না। দামী দামী যন্ত্রকে ফাঁকায় ফেলে রাখা হয়েছিল। কোলিয়া প্লাত হতাশভাবে সেগুলোর দিকে চেয়ে ভাবছিল। কিন্তু ক্লাভাই উড়ে পড়া

ছেঁড়া তাঁবুগুলো দিয়ে ওগুলো ঢাকা দেবার মতলব দিলে। খালি পা, কাদায় মাখামাখি, ভিজে, ক্লান্তি ও শ্রমে হাঁপাচ্ছে—ও শিবির থেকে এরকম একটা তাঁবু টানতে টানতে নিয়ে এল। ও যখন চালাঘরগুলোর কাছে এসে পৌঁছল ও পিছলে গেল আর হয়ত খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ত যদি না কারো হাত ওকে ধরে ফেলত। দেখতে পেল না ঠিক অনুভব করবার চেষ্টা করল। কার হাত হতে পারে? আর তার আলিঙ্গনের ভেতর নিজের শরীরটাকে এলিয়ে দিল। আনন্দ আর ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

একবার বিদ্যুৎ চমকাল। ও দেখল একটি ভিজে উৎসুক মুখ। আন্দ্রেই ক্রুগলভ! আর ও দেখল ক্লাভার ভিজে হাসি হাসি মুখখানা। বাজ পড়ার শব্দ হল। মুহূর্তের জন্য ক্লাভা তার শরীরটাকে ওর দেহের ওপর চেপে ধরল। ওর ঠোঁট দুটি স্পর্শ করল আন্দ্রেইয়ের ভিজে শার্ট। জলের ঢেউ ওদের সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছিল। এবার ক্লাভা নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

"ধন্যবাদ, আন্দ্রেই।"

ক্লাভা ছুটতে থাকে। তাঁবুটা বেশ ভারী লাগছিল। কিন্তু ও আপন মনে নরম করে হাসছে। ও ভালবাসছে। ওকে ভালবাসে একজন। আর এখনও বুঝি ও শেখে নি যে প্রেম ব্যথাও নিয়ে আসে।

সকাল হতে অনেক দেরি হল মেঘের কালো ঘোমটা থেকে, বৃষ্টির পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকাল হল। কোনও রকমে টেনে আনল একটা বিবর্ণ দিন। ঘুম ভাঙল। ঝড়ের দাপটে সমস্ত ধ্বংস কাণ্ডের উপর সকালের ফ্যাকাশে আলো এসে ছিটকে পড়ে। প্রায় সব তাঁবু উড়ে গেছে। আর বাঁশগুলো জলের ভেতর গেঁথে গিয়ে খাড়া হয়ে আছে জাহাজ ডুবির ভগ্নাবশেষের মত। বেতের বড় বড় ডালা, মোটর, মেশিন, দড়ি আর তারের বাণ্ডিল, বস্তা, পাইপ সব চালাঘরগুলোর পাশে ডাঁই করে করে রাখা রয়েছে পাহাড়ের মাথায়। এলোমেলো তালগোল পাকানো। মোটর আর মেশিনের আকৃতিটা বোঝা যায় ক্যানভাসের ঢাকা দেওয়া তাঁবু-গুলোর তলা থেকে। প্যাকিং বাক্স আর ভিজে থলেগুলো চালাঘর আর স্নানাগার ভরে ফেলেছে। তাদের মেঝের ওপর ছড়িয়ে আছে ভিজে সিমেন্ট।

লোকজন তখনও নদীর পাড়ে কাজ করছিল। বরফ জমা জলে ওরা বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে লোহার পাইপগুলোকে জল থেকে টেনে তোলবার চেষ্টা করছিল। বাতাস আর বৃষ্টির তোড়ে মাথা ঝুঁকে পড়েছে। ওরা হাত ডুবিয়ে নদীর তল পর্যন্ত পাইপগুলো ছুঁয়ে দেখছিল। টেনে তুলছিল আর ওদের কনকনে হিম পা দুটোকে গরম করছিল ওই সব পাইপ টেনে পাহাড়ের

ওপর ছুটোছুটি করতে করতে। আবার গড়িয়ে নামছিল কাদায় পিছল নদীর পাড়ে আর শত শত বার সেই নদীতে কোমর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

ওদের ভেতর ছিল গ্রানাতভ। সে রাতের প্রচণ্ড ক্লান্তি আর শ্রমে মুখটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। ওর পাতলা পাতলা হাত দুটো ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে। জরুলগুলো এখন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আগের থেকে।

তোনিয়া ওর পাশে দাঁড়িয়ে একরোখা হয়ে সামনে কাজ করে চলেছে। পুরুষদের যে কোন কাজকেও বুঝি ও হার মানিয়ে দেবে। মাঝে মাঝে ও ক্লান্তিতে এমন ভেঙে পড়ছিল যে ওর মনে হচ্ছিল কখন যেন ও মাটিতে পড়ে যাবে আর ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু ওর যতটা ইচ্ছাশক্তি ছিল সব মিলিয়ে ও যেন জোর করে কাজ করছিল। গ্রানাতভের দিকে ও তাকায় বিস্ময়ে শ্রদ্ধায়, আর মনে মনে উপলব্ধি করে যে এবার বুঝি বা ও তার বন্ধু আহ্বানের অধিকার অর্জন করেছে।

কোমসোমোলরা এসে ভীড় করেছে ক্যানটিন, অফিস, স্নানাগার, আস্তাবলের ওপরে চিল-কোঠা আর গোলাবাড়ীতে ; ওদের ভেতরে কেউ কেউ কোন কোন তাঁবুর ভেতর, যেগুলো ঝড়ে ভেঙে পড়ে নি, সেখানে ঘুমোবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভিজে কনকনে ঠাণ্ডায় ওরা পালিয়ে আসে।

কোলিয়া প্লাত আর অন্যান্য যন্ত্রকুশলী যন্ত্রপাতিগুলো পরখ করে দেখে আর সেগুলোকে মুছে শুকনো করে নেয়। ক্রুগলভ আর জনকয়েক মিস্ত্রি বিদ্যুতের সাজসরঞ্জামও ঐভাবে সাফ করে। ছুতোর আর মেয়ে সহকারিণীরা ক্যানটিনের মেঝের ওপর কাঁটা পেরেকের বাকসোগুলো উপুড় করে খালি করে ফেলে, আর যখন মেয়েরা প্রতিবাদ জানায় যে ভিজে পেরেক মোছার চেয়ে আরো দরকারী কাজ করবার আছে, ছুতোররা ওদের মুখের ওপর বলে দেয়, "মরচে ধরা পেরেক মরণেরও বাড়া। নাও ও কাজগুলো আগে সারো, তখন দেখবে!"

ওদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, মেয়েরা বেশ একটা গরম শুকনো জায়গায় বসে কাজ করতে আনন্দ পাচ্ছিল। ওরা ওদের জামাকাপড় সব শুকোতে দিয়েছিল, আর কোট আর কম্বল দিয়ে নিজেদের ঢেকে নিয়ে গভীর অধ্যবসায়ে কাজে লেগে পড়েছিল।

মরোজভ টলতে টলতে চলেছেন। যেন মাতাল হয়ে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে হাঁটছেন। বজরা থেকে নেমে আস্তে আস্তে নৌকোর পাটাতনে উঠতে লাগলেন। ওঁর কেবিনের ভেতর একজন স্ত্রীলোক জল ছেঁচে ফেলছিল। ফুটো চাল দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়েছে।

"যাক, শেষ পর্যন্ত আমরা জিতে গেলাম," উনি ধরা গলায় বিড় বিড় করে বললেন। উঁচু বেঞ্চিটার ওপর ধপ্ করে বসে পড়লেন। ওই মেয়েলোকটির কাজের অসুবিধে না হয়। দেওয়ালে ঠেসান দিতে না দিতে

ঘুমিয়ে পড়লেন। মেয়েলোকটি ওঁর বুট জোড়াটা টেনে খুলবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওগুলো এমন ভিজে যে আর খোলা গেল না। ও ওনার গায়ের ওপর একটা কম্বল ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দুপুরের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। বৃষ্টির ধূসর পর্দাখানা সরে গেল পূব দিকে। তারপর দেখা গেল স্বচ্ছ মেঘের দল নীল আকাশে ভাসছে। গ্রীষ্মের তপ্ত সূর্য আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল ভিজে গাছ, ভিজে বাড়ী, ভিজে মাটি, আর জলে ভেজা মানুষগুলোকে। কোথায় এখন সেই রাত্রির ক্লান্তি আর বিরক্তিকর সেই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা আর বিনিদ্র কনকনে রাত?

হাসি আর আনন্দ কোলাহলে ভাবীকালের শহরের নাগরিকরা ছুটে বাহিরে আসে। সব বেড়া খুঁটি আর গাছের ঝোপের গায়ে ঝুলছে শুকোতে দেবার জামাকাপড়। সিঁড়ির ওপর পৈঠার ধারে সাজানো সারে সারে বুট জুতো, চটি। খালি পিঠের ওপর ঝলমল করছে সোনালী রোদের আভা।

"চলো হে নদীতে গিয়ে সাঁতরানো যাক!" কে যেন বলে ওঠে।

রাত্রির সেই অগ্নিপরীক্ষা যেন ওরা ভুলে গেছে। সেই ছপ্ ছপ্ ছপ্—! ছেলেরা ঝাঁপ দেয় ঠাণ্ডা জলে। ওদের শরীর কাদায় মাখামাখি, সিমেন্ট আর ময়দার প্রলেপ ধুয়ে ওরা এবার চকচকে হয়ে নেয়ে উঠল। ছেলেদের সব ক্লান্তি ধুয়ে যায় ময়লার সংগে সংগে আর ওরা বেশ টাটকা তাজা দেহ-মনের দীপ্তি নিয়ে নদী থেকে ফেরে। ঝড়। বৃষ্টি। বিনিদ্র রাত। ফুঃ। তাতে কি হয়েছে ওদের খাবার ভাঁড়ারটা তো বেঁচেছে। মালমশলা যন্ত্রপাতি। তাঁবুগুলো আবার শীঘ্র খাটানো যাবে আর ওরা ওদের হারানো ঘুমটা দিয়ে পুষিয়ে নিতে পারবে। সত্যি আমুর একটা বিচিত্র নদী আর এই দূর প্রাচ্য এক কল্পনাময় দেশ আর এই ঝড়ও যেন এক দামাল দৈত্য। আর ঘোরতর সংকটে ওরা যে কত ভাল কাজ করতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছে, হতে পারে এখানে আসাটা ওদের এরকম একটা বিশাল ঝড়ের মুখোমুখি হয়েই বুঝি বা সার্থক হল।

একুশ

কাতিয়া স্তাভরোভা খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছিল। প্রভাতের টাটকা তাজা আলো এসে পড়ছিল তাঁবুর সমস্ত ছিদ্র দিয়ে। উজ্জ্বল সূর্য কিরণ সমস্ত বাতাসটাতে ভরপুর। ও যেন তাইগার গন্ধ পাচ্ছিল।

ও উঠে পড়ল, তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিল। আর তারপর সবার অলক্ষ্যে বাইরে বেরিয়ে এল। বুক ভরে দম নিল। কী বিশুদ্ধ বাতাস, এসময় তাইগা কী সুন্দর!

ঘন গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ সূর্যরশ্মি এসে বিদ্ধ করছিল, আমুর থেকে একটা ঝিরঝিরে হাওয়া এসে ঝাপিয়ে পড়ছিল বৃক্ষ শাখায়, জীবন্ত কতকগুলি প্রাণীর মত সূর্যালোকের ডাগর ডাগর ফোঁটা ঝিলমিল করছে। একটা ভেলভেটের মত প্রজাপতি এ পাতা থেকে ও পাতায় তিরতির করে উড়ছিল, ওর লম্বা জিবটা বাইরে ঠেলে বের করে আর ওর বিচিত্রিত পাখনা দুটোকে ভাঁজ করে উড়ছিল। একটা কালো গুবরে পোকা তার লম্বা শুঁড় দিয়ে কাতিয়ার দিকে গুঁড়ি মেরে আসছিল। একটা জুতোর কাছে এসে ওটা যেন গন্ধ নিয়ে পরখ করে, তারপর কেমন একটা চেরা আওয়াজ তুলে উড়ে পালায়। কাতিয়ার দৃষ্টি অনুসরণ করল ওটাকে। খাড়া হয়ে উড়লে ওর শুড় দুটো মাথার ওপর উঁচু হয়ে থাকে।

অরণ্যের দিক থেকে সরসর মর্মর শব্দ ভেসে আসে। কাতিয়া সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ওর হাত দুটো ছুঁড়ে দেয়। আর সুরভিত বাতাস টেনে নেয় বুক ভরে অনেকক্ষণ। কে বিশ্বাস করবে সেই স্তারোস্লোবোদস্কায়া স্ট্রীটে কোনোদিন ওর সেই অফুরন্ত এক শশার দোকান ছিল—আর ওর স্বামী ছিল?

বেশ রঙ্গ করে ও গত বছরের পাতার গালিচার ওপর পা ফেলে, কচি কচি ঘাস আর শুকনো গাছের ডাল। পায়ে পায়ে ও শিবির ছাড়িয়ে তাইগার ভিতর প্রবেশ করে। তাইগা ওকে যেন চারপাশ থেকে নিবিড় করে ঘিরে ধরে। আর ওর সজাগ কানে ধরা পড়ে এর রহস্যঘন মর্মর শব্দ। হাত বের করে ও শিশির ভেজা পাতাগুলি স্পর্শ করে। ও শেওলা ভরা উঁচু ঢিবিগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে কর্মচঞ্চল পিঁপড়েগুলোর চলার পথে ছোট ছোট গাছের ডাল দিয়ে বাধা সৃষ্টি করে ওদের বিরক্ত করে। কিছুক্ষণের জন্য ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝড়ে পড়া বিশাল গাছগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে। ওদের উন্মুক্ত শিকড় পেঁচিয়ে জট পাকিয়ে গেছে, একটা প্রশস্ত জাল বন্ধন তৈরি করে ফেলেছে। না, ঐসব শিকড় ত মাটির বেশী গভীরে যায় নি তো; তাই ক্রুগলভের দলের ছ'জন আটজন লোক মিলে দড়ি দিয়ে টেনে তাদের নামাতে পেরেছে। আর বাতাস? কী জোরে বাতাস বইলে তবে এই কাণ্ড ঘটতে পারে! সেই রাতে এই অরণ্যের কল্পনায় ও থর থর করে শিউরে ওঠে। বাতাসের প্রবল দাপট, হুড়মুড় করে দুমড়ে ভেঙে গাছ পড়ার শব্দ, পিস্তলের খটাখট শব্দের মত গাছের শেকড় বাকড়ের শব্দ।

মরা গাছের ঝোপের ডালের ওপর ও হাত বুলোয়। কী হতভাগ্য এই বন পদপগুলি। ওরাও বাঁচতে চেয়েছিল তবে সূর্যের যথেষ্ট সঞ্জীবন সাহায্য ওরা পেল না।

একধারে একটু দূরে ও ডাল পালার সরসর শব্দ শুনতে পায়; ও চোখ

বড় বড় করে তাকায়। আরণ্য ছায়ার অপলক চেয়ে থাকে। বোধহয় একটা চিত্রল হরিণ তার সুন্দর নাসারন্ধ্র নিয়ে সুন্দর বাঁকা শিং আর প্রাচ্য সৌন্দর্যের আধার সেই মনোহর চোখ দুটি নিয়ে এখনই গভীর বন ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে লীলাভঙ্গী করে দাঁড়াবে। না তা নয়। ও আবার পথ চলে। ওর মনে বিরক্তির লেশমাত্র নেই। হয়ত এখনই আবার দেখতে পাবে হরিণ কি ভালুক আর বাঘও হতে পারে। তাইগা এখন তার। এবার এ অরণ্য তার সমস্ত গোপন সৌন্দর্যের গুণ্ঠন মোচন করবে ওর সামনে।

"হ্যাল-লু-উ..." ও আপন মনে বলে ওঠে। শুনতে চায় তার প্রতিধ্বনি। ওর কাছে প্রতিধ্বনি আসে ফিরে। একটা রূপান্তরিত স্বর।

গাছ থেকে একটা ছোট ডাল পড়ে। কোথাও একটা অজানা পাখী শব্দ করে জোরে ডেকে ওঠে।

ও আরো কতকগুলো কচি ডালপালা ছিঁড়ে নেয়। তাদের শিশিরভেজা পাতার গন্ধ আর বাকলে কেমন একটা মাদকতার সৌরভ। ঠিক এমনি একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে বসন্তে। এমনি কোনো ঝলমলে সকালবেলা। কোথায় কোন অজানা বনপথে। পাতার আড়ালে ও মুখ ডোবায়, সাগ্রহে তাদের সুগন্ধ নেয় বুক ভরে, আর হঠাৎ গান গাইতে শুরু করে খুব নরম করে, একা আপন মনে।

কিন্তু ওর চারপাশে অরণ্য এমন বিষণ্ণ, এমন সশব্দ আর উৎকর্ণ যে ও জোরে গাইতে থাকে, এবার আর আপন মনে নয়, যেন বনভূমিকে শোনাতে চায়, অন্ধকার ঘন বন ঝোপের কানে কানে, পাতার ওপর উজ্জ্বল সূর্যালোক চিত্রমালাকে, কচি কচি উইলোর ডালগুলিকে, শৈবালাচ্ছন্ন ঢিপিগুলির কাছে, পাখী, হরিণ, যারা ধারে কাছে কোথাও চরে বেড়াচ্ছে, হয়ত কয়েক পা দূরে, কিন্তু এমন ভাবে সূর্যালোক খচিত পাতার রং-এ মিশে গিয়ে ওরা গা-ঢাকা দিয়েছে যে চেনা যায় না। ওর যা মনে এল, মাথায় যা এল, তাই গাইতে লাগল, যে কোনো একটা পুরানো সুর, যা তার যৌবনোচিত নবীন শব্দগুলির সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঠিক মানিয়ে যাচ্ছিল।

আর হঠাৎ ও একেবারে কাঠ হয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়ল। ও নির্ঘাৎ ভারী পায়ের মচ্ মচ্ শব্দ শুনতে পেয়েছে। ওর দিকেই এগিয়ে আসছে।

হরিণ? ভালুক? বাঘ?

ও ভয় পায় না; ও হো একটুও না; ও তো জানেই ঝোপের মধ্যে যদি সেই ডোরা ডোরা ঝলক আর সবুজ মার্জারাক্ষির চক্‌চকে আলোটা দেখতে পায়। ও তখন নিশ্চয়ই একেবারে নট্ নড়ন চড়ন হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে আর দারুণ

উজালা[১] যে শব্দ জানত তাই উচ্চারণ করে যাবে, "তাইগাতে অনেক জায়গা আছে। আমি তোমার গায়ে হাত দেবো না তুমিও আমায় ছুঁয়ো না। চলে যাও, চলে যাও, চলে যাও।" ও বন্ধুর মত এই কথাগুলি খুশি মনে বলে যাবে। আর জানোয়ারটা চলে যাবে আর সে হয়ত একটু ভয় পাবে, অথবা হয়ত খুব ভয় পাবে, কিন্তু জানোয়ারটা ওকে স্পর্শই করবে না।

কাতিয়া একটা বার্চ গাছকে জড়িয়ে ধরে ও অপেক্ষা করতে থাকে। গুঁড়িটা গরম হয়েছিল আর কেমন আঠা আঠা আর ব্যাঙের ছাতা ও বার্চের রসের গন্ধ বেরুচ্ছিল। কী অপূর্ব এই জীবন! অবশ্যই এমনভাবে, এমন হঠাৎ অকারণে এ জীবন শেষ হয়ে যাবে না! "তাইগাতে অনেক জায়গা আছে। আমি তোমার গায়ে হাত দেবো না তুমিও আমায় ছুঁয়ো না। চলে যাও, চলে যাও, চলে যাও।" আর তখনই ওটা চলে যাবে। কিন্তু শুকনো ডাল পালা ভাঙার মড় মড় শব্দ, ভিজে শ্যাওলার প্যাচ প্যাচ শব্দ, গাছের পাতার সরসর আরো জোরে হতে লাগল যতই এগিয়ে আসছিল সেই পদধ্বনি। ওর বুক কাঁপছিল এত জোরে যে ওর কপালে তার অনুভূতি ও টের পায়। "তাইগাতে অনেক জায়গা আছে···।"

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া একটা গাছের পিছন থেকে প্রথমে সে একটু-খানি দেখতে পায়। একটা লম্বা টুপি, তারপর পাইপের ধোঁয়া, শেষ কালে মানুষটার পুরো চেহারা ছেঁড়া খোঁড়া জামাকাপড় পরা একটা বুড়ো লোক। কাদা মাখা ভিজে বুট, দন্তহীন মুখের এক প্রান্ত থেকে একটা পাইপ ঝুলছে।

"সুপ্রভাত দাদুভাই," ও বলল।

"কি হে, ছোট নাতনি," ও উত্তর দিল আর ওর দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল, ওর মাথা পা পর্যন্ত দেখতে দেখতে। কাতিয়াও ওকে ভাল করে লক্ষ্য করে। ওদের গ্রামে এরকম লোক থাকে না তো।

"তুমি কোত্থেকে আসছ দাদুভাই?" ও জিজ্ঞাসা করল।

ও ভুরু তুলে তাকায় আর ওর মুখটা ভাল করে দেখে। ওর চোখে বেশ একটা খুশি খুশি মজার ভাব ঝিলিক দেয় কিন্তু ও হাসে না।

"তাইগা তো বেশ বড়, তাইগাতে জায়গাও প্রচুর," ও শান্তভাবে জবাব দেয়। "স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবার জন্য জানোয়ারদের অনেক জায়গা। আর মানুষ, পাখী সবাই এখানে মুক্ত। তাইগার সবাইকে সমান চোখে দেখে। কিন্তু কোনো লোক যদি বলে, "তাইগা আমার" তাহলে তাইগা তাকে সাজা দেবে। ওঃ তাকে খুব নিষ্ঠুর ভাবেই সাজা দেবে!"

১। দারজুউজালা—ভি. আরসেনিয়েভের ঐ একই নামের বইয়ের একটি চরিত্র। একজন নানাই শিকারী ও পথ দেখানিয়া মানুষ।

"তুমি বলতে চাও তুমি তাইগাতে থাকো?" কাতিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

এই বৃদ্ধ মানুষটি নিজে আর তার বিচিত্র কথাবার্তা, তার তামাকের দাগ লাগা পাইপ, আর তার কাদামাখা বুট সব কিছু ওর মনকে ভয়ে বিস্ময়ে ভরে তুলল। এতে আর কোনো সন্দেহ নেই ওই সেই, তাইগার সেই রহস্যময় বাসিন্দা এক রুশী দারজু উজালা।

"আর তুমি আসছ কোথা থেকে?" গাছের গুঁড়ির গায়ে পাইপটা ঠুকতে ঠুকতে দাদু জিজ্ঞাসা করে। সেই বার্চ গাছ, যার আড়ালে এতক্ষণ কাতিয়া বাঘের ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করছিল।

ও স্বেচ্ছায় তাকে নিজের বিষয় সব কিছু বলে আর এই সব ঘরবাড়ী শহর তৈরীর কথা। কমসোমোলদের পরিকল্পনা।

"আমি শুনেছি," ও সংক্ষেপে বলে, আর একবার ও ওর মুখটা ভাল করে লক্ষ্য করে। "এখানে কি তোমার স্বামীর সংগে আছ?"

ও তাড়াতাড়ি ওঁকে বুঝিয়ে বলে না না সে একেবারে স্বাধীন।

বৃদ্ধ লোকটির মুখ একেবারে চাপা, ভাল করে দেখা যায় না উনি পাইপ টানছেন। ঠিক এমনিই আশা করেছিল ও, তাইগার বাসিন্দাটি বেশ ভারিক্কি চালের, নীরব আর চাপা স্বভাবের।

"কোথায়···কোথায় যাচ্ছ?"

বৃদ্ধ লোকটি দেশলাইটা সরিয়ে নেয়, এবার চলতে শুরু করে, গাঁয়ের দিকে চলে মাথা নেড়ে, আর যেন একটু তিরস্কারের ভংগীতে বলে, "তা তুমি একা জংগলে কি করছ? তোমার ভয় ডর নেই নাকি?"

"ভয় পাবার কি আছে? আমি কিছুতেই ভয় পাই না।" ও বেশ একটু গর্ব করে বলে। ও মিছে কথা বলছে না; আসলে ও বাঘের কথাটা ভুলেই গেছে।

"তোমার তো ভয় পাবার কথা। বন্য জন্তু জানোয়ার, তাইগা আর বুনো লোকদের ভয়—বিশেষ করে মানুষের ভয়। এখানে আর ক'টা দিন থাকো, তখন বুঝবে মানুষের মত এমন মন্দ জিনিস আর নেই। মানুষই মানুষের দুশমন। তার স্বজাতিকে মদৎ দেবার জন্যে মানুষ নতুন জিনিস আবিষ্কার করে না, নতুন কিছু বানায় না, বা করে না, আসলে তাদের ক্ষতি করার জন্যে তাদের ধ্বংস করার জন্যে, হত্যা করাই তার উদ্দেশ্যে।"

কাতিয়া শোনে, সাহস পায় না তাঁর কথার প্রতিবাদ জানাতে। হয়ত তাইগার আদিকালের বিধি বিধান আউড়াতে থাকবেন উনি। সেই মারাত্মক নিষিদ্ধ আইন, যা সে আর তার বন্ধুরা বদলাতে এসেছে, আর এ আইন পালটে তার জায়গায় গড়ে তুলতে ভাল কার্যকরী কিছু নিয়মকানুন।

"আপনি কি তাইগায় থাকেন?" আবার ও সভয় কণ্ঠে শুধায় তাঁকে, অন্ধকার জংগলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে।

উনি মাথা নাড়লেন, বুটটা একটু টেনে ঠিক করে নিলেন ওঁর থলেটা ঠিক করে নেবার জন্যে পিঠটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে সদয় কণ্ঠে বলতে থাকেন, "তুমি বড় ভাল মেয়ে। ছেলেমানুষের চেয়ে একটু বেশি। তুমি এখানে এসেছো এ অতি মন্দ কথা।"

কী এক অজানা কারণে কাতিয়া কাঁপতে আরম্ভ করে। বৃদ্ধ লোকটি গাঁয়ের দিকে রওনা হয়। ওকে আমন্ত্রণ জানায় না। আর ও কেমন একটু কুঁকড়ে গিয়ে ওঁর পিছন পিছন হাঁটে। উনি আস্তে আস্তে হাঁটছিলেন, মাটি থেকে পা দুটো প্রায় তুলছিলেনই না।

"আপনি পরিশ্রান্ত দাদুভাই। আমাদের ওখানে একটু জিরিয়ে নেবেন না?"

ওদের সাদা তাঁবুগুলো চোখে পড়তে ও বলে ওঠে উনি থামলেন আর বললেন, "তোমার নাম কি?"

"কাতিয়া, কাতিয়া স্তাভরোভা।"

"দৌড়ে পালাও, কাতিয়া। আমি বরং একদিন তোমার সংগে এসে দেখা করব। সেদিন সন্ধ্যায় যখন সূর্য অস্ত যাবে। আমি তোমায় বলব এখানে লোকেরা কিভাবে থাকে। তোমাকে অনেক কিছু বলব। কেমন করে ভালুকরা থাকে। পাখীরা থাকে। আর কেমন করে মানুষ তার স্বজাতিকে হত্যা করে। বিদায়।"

কাতিয়া দেখল ও চলে যাচ্ছে। কাতিয়াও ফিরে চলল তাঁবুর দিকে। ছুটে তাঁবুর ভেতর ঢুকে রুদ্ধশ্বাসে বলে গেল, "ওঃ ভাইরে! কি বলব! আমি সবচেয়ে আজব এক বৃদ্ধ লোকের দেখা পেয়েছি! তাইগা থেকে এরকম একটা মানুষ—সত্যি বলছি—লোকটা তাইগায় থাকে।"

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বৃদ্ধ লোকটি ওদের তাঁবুতে ক্যাম্প-ফায়ারে বসে ওদের নানা রকমের গল্প বলল। উনি বললেন ওদের একদল সৈন্য একবার এখানে এসে রাত কাটিয়েছিল। সেদিন তাঁবুতে আলো জ্বালে নি এত ক্লান্ত ছিল ওরা আর রাতে এক বাঘ এসে ওদের একটা ঘোড়াকে মেরে ফেলল আর ওদের একজন লোককে টেনে নিয়ে গেল। তাইগায়, পাহাড়ী নদীর উৎসে, গোল্ডস বলে একদল লোক থাকে। ওরা বলে *লছা অরকি নাই* মানে "রুশরা খুব খারাপ" ওদের স্ত্রীলোকদের রুশদের দিকে চেয়ে দেখতে অনুমতি দেওয়া হয় না। যদি কোন রুশ ওদের কাছে আসে ওকে ওরা জল মাছ না দিয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণায় মেরে ফেলবে। শীতে এ অঞ্চলটায় মারাত্মক বরফ পড়ে। তুষারপাতে চিমনির চেয়ে উঁচু বরফে ঢেকে যায় ঘরবাড়ী। ও নিজে দেখেছে পাখীগুলো উড়তে উড়তে বরফ জমা হয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে।

"তোমরা সত্যিকারের বীর, তোমরা কোমসোমোলরা, তাই সাহস করে তোমরা এখানে এসেছ", ও বলে ওর সেই সেকেলে পাইপটাতে টান দিয়ে।

কাতিয়া টের পায় গর্বে তার বুক ফুলে উঠছে। সেই তো আসল বীর। সেই তো লোকটিকে আগে দেখেছে আর ওদের ক্যাম্প ফায়ারে নিয়ে এসেছে।

সে মন স্থির করেছিল, না বদ্ধপরিকর হয়েছিল,—এই দূর প্রাচ্যে আসবে। তুষার ঝড় উঠুক। তুফান উঠুক। সে আর ফিরবে না। কোনো ঝড়ই তাকে সমাধিস্থ করতে পারবে না।

বাইশ

জুনের মাঝামাঝি খুব বড় রকমের একটা পরিবর্তন দেখা দিল আবহাওয়ার। বসন্তের গোড়ার দিকে যেমন সেরকম কনকনে ঠাণ্ডা। পাহাড়ী অঞ্চল থেকে হাড় বিঁধোনো হাওয়া বইতে লাগল অবিরাম। প্রায়ই এই বাতাস নিয়ে এল তার সংগে বেশ ঠাণ্ডা এক ঝলক বৃষ্টি।

কাজ বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কাজ থেকে তরুণরা ফিরে আসে ময়লা ভিজে জামাকাপড়ে পরিশ্রান্ত হয়ে। কাপড় ছেড়ে অন্য কাপড় পরবার কিছু নেই। আগুন জেলে নিজেরাই হাত পা গরম করে। ওরাই মুচি হয়ে গিয়ে অবিশ্রান্তভাবে ছেঁড়া জুতোগুলোকে বসে বসে সেলাই করে, তালি মারে। রাতে কোমসোমোলরা স্যাঁতসেঁতে বিছানায় গুঁড়ি মেরে ঢোকে আর সকাল-বেলায় দেখে ওদের বুটের ওপর পুরু বরফের চাঁই। ওদের ভেতর অনেকেই কাশতে শুরু করে। পাশা মাৎভেয়েভ আবিষ্কার করে তার পায়ে অদ্ভুত ধরনের লাল লাল দাগ।

শুধু ভুট্টা খেয়েই ওরা দিন কাটায়। কি একটা কারণে যেসব নৌকো ওদের খাবার আনছিল সেগুলো আটকা পড়ে। মেশিন, চাকা-রেলের পাত সব এসে পৌঁছায় কিন্তু মাংস শব্জি এসবের দেখা নেই। প্রথমে তরুণরা ভুট্টাই বেশ খাচ্ছিল, তারপর বলতে লাগল, "কি? কি আবার ভুট্টা?" আর তারপর ওরা বললে, "চুলোয় যাক তোমার ভুট্টা—আমরা কি, মুরগি না আর কিছু?"

ওয়েনার তারের পর তার পাঠায়, কোমসোমোলদের উৎসাহ দিয়ে বলে, "আরে রোসো না, ধৈর্য ধরো, খাবার এলো বলে। যে কোনো দিনই এখানে এসে পড়বে।"

মরোজভ নৈশভোজের সময়টা দলের ভেতর ঘোরাফেরা করেন। উনি কোনো প্রতিশ্রুতি দেন না আর মন ভেজানো কথাও বলেন না, তবে যখন কেউ বিশেষ ভাবে গজগজ করে উনি বলেন, "এই বয়সে তোমরা যদি এরকম বায়না করো, গজ্ গজ্ করো তাহলে বুড়ো বয়সে কি করবে হে?" অথবা কখনো বলেন, "বেশ তো, তোমরা তো এ্যাডভেঞ্চার আর কঠোর কাজ চাইছিলে, কিন্তু এখন তো দেখছি এর চেয়ে বাড়ী বসে থাকলেই বোধ হয় তোমরা ভাল করতে।"

"না না তেমন কিছু না!" বেঁকে বসা লোকটি বলে তেড়ে ফুঁড়ে। "নালিশ কে জানাচ্ছে?" মরোজোভ এসে হয়ত ভুট্টার ব্যাপারে কিছু করতে পারেন না কিন্তু তিনি আসাতে এই ছেলেমানুষদের মনে জোর অনেকটা বেড়ে যায়।

সন্ধ্যায় ওদের কোথাও যাবার নেই। এমন কি মাথার ওপর একটা ছাদও নেই, বলতে গেলে ক্লাববাড়ী নেই। আন্দ্রেই সব কোমসোমোলদের নাম খাতায় টুকে নিয়েছে তবে কমিটির নির্বাচন করতে পারে নি কেন না এমন জায়গা নেই যেখানে ওরা সবাই জমায়েত হতে পারে। ভাল আবহাওয়ার জন্যে ওদের অপেক্ষা করতে হবে।

ছোট ছোট মজলিশ তৈরি-হয়ে যায় ক্যাম্প ফায়ারের চারপাশে। ভিজে কাঠগুলো হিস্ হিস্ করে ওঠে। ধোঁয়া আর আগুনের শিখা চারদিকে ধেয়ে চলে। ভয় হয় কাঁচ কচি মুখগুলো বুঝি কখন ঝলসে যাবে তবু কোমসোমোলরা গান গায়। কাশির মধ্যেই ক্লাভা গাঁয়ের বউ-ঝিয়েদের মত গল্প বানায়, সেমা আলতশ্চুলার বক্তৃতা করে আর গ্রীশা ইশাকভ কবিতা আবৃত্তি করে। কখনও কখনও মরোজভ আসতেন আগুনের ধারে আর বেশ সহজ করে সরাসরি বলতেন, "ওখানে সরে বসো। যদি এর চেয়ে ভাল কিছু মজার না থাকে তবে শোনো আমি কি বলি।"

এই বলে উনি শুরু করতেন প্রতিবেশী দেশের গল্প—চীন আর জাপান, আর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। অথবা উনি গৃহযুদ্ধের ঘটনাবলী আউড়ে যেতেন। কখনও কখনও উনি চাইতেন ভাবীকালের ছবি আঁকতে। সাম্যবাদের আমলে জীবনের রূপ কি হবে—বিজ্ঞান কী আশ্চর্য সাফল্য বহন করে আনবে জীবনে। উনি খুব অপূর্ব বক্তা নন তবে উনি ওঁর দৃঢ়তায় শ্রোতাদের মন জয় করে নিতেন, ওঁর কথাগুলির মধ্যে বাজত সেই প্রত্যয়ের সুর, জীবনের মজার দিকটা দেখবার ক্ষমতা ওঁর ছিল। আর ওঁর রুক্ষ বহিরাবরণের তলায় ছিল বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার।

তাইগা থেকে বৃদ্ধ লোকটি (ওর নাম হল সেমিওন পোকিরিচ) এসে বসতেন আগুনের ধারে বেশ জমিয়ে, ভুস ভুস করে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তেন, আর এই ভয়ানক জঙ্গলের আতঙ্কের সব গল্প বলতেন, বলতেন সেই সব লোকের কথা যারা জিন্‌সেং নামে বিরল সঞ্জীবনী গাছের খোঁজে বন জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলেছে। আরও সব নানা ধরনের মানুষ যারা মানুষ মারে, ডাকাতি করে। সেই নিষ্ঠুর প্রথা আর এ অঞ্চলের অবর্ণনীয় তুষারের কথা। মাঝে মাঝে গাঁয়ে এসে উৎপাত করে সেই সব নেকড়ের পালের গল্প।

তারাস ইলিচ মাঝে মাঝে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিত। কিন্তু সাধারণত উনি চুপচাপ বসে থাকতেন। ওঁর নিজের চিন্তায় মশগুল। ওরা ওনাকে ওদের একজন বলেই ধরে নিয়েছিল। সম্প্রতি উনি সেমা আলতশ্চুলারের

আন্তর্জাতিক কর্মী বাহিনীর সদস্য হয়েছেন। ওরা চেয়েছিল ওঁকে কিছু একটা বোনাস দিতে, আর ওরা যখন ঠিক করছে, কত দেওয়া যায়, উনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একদিন দুদিন এক হপ্তা কেটে গেল। উনি চলে গিয়েছিলেন তাইগাতে। একটা বন্দুক আর একটা থলে নিয়ে। "গজর গজর করতে চলে গেছে," মুখ কালো করে সেমিওন পোকিরিচ ঘোষণা করে। ও ওই আসামীটাকে যেদিন থেকে দেখেছে সেদিন থেকেই যেন ওর ওপর চটে আছে। দুচোখে দেখতে পারে না। কোমসোমোলরা এরি মধ্যে জানতে পেরেছিল যে "অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাওয়া" মানেই তাইগার ভেতর শিকারীদের ডাকাতি করা আর খুন করা। ওরা বৃদ্ধের বিচার মেনে নেয়, কিন্তু হতাশ হয় না, বিশেষ করে সেমা আলতশ্চুলার আর গ্রীশা ইশাকভ, বিশেষ করে তারাস ইলিচকে যারা নিজেদের "আবিষ্কার" মনে করছিল।

কোলিয়া প্লাত লিডাকে একটা লম্বা চিঠি লিখল। ও কোন নালিশ করল না তবে বলল· "আমি খুশি হয়েছি যে তুমি আমার সংগে আসো নি। একজন মেয়ে কখনও এইভাবে এখানে এসে এ দুঃসহ জীবন সহ্য করতে পারবে না। আমরা জলা জায়গায় রেল রাস্তার মজুরের মত খাটছি। সত্যিই আমার খুব আনন্দ হচ্ছে তোমাকে আমি এর ভেতর টেনে আনি নি।

পার্টি কমিটি এখানকার পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনে ওয়েনার যা জানিয়েছিলেন তা শুনলেন। ওয়েনার ক্লান্ত দুর্ভাবনাগ্রস্ত। দুশ্চিন্তাটা তিনি নিজের মনে মনেই রেখেছিলেন। কিন্তু কমিটির সদস্যদের উনি মারাত্মকভাবে আক্রমণ করলেন। তিনি বললেন যে মুহূর্তে তিনি নির্মাণ সমস্যার ব্যাপারে মনোযোগ দিয়েছেন এবং কোমসোমোলদের ছেড়ে দিয়েছেন নিজের নিজের ক্ষমতার উপর, সেদিন থেকে বেধেছে নানান গোল। কাজ হচ্ছে ঢিমে তালে· উৎসাহ গেছে নিবে। কি রকম কোমসোমোল ওরা যদি একটুখানি জনার বেশি খাওয়া না হলে ওদের উৎসাহ নেতিয়ে পড়ে। পার্টি কমিটি ওদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়াবার জন্য কি করছিলেন কেন ওরা উচ্ছৃংখল হয়ে উঠল?

মরোজভ ওঁকে অসহিষ্ণু হয়ে বাধা দেন, "তোমরা সেটা আমাদের বললে আরো ভাল হত?"

ক্রুগলভ মুখ বুজে বসেছিল। যদিও ওর ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের বলে যে কোমসোমোলদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ রয়েছে, তবে তাদের প্রয়োজনের দিকটা খুব অল্প নজর দেওয়া হয়েছে। ও তার কমরেডদের জানে। গত কয়েক দিন যদি কাজ ঢিমে তালে হয় তবে তাদের দোষ দেওয়া চলে না। ওদের ভেতর অর্ধেকের বুট নেই আর ঠাণ্ডায় রাতে ওরা ঘুমোতে পারে না। ওয়েনারের কথাগুলো ঠাট্টার মত শোনাচ্ছিল। তবু ক্রুগলভ ওয়েনারের

তারিফ না করে পারে না। ওঁর ইচ্ছাশক্তির জোর আছে। আর চিন্তাও স্বচ্ছ। ওনার বিরক্তি ও উৎকণ্ঠার পিছনে ও কেমন একটা উদ্বেগ ও ক্লান্তির আভাষ পায়।

ওয়েনার বললেন, "আমরা করাতকলগুলো চলতে শুরু করলেই বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু করে দেবো। শরৎকাল পর্যন্ত এখনও ঢের সময়। আমি জানি আমি কি করছি। তোমরা সমস্যাটাকে এড়িয়ে যাচ্ছ। তরুণদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার কাজটা তোমাদের।"

মরোজভ চড়া গলায় বলেন, "আমাদের কাজ হল যা কিছু হচ্ছে তার দিকে নজর রাখা, যদি তুমি ভুলভাবে কোন কিছু চালনা কর তবে তার সমালোচনা করা। তার এটা দাবী করা যে ঠিকমত কাজ করো। আর তাই তোমার অনুমতি নিয়ে, আমি নিশ্চয়ই চাইব আমার প্রশ্নের জবাব তুমি দেবে।"

গ্রানাতভ বললেন, "আমরা ব্যাপারটা আরো বড় করে দেখতে চাই। অবশ্যই এই জনার আর ভিজে আবহাওয়াটা সব মাটি করেছে। রোগ ভোগও আছে, এমনকি হয়ত মৃত্যু। এ অবস্থার মুখোমুখি হওয়া বেশ কঠিন। কিন্তু আমাদের লোকজনরা সবাই তরুণ, আর আমি তোমায় বেশ গুরুত্ব দিয়ে জিজ্ঞাসা করি........." উনি বেশ মোলায়েম করে বলছিলেন, আর ওঁর গম্ভীর মুখের ওপর একটা কালোছায়া সরে গেল। "আমি তোমায় গুরুত্বসহকারে জিজ্ঞাসা করি, আত্মত্যাগ ছাড়া কি আমরা নবজীবন গড়তে পারি? আমরা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্যরকম অল্প সময়ের ভেতর এই শহর গড়ব। আর আমরা নিশ্চয়ই নিজেরা গর্ব করে বলব. "হ্যাঁ ক্ষয়ক্ষতি হবে। এ শহরে জীবন বলি হবে। আমি নিজেই আমার জীবন উৎসর্গ করছি ওয়েনার তাঁর মাথা নিচু করলেন। ক্রুগলভ তাঁর মুখের ওপর যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠতে দেখলেন। উনি জানতেন না কে ঠিক। গ্রানাতভের কথাগুলো তাঁর মনে বেশ একটা দাগ রেখে গেছে। "আমি কথা বলি নি কী যে ভাল করেছি। তাহলে নিজেই বোকা বনে যেতাম।" ও ভাবছিল, "নিশ্চয়ই আমরা আমদের জীবন দিতে প্রস্তুত থাকব যদি দেশ সেই জীবন চায়। আর আমি?—আমি কি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত?" ও জানত ও তৈরী, তবে দিনার কথা ভেবে ওর মন বিষণ্ণ হল। জীবনের কতটুকুই বা ও দেখেছে! কতটুকু জানে ভালবাসার। ও ভাবল পাশা মাতভেয়েভের পায়ে সেই জরুলের দাগ, যেভাবে ক্লাভা কাশছিল ওর বন্ধুদের মাতিয়ে রাখবার জন্যে গ্রাম্য উপকথা বলে, আর আঠারো বছরের সেই নিভাবনাময় পেতিয়া গলুবেনকো।

গ্রানাতভ বউে চলল, "পার্টি কমিটি অবশ্য উপলব্ধি করবে যে আমাদের যে কাজ দেওয়া হয়েছে তা হল জাহাজ তৈরী করা। যে কোন

প্রকারে হোক জাহাজ চাই। আমরা যতটা সম্ভব কম সময়ের মধ্যে সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকব বন্দর আর জাহাজঘাটা তৈরির জন্য।"

মরোজভ রুক্ষভাবে বলে ওঠেন, "জীবন! জীবন! মূর্খ! জীবন নিতে কে চায়! আমরা ওইসব ক্ষতিকর তত্ত্বকথা আবিষ্কারের বদলে আমরা চাই মালপত্র, আমরা গড়তে চাই হাসপাতাল, ডাক্তার চাই, দেখতে চাই সবার বুট আছে। আমরা এরকম একটা মনোভাব গ্রহণ করলে পার্টি নিশ্চয়ই আমাদের ধন্যবাদ দেবে না। আর আমরা এমনভাবে প্রশ্নটিকে তুলবার ভান করব কেন। জাহাজ না মানুষ? আমি এটাকে বলি সন্ত্রাস, কোনো নীতি নয়। এখানে বাড়ী তৈরী করব তা আমাদের বাধা দিচ্ছে কে? যথেষ্ট কাঠ রয়েছে এখানে। আর দেশে জনার ছাড়া আর কিছু কি নেই যে ছেলেমানুষদের খাওয়ানো যায়? ডাক্তার নেই? এইসব সমস্যা আমাদের সমাধান করতে হবে, আর তোমরা বাক্যব্যয় করছ 'জীবন' নিয়ে!"

উনি বেশ রেগে গিয়েছিলেন। বেশ চড়া মেজাজ। আবার গ্রানাতভের মুখের ওপর সেই ছায়া খেলে যায়।

"কমরেড মরোজভ ভালভাবেই জানেন যে ওয়েনার আর আমি আমাদের ক্ষমতায় যতটুকু আছে সব দিয়ে মালমশলা আনবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি।" উনি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, মরোজভের দিকে না চেয়ে। "আমরা বলতে গেলে টেলিগ্রাম করে করে খাবারোভ্‌স্ক তোলপাড় করে দিয়েছি। আমরা প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছি। আমি নিজে সেখানে যাব দিন কয়েকের ভেতর। তবে আমাদের বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হতেই হবে। আমরা দেশকে জাহাজ দেবো—জাহাজ আরো জাহাজ। আমাদের কাছে তাই দাবী করা হচ্ছে—; আমাদের পরিকল্পনার সাফল্য এই জাহাজগুলি দিয়েই পরিমাপ করা হবে।"

ক্রুগলভ বেশ মনোযোগ দিয়ে একটার বিরুদ্ধে আর একটা মন্তব্য করে দেখছিল। মরোজভ নিজে যদি তাদের কঠোর শ্রমের ব্যাপারে সাবধান করে না দিতেন? যদি তিনি তাদের না বলতেন যে একাজ বড় কঠিন? আর তার মানে কি এই বোঝায় নি যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, এমন কি হয়ত জীবন? না "মানুষের জীবনের দাম সোনার চেয়ে বেশি।"

"না" উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, তাঁর দ্বিধা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, "গ্রানাতভ ভুল করছে।"

"সে কি?" ওয়েনার ভুরু কুঁচকে জবাব দিলেন। "তিনি ভুল করছেন কেন?"

মরোজভের চোখ দুটো এবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"আমি ভাবছি আমার বন্ধুদের কথা," ক্রুগলভ বলল, "এই কোমসোমোলরা ওরা হল আমাদের গচ্ছিত সোনা। মানুষের জীবনের দাম সোনার চেয়ে

বেশি। তাই না? মানুষই যদি গেল তাহলে জাহাজ নিয়ে কি হবে? আর সবার উপরে যদি আমরা তাদের কল্যাণের কথাটা না ভাবি তাহলে কোনো দিক থেকেই আমরা সাফল্য লাভ করতে পারব না। আমি আমার কথা ভাবছি না," গ্রানাতভ ওর দিকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিলেন, ও যেন তাতে খানিকটা বিব্রত বোধ করে তাড়াতাড়ি বলতে থাকে, "আমি যে কোন কষ্ট ঘাড়ে নিতে প্রস্তুত, তবে ছেলেরা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ওরা কাশছে। তাই কাজও কম হচ্ছে। কেন আমরা কি কিছুতেই কোনো রকমের একটা অস্থায়ী আস্তানা গড়ে তুলতে পারি না--কোনো ব্যারাক গোছের কিছু? এমন কি পরিখা গোছের কিছু? আর ওদিকে কেন্দ্রীয় অফিসে কি সব চলছে? কেন ওরা আমাদের আলু মাংস পেঁয়াজ এসব সরবরাহ করতে পারে না?"

ও প্রবল আগ্রহের বেগে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। ওর পিঠের ওপর ও ওর বন্ধুদের উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলে। সেই সব তরুণ যারা তাদের আদর্শের জন্যে বাঁচতে ও সংগ্রাম করতে উৎসুক, যারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

"জনার সকালে দুপুরে রাতে—বনে জঙ্গলে যারা উদয়াস্ত খাটছে তাদের কি উপযুক্ত খাদ্য হল ওটা? জুতোর তলা খুইয়ে ছেলে মেয়েরা চরকির মত হাঁটছে। ওদের মধ্যে অর্ধেক ঘুমোচ্ছে খালি তকতার ওপর, পিঠের নিচে একটা সতরঞ্চি পর্যন্ত নেই।"

মরোজভ ইশারা করে ওকে থামালেন।

"আমি মনে করি, বন্ধুগণ, সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। তোমরা ক্রুগলভের মতামত শুনলে, আর সে হল আমাদের কোমসোমোলদের ভেতর একজন অগ্রণী যদি অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ থেকে আরো খারাপ হয়, ঐ সব তরুণ ওদের জীবন দেবার জন্য তৈরি থাকবে। কিন্তু আমরা তা চাইব না। কমরেড ওয়েনার, বলুন আমরা শুনি, অবস্থার উন্নতির জন্যে আপনি কি কি উপায় অবলম্বনে ইচ্ছুক"।

ক্রুগলভ তার মুখের ওপর হাত রাখল। সে নিজেই মনে মনে লজ্জা পেল। সে বরাবর কি রকম চেঁচামেচি করে এসেছে?—সে নিজে তার বন্ধুদের বোঝাবার চেষ্টা করেছে, যে জনার খুব ভাল খাবার আর খালি তকতার ওপর ঘুমোনো তোমার শরীরটাকে মজবুত করার পক্ষে একটা চমৎকার উপায়।

"আমি দেখতে পাচ্ছি এ তর্কের কোনো কারণ নেই," ওয়েনার তীক্ষ্ণ স্বরে বলতে থাকেন, "মরোজভের কোনো অধিকার নেই, যে, আমাদের ওপর ন্যস্ত যে মানব কল্যাণের দায়িত্ব তাতে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই, একথাটা ওদের মাথায় ঢোকানোর আমরা যে অবস্থার মধ্যে কাজ করছি তা থেকে আমাদের দৃষ্টি কখনো সরাতে পারি না এই তাইগা, রেলপথ আর শহর

থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করবার মত একটা দূরত্ব। ক্রুগলভ হয়ত একথাটা ভুলে গেছে।"

"ওহে থামো তো," মরোজভ অসহিষ্ণুভাবে বলে ওঠেন। "ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এরকম, জাহাজ আমাদের তৈরি করতে হবেই, আর আমাদের লোকজনদের দিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে। এ ব্যাপারে কোনোরকম 'কিন্তু কেন' এসব চলবে না। এখন আমরা এ নিয়ে আলোচনা করতে পারি।"

এটা স্থির হল গ্রানাতভ গিয়ে দেখবেন যে শীতের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠানো হয়েছে; একটি সভা ডাকবেন যাতে তাদের সাময়িক অসুবিধার কারণগুলি কোমসোমোলদের বুঝিয়ে বলা হবে; অস্থায়ী কিছু ডেরা তৈরির কাজ এখনই শুরু করে দেওয়া হবে; ডাক্তারদের খবর দিতে হবে বুট কিনতে হবে; কম্বল বিছানা এই সব কিনতে হবে।"

ক্রুগলভ এমন একটা মনোভাব নিয়ে সম্মেলন ছেড়ে এল যাতে আশ্বাসের লেশ মাত্র ছিল না। তিনি যদি গ্রানাতভ যা বলছিল সব শুনতেন তাহলে কখনই ভিজে কাপড় কি ডিনারের খাবার এই সব নিয়ে সন্ত্রাসের মধ্যে গিয়ে ছিটকে পড়তেন না।

"সোজা হয়ে দাঁড়াও মনের জোর নিয়ে! তোমার মাথায় ঠিক ভাবনাটা আসবে।" মরোজভ ওকে বললেন।

কিন্তু তবু ক্রুগলভ নিশ্চিত হতে পারে না। নানা রকম সংশয়ে ও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে থাকে। খালি তকতার ওপর শুয়েছিল ও। ভিজে তাঁবুর ভেতর। বাইরে তখন গাছের ভেতর সাঁইসাঁই করে বাতাস বইছিল।

পরদিন সকাল বেলা কোমসোমোলরা ওদের জন্যে কুঁড়েঘর বানাতে লেগে গেল। ডালপালা ছেঁটে ফেলে কাদার পলেস্তারা লাগিয়ে ওরা ঘর তৈরি করে। দরজা জানালা বসায়। ছাদ বসায়। রান্নাঘর তৈরি করে পাথর কেটে।

"স্নানাগারের মত ওগুলো বেশ গরম হবে," সেমা আলতশুলার বলে। সে মাথা খাটিয়ে সব রকমের সুবিধা আবিষ্কার করতে থাকে; "ঠিক প্রাসাদ বলা যাবে না, কিন্তু হাতের কাছে তুমি যা চাইবে তক্ষুনি পাবে। প্রাসাদ আসবে, আমার কথা শুনে রাখো, বাষ্প উত্তাপ আর আরামকেদারা নিয়ে। কিন্তু যখন তারা আসবে, আমরা এই ছোট ছোট পুরানো কুঁড়েঘরগুলিকে মনে রাখব। এগুলি আমাদের বড় আদরের। তোমরা জীবন পণ করো।"

তেইশ

তাঁবুতে আগুন পোহানোর মজলিশে গোল হয়ে বসে চমৎকার সময় কাটছিল ওদের। যেন ওরা একটা নিঃশব্দ চুক্তি করেছে। সমস্ত দুঃখকষ্টকে উপেক্ষা করবে। বেপরোয়া একটা খুশিতে ওরা ওদের গান গাইছিল আর

অতি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে হাসছিল। শুধু আন্দ্রেই ক্রুগলভ ওর হাতের কনুইয়ে মুখ ঢেকে নিশ্চল শুয়েছিল। বলা শক্ত ও কি ঘুমোচ্ছে না চিন্তামগ্ন। এপিফানভ শুধু সন্তুষ্ট নয় ও বাস্তবিক সুখী। তাঁবুতে বসবাস করবার মত মানুষ ও। নতুন মানুষ জনদের সংগে ঘন হয়ে থাকা। ও এভাবে বলে, "কোনো এক ছোকরাকে এভাবে থাকতে দাও, এই কষ্টের মধ্যে ও এক-মাসও টিঁকবে না, আর তার কারণ এ নয় যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কি না খেয়ে উপোস করে মরবে—সে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু যখন আমরা একসংগে দল বেঁধে থাকি আমরা সব কিছু উপেক্ষা করতে পারি। আমি খুব খুশী হবো যদি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে পাই, এখানে কাজ করব ওখানে কাজ করব···।"'

"আমি তা চাই না!" ভালিয়া বেসসোনভ বেশ হিসেব করে বলে, "একবার বাড়ী হয়ে গেলে আমি আর বাবা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াব না। চুলোয় যাক! আমাদের সমস্ত শক্তি একাজে উজাড় করে দাও আর রেখে দাও যাতে আর পাঁচজনে এসে ভবিষ্যতে ভোগ করে যায়! তোমার জীবন নয়। আমি চাই থাকতে। এখানেই! আমার মত পলেস্তারা মিস্তিরি তো রোজ রোজ পাওয়া যাবে না। তবে আমি অন্য কোন পেশা শিখতে পারি। রাতারাতি আমি যে কোন জিনিস শিখতে পারি।"

ওর চোখে ধরা পড়ে কাতিয়ার উপহাসের হাসি। সে অপেক্ষাকৃত কম গর্বের সংগে বলে, "আমার ইচ্ছে হয় ইলেকট্রিকের ঝালাই মিস্তিরি হই।"

কাতিয়া সংগে সংগে জবাব দেয়, "আরে ওয়েলডার কেন? ওয়েলডার? ফুঃ। আমি যদি থেকে যাই, একমাত্র কাজ আমি করতে চাই, তা হল জাহাজ তৈরি করা। অন্যেরা গ্রানাইটের বাঁধ দেবার স্বপ্ন দেখে। বড় বড় বাড়ী। কিন্তু একমাত্র জিনিস আমি চাই দেখতে সেটা হল আমাদের প্রথম জাহাজ কবে ছাড়া হবে।"

ভালিয়া ওর সংগে সায় দিয়ে খুব খুশিতে বলে ওঠে, "নিশ্চয়ই, সেটাও খুব ভাল, জাহাজ তৈরি করা।"

ওদের দৃষ্টি বিনিময় হল। তীক্ষ্ণভাবে তাকাল। ক্লাভা বলে উঠল, "তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর জীবনের সেরা জিনিসটা কি, আমি বলব, কোনো একটা স্বপ্ন, যা তোমাকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে চলে। যদি তোমার স্বপ্ন থাকে, কোন বিপদ আপদের দিকে তোমার চোখ পড়বে না, সব কিছুর মুখোমুখি তুমি দাঁড়িয়ে সহ্য করতে পারবে। সেইজন্যই যখন খুব কষ্টের দিন আসে আমরা কোন কথা বলি না। নিতান্ত এলেবেলে লোকেরাই কেবল নালিশ করে। আর সেইজন্যই তারা খুব মামুলি। কেন না তাদের কোন স্বপ্ন নেই যাতে তারা বেঁচে থাকতে পারে।" ও কাশল, শালটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিল, কাঁধের ওপর আর বলে চলল, "আমি প্রায়ই এই বড় শহরটার স্বপ্ন দেখি, যেটা আমরা তৈরি করতে চলেছি, যে নতুন জীবন রচনা

করতে চলেছি এর বুকে। একটা নতুন শহর। একটা সমাজতান্ত্রিক শহর। কোমসোমোলদের শহর। আমরা চাই না এই শহরে মামুলি লোকেরা থাকুক। কি হবে তাদের নিয়ে? আমরা তাদের এখানে আসতেই দেবো না।"

"হোকাম!" তোনিয়া চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "থামো তুমি স্বপ্ন দেখতে এতই ব্যস্ত যে তুমি দেখো না যে তোমার চারপাশে কি হচ্ছে। তুমি ভাবো আমাদের মধ্যে মামুলি লোক নেই? আর এক বছরের মধ্যে, যখন আমাদের শহর অনেকটা এগিয়ে আসবে, সব রকমের লোকই আসবে, তাদের মধ্যে ছ্যাঁচড়া মামুলি লোক ঢের থাকবে, দেখো,—পিপে পিপে মদ আর লোনা মাংস আসবে ওদের সংগে।"

"আমি স্বপ্ন দেখছি কবে ওদের সংগে আমার আলাপ হবে।" সেরগেই গোলিৎসিন ঠাট্টার সুরে বলে, একেবারে স্পষ্ট করে তোনিয়ার দিকে ফিরে বলল।

"সে কি?" তোনিয়া কেমন ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে।

"আমি স্বপ্ন দেখছি, তাদের সংগে ভাব হবে, আর ওদের পান পাত্র থেকে চা ঢেলে খাচ্ছি।"

"তুমি খাবে!" তোনিয়া তিরস্কারের ভংগীতে চোখ পাকিয়ে বলে।

ওদের ভেতর সাপে নেউলে। ও আর সেরগেই। দুজনে দুজনকে সহ্য করতে পারে না।

"তোনিয়া এখনও তুমি যথেষ্ট বড় হও নি," সেরগেই ধূর্তভাবে বলে। অন্য সবার দিকে চোখ মটকে হাসে। "যখন তুমি বড় হবে আর তোমার চরমপন্থী মনোভাবগুলোর ঘোর কিছুটা কাটবে, আমি তোমাকে চা-য়ে নেমন্তন্ন করব।"

"তুমি থামো তো হে!" তোনিয়া ফেটে পড়ল।

আন্দ্রেই ক্রুগলভ উঠে বসল। এখন বেশ বোঝা গেল ও ঘুমোচ্ছিল না। ওর মুখ শান্ত। চিন্তাপূর্ণ। একটু যেন বিষণ্ণ।

"ঝগড়া থামাও তো," ও বলল। "ক্লাভা এইমাত্র বলছিল জীবনের সব সেরা জিনিস হল স্বপ্ন দেখা। তুমি তো তাই বলছিলে, ক্লাভা? প্রকারান্তরে বর্তমান মুহূর্ত এক চুলও ভাল নয়, কানাকড়ির দামও নেই শুধু স্বপ্ন, স্বপ্নেরই মূল্য আছে।"

ক্লাভার বেদনার্ত মুখ লাল হয়ে ওঠে। ক্রুগলভ যখনই ওর সংগে কথা বলে ও নিজেকে একটা মূল্যহীন ছেলেমানুষ বলে মনে করে। এই তো সে আবার, ওর সামনে তার মনের কথা বলছিল, কিন্তু শুধু নিজেই বোকা বনে গেল।

"আমার মনে হয়," ক্রুগলভ বলে চলল, "সবসেরা জিনিস হল, মৈত্রী।

এই তো আমরা রয়েছি, সবাই এসেছি দেশের নানা অঞ্চল থেকে, যারা আমাদের খুব কাছের বা দূরের আর সব জিনিসটাই এখানে খুব সহজ নয়, তবু তো আমরা সবাই খুব উদ্যম নিয়ে কাজ করছি। সেটা কি ভাবে? কেন না আমরা প্রত্যেকে আমাদের বন্ধুদের সান্নিধ্য অনুভব করি, কেন না আমরা সবাই একটা কোমসোমোল মৈত্রীর দৃঢ় বন্ধনে একসূত্রে গাঁথা।

এপিফানভ এই কথাটাই বলছিল, যখন ও বললে, "যখন দশে মিলি করি কাজ আমরা যে কোনো কষ্টই সইতে পারি।"

এপিফানভ বলে, "নিশ্চয়ই, চলো না আমরা যদি গভীর সমুদ্রে ডুবুরি হয়ে যাই; আমরা পরস্পরের পাশে না দাঁড়ালে বেশি দিন টিঁকতেই পারব না। জলের নীচে তুমি নেমেছ, আর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে একজন মোটরের কাছে। যখন সে তোমার পাশে তুমি নিজেকে নিরাপদ মনে করো, তুমি জানো সে তোমায় খাওয়াবে যতটুকু বাতাস তোমার দরকার—খুব বেশিও নয় খুব কমও নয়। কিন্তু এখানেও সেই একই রকম। আমরা পরস্পরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।"

ক্রুগলভ আবার শুয়ে পড়ল। হাতে মুখ ঢাকল। ক্লাভা ওর দিকে দেখল। ভেতরে ভেতরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ও কিসের চিন্তায় মগ্ন? কি চায় ও? তারপর থেকে কতদিন কেটে গেছে। সেই ঝোড়ো রাতের পর থেকে যেদিন সে ওর মুখের ওপর এক পলকের জন্যে দেখেছিল সুখের ছায়া? কিন্তু ও যেন নিজেকে দূরে আরো দূরে সরিয়ে নিচ্ছে ওর কাছ থেকে। সেই বৃষ্টির ভেতরে যখন এক মুহূর্তের জন্য একবার মাত্র অন্ধকার ছিঁড়ে গিয়েছিল বিদ্যুতের চমকে ও যে সেই একবার ওর দিকে তাকিয়েছিল তারপর থেকে আর দেখে নি।

সেমা লিলকার দিকে চোখ মটকাল। ও বেশ গাঢ় দরাজ গলায় গান শুরু করে দেয়, 'বর্ষার ঘন ঘোর গর্জন, বজ্রের গুরুগুরু ধ্বনি'…

সোনিয়া আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। একমুঠো শুকনো কাঠ ছুঁড়ে দিল আগুনে। আবার কিছু আনবার জন্যে জংগলের ধারে চলে গেল। অন্ধকার হয়েছে। বনের পথে ভয়ডরও কম নেই। কিন্তু হঠাৎ গ্রীশা ওর পাশে এসে উদয় হয়। কোন কথা না বলে ওরা পরস্পর বাহুবন্ধনে ধরা দেয় আর উষ্ণতায় ঢেকে ফেলে। ওরা চুমু খায় আর তখন বাতাস বইছিল, গানের সংগে সুর মিলিয়ে।

গ্রীশা বললে, "প্রায়ই আমার মনে হয় আমি এইসব নিয়ে কবিতা লিখি, যাতে প্রতিটি প্রাণকে তা জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু যখনই লিখতে যাই, আমি আর কোনো কথা খুঁজে পাই নে।"

ও ওর হাত দিয়ে ওর মুখের ওপর টোকা দিয়ে বলে যায়, "জীবন দীর্ঘ! আমাদের এখনও কত কিছু অর্জন করতে বাকী!"

ও এত বুঝতে পারছিল যে খুব সোজা কথায় ও ওর ভাবনাকে রূপ দিতে পারছিল। আর সে বললে,"সোনিয়া এস আমরা একসংগে থাকি।"

ও সংগে সংগে "হ্যাঁ" বলে উত্তর দেয়, আর প্রাণভরে সুখের আবেশ নিতে চোখ বুঁজল।

ওরা ফিরে এসে দেখল ক্যাম্প-ফায়ার জমে উঠেছে হাঁসি ঠাট্টার উল্লাসে। আর গ্রীশা বেশ জোর গলায় ঘোষণা করে দেয়, "বন্ধুগণ! এই যে দেখছেন, ইনি আমার কনে! আমাদের কোমসোমোল কায়দায় আশীর্বাদ করুন!"

এরপর যে হইচই শুরু হল বরকনে তাতে একেবারে নিজেদের হারিয়ে ফেলল। সোনিয়ার মাথা ঢেউ খেলতে লাগল আলিংগনের ঝোঁকে, আর গ্রীশাকে তার হয়ে বলতে হল। সকলেই সিদ্ধান্ত করল তাদের এই প্রথম বিবাহিত যুগলের জন্য একটি খুব চমৎকার গৃহস্থভবন তৈরি করে ফেলতে হবে।

আর তারপর ক্রুগলভ বলতে শুরু করল।

"এখানে আমরা মৈত্রীর কথা আলোচনা করছিলাম। এখন দেখছ তো। আমাদের দুই বন্ধুর সুখেই আমাদের প্রত্যেকের আনন্দ। আর আমার বলতে লজ্জা হচ্ছে বন্ধুগণ, আমার দুঃখকে আমি তোমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছি। আর এখন দেখছি সেটা আমার উচিত হয় নি।"

সে একটু থামল। এখন তো আর ফেরবার রাস্তা নেই—আর তবুও ও সব কথা বলতে নিজেকে নিদ্বির্ধ করতে পারে না।

"কি হল আন্দ্রেই কথা বল," ক্লাভা ওকে সাহস দিয়ে বলে।

ও ওর দিকে তাকায় আর ক্ষণিকের জন্য বোঝাপড়ার চাহনিটা সরিয়ে নেয়, কেন না তার আবেগও বেশ তীব্র।

"হ্যাঁ আমি তোমাদের বলব···দেখ, সেই সেখানে রোসতভে, সেখানে আমারও এক বান্ধবী রয়েছে বুঝলে, ···আর আমার ইচ্ছে ওকে এখানে আসতে বলি।"

"যদি তাই সত্যি হয়," জেনা কালুঝনি ওর গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, "তাহলে আমাদের দুটো গেরস্থ ভবন তৈরী করতে হবে একটা নয়।"

এবার সেমা আরওশচুলার আবেগ ভরা একটি ছোট বক্তৃতা দেয়। "ভেবো না যে শুধু যে দজেনে মিলে বিয়ে করছে এটা তাদেরই ব্যাপার, যে জীবন জন্ম নিতে চলেছে ভাবীকালের একটি শহরের নির্মাণ ক্ষেত্রে। আমার মনে হয় আজ আমাদের কোমসোমোল পরিবারের সৌজন্যে একটু পানীয়ের বন্দোবস্ত থাকলে ভাল হত, আমাদের ভবিষ্যতের উদ্দেশে, কোমসোমোল শহরের নতুন জীবনের স্মরণে।"

আর ও ওর হাত তোলে একটা কাল্পনিক সুরা পাত্র ধরার ভংগী করে।

এইভাবেই অন্য দিনের মত একটি সন্ধ্যা একটা উৎসবে রূপান্তরিত হয়। আর যখন অনেক রাতে কোমসোমোলরা ওদের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল ওরা

কেউই অনুভব করল না কী শক্ত আর স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে ওদের বিছানা!

শুধু ক্লাভা আগুনের ধারে বসে থাকে। ও চমকাল না যখন সেমা ওর পাশে এসে বসল। হতে পারে, ও হয়ত ওকে লক্ষ্যও করল না।

"ক্লাভা কিছু হয়েছে কি?" ও জিজ্ঞাসা করল। ওর হাত স্পর্শ করল। ওর হাতটা ও হাতের মধ্যে তুলে নেয়। আর হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

"প্রেম চলে যাবে ক্লাভা, কিন্তু মৈত্রী থাকবে," ওর নিজের পশমের একটা রুমালের কোণ দিয়ে ওর ভিজে গালটা মুছিয়ে দিয়ে বলল। অপরাধীর মত হেসে ক্লাভা ফুঁপিয়ে উঠল। "ভেবো না আমি···।"

"না ক্লাভা আমি তা ভাবি না। আমি মনে করি, তুমি খুব শক্ত। কিন্তু যদি তুমি বেশ খানিকটা কাঁদতে চাও, তবে এখনই কেঁদে নাও। আর আমি তোমার চোখ মুছে দেবো। পরে তোমার একটু ভাল লাগবে।"

কিন্তু এরই মধ্যে সে কান্না থামিয়ে ফেলেছে।

সেমা ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় মেয়েদের তাঁবুর ভেতর আর ওর বুকের উপর ক্লাভার হাতটা চেপে বলতে থাকে, "আমার ভেতর। ক্লাভা, তুমি একজন বন্ধুকে এমন একজন বন্ধুকে খুঁজে পাবে—"এবার ওর সুন্দর বাচন রীতিতেও ব্যর্থ হল।

"কেন, এত শুধু কথার ব্যাপার," ও বিড়বিড় করে বলল। আর অন্ধকারের ভেতর হোঁচট খেয়ে তাঁবু ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

চব্বিশ

সিলিনকা নদীর তীরে কোমসোমোলদের একটা দল কাজ করছিল। ওখানে আগের বারের শীতে ওদের জন্য কাঠের গুঁড়ি জমিয়ে রাখা হয়েছিল। উঁচু থাক করে করে কাঠের গুঁড়িগুলো সাজানো হয়েছিল। যখন একটা গুঁড়ি সরানো হল, অন্যগুলো তাদের সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে পড়ছিল, আর তাতেই মনে হল তার ধাক্কায় পড়ে যাবার বিপদ আছে। আর নয়ত কারো পায়ে বুড়ো আঙুলটা যাবে থেঁতলে।

সেরগেই গোলিৎসিন অপমানিত বোধ করছিল। জেনা কালুঝনিকে দলনেতা করা হল। যখন ও আর সেরগেই, এ কাজে ওর চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। আর তাই ও নিজের মনেই বিড় বিড় করছিল। বকতে বকতে গেল নদীতে। একটা নৌকোর আঙটা নিল। কাজে লেগে গেল। নদীর কিনারায় ঠেসে আটকে আছে গুড়িগুলো। ওগুলোকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে লেগে গেল। কিছু কাঠ নদীর স্রোতের মুখেও আটকে ছিল ওদিকে আরো দূরে, প্রায় দেখা যায় না, সেমা আলতশ্চুলারকে কাজে লাগানো হয়েছে।

নদীর উজানের দিক থেকে পড়ন্ত গুঁড়িগুলোর দুমদাম শব্দ হচ্ছিল। জেনার গাঢ় কণ্ঠস্বর শোনা যায়। চেঁচিয়ে তদারকির কাজ করছে। পাশা মাৎভেয়েভের কৌতুকাবহ মন্তব্য শোনা যায়। মাঝিদের দেশোয়ালী ভাষায় বলছে।

সেরগেই গোড়া থেকেই পাশার ওপর রেগেছে। ও এল কেন ওদের সংগে। ওর উচিত ছিল তাঁবুতে শুয়ে থাকা। মাড়ি ফুলে গেছে। বেশ গুরুতর অবস্থা। সেটার একটু যত্ন সেবা করতে পারত। কিন্তু পাশা কখনও যুক্তি মানে না। ওকে আরোগ্যের জন্য ছুটি দেওয়াই হয়েছে। তা না যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল আর এরকম হাড়ভাংগা খাটুনির কাজ করতে লাগল। "ওরকম ফোলা হলদে মুখ ও তাড়িয়ে তবে ছাড়বে।" "তারপর ঘামে ভিজে, ওর ফোলা হলদে মুখ একটা ম্লান হাসিতে কুঁচকে যাবে, আর ওর দেশোয়ালী ভাষায় ও মন্তব্য করবে "ওগো উক্রাইন এখনও মরে নি গো।"

সকালটা মেঘলা। কিন্তু দুপুরের দিকে সূর্য মেঘ ঠেলে বেরিয়ে এল, আর সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নদী রুপালী। আর এমন স্বচ্ছ যে তার গভীর তলদেশে তুমি নুড়ি পাথরগুলো পর্যন্ত গুণতে পারবে। গুঁড়ির রং সোনালী। সেমা আলতশ্চুলারকে ওর নৌকোর আঙটা হাতে ঠিক একটি বামনের মত দেখাচ্ছিল। যেন তার যাদু কাঠিটি ঘোরাচ্ছে।

হঠাৎ বামনটি তার যাদু দণ্ডটি ফেলে দেয় আর নদীর পাড় ধরে সেরগেই-এর দিকে ছুটে আসতে থাকে। ওর জ্যাকেট কোট ঠিক যেন দুটি পাখার মত উড়ছিল ও হাত নাড়ছিল। ও গুঁড়ির ওপর দিয়ে পরিখার ওপর দিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে আসছিল। বুক ফাটিয়ে চীৎকার করে কি যেন বলতে বলতে আসছে। "বাঘ!" সেরগেই-এর মাথায় এরকম একটা ভাবনা দুলে উঠল। কোমসোমোলরাও কিছু একটা অনুমান করছিল। ওরা বিশ্বাস করে নি যে এখানে আর বাঘটাঘ কিছু নেই। কল্পনা নেত্রে সেরগেই এরি মধ্যে দেখতে পায় ক্ষুধার্ত পশুটার হলদে চোখ। "দৌড়োও নদীতে লাফিয়ে পড়ো!" সেরগেই ওর নৌকোর আঙটাটা শক্ত করে মুঠোর ভেতর চেপে ধরে।

কিন্তু কোনো বাঘ তো বেরিয়ে এল না।

"জিনা! জিনা!" সেমা চেঁচিয়ে উঠল। সেরগেই পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। যেন ওকে লক্ষ্যই করে নি। সেরগেই ওর পিছন পিছন দৌড়োয়।

সবচেয়ে উঁচু কাঠের গুঁড়ির থাকগুলোর কাছে কিছু একটা হয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক কোমসোমোল ওখানে ভীড় করেছে। ওরা নিঃশব্দে কিছু একটা লক্ষ্য করছিল। ওদের মুখ চোখ গম্ভীর।

সেমা আর চেঁচাচ্ছিল না। ভীড়ের মাঝখানটায় ঠেলে চলে আসে। আর দেখল জেনাও গুঁড়িটার এক ধার ধরে টানছিল—হুমড়ি খেয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করছিল, "ঠিক আছ তো? বন্ধুগণ, ও ভাল আছে!"

কিন্তু পরমুহূর্তেই ওর স্বস্তিতে একটু ধাক্কা লাগল।

গুঁড়ির একটা থাকের নীচে একটা মানবদেহ দেখা যাচ্ছিল। পা দুটো নিশ্চল ছড়িয়েছিল, আর দু'পায়ে ভারী দুটো জুতো।

"পাশা!" বিস্ময়াহত সেরগেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। অন্যান্য ছেলেদের সরিয়ে দিল ধাক্কা দিয়ে। ও বন্য একটা শক্তি নিয়ে কাঠের গুঁড়িগুলো সরাতে শুরু করল।

পাশা ওর মুখের ওপর হাত রেখে পড়েছিল। ওর হাতের তলা থেকে রক্তের একটা ঘনস্রোত বইছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে সেমা সেরগেইকে একটা ভিজে রুমাল দিল। সেরগেই পাশাব কপাল আর গাল থেকে রক্ত মুছিয়ে দেয়। এখন রক্ত বহা বন্ধ হয়েছে প্রায়। সেরগেই-এর মনে হল ও পাশার চোখের পাতা কাঁপতে দেখেছে। ও ভিজে রুমালটা চেপে ধরল পাশার চোখের ওপর আর কোমলকণ্ঠে ডাকল, "পাশা। পাশা।"

পাশা কোনো উত্তর দিল না।

একটা বর্ষাতি কোটের ওপর ওরা ওকে তুলে ধরল। কোটটাকে স্ট্রেচার হিসাবে কাজে লাগাল। আর তাকে বহে নিয়ে এল তাঁবুতে। সেরগেই পিছন পিছন হেঁটে আসছিল তার বন্ধুর মাথাটা ধরে নিয়ে। মাথার চুলে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। চলার মাঝখানে পাশা অনেকক্ষণ বাদে সেরগেইকে আবিষ্কার করে। মনে হল তার সান্নিধ্যে ও খুশি হয়েছে। "ও কুকুরের মত মরে নি; একটা কাঠের গুঁড়িতে ও পিষে গেছে।" একটা ভুতুড়ে গোছের হাসিতে ও বিড়বিড় করে বলল।

যখন তারা তাঁবুতে পৌঁছাল পরিষ্কার বোঝা গেল ও বাঁচবে না। বিশ্বাস করা সেটা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সারা সন্ধ্যাটা কোমসোমোলরা পালা করে ডকের ওপর অপেক্ষা করল। একটা নৌকো আসবে ডাক্তার নিয়ে। হয়ত তখনও আশা ছিল।

পাশা শুয়েছিল একটা কোট আর কম্বলের স্তূপের ওপর। সেরগেই ওর পাশে বসল। ওর মুখে কথা নেই। ও কাঁদছিল না।

রাতে সেরগেই ওর বন্ধুর মুঠো করা আঙুলগুলো স্পর্শ করার জন্য হাত রাখল আর সংগে সংগে টেনে সরিয়ে নিল। মেয়েদের ও ডাকল। ও পাশার শরীর ধুয়ে কাপড় ঢেকে তার চোখের ওপর ঢাকা দিয়ে দেয়।

নৌকোটা এল। তবে তাতে ডাক্তার নেই। কিন্তু এখন ডাক্তারের আর দরকারও ছিল না।

সারা রাত ওরা মৃতদেহের পাহারায় রইল, চারজন চারজন করে পালা

করে। সেরগেই একেবারেই ঘুমোতে গেল না। আর কারো সংগে একটা কথাও বলল না। সময়, ঘুম ওর চারপাশে লোকজন এসবের দিকে যেন ওর হুঁশ নেই। ও আর কিছু ভাবছিল না। শুধু ওর বন্ধুর কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল তার প্রিয় কথা বলার ভাবভংগী, তার ছেলেমানুষি কৌতুক আর খেলা, কিরকম জীবন তার ছিল, তার কাছে তার বন্ধুত্ব কেমন ছিল,—হায় সে তো এই মৈত্রীর পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিল। শুধু আজ একটা অচেতন মৃত্যু পাশাকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

সকালবেলা তারা পাশাকে সমাধিস্থ করল। ওর কবর খোঁড়া হল একটা পাহাড়ের মাথায়। আমুরের দিকে পিছন করে। শেওলা দিয়ে তারা ওটাকে ঢাকা দিয়ে দিল। ফার গাছের ডালপালা চাপা দিল আর তারপর গাইল "হতভাগ্য তুমি আজ এই মারাত্মক সংগ্রামের বলি হয়ে প্রাণ দিলে।" বাতাস বহে এল নদী থেকে। কোদালের ওপর থেকে আজ জঞ্জাল উড়িয়ে নিল। আর এর বাঁশের আগায় পতাকাকে উড়িয়ে দিলে

ভাষণ দেওয়া হল, "ঘুমাও, প্রিয় বন্ধু, আমরা তোমার অসমাপ্ত কাজ বহন করে নিয়ে যাব।"

সেরগেই একপাশে দাঁড়িয়েছিল। তার সামনে কেমন একটা শূন্য দৃষ্টিতে নির্নিমেষ তাকিয়েছিল ওর মন কী এক উত্তেজনায় বার বার ভারাক্রান্ত হচ্ছিল। ও ভুলতে পারছিল না সেই ছড়ানো দুটি পা আর ফোলা ফাঁপা এক জোড়া জুতো। "ঘুমাও, প্রিয় বন্ধু,······" ঘুমাও! কী বিচিত্র আশা! ঘুমাও! ভগবান বলে কোথাও কিছু তো নেই। আর পরকাল। পাশা এখানে এই মাটিতে পচবে। হায় ও চুলোয় যাক্ গে!

আন্দ্রেই ক্রুগলভ বলছিল, "আমাদের বলা হয়েছে আমরা যেন তাইগা জয় করার কাজে আমাদের সমস্ত বলশেভিক বাসনাকে, মনোবলকে প্রয়োগ করি। আর আমরা তা করবই। এখন আমাদের এ শোকসভা সমাধির কাছে শেষ করি। এই একজন কোমসোমোলের সমাধি—সে তার পদমর্যাদায় থেকে প্রাণ দিয়েছে। ওরা গাইছিল "হে তরুণ প্রহরী।" গানের কথাগুলো যেন এখনও সামনে অপেক্ষা করে থাকা অনেক দুঃখ কষ্টের মুখের ওপর একটা প্রচণ্ড—জেহাদের মত ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছিল। এই সংগ্রামের সংগে মিশে যাচ্ছিল বিষাদের একটি সুর। ওরা পাশাকে ভাল বেসেছিল, আর তারা এখন যেন আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসল ওকে। আজ সে চলে গেছে।

ঠিক যখন তারা যাবার মুখে ক্লাভা কবরের কাছে ছুটে গেল।

"ওহে কোমসোমোলরা!" ও চীৎকার করে বলল, "কেন সবার মুখ গম্ভীর। পাশার কথা মনে কর! ও অসুস্থ ছিল, এত অসুস্থ যে দিনের শেষে ও প্রায় দাঁড়াতেই পারত না, তবু সেই প্রথম নিজে একটা এমন কাজে

ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আর ভ্রূক্ষেপ করল না কি হতে পারে। সব সময়ই ওর মুখে লেগে থাকত হাসি আর মজার কথা। আর এসবের একমাত্র কারণ সে স্বপ্ন দেখেছিল……। সে এই কোমসোমোল শহরের স্বপ্ন দেখেছিল আর চেয়েছিল এ শহরকে সে গড়বে। আমরা কি ততটাই চাই না? আমরাও কি এ স্বপ্ন দেখি না?"

সেরগেই-এর মনে হল ক্লাভার কথা শুনতে শুনতে যে পাশার ওর জন্যে একটা দুর্বল জায়গা ছিল। ওর উপস্থিতিতে সে শান্ত আর নীরব হয়ে থাকত। ওরা ছিল বন্ধু। গতকাল ক্লাভা কাঁদছিল। এখন সে উত্তেজিত। আর এমন একটা প্রয়োজন ও উত্তাপ নিয়ে কথা বলছিল যে সবার অন্তরকে তা স্পর্শ করল। "এখানে আমি একটি প্রস্তাব রাখছি। গতকাল আমরা ঐসব গুঁড়ির কাজ শেষ করি নি, করেছিলাম কি? না করিনি তাহলে চলো এখন ওইসব কাজ শেষ করে ফেলি, এখনই এই মুহূর্তেই। চলো আমরা সবাই একসঙ্গে গান গাইতে গাইতে যাই আর দেখাই আমরা কি দিয়ে তৈরি, আমরা কি করতে পারি। চলো আমরা একাজ করি, যেন যেন···।'

"যেন আমরা প্রকৃতির সামনে একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে দাঁড়াচ্ছি", সেমা ওর কথাটা শেষ করে দেয়।

"না, তোমরা ঠিক বোঝ না", ক্লাভা বেশ সহজ ভাবে বলে, "এ কাজটা করতে হবে কেন না পাশা চাইত যে আমরা এ কাজ করি।"

সেদিন যে উদ্দাম নিয়ে তরুণরা কাজ করেছিল এর আগে তা করে নি কখনও। সেরগেই যোগ দিল, একটা বুনো আক্রোশে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়ে ও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গাগুলোতে বিষম একটা ঝুঁকি নিচ্ছিল। সবচেয়ে ভারী গুঁড়িগুলো তুলছিল একাই। মধ্য দিনের একসময়, ও অবশ্য, তাইগার ভেতর হেঁটে গেল, যেখানে ও ডালপালা সব কেটে, গাছের পাতা ছিঁড়ে খুঁড়ে তাদের দুপায়ে দলে, ফুলগুলোকে লাথি মেরে যেন নিজে নিজেই একটা প্রবল প্রতিবাদ জানাল।

"ভগবান এদের চুলোয় দূরে পাঠাও! ঈশ্বর এদের সর্বনাশ করো।"

পঁচিশ

সভা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। একটা অসমাপ্ত সেনানিবাসে বসেছিল এই সভা। বেশ একটু শ্রুতি মধুর করে বলা হয়েছিল জায়গাটাকে—ক্লাবঘর। একটি মাত্র মোমবাতির আলোয় বর্তমান পরিস্থিতির একটি প্রতিবেদন পড়ে শোনাচ্ছিলেন ওয়ার্নার। দল ও সংগঠনগুলির কার্যাবলীর আলাদা আলাদা বিবরণ দেওয়া হল যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সমস্ত কর্মযজ্ঞে তার নিজের অবদানটুকুর ফলাফলটা দেখতে পায়। আর এই প্রথম বারের মত সে যাতে

পূর্ণ অখণ্ড জিনিসটাকে ভাল করে দেখতে পায়। করাতকলটা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল; সত্যিই হয়ত এটা এখন পর্যন্ত একটা ছোট করাতকল, কিন্তু শুরুতে নির্মাণকারীদের যতটা দরকার কাঠ যথেষ্ট পরিমাণেই সরবরাহ করতে পারে। প্রথম বিদ্যুৎ যন্ত্রটিকে ইতোমধ্যে একত্র করা হয়ে গেছে—যদিও যন্ত্রটি ছোট, মোটে পঁয়ত্রিশ অশ্বশক্তির, তবু এত ছোট একটা যন্ত্রও তাদের কাছে প্রথম আলো পৌঁছে দিতে পারবে। একটা ছুতোরের দোকান ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছিল আর একটি কামারশালা শীঘ্রই খোলা হবে (দুর্ভাগ্যের বিষয় এপিফানভের ওপর এই কামারশালার ভার দেওয়া হয়েছিল, একটি বাষ্পপোত থেকে লোহার চিমটে বেড়ি সব যোগাড় করে এনেছে; এ ধরনের পদ্ধতি একেবারেই বরদাস্ত করা হবে না)। একটি যন্ত্র-শালার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়ে গেছে। জাহাজ ঘাঁটির জন্য জমিটা সাফ করে ফেলা হয়েছে। এখন চল্লিশটি কুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর পদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য একটি বাড়ী নির্মিত হচ্ছে। সেদিন আর দূরে নেই যখন তারা খোদ একটি জাহাজঘাঁটি তৈরির কাজ শুরু করে দেবে।

এই অন্ধকার হলঘরে প্রদত্ত প্রতিটি ভাষণকেই সোল্লাসে স্বাগত জানানো হল। এই মুহূর্তে কোমসোমোলরা ভুলে যায় তাদের জন্যর খাওয়া, স্যাঁত-সেঁতে বিছানায় শোওয়ার কথা। ভুলে গেল ওদের জুতোয় বড় বড় গর্ত আর রোগের আতঙ্ক।

ওয়েনার একটি তারবার্তা পাঠ করে শোনালেন। গ্রানাতভের কাছ থেকে এসেছে। মালপত্র আসছে। মাঝপথে অচিরেই ওরা পাবে মাংস পেঁয়াজ চর্বি আলু বেশ মজবুত জুতো আর প্রচুর কম্বল।

কোমসোমোলরা সাগ্রহে কথাবার্তা বলছিল।

যখন সোনিয়া আর গ্রীশা হাত ধরাধরি করে বাড়ীটা থেকে বেরুল গ্রীশা হোঁচট খেল আর প্রায় পড়ে গেল। সে হাসল।

"তুমি আমায় প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে," সোনিয়া বলল।

গ্রীশা আবার ওর হাত ধরল আর কুঁড়ে ঘরের দিকে ওরা রওনা হল। হঠাৎ সোনিয়া বুঝতে পারে ওরা রাস্তা ভুল করেছে। সে ওর দিকে তাকাল। ওর চোখ সামনে। শান্ত নিরুদ্বেগ। আর তবুও এখানে ও ওকে সরাসরি নিয়ে চলেছে বার্চের ঝিলমিলে গুঁড়ির ভেতর দিয়ে।

একটা ভয়াবহ পূর্বাভাস ওর শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে হিমশীতল কম্পন ঠেলে পাঠিয়ে দেয়। ২নং ইউনিটে ঠিক এমনি একটা ব্যাপার হয়েছিল। হয়ত সেই ভাবনায় ও একবার কেঁপে উঠেছিল কেন না গ্রীশা ওকে বলল, "খুব ঠাণ্ডা না সোনা?"

ও একটু সরে আসে আর সপ্রতিভ হয়ে বলে, "একটু। আমাকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরো। তোমার শরীর কি সুন্দর আর উষ্ণ।"

এবার ও এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ভয় পাচ্ছিল সেই মুহূর্তটার কথা ভেবে, যখন ওর সেই ঘটনার স্বীকৃতি ওর সুখের উপর আছড়ে পড়ে তাকে গুঁড়িয়ে দেবে।

"আমি এর আগে কখনও এত লিখি নি," গ্রীশা বলে। "আমার উপর যেন এক একটা লাইন ভর করছে প্রার্থনা জানায় কখন ওরা কাগজের ওপর ফুটে উঠবে। আমি যখন কাজ করি তখন ওরা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে। যখন আমি বিশ্রাম করি আর তোমার দিকে একবার চাইলেই যেন যথেষ্ট—বেরিয়ে আসবে একটি অখণ্ড কবিতা।"

"ভারী অদ্ভুত তো," সোনিয়া বলল, "তোমার মত যখন কোনো লোক কবিতার মধ্যে বাস করে, কিছুই তাকে বেতাল করে উল্টে ফেলে দেয় না, পারে কি?" ও ওকে প্রস্তুত করার জন্য বলে।

"কিছু না", ও সহজভাবে উত্তর দেয়। "তবু সুখী হওয়া আরো ভাল। যখন তুমি সুখী, ভাবগুলি নিজে নিজেই আসে। শুধু তোমাকে একটা আকৃতি দিতে হবে। আজ সান্ধ্যভোজের সময় আমি তোমাকে নিয়ে কিছু লিখেছি। শুধু তোমাকে নিয়ে।"

ও কোন কথা বলে না।

"সেটা শুনতে চাও?"

ও মৃদুস্বরে আবৃত্তি করতে শুরু করে। সোনিয়ার দিকে একটু ঝুঁকে। কবিতাটির কমনীয় আবেশে সোনিয়া আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ওর কণ্ঠস্বর, আর এত কাছে ঘন হয়ে আসা ওর মুখ। যেন এখনই ও সুখে কেঁদে ফেলবে। খুব সাবধানে ও পথ দেখে চলে যাতে গ্রীশা আবার হোঁচট না খায়। গ্রীশা বোঝে না ওর নীরবতা, আর ওকে উদ্বেগের সংগে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কিছু বলছ না কেন? এটা কি তোমার ভাল লাগছে না সোনিয়া?"

ও কিছুতেই কথা বলতে পারছিল না।

"আমি জানি এটা নিখুঁত হয় নি, পূর্ণতা থেকে অনেক দূরে।" আহত কণ্ঠেও বলে ওঠে। "ওই চতুর্থ লাইনটাতে আসলে কিছুই বলা হয় নি। ভাবছ আমি বুঝি না? আমি এটা নিয়ে কিছু করতে চেয়েছি। কিন্তু এখন যেভাবে কাটাকুটি করা আছে সেটাই তোমাকে পড়ে শোনালুম।"

ও আর সহ্য করতে পারছিল না। ওকে জড়িয়ে ধরল নিবিড় করে, আর কেমন একটা হতাশায় কেঁদে উঠল, "আমার দিকে চাও গ্রীশা, আমার দিকে চাও! আমাকে দেখতে পাচ্ছ? বল দেখতে পাচ্ছ।"

ও বড় বড চোখ করে ওর দিকে তাকাল। ও হাত তুলল আঙুল নাড়ল

শূন্যে যেন কী একটা অনুভব করতে চায়। কেমন কাঁপা গলায় ও বলল, "না আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না," আরো বলতে চেয়েছিল ও—"এখানটা এত অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না।" কিন্তু ও জানত এটা একটা ছলনার কথা হবে। চাতুরী। অনেকদিন ধরে ও নিজেকে এমনি করে ফাঁকি দিয়ে আসছে। সত্যি কথাটা অস্বীকার করা চলে না। ইউনিট ২-তে ঠিক এমনি ব্যাপার হয়েছে।

কোনো কথা না বলে ওরা দাঁড়িয়ে রইল—ওরা দুজনে। ওদের হৃদস্পন্দন শুনছিল। শেষকালে দু হাত দিয়ে সোনিয়া ওকে শক্ত করে—চেপে ধরে বললে, "চলো।"

ও খুব সতর্ক। ওকে হোঁচট খেতে দেবে না। ও কথা বলল না। কিছুই তো বলবার নেই।

"তুমি কি আমায় বলো নি বাগরিৎস্কি খুব অসুস্থ।" ও বলল।

প্রথমে ও কিছু বুঝল না। তারপর ও কৃতজ্ঞভাবে ওর হাত ধরল। যে হাত সে ওকে বাঁচাবার জন্যে বাড়িয়ে দিয়েছে। এমন কি তার কণ্ঠস্বরের উদ্বেগ তার কথাগুলোকে মিথ্যা করে তুলল।

"ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব অসুস্থ, বলতে গেলে বাস্তবিক ও তখন মরতে বসেছিল যখন লিখেছিল, 'প্রতিদিন আমি উপছে ওঠা এক কাপ দুধ আর মধু খাই।'"

এবার ঠিক এমনি করেই যখন আঘাত এসে পড়ল, তার সুখ তখন এমন হঠাৎ নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল, এই দুঃখভোগের জন্য সে এতই অ-প্রস্তুত ছিল, ওর বাঁচবার, জীবনকে ভোগ করবার এমনই এক তৃষ্ণা ছিল, জীবনের সমস্ত প্রতিশ্রুত আনন্দে অংশ নেবার কী উল্লাস, আর এক রাতের মধ্যে কে যেন তার কাছ থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেল! কেমন করে সে একে গ্রহণ করবে? যে মেয়েটিকে সে ভালবাসত সে ছিল তার পাশে; কিন্তু সে তাকে দেখতে পাচ্ছিল না।

ছোট একটি মুহূর্ত। তার আলিঙ্গনের উষ্ণতায় তার হৃদয়ে আঁকড়ে থাকা সমস্ত নৈরাশ্যের হিম গলে যায়। মেয়েটি পীড়াপীড়ি করে ও আবার ওকে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাক। তাই করল ছেলেটি। কিন্তু এমন একটি কণ্ঠস্বর যা সে নিজেই চিনল না।

রাতের একটি তারার মত……।

নিঃশব্দে গোপনে মেয়েটির গাল বেয়ে একটি অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। ওকে ও আরো কাছে জড়িয়ে ধরে আর শান্তভাবে তার নিজের আতংকটাকে দমন করে বলতে থাকে, "ভেবো না, সারাটা পথ আমি ঠিক তোমার পাশে পাশে থাকব, প্রতিটি পদক্ষেপে, আর আমি তোমাকে কবিতা লিখে দেবো।"

মেয়েটি ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে, আর সে চলল একটা নিরানন্দ আর অনিশ্চয়তাকে বহন করে, তার কাঁপা কাঁপা আংগুলে বাতাসের স্পর্শ নিয়ে। অন্ধকার হাতড়ে চলা ওই আংগুলগুলোর দৃশ্য তার বুক ভেংগে দিতে লাগল কান্নায় বেদনায়।

ছাব্বিশ

দেখা গেল এই অন্ধতা আসছিল শুধু রাত্রে। সকাল বেলায় এই রোগাক্রান্ত লোকেরা দেখতে পাচ্ছিল। কেউই জানত না এর কারণ কি আর কি করেই বা এ রোগ সারানো যায়।

এক মুহূর্তের জন্যও সোনিয়া গ্রীশার পাশ্বর্ত্যাগ করে না। ভয়ে দিশাহারা হয়ে যায় গ্রীশা। হয়ত কোনো এক সকালবেলাতেও ওর দৃষ্টি ফিরে আসবে না।

একদিন সন্ধ্যায় সেই বৃদ্ধটি তাদের কুঁড়েতে এসে হাজির। সেমিওন পোরাফিরিচ। গ্রীশা দুহাত বাড়িয়ে ওকে আমন্ত্রণ জানাল। আশা হল ও হয়ত কোনো সাহায্য করতে পারবে। ও ওকে চা তামাক দিল আর বৃদ্ধ লোকটির বুট জোড়া শুখোবার জন্য স্টোভটা জেবলে দিল। যদিও তখনও সন্ধে হয় নি তবু চোখ যেন অন্ধ হয়ে আসে, আর তার সংগে ভয়—কি হবে যদি সকালবেলা?......

সেমিওন পোফিরিচকে দেখে মনে হল সেই এক ধরনের বচনবাগীশ বৃদ্ধ, যাদের কাছে বেশ খানিকটা লৌকিক জ্ঞান রয়েছে, যাকে অনুকরণ করতে ক্লাভা ভালবাসত।

"তাইগা পছন্দ করে না তার ব্যাপারে অকারণ কেউ নাক গলাক। ও নিজেই তার প্রতিফল ফিরিয়ে দেয় অকারণ উপদ্রুত হলে।" ধীরে ধীরে ওর কাছে কথা বেরিয়ে আসে। অনিচ্ছা সহকারে বলে, "তোমরাই প্রথম নও। আগে নব্বইয়ের দশকে......হ্যাঁ, নব্বই দশকে,......ঠিক জাপানের সংগে যুদ্ধের আগে......তোমাদের মত কিছু ছেলে পিলে এসেছিল, মনে ভেবেছিল একে জয় করবে। তোমাদের মত অবশ্য এরকম পোশাকে নয়, যে ধরনের পোশাক তোমরা পরো, বরং ওদের সংগে ছিল একরাশ গরম জামা কাপড়। কি করে ওরা শেষ হয়ে গেল? একশো জনের মধ্যে একজন কোনো রকমে বেঁচেছিল, আর সে পালিয়ে গেল সেকেলে সেই ধর্মযাজকদের সংগে দেখা করবার জন্যে; ওরা ওর রোগের চিকিৎসা করলে আর সে ওদের একজনকে বিয়ে করলে। বাদবাকী সবাই মরে গিয়েছিল। কেউ কেউ অন্ধ

হয়ে গিয়েছিল। কারো মাড়িফোলা রোগ হয়েছিল, আর বাকী জনকয়েকের ফুসফুসের কষ্ট। আর কিছু লোক যে কিসে মরল কেউ জানে না, কোথাও কিছু নেই, দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল, শেষকালে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলে না যেন ভুতে পেল। কেউ কেউ মারা গেল ভাল্লুকের হাতে আর একজনকে একটা বিড়াল খেয়ে ফেলল।"

"বিড়াল!" সোনিয়া চেঁচিয়ে ওঠে।

"হ্যাঁ খুকি! বেরাল; বিশ্বাস করো আর নাই করো। ছেলেটি বিড়ালটাকে দিনের বেলা দেখেছিল, ঠিক যেমন হয়, একটা বিড়াল। ছাইরঙের শাদা শাদা দাগ। আর পাঁচটা বিড়ালের চেয়ে একটু বড় আর চোখ দুটো বুনো ধরনের। ও এমন কি ওকে পোষ মানাতেও চেয়েছিল; এই যে পুষি পুষি! "সেদিন রাতে ও ওর গলার টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেললে।"

একটুখানি কেঁপে উঠে সোনিয়া উঠে পড়ল আর দেখল যে দরজাটা এঁটে বন্ধ করা আছে কি না।

বৃদ্ধ লোকটি তার খালি পাইপটা টানতে লাগল। ওর জুতোর গোড়ালিতে ঠুকল। আর তাড়াহুড়ো না করে আবার ভরে নিল!

"কিন্তু তাইগাতে লোকজন বাস করছে ত," সোনিয়া বিড় বিড় করে বলে। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে কোটটাকে শক্ত করে টেনে নেয়।

"ধরো তুমিইত আছো। আর ঔপনিবেশিকরাও রয়েছে।"

বুড়ো কোনো জবাব দিল না।

গ্রীশা তার কাঠের তক্তার ওপর শুয়েছিল।

"কোনো কোনো জায়গায় ওরা থাকে, কোথাও কোথাও থাকে না।" সেমিওন পোরফিরিচ শেষকালে জবাব দেয়। "যেমন ধরো, জেয়া কি বুরেয়ার ধারে, সেখানে তাদের বসবাসের অসুবিধেটা কোথায়? ঠেকাবে কে? আর সেখানে রয়েছে রোমের প্রধান শাসনকর্তারা। কেননা জার একশো বছর আগে ওদের সেখানে এনেছিলেনজাহাজে করে। সেমিওন পোরফিরিচ যেন একটু ঘাবড়ে যায়। ওর দিকে এরা যেভাবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়েছে। কিন্তু ও শুধু হাসে আর জোর করে পাইপটা টানে "অবাক হচ্ছ আমি কি করে জানলুম? আমি সব জানি। তুমি জান যেটুকু বইতে আছে। ঠিকই। কিন্তু, বুড়ো লোকেরা যা রেখে গেছে তাত তোমরা জানো না। আর ওঁরা যা ঘটবে দেখেছেন তাই বলে গেছেন। তাহলেই বোঝো। ওই যে সব মাতব্বরেরা এখানে তোমাদের পাঠিয়েছেন—তাঁরা বই আর মানচিত্র পড়েছেন—। কিন্তু যখন একটা জিনিস বাছাই করতে হবে তখন ত শুধু বই আর মানচিত্র দিয়ে হবে না।"

"কি বাছাই করে নিতে হবে?" গ্রীশা একটু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"কোথায় থাকতে হবে, বসবাস করতে হবে আর কি, বুঝলে হে ভায়া,"

বৃদ্ধ লোকটি যেন একটু বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়। গ্রীশা আর সোনিয়া ভয় পায় উনি হয়ত অপমানিত বোধ করছেন, কিন্তু উনি আবার গুছিয়ে নিয়ে আগের মত বলে চলছেন। বেশ একটু সংযত হয়েই কথা শুরু করলেন যেন অনেক কালের জ্ঞানভাণ্ডার তাঁর ঝুলিতে সঞ্চিত আছে।

"তোমাদের জন্যে আমি খুব দুঃখিত," তাঁর মুখের সামনে মালার মত ভাসছিল নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সেই মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরুল। "কি করে ওঁরা অল্পবয়সী ছেলেদের এমনি করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন? আশ-পাশে যত জায়গা আছে এই জায়গাটা সবচেয়ে খারাপ। নিচু স্যাঁত সেঁতে, ঝাঁকে ঝাঁকে মশা। এমন কি এখানকার গাছপালাগুলোও বিষাক্ত। গরম-কালে ভালুকরা এ জায়গাটা ছেড়ে চলে যায় আর নেকড়েরাও বেশ তফাতে থাকে।"

"কিন্তু এখানে ত একটা গ্রাম ছিল," সোনিয়া কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

"স্থানীয় লোকেরা জায়গাটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে," উনি শান্তভাবে বুঝিয়ে বলেন। "আর তবুও অনেকেই এ থেকে রেহাই পায় নি। এক সময় বেশ বড় গ্রাম ছিল—আমি নিজেও একসময় এখানে ছিলাম, কিন্তু যখন যাওয়া বেশ ভাল ছিল তখন চলে গিয়েছিলাম। মানুষের পক্ষে এখানটা মোটে সৌভাগ্য-জনক। প্রথম প্রথম লোকে এখানে আসে শিকার করতে মাছ ধরতে। আগে নদীতে অনেক মাছও থাকত খালি হাতেই তুমি হয়ত তাদের ধরতে পারতে। আর এখন? জন্তু জানোয়ারও সেইরকম—বনজঙ্গলে থাকত খেঁকশিয়াল, বেজি, ভালুক জাতীয় ভাম, ভোঁদড়, কাঠবিড়ালী। একবার এক শিকারী ফিরে এলেন এক ডজন সাদা খেঁকশিয়াল নিয়ে। আর বিশেষ কিছু নয়। এমন কি কোনো পেঁচাও নয়। এটা খুব খারাপ জায়গা বুঝলে: মানুষের কোনো কাজে আসে না। তোমাদের ওইসব মাতব্বররা যদি জানতেন তাঁরা কী করতে চলেছেন আর অন্যদের বিশ্বাস করতে যদি না ভয় পেতেন তবে তাঁরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতেন বৃদ্ধ লোকেদের যাঁরা এই অনেক কাল কাটিয়ে দিয়েছেন এই তাইগাতে আর তারপর এ জায়গাটা বেছে নিতেন, আর তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াত। এতে আমার আর কি হবে? আমি ত আর এখানে থাকতে যাচ্ছি না। তোমাদের জন্যে শুধু আমার কষ্ট হচ্ছে। তোমাদের মত ছেলে মানুষদের আমি বড় ভালবাসি বাবা।

উনি উঠে পড়লেন যেন যাবার জন্যে তৈরী হলেন; সোনিয়ার মনে হল যেন উনি চোখ থেকে এক ফোঁটা জল মুছে নিলেন। গ্রীশা বসেছিল। ওর পেশী যেন নড়াচড়া করছে না। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে আর ওর চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে কোনো লাভও নেই। সোনিয়া বুড়ো লোকটির কাছে এগিয়ে গেল। যাবার সময় গ্রীশার চুলে আঙুল দিয়ে একটুখানি টোকা দিয়ে গেল।

"আপনি কি স্থানীয় কোনো চিকিৎসা আছে জানেন বুড়ো দাদু?" সে জিজ্ঞাসা করল।

বৃদ্ধ লোকটি ওর পাইপে হাত ঠেকান, কিন্তু কি একবার ভেবে আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

"কি হবে? তুমি এখনও বেশ স্বাস্থ্যবান, ভগবানকে ধন্যবাদ, তুমি ঠিক সামলে উঠবে।"

গ্রীশা হঠাৎ উঠে বসল আর চেঁচিয়ে উঠল: স্বাস্থ্য ভাল! আমাকে স্বাস্থ্যবান বলছেন? আমি যে দেখতে পাচ্ছি না! আবার যে সেই অবস্থা হল! আমাকে বলে দিন দাদু, কী করে আমার এ রোগ সারবে!"

ওর যেন পালা জ্বর হয়েছে এমনিভাবে কাঁপছিল।

সোনিয়া তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে বলে কোমসোমলরা সব রাতকানা রোগে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে আর তাদের ত কোনো ডাক্তার-বদ্যি নেই, জানেও না এ রোগে কি করতে হয়।

বুড়ো গম্ভীর মুখে শুনছিল: ওর চোখ দেখে বোঝা গেল যে যা আশা করা গিয়েছিল ব্যাপারগুলো ঠিক আপনা আপনি তাই ঘটছে: এখন তাইগা ওদের ওপর বদলা নিচ্ছে, এ জায়গাটা খুব খারাপ, আর ওদের পক্ষে মৃত্যু অবধারিত। ও শুধু এই কথাটা বললে:

"রাতে এরকম হয়?"

"রাত্রিবেলা।"

গ্রীশা তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, চেয়ারের পাশে পা দুটো ঝুলিয়ে দিল আর বলে উঠল:

"বলো দাদু আমাকে কি করতে হবে, তুমি কি জানো কিভাবে এর শেষ হবে? আমি কি একেবারে অন্ধ হয়ে যাব? না কি? যাই হোক না কেন। আমি আগে ভাগে জানতে চাই, আমি প্রস্তুত হতে চাই।"

ওকে দেখে মনে হল সম্পূর্ণ শান্ত।

"আমি তোমাকে বোকা বানাতে চাই না," বৃদ্ধ লোকটি বলল, "শীতকাল পর্যন্ত তোমার ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু শীতকালেই ভয়। যখন শীত আসবে তখন নিশ্চয়ই তুমি অন্ধ হয়ে যাবে। আর সবাই, যারা আজ তাদের চোখ নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে তারা অন্ধ হয়ে যাবে আর তুমি তাদের একথাটা বললে ভাল করবে। আমার উপদেশ হল, যদি তোমার নিজের বলতে কেউ না থাকে তবে তোমার স্ত্রীকে একটু করুণা কোরো। ওর মত একরত্তি একটা মেয়ে অন্ধ স্বামী নিয়ে কী করবে? শীত আসার আগে চলে যাও এখান থেকে। যত তাড়াতাড়ি পারো এখান থেকে পালাও। তোমার যৌবনটাকে নষ্ট কোরো না। আর তোমার প্রেম। কিন্তু আমি মনে করি তোমাকে বলবার কিছু নেই।"

তাচ্ছিল্যের ভংগীতে ও হাতটা তুলল। টুপিটাতে চাপড় মারল। আর তারপর বেরিয়ে গেল। কোনো কথা না বলে এমন কি বিদায় সম্ভাষণ না করেই।

সোনিয়া গ্রীশার ঠিক পাশে বসে পড়ল, ওকে খুব কাছে টেনে নিয়ে চেপে ধরল শুধু আর কিছু বলল না।

একটু চুপ করে থাকার পর গ্রীশা বলল :

"আমি এটা বিশ্বাস করতে পারি না।" আরো একটু চুপ করে থেকে এবার ও চেঁচিয়ে ওঠে রেগে গিয়ে : "ওরা কি আগে থেকে বুঝতে পারে নি ?"

বেশ কিছুক্ষণ পরে ও কেমন একটা শান্ত বৈরাগ্যের সুরে বলে ওঠে : "যাক গে, চলো শুয়ে পড়া যাক, সোনিয়া। অনেক রাত হয়েছে।"

অনেকক্ষণ ধরে সে শুনতে পায় গ্রীশা এপাশ ওপাশ করছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। তারপর কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। মাঝ রাতে গ্রীশা সোনিয়াকে জাগিয়ে দেয়। ও ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না কিন্তু শুনল তার দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ।

"সোনিয়া," গ্রীশা বলল, "আমার মনে হয়, এ রোগ সেরে যাবে। ছাড়া পেলে আমি এখন নিজেকে ভীষণ দল ছুট একা মনে করব। আমরা ছেড়ে যাব না, সোনিয়া বল যাব কি ?"

"না, না গ্রীশা আমরা ছাড়াছাড়ি হবো না," সে বলল। ওর গলাটা চেপে ধরে সোনিয়ার নরম গালের উপর আর ওরা দুজনে অন্ধকারে শুয়ে থাকে। পরস্পরকে আশ্বাস দেয় একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। ওদের কখনই এখানে মরে যাবার জন্যে পাঠানো হয় নি। আসল জিনিস হল ওদের বিশ্বাস রাখতে হবে আর বজায় রাখতে হবে অটল সহিষ্ণুতা।

সাতাশ

এমনি করে দিন যায়। "চল্লিশ শহরের" নগর জুড়ে কোমসোমলরা বাস করছিল তাঁবুতে আর গৃহস্থ কুটিরে। স্বামী-স্ত্রী একসংগে বাস করবার বাড়ী। দরজার উপর একটা বোর্ড ঝোলানো তাতে চিহ্ন দেওয়া আছে। তাদের বিভাগে তারা তাদের দলের সংগে বেশ কাজ করে যাচ্ছিল। তারা হাসছিল, কখনও অসুস্থ হয়ে পড়ছিল, জনার খাচ্ছিল, আর মাছ খাচ্ছিল, গান গাইছিল আর বাড়ীর জন্য কাতর হয়ে পড়ছিল দিন দিন। রাত-কানার এই অসুখটার শেষ পর্যন্ত নাম দেওয়া হয়েছিল "মুর্গী-কানা।" ওরা বলছিল এর কারণ হল সবজি আর চর্বির অভাব।

যখন ভালিয়া বেসোনোভের এই অসুখ হল ও প্রথম হতাশ ভাবে গোভাল,

তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গেল আর নিজে নিজেই মজা করতে লাগল মুর্গীর ডাক নকল করে। প্রথম দিন রাত্রে ও যখন শুতে গেল ওর মুখ দিয়ে গালিগালাজ বেরুল। ঝংকার দিয়ে বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করে বলল:

"আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব, যে কোন চুলোয় হ'ক চলে যাব! ওদের ওই 'শৃংখলা' আমি কি গ্রাহ্য করি নাকি?"

প্রতিবাদে কেউ একটা কথাও বলল না: এই ছোকরা যে রকম মেজাজে আছে তাতে এ অবস্থায় তার সংগে তর্ক করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি?

মেয়েদের মধ্যে কেউই রাত-কানা রোগে ভুগছিল না।

"একটাকেও মারা যায় নি। এই বেরালগুলোর—নটা পরমায়ু আছে," ভালিয়া হিংসুটের মত বলে। যখন ও শুনল কাতিয়া সন্ধেবেলা গান গাইছে, ওর মন রাগে বিদ্বেষে ভরে গেল।

"কি করতে মরতে এই মেয়েগুলোকে এখানে আনা হয়েছে বুঝি না?" ও গজ গজ করতে থাকে, অর্থহীন একটা আশায় জোর করে চোখ দুটো বড় বড় করে খুলে রাখে। ধরে রাখতে চায় আভাসে ওর চলা ফেরা। "ওদের গায়ে বেরাল ছানার চেয়ে তেমন জোর নেই, তবে গোলমাল আর চেঁচামেচি করে যেন এক পাল হাতীর মত।"

যে মুহূর্তে কাতিয়া ওর কাছে আসে ও বক বক করা থামিয়ে দেয়: আর তার বদলে তখন আবার ভাঁড়ামি করতে শুরু করে। মুর্গীর ডাক ডাকে। ওর হাত ধরবার জন্য খোঁজে। সে ওকে আদর করে উৎসাহ দেয় তারপর চলে যায়। ওর অসংখ্য কাজ পড়ে আছে। সব সারতে হবে। এই ছেলেটির জামা সেলাই করা, আর একটি ছেলের কোটের বোতাম সেলাই করতে হবে, তেসরা কারো জন্যে হয়ত ধোয়াধুয়ির কাজ আছে। লিলকা ওকে সাহায্য করে। ছেলেদের জন্য লিলকার দুঃখ হয় আর সে ওদের সংগে খুব ভাল ব্যবহার করত। খুব ভাল। কাতিয়া অপমানিত বোধ করত ও তাদের এতটা স্বাধীনতা দিচ্ছে দেখে।

"খেয়াল রেখো, লিলকা!" ও ওকে সাবধান করে দেয়। "ওদের কাছে ওরকম ভাল মানুষটি হলে তোমার শেষ পর্যন্ত কোনো লাভ হবে না।"

"কিন্তু ওরা যে বড় একা, "লিলকা জবাব দেয়।

"ওদের চান করতে পাঠিয়ে দাও, জল ত বেশ ঠাণ্ডা, ওদের ঠাণ্ডা করে দেবে।"

"আমিও আর পাষাণ দিয়ে তৈরি নই। ওরা খুব ভাল ছেলে, খুব সুন্দর আর বেশ স্নেহপ্রবণ," লিলকা উত্তর দিল, আর এর সংগে ওর সংগে সন্ধেটা কাটাতে লাগল। আমুরে, এইখানে খুব বেশি মেয়ে ছিল না।

ছুটির সময়টা ছেলেরা জেদের বশে ওদের উপর জোর করে উত্তরোত্তর নজর দিতে লাগল। এতে ঝগড়ার শুরু হল, বিশেষ করে বিভিন্ন শহরের প্রতি-

নিধিদের মধ্যে : মস্কোর মেয়েদের কাছ থেকে মস্কোর ছোকরারা "বহিরাগত"-দের ভাগাল ; আইভানোভোর পুরুষরা যথোচিত আইভানোভোর মেয়েদের কাছে তাদের অধিকার কায়েম রেখে চলল। অবৈধ অধিকারীদের তাড়াবার জন্যে-নানারকম উপায় চিন্তা করা হল। কোসতিয়া পেরিপেশকো কাতিয়া স্তাভরোভার কুঁড়ের দরজার ওপর একটা বড় আঙটা ঝুলিয়ে দিলে যাতে অনধিকার প্রবেশকারীর মাথায় ঠক করে লাগবে ঢোকবার সময়। এতে কাতিয়া বেশ অপমানিত বোধ করে তবে যখন ও নিজেই আংটাটার কথা ভুলে গেল আর ওর নাকের উপর ধাক্কা লাগল, ও হাসির দমকে খিলখিলিয়ে উঠল. "বহিরাগতদের" ও গোপনে শিখিয়ে দিল কেমন করে দরজা খোলবার সময় আঘাতটা এড়িয়ে যেতে হয়।

এক ছুটির দিনে খুব শোরগোল চীৎকার শুরু হল। সকাল বেলাতেই নদীর ধারে একটা অঘোষিত সভা বসেছিল। গ্রানাতোভ তখন সবে ফিরেছে তার ভ্রমণ সেরে। তরুণরা ওর নৌকোর কাছে যাবার জন্যে দৌড় লাগল, কিন্তু দেখা গেল ও কিছুই আনে নি শুধু কতকগুলো ভাড়ার বিল আর রসিদ। এসব ওর কাছে প্রচুর ছিল। সব কিছু জাহাজে তোলা হয়েছে; সব রাস্তার মাঝখানে, আসচে, কিন্তু হাতে কিছুই পাওয়া যায় নি।

যে কোনো দিনই একজন ডাক্তার এসে পৌঁছাতে পারেন, গ্রানাতোভ তাঁকে নিজে দেখেছে। আর কোমসোমলদের ও বলতে পারত যে লোকটির নাম হল প্যালসেভ, বয়স হয়েছে তাঁর, চোখে প্যাঁশনে, অবিবাহিত, আর সংগে আনছেন এক প্যাঁটরা বোঝাই ডাক্তারি বই। বইয়ের খুঁটিনাটি আর প্যাঁশনের কথা শুনে কোমসোমোলরা খানিকটা বিশ্বাস করল।

"কিন্তু আমি তোমাদের কাছে আরো অন্য কিছু বলতে চাই, গ্রানাতোভ বলল। "আমি তোমাদের নিজেদের বিষয়ে তোমাদের সংগে কথা বলতে চাই। তোমরা আমাকে চেনো, চেনো না ?"

"তোমাকে চিনি, আলবৎ চিনি. বাজী ফেলে বলছি !" কোমসোমলরা এক সুরে বলে ওঠে।

"আর তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো ?"

"নিশ্চয়ই করি।"

"হ্যাঁ নিশ্চয় !" তোনিয়া চীৎকার করে ওঠে। উত্তেজনায় একেবারে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তোনিয়া।

"আমাদের দুঃখ কষ্ট সবে শুরু হচ্ছে," গ্রানাতোভ বলে চলল। "আমার ভয় হচ্ছে তোমরা সেই কষ্টের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত নও। পার্টি কমিটি আমাকে দেখা করবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানকার লোকেরা তোমাদের জন্য চিন্তিত। ওরা অবাক হয়ে ভাবছে তোমরা কি করে এতরকম অসুবিধে সহ্য করবে। শীঘ্রই শরৎকাল এসে পড়বে। যতদিন

না আমরা একটা রেলরাস্তা তৈরী করতে পারছি ততদিন পর্যন্ত মালপত্র পাওয়া বেশ শক্ত হবে। এবার বেশ শীত পড়বে। আমি তোমাদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে চাই, কিছুই লুকোতে চাই না, চেপে রাখতে চাই না।"

ও ওদের বলল কত রকমের অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে তাদের প্রতিশ্রুত কাজ সম্পূর্ণ করতে গেলে—যতদূর সম্ভব কম সময়ের ভেতর জাহাজঘাঁটি তৈরী করতে গেলে।

"কমরেড ক্রুগলোভ, তোমাদের ভালমন্দের সঙ্গে যিনি জড়িয়ে আছেন, তিনি অভিযোগ করেছেন যে বিছানাপত্র যথেষ্ট নেই, সবকিছু স্যাঁতসেতে। আর প্রাতঃরাশের টেবিলে মধ্যাহ্ন ও সান্ধ্যভোজে সেই একই জনার ছাড়া আর যখন কিছু নেই তখন এ অবস্থায় কাজ করা একেবারে অসম্ভব। বেশ, যদি মাসের পর মাস তবু এভাবে কাটে, আর খাটবিছানা কিছু নেই, জনার ছাড়া খাবার কিছু নেই তাহলে আমরা কি করতে পারি? আমাদের সেই প্রতিশ্রুতিতে ফিরো যাবো? জাহাজঘাটা তৈরী করতে অস্বীকার করব? পালিয়ে যাব?"

কোমসোমোলরা চীৎকার করে ওঠে "না! না!" ওদের মধ্যে অনেকে তার বদলে প্রশ্ন করে: মালপত্র যাতে আসে তার জন্যে কি করা হচ্ছিল আর বসবাসের ঘরবাড়ী তৈরির জন্যই বা কি করা হচ্ছিল? উদ্বেগ উৎসাহে সভা গরম করে তোলে।

পার্টি কমিটিতে যে বক্তৃতা দিয়েছে তা মনে করে আন্দ্রেই ক্রুগলোভের মুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়।

তার চোখে ধরা পড়ল ক্লাভা ওর দিকে ঘৃণায় লজ্জায় চেয়ে আছে।

"আমার কমরেডরা জানে আমি কাপুরুষ নই আর নিজের নাম ডাক নিয়ে ব্যস্ত হবার মত লোকও নই। যশোলিপ্সা আমার নেই।" ও কাঁপা কাঁপা গলায় বলল। "আমি আমাদের কঠোর শ্রমের কথা বলছিলাম তাদের লাঘব করবার জন্য, কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়, শুধু আমুরের পাথর দিয়ে নয়, আমাদের হাড়মাস দিয়ে জাহাজঘাঁটি তৈরী করতে হবে তাহলে, সবাই জানে, আমি আমার জীবন দিতেও প্রস্তুত, আমার স্বাস্থ্যের কথা আমি কিছুই বলব না।"

ওর শ্রোতারা গোলমাল করে উঠল:

"চুলোয় যাক, কে আমাদের হাড়-মাস কালি করতে বলছে—জান লড়াতে বলছে?" ভালিয়া বেসোনোভ বলে উঠল।

"তুমি কি মনে করো আমাদের কি জন্য এখানে আনা হয়েছে, এখানে সিমেন্টের সঙ্গে আমাদের গুঁড়িয়ে ফেলবার জন্যে?" নিকোলকা চীৎকার করে উঠল।

"যদি চাওয়া হয় আমরা আমাদের জীবন দোবো!" তোনিয়া চীৎকার করে ওঠে।

"তার চেয়ে আমাদের যোগানদারদের গুঁড়িয়ে ফেলা আরো ভাল! সেটা একই কথা!"

"সরে যাওয়া খুব সহজ! কি করে দক্ষতার সংগে কাজ করতে হয় তা শেখা আরো কঠিন!"

পরে গ্রাণাতোভ আন্দ্রেইকে বলল:

"ওই যে হাড়মাসের কথায়—তুমি একটু বেশী দূর গিয়েছিলে—একটু বেশি খোলাখুলি কথা বলেছিলে।"

আন্দ্রেই বিরক্ত হল তবে মুখ বুজে রইল।

কোমসোমলরা তাড়াহুড়ো করে সভা ছেড়ে গেল না। ওরা দলে দলে ভাগ হয়ে গেল। তারা তর্ক করতে লাগল। ঝগড়া শুরু করে দিল। রাগারাগি শুরু করে দিল।

"ওরা সব সময় আমাদের গলার ভেতর কি করতে এই কষ্ট সহ্য করার কথাটা ঠেসে ধরছে বুঝতে পারি না?" ভালিয়া বেসোনোভ বলল। "আমাদের কাছে এসে না বললেও আমরা ওসব বিষয়ে জানি। ওরা কি রকমের কর্মকর্তা যদি ওরা আমাদের মালমসলা সরবরাহ করতে না পারে?"

"গ্রানাতোভ আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে আর কি," সেমা মন্তব্য করল। "দেখবার চেষ্টা করছে আমরা কিভাবে একথাটাকে নিই, আমরা কি ধরনের কোমসোমল। নৌকা আসছে, আমাদের জন্যে আলু মাংস নিয়ে আসছে। আমরা সব নতুন বুট পেয়ে যাবো! ব্যস্ আমরা আর কি চাই? কেক আর দামী দামী পিঠে?"

কেউই অবশ্য কেক আর ভাল ভাল মোণ্ডা মিঠায়ের স্বপ্ন দেখে নি।

"আরে আমরা মরি তো মরব," তিমকা গ্রেবেন বলল। "ইতিমধ্যে চলো আমরা একটু সাঁতার কাটি গে।"

ভালিয়া গেল না। ও উত্তেজিত হয়েছিল, মনে মনে নানা কল্পনায় ও ধুঁইয়ে উঠছিল। সত্যিই এখানে অন্ধ হয়ে গিয়ে প্রাণটা দিয়ে দেবার জন্যে ও এসেছে? মাথাওলা মাতব্বররা ঠিক মত কাজটা চালনা করতে পারল না আর তার জন্যে ওকে খেসারৎ দিতে হবে? বাঃ কী জঘন্য ব্যাপার!

"এই যদি পরিণাম হয়, তাহলে আমি নিজেকে না হয় শেষ করেই দিই, ও মারাত্মকভাবে বলে উঠল, "চলো মেয়েদের কাছে গিয়ে শেষবারের মত মদ খেয়ে হৈ হল্লা করা যাক!

ও মেয়েদের ঘরের দিকে এগোলো আর বুক ফাটিয়ে যত জোরে পারল চীৎকার করল।

"তুমি কি পাগল হয়েছ?" কাতিয়া ঘরের ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করল।

আর এই সময়েই হৈ হল্লা শুরু হল।

কোসতিয়া পেরিপেশকো দরজা আটকে দাঁড়াল আর বেশ গরম হয়ে বলল: "তুমি এখানে কি করছ? যেখানে তোমার অধিকার নেই সেখানে নাক গলাতে এসো না।"

ভালিয়া হাতটা দুলিয়ে কোসতিয়ার কানে মারল। কোসতিয়া বুকে একটা ঘুষি চালিয়ে তার জবাব দিল। কোসতিয়ার বন্ধুরা তাকে মদৎ দেবার জন্যে দৌড়ে এল।

ঠিক সেই সময় কয়েকটা মেয়েতে মিলে একটা দল আর বেশ কয়েকজন ছেলেরা একজোট হয়ে ওদের ঘিরে বেড়িয়ে ফিরছিল ওরা বক বক করতে করতে হাসতে হাসতে, ছেলে মানুষের মত পরস্পর খুনসুটি করতে করতে আসছিল। সোনিয়া ঘাবড়ে গেল। জেনা কালাঝানি জোর করে ওর দিকে খুব খানিকটা মনোযোগ দিচ্ছিল। সে ভয় পেলে গ্রীশা দেখে ফেলবে। যেদিন থেকে রাত-কানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে সেদিন থেকে ও ভীষণ হিংসুটে হয়ে গেছে। নিজেদের দোষ ক্ষালনে অপরাধ স্বীকারে ছেলেরা একে অন্যের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। মেয়েদের দিকে খুব কমই মনোযোগ দিচ্ছিল, নিজেদের মধ্যেই টিটকিরি চালিয়ে যাচ্ছিল, গোলযোগ কোথাও কিছু ছিল না, কিন্তু ভালিয়া আর কোসতিয়াকে দেখে সব গোলমাল হয়ে গেল। প্রথমে ওরা দৌড়ে এল ওদের টেনে আলাদা করে দেবার জন্যে, কিন্তু যখন শুনল মারামারির কারণটা কি তখন ওদের নিজেদের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা উপরে ভেসে উঠল আর শুরু হল তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আর ধিক্কার, খিস্তি খেউড, দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল হৈচৈ আর মারপিট।

গ্রীশা ছুটে গেল আর মাথা ঠাণ্ডা করে মারপিট দাংগা করছিল যারা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করল। ও তখনও বুঝতে পারে নি এ সবের কারণ কি। জেনা কালাঝানি ওকে ডিংগিয়ে গিয়ে ঘুষি তুলে ধরল।

"এখান থেকে সরে যাও!" ও গর্জে উঠে গ্রীশাকে বলল "একবার তুমি যখন নিজে একটা বউ পেয়েছ, বেজন্মার বাচ্চা, চুপ করে থাকো যতক্ষণ না ওকে তোমার কাছ থেকে আমরা সরিয়ে নিই। তারপর আমরা দেখব তুই কি করে কথা বলিস।" "তুই একটা নোংরা ছেলে! বখাটে কোথাকার!" সোনিয়া চীৎকার করে উঠল, ও আর গ্রীশার মাঝখানে নিজে ছুটে এসে দাঁড়াল।

"বর্বর! হনুমান! গরীলা!" ক্লাভা চীৎকার করছিল। ও নির্ভয়ে যোদ্ধাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। "তোমরা আমাদের কি পেয়েছ, লড়াই ঝগড়া করে জিতে নেবার মত মালমশলা নাকি আমরা? এরপর আমরা তোমাদের সংগে কথাও বলব না।"

মারামারিটা শেষ হল খুব একচোট হাসির মধ্যে। কিন্তু যখন খুব গোলমাল চলছিল সেরগেই গোলিৎসিন লিলকাকে ধরে ফেলেছিল, ও এই হট্টগোলটা প্রচণ্ডরকম উপভোগ করছিল। ওকে বনের ভেতর লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেল। গোলমালটা আপনা আপনি ঝিমিয়ে গেল। নিজেদের এই উত্তেজনায় ওরা নিজেরাই লজ্জা পেল। ছেলেরা একচোট হাসতে লাগল আর নিজেদের গা থেকে ঝগড়াঝাটির ধুলো ঝেড়ে ফেলতে লাগল। কেউ কেউ হুমকি আর শাসানি দিল কিন্তু তখন ওদের গায়ের ঝাল অনেকটা মিটে গেছে।

মেয়েরা হাত ধরাধরি করে বুক ফুলিয়ে মিছিল করে চলল। ভালিয়া বেসোনোভের ঠোঁটদুটো ফুলে গিয়েছিল। ও তাই নিয়ে ওদের পিছন পিছন দৌড় দিল।

"কাতিয়া! এক মিনিট!" ও ডাকল।

"ওফ!" সঙ্গে সঙ্গে ও মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল। ওকে যেন পিছন দিকে লক্ষ্যই করে নি, এমনি ভাবে জোরে জোরে পা চালাল।

এক মুহূর্ত ও ষাঁড়ের মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল তারপর তাড়াতাড়ি নিজেদের কুটীরের দিকে হেঁটে চলল।

তোনিয়া দৌড়োল আন্দ্রেই ক্রুগলোভকে ডাকতে: কিছু একটা করতে হবে, কোনো উপায় অবলম্বন করতে হবে, শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এরকম ঘটনার অবসান হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে! মরোজভ খুব অসুস্থ ছিলেন। ওরা একসঙ্গে গেল বজরায় ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্যে। ফেল্ট বুট পায়ে একটা ছড়িতে ভর দিয়ে মরোজভ ওদের সঙ্গে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে দেখা করলেন। সেই ঝড়ের রাত থেকে ঠাণ্ডা জলে কাজ করে উনি মারাত্মক বাতজ্বরে ভুগছিলেন।

"আমি তোমাদের খোঁজেই যাচ্ছিলুম," উনি বললেন, "শুনছি ওখানে খুব খানিকটা হাতাহাতি মারামারি হয়ে গেছে। মস্কো বনাম কিয়েভ, কিয়েভ বনাম লেনিনগ্রাদ, এমনি সব—সত্যি কি? চলো এ নিয়ে কথা বলি আমরা।"

ওরা ওঁর কেবিনে চলে এল।

"এ ধরনের কোমসোমলদের তাড়িয়ে দেওয়া উচিত!" তোনিয়া বলল। "আমাদের একটা সম্মেলন ডাকতে হবে আর একটি কমিটি নির্বাচন করে ওদের দূর করে তাড়িয়ে দিতে হবে।"

মরোজভ দাঁতে দাঁত চাপলেন।

"সবাইকে? কান পাকড়ে? ছিঃ তোমরা সব কি রকম গায়ের ঝাল নিয়ে কথা বলছ!" হঠাৎ উনি বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। "তবে সভা যখন ডাকতে বলছ সেটা ঠিক কথা। আমাদের নিজেদেরই দোষ দিতে হবে। আমরা

দাবী করি ছোকরারা কঠোর পরিশ্রম করুক অথচ ওদের অবসর সময়টিতে আমরা ওদের কিছুই দিই না। যার যা আছে তার ওপরই ছেড়ে দিই।

"ওরা ত শিশু নয়, প্রত্যেকেরই উচিত নিজের নিজের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হওয়া।" ক্রুগলোভ বললে।

"ওরা পারবে যখন আমরা ওদের শেখাবো কিভাবে তা করতে হয়। শোনা যাক তোনিয়া কি সিদ্ধান্তে এসেছে? ওদের সব কান পাকড়ে বের করে দেওয়া হোক। আর ও ত ছেলেমানুষ নয়?"

তোনিয়ার মুখ বীটফলের মত লাল হয়ে ওঠে।

"না না, লজ্জা পেও না, আমি কাউকে বলব না। প্রথম কাজ যা আমাদের করতে হবে সেটা হল ওই সব 'শহরের' হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। আমরা যদি এক একটা দল হিসেবে ওদের বাড়ীতে রাখি ওরা দুদিনেই ভুলে যাবে কে কোথা থেকে এসেছে। প্রত্যেকেই একটা কোমসোমল আশ্রয়ের ভেতর থাকবে। প্রতিটি সংগঠন, এক একটি কোমসোমল দল। আর যত শীঘ্র সম্ভব একটি সম্মেলন ডাকতে হবে। বেশ একটি ক্ষমতাশালী কমিটি নির্বাচিত করতে হবে। যে কমিটি ওদের ছুটির সময়টা কোনো কাজে ব্যস্ত রাখবার উপায় বের বরবে, তাহলে কিছু করবার নেই বলে আলসেমি করে ওরা শুয়ে বসে কাটাতে পারবে না।"

কিভাবে নির্বাচন করতে হবে ওরা আলোচনা করছিল এমন সময় পেতিয়া গুলবেনকো একটা খবর নিয়ে দৌড়ে এল। ভালিয়া বেসোনোভ ওর ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে স্টীমারে উঠে পড়েছে।

ক্রুগলোভ তোনিয়া আর পেতিয়া নদীর ধারে দৌড়ে গেল। দ্বিতীয় বাঁশি বেজে গিয়েছিল, নোঙর খোলা হচ্ছিল, ভালিয়াকে কোথাও চোখে পড়ল না।

আন্দ্রেই স্টীমার ঘাটের পাটাতনের কাছে দৌড়ে গেল, ক্যাপ্টেনকে দেখতে পেল, আর সবাই মিলে গেল ভালিয়ার খোঁজে। ওরা দেখল ও বিষণ্ণ মুখে ওর ব্যাগের ওপর বসে আছে। অনেকটা স্বস্তি আর বিস্ময়ের ভাব ওর মুখে ফুটে উঠল যখন আন্দ্রেই ক্রুগলোভ গিয়ে ওর সামনে দাঁড়াল। ও সংগে সংগে কাঁধের ওপর ব্যাগটাকে ফেলে একটি কথাও না বলে আন্দ্রেইয়ের পিছন পিছন নৌকো থেকে নেমে চলল। ওর ফোলা ঠোঁট দুটো দপ দপ করে কাঁপছিল।

আধঘণ্টা বাদে একটি ছাউনির নিচে বসল একটি কোমসোমল বিচার সভা। ছেলেদের ভীড়ে এমন ঠাসা সভাটি যে কারোরই ঘুরে তাকাবার মত উপায় নেই। কোমসোমল ভ্যালেনতিন বেসোনোভ, জন্ম ১৯১৪, পলাতক আসামী হিসাবে অভিযুক্ত হল।

"বলবার আর কি আছে, নিশ্চয়ই আমি অপরাধী," ভালিয়া বিড় বিড় করে বলল, ওর ঠোঁট দুটোর দপদপানি আগের থেকেও আরো বেশি করে চোখে

পড়ছিল। "কিন্তু আমি পলাতক আসামী নই। আমি এত পাগল হয়ে গিয়েছিলাম যে আমার বুদ্ধি ঠিক ছিল না। আমি নিজের ইচ্ছাতেই ফিরে আসতুম।"

আইন কানুনের সংগে সংগে সাক্ষীও ডাকা হল। কিন্তু ঠিক চরম মুহূর্তে যে বেঞ্চিটায় বিচারকরা বসেছিলেন সেটি ভেংগে গেল আর বিচারকরা সব মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়লেন। বিচারক শ্রোতা ডকের লোকজনরা সব হো হো করে হেসে উঠল।

কাতিয়া স্তাভরোভা বলল :

"ভাল জিনিসই হয়েছে এবার। যদি ছেলেটা নিজেই দোষ স্বীকার করে, আমরা আর কি বেশি চাই?"

সে ভালিয়াকে বের করে আনল।

"বোকা কোথাকার," ও শান্তভাবে বলল। "তুমি একটি চোখ পিটপিটে আস্ত বোকা। কাইরোভ অবশ্য আমার চেয়ে তোমার ভেতর আরো বেশি কিছু পেয়েছে।"

ওরা অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াল।

"তাহলে এই হল ব্যাপার," ভালিয়া বলল। "ঘরপোষা মোরগরা সব আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেছে। আমার জন্যে একটি ভিজে মুরগী ছাড়া আর কিছু নেই। যদি চাও তো আমার ঘাড় মটকে দাও; আর যদি না দাও তাহলে আমাকে করুণা করো।"

সে ওকে করুণা করল। সারা সন্ধ্যে ও ওকে ভালবাসল সহানুভূতি জানাল। ও মুরগীর মত কোঁকর কোঁ করে ডাকল আর ওর দিকে যে রুটি বাড়িয়ে দিচ্ছিল তাতে ঠোকরাতে লাগল, আর ওরা দুজনেই দুজনের দিকে মাথা দুলিয়ে আনন্দে হেসে হুটোপাটি হল।

দিন কয়েক বাদে "শহর" গুলো ভেংগে দেওয়া হল। সব তারুণদের কর্মী দল হিসাবে এক একটা বাড়ীতে রাখা হল। শীঘ্রই একটা সম্মেলন হল যাতে একটি কোমসোমোল কমিটি নির্বাচন করা হল। তাতে রইল আন্দ্রেই ক্রুগলভ, ভালিয়া বেসোনভ, কাতিয়া স্তাভরোভা, আর সেমা আলতশ্চুলার।

ভালিয়া নিজের এই পদ মর্যাদায় অসম্মতি প্রকাশের চেষ্টা করছিল তখনও তার "পলাতক আসামী"র লজ্জা বোধ করছিল সে, কিন্তু কেউই সেকথা শুনল না। "বেশ না না ঠিক আছে, তুমিই একাজে বেশ শক্ত লোক হবে," ওরা ওকে বলল।

ওদের উপনিবেশ থেকে দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় সভা বসেছিল। তরুণরা বসেছিল ঘাসের উপর গাছের গুঁড়ি আর কাটা গাছের কাঠের উপর। সভা শেষ হতে ওরা গান গাইল।

হঠাৎ গান থেমে গেল। গাঁয়ের দিক থেকে যে রাস্তাটা এসে পড়ছে সেখানে

দুটি অপরিচিত মূর্তি চোখে পড়ল। ওরা হল একজন যুবক আর একটি মেয়ে। দুজনেরই মুখ গোল। গালের হাড় উঁচু, আর একটু তেরছা চোখ। মেয়েটি পরেছিল একটি কালো পোশাক, একটি হলুদ রঙের কোমর বন্ধনী আর তার লম্বা কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছিল অসংখ্য পাতলা খোঁপায় তার কাঁধের উপর আর তার পিঠে ফেলা পর্যটকের থলিটার উপর। ওর চেহারা ছোটখাটো পাতলা আর ইদুরের মত ভীরু। এত লোকজন দেখে ও কেমন একটু কুঁকড়ে গেল আর তার সংগীর পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

"হ্যাঁ সেই ত!" জেনা কালুঝনি চেঁচিয়ে উঠল।

হঠাৎ নবাগতরা দেখল ওদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। জেনা উত্তেজনায় কিলটুকে জড়িয়ে ধরল।

"কি হে ছোকরা!" ও বলল। "আমি দেখছি তুমি তোমার কথা রাখার মত একটি মানুষ। তুমি বলেছিলে তুমি আসবে আর ঠিক এসে গেছ! ভালই করেছ!"

কিলটু হঠাৎ হকচকিয়ে গিয়ে ওর চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল তারপর বিড় বিড় করে বলল, "নিশ্চয়ই আমি এক কথার মানুষ, আমি কোমসোমোল।" সে মেয়েটিকে আঙুল দিয়ে দেখায়।

"সেও কোমসোমোল। মেয়ে কোমসোমোল।"

মুমি দাঁড়িয়েছিল। ওর পাতলা বাদামী দুটি হাত। দুপাশে ঝুলছে। আর ওর ঠোঁঠে লেগে আছে একটি সলজ্জ হাসি।

কাতিয়া ওর হাত ধরল।

"কি হে", ও বলল, "তুমি কি আমার দলে যোগ দিতে চাও?"

ভালিয়া কিলটুর হাত ধরে বলে, "তুমি আমার দলে যোগ দেবে। তাহলেই হল, দেখছ তো আমরা তোমায় ভাগ করে নিয়েছি।"

মেয়েটি ভয় পেয়ে তার সংগীকে আঁকড়ে ধরল।

"আমি ওর সংগে থাকব। আমি ওর সংগে থাকব।"

প্রত্যেকেই এতে উল্লসিত হয়ে ওঠে। মুমিও ওদের হাসিতে যোগ দেয়। কি জন্যে যে এই শোরগোল তা না বুঝেই। দশ মিনিটের মধ্যে কোমসোমোলরা ওদের গল্প শোনে। কিভাবে মুমির বাবা ওকে একটি কুলাকের ছেলের কাছে বিক্রি করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিভাবে কিলটু আর মুমি রাত্রে একটা নৌকো করে পালিয়ে এসেছে। আর কেমন করে মুমি এখনও ভয় পায় যে ওদের ঠিক খুঁজে বের করা হবে আর জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

"চুলোয় যাক গে! তোমরা এখন আমাদের লোক।" ভালিয়া বলল। "ওরা চেষ্টা করুক না! আমরা ঠিক ওদের বোকা বানিয়ে দেবো!"

"আজ থেকে তোমরা আমাদের 'আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী'র সদস্য।"

সেমা ঘোষণা করল। "আর যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয় তাহলে আমি একাই তার মোকাবিলা করব।"

রাত্রির মত ওদের একটা কুঁড়ের মধ্যে রাখা হল, যদিও কিলটু আর মুমি পীড়াপীড়ি করল যে ওরা নৌকোতেই ঘুমোতে অভ্যস্ত। ওদের জনার, যব এইসবের মণ্ড দিয়ে আপ্যায়ন করা হল। ওরা দুজনেই ওই খেতে খুব ভালবাসত। ওদের দুজনকে দুটি সবচেয়ে ভাল বিছানার সরঞ্জাম দেওয়া হল। আতিথেয়তার আইন অনুযায়ী এই রকমই আশা করে সকলে।

আটাশ

ইশাকভের কুঁড়ে ঘরে একদল মেয়ে এসে জমা হয়েছিল।

গ্রীশা মরীয়া হয়ে ওর সিগারেট চিবুতে চিবুতে বাইরে একটা কাটা গাছের গোড়ার উপর বসে বসে মেয়েদের কথাবার্তার শব্দ শুনছিল। ওরা মুখে একটা বিষণ্ণ ভ্রূকুটির ভাব ফুটে উঠেছে। সেমা আলতশ্চুলার, বুকের উপর হাত দুটো আড়া-আড়ি রেখে, আর একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসেছিল।

"তুমি কি বুঝতে পারছ না? পারছ না? গ্রীশা চেঁচিয়ে উঠল। ওর চিবোনো সিগারেটটার প্রান্তটাকে কামড়ে ধরে।

"একবার একজন স্ত্রীলোকের মাথায় কোন একটা মতলব্ যদি ঢোকে···" সেমা বলল, ওর ভাবনাকে অসমাপ্ত রেখে।

কুঁড়ের ভেতর থেকে উত্তেজিত কথাবার্তার অংশ ছিটকে আসতে লাগল ওদের কাছে।

"আমি মনে করি এটা তোমার কোমসোমোল কর্তব্য কর্ম······।"

তোনিয়ার প্রচণ্ড বিস্ময়:

"যত জঞ্জাল আর মূর্খতা!"

"এসব ওর কাজ," গ্রীশা মুখ কালো করে বলল। "জঘন্য বুড়ী বেড়াল একটা!"

"ওর নিজের কিছু চিন্তাধারা আছে," সেমা শান্তভাবে বলল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে থাকল, "আর খুব ভাল জিনিস। কিন্তু একমাত্র ত্রুটি হল যে সে এখনই অনেকগুলো জিনিস দেখতে পাচ্ছে না। অথবা সব দিক থেকে দেখলে একটা জিনিসও দেখতে পাচ্ছে না।"

"সেটা কি?" গ্রীশা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল। ওর মনের ভেতর আরো কি একটা ভাবনা চলছিল।

"তোনিয়া জানে আমরা এখানে গড়তে এসেছি। সেটা সে ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু সমস্ত ছবিটা দেখতে পাচ্ছে না।" সেমা ধৈর্যসহকারে

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে থাকে, "আমরা শুধু যে এই শহরটা তৈরী করছি তা নয়, আমরা একটা নতুন *জীবন* গড়ছি।"

"ঠিক তাই!" গ্রীশা উত্তেজিত হয়ে বলল। "সেটাই ত আশা করা যায়—সেটাই তো চাই—ঠিক তাই, দ্রুত একবার চেয়ে দেখলে যেন প্রতিটি জিনিস ধরা পড়ে। এক নজরে আর কি।"

"শান্ত হও," সেমা বলল, "একটা কথা হল, আমাদের পিছনে একটা যুক্তি আছে ; আর কথা হল—আমাদের কোমসোমোল কমিটি আছে। মেয়েরা পাগলের মত কেঁউ কেঁউ করে চীৎকার করুক, মরণের দিন পর্যন্ত ওরা তর্ক করুক। কমিটির মতামতের বিরুদ্ধে ওদের মতামতের দামটা কি?"

গ্রীশা আতংকের দৃষ্টি নিয়ে সেমার দিকে ফিরে দেখল। "কমিটি? তুমি কি একেবারে আস্ত একটি পাগল নাকি?"

"তুমি নিজেকে সামলাও তো কর্তা," সেমা শান্ত অথচ তিক্তভাবে বলল। "আমি পাগল হই নি, কিন্তু আমি নিশ্চিত বলতে পারছি না তোমরা সবাই সেখানে চলেছ। ওই যে মুরগীর দল সব কোঁকর কোঁকর করছে তারাই তোমার মগজটাকে বরবাদ করে দিয়েছে। একজন পুরুষ মানুষের মত তুমি জিনিসগুলো ভাবতে পারো না। তুমি কি ভাবো ওরা আমাদের কমিটিতে বাছাই করে নিয়েছে ঠিক লোকে যেমন আরাম চেয়ার বেছে নেয়—বেশ নরম আর সোজা?"

এবার বেশ কিছুক্ষণ কাটে গ্রীশা কোনো উত্তর দেবার আগে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ও নিজেই একটা সিগারেট পাকায় আর সেটা টানতে থাকে। সেমা নীরবতা ভঙ্গ করে না। চুপ করে থাকে। ভাবে একটা নতুন চিন্তাকে নীরবতার মধ্যেই গ্রহণ করতে হয়। আর নিঃসন্দেহে গ্রীশা একটা নতুন চিন্তাকেই গ্রহণ করছিল।

"তুমি ঠিক বলেছ," মনের ভাবনা শেষ হতে ও বলল। "তুমি ঠিকই বলছ, তবে সোনিয়া কখনই রাজী হবে না। ও দারুণ ক্ষেপে যাবে।"

"হ্যাঁ, প্রথমে হয়ত ক্ষেপে যাবে, পরে ও কৃতজ্ঞ বোধ করবে," সেমা একটা দার্শনিক প্রশান্তিতে বলল।

কুঁড়ে ঘরটার ভেতর বেশ গোলমাল চলেছে।

সোনিয়া একা কোণে দাঁড়িয়েছিল। যুক্তি তর্কে ও কোনো অংশ গ্রহণ করে নি। ও শুনছিল। প্রতিটি মতামত হিসেব করে দেখছিল। গুরুত্ব বোঝবার চেষ্টা করছিল। শুনছিল কি সিদ্ধান্ত হয়। আর সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি হয় জানবার জন্য।

"তুমি কিছু বলছ না কেন?" কাতিয়া ওকে একটা চাপড় লাগায়।

ও এই তিরস্কারের কোনো উত্তর দেয় না। ও চুপ করেছিল কেন না

যুক্তিতর্কগুলো ওকে খুব ব্যক্তিগতভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছিল আর সে নিজে এখনও নির্ভুল সিদ্ধান্ত খুঁজে পায় নি।

সোনিয়া সব কিছুর ওপরে মূল্য দিত পরিষ্কার সারল্যকে। আর আজ পর্যন্ত তার জীবনের বেশির ভাগ সমস্যার উত্তরই খুব পরিষ্কারভাবে সে পেয়েছে। আর এখন জীবনে এই প্রথম সে এমন একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে যা তাকে অবরুদ্ধ করেছে এবং তার জীবনের মৌলিক কতকগুলি আদর্শকে স্পর্শ করেছে। ও অন্তঃসত্ত্বা। ওর কি আজ সন্তানের জন্ম দেবার কোনো অধিকার আছে যখন এই নগর নির্মাণের কাজ সবে আরম্ভ হয়েছে, যখন ওদের কাজের লোক খুবই কম, আর যখন বেঁচে থাকবার এই অবস্থা এমনই যে বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান পরিণত বয়সের মানুষরাই কোনোরকমে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারছে?

"এটা নিছক একটা অহমিকা,—তুমি নিজেকে তোমার গামছা তোয়ালে আর বোতল নিয়ে সমস্ত গোষ্ঠীর একটা বোঝা তৈরী করে ফেললে," তোনিয়া ঝগড়া শুরু করে দিলে।

"কেন বোঝা কেন?" কাতিয়া তর্ক করে। "আমাদের নতুন শহরে ছোট ছেলেপুলে থাকবেই। তুমি কল্পনা করতে পার পার্ক আছে বাগান বীথি আছে আর তার ভেতর একটিও শিশু নেই? আমাদের মানচিত্র থেকে হেসে উড়িয়ে দেবে!"

কোমসোমোল উপযোগী একটা আত্মত্যাগের প্রেরণায় সোনিয়ার মন প্রাথমিকভাবে উদ্ধত হয়ে উঠেছিল। সে ঘোষণা করেছিল যে সে ভ্রূণহত্যা করবে। এখন অবশ্য সে তার বন্ধুর সিদ্ধান্ত কি তার অপেক্ষায় ছিল ভয়-কম্পিত হৃদয়ে। এরকম একটা আত্মত্যাগ কি সত্যিই তার কাছে চাওয়া হবে?

"না না; কোনো অবস্থাতেই নয়," ক্লাভা জোর দিয়ে বলল। "সে কি, এ ত' হত্যার সামিল!"

লিলকা ব্যাপারটাকে আরো সহজভাবে দেখতে পাচ্ছিল। "তুমি একটা শিশুকে বড় করবে মানুষ করবে কি করে? ও মৃত্যু যন্ত্রণায় কষ্ট পাবে আর তুমিও পাবে। শীতটা একবার কল্পনা করো—তোমার ঘাড় পর্যন্ত জমিয়ে দেবে, উত্তাপ নামে শূন্যেরও নীচে, আর তুমি তোমার ঘরের ভেতর বরফ গলাচ্ছ বাচ্চাটাকে চান করাবার জন্যে।"

"তুচ্ছ ব্যাপার! সেই সময় সব কিছুই সহজ হয়ে যাবে," কাতিয়া চীৎকার করে ওঠে। "ও যে সময় আঁতুড়ে ঢুকবে তখন একটাও কুঁড়েঘর থাকবে না এই জায়গায়। ন মাস—সে একটা যুগ!"

ঠিক সেই সময় সেমা আর গ্রীশা এল। মেয়েরা তখনই কথা বন্ধ করে দিল। সোনিয়া লজ্জায় দারুণ লাল হয়ে উঠছিল, আর একটা বিষয়ে আলোচনাটাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল।

"আমরা সে বিষয়ে পরে কথা বলব, সোনিয়া", সেমা দৃঢ়ভাবে বললে। "তুমি তোমার বিপদটাকে তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করছ কেন? সোনিয়া আমাকে ক্ষমা করো, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বলব আমি মনে করি যে যদি সত্যই তুমি ছেলে না চাও সেটা একটা সর্বনেশে ব্যাপার, বাস্তবিক তোমার ক্ষেত্রে এটা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তুমি যদি উদ্বিগ্ন হও যে আমাদের এতে ক্ষতি হবে—কোমসোমোলদের এবং এই নির্মাণ পরিকল্পনার—তাহলে তুমি ভুল করবে—কোমসোমোল কি জন্যে রয়েছে যদি না মানুষকে সাহায্য করতে পারে? আমরা বুঝতে পারি সহানুভূতি জানাতে পারি, এর মধ্যে এটুকু নিশ্চয় তোমার জানা উচিত।"

"এই ত এভাবেই কথা বলতে হয়," ক্লাভা চেঁচিয়ে ওঠে। ওর চোখে অশ্রু ছলছল করে ওঠে। "ও ঠিকই বলছে, সোনিয়া প্রিয় আমার, ও ঠিকই বলছে!"

"ও বলছে আমাদের এ ব্যাপারটা কোমসোমোল কমিটির সামনে উপস্থিত করা উচিত," গ্রীশা আস্তে আস্তে বলে, সোনিয়ার দিকে একটা শঙ্কিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

তবুও সোনিয়া কিছু বলল না। ও গ্রীশার ওপর রাগ করে নি। ও ভাবছিল যে একজন কোমসোমোল সদস্য হিসাবে এমন কোন সমস্যা থাকতে পারে না ওর জীবনে যার সংগে সংগঠনে তার কমরেডদের কোন সম্পর্ক নেই অথবা সে বিষয়ে তাদের ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু সে এটাও ভাবছিল যে সে লজ্জা পেয়েছে, দারুণ লজ্জিত হয়েছে, তার অত্যন্ত গোপন ব্যক্তিগত রহস্যটা অন্যের কাছে প্রকাশ করে ফেলেছে! কি হবে যদি ওরা হাসে? কি হবে যদি ওকে ওরা বিরক্ত করে? টিটকিরি দেয়? এইসব ভাবনা থেকে জাগল একটা ভয়। এ সময়টা এরকম হয়। এই ভয়ের কারণ হল তার জীবনের একটা বড় রকম পরিবর্তন। বাচ্চার জন্ম দেবার সময় যে কী প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর কষ্ট সে গল্প সে শুনেছে, বাচ্চাদের নানা অসুখ বিসুখ—পেটের অসুখ হামজ্বর। এসব না থাকলে জীবন অনেক সহজ আর স্বচ্ছন্দ হতে পারে—কিন্তু তাতে কি আরো ভাল হবে?

"যখন কোনো লোক বেশ একটা কঠিন জায়গায় এসে পড়ে," সেমা বিশেষ কাউকে লক্ষ্য না করে বলতে থাকে, "পাশে বন্ধু বান্ধব থাকা কত ভাল যারা বলবে, সব সময়, বন্ধু, আমরা তোমার সংগে আছি।"

সোনিয়া হাসল। ও সেমার সাড়ম্বর বাচনভংগীতে সব সময় বেশ মজা পেত। তবুও কেউই ওর চেয়ে ভাল করে কোমসোমোলদের অস্পষ্ট অনুভূতি-গুলোকে প্রকাশ করতে পারত না। বেশ বিপদের সময় ওর এমনি সব বাণী শুনে, যদিও প্রতিউত্তরে অনেকেই হাসত, তবু তার ভূমিকা অবহেলার যোগ্য ছিল না, একটা চূড়ান্ত ফল পাওয়া যেত। বর্তমান অবস্থায় সোনিয়া

তার কথা শুনে হাসল, কিন্তু তার গোলমেলে চিন্তাভাবনা একটা সিদ্ধান্তের ভেতর গুছিয়ে গেল শুধু তাড়াতাড়ি যে বেশ একটু কাতর কণ্ঠে জানাল, "বেশ, আন্দ্রেইকে ডাকো আর তার সংগে যে কেউ প্রয়োজনমত আসুক। তারাই স্থির করুক।"

কাতিয়া দরজার কাছে ছুটে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল। দ্বিধা-গ্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, "সমস্ত কমিটি?"

গ্রীশা মাথা নাড়ে। প্রত্যেকে কেন? আন্দ্রেই ক্রুগলভ হলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু সোনিয়া, যদিও তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল আর তার চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল, তবু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, "সব কমিটি। নয় সবাই আর নয়ত কেউ নয়।"

এটা একটা কমিটির অসাধারণ অধিবেশন। সভাটা বসল ইশাকভদের গেরস্থ বাড়ীতে। আসতে আসতে কাতিয়া সব সদস্যকে বলল আলোচনার বিষয়টা কি হবে, আর তারা উপলব্ধি করল যে এই হয়ত প্রথম কোমসোমোল-দের ইতিহাস এভাবে এরকম একটা প্রশ্নের মীমাংসা হবে।

"আমরা কি এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করব?" সন্ত্রস্ত কাতিয়া জিজ্ঞাসা করে, ও কমিটির সম্পাদক।

"বোকা," আন্দ্রেই উত্তর দিল। সেও ওমনি ভয় পেয়েছিল। আর সেই কথা বলে সে সভা শুরু করে দিল। "সবাই জানে আমরা কেন এখানে সমবেত হয়েছি? বেশ, তাহলে···বেশ, বলো, বল' তুমি কি ভাবো। সোনিয়া তোমার কি বলবার আছে?"

"যা ঠিক আমি তাই করতে চাই। কোমসোমোল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে," ও দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে যদিও লাল থেকে ওর মুখটা ক্রমশঃ সাদা হচ্ছিল। "আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছের কোন দাম নেই।"

"ওহে, সে কথা হচ্ছে না···।" গ্রীশা ফেটে পড়ল।

"এক মিনিট," আন্দ্রেই শান্তভাবে বাধা দেয়। "তোমরা কি রাজী হও নি, তোমরা দুজনে?"

"পুরোপুরি না," গ্রীশা হতাশভাবে চীৎকার করে উঠল। যেন আবার ওকে কেউ বাধা দেবে তাই তাড়াতাড়ি কথা বলছিল, যদি ওর মনের কথাটা খুলে বলতে না পারে। প্রত্যেককেই যেন একবার একবার করে ডেকে কথা বলছিল। তার সিদ্ধান্ত যে ভুল হচ্ছে না এটাই যেন দেখতে চাইছিল, "অবশ্য আমরা একটা নবজীবনের সূচনা করছি তুমি নিজেও তাই বলেছ, আন্দ্রেই আর সেমা তুমিও তাই বলেছ। তাই আমাদের দায়িত্ব হল একটা নতুন ধরনের পরিবার সৃষ্টি করা, একটা নতুন যুগের উত্তরাধিকারী, তাই না? যদিও সেটা কঠিন হয়, তোমরা নিজেরাই বলেছ আমরা সব বাধা অতিক্রম করতে পারব যদি আমরা শুধু একসংগে কাজ করি। তুমিও তাই বলেছ

ভালিয়া। আর যাই হোক, আমরা বাড়ী তৈরি করতে চলেছি, এই ধরনের কাঁচা খোড়ো ঘরে, ত আর আমরা চিরকাল থাকতে যাচ্ছি না। তোমরা কি বলতে চাও আমরা একটা শিশুর জন্য একটুখানি ঠাঁই করে নিতে পারব না? আর তাছাড়া, তোনিয়া যা বলছে তা করা অন্যায়।"

"হ্যা তোনিয়া কি বলছে?" ভালিয়া জিজ্ঞাসা করল ওর দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

"আমি বলছি সেটা কি," তোনিয়া কঠোরভাবে উত্তর দিল। "পারিবারিক জীবনে হাতা-বেড়ী-খুন্তি-তোয়ালে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢোকা। প্রথমে আমাদের হাতে লক্ষ লক্ষ কাজ রয়েছে তা করতে হবে। আর প্রত্যেকে মিলে একসঙ্গে হাত লাগিয়ে তা করা দরকার। আমাদের এই সংগঠনের ওপর আরো একটা বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দেবার সময় এটা নয়।"

"হতে পারে খুব তাড়াতাড়ি," কাতিয়া আহত স্বরে বলল, "কিন্তু বাস্তব অবস্থাটাকে তো তুমি এড়িয়ে যেতে পারো না। দুদিন বাদেই শিশু আসছে আর একমাত্র যে কথাটা বলে নিতে হবে তা হল আমরা তার জন্য কি করব। আর কি? হাজার হোক, সে ইতিমধ্যেই তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে।"

সোনিয়ার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠে। দুহাত দিয়ে ও ওর মুখ ঢাকে। ও নিশ্চিত বুঝতে পারে ছেলেরা হাসাহাসি করবে। যা ঘটেছে তা নিয়ে ভালিয়া অবশ্যই কিছু কানাঘুষো মন্তব্য করবে। সে এটা সহ্য করতে পারবে না—নয় সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠবে আর নয়ত রাগে চীৎকার করবে।

"আমি কিছু বলতে পারি?" ভালিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"এইবার আসছে···"সোনিয়া ভাবল। এরকম একটা উপহাসজনক আলোচনায় সে একেবারে রাজী হল কেন?

"আমাকে কতকগুলো কথা জানাতে অনুমতি দাও," ভালিয়া তার অভ্যস্ত পরিহাসতরল কণ্ঠে বলতে শুরু করল, "আমার মা আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন একটা গোয়াল ঘরে। যেখানে শুধু চতুষ্পদ জন্তুদের রাখা হয়। যাদের আমরা বলি গরু। আর তিনি আমাকে স্তনপান করিয়েছিলেন যতদিন না আমার দুবছর বয়স হয়েছিল কারণ আমাকে খাওয়াবার আর কিছু ছিল না। সেটা যুদ্ধের সময় আর আমরা ছিলাম বাস্তুহারা। বেশ," ও বেশ জোরে চীৎকার করে উঠল ওর কণ্ঠস্বরের চাপল্য চলে গিয়ে ফুটে উঠল একটা অপমান: "আমি কি সেই অবস্থার মধ্যে বেঁচেছিলাম না থাকি নি? আমার মা ছিলেন একেবারে একা। এখানে আমাদের ভেতর এত লোক রয়েছে। আর তুমি বলছ আমরা একটা ছোট ছেলেকে মানুষ করতে পারব না? সোনিয়া কিছু ভেবো না। আমরা ঠিক ব্যবস্থা করে নেবো। তোমার ছেলে হোক আর তোমার মঙ্গল কামনা করছি আমি।"

সেমা আলতশ্চ্লার উঠে দাঁড়াল। হাবভাব দেখে মনে হল ও একটা বক্তৃতা করবে। কিন্তু একটা অসংলগ্ন কিছু বিড় বিড় করে আউড়াবার পর ও ঘুরে দাঁড়াল আর দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

"আমার মনে হচ্ছে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে, আন্দ্রেই বলল, "আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি যখন এখানে আসছিলাম আমি আপন মনে ভাবছিলাম। কতভাল হল! এখানে আমরা এসেছি, আমরা সব যুবক, সব কোমসোমোলরা, এই বৃহৎ নির্মাণের কাজ নিয়ে। এখনও অবশ্য তার কোনো চিহ্ন নেই, তবে আমাদের সকলেরই এই নতুন শহর সম্পর্কে একটা স্বপ্ন আছে—আমাদের কল্পনায় অথবা আমাদের স্বপ্নে আমরা সবাই একে দেখতে পাচ্ছি। আর এখন এই শিশুটি আসছে আমাদের নতুন শহরে সেই হবে প্রথম নতুন নাগরিক—কি আমি ঠিক বলছি না?"

সোনিয়া ওর কাছে ছুটে যায় ওর হাত ধরে ফেলে।

"ঠিক এই কথাটাই আমি মনে মনে ভাবছিলাম," ও হাঁপাচ্ছিল আর হু হু করে কেঁদে ফেলল। আন্দ্রেই-এর কাঁধে ও মুখ লুকালো।

যখন সবাই ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল সেমা আলতশ্চ্লার আর জেনা কালঝিনিকে দরজার কাছে দেখা গেল। জেনার হাতে একটা বাণ্ডিল আর দারুণ লজ্জা পাচ্ছিল; ও ভোলে নি সোনিয়ার সংগে সম্প্রতি ওর ফষ্টিনষ্টি করার চেষ্টা। ও ঠিক জানত যে এর জন্য সবাই ওকে নিন্দা করবে। সেমা ওর হাত থেকে বাণ্ডিলটা নিল আর সেটা খুলে ফেলল। তার ভেতর থেকে দুটো নীল শার্ট পড়ে গেল, একটা বড়, আর একটা তার চেয়ে ছোট।

"সবাই হেসো না। হতে পারে তোমরা ঠিক যা চাও এটা তা নয়, কিন্তু অপরপক্ষে আমাদের তো বিভাগীয় কোনো দোকান নেই আর এখানে সিল্কের কোনো কলকারখানাও নেই আর আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক-এর দরকার হবে খাটো জামা তোয়ালে কি নয় আর হতে পারে এটা হয়ত কাজ দেবে যদি এক নম্বর নাগরিক চান বেশ ভব্য সভ্য পোশাক আর তাঁর উপযুক্তই হবে যাই বলো না কেন তোমরা এটাকে। মিহি ক্রেপ কিংবা নরম সিল্ক। তা আমাদের যখন তা নেই এমন কি ক্যালিকোও যখন নেই, এই কতকগুলি কামিজ রয়েছে সোনিয়া—একেবারে নতুন আনকোরা আইরিশ লিনেন—আহা! একেবারে তোমার চোখের মত নীল। তুমি কি মনে করো এগুলো তোমার কোনো কাজে লাগবে?"

"ওঃ ভারী সুন্দর!" ক্লাভা হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। সোনিয়া ছেলে দুটির কাছে যায়, সেমার দুই গালে চুমো খায়, আর একটু আত্মসচেতন হয়ে জেনাকেও চুম্বন করল।

"কিন্তু এই শার্টগুলো তো তোমাদের কাজে লাগবে," ও প্রতিবাদ করল।

"ওগুলো আনকোরা নতুন আর কিছু একটা পুরোনো হলেও তো কাজ চলে যেতো।"

"আরে না!" ভালিয়া চেঁচিয়ে উঠল, "একটা শার্ট তুলে নিল আর ওর আঙুল দিয়ে জিনিসটা পরীক্ষা করতে লাগল। "এক নম্বর নাগরিক। পুরোনো পোশাক? ভাবতে পারা যায় না! আমার দিক থেকে, আমার এই উপহারটা হবে একটা চাদর—সত্যি বলছি জিনিসটা খাঁটি," ও ওদের আশ্বাস দিল. ভয় পাচ্ছিল ওরা হয়ত ভাববে এটা একটা ফাঁকা অহংকার, "একেবারে নতুন একবারও শোয়া হয় নি এর ওপর। গদি তোষক ছাড়া ভাল চাদরের দাম কি? বন্ধুরা আমাকে সমর্থন করবে—একেবারে নতুন। এ থেকে তুমি অনেকগুলো কাঁথা তৈরি করতে পারবে।"

এর পর কয়েকদিন ধরে শুধু সোনিয়ার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা নয় তাছাড়া যে সব কোমসোমোলদের ও প্রায় চিনতই না তারাও খবরের কাগজে মুড়ে ওর হাতে পার্সেল পাঠাতে লাগল।

"একটি কামিজ।"

"একটি শাল!"

"লম্বা পশমের চোলা কাপড় (অন্তর্বাস)—খুব ভাল তৈরী গরম কামিজ।"

ত্রপিফানভ প্রস্তাব করল যারা চায় তাদের অবসর সময়ে একটা ব্যারাক তৈরি করতে পারে আর ইশাকভদের জন্যে যেন সেখানে একটা ঘর নির্দিষ্ট রাখা হয়। ওরা ওয়েনারের সম্মতি পেল, কাজটা গুছিয়ে নিল আর উদামের সঙ্গে সন্ধেটা দিল সেই কাজে আর বাকী সারাদিন ধরে "তাদের নিজেদের" বাড়ি তুলতে লাগল।

ওদের নতুন বন্ধু মুমি আর কিলটু বার্চ গাছের কাঠ দিয়ে বেশ চমৎকার শৌখিন একটা দোলনা তৈরি করে ফেলেছে।

দু'হপ্তা বাদে আন্দ্রেই ক্রুগলভ একটি কোমসোমোল সভায় ঘোষণা করল যে সোনিয়া ইশাকোভা অনুরোধ জানিয়েছে যেন আর উপহার না আনা হয় কেন না এখন ওর যা দরকার পেয়েছে।

ঐ দিন সন্ধ্যায় ইশকভরা একটা পার্শেল (মোড়ক) দেখতে পেল ওদের গেরস্থ বাড়িতে। তাতে ছিল দুটি পুরুষদের রুমাল। আর একটা চিঠি: "মেয়েদের মাথা ঢাকার কাজে লাগাতে হবে।"

উনত্রিশ

প্রবল ঝোড়ো হাওয়া মেয়েটির পোষাক ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছিল, তার চুল জড়িয়ে যাচ্ছিল, চোখে এসে ঝাপটা লাগছিল। বাতাসের সঙ্গে এই বোঝা-বুঝিটা কাতিয়া বেশ উপভোগ করছিল, ওর ইচ্ছে করছিল দু হাত ছড়িয়ে ও

চেঁচিয়ে ওঠে "হুররা!" কিন্তু ওর ভয় হল বাতাস বুঝি ওকে উড়িয়ে নিয়ে আমুরে ফেলে ডুবিয়ে মারবে, আর এখন সেই আমুর—ওরে বাব্বা! বরফ জল!

"বেঁচে থাকা এত ভাল, বেঁচে থাকা এত ভাল!" ও গান গেয়ে ওঠে। হঠাৎ একটা কিছু দেখতে পেয়ে ওর গান থেমে যায়। একটা কালো বিন্দু জলের ওপর দুলছিল। ও বুঝতে পারল না এটা কি একটা মানুষের মাথা না তরমুজ। তরমুজ কি করে হবে? নিশ্চয়ই একটা মানুষের মাথা। কিন্তু তরমুজের মতই মানুষের মাথা এই ঠাণ্ডা জলে অসম্ভব ব্যাপার।

কাতিয়া চাপ চাপ নিরেট বিস্তৃত নদীতে উল্টোনো দাঁড়ি নৌকো কি জাহাজডুবির ভগ্নাংশের আশায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কে হতে পারে? কোনো নানাই জেলে কি তবে? অথবা পথহারা কোন শিকারী, কেউ হয়ত হবে—ক্লান্ত ক্ষুধার্ত—ওদের ক্যাম্প ফায়ারের ধোঁয়ায় আকৃষ্ট হয়ে এই তিন কিলোমিটার চওড়া নদীতে সাহস করে ভেসে পড়েছে।

সাঁতারু কাছে আরো কাছে এগিয়ে আসে। ঢেউ ওকে পাশ থেকে ধাক্কা মারছিল। স্রোতের সংগে সংগে নদী ওকে এদিকে ঠেলে আনছিল। কিন্তু প্রতিকূল স্রোতকে বাধা দেবার মত প্রচণ্ড শক্তিশালী সে।

সে ওর জন্যে কি করতে পারত? ওর জামাটা ওকে দেবে? হাত দিয়ে ওকে চেপে ধরবে আর যত দ্রুত পারে ওদের বাড়ির দিকে ছুটে যাবে যাতে বাতাসে লোকটা জমে যাবার আগে তারা কিছু করতে পারে?

সাঁতারু প্রায় তীরের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। এখনও নদীটা কত গভীর তা অনুভব করবার চেষ্টা করছিল। এবার ও দাঁড়িয়ে উঠছিল আর নাক দিয়ে জল বের করে দিচ্ছিল।

কাতিয়া ভাল মানুষের মত ওর চোখ সরিয়ে নিল। সাঁতারু নদীর পাড় থেকে উঠে হুড়মুড়িয়ে তার দিকে আসতে পারে। কিছু বোঝবার আগে দুটি সবল হাত ওকে জড়িয়ে ধরে আর ভিজে ঠোঁট দুটি চেপে ধরে ওর মুখের উপর, অবাক বিস্ময়ে ওর মুখ অর্ধেকটা খুলে গেছে।

ওর রাগ হচ্ছিল না—শুধু অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই দেখে ভালিয়া আবার চুমু খেল। এবার, অবশ্য, কাতিয়া ওকে বেশ জোরে ওর কাঁধের উপর আঘাত করল।

"বোকা! ভিজে সপসপে হয়ে গেছ! পিরিত করবার ভারী সুন্দর সময় পেয়েছ না!"

দীঘির ধারে সোনিয়া একা বসেছিল। বালির উপর যেখানটা দীঘি থেকে নদীটা ভাগ হয়ে গেছে সেখানে একটি যুগলকে দেখতে পেল, কিন্তু তার অস্থির চাহনি নিরপেক্ষভাবে ওদের উপর দিয়ে পিছলে সরে গেল। হঠাৎ

ওর প্রায় কাছ দিয়ে ওরা দৌড়ে পালাল; ভালিয়া কাতিয়াকে ধরবার চেষ্টা করছিল, কাতিয়া হাসছিল, ওকে টিট্‌কিরি দিচ্ছিল যেই ও ওর কবল থেকে ছিটকে সরে যাচ্ছিল। তোনিয়া আবার ওদের চলে যেতে দেখল আর ওর বিষণ্ণ ভাবনার ভেতর ডুবে গেল। কয়েকদিনের ভেতর একটা নতুন অনুভূতির অভিজ্ঞতা ওর হয়েছিল আর সে নিশ্চিত হতে পারছিল না সেগুলো ভাল না খারাপ।

এই সবেরই শুরু সেদিন থেকে যেদিন ছেলেরা মেয়েদের নিয়ে মারামারি করছিল। ওকে নিয়ে কোনোদিন কেউ মারামারি করে নি। উল্টে ছেলেরা ওকে এড়িয়ে চলত। এক একসময় খারাপ লাগত, তখন এটা খুব গভীরভাবে ওকে বাজত। ওর যদি একটা আয়না থাকত তাহলে ওর মুখের চেহারাটা ও বুঝতে পারত, পরখ করে দেখত; সে কি সত্যিই কুৎসিৎ যে এখানে, যখন তিরিশটা ছেলের জন্যে একটা মেয়ে, এমন কেউ নেই যে অন্তত ওর দিকে একবার ফিরেও তাকায়? ওর আয়না ছিল না, কিন্তু সে ভাল করেই জানত সে মোটেই কুৎসিৎ নয়। তাহলে কেন? কারণ কি? ওর বয়স হল তেইশ। প্রেম কখনও ওকে পেরিয়ে চলে গেছে। যেমন শৈশবে একটা পার্কের আমোদ প্রমোদে ভীড়ের মধ্যে কত লোক পার হয়ে গেছে—নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন ভাবলেশহীন কতকগুলি মুখ।

ও কি কোনো দিন ভালবাসার প্রতীক্ষায় থেকেছে? এতদিন ও ব্যাপারটা নিয়ে একটুও ভাবে নি—বলতে কি একটুও না। প্রেমকে একটা দুর্বলতা হিসাবে ও ত্যাগ করেছে। অতীতের কথা মনে হলে ওর ঘেন্না হয়, ওসব জিনিসকে ও পাতি-বুর্জোয়া বলে নিন্দে করেই এসেছে, যা কিছু থেকে ঘৃণ্য জীবনের দুর্গন্ধ আসত যাকে হয়ত সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা যেত না। মেয়েদের চপলতার জন্য ও তাদের ঘৃণা করত, আত্মসংযমের অভাব বলে ছেলেদেরও দেখতে পারত না। সোহাগ করা, একজনকে নিয়ে মজা করা, উপভোগ করা একটা অপরাধ বলে বিশ্বাস করত যতক্ষণ না সংগ্রাম (আর তার মানে হল সারা বিশ্ব জুড়ে কমিউনিজমের লড়াই) শেষ হচ্ছে।

বিয়েটা ছিল তার কাছে একটা চূড়ান্ত রকমের বিশ্বাসঘাতকতা। সে এই লড়াই চালিয়ে যাবে কি করে যদি সংসার ছেলেপুলে আর ভালবাসা এইসব নিয়ে তাকে জড়িয়ে পড়তে হয়?

ওর এই দৃঢ় বিশ্বাস তার সমস্ত কোমলতা স্নেহ আর শান্তির আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে রেখেছিল। ওর ভয় হত ও বুঝি নরম হয়ে পড়ছে, হয়ত ওর ঘৃণাটা চলে যাবে আর ওর সংকল্প ও শক্তিকে ও বাজে খরচে নষ্ট করবে। ও ভালবাসত বিপ্লবী শহীদদের কথা পড়তে—লেনিনের কারা জীবন মৃত্যু পথযাত্রী গ্যাডক্লাইয়ের কথাও, আরও অনেকের কথা যারা কারাজীবন বরণ করেছে আর সগর্বে কঠোর শ্রমকে বরণ করে

নিয়েছে, বিপ্লবের জয় পতাকাকে সমস্ত দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে রেখেছে উঁচু করে।

তোনিয়া মনে প্রাণে আশা করেছিল মুখ বুজে ও সমস্ত কষ্ট সহ্য করে যাবে। মাথা নিচু করবে না। যেমন ওরা একদিন করেছিল। এখনও ও কোনো কথা বলছে না, যদিও ওর এই আত্মত্যাগ স্বেচ্ছাকৃত আর তা ওর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে রিক্ত করে দিয়েছে যেমন এই ত্যাগ স্বীকার মহান বিপ্লবীদের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে, তাঁরা সমস্ত দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে কেবল যে জীবন যন্ত্রণা ও দুঃখ ভোগকে অংশ করেছেন তাই নয় জনগণের জন্য তাঁদের কী অসীম ভালবাসা। সেই জনগণের জন্যই তো তারা এই কষ্ট মাথা পেতে নিয়েছেন। তোনিয়া এটা বুঝতে পারে নি আর তার জীবনকে সদিচ্ছার উপর ভিত্তি করে একটা মিথ্যা পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে তুলেছিল। কিন্তু তার কল্পিত শহীদের আত্ম যন্ত্রণায় এল না কোনো পুরস্কার।

এখন অবশেষে, এই বিপুল নির্মাণ কার্যের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে তোনিয়া টের পায় তার জীবনটাই একটা মিথ্যা আর উদ্দেশ্যহীন। যখন ছেলেরা মাথা চাড়া দিয়েছে গোলমাল করেছে, তখন ওর জ্বলন্ত বক্তৃতা শুনেছে সবাই একটা শীতল নিরপেক্ষ ভাব নিয়ে। ওকে কেউ পছন্দ করে নি। প্রয়োজনের সময় কেউই ওকে ডাকে নি। অপরপক্ষে, ক্লাভা ছিল জনপ্রিয়। তোনিয়ার মনে পড়ল বন জঙ্গল সাফ করবার জন্যে ক্লাভা যখন একটা করাত নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছিল ওরকম একটা করাত নিয়ে কাজ করা তখন তার সাধ্যাতীত, তখনি ছেলেরা ছুটে গিয়েছিল। তার হাত থেকে ওটা কেড়ে নিয়ে নিজেরাই ওর হয়ে কাজ করে দিয়েছিল। ক্লাভা শুধু ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "তোমরা খুব ভাল করেছ, এই করাতটা নিয়ে আমার পক্ষে কাজ করা বেশ কঠিন ব্যাপার।" ছেলেদের দিকে চেয়ে ও হাসছিল। ছেলেরা ওর হাসিতে রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করে নি। বাস্তবিক একটা মজা মনে করে খুশীই হয়েছিল। অপর দিকে, তোনিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কী কঠিন কাজই না করে গেছে আর কেউ ওকে জিরেন দেবার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে নি।

কাতিয়া খুব আমুদে আর হালকা স্বভাবের মেয়ে। সভা-সমিতিতে ও কোনো কথা বলত না। কিন্তু গানবাজনা খেলাধূলায় সে ছিল উৎসাহী, শিবিরে ব্যায়াম করা চালু করেছিল, সব সময় ছেলেদের নিয়ে ঘুরত—এক কথায় ও একটা আনন্দময় খুশি খুশি আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল।

সোনিয়া বিয়ে করল। তোনিয়া এতে অপমানিত হল। কিন্তু সবাই যেন, এই প্রথম বিবাহ থেকে মনে হল একটা প্রেরণা পেয়েছে। সেমা আলতশুলার পাঁচজনের সামনে এই নয়া শহরের প্রথম পরিবারটিকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল।

জীবনে যেন একটা নতুন দীপ্তি এসেছিল। মনে হল এর উৎস হচ্ছে ওই অজ্ঞাত শিশুটির নির্দোষ হাসি।

লিলকা—এমন কি কর্কশ স্বভাব দাম্ভিক চঞ্চল লিলকাও—জীবনাবেগে এই উৎসবে যোগ দিয়েছিল। আর তোনিয়া কি দিতে পেরেছিল? দুটি কর্ম-কঠোর হাত, আর কিছু নয়।

এই উপলব্ধিটা বিস্ময়কর। এই প্রথম সে নিজেকে দেখল যেমন সবাই ওকে দেখে, নির্দয় ছিদ্রান্বেষী, একটা কাঠির মত শুকনো আর নিঃসঙ্গ।

কিন্তু সবচেয়ে কঠিন জিনিস হল যে বাস্তবিক সে "তোনিয়ার সেই শুকনো কাঠি নয়।" এটা শুধু একটা ছদ্মবেশ পরে আছে সে, সে একটা অভিনয় করে চলেছে। হঠাৎ সে উপলব্ধি করল একটা দুর্দমনীয় প্রেমের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা। সহানুভূতি আর কমনীয়তার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল মনটা। কেবলই নিজের মনে একটা চিন্তা ওকে পেয়ে বসল! ও তো কতবার সাগ্রহে কাত্তিয়াকে সাহায্য করেছে ছেলেদের কামিজ আর মোজা সেলাই করার কাজে সন্ধ্যাবেলায়। আর তার বিনিময়ে শুধু একটু সদয় উক্তি নয়ত কৃতজ্ঞ দৃষ্টি। কিন্তু সে তো নিজেকে বদলে নিতে পারে নি। কেউই ছিল না যে প্রথম পা বাড়াবার সময় তাকে একটু সাহায্য করে। ওকে ওরা বিশ্বাসই করত না। "ওই শুঁটকি!" "ওই সেই দেমাকী?"

সন্ধ্যা হচ্ছিল। সন্ধ্যার রক্তিমাভায় দীঘিটা ঝিলমিলে ফিকে লাল রঙে চিত্রিত। মাথার ওপর উঁচু আকাশ, শান্ত, মেঘহীন, বর্ণহীন।

তোনিয়ার কান্না কান্না ভাব হচ্ছিল কিন্তু কাঁদবার শক্তি ওর ছিল না। ছেলে বয়েসে একবার শুধু ও কেঁদেছিল। দূর প্রাচ্যে থাকার জন্যে আইভানোভো শহর ছাড়বার ঠিক আগে। আর যখন তার বন্ধুদের মায়ের কথা বলেছিল। তখন মেয়েরা ওকে সহানুভূতি দেখিয়েছিল,—কিন্তু সে কি বেশীদিনের জন্যে? ও নিজেই তো তাদের বিমুখ করেছে তার অশিষ্টতায়। ও যদি শুধু তখন একবার সেটা বুঝত আজ যা জানতে পারে। ওর নিজের ভেতরে গভীর গহন প্রাণের মধ্যে ভালবাসার জন্যে একটা বড় রকমের প্রাচুর্য লুকিয়ে ছিল না? হাজার হোক তার মা তো বেশ আমুদে আর স্নেহশীল স্বভাবের ছিলেন সেই উৎপীড়িত দুঃখজর্জর একটি প্রাণ অকাল মৃত্যুর মধ্যে বিতাড়িত! কী মিষ্টি গলা ছিল তাঁর। যে কারখানায় উনি কাজ করতেন সবাইকে কান পেতে শুনতে হত সেই গান যখন উনি গাইতেন "শান্ত কানন পথ।"

তোনিয়া গান গাইতে শুরু করল।

আপনা আপনি একটা সুর মাধুর্য আসতে লাগল। তার সঙ্গে সহজ বিষণ্ণ কতকগুলি শব্দ। পরে সে আর মনে করতে পারল না যে সে গান

গাইছিল। ও ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় যেন দীঘির ওপর আহত হয়ে বেড়াচ্ছে। কী গভীর আর তীব্র আর মুক্তিতে উদাস।

হঠাৎ ও চমকে উঠল। ভেঙে পড়ল। যেন কার দুটি খসখসে হাত ওর চোখে চাপা দিয়ে দেয়। হাত দুটিতে গাছের বাকলের গন্ধ।

"কে তুমি?" ও আতংকে চেঁচিয়ে ওঠে।

সেরগেই গোলিৎসিন।

"আমি তোমাকে লিলকা মনে করেছিলাম," সবিনয়নে ও বিড় বিড় করে বলল। কাটা কাটা কিছু একটা মন্তব্য করবার সুযোগ আর ওর হল না। তার আগেই সেরগেই ওর পাশে বসে পড়ল। "গান গেয়ে যাও, আমার জন্যে কিছু ভেবো না," ও বলল। ও এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে কোনো ব্যংগ-বিদ্রূপের কথা ও ভুলেই গেল।

একটু থেমে তোনিয়া আবার গান গাইতে শুরু করল। এবার ও একটা পুরোনো গ্রাম্য সংগীত গাইতে শুরু করল। লিলকার গানের সংগ্রহ থেকে। ওর নারীসুলভ সহজাত স্বভাব বশে ও এটা নির্বাচন করেছিল। ও জানত যে ও এটা আরো ভাল গাইতে পারবে। ওর গাল দুটো লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। নিজের গলার সুর ওর খুব ভাল লাগছিল। ও খুশি হল। এ গান গেয়ে ওর প্রশংসা পাবার ইচ্ছে হল। আর মনে মনে চাইল যে গোলিৎসিনকে ও এতদিন ঘৃণা করেছে, সেই গোলিৎসিনকে ও ভালবাসবে। এই মুহূর্তে তার প্রেমে পড়তে চাইল ও।

সেরগেই শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে আড়চোখে ওর দিকে লুকিয়ে দেখছিল। ওর মুখটা অন্যরকম হয়েছে। নরম দেখাচ্ছে। ঠোঁট দুটো নড়ছে গানের সুরে। উত্তেজনায় উঁচু বুক দ্রুত ওঠা নামা করছে। "কে এটা ভেবেছিল?" ও আপন মনে বলল। এখন আর কাজ নেই। আগে ও ওকে নিয়ে কতরকম ব্যংগ বিদ্রূপ করেছে। খুনসুটি করেছে। "তা কি করে হয়, কী আশ্চর্য আমি এমনভাবে ওকে কখনও দেখি নিত আগে? হয়ত ওর জীবনে প্রেম এসেছে। গানের গলা ওর আছে! হতে পারে আমাকেই হয়ত ভালবাসে। হতে পারে অনেকদিন ধরেই হয়ত ও আমাকে ভালবাসে। আর তাকে ও ওর জঘন্য মন্তব্য গালিগালাজ দিয়ে ঢেকে রেখেছিল।"

তোনিয়া গান শেষ করল। এবার সেরগেই-এর দিকে ও উদ্ধতভাবে তাকায়।

"আর একটা হোক," সেরগেই বলল ওর হাতটা ছুঁয়ে। তোনিয়া ওর হাতটা সরিয়ে নিল। আরও একটা গান গাইল। এবার একটা প্রেমের গান। আকুল আকাঙ্ক্ষায় ভরা।

"নিশ্চয়ই সে ভালবেসেছে। কিন্তু কি করে আমি জানি নি কোনদিন? তাই ও এমন একটা গান বেছে নিল। ভারী মজার। আর এই তো আমি অন্য সব মেয়েদের পিছনে দৌড়াচ্ছি আর তোনিয়ার দিকে এমন কি লক্ষ্যই

করছি না। আহা সে কী সুন্দর! ওর সেই হুল ফোটানো কথা আজ সে হারিয়েছে। কী নিরেট বোকা আমি।"

ও ওর বড় হাতটা মনের জোর করে বিশ্বস্তভাবে তোনিয়ার কাঁপা কাঁপা হাতের ওপর রাখে। "আমার ভেতর কী যেন হচ্ছে? এটা কি?" তোনিয়া নিজেকে শুধাল। ওর হাত সরিয়ে নিল না। আরো বেশি করে শুনতে পেল ওর বুকের ভেতর সেই আনন্দময় একটা ছটফটানির শব্দ। ওর উচ্ছ্বাসময় গানের কথাগুলো যেন আর শোনা যায় না, হারিয়ে যাচ্ছিল তারা। "আমার হয়েছে কি? আমি কেন আমার হাত সরিয়ে নিচ্ছি না? কেন ও তো সেই সেরগেই গোলিৎসিন, সেই অসভ্য গেঁয়ো লোকটা। সেই গাল উঁচু লোকটা যাকে আমি সব সময় ঘৃণা করতুম আমার কি হল কি?"

সেরগেই ওর হাতের ভেতর তোনিয়ার আঙুলগুলো পিষে ফেলছিল। আর বেশ অর্থপূর্ণভাবে বলল, "আমি কোনোদিন জানি নি তুমি এইরকম।" ক্ষুধার্তভাবে ও তার হাতের ওপর আর দু কাঁধে টোকা দিতে থাকে। ও নিজেই বলতে পারছিল না কেমন করে এসব ঘটছিল। ও নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল যে তোনিয়ার সঙ্গে এইসব ব্যাপার ঘটছে। 'সেই রোগা ডিগডিগে এক তোনিয়া।' কিন্তু তার সম্পর্কে সেরগেই-এর আগেকার ধারণাটা হারিয়ে গিয়েছিল আর যদিও ও এখনও নতুন কোনো একটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি। ওর মনে একটা বাসনা জমে উঠছিল।

তোনিয়া ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয় না। ও ভয় পেল আর ওর এমনি নাছোড়বান্দা জিদ্-ধরা আদরের মধ্যে কী আনন্দের আতিশয্যে হারিয়ে ফেলল নিজেকে। ওর নিজের মনের আত্মিক সংকটটাও তীব্র হয়ে উঠছিল। আর তাতেই ও বুঝল সহসা তার নিরালা জীবনের শূন্যতা। কাত্তিয়া স্তাভ-রোভার সেই পরিপূর্ণ বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা। অপরাজেয় জীবনতৃষ্ণা! ক্লাভার অতি সুন্দর রুচি ও অনুভূতি, লিলকার বেপরোয়া আবেগ, সোনিয়ার খণ্ডিত ভালবাসার সেই চরম সুখ, অন্তরের গভীর অন্তরঙ্গতা থেকে পাওয়া এই আনন্দ, তার নিজের ছোঁয়া-না-লাগা হৃদয়ের তীব্র একটা গন্ধ। সমস্ত আবেগ ও কামনা, সমস্ত বিশ্বাস, প্রেম থেকে জেগে ওঠা জীবনের সমস্ত আশা। ও কেমন ভয় পেল যখন সেরগেইর মুখের দিকে চাইল। সেই মুখের ভেতর যখন দেখল তীব্র কামনার ছবি তখন যেন আরো ভয় পেল। বুঝতে পারল না কেমন করে এই দাবী এই বাসনার হাত এড়িয়ে চলে যাবে ও, ও আবার গাইতে লাগল।

এবার ও গাইল একটি উক্রাইনীয় খুশির গান। আগে ওর ভাল লাগত না। কিন্তু এখন খুব আনন্দ হতে লাগল। সত্যি ও নিজে খুব খুশি হয়েছে। আনন্দে ভরে উঠেছে ওর মন। কেমন করে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায়? গত আধ ঘণ্টায় এমন কি ঘটে গিয়েছিল যাতে ওর সমস্ত জীবনে চিরদিনের মত

একটা পরিবর্তন হয়ে গেল ? ও শুনল নিজের গলার সুর যেন কত জোরাল আর সম্পদশালী হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। কিন্তু সেরগেই শুনছিল না। ও চারদিকে দেখছিল। দীঘির ধারটা জলশূন্য। হঠাৎ ও তোনিয়াকে জাপটে ধরল, আর ওর ওষ্ঠে নিজের দুটি ঠোঁট চেপে ধরল। নির্ভুলভাবে ও তার জবাব দিল। বাধা দেবার কোনো চেষ্টা করল না। ও প্রতিদান দিল সাগ্রহে আনন্দে এক অপ্রত্যাশিত আবেগে। যেমন অধিকাংশ মেয়ে করে ও ওর চোখ বন্ধ করল না, কিন্তু তীক্ষ্ণ জ্বালাময় সপ্রশ্ন দৃষ্টি সেরগেই-এর মুখের ওপর স্থির রাখল।

ওর দৃষ্টিতে একটা সপ্রতিভ বিব্রত ভাব ফুটে উঠল।

"কি হচ্ছে কি ?" প্রচণ্ড এক উল্লাস আর নির্ভরশীলতায় ও জিজ্ঞাসা করল।

এবার সেরগেই কথা বলতে শুরু করল। ওর আবেগ যেন ওকে কথা বলাচ্ছে, এমনভাবে বলতে থাকে। ও বলল তাকে ও ভালবাসে আর অনেকদিন থেকেই ভালবাসে। শুধু তার এই অনুভূতিটাকে লুকোবার জন্যেই তার সংগে ঝগড়া করে এসেছে। ও বলল তার কী সুন্দর আর অপূর্ব গানের গলা। অনেকদিন থেকে এমনি একান্তে ওর সংগে মিলিত হবার একটা সুযোগের আশায় ছিল, কতবার ওকে একা যাবার জন্যে অনুসরণ করেছে, ওকে যদি না পায় তবে সে মরে যাবে। বইতে পড়া যত সব মিষ্টি মিষ্টি কথা ওকে বলল আর যা বলেছিল ওর মুখের ওপর চুমোয় চুমোয় তাকেই যেন পাঠিয়ে দিতে লাগল।

আনন্দে উল্লাসে উত্তেজিত তোনিয়া। ওর হৃদয় প্রসারিত হয় সেরগেই-এর ভালবাসা আর আদরে আর সেই হৃদয়ের তলদেশে জন্ম নেয় একটি সংগীত— এক বিস্ময়কর মুক্ত প্রবাহিনী নেশা ধরানো গান। এখন ওর কেবলই মনে হয় যে সে নিজেই এই গান গাইছে আবার মনে হল ওর চারধারে সব-কিছুই যেন গান গাইছে—আকাশ, দীঘি, আর এই বন,—চারদিক থেকে সবখান থেকে যেন এই গান আসছে আর আসছে।

ওর মনে স্থির বিশ্বাস হল যে এরই নাম ভালবাসা। সেখানে আছে শুধু গান আর গান।

ওরা আলাদা আলাদাভাবে তাঁবুতে ফিরে এল। যাতে কারো মনে সন্দেহ না জাগে।

তোনিয়া ক্যাম্পফায়ারে বসেছিল সেদিন সন্ধ্যায়। একটু ফ্যাকাশে কিন্তু বেশ সুখী মনে হচ্ছিল। ওর ঠোঁট দুটো অস্বাভাবিকভাবে লাল। চোখের দৃষ্টিতে কিসের একটা তীব্রতা। তখনও যেন সে সেই গান শুনতে পাচ্ছিল। সেরগেই ঘাসের ওপর নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিল আর চোখ দুটো বন্ধ করেছিল।

ছেলেরা লিলকাকে গান গাইতে বলল।

"সব সময় লিলকা কেন?" সেরগেই অসহিষ্ণু হয়ে বলল। "তোনিয়া তুমি গাও।"

"আমি কি গাইব?" তোনিয়া নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করল। কেউই উত্তর দিল না। তোনিয়ার ভয় হল। ছেলেরা বিশ্বাস করবে না যে সে গান গাইতে পারে। আর তখনই লিলকা শুরু করে দেবে আর তখনই সেই মুহূর্তটা হারিয়ে যাবে আর কেউই জানবে না আসলে ওর কি পরিচয়। ওর স্বরূপ।

ও সেই উক্রাইনীয় আনন্দ সংগীতটি গাইল। যেটি ও শুরু করেছিল কিন্তু দীঘির পারে আর শেষ হয়নি। ও যখন সেই জায়গাটায় এল, গানের যেখানটায় বাধা পড়েছিল, সেখানে সেরগেই মাথা তুলল আর ওর দিকে চেয়ে চোখ মটকাল। তোনিয়া হাঁপিয়ে উঠে লজ্জায় লাল হয়ে গেল, তারপর আবার তেমনি গাইতে লাগল, গানটা তার নিজের সেই নতুন অপ্রত্যাশিত আবেগের জোয়ারে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

যখন শেষ করল ও একটা হৈ হৈ উল্লাস বিস্ময় আর তিরস্কারের ঝড়ে বর্ষিত হতে লাগল অজস্র উপহার।

"কি করব বলো আমাকে তো আগে কেউ গাইতে বলে নি," ও বলেই পালিয়ে গেল।

"দেখ প্রতিটি মেয়ের ব্যক্তিত্বের গোপন চাবিকাঠি তোমায় খুঁজে বের করতেই হবে।" সেরগেই বলল। প্রশ্নের পর প্রশ্নে ওকে বিপর্যস্ত হতে হল। একমাত্র উত্তর ওর একটা প্রহেলিকাময় হাসি।

তোনিয়া সেই উপনিবেশের চারিধারে চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াল। তার নতুন ভালবাসায় অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। নিজের মধ্যে বিকশিত হবার নতুন নতুন পথ সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ওর ইচ্ছে হল সেরগেইকে ডাকে, কিন্তু সে ঘুমোতে গিয়েছিল। ও আপনার মনে বলতে থাকে আহা বেচারা নিশ্চয়ই ক্লান্ত। আর নিজের শক্তিতে ও অবাক হয়ে যায়। গর্ববোধ করে। কেন সে তো আজ সারারাত জেগে থাকতে পারে!

ও দেখল ইশাকভদের বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। একটা কথা মনে করেই ওর গাল দুটোতে যেন রক্ত বন্যা ছুটে আসে। হ্যাঁ সে আর সেরগেই, ওরাও দুজনে এক সংগে থাকবে, ওরা হবে অবিচ্ছেদ্য! সেটা কেমন হবে?— সেরগেই তার স্বামী···তার স্বামী···।

সে দরজায় কড়া নাড়ল আর ভেতরে চলে গেল। বেশ একটা উত্তাপ আর শান্ত আবহাওয়ায় এসে পড়েছে। ওর মনে হল। ময়লা মেঝেটাতে শেওলার কার্পেট বিছানো। কাঠের ছোট খাট দুটো বেশ ঠাসাঠাসি করে কম্বল দিয়ে ঢাকা। একটা চায়ের কেৎলি পাথরের উনুনটার ওপর গুঞ্জন তুলেছে। হাতে তৈরি একটা আলো গ্রীশার মুখ উজ্জ্বল করে তুলেছিল। সে একটা

খাটিয়ার ওপর শুয়েছিল আর সোনিয়া ও ক্লাভার মাথা দুটো ঝুঁকে পড়েছে ওদের সেলাইয়ের ওপর।

দরজা খোলার শব্দে ওরা ফিরে তাকাল কিন্তু চোখের ওপর বাতির আলো পড়ছিল তাই কে এল দেখতে পেল না।

"আমি," তোনিয়া আনন্দের সংগে বলল। "তোমরা কি তৈরি করছ?"

স্বভাববশে সোনিয়া তার কাজটা লুকিয়ে ফেলল। ক্লাভাও তাই করল। ও জানত যে তোনিয়া সোনিয়ার বিয়ে আর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বিপক্ষে এবং হাতে হাতে ধরা পড়ে অপ্রতিভ হয়ে তাকাল ওর দিকে। হাতে ছোটদের যেন একটা জামা রয়েছে।

তোনিয়া অবশ্য ঘরখানাকে বেশ উষ্ণ আরামপ্রদ মনে করল। শেওলার গালিচাটা ওর বেশ মনে ধরল। বিছানাপত্র নিয়েও আগ্রহ দেখাল। বলল সে কোনো সাহায্য করতে পরে কি না।

সোনিয়া ঘাবড়ে গেল। ও হাতে এক টুকরো সেলাইয়ের কাজ দিল।

কেউ কোনো কথা বলল না।

"এখানটা ভারী সুন্দর। আঁটিসাঁটি আর পরিচ্ছন্ন। তোমাদের কপাল ভাই খুব ভাল," তোনিয়া বলল। নীরব একটা সহানুভূতিতে সোনিয়ার দিকে চেয়ে হাসল।

"কিন্তু তুমি তো এসব মেনে নাও নি আপত্তি জানিয়েছিলে," গ্রীশার কণ্ঠে শান্ত প্রত্যুত্তর।

তোনিয়া করুণভাবে ওদের মুখের দিকে তাকাল। ওরা ওকে পছন্দ করে না। ওরা তিনজন মিলে নিজেরাই আনন্দ উপভোগ করছিল। ও আসার আগে পর্যন্ত। ওর আসাতে যেন সব কিছু মাটি হয়ে গেছে।

"আরে গ্রীশা শোন," ক্লাভা বলল, একটা গ্রাম্য স্বজাতীয় অনুকম্পায় ও যেন তাড়াতাড়ি ব্যাপারটার সমাধান করে ফেলতে চায়। "বুঝতে পারছ না? আমি আর তোনিয়া তোমাকে শুধু হিংসে করছি।"

তোনিয়া দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরল আর ওর কাঁধের ওপর তার উষ্ণ ওষ্ঠ চেপে ধরল।

"তুমি শুনেছিলে আজ রাতে তোনিয়া কী সুন্দর গান গাইছিল?" সোনিয়া বিষয়টাকে অন্য দিকে ফেরাবার জন্য বলে।

"এটাই তোমার বলার কথা?" তোনিয়া চালাকি করে (দুষ্টুমি করে বলল) আর বেশ পূর্ণ সতেজ কণ্ঠে গানের প্রথম লাইনটা গাইল।

"তাহলে তুমিই গান গেয়েছিলে?"

"আমি।" তোনিয়া তেমনি চতুর কণ্ঠে জবাব দিল, আর মৃদু কণ্ঠে ও গান গেয়ে চলল।

ও আর ক্লাভা এক সংগে বাড়ি ফিরল। তোনিয়া ওর বন্ধুকে দুহাত দিয়ে

জড়িয়ে ধরল আর একটু পরোক্ষভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, যাতে সেরগেই যে ঘরখানায় থাকে ও যেন তার পাশ দিয়ে যেতে পারে। ওরা যখন সেখানে এসে পৌঁছাল ওরা শুনল কে যেন জোরে জোরে নাক ডাকাচ্ছে।

"কী নাকডাকারে বাবা! নিশ্চয়ই সেরগেই গোলিৎসিন," ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে তোনিয়া বলল। শুধু ক্লাভার জন্যেই, নইলে সে হয়ত সকাল পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়েই থাকত।

"না, এ এপিফানভ," ক্লাভা জবাব দিল একটু সুনিশ্চিত গলায়। "আর সবাই তো নালিশ করে, ও সাংঘাতিক রকম নাক ডাকায়।"

তোনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর তারপর আবার এগিয়ে চলল।

ওর ঠাণ্ডা বিছানায় শুয়ে শুয়ে অন্ধকারের দিকে নিষ্পলক চেয়েছিল আর হাসছিল খুশিতে। ওর মন ভরে উঠেছে খুশীর রঙীন কল্পনায়। ও ভাবছিল ও আর সেরগেই কেমন করে একদিন ওদের দেখা হবে আর ও ওকে আদর করবে সোহাগের কথা বলবে নরম সুরে; আর সোনিয়ার জীবনে পরিবর্তন আসবে কেমন করে একটি শিশু আসবার সংগে সংগে আর এমনি সব অসম্ভব ভাবনায় তোনিয়া শিউরে উঠল কী এক অজানা আবেগে।

"সেরগেই, সেরগেই," ও আপন মনে গুনগুনিয়ে ওঠে। ওর যখন তন্দ্রা আসছিল, ও কল্পনা করছিল ও একটা বার্চ গাছের দোলনায় দোল দিচ্ছে আর ঘুম পাড়ানিয়া গান গাইছে। আর এমনি করে সুখের ঘোরে দোল খেতে খেতে ঘুমতে থাকে।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভেংগে লিলকা দেখে অবাক হয়ে গেল "সেই শক্ত মেয়ে তোনিয়া, কাঠির মত রোগা" ঘুমের ভেতর হাসছে।

ত্রিশ

যেদিন থেকে আন্দ্রেই ক্রুগলভ কোমসোমোল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে সেদিন থেকেই সে প্রতিদিন দাড়ি কামাচ্ছে। মরোজভ বলেছিল, "কঠোর শ্রমের মুখোমুখি দাঁড়াবার তার সংগে লড়বার সবচেয়ে বড় উপায় হল নিজেকে ভেতরে বাইরে ফিটফাট রাখা।" আন্দ্রেই তার কমরেডদের ফিটফাট থাকতে শিক্ষা দিচ্ছিল কিন্তু সে কাজটা খুব সহজ নয়। এখনও তো কোনো নাপিতের দোকান হয় নি, দিনের কঠোর শ্রমের পর বদল করার মত জামা কাপড়ও নেই, কোন ক্লাব নেই যেখানে যুবকরা একটু আমোদ প্রমোদ করবে গিয়ে, আর সন্ধেবেলা যে পড়াশুনা করবে বিজলি বাতিও নেই।

"কোমসোমোল শৃংখলার" একটা বিষয় হিসেবে আন্দ্রেই পেতিয়া গলুবেন-কোকে নাপিতের কাজ শেখবার আদেশ দিয়েছিল। পেতিয়া আন্দ্রেইকে এত মেনে চলত, বোকার মত ভালবাসত যে বিনা প্রতিবাদে ও তার এই আদেশ

মাথা পেতে নিয়েছিল। ওর তাঁবুতে ও একটা সেলুন খুলে ফেললে। দরজার ওপর সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলে। তাতে লেখা, "পিয়ারে আলয়। দাড়ি কামানো চুল কাটা হয়। নৈশ অন্ধতার জন্য আনারসের আরক পাওয়া যায়।"

কাসিমভ কোমসোমোলদের উপদেশ দেয়। আনারসের কাটা দিয়ে এই নির্যাস বানাও। এতে কাজ হবে। যদিও সম্পূর্ণ না সারে তাহলে কষ্টটা যাতে বেশী না বাড়ে তার প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে। যখনই পেতিয়ার কোনো খদ্দের থাকত না সন্ধ্যেবেলা ও এই নির্যাস তৈরী করত আর সেটা বিক্রি করত। যা বিক্রয় হবে তা দিয়ে হবে "একটা গ্রামোফোন যোগাড় করা।"

ওদের সবাই একটা গ্রামোফোনের স্বপ্ন দেখছিল। অন্ধকার হয়ে এলেই এত একঘেয়ে লাগতে শুরু করত। যুবকদের কিছু করবার থাকত না। সত্যি বলতে কি আন্দ্রেই একটা 'বিদ্যুৎ কর্মী চক্র' বানিয়ে ফেলল। যেসব ছেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের কাজ করতে চায় তাদের এই পেশাটা শেখাতে লাগল। ইঞ্জিনিয়র স্লেপৎসভকে ও আমন্ত্রণ জানাল ওকে সাহায্য করবার জন্য। কিন্তু সে অস্বীকার করল। তার অবসর সময়টা কাটত শিকারে।

"একটা বোতল নিয়ে শিকারে যাওয়া আর শিকার না করে একটা বোতল ধরা—সৎ জীবন সম্পর্কে এটাই আমার আদর্শ!" ও নাস্তিকের মত আন্দ্রেইকে বলল।

ইঞ্জিনিয়াররা ভদ্কা আর মদে ডুবে থাকত যদিও ওয়েনার জোর করে তাঁবুর ভেতর মদের সাজসরঞ্জাম রাখা একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।

নদীর ধারে একটা পুরানো চালায় পাক, বেশ বুদ্ধিমান একটি কোরীয় ছেলে, বয়স অল্প,—সে এক ধরনের একটা সেলুন খুলেছিল। সেখানে অন্য সব পুরোনো বাসিন্দাদের কেউ কেউ আর কিছু কিছু কোমসোমোলও প্রায়ই যেত। প্রথম প্রথম যেসব কোমসোমোল গিয়ে যোগ দিয়েছিল তাদের সংগে অন্যদেরও টেনে নিয়ে গেল। ওখানে গিয়ে ওরা বসত। তাস খেলত। স্পিরিটের আলোয় বসে পাশা খেলত। আর লুকিয়ে লুকিয়ে যে মদ বিক্রি হত তাই কিনত। পাক হলপ করে বলেছিল যে চড়া মদ হল রাতকানা রোগের সবচেয়ে ভাল নিরাময়। আর বেশ চড়া দামেই সে এটা বিক্রি করত। তামাকের ধোঁয়ার ভেতর থেকে কোমসোমোলদের দাড়ি না কামানো মুখগুলো সীমান্ত সেলুনের এক একটা খোপের মতন দেখাত।

আন্দ্রেই দেখলেই খুব তাড়াতাড়ি চিনে ফেলত—পাকের আড্ডায় কারা যাচ্ছে আর কারা যাচ্ছে না। যারা যেত তাদের মধ্যে বেশির ভাগই বখাটে ছোকরার দল, আর তাদের ভেতর থেকেই জনকয়েক পলাতক সৈনিককে পাওয়া গেল—বেশ কিছু সংখ্যক।

আবহাওয়া যখন বেশ খারাপ হত—যখন বৃষ্টি নামত কি কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইত—পালানো শুরু হত। স্টীমারে করে ভাড়া ফাঁকি দিয়ে পালাবার চেষ্টা করা হত। কোমসোমোল কমিটির সদস্যরা আর স্বেচ্ছাসেবকরা নদীর পাড়ে ডিউটি দিতে শুরু করল। ওদের কাজ ছিল সন্দেহজনক পলাতকদের বেশ খানিকটা কথা শুনিয়ে দেওয়া আর ওদের লজ্জা দেওয়া, তারপর শিবিরে ফিরিয়ে আনা। প্রায়ই, তাদের সমঝানো শোনবার পর পলাতক আসামীটি প্যান প্যান করত আর হাত কচলে ক্ষমা চেয়ে বলত, "আমি নিজেই ফিরে আসতুম। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় করে ফেলেছিলুম আর কি। ওরা বলছিল যখন শীত এসে পড়বে আমরা কিছুতেই এখানে টিঁকতে পারব না।"

আন্দ্রেই কর্মিদলগুলিকে পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করল। দলের কাজ হবে শিক্ষা দেওয়া, উৎসাহ দেওয়া তার প্রতিটি সদস্যের প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

সবচেয়ে ভাল সংগঠনগুলোকে কিছু টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থাও করে ফেলল। আলতশ্চুলারের দলের সদস্যরা শুধু ওদের ভাল কাজের জন্যেই যে প্রশংসা অর্জন করল তা নয় মৈত্রীর জন্যও খ্যাতি পেল।

জুলাই মাসে ডাক্তার এসে পৌঁছলেন। চোখে প্যাঁশনে চশমা আর একগাদা বই। আর বেশ কড়া স্বভাবের মানুষ। মতিগতি বোঝা দায়। খুব বেশী গজ গজ করতেন। কিন্তু অচিরেই আবিষ্কার করা গেল, যে এর নীচে প্রচ্ছন্ন ছিল তার গভীর মমতা আর একটি নিঃসঙ্গ হৃদয়। উনি আনারসের নির্যাস অনুমোদনও করলেন না বা নস্যাৎ করেও দিলেন না তবে উনি ওয়েনর্ার আর গ্রানোতভকে তিরস্কার করলেন। কোমসোমোলরা সবজি খাচ্ছে কি না সেটা ওরা খোঁজ রাখছেন না কেন। ওঁকে টেলিগ্রাম আর রাহা খরচের হিসাব দেখানো হল। "কিন্তু এখন ওদের এগুলো দরকার, হিসাব দিয়ে তো আর সব্জির ঝোল তৈরি করা যাবে না।" তারাস ইলিচের বাড়ীতে উনি রোগী দেখবার ঘর খুললেন। সে তাইগাতে চলে যাবার পর থেকে ওটা খালিই পড়েছিল। একটা হাসপাতাল তৈরির কাজ চলছিল। তোড়জোড় হচ্ছিল।

ক্রুগলভ লক্ষ্য করল চিকিৎসা কেন্দ্রের সামনে রোজ ভোরবেলা লম্বা লাইনে লোক অপেক্ষা করে থাকে। আর সেই লাইনে এসে দাঁড়ায় কোমসো-মোলদের মধ্যে যারা সবচেয়ে অলস, পার্কের আড্ডায় যারা যায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে যারা লম্পট শুধু তারাই। একদিন আন্দ্রেই এসে ওদের সঙ্গে কথা বলল। ওরা সবাই ব্যথা বা যন্ত্রণার নানা উপসর্গের কথা বলল। কেউ বলল শরীরটা ঠিক জুত নেই, অস্পষ্ট কয়েকটা লক্ষণ, এমন কতকগুলো অসুখ যার ঠিক ব্যাখ্যা হয় না।

ও ডাক্তারের অস্ত্রোপচারের ঘরে একদিন গেল।

"কি হে বাড়ী যাবে? মায় কাছে? এখানে থেকে থেকে ক্লান্তি এসেছে?" ভাঁজ-প্যাঁশনের ওপর দিয়ে তার দিকে চেয়ে ডাক্তার এভাবে তাকে অভিবাদন জানান।

আন্দ্রেই ওর পরিচয় দিল।

"তাহলে তুমি একজন হোমড়া-চোমড়া, কি হে? হুম্।"

ডাক্তার বললেন আন্দ্রেইকে যে তিনি এতকাল বসে বসে আবেদনকারীদের কেবলই চিকিৎসকের অনুমোদন পত্র বা সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করে এসেছেন। শরীর খারাপ বলে তারা বাড়ী চলে যাবে এ কথা তিনি ওতে লিখছেন না বা হুকুম দিচ্ছেন না ওদের। যারা সার্টিফিকেট চাইছে তারা কিন্তু আসলে কেউ অসুস্থ নয়। উনি বললেন, আসলে তারা চাইছে যারা সব এখানে থাকতে থাকতে এ জীবনে অসহ্য হয়ে পড়ছে, ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, যাদের একঘেয়ে লাগছে।

"একঘেয়ে!" উনি খিটখিটে মেজাজে গর্ গর্ করে উঠলেন আর যন্ত্রচালিতের মত বুড়ো আঙুল দিয়ে আন্দ্রেইয়ের বুকের ওপর ধাক্কা দিলেন "তোমাদের এই কলজেতে যে জোর থাকা উচিত ততটা নেই, বুঝলে হে ছোকরা। আরে তুমি আস না কেন—চিকিৎসা করো না? ক্লান্ত। একঘেয়ে! হুঁঃ!"

আবার উনি গর্জে ওঠেন। "এখানে ঘুরে বেড়াবে তত মেয়েও নেই। গীটার নেই আর একোর্ডিয়ান বাজনা নেই। আর আমি জানলে না হয় এই সব ওষুধ পালা না এনে কিছু ভলিবল কিনে আনতুম!"

সেদিন সন্ধ্যায় আন্দ্রেই শিবিরের চারধারে ঘুরে বেড়াল শীতের কনকনে রাতে ওর ভাল লাগল। এক ক্যাম্পফায়ার থেকে আর এক ক্যাম্পফায়ারে ঘুরে বেড়াল। তরুণরা গান গাইছে ও শুনল। গল্প বলছে। তর্ক করছে। দর্শন ফলাচ্ছে। যৌবনোচিত আবেগ আর আশাবাদে সমস্তরকম বিষয় নিয়ে একটুখানি আলাপ করছে। কিন্তু এখন তো শীতের রাত নয় আর কোনো আগুন পোহান চলছে না।

কোমসোমোলদের মধ্যে কেউ কেউ আমুরের ধারে দল বেঁধে বসেছিল।

আন্দ্রেই ওদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল না।

উপনিবেশের ঠিক বাইরেটায়, দশটি অল্প বয়সী ছোকরা, গুঁড়িভাসানো ছেলেদের একটি দল, একটা কাটাগাছের গোড়ার ওপর বসেছিল। বেশ বড় গোছের সবচেয়ে তাগড়া, ছেলেদের ভেতর। প্রত্যেকদিন ওরা নদীর ধারে অসাধারণ সব দৈহিক ব্যায়াম বা কসরৎ দেখাত। এখন ওরা সার বেঁধে বসেছিল, ওদের কনুই হাঁটুর ওপর। ওদের শক্ত কড়াপড়া হাতগুলো পায়ের মাঝখানে ঝুলছিল, শক্ত সমর্থ কাঁধগুলো নিচু হয়ে আছে। ওরা গম্ভীর গলায় গাইছিল—

"এখন আর ভাবলে কি হবে? কি বা আসে যায়?
আমাদের আনন্দ কোথায়?
কোনো রমণীর মধুর শরীর সে আমাদের জন্য নয়।"

ওরা স্থির হয়ে বসেছিল। শুধু একধারের ওই ছেলেটি ছাড়া। সে গানের ছন্দে ছন্দে দুলছিল আর থেকে থেকে বেদেদের ঢঙে দোলাচ্ছিল তার কাঁধ দুটো।

আন্দ্রেই থেমে গেল। ওদের সঙ্গে কথা বলত হয়ত কিন্তু ওর গলার কাছে কী একটা ডেলা পাকিয়ে এল আর চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল অশ্রুর আবেগে।

মেয়েদের কুটীরগুলো ফাঁকা। ওরা সবাই তারিখের খেপ দিতে বেরিয়েছে? তিক্ত অনুভূতি একটা। আন্দ্রেই বুঝতে পারে তারিখ পেয়ে তো মোটে জন কয়েক ছেলের কপাল খুলবে। ও মনে মনে মেয়েদের নাম আউড়ে যায়, কাতিয়া হয়ত যাবে ভালিয়া বেসসোনভের সঙ্গে, অথবা কোসতিয়া পেরিপেশকোর সঙ্গে; তোনিয়া থাকবে গোলিৎসিনের সঙ্গে; আর ক্লাভার সঙ্গে থাকবে? নিজের মনে ও ভাবল। ভেবে আত্মশ্লাঘায় গর্ববোধ করল। ক্লাভা হয়ত অবসন্ন অক্ষম হয়ে পড়বে। কোন প্রেমিকের জবরদস্তিতে। এক গোপন বেদনায় কালো ওর চোখ দুটোর ছবি তার মনের ভেতর কল্পনার দৃষ্টিতে ও দেখতে পেল। ও জানত ও তার ওপর কোনো অন্যায় করে নি, তবু মনে হল যেন সত্যিই করেছে।

সহসা ও এসে দাঁড়িয়েছিল আন্দ্রেইয়ের সামনে। এপিফানভের সেই মোটা পশমী জামা গায়ে। ওর কোঁকড়ানো চুল ওর কপালে উড়ে এসে পড়েছিল।

"তুমি কোথা থেকে এলে?" আন্দ্রেই জিজ্ঞাসা করল। ও নিজেই প্রায় ওর কণ্ঠস্বর চিনতে পারে না।

কোনো উত্তর না দিয়ে, সে তার মাথাটা আন্দ্রেইয়ের কাঁধের ওপর নামিয়ে আনল আর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

মেয়েদের চোখের জলের সামনে পড়ে, যেমন অনেক পুরুষের হয়, তেমনি ভাবে আন্দ্রেই অসহায় বোধ করে ওর পা দুটো সরিয়ে নিল ঘাবড়ে গিয়ে, চুলের ভেতর আস্তে আস্তে টোকা দিল, আর এলোমেলো কিছু প্রশ্ন করল। ভয় পেয়ে মরে যাবার অবস্থা হল। এখনই হয়ত সে ওকে প্রেম নিবেদন করে বসবে। ও সাড়া দিলে নিশ্চয়ই ও ব্যথা পাবে, আর ওকে আঘাত দিতে কেমন সংকুচিত হয়ে পড়ল ও, শেষকালে ও বলল, "ছেলেরা আমাকে একটুও শান্তিতে থাকতে দেয় না।"

আন্দ্রেই ওকে ওর ঘরে নিয়ে আসে। অন্য ছেলেরা তখন বাইরে। ও স্টোভটা জ্বালিয়ে দিল আর চায়ের কেৎলিটা বসিয়ে দিল। তারপর ক্লাভাকে মোটা পশমী জ্যাকেটটা খুলে ফেলতে সাহায্য করল।

"কে তোমাকে সব চেয়ে বেশি বিরক্ত করে? এপিফানভ?" ও লাল হয়ে উঠল।

"না না এপিফানভ আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে। ও সব সময় আমাকে এসে বাঁচায়। কিন্তু ক'দিন হল ও বাড়িতেই নেই যোগাড়ের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।"

"ও কি তোমায় ভাল বাসে? সত্যি কথা বল।"

ক্লাভা দারুণ ভাবে লজ্জা পায় আর ওর মুখ লুকোয়।

"আমি বলতে পারি না আন্দ্রেই। কে বলতে পারে? কিন্তু ও সত্যিই ভাল। ও আর সেমা আলতশুলার আমার সবচেয়ে প্রাণের বন্ধু।"

"তুমি সোনিয়ার সঙ্গে বেশি সময় থাকো না কেন?"

"এক একসময় আমার তা মনে হয়। কিন্তু ওরা একটু একা থাকতে চায়, ও আর গ্রীশা।"

ক্লাভা উঠে পড়ল। চলে যেতে গেল। কিন্তু আন্দ্রেই ওকে আটকে রাখল। আর জীবনে এই প্রথম ওরা আসল বন্ধুর মত কথা বলতে লাগল দুজনে। ক্লাভা জিজ্ঞাসা করল দিনা কবে এসে ওর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। ওর একটুও সংশয় ছিল না, এক মুহূর্তের জন্যেও, যে দিনা ওর প্রথম ডাকেই চলে আসবে। অবশ্যই সে দিনার জায়গা নিতে পারত। আত্মবিশ্বাসের ঝোঁকে, তার অন্তরঙ্গ সহানুভূতিতে উৎসাহিত হয়ে, আন্দ্রেই তার চ্যাপ্টা থলেটার ভেতর থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করল আর সেটা ওকে দেখাল, মনে হল খুব সুন্দরী মেয়ে। বড় বড় দুটো নীল চোখ। আর কেমন একটা আদুরে হাসি। ক্লাভা ছটফট করে উঠল।

"ও কি কাজ করে?" ও প্রায় ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল।

"ও একজন টাইপিস্ট। স্টেনোগ্রাফি শিখছে। আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি আমাদের আফিসে ওরা ওকে একটা কাজ দেবে।"

"ও কি একজন কোমসোমোল?" এবার সত্যিই ও বেশ নিচু গলায় ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল।

"না।"

ওরা দুজনেই চুপ করে ছিল। দুজনেরই মনের ভেতর চলছিল একটা উদ্বেগপূর্ণ ভাবনার ধারা।

"বেশ তো," একটু পরে ক্লাভা বলল। "অবশ্য ওর পক্ষে এটা বেশ কঠিন হবে, তুমি তো জানো আমাদের ছেলেগুলো কী অসভ্য বর্বর, কিন্তু তুমি ভয় পেয়ো না,আমরা তাকে সাহায্য করব। আমরা ঠিক ওকে কোমসোমোলে যোগ দেওয়াবো, কি বল? পাবো না ওকে?"

আন্দ্রেই ওর পাতলা ছোটো হাতটাতে বেশ জোরে একবার মোচড় দিল। ক্লাভা তার দৃষ্টি এড়িয়ে ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরল। সত্যি ওদের অন্তরঙ্গ

আলাপ বা কথা চালিয়ে যাওয়া এরপর অসম্ভব। শেষকালে দুজনেই দুজনকে বাঁচাল। হঠাৎ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। যার সংগে দুজনেরই সম্বন্ধ।

"আমাদের কিছু একটা করতে হবে," আন্দ্রেই বলল। "ওদের অবসর সময়ে ছেলেরা কিছুই করতে পারছে না। সত্যিই একটা একঘেয়েমিতে ওরা বোধ হয় মারা পড়বে। ওরা দিন দিন অমানুষ হয়ে উঠছে। তুমি নিজেই বললে ওরা তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। আর ওখানে ওই একটা পাকের আড্ডায় গিয়ে জুটেছে সবাই। ঈশ্বর জানেন শুধু কি যে করে ওখানে গিয়ে ওরা।"

"আমি জানি, কাতিয়া আর আমি এ নিয়ে কথা বলেছি।" ক্লাভা আবার খানিকটা উৎসাহ পেয়ে মনের জোর ফিরে পেয়ে বলে উঠল। "কাতিয়া আর ভালিয়া উপায় বের করছে—দুজনে একটা জ্যাজ বাজনার দল খুলেছে অথবা সেরকম গোছের একটা কিছু। আহা আমরা যদি একটা ক্লাব বাড়ি তৈরি করতে পারতুম—সত্যিকারের একটা! ওদের ডাকো এ নিয়ে আমরা কথা বলব।"

"ওদের আমি পাবো কোথায়?"

ক্লাভা বাইরে বেরিয়ে গেল। মুখে হাত দুটো দিয়ে ডাকল, "কাতিয়া! ভালিয়া!"

অন্ধকার সজীব হয়ে ওঠে। প্রায় গোটা কণ্ঠস্বর অন্ধকারে জবাব দিল। আন্দ্রেই শুনল কেউ যেন ক্লাভাকে কিছু বলল, তারপর ফুটে উঠল তার কণ্ঠস্বর। শোনা গেল কাকুতি মিনতি, "আমাকে একটু একা থাকতে দাও, তিমকা দোহাই বলছি! কেন তুমি তোমার হাত দুটো নিজের কাছে রেখে দিতে পারো না? আমি তোমায় আগেই বলেছিতো…।"

হাসতে হাসতে আন্দ্রেই তিমকা গ্রেবেনের কলার চেপে ধরে ওকে ঝোপড়ীর মধ্যে টেনে আনল। আরও মজা করে বাধা দেবার ভান করল। ক্লাভা ওদের পিছন পিছন ভেতরে এল। আর এক মিনিটের মধ্যে কাতিয়া আর ভালিয়া ছুটে এল।

"জরুরি কাজ," আন্দ্রেই ঘোষণা করে দেয়। "আমি এখানে ঘোষণা করছি একটি জরুরী সভা ডাকা হোক কমিটির। ক্লান্তি আর অসংযত জীবন-যাত্রাকে জয় করতে হবে!"

একত্রিশ

বিদ্যুৎ যন্ত্রপাতির চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সিমেণ্টের কলকবজা সংরক্ষণশালার ধূসর সিমেণ্টের দেয়ালগুলো শুকোচ্ছিল আর কোলিয়া প্লাত মেশিন বসানোর কাজ শেষ করে ফেলেছিল।

করাত কলে এবার উৎপাদন শুরু করে দেবে। কাজ প্রায় শেষ। জেনা কালুঝানি আর তিমকা গ্রেবেনের দলের করাত কাটার শ্রমিকরা নদীতে নামল। পাড়ের উপর ওরা জলে ভেজা কাঠের গুঁড়িগুলো গড়িয়ে দেবে। সেখান থেকে ওরা ওগুলো "বিক্রয় কেন্দ্রে" বয়ে নিয়ে এল। আর দিন কয়েক বাদে ওগুলো বিদ্যুৎচালিত গাড়ীতে বোঝাই হয়ে চলে যাবে কলে। সেখানে করাত দিয়ে কাটা হবে! চেঁচে পরিষ্কার করা হবে।

যুবকদের মিলিত প্রচেষ্টার ফল প্রতিদিনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পুরস্কার ওদের মনোবল আর শক্তিকে বাড়িয়ে তুলল। আমোদ আহ্লাদ করে কর্মীদলগুলো শুরু করে দিল একটা প্রতিযোগিতা। ভালিয়া বেসসোনভ তার দলের ছাউনিগুলোর উপর একটা সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে দিল। তাতে লেখা ছিল, "বেসসোনভের দল কোনদিন ভগ্নোদম হয়ে পড়ে না।" সন্ধ্যাবেলা ভেতর থেকে ভেসে এল জ্যাজ বাজনার সুর, সমস্ত যন্ত্রপাতি টেনে আনা হয়েছিল রান্নাঘর থেকে। তবু একটা হুইসল ছাড়া। ভালিয়া তখনও রাতকানা রোগে আক্রান্ত হয়ে আছে। কিন্তু সে ঘোষণা করে বেড়াল এতে শুধু ওর শ্রবণ শক্তিটাই তেজালো হয়ে উঠছে। ইশাকভের দল প্রত্যুত্তর দিল ঝনঝন শব্দ তুলে—

মস্ত বড় এই দুনিয়ায় কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
কোমসোমোল এমনতর খুশি ভরা তরুণ-তরুণী।

সব কিছু তো হল এবার ওরা অপেক্ষা করে আছে কখন বিদ্যুৎ আসবে। তারপর ওদের একটা ক্লাব হবে—আর কেমনতর। ইতিমধ্যেই ওরা একটা নাট্য চক্র গড়ে তুলেছে। এইজন্যে "সাহিত্যিক লোকেরা" নাটক আর ব্যঙ্গ রঙ্গ লিখতে শুরু করে দিয়েছে।

এই নগর নির্মাণকে তার জীবন নিয়েই সব নাটক। এই বীরোচিত পরিকল্পনাটাকেই শুধু যে লেখকরা অমর করে তুলতে চাইছিলেন তা নয়, এর কারণ ছিল তাঁদের কাছে যেসব সাজ পোশাক ছিল অন্য কোন নাটক অভিনয়ের পক্ষে সেগুলো উপযোগী ছিল না। দেখা গেল সেরগেই গোলিৎসিনের কাছে একজোড়া নতুন জুতো গচ্ছিত আছে। এতে সুবিধেই হল। প্রথম প্রযোজনাতেই ও একজন ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকা পেয়ে গেল।

আন্দ্রেই ক্রুগলভ নাটকগুলি দেখে খুশি। ও মরোজভকে পড়ে শোনাল। তিনি প্রায়ই মুষড়ে বিষণ্ণ হয়ে থাকতেন। এবার এই নাটক শুনতে শুনতে ওঁর চেহারাটা বেশ উজ্জ্বল দেখাল। সাহিত্যিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বলতে হয় অসম্ভব রকম বাজে নাটক, তাহলেও নাটকগুলিতে প্রকাশ পেয়েছিল একটা পরিপূর্ণ, আশাবাদ আর জীবন প্রেম। সব নাটকেরই

আসল বিষয় হল শ্রম—মানুষের সবচেয়ে বড় প্রেরণা আর আনন্দের সবচেয়ে বড় উৎস হল এই শ্রম।

"যদি তোমরা চোখ কান খোলা রাখো তাহলে দেখবে এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি," মরোজভ বললেন।

একটু একটু করে আন্দ্রেই তার চারদিকে জীবনে এই শ্রমের আনন্দ কি তা চিনল তাকে মর্যাদা দিতে শুরু করল। যদিও হামেশা এই আনন্দটা গোপন থাকে। একটা বিরক্তি ও অভিযোগের আবরণ ভেদ করে চোখ তা দেখতে পায় না। ক্লান্তি আর আপাত ঔদাসীন্য তাকে ঢেকে ফেলে। ও দেখল দল নেতাদের ভেতর একজনও চাইছিলেন না একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল প্রথম স্থান অধিকার করুক। ও ছেলে-ছোকরাদের বলাবলি করতে শুনেছিল। সারাদিনের হাড়ভাংগা খাটুনিতে ওরা ক্লান্ত। তখন তারা কত গর্ব প্রকাশ করছে। ক্লান্ত শরীরটাকে বাড়ীতে টেনে আনতে একটা পরিকল্পনার সাফল্যে উজ্জ্বল কে কত ভাল কাজ করেছে তার হিসেব, ঘরবাড়ী তৈরির কাজে কার কত গতি তার খতিয়ান। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওরা ছুটে যেত ক্যানটিনে সারা দিনের কাজের শতকরা ফলাফল দেখবার জন্যে। সেখানে একটা বোর্ডের উপর তা টাঙিয়ে দেওয়া হত।

আন্দ্রেই জেনা কালুঝনির মুখের উপর হতাশার ছায়া দেখতে পায়। তখন ওর দলকে ছাড়িয়ে গেছে তিমা গ্রেবেনের দল।

"তোমার নাক ভোঁতা করে দিয়েছি, দিই নি?" একটা হিংসুটে সন্তোষ নিয়ে তিমা জিজ্ঞাসা করল। "আরে আমরা তোমার নাকে ঝামা ঘোষেই দিয়ে যাব এবার থেকে! তুমি আর কোনদিন প্রথম স্থান অধিকার করতে পারবে না!"

এর আগে মোটে একবার ওরা জেনাকে রেগে যেতে দেখেছিল, আর সেমার সেই মেয়েদের নিয়ে হামলার সময়। আন্দ্রেই ভয় পায়। আবার হয়ত ও ঘুষি মেরে বসবে। কিন্তু তা না করে ও সেমার কাছে ছুটে যায়। সেথার হাত থেকে একটা দাবার ঘুঁটি ছিনিয়ে নেয় আর চীৎকার করে ওঠে, "এই খেলনাগুলো ফেলে দাও হে কাঠুরিয়া! বসো দেখি আর অন্য কিছু ভাব —যা তোমার খুশি; কোন একটা আবিষ্কার কি নতুন কিছু সংগঠন অথবা তোমার যা আছে, যতদিন না তা আমাদের হঠাৎ একটু ঠেলা দেয় সামনের দিকে। তিমার দলকে আমাদের হারাতেই হবে।"

সেমা নতুন ক্লাব বাড়ীর দাবা ঘরের জন্যে দাবার ঘুঁটি বানাচ্ছিল। ও সেগুলো একপাশে সরিয়ে রাখল অবশ্য আরও ভাববার জন্যে যেন মাথায় টুপিটা পরে নিল। সেটা অবশ্য এমন কিছু একটা কষ্ট স্বীকার নয়; ওর বন্ধুর জন্যে শুধু মগজটায় একটুখানি চাপ দেওয়া। ও ভাবল, ভুরু কোঁচকাল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর শেষকালে জেনার দিকে চেয়ে বলল, সে কাছেই অপেক্ষা করছিল, "একটা আঙটা আর একটা টানা হাতা—এমন কিছু

বেশি নয় ওগুলো, কিন্তু তাদের কিছু দাম আছে। যাই চলো, গিয়ে দেখা যাক।"

ওরা তাই করল। দেশলাইয়ের আলোয় হিসেব কষতে শুরু করে দিল।

আন্দ্রেই দেখল কিলটু খুব ভোর বেলা তাঁবুর চারদিকে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। তার দলের সদস্যদের ঘুম ভাঙাচ্ছে। বাঁকা চোখে যেন চালাক চতুর চাহনি। প্রত্যেককে বলছে, "ভোরবেলা উঠে পড়। আরো কাজ চাই। ভোরবেলা উঠে পড়, একেবারে পয়লা নম্বর নিয়ে নাও।"

তবু তো কিলটু প্রায় "পাঁচশালা পরিকল্পনা" কথাটার মানেই বুঝত না। অথবা "সমাজতন্ত্র।" তা সে যদি দিনের আলো ফোটবার আগে তার দলকে শুধু জেতাবার জন্যে উঠে পড়ে, তাহলে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার এটা মহান অপ্রতিরোধ্য শক্তির ইশারা বলতে হবে।

আন্দ্রেই মুমির সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতো। দুজনে খুব ভাব। এই রোগা মেয়েটা। দেখে মনে হত প্রায় ছেলেমানুষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। দেখছে বিদ্যুৎ কর্মীরা কাজ করছে। সাবধানে ও গড়ানে রোলারগুলোকে ছুঁড়ে দেখে। তার আলোর বালবগুলো ছোঁয়। একবার ও বিদ্যুৎতারের প্রান্ত ধরে পরীক্ষা করে, কখনও ওর নখের আঙুল দিয়ে আবরণের ভেতর থেকে তামার রেয়াগুলো টেনে ছেঁড়ে আর বলে, "এখানে আগুন আছে?"

কিছুটা কথায় আর কিছুটা আকারে ইঙ্গিতে আন্দ্রেই ওকে বলে। বিদ্যুৎ কত কি জিনিস করতে পারে। বিদ্যুৎ বাতির বিষয়ে ও ওর কাছে শেখে, জানতে পারে—বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন, বিদ্যুতের সাহায্যে জোড় বা ঝালাই কেমন করে হয়। ও বোঝার ভান করে। কিন্তু ওকে বলে আবার বলতে। আগে যা বলেছে। এখন আর কিলটুর সঙ্গে বিচ্ছেদের ভয় আর নেই ওর। মেয়েদের সঙ্গে বক বক করতে ওর খুব আনন্দ। কিন্তু যতসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও জমিয়ে রাখত ছেলেদের জন্য।

একদিন মুমি সাহস করে দেওয়ালের ওপর রোলারটায় ইসক্রুপ এঁটে দেয়। আন্দ্রেই কাজটা পরীক্ষা করল। অনুমোদন করল। ওকে আরো শেখাতে শুরু করল।

"বিদ্যুৎ-কর্মী" ও হাসতে হাসতে কেবলই বলতে থাকে। তারপর থেকে ও আলতশ্চুলারের দলের সদস্য হয়ে আর কাজ করে যেতে চায় না। ও আর কিছু হবে না। ও হবে "বিদ্যুৎ-কর্মী! ইলেক্‌ট্রিসিয়ন্‌!" আন্দ্রেই ওকে শিক্ষানবীশ হিসেবে নিল।

ওর সাফল্যে ও খুব খুশি হল। এখন দেখা যাচ্ছে দুটি কারণে তাইগাতে বিদ্যুৎ আনতে হবে—প্রথমত, যেহেতু আবার অনেক দিন বাদে ও নিজেই

বিজলী বাতির আলো দেখবে বলে অপেক্ষা করে আছে, আর দ্বিতীয়তঃ যেহেতু নানাই মেয়ে মুমি তামার তারের ভেতর দিয়ে আগুন নিয়ে আসবার রহস্যময় একটা পেশায় কৃতী হতে চাইছে, যে তার জীবনে প্রথম বিদ্যুতের আলো দেখাবে।

একদিন মুমি ওকে বলল, "আমরা প্রথমে না?"

ও বুঝতে পারল না।

ও ওকে বোঝাবার খুব চেষ্টা করতে লাগল, "আমাদের দল আগে না অন্য দল আগে? কিলটু, কাল ও প্রথম হয়েছিল, আজ প্রথম নয়। আমরা প্রথম?"

মুমি খুব হতাশ হয়ে পড়ল। যখন আন্দ্রেই ওকে বলল বিদ্যুৎ কর্মীদের ভেতর আসলে কোনো প্রতিযোগিতা ছিল না। পরে ও বিদ্যুৎ কর্মীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিল আর যারা যোগাড়ে তারাও যাতে রেষারেষি করে কাজ করতে পারে। প্রতিদিন মুমি জানবার জন্যে টানা হেঁচড়া করে কে এগিয়ে আছে।

"দেখলে তো?" মরোজভ বললেন, যখন আন্দ্রেই তার পর্যবেক্ষণের কথা ওঁকে জানাল। "শ্রম মানুষকে এটাই শেখায়, যখন একমাত্র পুরস্কার সে চায়, মর্যাদা আর গৌরব। আমাদের প্রতিটি যুবক এর দ্বারা মানসিক সম্পদে বিত্তবান হয়ে ওঠে। আর এমনি করে সে একটি নতুন ধরনের মানুষ হয়ে ওঠে। একটি খাঁটি মানুষ। মুমিও তাই হবে।

"আমাদের মধ্যে কয়েক বছরেই সে দক্ষতা অর্জন করবে। সাধারণ ভাবে ধীর উন্নয়নের পথে হয়ত কয়েক যুগ লেগে যাবে।"

ওদের প্রাথমিক সাফল্যের খতিয়ানের দিনটিকে একটি কোমসোমোল ছুটির দিন বলে উদ্‌যাপিত করার সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

এর কয়েকদিন আগেই পুরুষদের পোশাকের জাহাজটা এসে পেঁৗছেছিল। মরোজভ সংগে সংগে ওদের বিলি করে দেন নি, ছুটির দিনের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। ওগুলি সব মোটা নীল পশমের কাপড় দিয়ে তৈরি। সব এক ধরনের ছাঁচে কাটা।

"সহস্র ভ্রাতা" ছেলেদের নতুন পোশাকে ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে মরোজভ হেসে বললেন, ওই পোশাকে সবাইকে একরকম দেখাচ্ছিল। মেয়েদের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে উনি চেয়ে দেখলেন, "লক্ষ্মী বোনেরা তোমাদের আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তোমাদের দিন আসছে, ভেবো না।"

একটা পরিকল্পনা নিয়ে উনি মেয়েদের নাম তালিকাভুক্ত করলেন। আপাতত সেটা গোপন রাখা হল। ওরা হাতে টিকিট ছাপল। গাছের ডালপালা দিয়ে কাতিয়ার ঘরে বসে ওরা কি যেন একটা তোড়জোড় করে

সাজাতে লাগল। এসবই হচ্ছিল তালাবন্ধ ঘরে। মোরোজভকে শুধু যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

অন্য দিনের মতই ছুটির দিনটা শুরু হল। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সবাই কাজ করলে। কেউ জানত না কি আসছে। কিন্তু প্রত্যেকেই একটা চমক আশা করছিল।

হঠাৎ তাইগার নীরবতা ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল। একটা অতি পরিচিত শব্দ অথচ ঠিক বোঝা গেল না। শব্দটা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিটি নির্মাণ অঞ্চলের কোণে কোণে। আমুরকে আঘাত করে মুক্ত একটা উল্লাসে তার ওপর দিয়ে ছুটে গেল তাইগাকে বিদীর্ণ করে। দূর পর্যন্ত। হায় হায় করে উড়ে গেল পাখীর দল। এ আবার কি? কি হতে পারে?

"কারখানার বাঁশী!"

"তাই হবে! নিশ্চয়ই! কারখানার বাঁশী!"

এরি মধ্যে ওরা একে চিনতে ব্যর্থ হবে কেমন করে? হ্যাঁ কারখানার বাঁশীই।

শত শত লোক তাদের কোদাল তাদের করাত আর তাদের কুঠার ফেলে দেয়। করাতকলের দিকে নিচু গাছের ঝোপঝাপ ভেদ করে উঁচু নিচু এবড়ো খেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যায়।

পাতলা একটা কালো ধোঁয়ার রেখা চিমনির ওপর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। হাজার হাজার তরুণ চোখ তুলে ওপরে তাকায়। স্বচ্ছ আকাশের দিকে। সেখানে এই প্রিয় অর্ধবিস্মৃত শব্দ, যেন এক বিজয় দূত তীব্র বেগে উড়ে যাচ্ছিল।

একটু একটু শব্দটা কমে আসে। সেরগেই গোলিৎসিন পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল। ওর হুঁশ নেই চোখের পাতায় কাঁপছিল অশ্রু।

"আবার! আবার! বাজো!"

ওরাও ওর কথার প্রতিধ্বনি তুলল: "আবার! আবার!"

"আরো জোরে!" পেতিয়া গলুবেনকো চীৎকার করে উঠল। তাই এর স্রষ্টাদের হুকুম মাথা পেতে নিয়ে, আবার সেই বাঁশী তার তীক্ষ্ণ আওয়াজ তোলে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে।

কোমসোমোলদের মনের গহন পর্যন্ত কিসের শিহরণ লাগে। এই কাঁপা কাঁপা তীক্ষ্ণ শব্দে শোনে এক অপূর্ব গান।

সেদিনই সন্ধ্যায় ওরা আশা করছিল বিজলী বাতি জ্বলবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র আশ্বাস দিয়েছিল সাড়ে আটটায় আলো দেবে।

কেউই ঘর থেকে বেরুল না। রাতটা গুমোট। তাই ওরা দরজাগুলো হাট করে খুলে বসেছিল। অন্ধকারে অপেক্ষা করেছিল। মাঝে মাঝে ওদের

অসহিষ্ণুতায় ওরা সুইচগুলো জেলে জেলে পরীক্ষা করছিল। দেখছিল বাল্বগুলো শক্ত করে ইসক্রুপ দিয়ে আঁটা আছে কি না।

কিলটু আর মুমি তাদের ঝোপড়ির ভেতর থাকতে ভরসা পাচ্ছিল না। অবাক হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। আর একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয়। ওরা এই আগুন দেখবে বলে অপেক্ষা করে আছে! যা কি না তারের ভেতর দিয়ে বয়ে চলে।

"ভয় পেও না," মুমি বলল। ওর নিজের ভয়টাকে ও দমিয়ে রাখে। কেননা ও কেমন শিউরে উঠে কিলটুর হাতে একটু চাপ দিল। "ভয় পেও না, এ আগুন দয়া করে।"

ওরা দুজনেই চমকে উঠল। তখন হঠাৎ ছাউনিগুলোর এধার থেকে ওধার পর্যন্ত চতুর্দিক আলোর বল অন্ধকারে ঝলসে উঠেছে। তাদের তীক্ষ্ণ আভার হলুদ বর্শা দিয়ে মাটি ফুঁড়ে ফেলতে চাইছে যেন।

কিলটু কাঁপছিল। পিছু হঠে এল। ও ভয় পেল। আলোর তীক্ষ্ণশর ছুটে আসছে দরজা দিয়ে। ওর কাঁপুনিতে মুমিও কাঁপে। ছোঁয়াচ লেগেছে যেন। কিন্তু মেয়েটার যেন কথা বলার একটুখানি শক্তি এল। বেশ দেমাক করে হাসতে লাগল। কেন না ওর হাত দুটো যে ওই তার খাটাতে সাহায্যে করেছে। এখন যার ভেতর দিয়ে আগুন বইছে। আর একটা কারণ আছে। সে যে আন্দ্রেইয়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিছুতেই ভয় পাবে না। আরও কারণ আছে। ও মনে মনে স্বপ্ন দেখেছে। এই গেলাসের বোতলটা আলো দিচ্ছে। সেদিন থেকে সেই অনেক আগে এক সন্ধ্যাবেলা থেকে। যেদিন আইভান চাইতানিন ওকে বুঝিয়েছিল। আজ ও যে জীবনকে জানে তার চেয়ে আলাদা একটা জীবন আছে।

ও এবার আলোক রশ্মি রেখার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমনি করে ও আন্দ্রেই ক্রুগলভের কাছে ছুটে যায়। ও ওকে হাত দিয়ে চেপে ধরে। আর তারগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে চীৎকার করতে থাকে, "আমাদের আগুন; আমাদের আগুন!"

গ্রীশা ইশাকভ তার কুঠরীর চারদিকে ছুটে যাচ্ছিল।

"আলো জ্বলছে? সত্যি কি? সোনিয়া তুমি আমায় ঠকাচ্ছ না তো? ছেলেখেলা নয় তো? সোনিয়া? সত্যিই কি আলো জ্বলছে?"

ও হাতে ধরে বাল্বটা। সত্যি গরম। তাজা। বেশ আরামপ্রদ। অনেকক্ষণ ও এটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

"সোনিয়া আমি একটু একটু দেখতে পাচ্ছি। আমি একটা ঝকঝকে দাগ দেখতে পাচ্ছি।"

ও দেখতে পাচ্ছিল। কেননা ও দেখার জন্য এমন হন্যে হয়ে পড়েছে।

"শিগ্গিরই আমি ঠিক হয়ে যাব। দেখো?—আমার দৃষ্টি ফিরে আসছে। আমি একটি অবলম্বন পেয়েছি। আমার রোগ প্রায় সেরে গেছে।"

ও ওর জলখাবার ঘটিটা তুলে নিল। যেন সেটা মদের গেলাস।

"আলো তুমি প্রণাম নাও, রাতে অন্ধকারকে যেন জয় করতে পারে। তোমায় মনে রেখ—!" এক চুমুকে ও আনারসের বাকী আরকটুকু চকচক করে খেয়ে ফেলল।

সব ছাউনির ভেতর থেকে হাসি শোনা গেল। ছেলেরা এ ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসেই অস্থির। কী দাড়ি! কী নোংরা পা! কী ময়লা ঘাড়! এইসব অদ্ভুত ধরনের জীবদের হাত থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায় কি নেই? প্রত্যেকটা বাতির নীচে একটা ছোট সাইনবোর্ড ঝুলছিল।

"এরকম চমৎকার একটা সমাজে নোংরা থাকা লজ্জার ব্যাপার!" মরোজভ এ ছাউনি থেকে ও ছাউনিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর চোখ ধাঁধানো পরিকল্পনাটার ফলাফল কি হয়েছে দেখবার জন্যে। দেখলেন তাঁর চূড়ান্ত আশাকেও তারা ছাড়িয়ে গেছে। সুটকেসে যত ক্ষুর জমা রাখা হয়েছিল। সব আনা হয়েছে আর সেগুলো কাজে লাগানো হয়েছে। তাড়াতাড়ি জল গরম করা হচ্ছিল। ছেলেরা সাবান স্পঞ্জ টেনে নিয়ে হাত মুখ ধোবার জন্যে নদীতে দৌড়াচ্ছিল। ওরা মেয়েদের কাছে গেল। সুতো ছুঁচ আর টুকি-টাকি জিনিস ধার করল সেলাই করার জন্য।

পেতিয়া এ ঘর থেকে ওঘরে আনাগোনা করতে লাগল। ফরাসী টান দিয়ে অস্বাভাবিক সুর করে বলে বেড়াতে লাগল, "বিদ্যুতের আবির্ভাব উপলক্ষে, মসিয়েঁ পিয়ারের নাপিতের দোকান সারারাত খোলা থাকবে।"

মেয়েরা বার্চ কাঠির তৈরী ঝাঁটা বিলোতে লাগল ছেলেদের ছাউনিতে। আর বেশ চালাকি করে বলতে লাগল, "আমরা শুনছিলাম তোমাদের ঘরের মেঝে ঝাঁট দেবার কিছু নেই।"

বত্রিশ

"তোনিয়ার দেমাকে হাঁটু মাথা এক হয়ে যাচ্ছে," কোমসোমোলরা অবাক হয়ে বলল। কেননা তোনিয়া তার মনের ভাব লুকোতে পারছিল না। চাপা লোকেদের যা হয় প্রায়ই। প্রেম তার সমস্ত বাধা মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে। সে নিজে তার মনের আবেগ অনুভূতিকে আটকাবার জন্য যত সব দেওয়াল তুলে দিয়েছিল। বেশী দিন না। তোনিয়া সেরগেইকে মনে করেছিল একটা গুণ্ডাগোছের লোক। কাণ্ডজ্ঞানহীন। এখন ও ওকে পুজো করতে লাগল। ওর সব কাজকেই ক্ষমা করতে লাগল। ওকে ওর মনে হল সরল চরিত্রের মানুষ। তার আদর্শ একদিন ওকে কঠিন জীবনের বন্ধুর পথ বেছে নিতে প্রেরণা দিয়েছিল। যে জীবন সমস্ত আরাম আয়েস ঝেড়ে

ফেলে দেবে আর অন্যের কাছেও তাই আশা করবে। এখন সে আশা করছিল আর অভিভূত হল। সেরগেই অপেক্ষা করে আছে একটা উষ্ণ নীড় আর নরম বিছানা। সে দেখল তাকে একটুখানি সুখ আর আরাম দিতে পারাও কত আনন্দের। একদিন সে সোনিয়া আর গ্রীশা ইশাকভের মধ্যে প্রেম নিয়ে নাক সিঁটকেছে। আর ওদের বিচার করেছে দারুণভাবে। কেননা ওরা এত সময় নষ্ট করছে। তাদের ছাউনিটাকে যেন বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে আর গড়ে তুলেছে একটা পারিবারিক জীবন ; এখন সে নিজেই এরকম একটা পরিবার গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে। আর সেদিকে লক্ষ্য না রেখেই এ ব্যাপারে সে সোনিয়া আর গ্রীশার চেয়ে আরো অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। কেননা সেরগেইকে ভালবাসার বাইরে এ পৃথিবীতে তার জন্য আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না।

এর কারণ বোধহয় এই যে, এই ভালবাসা তার কাছে এসেছে তার নৈতিক সংকটের এমন একটা মুহূর্তে" যে নিজেকে সে এর কাছে এমন সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছে, এমন কি তার নিজের সত্তাকে পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। যখন সে খুব বেশী সজাগ ও স্থিতসংকল্প হতে চেয়েছে তখনই যেন অন্ধ আর দিশাহারা হয়ে গেছে।

যত বেশি আগ্রহ নিয়ে একটা ঘরসংসার চাইল ও সেরগেইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা তত বেশি আপাত-বিরোধী আর অবরুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকল। বনের ভেতর প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলা ওরা দেখা করতে লাগল। তার দুরন্ত আবেগের শক্তিতে সেরগেই হার মানল। তার তপ্ত তাজা হৃদয়ানুভূতি আর আত্মোৎসর্গে ভরা পূজা। সেরগেইয়ের অহংকার হয়। সে এমন একটা প্রেমের প্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছে। কিন্তু তাদের এই সম্পর্কের একেবারে গোড়াতেই একদিন সেরগেই ওকে বলেছিল, "আমি সব সময় ভাবতুম ইশাকভদের সমালোচনা করে তুমি ঠিকই করছ। অবশ্য প্রেমের ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া একটা বোকামী। কিন্তু খেলার এই পর্ব ঘর বাঁধার চেষ্টা সেটা কোমসোমোলদের কাছ থেকে আশা করা যায় না—অন্তত: আমি ব্যাপারটাকে এভাবেই দেখি।"

তোনিয়া এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে কোন উত্তর দিতে পারে নি।

জুলাইয়ের শেষে বৃষ্টি নামল। এমনি সব বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় তোনিয়া একটা দিশেহারা হৃদয় নিয়ে তাঁবুর চারদিকে ঘুরে বেড়াত। সেরগেইয়ের সঙ্গে দেখা করার একটা সুযোগ খুঁজত। সেরগেই ওকে এড়িয়ে চলত। একবার চীৎকার করে ওকে শুনিয়ে দিয়েছিল, "ভগবানের দোহাই আমার পিছন পিছন ঘোরাটা এবার থামাও তো, সবাই আমাদের দেখে ঠাট্টা করছে।"

ওদের প্রেমটাকে এত বড় করে দেখত, তোনিয়া এটুকু দেখতে পাচ্ছিল না

(আর দেখতে চায়ও নি) যে সে সব কিছু দিচ্ছে। সেরগেই ওকে কিছুই দিচ্ছে না। ওর রুক্ষ ব্যবহার, স্বার্থপরতা, অভদ্রতা, সব ও ক্ষমা করত। খুশি হত সেরগেই যদি একটুখানি আনুকূল্য চাইত ওর কাছে। তার ইচ্ছের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার চেয়ে আর বড় তৃপ্তি ওকে কেউ এনে দিতে পারত না। কেননা সেইভাবেই সে তার প্রেমের শক্তি সেরগেইকে দেখাতে পারত।

সেরগেই কখনও ওকে ওর আণ্ডার-ওয়ার সেলাই করে দিতে বলত, অথবা ওর মোজা রিফু করে দিতে বলত। আর সে খুশি হয়েই তা করে দিত। কখনও ও গিয়ে লিলকা কি কাতিয়াকে অনুরোধ করত। জোর দিয়ে একটা কথা বলত। আরে মেয়েদেরই কাজ হল সেলাই করা। যেই করুক তার কাছে সমান। তোনিয়া সহ্য করতে পারত না। যখন দেখত অন্য কোন মেয়ের হাতে সেরগেইয়ের মোজা কি কামিজ। ওর সাহস হত না ওর ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে। সে সব ছেলেদের কাপড় ধোয়া-সেলাইয়ের কাজের ভার নিত। ওরা সংগে সংগে ওর এই কাজটা নিত। যেন খুব সহজ ব্যাপার।

একদিন সেরগেই ওকে বলল, "তুমি নিজেকে বেশ বানাচ্ছ। তুমি ওদের দাসী নও।"

এরপর থেকে তোনিয়া ওদের অনুরোধ মানতে রাজী হয় না। কোন সাহায্যই করে না। আর এতে ওরা বেশ চটে যায়।

বাস্তবিক ওর জন্যে ছেলেদের অতটা ভালবাসা ছিল না। সত্যি পরের দিকে ও খানিকটা বদলে গিয়েছিল, কিন্তু এই পরিবর্তনে উসকে উঠল বরং একটা বিরক্তি। বিস্ময় কি শ্রদ্ধার চেয়ে। ওরা ওকে নেকী অতি বিনয়ী মেকী মনে করল; তার আগেকার উপদেশের চেয়ে বর্তমানের এই বিনয়টা এমন কিছু ওদের মনকে স্পর্শ করল না।

কিন্তু অপরের শুভেচ্ছার জন্যে তোনিয়ার কোন মাথাব্যথা ছিল না। ওর সেরগেই আছে। ওর উপরই সে ঢেলে দিয়েছে তার জীবনের সব উত্তাপ সব আবেগ। তার প্রথম প্রেম। তার মহত্ত্ব আর নিষ্ঠার তলায় সে তাকে যেন পিষে ফেলতে চায়।

এদিকে সেরগেই নিজেকে ওর কাছে থেকে সরিয়ে নিতে শুরু করেছিল।

যখন বৃষ্টি শুরু হল সে নিজেকে নিয়েই ছিল। বনের ভেতর রামধনু ক্রমে ক্রমে বিরল হয়ে আসছিল। বৃষ্টিতে ঠাণ্ডায় ও ওর সংগে যেতে রাজী ছিল। সেরগেই বলল সে কি পাগল! আর তোনিয়ার জন্য ওর মৃত্যু বরণ করতে কোন ইচ্ছেই ছিল না।

এ সময়টা ওদের খুব কমই দেখা হত।

একদিন নদীর ধারে দেখা হল তোনিয়া সেরগেইর গলা জড়িয়ে বলল বিষণ্ণ-

ভাবে, "এখন আমরা কি করব সেরগেই ? এরই মধ্যে শরৎ এসে পড়েছে। কি করে আমরা বাঁচব ?"

সেরগেই এ ব্যাপারটা (প্রসংগটা) উড়িয়ে দিল, "কিছু করার নেই। তোনিয়া এজন্যে তো আমরা এখানে আসি নি।" আগের মতই ও কোমল আর আবেগপ্রবণ। কিন্তু তোনিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

ভয় আর উদ্‌ভ্রান্ত এই অবস্থার মধ্যে সহজেই ও ঈর্ষার শিকার হয়ে পড়ল।

তোনিয়া জানত যে লিলকা সেরগেইর উপর আকৃষ্ট। হঠাৎ ও লক্ষ্য করল যে সেরগেই যেন লিলকার সংগে কথা বলে আনন্দ পায় আর সেরগেইও খেলার খুশিতে ওর ন্যাকামির প্রশ্রয় দিতে ভালবাসে। তোনিয়া ওদের লক্ষ্য করতে শুরু করল। আর দুবার ও ওদের দেখল একসংগে চলেছে বনঝোপ যোগাড় করে আনতে। ওদের মূর্তি দুটো গাছের আড়ালে ঝলমলিয়ে উঠছে। একটু একটু করে দূরে আরো দূরে বনের ভেতর চলে যাচ্ছে। ও শুনল লিলকা হাসছে। আর ওর ভীষণ ভয় হল। ভাবল সেরগেই কি তবে আর একটা মেয়ের সংগ খুঁজে নিচ্ছে। ও তো জানে, তার তোনিয়া তার দুঃখ নিয়ে এখানে কত একা।

একটা ছুটির দিনে। মেয়েরা ছেলেদের জন্যে কামিজ আর ট্রাউজার করছিল। ছেলেরা গেছে "কলতলায়।" তার মানে নদীতে। শুধু সেরগেই আর আন্দ্রেই ক্রুগলভ তাঁবুতে ছিল। সেরগেই বুট জোড়ার পাশে রোদে শুয়েছিল। জুতো জোড়া শুকোচ্ছিল। আন্দ্রেই যে ঘরটায় থাকত সেটা একটু গোছগাছ করে নিচ্ছিল।

আন্দ্রেই মেয়েদের বলল কিছু টাটকা পাইন গাছের ডালপালা নিয়ে এসে ওকে দিতে।

"আমরা সেলাই করছি আন্দ্রেই," ক্লাভা বলল। "ছেলেরা ফিরে এসে কিছুই পরতে পাবে না আমরা যদি কাজ ফেলে যাই।"

লিলকা ওর ছুঁচটা নামিয়ে রাখে।

"আমি যাব," ও বলল, তারপর সেরগেইর দিকে ফিরে ; "কি হে কুঁড়ের হদ্দ ! তুমি কি বল ? চলো আমায় সাহায্য করবে।

সেরগেই তোনিয়ার ভীত মিনতিভরা দৃষ্টি দেখতে পেল। কিন্তু তবু ও উঠে পড়ল আর বুট জোড়া পরতে লাগল। দেখে বেশ বোঝা গেল তার ইচ্ছে নেই। লিলকা হাসল আর ওকে খোঁচা মারল।

ওরা গাছের ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। হঠাৎ ওরা শুনতে পায় লিলকা খুশির আবেগে একটুখানি চেঁচিয়ে ওঠে।

তোনিয়া হাতের কাজটা ফেলে দিল আর ওদের দিকে চেয়ে রইল।

"আমরা গেলেই বোধ হয় আরো ভাল হত।" কাতিয়া বলল, "ওরা

কিছুই দেখতে পাবে না। আমি একটা জায়গা জানি যেখানে বেশ বড় বড় শরতের পাতা ডালপালা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়—পাইন ঝোপের চেয়ে আরো ভাল।

"আমাদের কাজ যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ আমরা কিছুতেই যেতে পারছি না।" ক্লাভা বলল।

তোনিয়া ওর সেলাইটা তুলে নিল। তাড়াতাড়ি ওটা শেষ করে ফেলল। "ব্যস, আমার ছুটি," ও বলল, "তোমরা আমাকে ধরতে পার যখন তোমাদের শেষ হবে।"

ও বনের ভেতর দৌড়োলো। সেরগেই আর লিলকা যে পথে গেছে সেটা দিয়ে নয়। অন্য একটা রাস্তা নিল।

"বেচারা ছেলেমানুষ।" ক্লাভা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এবার ওকে আর দেখা গেল না। তোনিয়া সেরগেই আর লিলকাকে যে জায়গাটায় আশা করেছিল সেদিকেই এগিয়ে চলল। ওর বুক দুর দুর করছে। এ গাছ থেকে ও গাছের আড়ালে ও চলেছে লুকিয়ে চুরিয়ে। ওদের গলার স্বর অনুসরণ করে ও চলে। হঠাৎ ও ওদের কাছে এসে পড়ে। ওরা মাটিতে বসেছিল। হাসছিল কথা বলছিল। গাছের ঝোপঝাড় কাটার দিকে মন নেই। সেরগেই লিলকার উপর ঝুঁকে ছিল। আর কি যেন ওর কানে কানে বলছিল ফিসফিসিয়ে এতেই ও চীৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল। ওর কাছ থেকে ছুটে গেল। সেরগেই ওর পিছনে দৌড়ালো।

বুকের উপর দুহাত চেপে, নিজের বিষয়ে সব কিছু ভুলে তোনিয়া ছুটল ওদের পিছনে।

সেরগেই ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। এবার আর ওকে যেতে দিল না। লিলকা হাসছিল। প্রাণপণ বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছিল।

"কেন আসবে না? শোনো কেন 'না' বলো কেন?" তোনিয়া নিশ্বাস বন্ধ করে শুনল সেরগেই বলছে।

"না আমাকে ছেড়ে দাও।"

"তুমি তো আগে এমন ভীতু ছিলে না।"

"বেশ, এখন হয়েছি।

"কেন এত বদলে গেছ।"

"তোমার তোনিয়া আছে। যাও ওকে গিয়ে চুমু খাও গে।"

"তোনিয়া একঘেয়ে হয়ে গেছে; তুমি বেশ আমুদে। মনে আছে তুমি আর আমি সে বার সেই ব্যাঙের ছাতা খুঁজে পেয়েছিলুম?"

ওরা দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়ল। এবার লিলকা ওকে চুমু খেতে দিল।

"তা হলে আমাদের ভাব ?"

"তোনিয়া তোমার চোখ উপড়ে নেবে আমার সংগে ভাব হয়ে গেলে।"

"আমার চোখ খুবলে নেবার তার কোনো অধিকার নেই।"

"ও তার নেই ? ভাবো আমি কিছু জানি না ? ভাবো আমি দেখতে পাই না ?"

তোনিয়া একটা গাছের গুঁড়িতে আড়াল হয়েছিল। দু'পা দূরেও হবে না। মনে হল ওর মাথা ঘুরছে। ও দুরন্ত আবেগে ছটফট করে উঠছিল। মনে হচ্ছিল ওদের মাঝখানে আছাড় খেয়ে পড়বে। ওদের কামড়ে দেবে। চীৎকার করবে। কিন্তু দম বন্ধ করে ও দাঁড়িয়ে থাকে। ভয় হয় ওরা ওকে হয়ত দেখতে পাবে।

"সে সব শেষ হয়ে গেছে," সেরগেই বলল। "তোনিয়া একটি স্বামী চায়, আর আমি তার উপযুক্ত নই।"

"ও. তাই না কি ?" লিলকা ভয়ে ঘৃণায় পিছিয়ে গিয়ে বলল।

"তুমি কি ভাবছিলে ?"

"তুমি একটা আস্ত বজ্জাত!" লিলকা চীৎকার করে উঠল। ওর দুচোখে জল ঠেলে আসছিল। "তোনিয়া তোমায় ভালবাসল আর তুমি ওর জন্যে কানা কড়িও দিলে না। একটু কষ্ট ভোগ করলে না। আমি যদি আমার সংগে তোমাকে এখনি স্বাধীনভাবে চলতে দিই তাহলে তুমিও আমাকে একদিন পাত্তা দেবে না। তুমি একটা ওঁচা লোক। ঠিক তুমি তাই। আমি তোমাকে সেই কথাটাই জানাতে চাই। আমি তোমাকে ভালবাসি কিন্তু আমি তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দোবো না কোনো দিন কেন না আমি তোমায় বিশ্বাস করি না। আর তোমার সংগে এর বেশি কিছু করবার প্রবৃত্তিও আমার নেই। সেটা মনে রেখো, তুমি কোনো দিন আর আমার কাছে আসবার চেষ্টা কোরো না। কক্ষনো না! তুমি একটা জানোয়ার! ঠকবাজ! সব পুরুষরাই তাই!"

সে কান্নায় ভেংগে পড়ল। রাগে ফোঁপাতে লাগল। কি যে ঘটছে তার কিছুই বুঝল না। এতই উত্তেজিত হয়েছিল। তোনিয়া শুধু লিলকার নিন্দে অপবাদ বক্তৃতা শুনছিল। প্রবল ঈর্ষাভরা একটা সন্তোষে।

"তোমরা সবাই চুলোয় যাও গে!" সেরগেই আপন মনে বিড় বিড় করল। চলে যেতে যেতে।

লিলকা একটা কড়া গালাগালি ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। ফিরে চলল দ্রুত পায়ে বাড়ীর দিকে। শুধু যখন সে একা বসেছিল তখন তোনিয়া বুঝল সব কিছু ভেংগে পড়েছে। আগের থেকে সে আরো নিঃসংগ হয়ে পড়ল। কেননা সে যে তার চেয়ে বেশি ঠকেছে। এক করুণ আর্ত কান্নায় সে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

সন্ধ্যের দিকে ক্লাভা ওকে সেখানেই দেখতে পেল। তোনিয়া ওকে দেখে যেন চিনতে পারল না। ওর মুখ ছাইয়ের মত শাদা। আর সন্ধ্যার আবছায়ায় যেন কিসের একটা নিষেধের ছায়া ওর মুখে। বিড়ালের মত ওর চোখ দুটো জ্বলছিল। আর হাত দুটো বরফের মত ঠাণ্ডা। ক্লাভা সংগে সংগে সব বুঝতে পারল। ও তোনিয়াকে জড়িয়ে ধরল আর কাঁদতে লাগল। আশা জল তোনিয়ার সমস্ত বাঁধ ও ভেংগে দেবে। কিন্তু তোনিয়া শুধু দুহাত দিয়ে ওকে সরিয়ে দেয়। তারপর উঠে পড়ল। ও কিছু বলল না। ওকে দেখা গেল বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু রাতে কিছু খেতে চাইল না। পরে বিছানায় শুয়ে সে এক মগ গরম চা খেল। ক্লাভা ওকে এনে দিয়েছিল। ওর ঠোঁটে আর আঙুলে যেন সাড় নেই। গরম লাগছে না। অথচ মগটা ধাতুর তৈরি। চোখ দুটো স্থির। বেড়ালের মত চকচকে।

কুঁড়ের বাইরে থেকে সেরগেইর গলা শোনা গেল।

"তোনিয়া! তুমি ভেতরে আছ?"

তোনিয়া মগটা নামিয়ে রাখল। আর ভয়ে ভয়ে ক্লাভার দিকে তাকাল।

"ও ভাল নেই। কি চাও তুমি?" ক্লাভা শান্তভাবে বলল। ওকে ঢুকতে বাধা দিল। দরজা আগলে দাঁড়াল।

"আমি আমার ঢিলে জামা পাজামাটা নোবো। ও ওগুলো সেলাই করতে নিয়েছিল।"

ক্লাভা ওকে চলে যেতে বলে। কিন্তু তোনিয়া বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে। ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সেরগেই-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় যেভাবে ও শুয়েছিল ওর রাতের গাউন পরে।

"এপিফানভের কাছে তোমার জামা কাপড় আছে।" বেশ অনুদ্বিগ্ন নীচ গলায় ও বললে। "আর দয়া করে কোনোদিন তুমি আর আমার কাছে এসো না, সাফ কথা, বুঝলে?"

ওর মুখের ওপর ও দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ক্লাভার কেঁপে উঠছিল।

"এটাকে অত বড় করে দেখো না ক্লাভা। কি হবে? ও এর যোগ্য নয়।" ঐরকম নিচু গলায় ও বলল। "যাও শুয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়েছে।"

ও নিজে ওর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। দেয়ালের দিকে মুখ করে। ক্লাভা অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে রইল। কিন্তু কোনো দীর্ঘশ্বাস বা ফোঁপানো শুনতে পেল না। অন্য অন্য মেয়েরা ভেতরে এল। ক্লাভা আস্তে আস্তে ওদের বলল যেন কোনো গোলমাল না হয়। কিন্তু তোনিয়া ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আমি ঘুমোই নি। তুমি যত পারো গোলমাল করো।

আবার ও চুপ করে গেল।

সেদিন থেকে ও খুব শান্ত হয়ে গেল। মেজাজটাও অনেকটা নির্বিকার। অসম্ভব রকম চুপচাপ। আর সেই একরোখা অবাধ্য একটা ঝিলিক ওর দু'চোখে। খুব খাটতে লাগল ও। নাটকের মহলায় অংশ নিল। আর সব সভায় গিয়ে উপস্থিত হতে লাগল। কিন্তু ও আর বক্তৃতা দিত না আর গানও গাইত না। এ যেন নতুন এক তৃতীয় তোনিয়া আর সবাই এমন কি ক্লাভাও, এই নতুন তোনিয়াকে দেখে ভয় পেয়ে গেল।

এক সপ্তাহ কি ওই রকম সেরগেই আজও অপমানিত হাবভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াল। আশা করছিল তোনিয়া ওকে কিছু বলবে। যখন ও ওকে তিলমাত্র পাত্তা দিল না তখন আর ওর সংগে ওর দেখা হত না। ও সন্দেহ করছিল যে লিলকা হয়ত ওর কাছে নানা রকম গল্প ফাঁদছে। লিলকাকে ও জিজ্ঞাসা করল। লিলকা দিব্যি দিয়ে বলল ও কিছু বলে নি। আর ওকে একটা সম্ভাবনার কথাও বলল। তোনিয়া হয়ত ওদের পিছু নিয়েছিল বনের ভেতর।

সেরগেই-এর স্বভাবটা অত খারাপ ছিল না। ও দেখল তোনিয়া ওর জন্যেই কষ্ট পাচ্ছে। লিলকা আর তোনিয়া দুজনের জন্যেই ওর দুঃখ হল। ঝগড়া হাংগামা জিনিসটা ও বরাবরই ঘৃণা করে। ও নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল। তোনিয়ার নিজেরই দোষ। অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে ও ওকে বিমুখ করেছে। ও ওকে ওর প্রেমের ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলেছে। আর জোর করেছে ওকে বিয়ে করবার জন্য। বিয়ের আদর্শটাকে ও অনুমোদন করে কিন্তু ও মনে করে ওটা হল দূর ভবিষ্যতের ব্যাপার। একটা মেয়ের পাশে থেকে বেঁচে থাকা কাজ করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করল। যাকে ও একটা দুঃখজনক অবস্থার মধ্যে নামিয়ে এনেছে। তার নীরব তিরস্কারের সামনে সব সময় ধরা না দিয়ে বেঁচে থাকা বেশ কঠিন।

একটা মিটমাটের জন্য সেরগেই প্রথম পা বাড়াল। অন্যদের সামনে ওকে ডাকতে ও ভয় পেল। আর বুঝল যে সে প্রচণ্ড রকম ওকে এড়িয়ে চলছে। ক্লাভার হাতে ও একটা চিঠি দিল। তাতে ও ওকে ওর সংগে দেখা করতে বললে। সেদিন সন্ধ্যায়—দিঘির ধারে।

সারাদিন ধরে ও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু ও নির্বিকার আর আগের মতই শান্ত। ওর দিকে চেয়ে দেখতেও চাইল না। ও প্রায় বুঝে ফেলল নিশ্চিতভাবেই যে সে আসবে না।

সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। সেরগেইর ভেজবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ও জোর করেই নির্দিষ্ট জায়গায় গেল। আর অবাক হয়ে গেল দেখল তোনিয়া সেখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। অস্থির আবেগে আর প্রায় খুশি হয়ে, ও হয়ত ছুটে গিয়ে তোনিয়াকে জড়িয়ে ধরত। তোনিয়া যদি না ওর হাতে ধাক্কা দিতে সরিয়ে দিত আর বলত, "কি চাও তুমি?"

চমৎকার একটা বৃষ্টি নামছিল। তোনিয়ার মুখ ভিজে যাচ্ছিল। কিন্তু তার চোখ জ্বলছিল নিষ্ঠুরতায়।

"আমাকে ক্ষমা করো তোনিয়া।" সেরগেই ফিস ফিস করে বলল। ও বোকার মত ভুল করেছে এ কথাটা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে হোঁচট খেল। শুধু তাকেই ও ভালবাসে। ও যেন নিশ্চয়ই ওকে ক্ষমা করে।

"ব্যালোনি!" ও একটু হেসে ওকে থামিয়ে দেয়। "আর বাজে কথা বোলো না। দরদ দেখিও না। থামো। প্রেম? সে শুধু ক্লাভা আর সোনিয়ার মত মেয়েদের জন্যেই। আমি অনেক বড় বয়সে।"

"তোনিয়া। কিন্তু তুমি নিজে...। কী বলছ তুমি, তোনিয়া?"

"বাজে কথা বোলো না। তুমি আর আমি দুজনেই চেয়েছিলাম যৌন আনন্দ। ব্যস আর কিছু নয়। আর এখন সে সুখের শেষ। মিটে গেছে। তুমি অন্য কাউকে খুঁজে পেয়েছ। আমিও পেয়ে গেছি। বুঝেছ সাফ কথাটা? এ খুব সহজ কথা। এ নিয়ে আর কথা বলার দরকার নেই।"

"তুমি কাউকে খুঁজে পেয়েছ? আমি বিশ্বাস করি না।"

অবাক হয়ে গেছে যেন, স্তম্ভিত! সেরগেই উপলব্ধি করল, ও সত্যি কথা বলছে না।

"কোনো নাটক নয়, দয়া করে অভিনয় কোরো না।" তোনিয়া বলল। ভিজে হাত দিয়ে ও তার মুখ মুছল। "তুমি অতিশয়োক্তি করছ সেরগেই। প্রেম বলে কিছু নেই। শুধু কাম, যৌনাচার। সে রকম একটা সুযোগ আমাদের এসেছিল আমরা তার সদ্ব্যবহার করেছি। ব্যস্। এখন আর বৃষ্টিতে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। তোমার জন্যে মরতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, আর আমার জন্যেও তোমার মরবার ইচ্ছে নেই—কি আমি ঠিক বলছি কি না?"

এই বলে লক্ষ্যহীন ভাবে ও পঙ্কিল জমির ওপর দিয়ে ছুটে যেতে চেষ্টা করল।

সেরগেই ওকে ধরে ফেলল। ব্যাপারটার মূল পর্যন্ত ওকে নেড়ে দেখতে হবে। ও খুঁজে দেখতে চায় কেন সে এরকম একটা অবাস্তব কথা ঘোষণা করল।

"থামো তোনিয়া! শোনো তুমি কি মনে করো, তুমি কি বলতে চাও, সব কিছু শেষ হয়ে গেছে? যে তুমি সব ভুলে গেছ?"

ও ওকে ফেলে তবু কিছু দূর চলে যেতে থাকে। হুঁস নেই ও কি করছে। কোথায়ই বা ও যাচ্ছে। ও ওর চারদিকে কিছুই দেখল না আর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বুঝতে পারল যে তার শক্তি সে হারিয়ে ফেলছে, যে আর কয় মিনিটের মধ্যে ও নিজেকে খাড়া রাখতে পারবে না, ও হয়ত হেরে যাবে

আত্মসমর্পণ করবে। অবসন্ন হয়ে পড়বে। মারা যাবে। ও শুনতে পায় ওর পিছন দিকে সেরগেইয়ের দীর্ঘশ্বাস। আর জলের ওপর তার বুট জুতোর সপ্ সপ্ শব্দ। সেই সময় ও যেন ওকে ভালবাসল এর আগে তেমন বাসে নি। যেন ও বড় অসহায় করুণ, নিরর্থক আর কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু ও ওকে বিশ্বাস করল না, পারল না। ও ওকে তার হৃদয় দিতে সাহস পেল না। আবার ওর কাছে ধরা দিতে পারল না। কেন না ওর আশঙ্কা হল। নিঃসঙ্গতার চেয়ে আরো একটা হাজারগুণ বড় আঘাত হয়ত ও পাবে।

ওর দিকে নির্বিকার ক্রুদ্ধ মুখে ফিরে তাকাল ও আর বলল। সেই একটা বহু পরিচিত বিরক্তি। যে অসহ্য যন্ত্রণাটা যেন ওর কাছ থেকে সেই বিরক্তিকে আড়াল করল। তবু এই চরম কথাটা আজ না বলে উপায় নেই।

"এটা চূড়ান্ত বোকামি সেরগেই। আমি তো তোমায় বলেইছি আমার অন্য একজন আছে। তোমার কি আত্মসম্মান নেই? তুমি অতি নীচ।"

সে সামনের দিকে দৌড়ে চলে গেল। আর সেরগেই যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। এত দ্বিধাগ্রস্ত হতভম্ব হয়ে গেছে যে ও অনুভব করতে পারল না যে ঠাণ্ডা কনকনে জল ওর বুটের ফাঁক দিয়ে ঢুকছে। পা ভিজিয়ে দিচ্ছে।

ওই দিনই সন্ধ্যাবেলা ক্লাব একটা শৌখিন নাট্যানুষ্ঠান-এর অবদান উপস্থিত করল। যে যা পারল তাই করল। আর প্রতিটি অবদানই একটা প্রচণ্ড রকম প্রশংসা অর্জন করল। হাততালিতে ঘর ফেটে পড়তে লাগল। কার কি গুণাবলী তার বিচার করে দেখার দরকার ছিল না।

তোনিয়া গানের আসরে অংশ নিল। ও আগের থেকে ভাল গাইল। আর শ্রোতারা একের পর এক বাহবা দিয়ে চীৎকার করল "আবার! আবার!" ওর চোখ সেরগেইকে খুঁজছিল। আশা করছিল ও ওর এই সাফল্য দেখুক। আর সত্যিই, খুব বিষণ্ণ মুখ নিয়ে ও এক কোণে ওখানেই বসেছিল। তোনিয়ার চোখ আধবোজা। একটু থামল। তারপর শুরু করল সেই খুশিভরা উক্রাইনীয় লোকসঙ্গীত। ওদের দুজনেরই স্মারক সেটা। তাদের প্রেম আর সবচেয়ে সুখী দিনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

ও যখন শেষ করল আর চোখ খুলল ও দেখল সেরগেই গালে হাত দিয়ে বসে আছে। তোনিয়া হাসল। ওকে কে কি মনে করবে তা গ্রাহ্য না করেই। ওর এই গা জ্বালা করা হাসিতে কে কি ভাববে সে দিকে হুঁশ নেই। আর একটা নতুন গান শুরু করল। ঠিক তেমনি খুশির গান।

পরের অনুষ্ঠান শুরু হল। ভালিয়া বেসসোনভের রান্নাঘরের বাসনের বাজনা। ও লুকিয়ে লুকিয়ে কখন এক সময় তার ঘরে চলে আসে। আর দু'সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম প্রাণ খুলে কেঁদে ভাসাল।

তেত্রিশ

কোমসোমোলদের নতুন বাসস্থান প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এটি তৈরি করেছিল স্বেচ্ছাসেবকরা। তাদের অবসর সময়ে। আর ঝড়তি পড়তি জিনিসপত্র দিয়ে। একটা নিচু ছাউনি বাড়ীর চেয়ে বেশি কিছু নয়। কতকগুলি ছোট ছোট ঘরে বখরা করা। ভালিয়া বেসসোনভ খুব কষ্ট করে দেওয়ালগুলোয় পলেস্তারা লাগিয়েছিল। তার পুরস্কার স্বরূপ তাকে একটা ঘর দেওয়া হয়েছিল আমুরের ধারে যায়গাটায়। ওর বন্ধুরা কেবলই ওকে জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করতে লাগল। অবসর সময় একা একা এই ঘরখানায় বসে কী করতে ইচ্ছে হবে ওর।

একদিন সন্ধ্যায় ভালিয়া আর কাতিয়া নদীর ধারে উপুড় করা একটা নৌকোর ওপর বসেছিল। ওদের হাসি আর কথাবার্তায় মাঝে মাঝে নিঃশব্দ মুহূর্তের ছেদ পড়ছিল। সন্ধ্যেটা এত শান্ত আর উষ্ণ—তীরের ওপর ধীরে ধীরে ছোট ছোট ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ করে এসে পড়ছিল।

ভালিয়া বালির ওপর কাঠি দিয়ে একটা হৃৎপিণ্ড আঁকল।

"দেখছ তো?"

কাতিয়া মাথা নাড়ল। একটা উদাসীনের ভাব দেখাল। যেন কিছুই বুঝল না।

ভালিয়া একটা হাতল যোগ করল হৃৎপিণ্ডটায়। কাতিয়ার মনে হল সেটা একটা তীর। আর করুণা করে ভাবল যে আহা কী রকম কাঁচা নকশা আঁকিয়ে ও।

"একটা ব্যঙ্গচিত্র," ভালিয়া বুঝিয়ে দেয়। এবার মনে হল কী কাঁচা মাথা ওর। এটুকু কল্পনা করবার মত বুদ্ধি নেই। বিশেষত ও যুব থেকে দেখছে ভালিয়া এই কমিক ছবিটা এতবার আঁকছে। আর এর বাস্তব কোনো কারণ থাকতে পারে না। তীরে বেঁধা একটা হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকবে কেন ও।

"আমি দুটোই তোমাকে দিলাম," ভালিয়া বলল। আজ সন্ধ্যায় কাতিয়ার বুদ্ধিটা খুব ভোঁতা হয়ে আছে। আর ভালিয়াকে তাই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হল। "আমার হৃৎপিণ্ড, অন্তর আর আমার বেতন দুটোই তোমার।"

'হুঃ। আমি আমার নিজের বেতন পাই।" কাতিয়া হঠাৎ বলে উঠল।

"কি হয় যদি আমরা দুটোকে একসঙ্গে রাখি।"

কাতিয়া এবার না বোঝার ভান করতে পারল না। তবে ও কোন জবাব দিল না।

"এভাবে আমি আর দিন কাটাতে পারছি না," ভালিয়া বলল। "আমি কিছুতেই পারছি না, কাতিয়া। তুমি আমায় ক্লান্ত করে ফেলেছ। আমাদের মানুষের মত বাঁচতে দাও, তুমি আর আমি। কেন আমাদের বাধা কিসের?"

"আমার কোন বাধা নেই," কাতিয়া খুব সহজভাবে বলল। ভালিয়া দু হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে গেল। কিন্তু সে ওকে ধরে ফেলল। "দাঁড়াও। আমার একচল্লিশটা শর্ত আছে। তুমি যদি সেগুলি মেনে নাও তো ভাল আর যদি না মানো—বেশ মেনো না।"

"আমি পড়তেও চাই না। না পড়েই বিয়াল্লিশটা সই করব।"

"আহা না। তুমি তা করবে না। আগে শোনো।"

বেশ শক্ত সমর্থ মেয়ে কাতিয়া। ভালিয়া ওর সব গুণকেই মনে মনে শ্রদ্ধা করে। এই স্বাধীনচেতা একগুঁয়েমি ছাড়াও ওর আরো গুণ ছিল। ও নিজেও তো একরোখা। কিন্তু ওর মজা লাগত। ও তখন দেখত ওর কড়ে আঙুলের ডগায় ওকে কিরকম পাক দিচ্ছে।

"প্রথম—ব্যায়াম করা। দ্বিতীয়—সব রকম আবহাওয়ায় বেড়াতে যাওয়া; আর তৃতীয়—কোন ভাবাবেগ নয়।

"একেবারে একটাও নয়?"

"একটাও নয়," কাতিয়া আবার বলল। হাসি চাপতে গিয়ে ওর ঠোঁট কামড়ে ধরল আর ভেতরে ভেতরে ও কিন্তু কম হাসছিল না। "এখন দেখছ তো? তুমি আমাকে অন্য রাস্তায় ছুঁড়ে দিচ্ছ, আমার শর্ত থেকে।" ও ছলনা করছিল। "তাহলে তোমার সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই।"

"সেটা তো খুব ভাল জিনিস!" ও বলল।

"সেটা খুব খারাপ জিনিস," কাতিয়া বলল আর পরমুহূর্তেই ওকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

"এভাবেই আমরা বাঁচব, তুমি আর আমি, আর হাসব যতদিন না বুড়ো হয়ে আমাদের বুদ্ধিনাশ হয়।"

"লাঠির উপর নুয়ে পড়ে পা টেনে টেনে চলি, আর হাসি।"

সেরগেই গোলিৎসিন তাঁবুর চারদিকে উদাসীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওর সহবাসী বন্ধুরা সবাই নতুন ছাউনিতে উঠে গেছে। সেরগেই এত অলস হয়ে পড়েছিল যে নতুন ছাউনি তৈরির কাজে বন্ধুদের কোন সাহায্য করতে পারে নি। আর এখন সে একা। ও এপিফানভকে বলেছিল, "তুমি তোমার সঙ্গে আমাকে নিতে পারো। অনেক জায়গা আছে তো ওখানে।"

"সে খুব চমৎকার হয়!" এপিফানভ বলল, "আমাদের এই জমিটা থেকে দূরে যখন আমরা এটা তৈরি করছিলাম, ঠিক ওখানটায় এখন ওখানে যাবার সময় এসেছে। ছেলেরা আর একটা বাড়ী তৈরি করবার মতলব করছে

—যাও ওদের সাহায্য করবার জন্যে সম্মতি দাওগে—বেশি দেরি হবার আগেই যাও।”

পাশা মাতভেইয়েভ, ওর প্রাণের বন্ধু আর ওর দেশ গাঁয়ের সংগে শেষ একটা সূত্র, সেও তার সমাধিতে সুপ্ত। ওর তো আর কোন বন্ধু নেই। ওর নিজের দোষেই ও তোনিয়াকে হারাল, যে মেয়েটিকে ও ভালবাসত। এখন সে সম্পূর্ণ একা। অন্য মেয়েরা ওকে নিয়ে কী করতে পারে, কিছুই না। আর ছেলেরা, যদিও ওরা কোনদিন তোনিয়াকে পছন্দ করে নি, এখন কিন্তু ওর উপর মনটা অনেক নরম আর সেরগেইর উপর ওদের বিতৃষ্ণাটাকে একটুও গোপন রাখে না।

একবার ও যখন একা, সেরগেই গিয়েছিল।

“তোনিয়া।” ও জোরে ডেকেছিল।

“আমার তো মনে হয় তোমাকে যা বলার সব বলেছি,” ও জবাব দিল। ওর দিকে তেমন যেন চেয়ে দেখার দরকারও মনে করল না। “তোমার সময় নষ্ট করো না।”

ওর বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছিল। বড় ইচ্ছে হচ্ছিল বাবার সংগে গিয়ে একটু কথা বলে। ওর মার আদর যত্ন নেয়। করাতকলের বাঁশিটা ওকে মনে করিয়ে দিল তার প্রিয় ইঞ্জিন কারখানার কথা। আর সেই বিস্তীর্ণ তৃণভূমি যেন ওর কাছে ছুটে আসছে ওর সংগে দেখা করতে। গাড়ীতে চেপে যেতে যেতে ওর মনে হত।

নিকোলকা একদিন ওকে পাকের আড্ডায় নিয়ে গেল। পাক খুব সজাগ সাবধানী আর খাতির যত্নে আগ্রহটাও বড় কম নয়। বিশেষ করে যারা নতুন আসত। ও কোমসোমোলদের প্রশংসা শুরু করল। বকবক করতে লাগল।

সেরগেই ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “আমাদের ওটা না হলেও চলবে খোকা, ভদ্‌কা আছে একটু?”

পাকের চোখ গোল হয়ে উঠল। সেরগেই কি জানে না? ওয়েনার যে ভদ্‌কা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন? ও ভদ্‌কা পাবে কোথায়? ও ব্যবসাদার নয়। শুধুমাত্র ছোটখাটো একজন জেলে। ও চাইলে কোমসোমোলদের বরং পিঠ থেকে কামিজ খুলে দিতে পারে।

হঠাৎ ও অদৃশ্য হয়ে গেল। আর এক বোতল ভদ্‌কা নিয়ে ফিরে এল। সেরগেই জনকয়েক ছেলের সংগে গিয়ে ভিড়ল। ওরা সব সময় পাকের দোকানে আড্ডা মারত আর পুরো বোতলটা টেনে শেষ করল। অথচ একগাল খাবার ও মুখে ফেলল না। যে সব ছেলের সংগে গিয়ে ও যোগ দিয়েছিল তারা অনেক দিন হল অন্যান্য কোমসোমোলদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। ওদের মধ্যে অনেকে একটানা হপ্তার পর হপ্তা ধরে কোন কাজ করে নি। নদীর ধারেই ওরা বেশির ভাগ সময় কাটাচ্ছিল।

"নিজেকে কষ্ট দিয়ে তোমার কি লাভ হচ্ছে?" ওরা সেরগেইকে বলল। "আমরা প্রচুর টাকা পেয়েছিলাম কিন্তু কেনবার মত তা দিয়ে কিছু ছিল না।"

একটা শান্ত সন্দেহ সেরগেইর নেশার ঘোরের ভেতর থেকে যেন একটু একটু করে জেগে ওঠে।

"তোমরা কি, এক দল কুলাক না?" ও গোঁ গোঁ করে উঠল। ওরা ওকে জোর দিয়ে বলল ওরা কুলাক নয় তবে ওরা চালাক। "কেউ আমাদের চোখের উপর পর্দা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে না তো?" ওরা জোর গলায় বলল। "এইসব তেঁতো কথাবার্তায় লাভ কি যদি আমাদের বুট জুতো না থাকে? আমাদের জনার ছাড়া আর খাবার যদি কিছু না থাকে? হাসপাতালগুলোতে যদি রোগী ভর্তি থাকে?"

মত্ত অবস্থায় ওদের সংগে সেরগেই গলা মেলাল, "এই জলা জমিতে কাজ করার জন্য এটা কি তবে পা-গিয়ার?" ও চীৎকার করে উঠল। একটা বুট তুলে ধরল। ওকে যা দেওয়া হয়েছিল তা থেকে মাপে অনেক বড়। "আমার নিজের বুটগুলো সব বরবাদ হয়ে গেছে।"

পরদিন ভোরবেলা ওর বেশ দেরি করে ঘুম ভাংগল। ও দেখল পাকের দোকানে ও একটা বেঞ্চির তলায় শুয়ে আছে। কাজে যেতে ওর লজ্জা হল।

দিনের বেলাটা বেশ গরম ছিল। বাতাসে গুমোট। লোকে একটা মাত্র জায়গায় হাঁফ ছাড়তে পারে। নদীর ধারটায় যেখানে একটুখানি বাতাস বইছিল। অথবা বেশ একটা বিশুদ্ধ বাষ্প উঠে আসছিল নদীর প্রশস্ত বুক থেকে।

ওখানে সেরগেইর সংগে আগের রাতের সংগীদের দেখা হয়ে গেল। কেউ চান করছে, আর কেউ কেউ মাছ ধরছে।

সেরগেই একটু দ্বিধা করল। ও জানত ওর জন্যে এই সংগ মানায় না। তাই সে একাই চান করল আর বালির ওপর শুয়ে সময় কাটাল। কিন্তু যখন ওরা ওকে ডাকল ও ওদের সংগে মজলিসে যোগ দিতে গেল।

"এখনই স্টীমার আসবে," ওদের মধ্যে একটা ছেলে বলল। "আমার যথেষ্ট আছে। আমি সই করছি।"

সেরগেই যখন বাড়ী পেঁছাল ওর বেশ অসুস্থ লাগছিল; ও ওর শক্ত খাটিয়াটার ওপর শুয়ে পড়ল। মাথার ওপর কম্বলটা টেনে দিল। যখন এপিফানোভ আর কোলিয়া প্লাত ভেতরে এল ও ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল।

"মনে হচ্ছে ছোকরা মাল টেনে হৈ চৈ করে এসেছে," কোলিয়া প্লাত মন্তব্য করল।

"কোন লোকের কি অসুখ করারও অধিকার নেই?" সেরগেই কম্বলের তলা থেকে চীৎকার করে উঠল। একটা হলপ কাটল।

"পাকের আড্ডায় যে যাবে সে নির্ঘাৎ অসুস্থ হয়ে পড়বে," এপিফানভ ওর কথায় যোগ দিল। "একটা মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ।"

পরদিন সকালবেলা সেরগেই ডাক্তার দেখাতে গেল। ও যা আশা করছিল। ডাক্তার বলবেন, "তোমার মাড়ি ফোলা রোগ হয়েছে। তুমি এখনই বাড়ী চলে যাবে।" মনে মনে ও যেন এরি মধ্যে বাড়ী পেঁৗছে গিয়েছিল। মার সংগে ওর বালিশ ফাঁপিয়ে নিচ্ছে। ফর্সা চাদর পেতে দিচ্ছে মা ওর বিছানার ওপর। আর তার বাবা ওর চারধারে ছটফট করে বেড়াচ্ছেন। আনন্দ করছেন। আবার দুঃখ করে বলছেন, "তুমি বেশ রোগা হয়ে গেছ, গায়ের রং একটু হলদে হয়ে গেছে খোকা। তুমি আবার জোর পাবে। নিশ্চয়ই আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। আমাদের তোমাকে গড়ে তুলতে হবেই। তোমার আরো খাওয়া-দাওয়া করা দরকার খোকা।"

"তুমি খুব ভাল আছ। সম্পূর্ণ সুস্থ!" ডাক্তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন। "তোমার নিজের লজ্জা পাওয়া উচিত, যুবক! কাজে ফিরে যাও! দাড়ি কামিয়ে নাও। প্রত্যেক দিন দাড়ি কামাও। কাটা ফসলের মত গালে তোমার খোঁচা খোঁচা দাড়ি। এতেই তোমার মাথায় যত রকমের বদ খেয়াল চাপছে। যাও পিয়ারে মশাইয়ের সংগে দেখা করো গে। তোমার যত কাজ তো তার সংগে, আমার সংগে নয়।"

সেরগেই এত রেগে গেল যে ও আবার নদীর পাড়ে গিয়ে হাজির হল। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর কাজে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। নিকোলকা বলেছিল যে সেদিন সন্ধ্যায় স্টীমার এসে পেঁৗছবার কথা। সেরগেই বাড়ীতে দৌড়াল আর থলি গুছিয়ে নিল। পাকের দোকানে নিয়ে গেল ওটা। যারা চলে যাবার ইচ্ছে করত সবাই তারা যেমন করত। "চুলোয় যাক ওরা," ও আপন মনে বলল। "আমি আর এখানে থাকতে পারি না। ওরা আমায় কোমসোমোল থেকে তাড়িয়ে দিক। আমি কেন্দ্রীয় কমিটিতে যাব আর তাদের সব বুঝিয়ে বলব।"

কিছু পরে সেরগেই এক রাশ বেতের ঝাঁপির ওপর গিয়ে বসল। ওর সংগে আরো কতকগুলো ছেলে। তার মনোভাব যা ওদেরও তাই। দূরে ওরা স্টীমারের ধোঁয়া দেখতে পায়। লজ্জা লজ্জা মুখ করে ওদের সবাই ওদের থলি আর বাণ্ডিলগুলোর পিছন পিছন হুড়মুড় করে এগিয়ে যায়। সেরগেই আপন মনে বলল, যদি ক্রুগলভের মাথায় এখানে আসার মতলব না চাপে—অথবা তোনিয়া কি সেমা! আমি যদি চোখে ধুলো দিয়ে একবার সটকান দিতে পারি! পরে, আমি নিজেই নিজেকে সামলাতে পারব।"

ও ঘুরে তাকাল। চোখে পড়ল মোৎকা নাইদেকে। মোৎকা একটা থলি বইছিল। যেটা ও সেরগেইর পাশে রেখে বসেছিল।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ ?" সেরগেই বলল। ও জানত মোৎকা নাইদে একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মী আর একজন মস্তবড় ভাঁড়।

"আফ্রিকা," মোৎকা উত্তর দিল। ওর নোংরা আঙুলগুলো ঝেড়ে নিল। ওর হাঁ করা বুটের মধ্যে ময়লা আটকে যাচ্ছিল। "এগুলো পরার চেষ্টা করো। আমি ওয়েন্দারের কাছে গেলাম, তিনি আমাকে গ্রানাতভের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গ্রানাতভের কাছে গেলাম, সে আমায় তাড়িয়ে দিল। বলল তার বুট নেই। তুমি কি করবে ? "স্টীমারটা পাহাড়ের ছায়ায় ছায়া উল্টো দিকের নদীতীর বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। শীঘ্রই দেখা গেল ওটা ঘুরে গেছে আর তেরছাভাবে ওটা আমুরকে ভেদ করে এগিয়ে চলেছে। এখন ক্যাপ্তেনকে দেখা গেল সেতুর ওপর। এবার উনি হুইসল দিলেন। হুইসল বাজছিল।

ক্লাভা শিবির থেকে ছুটে এল। খাড়াই পাড় বেয়ে। ও পিছলে নামতে থাকে আর থেমে যায়। ও হাঁপাচ্ছে। একেবারে এক দমে। ওদের থলে-গুলো লুকোবার দরকার হয় নি। ও ওদের মুখ দেখে বুঝল ওদের মনোভাবটা কি।

"কি হে ছোকরারা কি করছ ?" ও দাড়িওলা চোর-চোর-দেখতে যুবকদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। "তোমরা কি ভাবছ ? তোমরা কি নিজেরা খুব লজ্জা পাচ্ছ ? ওঃ তোমরা কি ভাগাব ন কোমসোমোল চমৎকার !"

ওদের মধ্যে একজন ওর দিকে চেয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল। আর মস্ত একটা হাই তুলল।

"তুমি জান তুমি কোথায় যেতে পার," ও চেঁচিয়ে উঠল। একটা অশ্লীল গালাগাল দিল সেই সংগে।

ক্লাভা পিছিয়ে এল। ও অনুভব করল ওর গালে রক্ত উঠে আসছে। একটা প্রবল আঘাতে ও লজ্জায় ও দেখল কর্কশ কতকগুলো মুখ ওর দিকে চেয়ে হাসছে। ওকে উপহাস করছে। ও পালিয়ে যাবে—পালাবে যত তাড়াতাড়ি পারে।

কিন্তু ও পালিয়ে গেল না। ও রাগে নড়তে পারছিল না। স্থির অটল দাঁড়িয়ে রইল। ওর গাল দুটো জ্বলছে। ও প্রায় বুঝতে পারল না ও কি বলছে। যে ছেলেটা ওকে অপমান করেছিল ও তার দিকে ছুটে গেল।

"এই ! একটা কোলাব্যাঙ কোথাকার !" সে চীৎকার করে উঠল। "যদি আমি কোমসোমোল না হতুম তবে আমি তোমাকে এর জবাব দিতুম ! জানোয়ার কোথাকার ! পালানে আসামী যত সব ! আমি তোমাদের সত্যি কথাটা বলেছিলুম। তোমরা যা করতে পারতো তাতে মুখ খারাপ করা ছাড়া আর কি আছে। কাপুরুষ কতকগুলো ! বেজম্মা কোথাকার !"

"ফুঃ ! কি সব কথা বলছে !" অন্য ছেলেরা হেসে উঠল।

"তোমরা কি দেখে হাসছ?" ক্লাভা চীৎকার করে উঠল। নির্ভয়ে ছেলেদের দিকে এগিয়ে গেল। "নিজেদের দিকে একবার চেয়ে দেখ। কেউই তোমাদের মানুষ বলে মনে করবে না, যেভাবে তোমরা কথা বলছ! এমন কি দাড়ি পর্যন্ত কামাও নি! একটা লোক তোমাদের সামনে একটা মেয়েকে অপমান করছে আর তোমরা হাসছ!"

"এই ছোকরারা তোমরা কি বলছ?" লাইন থেকে কার গলার স্বর শোনা যায়।

রাগে ওর চোখ ফেটে জল এল।

"আমরা কি কোমসোমোল, না তা নয়?"

ক্লাভা ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল। মোৎকা নাইদে ছেলেদের কাছে আবেদন করছিল।

"এটা ঠিক হচ্ছে না। কেন একটা মেয়েকে এভাবে অপমান করছ? ফোমকা একটা খেয়ো কাদা-খোঁচা কোথাকার। বক বক করছ! যাও এই মুহূর্তেই ওর কাছে ক্ষমা চাও। যদি তোমার সখীকে একটু মিষ্টি আর সুন্দর দেখতে চাও।"

ফোমকা আবার দিব্যি করল, আর এবার খুব একটা মজা করল না।

"তুমি নিজেও তো ভারী চমৎকার," ক্লাভা মোৎকার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল। "ওই দাড়ি! আর তোমার হাত—চান করতে পারো না? ওগুলো দেখলে একটা লোকের পেট গুলিয়ে বমি আসবে!"

ছেলেরা ছটফট করে একটু পিছিয়ে গেল। ওদের হাত লুকোলো। মাথা নিচু করল।

"আমি এখানে এসেছিলাম তোমরা যাতে চলে না যাও, সেজন্যে বোঝাতে।" ক্লাভা বলল। "কিন্তু আমি এখন তা করব না। যাও আর বেশ ভাল করে পালিয়ে বাঁচো! তোমাদের মত কোমসোমোলরা না থাকলেও চলবে! যেন তোমরা একটা সমাজতান্ত্রিক শহর বানাতে পারতে!"

সে সর্বনেশে উত্তেজনায় কথা বলছিল। ওর চোখের জল দম আটকে রুখে রাখছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে কান্না সামলাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেগুলো চেঁচাতে শুরু করল। আমাদের না হলে চলত? আমাদের যোগ্যতা নেই? তারা কি? সবাই চেঁচিয়ে বলতে লাগল সে কি করেছে। এই পরিকল্পনার শতকরা কত ভাগ পূরণ করেছে। তার টীমের কাজ কতটুকু হয়েছে। ওদের অহংকারের সঙ্গে মিশেছিল তাদের নানা অভিযোগ—বুট জুতো নেই, অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, গরম জামা কাপড় নেই, মশাতে খাচ্ছে।

স্টীমারটা এগিয়ে আসছিল ঘাটের কাছে। ওর চলার বেগে ঢেউ জাগছিল। বালুতীর ভাসিয়ে দিচ্ছিল।

"আমি একটা মেয়ে আর তবু আমি নালিশ জানাই না।" ক্লাভা গরম হয়ে বলল। "দেখো আমি নিজে প্রায় খালি পা। তোমাদের মতে, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলাটা কিছু না—শুধু বুট জুতোরই দাম আছে। সেটাই সব। বাঃ।"

ছেলেরা কোন উত্তর দিল না।

ফোমকা দম বন্ধ করে চাপা আক্রোশে গর্জে ওঠে, "আমি···বেশ···এটা অত কঠিন ভাবে নিও না—আমি শপথ করছি, আমি বলছি। আমি খুব আঘাত পেয়েছিলাম।"

ক্লাভা ইঞ্জিনের ভস্‌ভস্‌ শব্দ শুনতে পেল। আর ওর পিছনে নোঙরের শিকলের খটাখট আওয়াজ। ও আরো তাড়াতাড়ি কাজ করবে, যখন এখনও ওর একটা সুযোগ আছে।

"বেশ ঠিক আছে," জোর করে হেসে ফেলল। "আমরা এটা ভুলে যাব। চলো ঐ তো ওরা কাজে ফিরে যাচ্ছে।"

"আমরা···কিন্তু আমরা···অবশ্যই····" লাজুক মুখের ভেতর থেকে জবাব আসে। কতকগুলো ছেলে উঠে পড়ল, আত্মসচেতনভাবে ওরা তল্পিতল্পা টেনে নিল।

আন্দ্রেই ক্রুগলভ ওদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছুটে এসেছিল। ক্লাভা ওর দিকে চেয়ে চোখ টিপল। ইশারা করল। ওরা আবার ফিরে আসছে। ঐ ছেলেগুলো। আর যারা নৌকোর ঘাটের কাছে তখনও রয়ে গেছে।

সোনিয়া আর গ্রীশাও ছুটে এল। সবাই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আর উত্তেজিত। ওদের আবার কোনো দুর্গতি ঘটেছে না কি?

সেরগেই কাঁধের ওপর ব্যাগটা তুলে এক ধারে দাঁড়িয়েছিল। আশা করছিল নৌকোর ঘাটের কাছে ভীড়ে গোলমালের ভেতর ক্রুগলভ ওকে দেখতে পাবে না। আসল কথা হল এখানে সব রকম কথাবার্তা এড়িয়ে চলা। ও চলে গেলেই, একবার সরে গেলেই, ওরা মনের সুখে নিশ্চিন্তে কয়লার ধোঁয়ার ওপর গিয়ে ওকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে। জাহাজ তার গতি বদল করলে আর কি। ওর কপালে যা আছে তাই হবে। চুলোয় যাক গে!

ক্রুগলভ একে একে সবার কাছেই যায়। ও রাগ করে না। সকলেরই চোটপাট অভিযোগ শোনে। কেউ তর্ক করে। যুক্তি দিয়ে বোঝায়। খুলে বলে সব কথা।

"তুমি তোমার বান্ধবীকে আসতে লিখেছো। তাকে বউ হতে জানিয়েছ, কিন্তু আমাদের কি হবে?" ওরা চীৎকার করে উঠল। "আর তোমরা সম্ভবত" বিশেষ রেশনের "ওপর দিব্যি আছ?"

ক্রুগলভ বিশেষ রেশন নিতে অস্বীকার করেছিল। তবে গুজব সবাই যারা দায়িত্বপূর্ণ পদে রয়েছে তারা মামুলি পদস্থদের চেয়ে ভাল খেয়ে আছে।

"আমি জানতে চাই কারা এসব গুজব ছড়াচ্ছে," ক্রুগলভ বলল। "এসো, দেখো আমি কি খাই। ঠিক তোমরা যা খাও তাই। কে তোমাদের মাথায় এসব ভাবনা ঢোকাচ্ছে বলো তো? ভেবে দেখো তোমরা কি করছ? কোমসোমোল ভাইরা! ভাল করে ভেবে দেখো। মন দিয়ে ভাব! শত্রুরা তোমাদের ধরতে বেরিয়েছে। আর তোমরা ওদের বঁড়শি আঙটা টোপ ফাৎনা সব গিলে বসলে।"

সেরগেই শুনল। অন্য সব ছোকরাদের পেছনে ও লুকিয়েছিল। সেখান থেকে শুনল। ও নিজেই ভাবল, "সত্যিই তাই। পাক জানে ও কি করছে। ও যখন আমাদের ছেলেদের মদ খাইয়ে মাতাল করে তারপর তাদের কানের ভেতর বিষ ঢেলে দেয়। আর ওই বুড়ো লোকটা? ও ওর আষাঢ়ে গল্প বলে সবাইকার মনে কি সন্ত্রাসে বীজ বপনকরে না? অপরপক্ষে, সে তো সত্যি কথাই বলে। শীতে এখানে ঠাণ্ডা কিছুটা প্রচণ্ড ঠিকই। সবাই সে কথা বলে। আর জল-হাওয়াটাও ভয়াবহ। আর যাই হোক ছেলেরা তো সব অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর এখানে এই মাড়ির রোগ ছড়িয়েছে···মাড়ি ফুলছে!"

হঠাৎ কার যেন কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে—জবাব চাই!

"শোনো! শোনো! তোমাদের সবাইকে ডেকে আমি বলছি। গ্রীশা ইশাকভ স্টীমার ঘাটের পাটাতনের পাশে একটা পিপের ওপর দাঁড়িয়ে উঠেছিল। সোনিয়া ওকে ধরেছিল।

"পলাতক ফিরে এসো!
যদিও আমি তোমাদের দেখতে পাই না
আমি দেখতে পাই সাদা আর কালো
ঝুটো আর সাচ্চা।
পলাতক ফিরে এসো।"

ভীড়ের ভেতর গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। ভারী মজার ব্যাপার তো! পিপের ওপর দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "দেখো! ও সত্যিই দেখতে পায় না।" ওরা পিপের চারধারে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে আসে। ওরা গ্রীশার দিকে এ কদৃষ্টে চেয়েছিল। যেন যাত্রার সঙ দেখছে। সোনিয়া তাকে ধরেছিল দু হাত দিয়ে। পিপের ওপর নিজে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা সেও আর প্রায় দু পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। ও বুঝতে পারছিল এই বক্তৃতা দিতে গ্রীশার কী যে কষ্ট হচ্ছে। ও অনেক কষ্ট করছে। অনুমান করছে সহজেই। তার কাছে এর ব্যর্থতা অথবা সাফল্যের মানেটা কি। ওই তো ও দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। তার গলায় যত জোর আছে প্রাণপণ বলে চীৎকার করছে। ওর হাঁটুতে একটা কাঁপুনি শুরু হয়েছিল। সেই কাঁপুনিটা উঠতে থাকে। যতক্ষণ না ঠোঁটে

এসে পৌঁছাল। কিন্তু তবু ও তাকে গ্রাহ্য করে না। বলে চলে। ও নিচু চাপা বিষণ্ণ গলায়। সেই বিবাদের ভেতর ও যেন ডুব দিয়েছে—

"কোমসোমোলরা শোনো! ফিরে এসো!
কোনো কোমসোমোল কি ছাড়তে পারে
যখন উদ্দেশ্যটা গেছে জানা
তার নিঃস্বার্থ কাজ?"

সেরগেই দাঁতে দাঁত চেপে দুটো ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়েছিল। সব কথা তাকে লক্ষ্য করেই বলা হচ্ছিল। তার সম্মান এমন কি তার যেসব কোমসোমোল আদর্শে একদিন সে সাড়া দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তাও। তা দুর্বল মুহূর্তকে হীন প্রতিপন্ন করছিল যে আদর্শ। গ্রীশা ঠিকই বলছিল—আর গ্রীশা তো অন্ধ। অন্ধ! তবুও গ্রীশাই আজ তাকে বোঝাতে এসেছে—বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান, সক্ষম সেরগেই—তার মন পরিবর্তন করবার জনো।

ও দেখল গ্রীশা পিপের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল। আর ছেলেরা ওকে ঘিরে ধরল। তারা লাইনে দাঁড়িয়েছিল। সে এগিয়ে চলে। তারা সবাই ফিরে চলেছে। আর সে? কি? একদল অভিযুক্ত আসামীর মত পালিয়ে যাবে? না সে নয়!

তার চোখ পড়ল সোনিয়ার দিকে। বিবর্ণমুখী সোনিয়া দুচোখ ভরা জল। গ্রীশাকে নিয়ে যেতে যেতে সবার দিকে চেয়ে হাসছিল। সে তার বিজয় গৌরবটা ভাগ করে নেয়। তার দুর্ভাগ্যেরও অংশ নেয়।

বলতে গেলে গ্রীশা বেশ ভাগ্যবান। তোমার মনের জোর টিঁকিয়ে রাখা সহজ যখন কেউ তোমার হাত ধরে আর তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু সেরগেইকে কে নিয়ে যাবে?

ও রেগে গেল। ঘাবড়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মনের ভেতর যে সংগ্রাম চলেছে তাতে দুর্বল হয়ে পড়ল তিল তিল করে।

"সেরগেই!" কে যেন অন্ধকারে ওকে ডাকল।

"কি?"

"আমরা তো আর পাটাতনের কাছে যেতে পারব না।" নিকোলকা ফিস ফিস করে বলল। "ক্রুগলভ ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমার একটা দাঁড়ী নৌকো আছে। আমরা উল্টো দিকে চলে যাই তারপর সেখান থেকে স্টীমারে উঠে পড়ব। চলে এসো।"

সেরগেই বলতে চাইছিল, না। কিন্তু ও কিছুই বলল না।

ওরা ওদের থলেগুলো নৌকোয় ছুঁড়ে দেয়। পাক দাঁড় বাইছিল। তখনও খুব দেরি হয়ে যায় নি। সেরগেই লাফিয়ে পড়তে পারত। কিন্তু একটি

মাত্র বাধা তাকে যেন অবশ করে দিল। নৌকো ছেড়ে গেল নিঃশব্দে। স্রোতের প্রতিকূলে মোড় নিল। স্টীমারের বন্দরমুখো ধার ঘেঁষে চলতে লাগল।

সেরগেই গুণল, ওরা পাঁচজন রয়েছে। স্টীমারের অন্ধকার দিকটা ওদের মাথার ওপর দেখা গেল। হঠাৎ কাপ্তেনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"এই, ডাঙায় যারা রয়েছ, তোমাদের মধ্যে জনকয়েক পলাতক আমাদের বন্দরের দিকটায় এগোচ্ছে!"

হাল ধরে যে ছেলেটা বসেছিল সে দাঁড়ী নৌকোটাকে ঘুরিয়ে দিল চমকা মেরে।

"কি? কাপ্তেন কি বলছে?" পাক জিজ্ঞাসা করল। দ্বিতীয় আর একটা দাঁড়ী নৌকো ছেড়ে দিল। সেরগেই দাঁড়ী মাঝির কালো মূর্তিটা চিনতে পারে। সে আন্দ্রেই ক্রুগলভ।

"দাঁড় চালাও!" সেরগেই চেঁচিয়ে ওঠে। "কসে দাঁড় বাও! স্রোতে ভেসে পড়ো!"

পাক তক্ষুণি বুঝতে পারে না কি ঘটছিল। কিন্তু এখন যত জোরে পারল ও দাঁড় বাইতে শুরু করল। যে ছেলেটা হাল ধরেছিল সে স্রোতের টানে নৌকো ঘুরিয়ে দিল। আর ওরা নিমেষের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জলের ওপর থেকে ক্রুগলভের গলা ভেসে এল।

"ওহে ছোকরারা! কোমসোমোলরা! ফিরে এসো!" ওরা মুখ খারাপ করে হুমকি দিয়ে ওর কথার জবাব দিল।

স্টীমার তার বিদায় সংকেত বাজিয়ে দেয়। আর আস্তে আস্তে ঘাট ছেড়ে এগোতে শুরু করে।

"আমরা এখান থেকে কোথায় যাচ্ছি?" সেরগেই ফাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

নৌকাটা স্রোতের মুখে তর তর করে এগিয়ে চলেছে। খুব হালকাভাবে দাঁড়ের সাহায্য নিয়ে। অন্ধকার জনশূন্য নদীতীর। অন্ধকার আকাশ। অন্ধকার জল। বিদায়ী স্টীমারের আলো। শিবিরে আবছা কিছু আলো।

আন্দ্রেই ক্রুগলভ শূন্য নদীতীরে একা বসেছিল। তার ভাবনা আর কষ্ট নিয়ে। একা। ও জানত না নৌকোয় কতজন ছিল। বেশি নয়। অনেকেই ওদের ভেতর তাদের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে এসেছিল। কিন্তু যারা ফিরে এল না তারাও তো কোমসোমোল। আর পালানোর এই মনোভাবটা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছিল। এক একটি লোকের দাম তার নিজের ওজন সমান সোনার চেয়ে অনেক বেশি। তখন এই অবস্থা। সে নিজে, যা পারে নি, ক্রুগলভ যে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তা করবার প্রয়োজন বোধ করে নি?

কে একজন তার কাঁধ স্পর্শ করল। ও দেখল একটি শীর্ণ শান্ত মুখ আর একটি দীর্ঘ শরীর তার ওপর ঝুঁকে আছে।

"তারাস ইলিচ ?"

"আমি তোমার জন্যে এসেছি বাছা। এসো। আমি তোমায় কিছু সোনা দোবো। এখন এসো। আমি পাহাড়ে উঠে গেছি। ঐ উঁচু জায়গাটায়। ডাক্তার আমার জায়গাটা নিলেন; বেশ তা নিন। এই নাও, আমি তোমায় সোনা দিতে চাই।"

"কি সোনা তারাস ইলিচ ?"

"যা আমি এই গরমকালে ধরে রেখেছি। আর গেল বছরের গরমকালে যা সাফ করেছি—সেগুলোও। কিন্তু আমি একটা রসিদ চাই। যে এটা আমি রাষ্ট্রভাণ্ডারে দিলাম—।"

ও আন্দ্রেইয়ের কাছে তার মুখটা সরিয়ে আনে।

"মনে হচ্ছে বাছা তোমাদের সংগে এখানে থাকাটাই আমার কপালে আছে। আমি শেষবারে পালিয়েছিলাম। তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তোমরা আমার সংগে ভাল ব্যবহার করেছিল। কিন্তু আমি নিজের মনে ভাবি—আমি ঠিক তোমাদের উপযুক্ত নই। আমি যে একজন অভিযুক্ত আসামী বাবা। সারা গ্রীষ্মকাল ধরে আমি ফিরে আসার কথা মনে মনে ভেবেছি কিন্তু কোনো লাভ হয় নি, আমার এখনও মনে আছে তুমি আমায় 'বাবা' বলে ডেকেছিলে···। বেশ, আমি এই সোনা ধুয়েছিলাম আর ভেবেছি চলে যাবো। কোথায় যাবো ? আমি যাদের জানি না তাদের মাঝখানে মরতে যাবো। তোমাদের সংগে আমি একজন ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছি। সারা জীবন আমি একটা রাস্তার হা-ঘরে কুকুরের মত বেঁচেছি, আর এবার এখানে এই সুযোগ এসেছে—আমি আমার এই সুদিন ফেলে পালিয়ে যাব ? তোমরা আমায় এখানে এনেছ। আমি এখানকারই লোক। তাই এই সোনা নাও। কিছু ভেবো না। আমি তোমাদের জন্য কাজ করব।"

আন্দ্রেই তারাস ইলিচের গলা জড়িয়ে ধরল আর কিছু বলল না। ও আকাশের তারাগুলির দিকে চেয়ে দেখল, ছুটে চলা নদীর অন্ধকার পুরু ভারী জল। শান্ত পর্বত রেখা। বেঁচে থাকা কত ভাল। যদি তোমার জীবনের মূল্য থাকে। যখন তুমি জীবনের সমস্ত বহিঃপ্রকাশের মধ্যে একটা গভীর অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে! তারাস ইলিচের এই ফিরে আসা—এই মুহূর্তে এর চেয়ে ভাল পুরস্কার আর কি পেতে পারে সে, এই সংশয় আর হতাশার মুহূর্ত ?

শোনো, তারাস ইলিচ, শোনো, বাবা; তুমি এসো আর তুমি যে সোনা বালির ভেতর থেকে সাফ করে তুলে এনেছ তা আমাকে দাও। এ সোনার বদলে আমরা তোমায় দোবো এক নতুন জীবন—এক অপূর্ব পথ, খাঁটি সত্যিকারের মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে একমাত্র পথের সন্ধান।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

পূর্ত বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার অফিসে যাবার দরজার সামনে মানুষের একটা লম্বা লাইন অপেক্ষা করে আছে। "আমুর ক্রোকোডাইল" প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করছে। যারা ঢুকছে তাদের প্রত্যেককেই হুঁশিয়ার করে দেওয়া হচ্ছে; "দশ মিনিট—তার বেশি নয়।"

ক্লারা কাপলানের স্পর্ধা কম নয়। সে নিজেই অফিসের দরজা খুলে ফেলল। ক্রোকোডাইলকে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল আর ভিতরের লোকটিকে মৃদু উৎসাহী গলায় বলল, "আমি একটু আপনার সংগে দেখা করতে চাই কমরেড ওয়েনার। দয়া করে ভেতরে আসতে দেবেন।

সম্পাদক তার হাত চেপে ধরেন। কিন্তু ক্লারা দরজাটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে আর অবাধ্যভাবে অফিসের ভেতরে তাকিয়ে দেখতে থাকে। সেখানে ওয়েনার একজন লোকের সংগে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, সে সংগে সংগে বিভাগীয় প্রধানকে চিনতে পারে। যদিও সে কখনই তাকে দেখে নি। তার মুখে একটা ভারীক্কি ভাব। বেশ গম্ভীর। লম্বা একহারা শরীর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক। বেশ রুচিশীল। শান্ত দায়িত্ববান স্বভাবের মানুষ। আঞ্চলিক সমিতিতে তাকে বলা হয়েছিল উনি খুব কড়া, রাশভারী আর দারুণ দাপট।

"একি কমরেড?" উনি বললেন। বেশ ঠাণ্ডা আর বিনয়ী ক্লারার মুখটা লাল হয়ে উঠল। ভেতরে গেলো। গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করল। ঠিক যেন একটা ইস্কুলের মেয়ে পড়া বলছে। ও বলে, ও একজন স্থপতি। ও এখানে কাজ করতে এসেছে। আর কতকগুলি কথা আছে। সে তাঁকে বলতে চায়।

উনি একটু মাথা হেলিয়ে ওর কথা শুনলেন। মাঝে মাঝে চটপটে চোখের চাওয়ায় প্রশংসা ঝিলিক দিয়ে উঠছিল উনি মাথা নাড়লেন যখন সে কথা শেষ করল। কিন্তু তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন না ধন্যবাদ জানাতে।

"বোসো। আমি এক সেকেণ্ডের ভেতর আসব।" উনি সংগীর হাত ধরে ঘরে পায়চারি করতে করতে কথা বলতে শুরু করলেন। ক্লারা ওঁকে ঠিক ফোতো কাপ্তেন বলতে পারলো না. কিন্তু তাঁর বেশ, ফিটফাট চেহারা

দেখে যেন একটু বিরক্তি বোধ করল, আর ও ঠিক বিশ্বাস বা নির্ভর করতে পারল না তাঁকে। তাঁর অফিসের পরিচ্ছন্নতা আর আরাম দেখেও তাই মনে হল। যা প্রায় একজনকে ভুলিয়ে দেয় যে এটা একটা কুলাক গাঁয়ের আস্তানা। আর চারদিকেই কী বিশৃংখলা, কষ্ট, নোংরা কুঁড়েঘর স্যাঁতসেঁতে জায়গা আর বন জংগল। "আমি কি তাঁর সংগে কাজ করতে পারব কোনো দিন?" সে খুব অস্বস্তিকর ভাবে নিজেকে প্রশ্ন করল।

ওয়েনার লোকটির সংগে কথা শেষ করলেন। তারপর তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে তাঁর আর্মচেয়ারে বসে পড়লেন। ক্লারা ভাল করে তাঁর সরু কালো মুখের দিকে চেয়ে দেখল। পাতলা দুটি ঠোঁট, ধূসর চোখ তার মধ্যে কেমন একটা কর্কশ ঝিলিক ফুটে উঠছে বুদ্ধি।

"হ্যাঁ, বলো তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি?" উনি খানিকটা অশিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

"না" ক্লারা আপন মনে বলল, "আমি তাঁর সংগে কাজ করতে পারব না।" খুব সংক্ষেপে আর সোৎসাহে সে তাঁকে বলল। তার স্থপতি হিসাবে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা। প্রথমে লেনিনগ্রাদে তার পরে নিজের ইচ্ছেয় (এটা বলার সময় সে লজ্জায় একটু লাল হল, আর কিছুক্ষণের জন্যে তার ফ্যাকাশে গালের ওপর একটুখানি রং যেন তখনও রয়ে গেল), ও গিয়েছিল দূর প্রাচ্যে সেখানে সে দুবছর কাজ করেছিল। সে সবে সেই কাজ ছেড়ে এখানে এসেছে।

"আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি কেন তুমি এ কাজ ছাড়লে?" ওয়েনার জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমার কাজ ছেড়ে দেবার কারণগুলি নিয়ন্ত্রণ কমিশন অনুসন্ধান করে দেখছেন," সে বলল; সে শান্তভাবে কথা বলার চেষ্টা করছিল কিন্তু তার কণ্ঠস্বর তার উত্তেজনাকে ঢেকে রাখল না। "এক কথায়, ঐ নির্মাণ প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত লোকেরা সরকারকে ফাঁকি দিচ্ছিল, মিথ্যে রিপোর্ট দাখিল করছিল। নিশ্চয়ই তারা কিছু নিয়ে হয়ত পালাতে পারত। পার্টি কমিটি ওদের মুখোশ খুলে দেবার জন্যে কিছু করলে না। আমি জনমতকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলুম আর ব্যাপারটা আঞ্চলিক কমিটির কাছে নিয়ে গেলুম। তার ফলে আমাকে ছাঁটাই করে দেওয়া হল কেননা সেই তথাকথিত 'কর্মী সংখ্যা কমিয়ে ফেলা।' আমি জোর করতে পারতুম, যে আমাকে জেলা কমিটিতে আবার নিয়োগ করা হোক কিন্তু আমি তা চাইলাম না।" একটি কথা বলে ও ওর বিবৃতি সংক্ষেপ করল, "কিন্তু আপনি নিজেই এসব খোঁজ নিতে পারেন।"

ওয়েনার বিনা আপত্তিতে সম্মতি জানিয়ে মাথা নিচু করলেন। ও খুব ক্লান্ত আর উত্তেজিত হয়েছিল।

"এখনও ঠিক স্থাপত্যের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবার মত সময় আমাদের প্রায়

আসে নি বলতে হবে।" উনি কিছুটা অবসন্ন ভাবে হেসে বললেন। "আমাদের নানা অবস্থা বা পরিস্থিতির সংগে যখন পরিচয় হবে তুমি দেখতে পাবে—"

"আমার সব কিছু এরি মধ্যে জানা হয়ে গেছে", ক্লারা বাধা দিয়ে বলল। "আমি তিন দিন হল এখানে এসেছি। আমি সমস্ত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখেছি। আমি ঘরগুলো দেখেছি। করাতকল আর মেরামতির দোকান তাও দেখেছি। এটা কি রকম কথা যে এ রকম একটা বড় নির্মাণ ক্ষেত্রে মোটে তিনটি বাসোপযোগী বাড়ী চার মাসে তৈরী হয়েছে?"

ওয়েনার কোনো জবাব দিলেন না। তাঁর সহানুভূতি আর কৌতূহল জেগে উঠছিল এই পাগল ছেলে মানুষ মেয়েটার ফ্যাকাশে মুখ দেখে। বাতিকগ্রস্ত! যাহোক ও আকৃষ্ট করল।

"এখানে এসেছ তুমি তিনদিন হল?" উনি জিজ্ঞাসা করলেন। "তা আমাকে বলা হয় নি কেন? আর তুমিই বা এতদিন আমার সংগে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করলে কেন?"

ক্লারা খানিকটা শুকনো দেঁতো হাসি হাসল।

"আজও আপনার সংগে দেখা করতে হল অনেক ঠেলাঠেলি করে কাঠখড় পুড়িয়ে, যাক 'ক্রোকোডাইলকে' ধন্যবাদ।"

"সে কে?"

"আপনি কি জানেন না আপনার সম্পাদকের নাম দেওয়া হয়েছে "আমুর ক্রোকোডাইল?"

এবার উনি সত্যি সত্যিই হাসলেন।

"না, আমি জানতুম না। বেশ ভাল, আমি বলব অবশ্য।" উনি অবশ্য খুব হালকা মেজাজে নিজেকে এলিয়ে দিলেন না, "কিভাবে তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল আমার মেয়ে সেক্রেটারি?"

"উনি বললেন গ্রানাতভ উচ্চ পদটি অধিকার করেছেন। কোশানের চাকুরি ও পূর্ত বিভাগে—

"পুনর্বাসন" বড় চারটিখানি কথা নয়। চীফ ইঞ্জিনীয়র উৎপাদনের ভার নিয়েছেন। আমি আপনার কাছে আসতে পারতুম শুধু এই তিনজনের একজন যদি আমাকে আপনার কাছে পাঠাতেন।"

ওয়েনার মুখটা সেঁটে রইলেন। কোনো মন্তব্য করলেন না। "আমি এই তিনজনের সংগেই দেখা করেছি, কোশেনার জানেন না আমাকে কি করতে হবে, কিন্তু তিনি পাত্তাই দেন না।" সে তাকে খারিজ করে দিল এক কথায় হাত নেড়ে। "আপনার চীফ ইঞ্জিনীয়রটি চমৎকার লোক কিন্তু তিনি জানেন না আমাকে নিয়ে কি করবেন। গ্রানাতভ, আপনার সহকারী, দেখলে মনে হয় ব্যুরোক্রাট, সুবিধাবাদী, আর ঐ পদের

পক্ষে একেবারে ভারসাম্য নেই, অস্থির। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি।"

সে উপলব্ধি করল যে তার মনকে হালকা করা দরকার। এই তিন দিনে তার মনে গ্লানির ভার জমা হয়েছে। ভেতর থেকে সব যেন ঠেলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। তাকে দিশেহারা করে দেবে। কিন্তু হয় সে পূর্তবিভাগের প্রধানের সংগে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে ঠাণ্ডা পর্দাটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলবে অথবা তাকে ও এই প্রধান ব্যক্তিটিকে এমন একটা অংগীকার দেবে যে তারা দুজনে কিছুতেই কাজ করতে পারে না।

ওয়ের্নার উঠে পড়েন। তার কাছে এগিয়ে যান। তার ওপর একটু-খানি ঝুঁকে পড়লেন।

"আমার সহকারী গ্রানাতভ যার বিষয়ে তুমি এতটা অপমান বা তাচ্ছিল্য করে বলছিলে গত বছর সে ছিল হারবিন জেলখানায়। ওরা ওর আঙুলের নখের তলায় কাঁটা পেরেক গেঁথে দিয়েছিল আর ওর হাত ঝলসে দিয়েছিল গরম ধাতু দিয়ে। অত তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্তের ওপর লাফিয়ে পোড়ো না। সহজেই তাতে তোমার ভুল হয়ে যেতে পারে।"

সে চেয়ারের ভেতর কুঁকড়ে যায়। মনে হল দুগালে যেন কে চড় মারল। ওর বুকটা দুরন্ত বেগে ঢিপ ঢিপ করছিল।

"তুমি আমার মনে খুব ভাল একটা দাগ কাটতে পেরেছ?" উনি বললেন। অন্য দিকে তাকালেন। ওকে একটু সামলে ওঠার সুযোগ দিলেন। "আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি উদ্যমী, দক্ষ আর বেশ বিবেচক। আমি তোমার উত্তেজনার কারণটাও সহজে অনুমান করতে পারছি! যদিও আমি বিশ্বাস করতে চাইছি যে তোমার ওপর কিছু দুঃখজনক ব্যাপার এসে পড়ার ফলে এই উত্তেজনা একটা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।"

"আপনি যদি সন্দেহ করেন—"

তাড়াতাড়ি উনি ওর কাঁধের ওপর একবার হাত রাখলেন। আবার সংগে সংগে টেনে নিলেন।

"না ঠিক আছে," উনি বললেন। "তুমি যদি হাংগামাকারী হও তা হলেও তোমাকে আবার নিয়োগ করবার ঝুঁকি আমি নেবো—আর সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।"

"দলের সদস্য হিসেবে আমি শুধু আমার কর্তব্য করার চেষ্টা করছি।"

ও দেখল যার সংগে কথা বলছে সেই ব্যক্তিটিকে তিক্ত মেজাজ নিয়ে দেখছে আর ও বিরক্ত হল খানিকটা। ওয়ের্নার বেশ মেজাজ রেখেছেন। যখন সে বেশ রেগে গেছে।

ওয়ের্নার তার সংগে কথা বললেন। তার মাথার ওপর কত কাজ রয়েছে। কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কত দোষ ত্রুটি রয়েছে। কাজ কতটা এগিয়েছে।

"তুমি এটা আবিষ্কার করে মনে মনে আহত হয়েছিলে যে আমরা মোটে তিনটি বাসগৃহ তৈরী করেছি। সময়টা এত খারাপ যে আমরা বাধা হয়েছি। আমাদের সমস্ত চেষ্টা জাহাজ ঘাঁটি তৈরির ব্যাপারে আজ নিবদ্ধ হয়েছে। তুমি কুঁড়ে ঘরগুলো দেখছ ?"

"আমি আজ তিন রাত ধরে কুঁড়ে ঘরে ঘুমোচ্ছি।"

এবার ওয়েনার রাগে জ্বলে উঠলেন। উনি একটা বোতাম টিপলেন। "আহা। উনি নিজের জন্যে একটা বোতাম লাগিয়েছেন" ক্লারা মনে মনে বলল।

"কমরেড কোশেনারকে আমার কাছে পাঠাও," উনি তাঁর সহকারীকে তীক্ষ্ণভাবে বললেন।

"কিন্তু আমি তো কুঁড়ে ঘরে খুব সুখেই আছি," ক্লারা বলল। মনে মনে ওর আনন্দ হল। যাক শেষ পর্যন্ত কিছু একটা তাঁর শান্তি ভংগ করেছে। "কোমসোমোলরা আমাকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। এই তিন দিনে অন্য পরিস্থিতির মধ্যে আমি যা শিখতুম একমাসে, তার চেয়ে বেশি শিখেছি। আপনার এখানে যে লোকেরা আছে আপনি তাদের প্রশংসা করেন নি। আপনার কোমসোমোলরা হল খাঁটি সোনা।"

কোশেনার ভেতরে এলেন।

"আমি তোমাকে বলেছি যে যখনই নতুন বিশেষজ্ঞদের আমাদের কাছে পাঠানো হয়," ওয়েনার তাকে বললেন ওপরওয়ালার ভারিক্কিচালে, ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, "আমি এটা জানতে চাই এটা কিভাবে ঘটল যে কমরেড···এ···কাপলান একটা কুঁড়ে ঘরে ছিলেন।" "আমি কথা দিচ্ছি···" ক্লারা বলতে চায়, কিন্তু ওয়েনার ওকে থামিয়ে দেন হাত তুলে।

কোশেনার বিড় বিড় করে কিছু একটা বলতে চায়। "আজ সন্ধ্যেবেলায় কমরেড কাপলানকে কর্তৃপক্ষের জন্যে যে বাড়ীটা রিজার্ভ করা আছে সেখানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে," ওয়েনার বেশ গুছিয়ে শান্তভাবে বললেন। "যদি কোন জায়গা পাওয়া না যায় তাহলে তোমার ঘরখানা ওনাকে ধার দিতে হবে। বুঝতে পেরেছে ?"

ওরা আবার একা হয়ে গেল। ক্লারা হাসল। ওর খুব মজা লাগছিল ওঁর একরকম সর্বময় কর্তার মত হাবভাব দেখে। ও ওনার সংগে বেশ একটু প্রাণ খুলে কথা বলতে চাইছিল।

ওয়েনার অবশ্য তাঁর নিজের পছন্দমত আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

"তুমি ঠিক বলেছ, আমাদের কোমসোমোলরা খাঁটি সোনা। এ জগতের আসল সম্পদ।" উনি বললেন। কিন্তু আরো অনেক বিশৃংখলা আর অব্যবস্থা রয়েছে। আমি সবকিছু ঠিকমত চালাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। তুমি যদি আমায় সাহায্য করো আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। বর্তমানে

আমাদের বেশি দরকার ভাল স্থপতির চেয়ে সাচ্চা কমিউনিস্ট। সাম্যবাদী।" উনি উঠে পড়েন। "কিছু মনে করো না, কিন্তু আমার বেশি সময় নেই যে তোমাকে দোবো। আমি উপদেশ দিচ্ছি তুমি এখানে থাকো। তোমার চারপাশে চেয়ে দেখো। আমাদের পরিকল্পনাগুলো ভাল করে লক্ষ্য করো। আমাদের ইঞ্জিনীয়রদের সংগে কথা বলো। অঞ্চল প্রধানদের সংগে কথা বলো। আর গ্রানাতভের সংগে। তুমি খুব চালাক মেয়ে। তুমি যদি সরাসরি তার কাছে যাও সে তোমার সংগে খোলাখুলি কথা বলবে। ভারী চমৎকার লোক। আর একজন পয়লা নম্বরের কার্যপরিচালক। আমি তার ওপর নির্ভর করি। অন্য কারো চেয়ে বেশী।"

উনি ঘরের চারদিকে কয়েকবার পায়চারি করলেন। "কিন্তু আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি আমি কোনো গোলমেলে লোক চাই না। হল্লা হাংগামা যারা করবে।"

ওঁর কণ্ঠস্বরে বেশ একটা কড়া ধার। "আমার হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমাদের অবস্থা চূড়ান্ত খারাপ, তুমি যদি কাজ করতে চাও—এগিয়ে যাও। কিন্তু কোন ঝগড়াঝাঁটি ভাল না। দয়া করে কোনো অসুবিধের সৃষ্টি কোরো না। আর একটা জিনিস, তুমি আজ সকালবেলা আমার অফিসে জোর করে ঠেলে ঢুকে পড়েছিলে। তোমার ডাক আসার জন্যে অপেক্ষা না করে। সেটা ভাল; আমি খুশি হয়েছি তুমি এটা করেছিলে। আমি ভাল মানুষ মুখচোরা জীব পছন্দ করি না। কিন্তু মনে রেখো। চিরকাল মনে রাখবে, আমি চাই শৃংখলা আর নিয়ম।"

ক্লারা সংগে সংগে নিজেকে সামলে নেয় আর এটা লক্ষ্য করে, সে একটুখানি হাসে।

"আমি মনে করি তুমি আমাকে সেরকম একজন মারাত্মক ব্যুরোক্রাট মনে করেছ, যার মুখোশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুলে ফেলা দরকার। আমি আশা করি তুমি আমাকে বুঝতে পারবে। যখন তুমি এখানে কিছুদিন কাজ করবে। এটা একনায়কত্ব নয়, দক্ষতা। মাথা মোটা বুদ্ধিহীনতা মানুষকে কোনো সাফল্যে পৌঁছে দেয় না।

ক্লারা নিজের মনে ভাবল। "কেন ছেলেমানুষের মত তাঁর এই একগুঁয়েমির কথাগুলো আমি শুনছি? না, আমি কোনোদিন তার সংগে কাজ করতে পারব না।"

"আমি নিশ্চয়ই আশা করি আমরা একসংগে কাজ করতে পারব," সে উৎফুল্ল হয়ে বলল। তারপর উঠে পড়ল। "আমিও নিয়ম-শৃংখলা আর দক্ষতা পছন্দ করি। আমি স্বীকার করছি আগে থেকেই আমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল তুমি বড় সহজ লোক নও, তোমার সংগে চালানো বড় কঠিন, তোমার কাজ করার একটা নিজস্ব ধারা আছে।"

সে দুঃখ করল। কেন হঠাৎ কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সংগে সংগে তার মনে হল। ওয়েনার অবশ্য এ নিয়ে আর কোন কথা বাড়ালেন না।

"তোমার কত বয়স হয়েছে?" উনি বললেন। ওঁর বিবর্ণ চোখে তীক্ষ্ণ ভাবে একবার তাকালেন।

ক্লারা কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করল। যেন তার একটা পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে।

"আটাশ।"

তিনি আবার বোতাম টিপলেন।

"একটা লিখিত নির্দেশপত্র তৈরি করে ফেলো। আমাদের কর্মীদের ভেতর স্থপতি কাপলানকে নিয়োগ করা হল।" উনি সহকারীকে বললেন। যেন তাকে একটা চিঠি লেখার ডিকটেশন দিচ্ছেন। "সেরগেই ভিকেনতিয়েভিচকে বলো যে কমরেড কাপলানের বিষয়ে তার সংগে কতকগুলো কথা বলতে চাই। তার ডিউটি কতটা হবে, কি ধরনের হবে সেটা ঠিক করে দাও। আর যা চলছে তার সংগে তাকে পরিচয় করিয়ে দাও। তারপর সে যেন আমাকে সব খবর দেয়। যাও তুমি এখন যেতে পারো।"

তিনি ক্লারাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

"ফিরে এসে আমার সংগে দেখা করো। যখন তুমি তোমার কাজটা ঠিক হিসাব করে নেবে আর জিনিসগুলো ভেবে ঠিক করে নেবে। তোমার যদি ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে প্রশ্ন করবার কিছু থাকে—অর্থাৎ, যদি আমার কাছে তোমার কোন উপদেশ কি সাহায্য নেবার প্রয়োজন থাকে—আমি তা দিতে খুশি হব। সাগ্রহে তা দোবো।"

"কে জানে?" ক্লারা ভাবল। "আমি হয়ত তার সংগে কাজ করতে পারব।" একটা সংশয় ও অনিশ্চয় অবস্থার মধ্যে সে তার কাছ থেকে চলে আসে।

"ক্রোকোডাইল" প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। গজ গজ করতে থাকে। তাকে বের করে দেবার চেষ্টা করছিল তারা। সে জায়গায় ক্লারা অফিসে রইল আধঘণ্টা।

"কমরেড ওয়েনারের সংগে কোন সময়টা দেখা হয়?" ক্লারা তাকে জিজ্ঞাসা করল।

"নটা থেকে এগারটা; চারটে থেকে পাঁচটা; রাত দশটা থেকে রাত বারোটা," মহিলাটি যান্ত্রিক ভাবে গড় গড় করে বলে গেল।

ক্লারা বেরিয়ে গেল। "দশটা থেকে বারোটা রাত।" ও নিজের মনে আউড়ে গেল কথাগুলো।

ওয়েটিং রুমের ভেতর দিয়ে ও যখন চলে যাচ্ছিল তার কানে এক টুকরো কথা ভেসে এল।

"......আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল—আমি ওয়েনারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম আর উনি সব ব্যাপারটা সোজা করে দিলেন।"

সে আমুরের ধারে খাড়া পাড়ের উপরে এসে থেমে গেল। কোমসোমোলরা গ্রানাইটের বাঁধের স্বপ্ন দেখেছিল। এতদিন পর্যন্ত তাদের কিছুই ছিল না। শুধু তিনটে ব্যারাক ছিল। কতকগুলো কুঁড়ে ঘর, একটা সেকেলে করাত-কল, একটা মেরামতির দোকান, একটা খেলানা গোছের বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কিছু পরিষ্কার বুনো রাস্তা। সে তার চারধারে চেয়ে দেখল; সত্যিই কি তার শহর এখানে একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবে? এই পটভূমিকাকে পিছনে রেখে এর সীমারেখাকে চিত্রিত করতে হবে—বিস্তৃত আমুর, দূরের পর্বতমালা, গড়ানে পাহাড়। কাছে দূরে। বনাকীর্ণ। চারধারে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। ও কল্পনার চোখ দিয়ে সব যেন দেখতে পায়। অপূর্ব জাহাজ ঘাঁটি। যা সম্পূর্ণ জিনিসটার একটা অতি প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে চিহ্নিত হবে। এই নয়া শহরের একটি মাত্র স্থাপত্য পরিকল্পনায় সুবিনাস্ত। কলকারখানা আর প্রাঙ্গণ যা এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের বুকে দৃষ্টিশূল তা কিন্তু পুরানো পৃথিবীরই একটা বৈশিষ্ট্য। নতুন সমাজতান্ত্রিক শহরের মূল পরিকল্পনা বা ধারণা হল দুয়ের ঐক্য। জীবনের সমস্ত দিকের একটা ঐক্য প্রয়াস। শ্রম আর বিশ্রাম। শ্রম আর আমোদ। শ্রম আর খেলা। এর চেয়ে আর কোন শব্দ দিয়ে এ ভাবটাকে ভালভাবে প্রকাশ করা যায়—সুখ? সৌষমা? সমাজতন্ত্র?

আমুর থেকে ভেসে আসা অপূর্ব একটা বাতাস ও বুক ভরে দম নেয়। তার বুকের নিঃশ্বাস ঘন ঘন ওঠা পড়া করে। দুর দুর করে। তা যেন তাকে বলে দেয় সে এখনও উত্তেজনার মধ্যেই রয়েছে।

ওয়েনারের আচরণ বিদ্রূপাত্মক আর প্রসন্ন। "তোমার বয়স কত?" "আমি ঝুঁকি নোবো···" "ঝগড়া নয়, কোনো গোলোযোগ নয়, যদি তুমি চাও, দয়া করে···।" আসলে লোকটা কেমন? এই ওয়েনার?

দুই

সেপ্টেম্বরের শুরুতে পাহাড়ের দিক থেকে ছুঁচফোটানো কনকনে হাওয়া ছুটে এল। উপত্যকায় তুষার শীতল ধারা বর্ষণ তাড়িয়ে আনল। এর ফলে রাস্তায় কাদা জমল। রাস্তাঘাট সব ভেসে গেল। তারপর সূর্য উঠল আর পাঁক শুকিয়ে দিল। আবার একবার দিন গরম হয়ে উঠল। তবে অন্যরকম; তারা শরতের স্তব্ধতায় ভরে উঠল।

আগের থেকে কাজ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে—করাতকলে কাজ করা, বাড়ীর জমিতে কাজ করা, জঙ্গল সাফ করা। কাদায় পা বসে যেতে থাকে।

ভিজে কাঠ পিচ্ছিল আর হাত দিয়ে ধরা শক্ত। গালমন্দ চীৎকারে বাতাস ভরে ওঠে। কিন্তু একাধিকবার একটি লোক যে হয়ত একটি চার অক্ষরের শব্দ উচ্চারণ করেছে সে তার ব্যথা ধরা পিঠটা সোজা করে দাঁড়ায়, চারধারে চোখ মেলে তাকায়, সে এমনভাবে দাঁড়াচ্ছে যেন সামনে কোনো কাল্পনিক দৃশ্য দেখে থমকে গেছে। মন্ত্রপূত স্তম্ভিত একটা মূর্তির মত। কয়েক গজ দূরে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জেগে উঠেছে একটা স্তব্ধ শান্ত মহারণ্য। বার্চগাছগুলো সোনা ছিটানো। ম্যাপ্‌ল গাছগুলো আগুনের শিখার মত রক্তাক্ত জিব ছড়িয়ে দিয়েছে। বার্চজাতীয় ছোট গাছগুলোর ফিকে লাল রঙের পাতা ঝুলে আছে উদাসভাবে নিশ্চল বাতাসে। নীল ফার গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে সারবেঁধে সরু সরু শোঁয়া ছড়িয়ে। তাদের পায়ের তলায় শেওলার গালিচা বিছানো। উজ্জ্বল রঙে যেন কে সেলাই করে রেখেছে। অরণ্য শীর্ণ হয়েছে রাশি রাশি পাতা ঝরিয়ে। এখন এর দূর বিস্তৃতে সীমানা গাছের গুঁড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প চোখে পড়ে। আর ভারী বাতাসে একটা লাল কি সোনালী কি বেগনী গাছের পাতা আস্তে আস্তে ঘুরপাক খেতে খেতে মাটিতে নেমে আসে।

যে কেউ খোলা জমিটার ওপর দিয়ে চারদিকে চাইতে চাইতে হেঁটে গেলে এই পরিবর্তন দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সব বদলে গেছে। সম্প্রতি যে পাহাড়গুলি তাদের একঘেঁয়েমি আর নিশ্চল গাম্ভীর্যে বিরস মনে হয়েছিল এখন তাদের ওপর লেগেছে নানা রঙের হুড়ো-হুড়ি, ছড়িয়ে পড়েছে বর্ণমেলার উৎসবে। প্রকৃতি যেন দুহাতে বিলিয়ে দিচ্ছে অবর্ণনীয় বৈচিত্র্যের রঙরেখা আর ছায়াচিত্র। যেন একটা মেঘ ছায়া পাহাড়কে ভরিয়ে দিয়েছে, রঙে রঙে একাকার করে, দেখে মনে হয় যেন একটা প্রাচ্যদেশীয় গালিচা তাদের দুপাশে বিসর্পিল গিরিরাজিতে ছড়িয়ে রয়েছে।

সবার উপর রয়েছে আকাশ। উঁচু স্বচ্ছ নীল আকাশ। মেঘে মেঘে সজীব। এ তেমন আকাশ নয় যে কারো চোখকে একটা গম্বুজের আকৃতিকে ফাঁকি দেয়। এ সেই আকাশ যা এক অনন্ত মহাশূন্যের অনুভূতি নেই, অসীম অনন্ত দিগন্ত।

এরকম স্বচ্ছ এক শরতের সকালবেলা একদল তরুণ কাটাগাছের ফাঁক দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলেছিল। তাদের বন্ধু সেমা আলতশচুলারকে করাত কল থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল ; সেমা একটা স্ট্রেচারের ওপর শুয়েছিল। তার মোমের মত সাদা মুখ আকাশের দিকে। তার আগুন রাঙা লাল চোখ স্থির নিষ্কলঙ্ক অনন্ত শূন্যে।

"গ্রীষ্ম মণ্ডলের স্তর···বায়ুমণ্ডলের স্তর···তারপর···" ও হঠাৎ বিড় বিড় করে বলে উঠল। ওদের বন্ধুদের ভয় ধরিয়ে দিল। "একশো উনপঞ্চাশ ও ন দশ লক্ষ কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে সূর্য।"

"ভুল বকছে। বিকার।" জেনা কালুঝনি বলল।

"একেবারেই না," এপিফানভ বলল। "ঠিক যা ঘটছে তাই বলছে।

"আমরা যেদিন বায়ুমণ্ডলে ওড়বার সাফল্য অর্জন করব," সেমা বলল, "আমরা অন্তত মস্কোর নয়গুণ কাছে চলে আসব।"

তোনিয়া স্ট্রেচারের কাছে চলে এল। তার ওপর ঝুঁকে পড়ল। আর সেমার দিকে চেয়ে অন্তরংগভাবে হাসল। একজনের কষ্ট দেখে ওর মনটা নরম হয়ে গেছে।

"বন্ধুগণ, তোমরা বাড়ী চলে যাও," সেমা বলল। তখন ছেলেরা হাসপাতালের কাছে পেঁাছে গিয়েছিল। সেমার স্ট্রেচার নামিয়ে রেখেছিল বারান্দায়। তার চোখ দুটো পরিষ্কার আর শরতের সোনার ছায়া তার ভেতর কাঁপছিল। কিন্তু তার কমরেডরা জানত যে তার গায়ে জ্বর ৪০'২ সেণ্টিগ্রেড।

"সহ্য করতেই হবে," সেমা জোর করে বলল। তোনিয়ার চোখে কোনো শান্ত আশ্বাস ফুটল না। সে রোগীর সহজাত বৃত্তিতে তাকে বেছে নিল। ও চাইল একজন নির্ভরযোগ্য সেবিকা। "তোনিয়া আমার সংগে থাকবে, তোমরা সবাই বাড়ী যাও।"

তোনিয়া মাথা নাড়ল। কোনো কথা বলল না। আর হাসপাতালে চলে গেল। যে ভৃত্যটি ওদের নিয়ে এল সে ছুটে গেল। করিডরের এ ধার থেকে ওধার পর্যন্ত ছুটোছুটি করল। তোনিয়া স্বেচ্ছায় এসেছে ওকে সেবা করবার জন্য। ডাক্তাররা অফিসে ঠেলে ঢুকে পড়ল। একজন যুবক অর্ধনগ্ন অবস্থায় শুয়েছিল। গ্রাহ্য করল না। ডাক্তার রোগীটির বুকে স্টেথিসকোপ লাগাচ্ছিলেন।

"আমরা আলতশচুলারকে নিয়ে এসেছি। আমাদের সবচেয়ে ভাল কর্মী। তার জ্বর ৪০'২" তোনিয়া চেঁচিয়ে উঠল। "ওকে বাইরে বারান্দায় রাখা হয়েছে, যদি আপনি এই মুহূর্তে তার জন্যে কিছু না করেন আপনাকে আমরা আদালতে নিয়ে যাব!"

ডাক্তার তার স্টেথিসকোপটা হাত থেকে ফেলে দিলেন আর সেটা নিতে গিয়ে তাঁর পাঁশনে পড়ে গেল। তোনিয়া সেগুলো তুলে দিল আর শান্তভাবে বলল, "চলুন। এটা একটা মারাত্মক কেস। বেশ সিরিয়স।"

ভদ্রলোকের স্টেথিসকোপ লাগানো হলে শার্টটা পরে নিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি যান ডাক্তার, আমি অপেক্ষা করতে পারবো।" তারপর তোনিয়ার দিকে ফিরে বললেন, "আহা বেচারীর টাইফয়েড হয়েছে?" এমনকি ডাক্তারও সেমাকে কোনো শয্যার ব্যবস্থা করে দিতে পারলেন না কেননা সেগুলো সব দখল করে ফেলা হয়েছে।

তোনিয়া বেশ উৎসাহের সংেগ মাথা নেড়ে বললে, "বেশ তাহলে কাউকে বাড়ী পাঠিয়ে দিতেই হবে।"

সে সাহস করে ওয়াড´র ভেতর হে´টে গেল। তার চেনা লোকদের মাথা নেড়ে অভিবাদন জানাল, আর ডেকে বলল, "তোমাদের কোন কোন লোক খানিকটা সেরে উঠেছে?"

"তার মানে?" ওরা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"সেমা আলতশচুলারের অবস্থা খুব খারাপ। তার জ্বর প্রায় ৪০ এরও ওপরে। তাকে স্বেচ্ছায় কে তার বিছানাটা ছেড়ে দেবে?"

সংেগ সংেগ অনেকগুলি ছেলে পা দুলিয়ে পাশে নামবার চেষ্টা করল "দেখুন ডাক্তার?" তোনিয়া বলল। "এখন এটা সিদ্ধান্ত করা আপনার হাতে কাকে বাড়ী পাঠানো হবে?"

ডাক্তার ঘাবড়ে যান। তোনিয়াই কি তার হাসপাতালের ভার নিয়ে নেবে। তিনি মনে মনে হাসলেন তবে বাইরে শুনিয়ে দেন ওজর আপত্তি। গজ গজ করেন। আর কাউকে বাড়ী পাঠাতে অস্বীকার করেন। একটি ছেলে তার নাম পেত্রুনিন। সে তিন চার দিনের মধ্যে বাড়ী চলে যেতে পারত। সেফানোভ এক হপ্তার ভেতর। কিন্তু আজ নয়। ডাক্তার হিসেবে উনি পারেন না···কোনো অধিকার নেই···

"বেশ, ডাক্তার, "সেফানোভ বলে ওঠে, "পেত্রুনিন আর আমি একটা বিছানায় ভাগ করে শোবো। সেমাকে নিয়ে এসো।"

সেমা তখনও হাসপাতালের বারান্দায় শুয়ে। ওর চোখ দুটো আকাশের দিকে। তবে তাতে এখন আর শরতের কাঁচা সোনা আলোর ছায়া ঝিলমিল করছিল না; ভাবলেশ হীন বিরস ভাসা ভাসা দুটি চোখ।

"ধরুন," তোনিয়া ডাক্তারকে বলল। সে নিজে তার হাত দুটো সেমার হাতের ভেতর গলিয়ে দেয় আর বেশ সাবধানে আলতো করে তাকে তুলে ধরল। ওরা দুজনে ওকে ধরাধরি করে ওয়াডে´ নিয়ে আসে। তোনিয়া তাড়াতাড়ি তাকে জামাকাপড় ছাড়িয়ে দেয় আর তার জ্বরে পুড়ে যাওয়া গরম শরীরের ওপর একটা শার্ট পরিয়ে দেয় খুব তাড়াতাড়ি। তারপর সে চলে আসে। রোগীকে ডাক্তারের কাছে ছেড়ে।

"ডবল নিউমোনিয়া আর তার সংেগ সম্পূর্ণ শারীরিক ক্লান্তি" ডাক্তার তোনিয়াকে বললেন, ওয়াডে´র বাইরে দেখা করতে। "ওর অবস্থাটা বেশ গুরুতর। আমার অধীনে মোটে একজন সহকারী রয়েছে। তা তুমি কি থাকবে?"

"থাকব।"

"আমি দেখছি তুমি পিছিয়ে যাবার মত কি নাক সিঁটকোবার মত মেয়ে নও। কিন্তু ওষুধপত্রের বিষয় তুমি কিছু জান কি? ওষুধপত্র? তোমার কি কোনো অভিজ্ঞতা আছে?"

"কিছুই না, তবে আমি করে নিতে পারব", তোনিয়া বলল। "আপনি কি চান আমি কি হাসপাতালে কাজ করি ?"

"আমার একজন নার্সের খুব দরকার। আমি তোমায় শিখিয়ে নিতে পারব।" উনি বললেন। তোনিয়া মুখের ওপর না বোঝার শূন্য দৃষ্টি। "আ লা গুয়েরে কামে আ লা গুয়েরে।" তোনিয়া বুঝল না। উনি কথাটা ঘুরিয়ে বললেন, "রোমক ভাষায়, রোমানরা যেমন করে তাই করো। এখানে এই হাসপাতালে আমাদের পেশাটা তুমি খুব সহজে শিখতে পারবে। শুধু আমাকে ওই আদালত-ফাদালত দেখিয়ে বাছা হুমকি দিও না, ; আমি সহজে ভয় পাবার লোক নই, আর তুমি সেটা জানোও !"

"না আমি আর বলব না।" তোনিয়া হাসল। সেমা চিৎ হয়ে শুয়েছিল। খুব ছোট্টো দেখাচ্ছিল ওকে। আরও গা গরম। ওর চোখ জ্বল জ্বল করছে জ্বরে। ঠোঁট দুটো কেটে গেছে। আর বেশ কষ্ট করে নিঃশ্বাস ফেলছে। কিন্তু এখন আর ভুল বকছিল না। তার বদলে, মনে হল আগের চেয়ে ও যেন কী এক গভীর চিন্তায় ডুব দিয়েছে।

"আমি আকাশে উঠতে চাই আর মেঘের ভেতর হারিয়ে ফেলতে চাই নিজেকে", ও বলল। "আজ থেকে তিন বছর বাদে। হারিয়ে ফেলি নিজেকে আর কখন যেন হঠাৎ দেখি এক নতুন শহর। স্বপ্নে দেখি একটি নতুন শহর। এক বিশাল শহর। এক বিপুল নদীর তীরে। জলের কিনারায় নেমে গেছে বড় বড় সিঁড়ি। নদীর ওপর বাঁধে সারি সারি বাবলা গাছ একটানা। গাছের ছায়ায় ছায়ায় সাদা সাদা টেবিল পাতা। সাদা ডাকসুট পরা। আর মেয়েরা সব ঝলমলে রঙীন পোশাকে বসে টেবিলে টেবিলে। ঠাণ্ডা পানীয়ে চুমুক দিচ্ছে। বরফ দেওয়া কফি আর আইসক্রীম খাচ্ছে। আহা! সেই শহর! আমি নেমে আসব আর এই শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব—সব যেন দাবার ঘুঁটির মত সোজা আর তাদের দুধারে গাছ আর গাছের সারি। আর আমি এসে পড়ব বড় বড় ফটকগুলোর কাছে। সেই ফটক দিয়ে সোজা চলে যাওয়া যায় আমাদের জাহাজ ঘাটায়—বিশাল বিশাল ফটক—যেমন জারের আমলে তৈরি হত তেমনি সুন্দর। এত সুন্দর যে তোমাকে একেবারে রাজপুত্তুর বানিয়ে দেবে···।"

সেমা তখনও বলে চলেছে। সবাই ওয়ার্ডে ওর কথা শুনছিল। এক কোণ থেকে করাত মিস্তিরি ফেদিয়া শমাকোভের হেঁড়ে গলা শোনা গেল, "তুমি নিশ্চয়ই জানো কি করে ঝোলাগুড়ের ওপর শুয়ে থাকতে হয় !"

সেমা রুখে উঠে প্রতিবাদ জানায় :

"কি ভাবো তুমি ? তুমি কি ভাবো বল তো ? আমরা এখানে এসেছি কেন ? কি জন্যে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য শরীর সব বরবাদ করছি ? স্যাঁত-সেঁতে জলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ করছি, আর তবুও ছেড়ে দিচ্ছি না ? যদি

আমরা বোমারু তৈরি করি, তোমরা ভাবো যুদ্ধ বাধাবার জন্যে? ভুল করছ, যুদ্ধ থামাবার জন্যেই। আর যদি আমরা আধপেটা খেয়ে কাজ করি, বুট না পরে মেয়েদের না নিয়ে বাঁচি ভাল ভাল জামা কাপড় পরি—তাতে কি হল? আমাদের দিয়ে মঠের সাধু সন্ন্যাসী বানাবে? তোমার জীবন গেলেও নয়! একটা নতুন ধরনের জীবন তৈরি করাই হল উদ্দেশ্য। উন্নত জীবন, আরো সহজ আরো সমৃদ্ধ জীবন। সবার জন্যে। তাই প্রচুর মজা আর আমোদ আনন্দ এখানে একদিন হবে। সবাই হাসবে। সবাই সুখে থাকবে।"

ডাক্তার ছুটে এলেন 'হাঁ হাঁ' করে। একি? সেমা উঠে বসেছে। জ্বরে ওর মুখ পুড়ে যাচ্ছে। আর অন্য রোগীরা উত্তেজিত। ওদের কনুইয়ে ভর দিয়ে বসেছে।

"তোমরা কি সভা করছ না কি, এ্যাঁ?" উনি নকল রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন। কে তোমাদের মিটিং করতে হুকুম দিয়েছে শুনি? কী ভেবেছ তোমরা! তোমাকেও ও চমৎকার নার্স বলে মনে হচ্ছে!" ডাক্তার যখন চলে গেলেন আর লজ্জিত তোনিয়া যখন সবাইকে শুইয়ে দিল, ফেদিয়া, শুমাকভের গলা শোনা গেল আবার, "আমি তো চাই সেই শহর দেখতে, কিন্তু, শালা এই মাড়ি ফোলা রোগ···তবে আমার মনে হয় আমার সেরে যাবে; ভাবছি আমি সেরে উঠব? কি রে?"

তিন

ক্লারা কাপলান এবার ওয়েনারের সঙ্গে দেখা করতে এসে তার ডাক আসার আশায় অপেক্ষা করেছিল। তিনি ওকে সানন্দ অভিবাদন জানালেন। তার থাকবার ঘরদোরের ব্যবস্থার খবর নিলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন তার নতুন ঘরের জন্যে নিশ্চয়ই একটা আরামচেয়ার পাঠাবেন।

"গতবার আপনি বলেছিলেন আপনার একজন ভাল স্থপতির চেয়ে একজন ভাল সাম্যবাদীর দরকার বেশি।" সে বলল। "আমি একজন সাম্যবাদী ও একজন স্থপতি দু হিসেবেই কথা বলতে এসেছি।"

"শুনে সুখী হলাম।" তিনি বললেন।

"এখানে এসেই আমি তিনজন কোমসোমোলকে তালিকাভুক্ত করেছি আমাকে সাহায্য করার জন্যে। ক্লাভা মেলনিকোভা, সেমা আলতশুলার আর এপিফানভ। আপনি চেনেন ওদের?"

ওয়েনার তার দিকে খুব দ্রুত একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আর বেশ সতর্ক হয়ে জবাব দিলেন।

"না।"

"খুব খারাপ," ক্লারা সংক্ষেপে জোরালো গলায় বলে, "যখন কোনো লোক শ্রোতাদের সামনে বক্তৃতা করে সে জনতার ভেতর থেকে কয়েকজনকে বেছে নেয় আর তাদের প্রতিক্রিয়া দিয়ে নিজেকে বিচার করে। কি আমি ঠিক বলছি কি না?"

"হ্যাঁ।"

তাঁর মনোযোগ এবার তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

"আমি তিনজনকে বেছে নিয়েছিলাম যারা বিশিষ্ট। আপনি কি সত্যিই ক্লাভা মেলনিকোভাকে জানেন না? আপনি এতবড় একটা গড়বার কাজ চালান কি করে আপনি ক্লাভা আর সেমাকে জানেন না? তবে আপনি নিশ্চয় সেরগেই গেলিৎসিনকে চেনেন?"

"হ্যাঁ মনে হয় জানি। ইঞ্জিন কারখানার একজন সহকারী ইঞ্জিনীয়ার। তাই না? খুব উদ্যমী আর ছোকরাকে দেখতেও বেশ ভাল।"

"সে পালিয়েছে।"

ক্লারা খুশি হয়ে লক্ষ্য করল যে উনি ওঁর অভিজ্ঞতার জন্য লজ্জিত হয়েছেন।

"এখানে আপনার অবস্থা টলমলে কমরেড ওয়েন'ার। আপনি শ্রমিকদের হারাচ্ছেন। আমার তিনজন কোমসোমোলের ভেতর, ক্লাভার পুরোনো কাশির অসুখ; সেমা আলতশ্চুলার হাসপাতালে; এপিফানভ অবশ্য ভাল আছে আর বেশ শক্তিশালী ও মনেপ্রাণে উৎসাহও প্রচুর। এতদিন পর্যন্ত আপনি কোমসোমোলদের দেখছেন যেন সবাই তারা এপিফানভ। আমি চাই আপনি আপনার দৃষ্টি সীমানার ভেতর তাদের নামও অন্তর্গত করুন। যেমন ক্লাভা আর সেমা। আমার প্রস্তাবের এটাই হল মূল কথা।"

"আমি কি তোমাকে তোমার প্রস্তাবটা আরো সহজ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে বলতে পারি?"

বেশ বোঝা গেল তিনি আগ্রহ দেখাচ্ছেন, কিন্তু ক্লারা বিরক্ত হল। তাঁর কথার ভাষায় কেন যেন ভদ্রভাবে খোঁচা দেবার প্রয়াস।

"সেটা হল এই, আমি প্রস্তাব করছি এখনই সাধারণ মানদণ্ড অনুযায়ী বেশ কিছু সংখ্যক বাড়ী তৈরী করতে শুরু করে দেওয়া হোক। আর এজন্য জাহাজ ঘাঁটির কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হোক। খুব ছিমছাম পরিচ্ছন্ন বাড়ী ছাড়া শীঘ্রই দেখবেন আপনার এখানে আর কোন শ্রমিকই থাকবে না।"

সে তার প্রস্তাব নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছিল আর আশা করছিল তাঁকে প্রশ্ন করে যুক্তি দেখিয়ে বোঝাতে পারবে। স্বমতে আনতে পারবে। যাতে তার চিন্তাধারা সে সবিস্তারে বলতে পারবে। দেখা গেল উল্টো ফল হল।

তিনি বললেন, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমি চাইব আমাদের আলোচনা স্থগিত রাখতে।"

সে তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল আর তার মুখ লাল হয়ে উঠল হঠাৎ।

"তুমি হঠাৎ একটা ভুল সিদ্ধান্তে লাফিয়ে পড়েছ, কমরেড কাপলান," উনি বললেন, "আমি বলতে চাই আলোচনাটা সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থগিত থাক। এটা একটা দরকারী প্রশ্ন। আমি সব দিক থেকে আর জন কয়েক কমরেডকে এটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে চাই। কোনো স্বৈরতন্ত্রের স্থান নেই। নিশ্চয়ই তুমি ঠিক তাই চাও, আমার যদি ভুল না হয়।"

সন্ধ্যা পর্যন্ত ও বেশ চমৎকার একটা উত্তেজনার মধ্যে কাটাল। কাকে কাকে তিনি আমন্ত্রণ জানাতে চান মনে হল?

সে যখন সেখানে এল সে দেখল ক্রুগলভ, ক্লাভা মেলিনিকোভা, আর এপিফানভ এসে গেছে। ঠিক তার পেছনে এলেন মরোজভ, গ্রানাতভ আর চীফ ইঞ্জিনীয়র সেরগেই ভাইকানতিয়েভিচ, মরোজোভ তখনও লাঠি নিয়ে হাঁটছিলেন। তাঁর মুখ পাংশুল বিবর্ণ আর দাড়ি কামানো হয় নি। ক্লারা শুনল যে তিনিও মাড়িফোলা অসুখে ভুগছেন, কিন্তু তিনি বললেন এ তাঁর পুরোনো রিউম্যাটিক বাত আবার চাগাড় দিয়েছে।

ক্লারার কণ্ঠস্বরে ফুটল উত্তেজনা। তখন সে তার প্রস্তাব ব্যাখ্যা করছিল। তার বক্তৃতার মাঝখানে গ্রানাতভ তাকে বাধা দিলেন। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন,"সেটা কি? দয়া করে আবার বলো।"

ক্লারা হঠাৎ বুঝতে পারে সে তার কাঁধে একটা বিরাট দায়িত্ব বহন করছে। সে ভয় পেল। তারা ভাববে তার প্রস্তাব এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মুখে যেন একটা সন্ত্রাস সৃষ্টিতে তৎপর। সে ক্রুগলভের দিকে তাকাল। সেও যেন অবাক হয়ে চেয়ে আছে ক্লারা লক্ষ্য করে। ক্লারা লুকিয়ে আর সবার দিকে আড় চোখে চাইল। এপিফানভ একটুতেই চটে গিয়েছিল। মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। ফিস ফিস করে কথা বলছিল গ্রানাতভের সঙ্গে। গ্রানাতভ হাসছিল। তার দুহাত ঘসছিল। "আমি কি বলতে চাইছি?" সে বেশ কষ্ট করে ভাবল। "জাহাজ ঘাঁটির বিনিময়ে? কিন্তু সেটা নিছক সুবিধাবাদ!"

"আমি কমরেড কাপলানকে সুবিধাবাদের দায়ে অভিযুক্ত করতে চাই না।" গ্রানাতভ বলল যেন তার ভাবনার একটা জবাব দিয়ে দেয়। "আমার বিশ্বাস হয় সে আসলে একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কথা বলছে। মনে হয় সে আমাদের কাজের গুরুত্ব আর জরুরী ব্যাপারটার বিষয়ে অজ্ঞ।" সে ক্লারার দিকে তাকায়। তার দৃষ্টি তীব্র অন্তর্ভেদী আর কেমন একটা ভয়

দুরু দুরু ভাবনায় বুদ্‌বুদ্‌ তার গাল থেকে চোয়াল পর্যন্ত গড়িয়ে নেমে গেল। "তুমি যদি পুরোপুরি এটা জানতে তাহলে তুমি হয়ত আজ জাহাজঘাঁটী বানাবার কাজে বাধা দেবার প্রস্তাব আনতে না। কিন্তু, "আর এখানে" সে কোমসোমোলদের দিকে হাত তুলে দেয়, "আমরা নিশ্চয় শুনতে চাই আমাদের যুবকদের কি বলবার আছে।"

ক্রুগলভ গভীর চিন্তায় মগ্ন। সে উত্তেজিত। ক্লারার প্রস্তাব তার গোপন ভাবনার সংগে এক হয়ে মিলছে। কিন্তু সে এই ভাবনাগুলোকে ভুল এবং ক্ষতিকর বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কতবার সে মরোজভকে প্রায় 'বলব বলব' করে এড়িয়ে গেছে, "আমাদের উচিত তরুণদের ভালরকম বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া, তাহলে তাদের শক্তি আর উৎসাহ ফিরে পাবে তারা।" কিন্তু তার সাহস হয় নি সে কথা বলবার। আর একদিন মরোজভ বলেছিলেন, "আমাদের যদি সুন্দর বাড়ী না থাকে, যদি ভালভাবে থাকতে না পাই, যতক্ষণ না সেটা হয় ততক্ষণ তো কিছুই হল না।" আন্দ্রেই তাঁকে বিশ্বাস করবার চেষ্টা করেছিল যে এই কুঁড়েগুলো বেশ ভাল আর ছোটরা সবরকম দুঃখ অভাব হাসিমুখে সইতে ইচ্ছুক। "আমি আনন্দিত যে তুমি সেটা ভাবো," মরোজভ বলেছিলেন, "কিন্তু আমার তো অন্যভাবে না ভেবে উপায় নেই, আমি সেভাবেই ভাবতে বাধ্য।"

"আমি কিছু বলতে পারি?" এপিফানভ দৃঢ়ভাবে বললে। জীবনের সমস্ত সমস্যার একটা সমাধান সে দেখতে পেল। সে একজন জাঁদরেল খেলোয়াড়, বেশ সবল স্বাস্থ্যবান যুবক। সে সম্পূর্ণরূপে ক্লারার প্রস্তাবটাকে নিন্দা করল। নস্যাৎ করে দিল।

"তুমি এখনও এখানকার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠ নি," সে বললে, "সেই-জন্যেই তুমি আমাদের এই কুঁড়েঘরগুলোর নিন্দে করলে। কিন্তু যখন সেগুলোর ভেতর আমরা ঢুকি মনে হয় প্রাসাদে ঢুকছি। আমরা ওদের তার-বার্তা পাঠিয়েছি। আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের নিজেদের জন্যে একটা ছাউনি বানিয়েছি। আর আমরা আরো কতকগুলো বানাবো। জাহাজ ঘাঁটির কাজ বন্ধ করতে বলে তুমি একেবারেই ভুল করছ। তারাই হল আমাদের আসল জিনিস।"

ক্লাভা সবিনয়ে তার হাত ওঠাল আর কথা বলবার অনুমতি প্রার্থনা করল।

"এপিফানভ ঠিক বলছে," সে বলল। কথা বলার সময় তার মুখ লাল হয়ে যাচ্ছিল। "জেগে থাকো অথবা ঘুমোও, আমাদের কোমসোমোলার একটি মাত্র জিনিসেরই স্বপ্ন দেখে—জাহাজ ঘাঁটি, আমাদের প্রথম জাহাজ ছাড়বার স্বপ্ন। আর সব কিছুকে সেটাই একটা বিপুল তাৎপর্য দেবে। আমরা যদি একদিনের জন্যও আমাদের কাজ বন্ধ রাখি তাহলে কিছুতেই আমরা আমাদের ক্ষমা করব না।"

ওয়েনর্ণার ক্লাভার একটা কথা টেনে নেয়, বিশেষ শব্দগুলি, "আর সব কিছুকে সেটাই একটা বিপুল তাৎপর্য দেবে।" সে এত সহজভাবে আর বিনয়ের সঙ্গে কথাগুলো বলল, মনে হল ক্লারা সত্যিই জানে না যে কি করে জনগণের মন বুঝতে হয়। তাহলে সে কেন গ্রানাতভের প্রশংসা করল না, আত্ম-উৎসর্গের জন্যে যে লোকের এতটা সৎ পবিত্র ক্ষমতা ও স্থৈর্য ?

"সেটা শোনো। শুনলে ?" ক্লারা চীৎকার করে উঠল। "ঐ তো তোমার কোমসোমোলরা রয়েছে। এ মাটির আসল সোনা।" আমি তাদের কারো আরো কিছু বলব আশা করি নি। কিন্তু একটা কারণ তার চেয়ে বড কেন তাদের যত্ন নেওয়া হবে। শীঘ্রই শীত এসে পড়বে। নিশ্চয়ই তোমরা এভাবে কুঁড়ে ঘরে নোংরা পরিবেশে থাকতে দিতে পারো না !"

প্রশ্নটার একটা মীমাংসা করতে হবে। ওয়েনর্ণার সকাল থেকে তাঁর মনের ভেতর এটা নিয়ে তোলাপাড়া করছেন। আর তবুও তিনি জানতেন না কি বলতে হবে। "জাহাজঘাঁটিতে সব কাজ এ মাসের ১৫ই থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে।" দু মাস যদি সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করা হয় বাড়ী তৈরীর কাজে সেটা প্রচুর সময় !

সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচ বলল, "আমি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটার মীমাংসা করব এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, কিন্তু দেখুন, আমাদের বেশির ভাগ শ্রমিক বনজঙ্গল সাফ করা ও মাটি খোঁড়ার কাজে লিপ্ত ; আমরা এখন যদি তাদের সবাইকে গৃহনির্মাণের কাজে বদলি করে দিই তাহলে কাঠ আসবে কোথা থেকে ? আর তারপর আমাকে আরো একটা অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়েছে, তারপর আমরা একজন স্থপতির আসবার অপেক্ষায় ছিলাম এই আশায় যে একজন স্থপতির পরিকল্পনা আমাদের নির্মাণের কাজকে যুক্তিযুক্তভাবে বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চালিয়ে নিতে সাহায্য করবে, এমন কতকগুলো বাড়ী তুলব যা স্থায়ী হবে। এরকম পরিকল্পনা আছে কি ? আর যদি তা থাকে, আজকের প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে কিভাবে তাকে কার্যকরী করা যায় ? কতকগুলো অস্থায়ী ঘরবাড়ী দিয়ে আমাদের এই জমিটাকে তালগোল পাকিয়ে বিশৃঙ্খল করে দেবার কোনো অধিকার আছে কি ?"

ওয়েনর্ণার তাঁর চীফ ইঞ্জিনীয়রটিকে ভালবাসতেন তবে তার ওপর একটু বিরক্তও ছিলেন। এখন এই লোকটি, যে কিছুটা দুর্বলতা বা তার চরিত্রের শৈথিল্য সত্ত্বেও তার ব্যবসাটা বুঝত আর তার মনের প্রবণতাটাও ছিল হাতে কলমে বাস্তব ঘেঁষা। এ তাঁকে এর আগে একটু আভাসও দিয়েছিল। সে এটার আয়তন বা মাপ বুঝে নিয়েছিল আর যেসব লোক তার আপিসে এসে জমা হয়েছিল তাদের জন্যে ঠিকঠাক করে সাজিয়ে রেখেছিল। ভবিষ্যৎ

নগরটিকে বেশ শক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। কোনো মেরামতি বা পুনর্নির্মাণ নয়। এতে থাকবে সমাজতান্ত্রিক বাসগৃহের বড় বড় মহল। সংগে থাকবে নাট্যশালা, প্রমোদগৃহ, উদ্যান, বুলেভার্দ আর দোকান, বিপণি।

"একবার এটা ভাবুন কমরেড ক্লারা। যতই হোক আপনারও তো একটা কল্পনা আছে শহরটা কেমন হবে। আপনার নিজের শিল্পদৃষ্টি।"

সে খুশি হল। তার শিল্প দৃষ্টির মর্যাদা দিয়েছে সে তাকে। এবার সে অত্যন্ত বিনয়ের সংগে কথা বলে।

"আর আমিরা এসেই সব একসংগে কাঁড়ি কাঁড়ি সস্তা নোংরা বাড়ীগুলোকে ভেংগে ফেলে দিলাম। না তা ঠিক নয়, নিশ্চয়ই আমরা বড় বড় সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরী করব, আর যতদিন না তা করতে পারছি, ততদিন এই কুঁড়েঘরে আর অস্থায়ী ব্যারাক বা ছাউনিগুলোতে থাকব। ওগুলো ভাংগতে গিয়ে তো আর আমাদের বুক ভেংগে যাবে না।"

গ্রানাতভ বললেন, "আমাদের ধৈর্য থাকা চাই। আমাদের যে কোনো একজন কোমসোমোলকে জিজ্ঞাসা করুন যে তারা এই কষ্ট স্বীকার করতে ইচ্ছুক কিনা একটা সুন্দর নতুন শহরে বাস করবার জন্য আর আধুনিক হালফেশানের জাহাজঘাঁটিতে কাজ করবার জন্য।"

"আর তারা বলবে হ্যাঁ, আপনি আপনার জীবনটা বাজী রাখুন!" এপিফানভ তাড়াতাড়ি বললেন।

"আমরা কি এখন তাদের সহ্য করছি কোনো নালিশ ছাড়াই?" ক্লাভা প্রতিবাদ করে উঠল।

মরোজভ এগিয়ে এলেন আর গ্রানাতভকে জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে আমরা আমাদের শহর তৈরী করব, জাহাজঘাঁটি তৈরী করব এত তাড়াতাড়ি, কমরেড গ্রানাতভ?"

"নিশ্চয়ই!" গ্রানাতভ তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন। এক মুহূর্ত থেমে তিনি জবাব দেন, "আর আপনি কি বিশ্বাস করেন সত্যিই, কমরেড মরোজভ, যে বলশেভিক কাজের গতিটা অন্য সব কাজের মত?"

মরোজভ তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করলেন একটুখানি হাত নেড়ে।

ক্লারা খুব কষ্টে বলতে শুরু করে. "আপনারা গুরুত্ব দিচ্ছেন না যখন সুবিধাবাদের কথা বলছেন। আমাদের কাজের গতি ঝিমিয়ে দিতে কে বলছে? আমাদের বাড়ী তৈরী করতে হবে তার কারণ হল আমাদের খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে হবে। বড় বড় স্থায়ী বাড়ী এখনই তৈরি করা যাবে না। আমাদের মালমশলা নেই, মেশিন নেই, আরো অনেক জিনিস। আমি প্রস্তাব দিচ্ছি যে একটা কি দুটো অস্থায়ী বাড়ীওয়ালা ব্লক তৈরি করা হোক যেগুলো পাঁচ এমন কি হয়ত দশ বছর খাড়া থাকবে। সমস্ত শহরটা এখনই তৈরী হয়ে যাবে এটা আশা করতে পারো না।

শীত আসছে। কি করে আপনারা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এর বিনিময়ে গড়বার খরচটা কমাবেন? এ ধরনের ব্যয় লাঘবের দুটো দিক আছে, আর একটা দিক হল, উন্মত্ত অপরাধজনক অপচয়।"

ক্রুগলভ বুঝতে পারে এবার তার কিছু বলার সময় এসেছে: তার নীরবতা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কিন্তু সে কথা বলতে পারল না। বাস্তবিক সে সাহস পেল না, কেননা সে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছায় নি নির্ভুল সমাধান কি হতে পারে। সে তার নিজের মতামত বলতে পারত, কিন্তু তার নিজে থেকে কথা বলবার কোন অধিকার আছে কি? সমস্ত কোমসোমোল সংগঠনের সেই হচ্ছে নেতা।

"আর তোমার মতামত, ক্রুগলভ?" মরোজভ তাকে বললেন। "হ্যাঁ, এখন শোনা যাক, ক্রুগলভের কি বলার আছে, গ্রানাতভ বললেন, আন্দ্রে-ইয়ের দিকে চেয়ে সোৎসাহে মাথা নাড়লেন।

তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে জ্বলন্ত তপ্ত গালের উপর চেপে, ক্লারা আশায় ভয়ে তার দিকে চেয়েছিল।

"আমার দিক থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমি সব কিছু সহ্য করতে তৈরি আছি।" সে চোখ নিচু করে বলল। কারো দিকে চাইতে তার ভয় করছিল। "কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কমরেড কাপলান কতকগুলো দিক থেকে ঠিক বলছেন। অবশ্য কমরেড মরোজভ একমাস আগে ঠিক এই একই কথা বলেছিলেন। আমরা আমাদের তরুণদের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দিচ্ছি না। ক্লাভা যে কোন কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত কিন্তু এরি মধ্যে তোমার সেই মারাত্মক কাশি হয়েছে। ক্লাভা, আর সমস্ত শীতটা এখনও পড়ে আছে। আর তাহলে এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের সব যুবকই এমন কিছু নিঃস্বার্থপর নয়। আমরা এখনও ভালরকম খাবার পাই না। খাবার আসছে, এখনও এখানে এসে পৌঁছায় নি।"

"তাহলে আপনি কি প্রস্তাব করেন?" গ্রানাতভ বাধা দিলেন। "যে আমরা জাহাজ ঘাঁটির কাজ বন্ধ করে দেবো?"

ঠিক এই কথাগুলো আন্দ্রেইকে খুব ভয় পাইয়ে দিল।

"না, না! কোন অবস্থাতেই নয়!" সে বলল।

"বেশ, তাহলে?" গ্রানাতভ চাপ দিল।

ক্রুগলভ কোন পরিকল্পনার কথা ভাবে নি, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তের মাথায় একটা খেলে গেল। যখন দেখল গ্রানাতভ আর ক্লারার চোখ দুটো থেকে আড়াআড়ি দুটো রেখা ওকে বিদ্ধ করছে। ওদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির খোঁচা খেয়ে যেন ও বলে উঠল, "আমার ধারণা হল যে আমরা অপ্রতিহত গতিতে জাহাজ ঘাঁটি তৈরির কাজ চালিয়ে যাব ঠিকই কিন্তু কোমসোমোলদের সাহায্য করব তাদের অবসর সময়ে সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরির কাজে।

সেজন্য আমরা ইঞ্জিনীয়ারদের নেতৃত্ব চাই, আমরা চাই বাড়ী তৈরির মাল মশলা, আর সে সব বহন করে আনবার জন্য ঘোড়া, আর আমাদের দরকার যে যন্ত্রপাতির দোকানগুলো আমাদের অর্ডার মত চাহিদা পূরণ করা যাবে। আমাদের যথেষ্ট লোকবল রয়েছে। কাজের সময়ের বাইরে তারা বাড়ী তৈরি করতে পারবে। কি কোমসোমল ভাইরা আমি ঠিক বলছি কিনা?"

"হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলছ," ক্লাভা আর এপিফানভ বলল।

ক্লারা তার অধর দংশন করল।

গ্রানাতভ কোমসোমোলদের পিঠে চাপড় মারলেন; পাহাড় টলিয়ে দেওয়া যায় এমনি সব নওজোয়ানদের দিয়ে।

মরোজভ উঠে পড়লেন। ঘরের মেঝের মাঝখানে এগিয়ে এলেন, তাঁর লাঠিতে ভর দিয়ে। সেখানে উনি দাঁড়ালেন—টলমল করতে করতে, দাড়ি কামানো নেই, তাঁর মুখ ধূসর নিরানন্দময়।

"আমি যা বলছি তা হল এই," উনি ভ্রূকুটি করে বিষণ্ণ ভাবে উচ্চারণ করেন কথাগুলো, "কোমসোমোলরা ঠিকই বলছে। ওরা যদি অন্য কথা বলত তবে কোমসোমোলই হত না। যে তার নিজের আদর্শের জন্যে প্রাণ দিতে পারে না সে খুব বাজে সেপাই। কিন্তু যে তার সৈন্যদের অবান্তর মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যায় সেও খুব বাজে সেনানায়ক, যে তার কাছে গচ্ছিত প্রতিটি জীবনকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে না। কমরেড ভুলে যাচ্ছেন যে তাঁর কাছ থেকে আশা করা হচ্ছে তিনি একজন সেনানায়কের মতই সিদ্ধান্ত নেবেন। সেখানেই আপনি ভুল করছেন গ্রানাতভ। আমরা সেনানায়করা আমাদের প্রতিটি কোমসোমোলকে বাঁচাবার জন্য প্রতিশ্রুত আর আরম্ভ করার আগে আমাদের আক্রমণের জন্য আমাদের প্রচুর প্রস্তুতির দরকার। একটা অপ্রস্তুত আক্রমণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমি প্রস্তাব করছি সাময়িক ভাবে জাহাজ ঘাঁটি তৈরির কাজ থেকে বাড়ী তৈরির কাজে যতটা সম্ভব বেশি সংখ্যায় শ্রমিকদের বদলি করা হোক কেননা আমাদের করাতকলের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতাকে চালু রাখা যেতে পারে।"

ওয়েনার সম্মতির চিহ্নস্বরূপ মাথা নিচু করলেন। শান্তভাবে বেশ কর্তৃত্বের ভাব নিয়ে তিনি আলোচনাটাকে একসঙ্গে গুছিয়ে তুললেন। "এই হল আমার সিদ্ধান্ত, আমাদের কোনো প্রচেষ্টাকেই শ্লথ করা হবে না। সেরগেই ভাইকানতিয়েভিচ আমাদের খবর দেবেন কতটা মালমশলা করাতকল আমাদের সরবরাহ করতে পারে। কমরেড কাপলান অস্থায়ী বাড়ীর জন্যে একটা নকশা তৈরি করবেন। কমরেড গ্রানাতভ ইঁট কারখানার তৈরির কাজ ত্বরান্বিত করবেন। অবসর সময়ে যে সব কোমসোমোল কাজ করবেন আমি নিজে তাদের সহযোগিতা করব আর সেইসব পুরো সময়ের

কাজের জন্য কতকগুলি কর্মীদল বা টীম তৈরি করে দেবো। নতুন বাড়ীগুলো হবে সব সেরা কর্মীদের জন্য ; এতে একটা বলশেভিক কাজের গতি সৃষ্টি হবে আর হয়ত এর ফলে আমাদের বর্তমান উৎপাদন সংখ্যাকে ডিঙিয়ে যাবার শক্তি দেবে। আমি আশা করি আমরা ভাল সেনানায়ক হিসাবে নিজেদের তুলে ধরতে পারব, কমরেড মরোজভ,—আর আমাদের সৈনিকরা বলতে গেলে সত্যিই তারা খুব ভাল, সবাই, মেয়েদেরও আমি তার ভেতর ধরছি।"

এই কথাগুলোর সংগে ওয়েনার সম্মেলন শেষ করলেন। তাঁর ঠোঁট থেকে হাসি মিলিয়ে যাবার আগে উনি ঘড়ির দিকে তাকালেন আর দাঁড়িয়ে উঠলেন।

কোমসোমোলরা মরোজভের সংগে বেরিয়ে গেলেন।

ক্লারা ওয়েনারের সংগে কথা বলার জন্যে পিছনে রয়ে গেল। গ্রানাতভও রয়ে গেলেন। আর একটা চেয়ারের পেছন দিকে অস্থিরভাবে টকাটক শব্দ করতে লাগলেন। উনি অপেক্ষা করছিলেন কখন ওয়েনার একা হয়ে যাবেন।

"পরশু দিন আমার সংগে কতকগুলি প্রস্তাব নিয়ে, বাস্তব কর্মনির্দেশ নিয়ে দেখা কোরো" ওয়েনার শান্ত সৌজন্যে ক্লারাকে বললেন।

সে প্রায় ঘর থেকে ছুটে বেবিয়ে গেল।

গ্রানাতভের মুখের ওপর কিসের একটা কাঁপন খেলে যায়।

"আমাকে ক্ষমা করুন জর্জেই এদুয়ার্দোভিচ," সে কাঁপা গলায় বলতে থাকে, "আমি কিন্তু কখনও এটা আপনার কাছ থেকে আশা করি নি। কেন একজন এমন নির্ভরযোগ্য বলশেভিক আর এমন একজন স্বাধীন কর্ম-কর্তা মরোজভের নেতৃত্ব মেনে চলবেন আর একটা মেয়ের কাঁদুনে গাওনা?"

ওয়েনার সোজা হয়ে বসলেন আর জোর দিয়ে বললেন, "আমি যা ঠিক মনে করেছি তাই করেছি।"

"ঠিক সেটাই আমাকে ভয় পাওয়ায়" গ্রানাতভ উত্তর দিল, সে বেশ উত্তেজিত। তার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে কাঁপছিল। "বাড়ীর জন্যে কাঠ ; বাড়ীর জন্যে ইঁট ; বাড়ী তৈরী হবে শ্রমিক চাই। বাড়ী বানানোর জন্যে আমাদের একটা হাতও খরচ করবার অধিকার নেই।" উনি ঘরের চারদিকে বার কয়েক পায়চারি করলেন। তারপর বলে উঠলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত নন।" আর ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। ওয়েনারের প্রথম উচ্ছ্বাস এল তাঁর পিছন পিছন যাওয়া, কিন্তু তা তিনি করলেন না, এমন কি তাকে ফিরেও ডাকলেন না ; উল্টে নিজেকেই অফিসে আটক রাখলেন বেশ কিছুক্ষণ, উনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ঠি

নিশ্চিত বুঝতে পারছিলেন যে এটা ঠিক হল কি না। "সন্ত্রাস।" "কষ্ট করার ভয়।" "শ্রমিকদের অপচয়"। "নিশ্চয়ই একজন ভাল সেনানায়ক হবেন" "কে ঠিক বলছে!"

চার

মুমি আর কিলটু মরোজভের সংগে কথা বলছিল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিগগিরই দরিয়ায় মাছ আসবে," কিলটু বলল। "এক হপ্তা আসবে, দু হপ্তা আসবে, তারপর আর আসবে না।"

"পাক বলেছিল আমাদের মাছ ধরার ব্যবস্থা করে দেবে।" মরোজভ বললেন, "নদীর ওপর একটা জায়গায়। তুমি কি মনে করো কিলটু, আর তুমি, মুমি—আমরা কি পাককে বিশ্বাস করতে পারি?"

মুমি তার মাথা নাড়ল।

"না।"

"পাক ভাল জেলে" কিলটু বললে। "কিন্তু ওকে চোখে চোখে রাখতে হবে। ও চুরি করে, ও টাকা ভালবাসে।"

"তা সে ভালবাসুক না।" মরোজভ বললেন, "আমরা ওর সংগে যেটুকু সম্পর্ক রাখব তাহল সে একজন ভাল জেলে আর আমাদের প্রচুর মাছ এনে দেবে। আর হ্যাঁ চোখে চোখে রাখার কথা বলছ সে করা যাবে। আর একটা জিনিস হচ্ছে, যদি ও নদীতে মাছ ধরতে যায় তাহলে ওর ওই আড্ডাটা বন্ধ হয়ে যাবে, সেটা বেশ চমৎকার হবে। তাকে পাঠানো যাক। আমাদের জন্যে মাছ ধরতে। কি বলো? পাঠাবো?"

"তাই যাক।" কিলটু সম্মতি জানাল।

"আমরা তো এর মধ্যেই কাসিমভেকে জাল কিনতে পাঠিয়েছি।" মরোজভ বললেন।" কাসিমভ এটার ভার নেবে আর পাক হবে তার সহকারী। সেটা ভাল হবে না?"

"কাসিমভ হলে ভালই হবে?" মুমি উদাসভাবে বললে, "তুমি কি ওদের সংগে মাছ ধরতে যাবে?"

কিলটু মাথা নাড়ল।

"আমি যাব না।" মুমি বলল। "বিজলির মিস্তিরি হবো।"

দুজনে নদীর পাড় দিয়ে হাত ধরাধরি করে হাঁটছিল। শান্তভাবে এক সংগে কথা বলছিল। ওরা সুখী। ওরা পরস্পরকে ভাল বাসছিল আর এক সংগে থাকত। কিন্তু তাদের বিবাহিত অবস্থাটা সম্প্রতি তাদের সামনে উন্মুক্ত এই নবদিগন্তের চেয়ে নিশ্চয়ই বড় নয়। মুমি কখনই প্রশ্নটা নিয়ে মাথা ঘামায় নি, দুটোর মধ্যে কোনটা তার কাছে প্রিয়। কিন্তু যদি কিলটু

চেষ্টা করত তাকে বিজলির তার ফিতে আর বিজলি বাতির কাছ থেকে সরিয়ে নিতে তাহলে সে কখনই তার সংগে যেত না। এই যে একটা শব্দ "বিজলি বাতির কারিগর" এটাই তার মনকে এমন একটা গর্বে ভরিয়ে তুলেছিল যে যার ঠিকানা সে কোনো দিন আগে পায় নি।

অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা দাঁড়ি নৌকো এল। এটা থামল আর এগিয়ে এল নদীর পাড়ের কাছে।

একটি লম্বা লোক মাথায় টুপি, বালির ওপর লাফিয়ে পড়ল আর চারধারে চেয়ে দেখার পর নিঃশব্দে উঁচু পাড়ের ওপর উঠতে লাগল।

কিলটু আর মুমি দাঁড়িয়ে রইল। কালো মূর্তিটার দিকে লক্ষ্য স্থির রাখল। এমন কোনো লোক তো এখানে থাকে না। আর নৌকাটাও তো এখানকার নয়। তলা চেপটা এ সেই নানাই নৌকো।

"ভিন দেশের লোক," মুমি ফিস ফিস করে বলল। একবার পাড়ে উঠতে দেখা গেল। খুব উঁচুতে। তারপর ওখানে কতকগুলো শেড ছিল তার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। ও খুব সতর্ক দরজা ধাক্কার শব্দ শুনল। লোকটা আঙুলের গাঁট দিয়ে দরজায় তিনবার ধাক্কা দিল। দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করল। একটা ফিসফিসানি। আবার দরজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ। স্তব্ধতা।

মুমি আর কিলটু লুকিয়ে শেডের মধ্যে চলে এল। ওদের ভেতর কেউই ভেতরে আলো দেখাল না। কারো মুখ থেকে কোনো কথার শব্দও শোনা গেল না।

হঠাৎ ঠিক ওদের সামনে, একটা দরজা দড়াম করে খুলে গেল।

সুমি আর কিলটু দেওয়ালে পিঠ রেখে একেবারে টান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আগন্তুক পাকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। শিকারীর নিঃশব্দ পদক্ষেপে সে খাড়া নদীর পাড় বেয়ে নামতে থাকে। নৌকোটাকে স্রোতের মধ্যে ঠেলে লাফিয়ে ওঠে। দাঁড়ের শব্দ শোনা গেল। নৌকোটাকে গিলে ফেলে রাতের অন্ধকার।

"পারামানভ!" কিলটু ফিস ফিস করে বলল।

"ও আমাদের দেখতে পায় নি।" মুমি জবাব দিল। সতর্কভাবে ওরা বাড়ির দিকে দৌড় দেয়। ওদের এমন ভয় আগে কোনো দিন ধরে নি। এবার এত ভয় হয়েছিল। হয়ত এমন একজন লোকের চোখে ধরা পড়ে যাবে, যে সেই তাদের দূর অর্ধবিস্মৃত বসতির মানুষ।

পাঁচ

তোনিয়া সেমার সেবা করছিল। ওয়ার্ডের অন্য রোগীদের সেবা করছিল, আর খানিকটা অননুভূত ভাবে নিজেকেও সেবা করছিল। লালন করে ফিরিয়ে আনছিল ওর স্বাস্থ্য। জীবনে এই প্রথম সে বুঝতে পারল প্রেম

আর সহানুভূতির অর্থ কি। সবাই শিবিরে সেমা আলতশচুলারকে ভালবাসত। ছোটখাটো আমুদে হাসিখুশি সেমা। সমস্ত অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা হাসপাতালে আসতে থাকল। সে কেমন আছে খোঁজ নিতে, মরোজভ প্রায়ই আসতেন। তিনি সেমার দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দিতেন না। তাঁর নজর থাকত সব রোগীর দিকে, যারা গুরুতর অসুস্থ তাদের উৎসাহ দিতেন, যারা নিরাশ হয়ে পড়ছে কৌশলে তাদের সংগে খুনসুটি করতেন, সবাইকে জানাতেন হালফিল খবরাখবর। অন্যদের সংগেই সেমার চেয়ে বেশিক্ষণ ধরে কথা বলতেন, কিন্তু একদিন যখন উনি চলে যাচ্ছিলেন উনি তোনিয়ার হাত ধরে তাকে বললেন, "ওকে একটু ভাল করে যত্ন কোরো তোনিয়া। এতে তার যেমন ভাল হবে তোমারও ভাল হবে। দেখবে ও কী চমৎকার লোক।"

তোনিয়া যখন বিছানায় শুয়েছিল রাত্রে, ও নিজেকে প্রশ্ন করল। সেমার মধ্যে এমন অপূর্ব কী আছে? কেননা সে একজন চমৎকার শ্রমিক আর একজন আবিষ্কারক? কিন্তু সেও তো ভাল কর্মী। এই ছোটখাটো আমুদে যুবকটি তবে সবার মনে এমন ভালবাসা আর সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে কেমন করে?

সে ওকে লক্ষ্য করতে শুরু করল। সুযোগ খুঁজত ওর সংগে একটুখানি কথা বলবার। সেমা এটা বুঝতে না পেরে, সে তোনিয়ার কাছে শুধুমাত্র একটা মানবিক হৃদয়ানুভূতির রহস্য দুয়ার খুলে দিতে দ্বিধা করে না। নেহাৎ একটা মৈত্রী। যেহেতু সে অসুস্থ, তাই সে সব সময় তার প্রতিটি ওয়ার্ড বন্ধুর সংগে বেশ সদয় সুরে কথা বলত। সে কখনও জ্ঞান দিত না, অথবা নিজের চিন্তাধারাটাকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করত না! ও শুধু যাদের সংগে কথা বলত তাদের মনের তারে আঘাত দিয়ে একটুখানি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সুযোগ খুঁজত। একবার যখন লিলকার বিষয় কথা বলছিল কে যেন বলেছিল সে নির্বোধ।

"নির্বোধ?" সেমা জিজ্ঞাসা করল। "নির্বোধ নয়, সে জানে না লোকের সংগে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, ব্যস এই যা। কিন্তু শুধু সে কেন আরো অনেকেই এমনি। আসলে মেয়েটা খুব ভাল। তবে বাইরেটায় ওর যেন একটা সস্তা হালকা মোড়ক। ওই মোড়ক বা প্রলেপটা সরিয়ে দাও। দেখবে ও তখন অন্য মানুষ।"

আর একবার কোলিয়া প্লাত ছিল আলোচনার বিষয়। কোলিয়া মেশিন-শপের একজন সেরা মিস্ত্রী।

"তবে ও একটু ঠাণ্ডা গোছের," সেমা মন্তব্য করল। সাঁচ্চা মানুষ হবার আগে ওকে অনেক কিছু সহ্য করতে হবে। ও নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসে না সেমার কাছ থেকেই তোনিয়া মানুষকে ভালবাসতে শিখেছিল।

যদিও এ বিষয়টা নিয়ে সে কখনই তার সংগে কথা বলত না। ও শিখল ওদের ভালবাসতে তাদের দুর্বলতা তাদের দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও। দুচোখ খুলে রেখেই ও ভাল বাসল। কোনো সংকোচ না রেখে আর তাদের শত্রুভাবাপন্ন না করে। এমন একটা ভালবাসা যার প্রকাশ কাজের মধ্যে।

তোনিয়া আবিষ্কার করল যে মরোজভের লোকজনের প্রতি মনোভাবটা ঠিক এই গোছের। তিনি ওকে কিছু উপদেশও দিয়েছিলেন, "তোনিয়া ওর সংগে কথা বোলো", উনি বলেছিলেন। "এতে ওর মত তোমারও ভাল হবে।" প্রকারান্তরে, বলতে গেলে, উনি লক্ষ্য করেছিলেন সে বেশ খারাপ অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

সে অবশ্য এখন আর দুরবস্থার মধ্যে ছিল না।

একদিন সন্ধ্যায়। তখন অন্য রোগীরা ঘুমিয়েছে। সেমা জ্বরতপ্ত উত্তেজনায় কথা বলে চলেছে। তোনিয়া ওকে বলে, "তুমি ক্লাভাকে ভালবাসো, তাই না?"

সেদিন ক্লাভা হাসপাতালে এসেছিল আর তোনিয়া লক্ষ্য করেছিল, অবশ্য ওর মনে যে ঈর্ষার বিষ ছিল না তা নয়, সব রোগী ওকে দেখে কিরকম খুশিতে ভরে উঠেছিল।

সেমা তার প্রশ্নে ঘাবড়ে যায় নি। উত্তর দেবার আগে ও একটু ভেবে নিয়েছিল।

"না, আমি তাকে ভালবাসি না। সে আমার কাছে যতটা আদর্শ ঠিক ততটা নারী নয়। যখন সে জঞ্জালের মধ্যে থাকে তখন আমি যেন কী একটা টানে নিচে পড়ে যাই, ওকে কাশতে শুনলে আমার বুক ভেংগে যায়। শুনেছ কিভাবে ও কাশে? আমাকে যদি ওর জন্যে বর বেছে আনতে বলা হয় আমি তাকে সোজা আন্দ্রেই ক্রুগলভের কাছে নিয়ে গিয়ে বলতাম এই তো তুমিই এখানকার সেরা মানুষ—আর সবচেয়ে সুন্দর দেখতে—এখানে এই নাও তোমার সংগিনী, এর চেয়ে ভাল তুমি পাবে না, তার দিকে একটু লক্ষ্য রেখো, যত্ন আত্তি কোরো।" ও একটু হাসল। "কিন্তু সেই রোসতভে ত জেন না কে রয়েছে, আর কোনো কারণে আমি ওই জেনকে পছন্দ করি না। তুমি দেখো নি, তোনিয়া, যে সবচেয়ে সুন্দর লোকেরাই সব সময় প্রণয়িনীর সংগে আটকা পড়ে যায়? এটা হয়ত অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু এই লোকগুলো কোনো-দিন প্রেম জীবনে সৌভাগ্যবান নয়।" তোনিয়া কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে যায়। খুব ভাল মানুষরা প্রেমের ব্যাপারে কোনোদিন ভাগ্যবান হয় না। সে নিজেকে সব সেরার মধ্যে রাখতে পারল না· কিন্তু সে নিশ্চয়ই প্রেমের ক্ষেত্রে ভাগ্যবতী নয়।

"আমিও খুব ভাগ্যহীনা", ও বলল।

সেমাই প্রথম ব্যক্তি যার কাছে সে এই বিষয়ে প্রথম কথা বলল।

"অবশ্যই, তোমার ভাগ্য ভাল নয়, ভাগ্যহীনা—কিন্তু এখনও তো তোমার সামনে সবকিছু পড়ে আছে। তুমি ক্লাভাও নয় ক্রুগলভও নও। তুমি বেশ শক্ত।"

"কেন ক্রুগলভ কি শক্ত নয়?"

"সে আমি কি করে বলব? সে একজন পুরুষ, চরিত্রবান পুরুষ। কিন্তু তার হৃদয় অরক্ষিত আর খোলামেলা। তার মতো লোকের পক্ষে সুখী হওয়া শক্ত। কিন্তু কোনো একটা কুস্ত্রী তার জীবনে আসবেই আর দেখবে লোকটার মন বড খোলা মেলা। আর সেই মন নিয়ে তার যা খুশি করে যাবে।"

"আমি কি তেমন নই?"

"না, তুমি সেরকম নও। অল্প কয়েকদিন আগে আমি তোমাকে লোহার পেরেকের মত শক্ত ভেবেছিলুম। আর তখন, কিছু মনে করো না তোনিয়া, ব্যাপারটা যা হয়েছিল আমি তোমাকে সেই রকমই বলছি— আর সেদিন সেই যে সন্ধ্যায় তুমি ব্যারাকে গান গাইলে, মনে আছে? আমি দেখলুম তোমার কী কঠিন সময় যাচ্ছে। যেন একটা ঝড বইছিল তোমার মনে। দেখি নি? আমি ঠিক জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু তুমি সেই খুশির গানগুলি গাইলে আর তোমার সেই পাগল গোলিৎসিনকে ভাগিয়ে দিয়ে তুমি হাসলে। ও না না, তোনিয়া তুমি তেমন নও। তোমার হিম্মত আছে। তুমি হারবে না কোনোদিন।"

"এখনও পর্যন্ত তো হারি নি।"

"তোমরা কেন ছাড়াছাড়ি হলে সেটা জানার অধিকার আমার নেই, কিন্তু দারুন খুশি হয়েছি আমি, তোনিয়া যে তুমি একাজ করতে পেরেছ। সেরগেই বেশ হালকা লোক। খেলো। ওর মধ্যে সত্যিকারের কোনো অনুভূতি নেই—ঝড়ের বদলে একটা ঝিরঝির বৃষ্টি—গর্জনের বদলে চিঁহি চিঁহি।"

"আমি ওকে কিন্তু দারুণ ভালবেসেছিলুম।" ও সলজ্জভাবে স্বীকার করলে।

হঠাৎ ওর যেন আরো ভাল লাগল। ওর মনের বোঝা হালকা হল। সে আরো একজনের সংগে এটা ভাগ করে নিল। "আমিও ততটাই অনুমান করেছিলুম," সেমা বললে। "বলতে গেলে তোমার চোখের জলের ভেতর দিয়ে যখন তুমি হাসতে আমি তখনই যেন আঁচ করেছিলুম। তুমি ভারী লক্ষ্মী মেয়ে তোনিয়া। একটা বর্মের আড়ালে তুমি তোমার হৃদয়কে ঢেকে রেখেছ। এ দুনিয়ার পথে তুমি ঠিক হেঁটে চলে যেতে পারবে আর তোমার ভালই হবে।"

হঠাৎ ও কথা বলতে বলতে থেমে যায়। তার মুখ সাদা হয়ে যায় আর মনে হল বেশ কষ্ট হচ্ছে।

"আমিও ভাল করেছি, ভাল হয়েছি কিন্তু—সেটা তুমি নিজেও দেখতে পাবে…"

আবার ও থামল। তোনিয়া উৎসাহ দেবার জন্যে কিছু একটা কথা খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সেমাই যেন আগে সেটা পেয়ে গেল। ওর অতৃপ্ত জীবন-তৃষ্ণা ওর বিস্ফারিত দুই চোখে আগুনের শিখার মত লাফিয়ে উঠল।

"দেখো আমি ঠিক বাঁচব, সে বিষয়ে মনে কোনো সংশয় রেখো না! আমাকে কিছুতেই ফেলতে পারবে না। তুমি কি ভাবছ? ডাক্তার? এখানে তার কি করার আছে? আসল জিনিস হল বাঁচবার ইচ্ছে। যতদিন আমার হৃদপিণ্ডে রক্ত বইবে, আমার মগজটা কাজ করবে, আমার স্নায়ু অনুভব করবে, আমি জীবনের সংগে লড়ে যাব। হ্যাঁ দেখো আমি ঠিক লড়ব। দুরন্ত এক মহাশক্তির মত লড়ব! 'আমি ভয় করব না ভয় করব না'!"

হঠাৎ আবেগে তোনিয়া ওর ওপর ঝুঁকে পড়ল।

"আর আমি তোমার সংগে লড়াই করব সেমা! তুমি বাজী ফেলো আমি করবই!"

সে তার চাদরের তলা থেকে চট্ করে ওর হাতটা বের করে ওর আঙুল-গুলো চেপে ধরল। প্রথম ও বুঝতে পারল না সে কি চায়, তারপর সে অনুমান করল সে চায় তার ঠাণ্ডা হাতটা নিজের উত্তপ্ত কপালের ওপর রাখতে।

"এই তো চাই," সে বলল আর চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল। "কে জানে, তোনিয়া—তুমি আর আমি দুজনে এখানে ছিটকে চলে এসেছি হয়ত কোনো একটা বড় কারণে এবং আমাদের ভাগ্য একদিন প্রসন্ন হবেই। সেদিন আসতে এখনও বাকী। তুমি কি মনে করো?"

"আমার মনে হয় তার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে," সে খুব তাড়াতাড়ি জবাব দিল। "একদিন সব কিছু ভাল হয়ে যাবে, দেখো।"

সে আবার চোখ খুলল আর হাসল। এ একটা দুর্বোধ্য হাসি। সে হাসিতে ফেটে পড়ছে বিদ্রূপ আর প্রজ্ঞা। যেন তার এই জ্ঞানের মধ্যে অপরের পক্ষে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য।

"সেটা কি, সেমা?"

"কিছুই না," সে বলল। তার মুখে আবার তেমনি হাসি। "ঘুমোতে যাবার সময় হল তোনিয়া, তোমার চোখ খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

সেদিন সন্ধ্যা থেকে সেমা তার কাছে আরো প্রিয় আরো অপরিহার্য হয়ে উঠল অন্যের চেয়ে। আর কোন সংকোচ রইল না তার। সেমার কাছে তার হৃদয় মেলে ধরল। সেমা তার কথা শুনত, তারপর শেষকালে কথা বলত। তার আদর্শের কথা বলত। তার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বোঝাত আর তার উপদেশ দিত। তোনিয়া তার কথা শুনতে শুনতে একদিনও ক্লান্ত হত না। সে তার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে বদলে। তাকে শেখাতে লাগল।

কেমন করে জনগণের বিচার করতে হয়, মানুষকে জানতে হয়। কখনও কোন দ্রুত সিদ্ধান্তে লাফিয়ে পড়তে নেই। আর ছোটখাটো নিন্দা সমালোচনায় কান দিতে নেই। তার সাহায্য পেয়ে সে সম্পূর্ণভাবে সেরে উঠল। প্রেমে পড়ার থেকে সেরে ওঠা নয়, কিন্তু এতদিন ধরে ওর ভেতর যে একটা নৈতিক সংকটের ঝড় চলছিল তা থেকে আজ যেন ও সম্পূর্ণ মুক্তি পায়।

সেমা ওকে বলত যে খুব ভাল সে আর সদয়া। আর তার এই কথা শুনে সে উপলব্ধি করে যে আগে বুঝি বা সে ভাল ছিল না, হৃদয়বতী ছিল না সে। কিন্তু সে তখনও গ্রাহ্য করে নি, মানে সেমা একটুও টের পায় নি যে তোনিয়া ভাবছে। কি আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে? তখনও পর্যন্ত তোনিয়া, কোন কারণে ওর সৎ অনুভূতিগুলিকে উপলব্ধি করতে পারে নি। বোঝে নি কিসের সেই আবেগ। আর তার মনের অনুভূতিগুলিকে তার কাছে প্রকাশ করতেও পারে নি।

তার স্বভাবের সমস্ত পরিবর্তনের জন্য সেমা তার প্রশংসা করছিল বোঝেনি যে যদি তার দুঃখ এই পরিবর্তনটাকে সত্যিই না নিয়ে আসত তাহলে হয়ত তোনিয়া সেমার প্রভাবেও মুক হয়ে থাকত না আক্রান্ত হয়ে পড়ত।

"ছেলেরা আমাকে পছন্দ করে না," একদিন সেমার কাছে ও অভিযোগ করল।

"সে তোমার নিজের দোষ তোনিয়া," সেমা জবাব দিল। "আরো সহজ হও, ওদের প্রতি আরো বন্ধুর মত ব্যবহার কর। এখানে ওদের কোন সমাজ নেই সংসার নেই, আর কোন মেয়ের সংগ ওরা পায় না। আর তুমি ওদের সংগে উদ্ধত আড়ো আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ব্যবহার করো। তোমার হাসিতে ফুটে ওঠে ঘৃণা আর ঈর্ষা।

তার হাসি দেখলে গা জ্বলে যায়! গা জ্বলে যাবার মত কোন হাসিই তো তার ছিল না! কিন্তু এখন—এখন কেন,—যখন সে রীতিমত অজ্ঞান হয়ে পড়ছিল ক্লান্তিতে দিনের শেষে আর যখন কোন পার্থিব কারণ ছিল না বলে মত হত তার সুখী হবার, সেদিন? এখন সে একটা নতুন শক্তি অনুভব করে আর লোকের কাছে গিয়ে হেসে গল্প করাটাকে এ দুনিয়ার একটা স্বাভাবিক জিনিস বলে মনে করে।

ছয়

এখানে হাসপাতাল বলতে যা বোঝাত সে একটা কাঠের বাড়ী বই আর কিছুই নয়। খুব তাড়াতাড়ি খাড়া করে দেওয়া হয়েছে ছটি ওয়ার্ডে ভাগ করা। মাঝখান দিয়ে একটি বারান্দা। এটি শেষ হবার আগেই রোগীদের

এখানে আনা হয়েছিল। পরে আর কারো হাসপাতালের জন্যে সময় ছিল না। আর তাই এখানে বিনা স্টোভেই কাজ চলছিল। গরম কালে এর ফলে কোন অসুবিধে হয় নি। কিন্তু যখন শরৎ এল আর স্টোভের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল, এটা আবিষ্কার করা গেল যে উনুনের ব্যাপারটা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। আর যদি ওদের তা করা হত, সে সব উনুন গড়বার মত ইঁটও তো ছিল না, এখন সবে ইঁটের কারখানায় ইঁট তৈরি শুরু হয়েছে।

সেমার যা অবস্থা তাতে অন্য সব ভাবনার চেয়ে তার কথা ভেবেই ও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। ডাক্তারকে সব সময় বিষণ্ণ দেখাত সেমাকে পরীক্ষা করার পর। আর একদিন যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল তোনিয়া রুদ্ধশ্বাসে, "কোন আশা আছে কি?" উনি ওর উপর খুব রেগে গেলেন।

"আশা?" উনি চীৎকার করে উঠলেন। "এখানে কি আশা থাকতে পারে? কে এখানে ভাল থাকবে? আমরা সবাই ঠাণ্ডায় জমে মারা যাব, এখানে কোন উনুন নেই, পাওয়া যাবে তার লক্ষণ বা আশাও নেই, কেউ এই হাসপাতালের জন্যে ভাবে না, মন দেয় না! তারা যা চায় আমরা তাতে ইঁদুরের মত শুধু মরে যেতে পারি!"

তোনিয়া কোমসোমোল কমিটিতে ছুটে যায়।

"আমাদের রোগীরা বরফে জমে যাচ্ছে!" ও ঢোকবার রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে বলে। "যদি উনুনের ব্যবস্থা না করা হয় তবে ভবিষ্যতে যা পরিণাম হবে তার জন্যে কিন্তু আমি কোন দায়িত্ব নিতে পারব না। এ একটা দারুণ অত্যাচার আস্পর্ধাই! আমাদের কিছু উনুন চাই-ই চাই আর সেগুলো যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি চাই!"

নিজে গেল ক্রুগলভ, ব্যবস্থা করতে। ঠিক হল কাজের ঘণ্টার বাইরে কোমসোমোলদের উনুন তৈরি করতে পাঠানো হবে। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করা হল কোমসোমোলদের মধ্যে কোন উনুন করতে জানা লোক নেই এবং পার্টি'র বাইরের উনুন মিস্তিরিকে কাজে লাগাতে হবে। এটাই কি যথেষ্ট নয় কাজের সময়ের বাইরে সে নতুন অফিস বাড়ী তৈরির কাজে সাহায্য করছে।

যখন তোনিয়া সেমাকে বলল যে কি ব্যাপার ঘটছে তখন সে খুব রেগে গেল।

"কেন এসে তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করলে না কি করতে হবে? অথবা আমি কি এরি মধ্যে মুছে গেছি, হারিয়ে গেছি? যাও জেনা আর ভালিয়াকে ডেকে আন, ওদের এক বোঝা ইঁট আনতে বলো আর আমি নিজে উনুন তৈরির কাজ দেখাশোনা করব।"

"তুমি কি উনুন মিস্তিরি?"

"কি বলতে চাও, 'উনুন মিস্তিরি?' আমারও দুটো কাঁধের উপর একটা

মাথা তো আছে। নেই না কি? আর আমি কি করে বানাতে হয় কিছুটা জানি। তোমার যদি স্টোভের দরকার থাকে যা জ্বলবে, যাতে আঁচ হবে, তাহলে যাতে তেমন একটা পাও আমি তা দেখব।"

"কিন্তু তুমি তো রুগ্ন, অসুস্থ, আমি তোমাকে যেতে দেবো না। উনুন তৈরি করার লোক আসবে আর—"

"সে আসবে না ছাই। বোকার মত কথা বলো না। একটিই উনুন মিস্তিরি আর তার উপর যত চাহিদার চাপ। সে তো নাস্তানাবুদ হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। এখানে তার আসতে ঢের দেরি। এক মাসের আগে তাকে পাবে না। আর তাছাড়া, আমাকে এইখানে শুয়ে শুয়ে আমার ঘরদোর বিছানাপত্রের ব্যবস্থা না করে এমনি ভাবে মরে যাব। আমি বলছি যাও আর ছেলেদের নিয়ে এসো। যা করবে জলদি করো। এটা আমার একটা গর্বের ব্যাপার। একবার যদি স্টোভগুলো জ্বলে আমি শান্তিতে মরতে পারি আর তুমি আমার নামে হাসপাতালটার নাম দিতে পারো যদি চাও, নয় কেন? 'আলতশ্চুলার হাসপাতাল' যদি জিজ্ঞাসা করো তবে বলব ভালই শোনাবে।"

তাকে শান্ত করার জন্যে তোনিয়া আবার কমিটিতে গেল। সেখানে যেতে ক্রুগলভ আবার একটা আঘাত দিল—ইঁট নেই। মরোজভ গ্রানাতভকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল যে হাসপাতালের জন্য সে তাদের এক হপ্তা কি দশ দিনের মধ্যে ইঁট দেবে। আগের দিন নতুন অফিস বাড়ীর জমিতে এক স্কেপ ইঁট বিলি করা হয়েছিল সেখানে সেগুলো নেওয়া হয় আর ফোরম্যান মিখালিওভ সই করেছিল।

তোনিয়া গেল মিখালিওভের কাছে।

"তুমি কি পাগল? সে ওকে চীৎকার করে বলল। ওই ইঁটগুলোর জন্যে আমি একমাস অপেক্ষা করেছিলাম, আমার একটা পরিকল্পনা পূরণ করতে হবে, একটা অভাব মেটাতে হবে। যেখানে খুব বড় একটা ফাঁকা অবস্থা। তুমি বলতে চাও, 'ধার' বলতে কি বুঝছ? ধার মানে কি? তুমি কে বলো তো? আমি এত বোকা নই আর আমার সংগে তক্কো করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ব্যস এই কথা। আর বিদায়। বিদায় হও।"

"তুমি বোকা না হতে পারো তুমি একটা নিষ্ঠুর লোক। মাথাটা শুয়োরের মত মোটা।" তোনিয়া প্রতিবাদ জানায়। সে যখন অফিস থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যায় তার সংগে প্রায় এপিফানভের ধাক্কা লাগল। অপমানে ওর শ্বাসরোধ হবার অবস্থা। সে ওকে স্টোভের বিষয় বলে। সেমার কথা বললে। ফোরম্যানের একগুঁয়েমির কথা। এপিফানভ প্রতিজ্ঞা করলে, ক্ষমা চাইলে, আর একটু থেমে তাকে বলল, "সে জানে কোথায় সে যেতে পারে। আর আমি জানি আমরা কি করতে

পারি। এটা আমার হাতে ছেড়ে দাও! তুমি তো আর তোমার কাকা এপিফানভের সঙ্গে গোল বাধাতে পারো না। আর আমাকে দিয়ে কোনো গোলমালও হবে না। প্রায় গোটা পনেরো ছেলেকে ধরে আন যাদের ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি—বুঝলে? আর সহজে ভয় পায় না। আমি আরো কিছু যোগাড় করব। আর আমরা নৈশ ভোজের পর ক্যানটিনের পিছনে খোলা জায়গাটায় দেখা করব। কিছু ভেবো না, তুমি ঠিক তোমার ইঁট পেয়ে যাবে।"

সেদিন সন্ধ্যায় প্রায় ত্রিরিশ জন কোমসোমোল খোলা জায়গাটায় জমায়েত হল। তাদের মধ্যে ছিল গ্রীশা ইশাকভ আর ভালিয়া বেসসোনভ। সম্প্রতি তারা তাদের নৈশ অন্ধতা থেকে আরোগ্যলাভ করেছে। আর প্রতিদিন সন্ধ্যায় তারা কিছু একটা করবার প্রতীক্ষায় থাকে। অন্যরাও তেমনি একটা দুঃসাহসিক কাজের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। বিশেষত যেদিন থেকে কৌতূহল জেগেছে গোপন রহস্য থেকে।

"আমাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতক আছে কী?" এপিফানভ জমায়েতের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল।

"তুমি তোমার সন্দেহটা দূর করতে পারো?" সকলের পক্ষ থেকে ভালিয়া চীৎকার করে ওঠে।

"বেশ। দেখো আমাদের মাথার ওপর একটা কাজ রয়েছে। আমরা আমাদের অসুস্থ বন্ধুদের সাহায্য করব। করতেই হবে। হাসপাতালে কোনো স্টোভ নেই। আর স্টোভ তৈরি করতে গেলে তোমাদের ইঁট চাই। মিখালিওভ আমাদের তার ইঁট দেবে না। নতুন অফিসবাড়ির জমিতে তার ইঁটগুলো জড়ো করা রয়েছে। অবস্থাটা বুঝলে?"

সবাই বুঝেছে এটা পরিষ্কার। কেননা কেউ কোনো আপত্তি তুললে না। আর সবার মুখই বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"আমি হুকুম দিচ্ছি। এখানকার কর্তৃত্ব হাতে নিয়েছি। দেখছি জাহাজের কাজের বাইরে আমি চলে এসেছি।" এপিফানভ বলে চলল। "আমি এখন চাই খুব কড়া একটা আনুগত্য। আমি যা কিছু বলব অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলতে হবে। বুঝলে?"

"হ্যাঁ আপনার কথা ঠিক বুঝছি; এখন আপনার নির্দেশ শোনা যাক।"

"এই হল সেই নির্দেশ, তোমরা সবাই নিজের নিজের রাস্তায় চলে যাও। তোমরা যদি ঝাঁক বেঁধে যাও সব কিছু বরবাদ হয়ে যাবে। আমাদের মাল বইবার জন্য কোনো ঘোড়া নেই। বেশ ভাল হত—কিন্তু আরো তাড়াতাড়ি সব নিষ্ফল হয়ে যেত যদি আমরা ঘোড়া ব্যবহার করতুম। যতক্ষণ না অন্ধকার হয় অপেক্ষা করবে—বুঝলে? তারপর যখন অন্ধকার হবে আমাদের প্রত্যেকে অফিসবাড়ির জমিতে গুড়ি মেরে যাবে," (এখানে এপিফানভ হাত দিয়ে

দেখালেন কিভাবে প্রত্যেকে অফিস বাড়ির জমিতে গুঁড়ি মেরে যাবে) "আর এক জোড়া ইঁট তুলে নেবে"—(এপিফানভ দেখালেন যেন উনি ইঁট তুলছেন) "তোমরা যতটা সহজে বইতে পারো তার বেশি না কিন্তু, আর সেগুলো নিয়ে যাবে হাসপাতালে (একটা ঘুরপথ দিয়ে, যাতে কেউ কারো ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে না পড়ো। সেখানে গেলে, তোনিয়া দেখিয়ে দেবে ওগুলো তোমরা কোথায় রাখবে। এটা একেবারে খুব গোপন রাখতে হবে—বুঝলে? যদি ক্রুগলভ কি কমিটির আর কারো সংগে দেখা হয় তাহলেও মুখ বুজে থাকবে। এটা করতেই হবে। কিন্তু আমরা ইঁট চুরি করছি, আর কমিটিকে এর ভেতর কিছুতেই জড়িয়ে ফেলা চলবে না।"

"তা আমার কি হবে? আমি যে কমিটির সদস্য," কাতিয়া স্তাভরোভা ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল। ভালিয়া বেসসোনভ খুব তাড়াতাড়ি খবরের কাগজ দিয়ে একটা মুখোশ বানিয়ে নেয় আর নিরীহভাবে ঘোষণা করে দেয়, "আমি বেসসোনভ নই, কেউ জানে না আমি কে। একজন অচেনা লোক এল, তার কাজ করল আর চলে গেল।"

এপিফানভ তার মাথার পিছন দিকটায় আঁচড়ে দেয় আর উত্তরটা খুঁজে দেয়।

"তোমরা কেউই জানো না এসব কি হচ্ছে। তোমরা শুধু জানো যে তোমাদের ইঁট বইতে বলা হয়েছে আর তোমরা হুকুম তামিল করছ। ব্যস্ এইটুকু। আর এটা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন করা হয় তাহলে তোমাদের একমাত্র জবাব হল, তোমরা জানো না। তোমাদের ডাকা হয়েছে আর তোমরা হুকুম তামিল করছ। আমি সবার হয়ে জবাব দোবো।"

কোমসোমোলরা প্রতিবাদ জানায়। যদি তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয় তাহলে তারা পিছিয়ে যাবে না।

"যাও যা বলা হল সেইমত হুকুম তামিল করো!" এপিফানভ উচ্চকণ্ঠে ওদের স্মরণ করিয়ে দেয়। "নাও এবার সবাই চলে যাও। আমাদের প্রত্যেককে অনেকবার আনাগোনা করতে হবে। একসংগে অনেকগুলো ইঁট বহন করবার চেষ্টা কোরো না। তাতে আমাদের আঘাত লাগতে পারে। বুঝলে? বেশ, তাহলে, শুরু করে দাও।"

এবার একটা এমন কাজ শুরু হল যা ছিল উত্তেজনায় ভরা আর মজা আরো বেশি। এর আগে ওরা যত কাজ করেছে তার চেয়ে বেশি। যে যার নিজের রাস্তায় কাজটা করে যায়। জেনা একটা থলে যোগাড় করল। আর প্রায় একবারে কুড়িটা করে ইঁট বইতে লাগল। অন্যরা দড়ি বেল্ট এমন কি কম্বল ব্যবহার করল। ক্লাভা একবারে কখনও চারটের বেশি ইঁট বইল না। কিন্তু এর ফলে সে খুব তাড়াতাড়ি ছুটোছুটি করে আনাগোনা করতে লাগল।

এপিফানভ আর সবার সংগে ইঁট বইছিলেন। কিন্তু তাঁর কাঁধে ছিল হুকুম দেবার দায়িত্ব আর দক্ষতা ও নিরাপদ ব্যবস্থা অবলম্বন করা। যাতে ছোটরা অতিরিক্ত মালবহন না করে সে ব্যাপারে উনি বেশ কড়া। কিছুতেই অনুমতি দিচ্ছিলেন না। আর ছোটরা ফাঁক পেলেই তাই চাইছিল। বিশেষ করে মেয়েরা তাঁর প্রধান লক্ষ্যবস্তু। বিশেষ করে সোনিয়া ; উনি তাকে বাড়ী পাঠাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু একটা ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখিয়ে সে নিজেই এগিয়ে এসেছিল।

"আপনি আমায় কি ভাবেন বলুন তো, একটি ছোটটো বেড়াল ছানা। বাড়ীতে বসে থাকবে আর উনুনে আঁচ দেবে? সরুন আর নইলে আমি চেঁচাব।"

কিছুক্ষণ বেশ ওরা কাজ চালাল। এমন সময় একটা সমস্যা দেখা দিল। এটা ওরা আগে ভাবে নি। যথেষ্ট ইঁট এরি মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। এবং প্রথম স্টোভটা তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু যুবকরা জোর করছিল। সব ইঁট সরিয়ে আনা হোক।

"যদি একটাও ফেলে আসি তাহলে এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে ইঁটগুলো চুরি করা হয়েছে, কিন্তু যদি একটাও ইঁট পড়ে না থাকে তাহলে কে প্রমাণ করতে পারে যে সেখানে কোনদিন কোনো ইঁট ছিল কিনা? কাতিয়া যুক্তি দিয়ে বোঝায়।

"কিন্তু আমরা তো যথেষ্ট এনেছি!"

"কে জানে?" জেনা কালুঝনি বলল। "তুমি জানো কি ধরনের উনুন সেমার পরিকল্পনা? বেশ বড় ওলন্দাজ জাতীয় স্টোভ, প্রত্যেকটার দুটো করে গর্ত থাকবে। তুমি জানো তাদের জন্যে কত ইঁট লাগবে? ওই ওই···এই এত্তো!"

"প্রত্যেকটার দুটো করে গারবু?" এপিফানভ ভাবল। "বেশ তাহলে আরো অনেক আনা যাক! একবার যখন চুরি করেছি তাহলে আমরা ভাল করেই চুরি করব।"

তাই তারা আরো পাচার করতে লাগল।

সোনিয়া শেষ চারটে ইঁট নিয়ে এল। ও সেগুলো মাটির ওপর রাখে। একরকম ফেলেই দেয় বলতে গেলে। আর তাদের পাশে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভেংগে পড়ল যেন।

এপিফানভ ওর পাশে দৌড়ে আসে।

"সোনিয়া তুমি ভাল আছো তো?"

সে তার ঘাম ঝরানো হাসিমুখটা একবার তোলে।

"বাব্বা বেশ মেহনতের কাজ!" ও বলল। "এক চিলতে ইঁটও অফিস বাড়ীর জমিতে আর পড়ে নেই। ক্লাভা আর আমি প্রায় মাটিটা

ঝেঁটিয়ে তুলে এনেছি আর ওর ওপর কিছু শুকনো পাতা ছড়িয়ে দিয়ে এসেছি।"

হাসপাতালে বেশ ওলটপালট অবস্থা। রোগীদের বহন করে আনা হয়েছে হাসপাতালের সরু দালানটায়, তাদের বিছানাগুলো একধারে ঠেসে তালগোল পাকিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের মাঝখানে একটুও জায়গা নেই। যাতে তাদের মধ্যে কেউ যদি কোন সাহায্য চায় তাদের বলা যাবে, "একটু অপেক্ষা করতে হবে খোকা, দেখছ ত এখানে কি হচ্ছে? সব তোমাদের জন্যে।"

সিমেণ্ট মাখা হচ্ছে বালতিতে, বেসিনে।

প্রত্যেকবার মাঝে মধ্যে কে যেন বলে উঠছে, "আমাদের ইঞ্জিনীয়রকে আনো! আমরা একবার পরামর্শ করতে চাই।

সেমাকে এ ঘর থেকে ওঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এইসব পরামর্শের জন্যে।

একবার ডাক্তার ছুটে এলেন এর ভেতর। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন; আর উনি ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন। উনিও হাসপাতালটাকে প্রায় চিনতেই পারলেন না। রোগীদেরও না। সব কিছু একেবারে কতকগুলো আমুদে হুড়ে নোংরা ছেলেপিলের এক্তিয়ারে চলে গেছে। ওদের উনি আগে কখনও দেখেন নি।

"এ কি বেয়াদপি অবিবেচকের মত কাজ! তোমাদের এত সাহস—" উনি এপিফানভের কাছে এগিয়ে এসে বলতে থাকেন। কিন্তু এপিফানভ, তাঁর জ্যাকেটের প্রান্ত ধরে টান মেরে থামিয়ে দেয়। আর বলতে থাকে "আরে তুমিই তো স্টোভ চাইলে, আমি নই। ইঁটগুলো চুরি করা হয়েছে। সকালবেলা লোকেরা এসে ওগুলো দাবী করবে, তাই সকালের মধ্যে আমাদের স্টোভ তৈরি শেষ করতেই হবে। বুঝলে আমি কি বলছি?"

"কিন্তু কিভাবে…?…ইঁটগুলো চুরি করা হয়েছে, তুমি বলছ? ওরা আমাকেও এগুলো নিয়ে প্রশ্ন করবে।"

"করুক তারা". এপিফানভ আরো শান্ত হয়ে বলল।

"আপনি শুধু আপনার চশমাটা খুলবেন, কাঁচটা বেশ সাবধানে মুছবেন, নম্র গলায় বলবেন, "স্টোভ? তা স্টোভ তো এখানে বরাবর আছে। আমি জানি না তোমরা কোন স্টোভের কথা বলছ। আমি শুধু জানি এই বাড়ীটা নিয়েছি এর ভেতরে স্টোভসুদ্ধই। তোমরা সই করা ফর্দ দেখতে পারো যদি আমার কথা বিশ্বাস না করো।"

রোগীরা এমন প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল যেন ওরা সম্পূর্ণ সেরে

উঠেছে। ডাক্তার যান্ত্রিকভাবে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে তাঁর পাঁশনে খুলে ফেলেন আর কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে তাঁর কাঁধ ঝাঁকুনি দিলেন।

"কিসের ফর্দ? আমি কোনো ফর্দ সই করি নি।"

"আরে আপনি মুখের কথাটা খসাবেন। এতে একটা ধারণা হবে ওদের, তাছাড়া, এতে আপনার কি উনিশ বিশ হবে? একবার স্টোভগুলো লাগানো হলে কেউ আর সেগুলো টান মেরে খুলে দিতে আসছে না।"

"কিন্তু লোকজন এখানে ছুটে আসবে আর বেশ গোলমাল শুরু করে দেবে।"

"আপনি ওদের বলবেন একটা কলেরা রুগী আছে, নয়ত গুটি বসন্ত, কি ছোঁয়াচে প্লেগ অথবা যা হোক। তা হলেই ওরা প্রাণ নিয়ে পালাবে।"

ডাক্তার একটু পিছিয়ে এলেন। কিন্তু উনি না হেসে পারলেন না।

"ডাক্তার! ডাক্তার!" তোনিয়া চেঁচিয়ে উঠল শেষ মাথায় ওয়ার্ডের দরজার কাছ থেকে।

তার মুখ দেখে ডাক্তার বুঝলেন কিছু একটা বিপদ হয়েছে।

সেমা শুয়েছিল। হাঁপাচ্ছিল, কাশছিল। অচৈতন্যের মত কাদের যেন হুকুম করছিল। যেন সে এখনও স্টোভ বসানোর কাজ তদারক করছে।

"তোমাদের এই কৌতুক আর খেলার ফলে তার প্রাণটা যাবে আমি দেখতে পাচ্ছি," ডাক্তার বললেন, কোমসোমোলরা ভয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। কথা বলতে বলতে ডাক্তার তাঁর অফিসের দরজা খুললেন। আর তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন সেমাকে ভেতরে নিয়ে আসতে।

ছোকরারা কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু বার বার দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল। সেমা নেই। কে তাদের পথ দেখাবে। নির্দেশ দেবে। ভালিয়া বেসসোনভ অবশ্য কতকগুলি ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু কি করে যে স্টোভটা শেষ হবে তা সে জানে না। এপিফানভ ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছিল!

"খোকারা ছেড়ো না, কাজ করে যাও...যেমন করে পারো করে যাও, সেকেলে গোছের হোক গে, কোন রকমে খাড়া করে দাও। সে দেখতে পায় যে পরিকল্পনাটা ওরা করেছে এত চমৎকার ভাবে এখন সেটা বোধহয় একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে। কি এমন ভাবে শেষ হবে যে সবাই ছি ছি করবে।

অবশ্য, শেষ হল আর খুব একটা ধিক্কার দেবার মত জিনিস হল না।

কেউ লক্ষ্য করে নি ক্লাভা কখন অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু মাঝরাতে সে ফিরে আসে। পা টিপে টিপে ধরে নিয়ে এসেছে একজন মোটাসোটা গোছের শ্রমিককে। তখনও তার চোখ ফোলা, ফোলা ঘুমে লাল। গালের

ওপর বালিশের দাগ। ও হল উনুন পাতার মিস্তিরি। ক্লাভা ওকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। ওকে আসবার জন্যে গিয়ে কথা বলেছিল, আর এখন সত্যিই একেবারে ওকে এনে হাজির করেছে, যেন ওর বিজয়চিহ্ন—।

"কি হে ও আবার আমাদের ধরিয়ে দিয়ে ফেলে পালাবে না তো?" এপিফানভ জিজ্ঞাসা করে। লোকটির দিকে কিছুটা অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে চেয়ে থাকে।

"আমি জানি না। আমি ওকে সব বলেছি। তুমি ওর সংগে কথা বলো।"

এপিফানভ সরাসরি আসল কথাটায় আসে, "কি হে তুমি মুখ বন্ধ করে থাকবে তো?"

"আমি মুখ বন্ধ করে থাকব না কেন?" স্টোভ মিস্তিরি গজগজ করে বলে। ওকে ঘিরে যেসব যুবক ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল ওদের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, "দেখ আমাদের উনুনগুলো সকালের মধ্যে শেষ করতে হবেই, আর শেষ করব এমনভাবে যাতে দেখলে মনে হয় ওগুলো অনেকদিন থেকে এখানে ছিল। সেটা সম্ভব হবে?"

"হবে না কেন? শুধু হাতে যথেষ্ট সময় নেই যা।"

"হ্যাঁ আছে। দেখো এখানে তিরিশটা ছোট ছেলে আছে। ওরা যা করবার সব করবে। তুমি শুধু হুকুম দেবে আর ওদের ধমক লাগাবে যদি ওরা কোনো গোলমাল করে, বুঝলে আমার কথা?"

"নিশ্চয়ই, সেটা খুব শক্ত নয়। কিন্তু আমাকে এর জন্য টাকা দেওয়া হবে?"

"সে যেমন তুমি বলবে; আমরা তোমাকে দিয়ে বেগার খাটাব না।"

"তোমরা আমাকে ভদ্‌কা দিতে পারো।" লোকটি আস্তে আস্তে বলল। "দু পাঁইট ভদ্‌কা।"

এপিফানভ অসহায় ভংগী করল। ভদ্‌কা বিক্রি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে যে।

"আমি ভদ্‌কা যোগাড় করব।" মোৎকা নাইদে বলে ওঠে এপিফানভের পিছন থেকে। "কাল তুমি এটা পাবে। খাঁটি, ৪০শতাংশ ভদ্‌কা। নির্ঘাত পেয়ে যাবে।"

আবার কাজ শুরু হয়। আর এমন উন্মাদনায় যে উনুন-মিস্ত্রী কিছুই করে না শুধু হাসে আর ওরা যা করে সায় দিয়ে যায়। আগে এমন উৎসাহ কখনও দেখে নি।

"সাবাস ছেলে! বলিহারি যাই! বা ভাই। চালিয়ে যাও!" মিস্ত্রী বলেই চলে। এইসব উদ্যমী তরুণদের এই বলে গরম রাখে। ওহে খুদে

ডাকাত-দানোর দল! ওরে আমার পাঁচকে চোরের দল! তোদের সংগে পারবে কে! বলিহারি ভাই।”

সে রাতে হাসপাতালে আর কেউ ঘুমায় না। নির্দল স্টোভ মিস্ত্রির আর পঞ্চাশজন কোমসোমোল—তিরিশটি সুস্থ আর কুড়িটি অসুস্থ মানুষ এক প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে রাত কাটায়। একটু একটু করে আলো ফুটছিল। জানলার ফাঁক দিয়ে আসছিল। আর ওরা এক একবার করে ভয়ে ভয়ে উদ্বিগ্ন চোখে চাইছিল সেই আলোর দিকে। আর সবাই সবাইকে তাড়া তাগিদ দিয়ে চলছিল।

ডাক্তারের চোখে সারারাত ঘুম নেই। দুশ্চিন্তায় তার মুখ সাদা। ওদের মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি খুশিও হচ্ছিলেন আবার ভয়ও পাচ্ছিলেন। একবার উনি শ্রমিকদের সাহায্য করতে চেষ্টা করছিলেন। একবার ছুটছিলেন রোগীদের কাছে। কিন্তু রোগীদের কারোরই তাঁর তদারকির একটা তেমন দরকার ছিল না।

“আমাদের কথা ভাববেন না, আমরা ঠিক আছি,” ওরা সবাই একবাক্যে বলে। “ওদের সাহায্য করুন ওদের সকালের মধ্যে শেষ করতেই হবে।”

সেমা আলতশ্চুলার অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় শুয়েছিল। বিকারগ্রস্ত। তোনিয়া, দালানের এক কোণে বসে সিমেণ্ট মেশাচ্ছিল। তার ওপর চোখ রেখেছিল ডাক্তারের অফিসের খোলা দরজা দিয়ে। ওখানে শুয়েছিল সেমা। মিশোল মশলাটা চলকে দিতে দিতে, একরকমের তাল পাকাতে পাকাতে তোনিয়া নিজেকে অভিসম্পাত দেয়। কেন ও সেমাকে এরকম একটা কাজ কাঁধে নিতে বলল। ওর শক্তিতে কুলোবে না সে কি ও জানত না। আর তার ফলেই এরকম একটা বিপদ এসে হাজির হল। আর এর মূলে সেই-ই! ও যখন দেখল সেমা বেশ চুপ করে ঘুমিয়ে পড়েছে আর টের পেল তার উন্মুখ দুটি ঠোঁট সেমার ঘাম জমা কপালে চেপে ধরে যে তার জ্বর অনেকটা পড়ে গেছে, তখন সে কী এক স্বস্তিতে হু হু করে কেঁদে ফেলল!

সকালের মধ্যে ছ'টা উনুন শেষ হল। একেবারে তৈরী। শুধু ধাতব দরজাটি বসানো হয় নি। গণ্ডগোলের মধ্যে এটা ওরা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু মনে থাকলেও ওগুলোকে কোথাও থেকেও যোগাড় করে আনা যেত না।

উনুন-মিস্ত্রি আর তার তিরিশ জন সহকারী। সকলের মুখই ছাই-সাদা। উদ্বিগ্ন। ভয়ার্ত। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘাম সপ্‌সপে। সেই ঠাণ্ডা সকাল বেলা হাঁপাচ্ছিল। দম নিচ্ছিল। চারদিকে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাতে একের পর এক যে যার রাস্তায় চলে যায়। এক রাস্তা দিয়ে নয়। সবাই গিয়ে জুটবে অবশ্য ক্যানটিনে প্রাতঃরাশের জন্য। সোনিয়াই শুধু একা ওদের সংগে যোগ দিল না। সারা

রাত ও নিজেকে একবারের জন্যও বিশ্রাম দেয় নি। এখন প্রায় আর নিজেকে যেন বাড়ীতে টেনে নিয়ে যাবার শক্তিটুকুও ওর নেই। বাড়ীতে গিয়েই ও বিছানার ওপর বসে পড়ে। এবার যেন টের পায় ওর সারা শরীরে কী অসহ্য ব্যথা। আর ওর পিঠে একটা অদ্ভুত ধরনের ব্যথা। গ্রীশা ওর জন্যে কড়া করে চা বানিয়ে এনেছিল। কিন্তু যখন চা নিয়ে ওরা কাছে এল তখন দেখল সে ঘুমোচ্ছে আর ঘুমের মধ্যে কাৎরাচ্ছে।

হসপাতালে ফিরে এল তোনিয়া। ডাক্তার এবং হাসপাতালের সহকারীটি ঝাঁট দিচ্ছিল। আর মেঝেটা ঘসছিল। তারপর রোগীদের ফিরিয়ে আনছিল তাদের ওয়ার্ডে।

হাতে একটা ভিজে ন্যাকড়া। ডাক্তার রাত্রির শ্রমের সব চিহ্ন মুছে ফেলেছেন প্রাণপণে। যেমন উনি প্রায়ই করতেন সেভাবে একটা বীরত্বের সুর ভাঁজছিলেন। খুব অসুস্থ রোগীরাও হাসি চাপতে পারল না।

দিনের কাজ শুরু হতেই ইঁটগুলো যে খোয়া গেছে তা ধরা পড়ল। আগের দিন স্বচক্ষে ফোরম্যান দেখে গেছে ইঁটগুলো পরিষ্কার থাক করে সাজানো, আর আজ সকালে সে নিজের চোখে দেখছে ইঁট নেই! হাওয়া হয়ে গেছে! আর পরিষ্কার মনে হচ্ছে যেন এখানে কোনো দিন ইঁট ছিলই না। সেখানে আর কিছু নেই। শুধু শরতের কিছু ঝড়াপাতা। আর যেখানে ইঁটগুলো খাড়া ছিল সেখানে কালচে চাঁচা একটা দাগ।

মিখালিওভ ওর চোখ রগড়াল। দুবার, যে বাড়ীটা তৈরি হচ্ছিল তার চারধারে ঘুরে বেড়াল। চক্কর দিল। আনাচে কানাচে সর্বত্র পরীক্ষা করে দেখল। আর যখন ইঁট পাওয়া গেল না খিটখিটে মেজাজে ঘোষণা করে দিল যে ইঁটগুলো নিঃসন্দেহে বিলি করা হয়ে গেছে। আর নিশ্চয়ই সেগুলো ভালভাবে তদারক করা হয়েছে।

জমির ওপর কোমসোমোলরা জোটবেঁধে জমায়েত হয়েছে। ওদের মধ্যে ছিল ভালিয়া বেসসোনভ আর জেনা কালুঝনি তাদের কর্মীদল মিখালিওভের তত্ত্বাবধানে নতুন অফিস বাড়ির কাজে লেগেছে। ফোরম্যান আর সেনারক্ষী বেশ তড়পাতে লাগলেন। সেনারক্ষীকে আগেই তলব করা হয়েছিল। কোমসোমোলরা অন্য দিকে তাকিয়েছিল। ভালিয়া জেনা আর কাতিয়া স্তাভরোভা তাদের পরস্পরের দিকে চোখ চাওয়া চাওয়ি করে। তাদের ঠোঁট কামড়ায়। হাসি চাপে।

"আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন প্যাভেল পেত্রোভিচ," কাতিয়া ফোরম্যানকে বলল। এখানে কি করে ইঁট থাকবে? এখানে ওগুলোর চিহ্ন পর্যন্ত নেই—দেখুন, পাতা আর চাঁচা পাতলা ডালপালার টুকরো। ওগুলো বোধহয় অন্য কোথাও থাক দিয়ে রাখা হয়েছে?"

মিখালিওভ, অবশ্য মাটিটা পরীক্ষা করছিল শিকারী কুকুরের মত শুঁকে শুঁকে। একটা লাঠি দিয়ে পাতাগুলো সরিয়ে সরিয়ে।

"পায়ের দাগ!" ও যেন বিজয় গর্বে চেঁচিয়ে ওঠে। "এখানে চোর এসেছিল! পায়ের দাগ! দিবালোকের মত পরিষ্কার!"

"হ্যাঁ, তোমার আর আমার," ভালিয়া বেসসোনভ নির্দোষের মত বলে। "ঠিক মত তদন্ত করতে হলে তোমাকে যা করতে হবে তা হল আধা সামরিক বাহিনীর লোকদের ডাকতে হবে। আর এই পায়ের দাগ ধরে ব্লাড হাউণ্ডদের মোতায়েন করতে হবে। সেটাই একমাত্র রাস্তা। কিন্তু সে ত এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। যে কোন শিকারী কুকুর দো-আঁশলা হয়ে গেছে। আর তোমার নিজের বাছুরের পেটেও তারা আর দাঁত বসাবে না।"

আমুরের ধারে কোনো ব্লাড হাউণ্ড ছিল না। আর ভালিয়ার শ্লেষকথাবার্তায় মিখালিওভ রাগে ফেটে পড়ল। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল, মেয়েটা এসেছিল হাসপাতাল থেকে। ওর কাছে ইঁট চেয়েছিল। আগের দিন। আর ওকে শুয়োর মুখো কসাই বলেছিল। কেননা ও ওদের ইঁট দিতে অস্বীকার করেছিল।

"আমি জানি কে ইঁট চুরি করেছে! আমি ওই মেয়েটাকে গারদে আটক করব!" ও চীৎকার করল। আর দৌড়ে চলে গেল হাসপাতালে। রক্ষী ছুটল তার পিছু পিছু। কোমসোমোলরা খুব এক চোট হেসে নেয়। তারপর তাদের পিছন পিছন হাঁটা দেয়। ফোরম্যান আর সামরিক রক্ষীটি ডাক্তারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, উনি তো হতভম্ব! মুখ ফ্যাকাশে। আর তাঁর সাদা ঢিলে জামাটা বেশ শক্ত করে জড়িয়ে নিলেন। যেন এতে তাঁর দুর্ভেদ্য ব্যক্তিত্বটি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"ইঁটগুলো কোথায়?" মিখালিওভ চীৎকার করে উঠল।

ডাক্তার তাঁর প্যাঁশনে খুলে ফেললেন। কাঁচ দুটো মুছলেন বেশ কষ্ট করে। আবার পরে নিলেন। আর ওঁর প্রতিবাদীর মুখোমুখি কটমট করে চোখ রাখলেন।

"তুমি হাসপাতালে এসেছ, শহুরে মানুষ, তুমি আমি বলছি এখানে গলাবাজি কোরো না।" উনি বললেন আর এই হম্বিতম্বি হাবভাবের আড়ালে উনি ওঁর আতংকটাকে গোপন রাখেন।

"আমার ইঁটগুলো কই?" মিখালিওভ ফিস ফিস করে বললেন।

"কিসের ইঁট? তুমি কি মাল টেনেছ নাকি? এটা মালগুদোম নয় হে, এটা হাসপাতাল!" ডাক্তার জবাব দিলেন। তিনিও ফিস ফিসিয়ে বলছিলেন।

"আমি নেশা করি নি," মিখালিওভ হতাশভাবে চেঁচিয়ে উঠল। "আমার চুরি হয়ে গেছে। আর তুমিই হলে চোর আর নিজে নির্দোষ

ছেলে মানুষ সাজাটা, কচি খোকা বনে যাওয়াটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

ডাক্তার মাথা নাড়লেন। যেন পাগলামির একটা প্রায় বিরল কেস এসেছে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে।

"ঐত—উনুন!" সিপাহীটি চেঁচিয়ে ওঠে। ও একটা ওয়ার্ডের ভেতর চেয়ে দেখছিল। "ওঘরেও একটা উনুন রয়েছে!"

ডাক্তার আরো সাদা হয়ে যান। কিন্তু উনি শুধু একবার কাঁধ ঝাঁকালেন আর এপিফানভ যেমন নির্দেশ দিয়েছিল সেভাবেই বিনীত কণ্ঠে বললেন, "স্বাভাবিক। প্রত্যেক ওয়ার্ডেই। আমি এই বাড়িটা যখন হাসপাতাল হিসেবে নিই তখনই এখানে ওই স্টোভগুলো ছিল! চলো দেখাচ্ছি তোমাকে ফর্দ।"

"হ্যাঁ আমরা তাই দেখতে চাই! আমরা দেখব তুমি যখন এর ভার নিয়েছিলে তখন সত্যিই ওগুলো এখানে ছিল কি না!" মিখালিওভ চেঁচিয়ে উঠল আর ওয়ার্ডের দিকে ছুটে গেল। তোনিয়া পথ আগলে দাঁড়ায়; সে প্রবল প্রতিবাদ জানায়। "আমি তোমাকে বারবার নিষেধ করছি আমাদের রোগীদের উত্তেজিত করো না। শুনতে পাচ্ছ? বারবার নিষেধ করছি। তুমি কি ভেবেছ? তুমি কোথায় এসেছ জানো?"

ডাক্তার সামরিক রক্ষীটির হাত চেপে ধরলেন। সে একটি ওয়ার্ডে ঢুকতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিলেন।

"তোমার সাহস বড় কম নয়। তুমি ওয়ার্ডে ঢুকছ তোমার পোশাকের উপর কোন আলখাল্লা না পরে?" উনি চিৎকার করে উঠলেন। ভুলে গেলেন যে এক মুহূর্ত আগে তিনি দাবী জানিয়েছিলেন নিচু গলায় কথা বলার জন্য। "জানো আমার এখানে সংক্রামক ব্যাধির কেস রয়েছে, ছোঁয়াচে রোগ, আর তুমি জোর করে ঠেলে ঢুকছ!"

মিখালিওভ এবার পিছিয়ে আসে, বুঝতে পারে সে, এখানে কোন পাত্তা পাওয়া যাবে না। তবে ও বেরিয়ে যেতে যেতে এক টুকরো খোলামকুচি কুড়িয়ে নিল। এতক্ষণ সেটা লক্ষ্য করে নি। আর হুমকি দিয়ে সেটা হাতে তুলে নেড়ে দেখাল। প্রতিজ্ঞা করে যায় যে একটা তদন্ত হবেই। অপরাধীদের সে আদালতে আর পরে জেলে নিয়ে গিয়ে পুরবেই।

দেখতে দেখতে বেশ মুখরোচক খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। কোমসোমোলরা ইঁট চুরি করেছে। আর এক রাতের মধ্যে অনেকগুলো উনুন বানিয়ে ফেলেছে। তাঁবুতে তাঁবুতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। খবরটা সাধারণের সম্মতি অনুযায়ী ছড়িয়ে পড়ছিল। তবে, সেটাই হল আক্রোশ। এরকম একটা বড় রকমের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধের! শেষ পর্যন্ত এই অপরাধ পরিণামে কি হবে?

আস্তেই ক্রুগলভ বিরক্ত হল। অপমানিত বোধ করল। ওরা ওকে আর কমিটিকে হেনস্তা করেছে। আর এমন কি সকাল বেলাতেও একবার এল না। দোষ স্বীকার করল না, অনুতাপ করল না।

মরোজভ বললেন, "তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর আমি বলব এটা একটা বড় ব্যাপার; কিন্তু তাদের শাস্তি নিশ্চয়ই দিতেই হবে; একটা দৃষ্টান্ত খাড়া করতে হবে।"

ফোরম্যান কমিটির হাতে একটা চরমপত্র দিলেন। সেটা যেমন চূড়ান্ত তেমনি সংক্ষিপ্ত।

"নয় অপরাধীদের কোমসোমোল সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত করা হোক আর নয়ত আমি, পি. পি. মিখালিওভ আমি আমার চাকুরি থেকে পদত্যাগ করছি আর এই গৃহনির্মাণ ক্ষেত্র থেকে চলে যাচ্ছি, চোরেদের সঙ্গে কাজ করতে আমি অস্বীকার করি।"

অপরাধী কারা সেটা আবিষ্কার করা বেশ সহজ। ক্রুগলভ তাদের চোখের দিকে চেয়েই চিনতে পারল। তাদের ঠোঁটে লাজুক হাসি। গলার স্বরে নরম নির্দোষ সাজার আভাস। কিন্তু ও বুঝতে পারল না ওদের নিয়ে কি করা যেতে পারে। কোমসোমোল সংগঠন থেকে ওদের বহিষ্কৃত করা একটা হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু ফোরম্যানকে হারাতেও ওরা পারে না। মিখালিওভ একজন অভিজ্ঞ মিস্তিরি। আর এখন তার বদলে কোন লোককেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। একে শরৎকাল তায় সভ্য সমাজ থেকে এত দূরে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে। তাছাড়া, কোমসোমোলরা যে রকম অপমানজনক বিশ্রী ব্যবহার করেছে তাতে দরকার হয়েছে যে জনসমক্ষে ওদের খানিকটা সমালোচনা ও নিন্দা।

সেদিন সন্ধ্যায় আর একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। মাতাল উনুন মিস্তিরিটা যাচ্ছিল টলতে টলতে তাঁবুর চারধার দিয়ে। ওর বুক খোলা। আর প্রাণপণ শক্তিতে তার স্বরে চীৎকার করছে।

কোমসোমোলদের জন্যে এগিয়ে এসো। আমার পেছনে যে সব ছেলে আছে তাদের দিল আছে! রাক্ষসরা সব! আমার প্যারা চোর সব! ওদের সঙ্গে কোন তুলনা চলবে না! আমি যখন ওদের যোগাড় করে নিলুম তখন আমার সঙ্গে কোন রেষারেষি করলে না। এক রাতে একশোটা উনুন বসিয়েছে। এক হাজারটা! লক্ষ লক্ষ! ওরা পাশে থাকলে আমি কোন ব্যাপারটাকে ডরাই না! ভগবান ওদের আশীর্বাদ করুন। আমার লক্ষ্মী সোনা চোরের দল!"

ক্রুগলভকে দেখে, সে ওর দিকে টলতে টলতে এগিয়ে যায় দু'হাত ছড়িয়ে।

"কোমসোমোলদের এগিয়ে দাও! আমার নাম লিখে নাও কোমসোমোলে! আমার বুড়ো বয়স, চুলোয় যাক গে, আর নাম লিখে নাও! লক্ষ্মী ছেলে, আমার নাম লিখে নাও!"

সেদিন সন্ধ্যায় কোমসোমোলদের একটা জরুরি সভা বসল। মরোজভ আর সেরগেই ভাইকানতিয়েভিচ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান আসামী হিসাবে তোনিয়া আর এপিফানভকে সমন দেওয়া হয়েছিল। আর কাতিয়া স্তাভরোভা এবং ভালিয়া বেসসোনভ, কোমসোমোল কমিটির সদস্য হিসাবে, অভিযুক্ত হল। তারা চৌর্যবৃত্তিতে আর সবাইকে প্ররোচিত করেছিল। কাতিয়া নীরবে বসেছিল। কার্যবিবরণী শুনছিল। তাকে ব্যক্তিগতভাবে ওরা যে সব ব্যাপারে অভিযুক্ত করেছিল ও তার একটা খতিয়ান করছিল মনে মনে। ভালিয়া বেসসোনভ উপস্থিত হয় নি। তাকে যখন ডেকে পাঠানো হল তখন তাকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না, কাজেও পাওয়া গেল না আর কেউ বলতে পারল না সে কোথায় গেছে।

"আমার বিন্দু বিসর্গ ধারণা নেই," কাতিয়াকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে। "সে আমার শ্যামদেশীয় যমজ ভাই নয়ত।"

তোনিয়া তার দোষ স্বীকার করল কিন্তু ঘোষণা করল যে কর্তৃপক্ষ আরো অপরাধী কেননা হাসপাতালকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। হাসপাতালে রোগীরা জমে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ নির্মাণ ক্ষেত্রের সেরা সেরা কর্মী।

এপিফানভ নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব নেবার চেষ্টা করল। সে ঘোষণা করল, ওরা জানত না যে ওরা ইঁট চুরি করছে, ওরা শুধু হুকুম তামিল করছিল।

"সেটা মিথ্যে কথা," কাতিয়া লাফিয়ে চীৎকার করে উঠল। "আমরা সবাই জানতুম আমরা কি করছি আর আমরা মোটেই চুরি করছিলুম না। আমরা অফিস বাড়ীর জমি থেকে ইঁট নিচ্ছিলাম। আর সেগুলো হাসপাতালকে দিচ্ছিলাম। কেননা হাসপাতালে যে রকম ঠাণ্ডা। আর যদি কাউকে তাড়িয়ে দিতে হয়ত আমাকে দিন; আমি একজন কমিটির সদস্য আর তাই অন্য কারো চেয়ে আমাকেই বেশি দোষ দিতে হবে।"

"চুপ করো এবার, স্তাভরোভা," মরোজভ বললেন। "তুমি বলছ তুমি ইঁট চুরি করো নি, তুমি শুধু সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গেছ। তার মানে কি?"

কাতিয়া ঘাবড়ে গেল। আমতা আমতা করতে লাগল। "তার মানে··· আমি জানি না সেটা কি করে বোঝাব।" সে আমতা আমতা করল, "কিন্তু আমরা সেগুলো নিজেদের জন্যে নিই নি, আপনি জানেন আমরা সেগুলো নিজেদের জন্যে নিই নি।"

আন্দ্রেই ক্রুগলভ সম্পূর্ণরূপে কাতিয়ার পক্ষেই ছিল। কিন্তু তাদের আচরণের ওপর একটা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেও সে বাধ্য ছিল। একটা কর্তব্যবোধ জাগল তার। নৈরাজ্যের একটা বিপদের কথা সে বলল। তারা অপরের সামনে একটা খারাপ দৃষ্টান্ত তুলে ধরছে। আর ঐ মাতাল উনুন মিস্তিরিটার কথাও বলল।

ঠিক সেই সময় বারান্দায় একটা গোলমাল শোনা গেল। মনে হল বুঝি উনুন মিস্তিরিটা আন্দ্রেইয়ের কথার সমর্থন জানাবার জন্যে এসে উদয় হয়েছে। সশব্দে দরজাটা ছিটকে খুলে গেল আর ঘরের ভেতর হুড়মুড় করে একদল কোমসোমোল ঢুকে পড়ল। দলের অগ্রভাগে ভালিয়া বেসসোনভ।

"এ কি ?" আন্দ্রেই ক্রুগলভ ক্ষেপে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"আমরা এসেছি, আমরা সব অপরাধী" ভালিয়া ঘোষণা করল। তার মাথার টুপিটা টান মেরে খুলে ফেলল আর অবাধ্য চুলের গুচ্ছ হাত দিয়ে চেপে বসাবার চেষ্টা করল। "আমাদের মধ্যে ছাব্বিশ জন এখানে আছি। সোনিয়া ইশাকোভা আসতে পারল না কেননা ওর শরীরটা ভাল নেই, আর তিনজন এখানে ইতোমধ্যেই এসে গেছে দেখছি।"

"তোমাদের কে আসতে আমন্ত্রণ জানাল ?" ক্রুগলভ জিজ্ঞাসা করল। হাসবার একটা ইচ্ছেকে কোন রকমে চাপা দিল।

"আমাদের বিবেক," ভালিয়া সগর্বে ঘোষণা করল, তার অনুগামীদের দিকে চেয়ে দেখল। যেন তাদের অনুমোদন চায় সে। তারা অনুমোদন জানাল। "আমাদের কোমসোমোল বিবেক এখানে আমাদের নিয়ে এসেছে। বাচ্ছারা জোর দিয়ে বলছে যে আমরা প্রত্যেকে যা করেছি তার জন্যে জবাবদিহি করি— সবাই আর নয়ত কেউ না। একা এপিফানভের কথাকে ধরা হবে কেন যখন আমরা সবাই ইঁট নিয়েছি ? যদি আমাদের কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় তবে সবাইকে দেওয়া হোক।"

"ভেবো না, তোমাদের সবাইকে দেওয়া হবে।"

"আমরা বাধা দিই না, শুধু আমরা তোমাদের জানাতে চাই আমরা এই মাত্র মিখালিওভের সঙ্গে দেখা করেছি। আমরা ছাব্বিশ জনে মিলে সবাই। আর সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে।

"কি বলতে চাও তুমি, ঠিক হয়ে গেছে মানে ?"

"ইঁটগুলোর বিষয়ে কি কথা হল ?" মরোজভ বললেন।

"আমরা যুক্তি দিয়ে সে সব নিয়ে কথা বলেছি। রাগারাগি কিছু করি নি। বললাম তাকে আমরা দুঃখিত। আমাদের এরকম রাস্তা আর কখনও নেবার ইচ্ছে নেই। প্রতিজ্ঞা করেছি তাঁর অফিসগুলোতেও আমরা এরকম স্টোভ বানিয়ে দেবো সব এক রাতের ভেতর। ঠিক যেমন আমরা হাসপাতালে করেছি। এখন আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে !"

"প্রথমে ও কিছুতেই শুনবে না। কিন্তু আমরা এত আবেগ দিয়ে অনুনয় বিনয় করলাম গাঢ় করে যে শেষকালে ওর চোখে জল এসে গেল।" ভালিয়ার কাঁধের পিছন থেকে ক্লাভা চীৎকার করে বলছিল। আর কথাগুলো একবার বলেই তার ঔদ্ধত্যের জন্যে তার বেশ লজ্জা হল। মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

মরোজভ হাসিতে ফেটে পড়লেন। ক্রুগলভও হাসতে লাগল। উত্তেজনা অনেকটা জুড়িয়ে যায়। প্রশ্নটার সমাধান হয়ে যায়।

কিন্তু আজকের বিধান অনুযায়ী কোমসোমোলদের তিরস্কার করার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তবে আন্দ্রেইয়ের সে বিষয়ে সমস্ত রুচি চলে গিয়েছিল। কোনো প্রবৃত্তিই ছিল না। এই যে সবাই সবাইকার পক্ষ নিয়ে আজ ওরা দাঁড়িয়েছে সে জন্য ওদের গভীরভাবে প্রশংসা না করে ও পারল না।

"বেশ তাহলে এখানে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে," সে অবশেষে বলল, "তোমরা জানো যে তোমরা তেমন ব্যবহার মোটেই করো নি ঠিক কোমসোমোল-দের কাছ থেকে যেমনটি আশা করা যায়। তাই করো নি ত?—আর তোমরা যা করেছ তা ক্ষতিকর ও সমাজবিরোধী? তাই নয় কি?"

"সেটা ঠিক," সবাই ওরা উত্তর দিল।

"আর সুতরাং তোমাদের এ আচরণ অবশ্য নিন্দিত হবার প্রয়োজন আছে সমস্ত উপনিবেশের সমক্ষে।"

সংগে সংগে প্রত্যুত্তর ভেসে আসে, "স্বাভাবিক।"

"তাতে কি হয়েছে?"

"কোনো আপত্তি নেই।"

"আর তোমরা এটাও জানো যে এরকম একটা কৌশলের জন্য কোমসোমোল সংগঠন থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত?" এবার কোন জবাব শোনা যায় না।

"এখন তোমরা যেতে পারো—অথবা যদি চাও, থাক—তোমরা থাকতে পারো, তবে কোনো গোলমাল কোরো না।"

একটা ছোটখাটো সম্মেলনের পর কোমসোমোল নিম্নানুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করল। "চৌর্যকর্মে যারা অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের জনসমক্ষে তিরস্কার করা উচিত। তোনিয়া আর এপিফানভ, দলনেতা হিসাবে, আর কাতিয়া স্তাভরোভা ও ভালিয়া বেসসোনভকে কমিটির সদস্য হিসাবে, কঠোর তিরস্কার করা হবে সরকারী হিসাবে। আর তাদের কোমসোমোল কার্যসূচীর ভেতর একটা সতর্কবাণী লিপিবদ্ধ করা হবে।

"সেটা খুবই ভাল," এপিফানভ বলে উঠল, "আমি গভীর সমুদ্রের ডুবুরি, একজন নাবিক, শ্রমিক কৃষক লাল নৌ-বাহিনী থেকে কাজ ছেড়ে

এসেছি—আমার শাস্তি আরো বেশি পাওয়া উচিত। এটা আমার কর্ম-জীবনের প্রথম কলংক। কিন্তু আমি নিজেই সেখানে লেপন করলাম।”

সে যখন কথা বলছিল একটা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সুর ফুটে উঠছিল তার গলায়। কিন্তু যখন সভা ভেংগে গেল সে নিষ্ঠার সংগে সোৎসাহে ঘোষণা করল—

“যাই হোক, উনুনগুলোত বসানো হয়ে গেছে, আর তাহলেই হল।”

মরোজভ চীফ ইঞ্জিনীয়রের সংগে বেরিয়ে গেলেন। “সব অপরাধী-পক্ষকে কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে? সেরগেই ভাইকানতিয়েভিচ? আপনার মতামত কি?” উনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

“আপনি কি সব কোমসোমোলদের কথা বলছেন, যারা চুরিতে অংশ নিয়েছিল?”

“না, তারা সবাই উপস্থিত ছিল। ওরা খুব সৎ, আমি তাদের কথা বলছি যারা হাসপাতালে স্টোভ না থাকার জন্য জবাবদিহি করবে। হাস-পাতালের আগে যারা অফিস বাড়ীর জন্য ইঁট যোগাড়ের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করেছিল। আমি দেখতে চাই তারা স্বেচ্ছায় পার্টি কমিটির একটা সভায় আসুক। বেশ, আমি গৌরব করছি না। আমি তাদের আসতে আমন্ত্রণ জানাতে পারি।”

“আপনি ঠিক বলেছেন। অবস্থাটা অবশ্য দুর্ভাগ্যজনক।”

“দুর্ভাগ্যজনক? যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে বলব আমাদের এমন ‘দুর্ভাগ্যজনক’ পরিস্থিতি অনেক। আর তবু আমাদের সব প্রধানগণ বেশ মাথাওয়ালা লোক। হতে পারে ব্যাপারটা আরো গভীর। এর মূল আরো অনেক নিচে। ‘ভাগ্য দুর্ভাগ্যজনক’ এর চেয়ে আরো গভীরে। আপনার কি মনে হয়?” তোনিয়া ওদের পেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়।

“সেরগেই ভাইকানতিয়েভিচ,” সে চীৎকার করল, “আমাদের কোনো দরজা নেই স্টোভের। আপনি একটা মঞ্জুরপত্র সই করে দিন না যাতে আমরা সেগুলো মালগুদোম থেকে পেয়ে যাই!”

“হুম্, দরজাগুলো চুরি করবার মত যথেষ্ট সাহস ছিল না বুঝি?”

মরোজভ তার কাঁধে একটা চাপড় লাগালেন আর সস্নেহে একটুখানি ঠেলা লাগালেন।

“যাও এখন দৌড়ে পালাও, ভেবো না”, উনি বললেন।

“সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচ সব কিছু সই করে দেবেন, কাল তোমাদের যা যা দরকার, কি সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচ করবেন না।”

পরদিন। উনুন মিস্তিরি এখন অনেকটা শান্তশিষ্ট। সরকারীভাবে ওকে হাসপাতালে পাঠানো হলো উনুনগুলো শেষ করবার জন্য। ওর নিজের বুদ্ধি-সুদ্ধি আর হাসি-খুশি মেজাজ সহযোগে ও উনুনগুলো শেষ পর্যন্ত বানিয়ে ফেলল।

সাত

ঘরটার ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। জানলায় শুধু একটা অস্পষ্ট আলোর আভা। গ্রীশা গভীর ঘুমে অচেতন, মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। আর সমান তালে শ্বাসপ্রশ্বাস ওঠা-নামা করছে। এ থেকেই বোঝা যায় সে গভীর ঘুমে ডুবে আছে।

সোনিয়া বলতে পারে না কিসে তাকে জাগিয়ে রেখেছে। কোথায় কি একটা গোলমাল। ও ভয়ে কাঁপছে। ও কান পাতে আর নিষ্পলক চেয়ে থাকে অন্ধকারে। তার এই ভয়চকিত অবস্থার কারণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে। ব্যারাকের ভিতরে বাইরে বিরাজ করছে রাত্রির নীরব প্রশান্তি। এই চমক এই ভয় তার মনের ভেতর থেকে আসছিল। কী যেন তার হয়েছে; কিন্তু কি?

ও চুপ করে শুয়েছিল সেখানে। নড়তেও ভয় করছে তার। নীরবতা আর অন্ধকারে ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। গ্রীশার নিঃশ্বাসের শব্দেও যেন ওর ভয় লাগে। ওর মনে এক নিঃসংগ বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি জাগে। যেন কী এক অজানা সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য সবাই তাকে একা ফেলে গেছে। এই রাতের অন্ধকারে সেই সর্বনাশের কালো ছায়া তাকে গ্রাস করে ফেলতে চায়।

"কি সেই বিপদ? কিসের এই ভয়? কী হতে পারে?" ও কেবলই মনে মনে নিজেকে শুধায়।

ভোর হতে কতক্ষণ বাকী! এই বিশ্বজগৎ যেন জাগতে কতই অনিচ্ছুক! একবার শুনতে পেল ও একটা দরজা বন্ধ করার শব্দ। কিন্তু নীরবতাকে একটুখানি ভাঙবার জন্য সেটুকু একটি মাত্র শব্দ। "শোনো এবার ওঠবার সময় হয়েছে", ও ঘুমন্ত তাঁবুটার উদ্দেশ্যে ফিসফিসিয়ে ওঠে: কিন্তু তাঁবুতে তখন নৈশ স্তব্ধতা—ঘুমের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ।

বাইরে বাতাস বইছিল; তার ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাস বাড়ীটার ফাটল দিয়ে ফিসফিসিয়ে ঢুকছিল। সোনিয়া কম্বলটা টেনে নেয়; তার ভেতর ঢুকে পড়ে কুঁকড়ে গিয়ে। চাদরের ঠাণ্ডা এক পাশটায় ওর পা দুটো ঠেকে। ওর পিঠের ওপর শিরশিরিয়ে ওঠে একটা ঠাণ্ডা কনকনানি। ও দেখে একটা ঠাণ্ডা ঘামে ওর পা মুখ ভিজে যাচ্ছে। ও পাশ ফিরল। নিজেকে গরম করতে চাইল। আর হঠাৎ টের পেল ওর শরীরের নীচে কি একটা স্যাঁতসেঁতে চটচটে মতন। সে তাড়াতাড়ি বিছানাটা সরিয়ে দিল: চাদরটা রক্তে ভিজে গেছে।

"কী হল! এ কি হল!" সে চীৎকার করে বলে উঠল, অসহায়ভাবে

তার চারপাশে চেয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ ও যেন ইঁটগুলোকে স্বপ্নের মত দেখতে পায়; লাল ছিদ্রময় খসখসে, ধারগুলো কুচো কুচো, আর উফ্! কী ভারী; একবারে দুটো কি তিনটের বেশি নিয়ে যাওয়া যায় না, প্রথমটা, তার পর উৎসাহ করে—সে নিয়ে যাচ্ছে পাঁচটা ছটা সাতটা; আর তার পিঠে তেমনি ব্যথা; ভারী, এমন ভারী, একটা ব্যথার ভার; কিন্তু সবার পিছনে পড়ে যাওয়া সে যে কী লজ্জার।

"গ্রীশা!" দিশেহারা হয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে। তার স্বামীকে কাঁধে ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

গ্রীশা উঠে বসল। একটা ঘুমন্ত হাসি ওর মুখের ওপর খেলে গেল। কিন্তু ও চোখ খুলল না। ও বুঝতে পারল না কিভাবে ওকে একথাটা বলবে। সে ভয় পায়। তার লজ্জা করে।

"কাজে যাবার সময় হয়েছে গ্রীশা" সে বলল। "উঠে পড়, উঠে পড়।"

"বড্ড তাড়াতাড়ি যে", ও বিড বিড় করে বলল। আবার বালিশের ওপর শুয়ে পড়ল। "আর একটু···আর একটুখানি···।"

ও আতঙ্কিত হয়ে দেখতে পেল যে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ছে। ওকে সে কি বলবে? এখন কি করবে সে? সে আর কোন বেদনা অনুভব করছে না। শুধু ভয় আর একটা সর্বনাসের অনুভূতি।

হঠাৎ তার অনুভূতি যেন সে তাকে পাঠিয়ে দিল। জানিয়ে দিল ওরা দুজনে এত কাছাকাছি। সবসময় ওদের মনোভাব পরস্পরকে ওরা জানাতে পারে। সে হঠাৎ তার চোখ খুলল আর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে সোনা?"

সে জানত না। সে তার হাতটা টেনে নিল আর বলল, "আমি জানি না কিন্তু খারাপ কিছু একটা হবে।"

ও কাঁদতে শুরু করল। উপলব্ধি করল যে এমন একটা দুর্ভাগ্য তাদের জীবনে এসে পড়েছে যার কোনো চারা নেই। ও কাঁদতে শুরু করল।

আধ ঘণ্টার ভেতর ওরা ব্যারাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। তাঁবুটাতে সবাই তখনও ঘুমিয়ে। সোনিয়া আস্তে আস্তে হাঁটছিল। গ্রীশা ওকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। ও ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। প্রতি পদক্ষেপে। শেষকালে রক্তহীন সাদা ঠোঁটদুটো নেড়ে ও কোন রকমে জানাল, "আমি আর যেতে পারছি না গ্রীশা, "আর ওদের দুজন একেবারে থেমে গেল। সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। এক মুহূর্ত ওরা হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর গ্রীশা বলল, "আমি তোমায় কোলে করে নিয়ে যাব।"

সযত্নে ওকে গ্রীশা কোলে তুলে নিল। সে তার দুহাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে। আর ওর কোলের মধ্যে শান্তভাবে আরামে শুয়ে থাকে। ছেলে-মানুষের মত যেন দোলনায় শুয়ে আছে। আগে ঠিক এমনি করে ওকে

একবার কোলে নিয়েছিল। তখন ওরা অবিবাহিত। ওরা হাঁটছিল তাইগার ভেতর দিয়ে। কাটা গাছগুলো আর তার ডালপালার ওপর উঠছিল ছোট ছোট জলার ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে। পঙ্কিল জমিতে একটা ঘাসের চাপড়া থেকে আরও একটা ঘাসপাতার চাপড়ার ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ওরা দুজনে দুজনকে চুমু খাচ্ছিল। মাঝে মাঝে হাঁটছিল হাত ধরাধরি করে। পরস্পর পরস্পরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে শিউরে উঠছিল। সোনিয়ার পা ভিজে গিয়েছিল। "আমি তোমাকে কোলে নিয়ে যাব", ও বলেছিল। না, না, সে তা হতে দিতে পারে না! ও জোর করেছিল। "লক্ষ্মীটি, আমি শুধু তোমায় ধরে থাকবো।" সে ওকে তুলে নিয়েছিল। আর সাহস করে ওকে বেশি কাছে নিয়ে চেপে ধরতে পারে নি। সে অবশ্য নিজেই সলজ্জভাবে তার দুহাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরেছিল। আর সে ওকে কিছু দূরে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল—গর্বিত সুখী আর কিছুটা হাঁপিয়ে গিয়েছিল।

এবারও ও শুনতে পায় গ্রীশা জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। কিন্তু এবার ওরা দুজনে কত দুঃখী। থেকে থেকে গ্রীশা ওর মুখের দিকে তাকায় আর কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কেমন আছ সোনিয়া?" "ঠিক আছি," সে উত্তর দেয়। "ঠিক আছি। আচ্ছা আমি কি খুব ভারী নই?"

হ্যাঁ। সত্যিই ও বেশ ভারী। গ্রীশার হাত দুটো অবশ হয়ে আসছিল। কিন্তু তবুও ওকে বহন করে নিয়ে চলে। মানতে অস্বীকার করে যে কাজটা তার শক্তিতে কুলোচ্ছে না। আর বাস্তবিক আর কোনো বিকল্প ছিল না ত।

হাসপাতালে এসে ও ওকে সাবধানে নামিয়ে দেয়। ওর মাথা ঘুরছিল। ক্লান্তিতে উদ্বেগে। ডাক্তার তখনও আসেন নি। তোনিয়া এক কোণে ঘুমোচ্ছিল। একটা টুলে বসে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে। যে স্ত্রীলোকটি হাসপাতালের একমাত্র পরিচারিকা তখন সবে এসে পৌঁছেছে। একটা দুষ্টুমিভরা দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় সোনিয়ার দিকে।

"আমার রক্তস্রাব হচ্ছে……বেশ খারাপ ধরনের", সোনিয়া বলল। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল।

পরিচারিকা ওকে চিনতে পারে।

"ও মা কি হবে!" সে চেঁচিয়ে উঠল। আর ডাক্তার যেখানে থাকতেন সেই বাড়ীতে ছুটে গেল।

"সেমিওন নিকিতিচ! সেমিওন নিকিতিচ!" সে ডাকতে থাকে। দরজার উপর দুহাত দিয়ে দুম্ দুম্ করে ঘুষি মারে।

তারাস ইলিচ দরজা খুলে দিলেন। ডাক্তার ওকে অভিবাদন জানান।

অন্তর্বাস পরেই উঠে এসেছেন। কিন্তু তখন ওর এত কষ্ট হচ্ছে সেদিকে তার লক্ষ নেই।

"মহা বিপদ···আমাদের বাচ্ছাকে নিয়ে···"সে হাঁপাচ্ছিল প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে।

"কি বাচ্ছা? কার? পাগল, মেয়েমানুষ।"

"আমাদের যে শিশু আসছে, আমাদের সেই প্রথম," তিনজনেই দৌড়ে হাসপাতালে আসে—তারাস ইলিচ আর ডাক্তার। পিছন পিছন পরিচারিকা। যখন ওরা হাসপাতালে এসে পৌঁছায় তখন একজন লোক, ডাক্তারের জন্যে এগিয়ে আসতেই ডাক্তার হাত নেড়ে তাকে সরিয়ে দেয়।

"আরে সরে যাও তোমার যত বাজে সব অসুখ দেখছ শিশুটা নিয়ে, মারা যাচ্ছে ওকে এখন আমার বাঁচাতেই হবে!"

গ্রীশা ওয়ার্ডের দরজার কাছে বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়েছিল। কিছুই দেখছিল না ওর টুপিটা খুলতেও ভুলে গেছে। তারাস ইলিচ ওর কাছে এগিয়ে যায় আর ওর কনুই স্পর্শ করে।

"হয়ত সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে," সে বলল।

"হতে পারে" গ্রীশা পুনরুক্তি করল। শুধু তার ঠোঁট দুটি নেড়ে।

ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। হাত ধুতে লাগলেন। মনে হল ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। গ্রীশাকে ডাকলেন, কি হয়েছিল কি—ধাক্কা লেগেছিল? পড়ে গিয়েছিল? কোনো ভারী জিনিস টিনিস তুলেছিল? বেশ কর্কশ গলায় উনি কথা বলছিলেন আর দূরে তাকিয়েছিলেন।

প্রথম গ্রীশা বুঝতে পারল না।

তারপর, "ইঁট," ও বলল।

ডাক্তারের মুখ কুঁচকে গেল।

"হুস। যাক গে ভেবো না।" উনি স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলেন। তবে ওঁর চিবুকটা কাঁপছিল। "তার জীবনের কোনো বিপদ নেই। সে একটু বিশ্রাম নিলে আমরা দেখব কি করতে পারি।"

"তার জীবন···কিন্তু···কিন্তু······?"

"হুস। আ। সে একটু বিশ্রাম নিক। তারপর আমরা দেখব। যদি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় আমরা ওকে খাবারোভ্‌স্কে পাঠাব। ভগবানের দোহাই আর ওখানে বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকো না!" উনি হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন। পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। "বেরিয়ে যাও। চলে যাও। একটু বেলায় আবার এসো।"

তারাস ইলিচ গ্রীশার কাঁধে হাত দিয়ে ওকে ধরে ধরে নিয়ে যায়।

গ্রীশা আবার ফিরে এল। তখন বেলা হয়েছে। তোনিয়ার সঙ্গে ওর

দেখা হল। সারা রাত ঘুমোয় নি সে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে তার শরীর। দু'পায়ে ভর দিয়ে প্রায় দাঁড়াতেই পারছিল না তোনিয়া।

গ্রীশা ওর কাছে ছুটে আসে।

"সোনিয়া কেমন আছে?"

"তোমরা ঠিক এভাবে আলাদা আলাদা কেন আস বলো ত?"

ও রাগে মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে। কে এসেছে সেটা জানাবার আগেই বলে ওঠে। "ওহো, তুমি। আমাকে ক্ষমা করো গ্রীশা। ওরা কেবলই আসছে আর আসছে। আর এক কথা বলতে বলতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি।"

"কে আসছে বার বার।"

"কেন সবাই। ভোরবেলা থেকে এসে ওরা একই কথা জিজ্ঞাসা করছে। 'সোনিয়া কেমন আছে?' 'সোনিয়া কেমন আছে'? একটা মেয়ে কতটা সহ্য করতে পারে বলো ত? তার একটা সীমা আছে ত।"

সোনিয়া একটু ভাল বোধ করছিল। কিন্তু রক্তস্রাব বন্ধ হয় নি। গ্রীশাকে সময় দেওয়া হল এক মিনিট। সোনিয়াকে দেখবার জন্য। ও একটা ওয়ার্ডে শুয়েছিল। চারদিকে পুরুষ মানুষ ভর্তি। ওর বিছানাটা একটা চাদরের পর্দা দিয়ে ঢাকা। ওয়ার্ডের চারদিক সম্পূর্ণ নীরব। যেন অন্য রোগীরা সোনিয়ার প্রতি একটা নীরব শ্রদ্ধার অবদান দেবার চেষ্টা করছে। তার দুর্ভাগ্যের কথা ওদের সবাইকেই জানানো হয়েছে।

গ্রীশা দেখল সোনিয়ার চোখ দুটি জ্বরের ঘোরে জ্বল জ্বল করছে।

"আমি শুধুই ভাবছি," সোনিয়া বলে, "সব আমার দোষ। শুধু আমার। আমাকে ত আগেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। তুমিও আমাকে বাড়ী পাঠাবার চেষ্টা করেছিলে এপিফানভও……।"

তার কণ্ঠস্বর বেশ কঠিন আর শুষ্ক শোনাল। আর সে একেবারেই কাঁদছিল না।

"কেঁদো না সোনিয়া। তুমিই একমাত্র এখন চিন্তা। তুমি সেরে উঠলেই হবে।"

"আমি কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।"

গ্রীশা যখন বেরিয়ে এল তার সঙ্গে এপিফানভের দেখা হল। সে বারান্দায় অপেক্ষা করছিল।

"আমাকে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত," সে বলে। "আমি একটু ভাল বোধ করি যদি তোমরা গাল মন্দ কর। ইস্ কী মর্মান্তিক এটা! আর সব আমার কাজ। একমাত্র আমাকেই এর জন্যে দোষ দেওয়া যেতে পারে।"

পরদিন স্টীমার এসে পৌঁছাল আর সোনিয়াকে নৌকায় খাবারোভস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হল। গ্রীশা গেল ওর সঙ্গে।

যখন সে হাসপাতালে ছিল গ্রীশাকে প্রায় ডজনখানেক কাজ সারতে

হয়েছিল। কোমসোমোল সমিতি তার ওপর এ কাজের ভার অর্পণ করেছিলেন, খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম কিনেছিল ও, সংগীতযন্ত্র, আপেল, ইসকুলের পাঠ্য বই, আর পেঁয়াজ, যা দিয়ে মাড়িফোলা রোগের চিকিৎসা করতে হবে।

সোনিয়া হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল, যখন ও ভাল ছিল ঠিক তখনকার মতই দেখাচ্ছিল ওকে। খুব রোগাও না আবার খুব ফ্যাকাশেও না। ওর কেনা জিনিসগুলোকে বেঁধেছেঁদে নেবার জন্য সে গ্রীশাকে সাহায্য করতে লাগল তারপর সেগুলো পাঠিয়ে দিল। ওরা সিনেমায় গেল। দুজনে এক সংগে বেড়াল। বাঁধানো রাস্তায় বিজলির আলোয় দোকানে আর বাসে এই শহুরে পরিবেশ ওদের খুব ভাল লাগছিল।

যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ওদের মধ্যে একটা কথাও হল না।

গ্রীশা আশা করেছিল সে এটা নিয়ে খুব আঘাত পাবে। অনেকটা গুরুত্ব দেবে। কখনও কখনও তার মনে একটা ভাবনার উদয় হচ্ছিল, "হয়ত ও খুশি হয়েছে—ওর কষ্ট বা দুর্ভাবনা অনেকটাই কম।"

শেষে ওরা আবার "বাড়ী" ফিরে এল। যখন ওদের স্টীমার, যেখানটায় শহর তৈরি হচ্ছিল, সেই জায়গাটায় এগিয়ে এল সব যাত্রী ডেকের ওপর বেরিয়ে এল। সোনিয়া আর গ্রীশা জাহাজের সামনেটায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। ওদের দুচোখ সকলেরই মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ফেলে যায়—যারা যারা ওদের সংগে গাঁথনির কাজে সাহায্য করেছিল—হাত লাগিয়েছিল। কোঠাগুলোর ছুঁচলো ছাদগুলি কালা হয়ে সমস্ত চিত্রপটখানাকে যেন বেঁধে রেখেছে। নতুন নতুন ব্যারাক হলুদ বিন্দুতে ঝিলমিল। এখন আর কাঁপা কাঁপা ঝিলের দৃশ্যটাকে কোনো গাছপালা আড়াল করছে না। ওরা দেখতে পাচ্ছে কাঠের টুকরো। যান্ত্রিকভাবে করাত কলের হাঁ—করা জঠরের মধ্যে খাবার পুরে দেওয়া হচ্ছে। অস্থায়ী বিদ্যুৎ-কেন্দ্রটি বাতাসে ঢালছে পুঞ্জীভূত কালো কালো ধোঁয়া। একটা বজরা থেকে সিমেণ্ট খালাস করা হচ্ছে। একটা ছোট ইঞ্জিন গাড়ীগুলোকে টানছে। একটা সরু রেলপথ ধরে সেগুলো পাথর বোঝাই হয়ে চলেছে। শ'য়ে শ'য়ে জন মজুর জাহাজ-ঘাঁটির ভিৎ গড়তে মাটি খুঁড়ছে।

যেদিন ওরা প্রথম এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কি কি পরিবর্তন হয়েছে। যেমন এখন দাঁড়িয়ে আছে সেদিনও ছিল পাশাপাশি রেলিং ধরে। আর জাহাজটা তীরের দিকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঐখানেই ত মাথা তুলবে ওদের নতুন নগর?

"দেখো দেখো সোনা।" গ্রীশা উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে উঠল। "কেন, এ ত প্রায় একটা শহরই। আর এক বছর ব্যস তারপরই…।"

সে একটুখানি থামল। দেখল সোনিয়া দুহাতে তার মুখ ঢেকেছে। তার কাঁধ কাঁপছিল। ওঠা নামা করছিল বুক।

"সোনিয়া! লক্ষ্মীটি!"

"না না", ও ওকে নিষেধ করে। তার হাত ঠেলে দেয়।

"ছেলে হয়েছিল একটা। কী সুন্দর! আর আমি তাকে মেরে ফেলেছি। আমি মেরে ফেললুম।"

আট

স্টোভের ঐ ঘটনার পর সেমা আলতশ্চুলারের অবস্থা এত খারাপ হয়েছিল আগের থেকে যে ডাক্তারের ছোট অফিস ঘরটাতে তাকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। তোনিয়া তার পাশ থেকে বলতে গেলে একবারও ওঠে নি। তার প্রচণ্ড গরম কপালের ওপর সে হাত রাখছিল যখনই সেমার খুব খারাপ বোধ হচ্ছিল আর তার সংগে আস্তে আস্তে কথা বলছিল যখনই সে একটু ভাল বোধ করছিল। ডাক্তার কোনো কথা বলতে মানা করেছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন এতে তাঁর রোগী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবস্থা আরো খারাপের দিকে যায়। কিন্তু সেমা সব খবর জানাবার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তার অসুস্থতার মধ্যে প্রখর হয়ে ওঠে তার মনে যত সব ভাবনা। একা একা যখন সে শুয়ে থাকে সেই নির্জন মুহূর্তে যত কথা তার মনে আসে সব সে জানাতে চায় তোনিয়াকে, তোনিয়ার সহজাত বৃত্তি তাকে বলে দেয় যে সেমা এইসব কথা বলে খানিকটা শক্তি পায় আর এই প্রেরণা তাকে তার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়।

"তাকে চুপ করিয়ে শুইয়ে রাখা তাকে ফাঁসির হুকুম দেওয়ার মত মর্মান্তিক।" তোনিয়া ডাক্তারকে উত্তেজিত হয়ে, একদিন বলেছিল, "কেন ওর ওপর অত্যাচার করছেন? সব রোগীর জন্যে একই ধরনের প্রতিকার আমি বিশ্বাস করি না। ওকে আমার কাছে ছেড়ে দিন আর এর ভেতর আপনি নাক গলাতে আসবেন না।"

"কী অসভ্য জঘন্য মেয়ে তুমি", ডাক্তার মনে মনে বললেন; প্রকাশ্যে "তুমি নিজের মতে যা পারো করো। আমি শুধু সরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কবব। শীগ্গিরই তুমি আমাকে অস্ত্রোপচারও শেখাবে দেখছি।"

কিন্তু আর সব ব্যাপারে উনি তোনিয়ার কথায় সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে চলতেন।

কথা বলাবলি তেমন চলতে থাকল।

"তুমি কখনও আত্মহত্যার বিষয় পড়াশুনা করেছ তোনিয়া?" সেমা ওকে একদিন জিজ্ঞাসা করল। "সত্যিই এমন লোক আছে যারা তাদের নিজেদের জীবন নিয়ে নেয়। কেন না তারা কিছু নৈরাশ্যে ভোগে কিনা। কল্পনা করতে পারো?"

"আমি ত পারি না," তোনিয়া উত্তর দিল। তখন ওর মনে পড়ল সেই যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার কথা। কিছুদিন আগে সেই কঠোর মুহূর্তের মধ্যে সে বেঁচেছিল। সে উপলব্ধি করল তখন সে একবারের জন্যেও আত্মহত্যার কথা ভাবে নি।

"সত্যিই তুমি ভাবতে পারো না," সেমা জোর দিয়ে বলল, "কেউই পারে না, যার মনের জোর আছে, মাথার ঠিক আছে, আর নিজের অস্তিত্ব যে টের পায়। ওরা বলে আত্মহত্যা কাপুরুষতা। আমি তা মানি না। তোমার নিজের মাথার মধ্যে গুলি চালিয়ে দেওয়া। এতে বেশ খানিকটা সাহসের দরকার হয়। অন্তত বলা চলে এটা সর্বদাই ঠিক কাপুরুষতা নয়। আমি মনে করি, এটা, যদি তুমি কিছু করে থাকো যা তুমি বলতে ভয় পাও,—তাহলে এটা ঘৃণ্য এবং কাপুরুষতাও বটে। কিন্তু যদি কেউ সংগ্রাম করতে না চায় কিংবা সংগ্রামে ক্লান্ত হয়ে পড়ে—তাহলে সে একটা আস্ত বোকা—একেবারে বোকা—তা তুমি সেটাকে যত গালভারী কথার ছদ্মবেশে ঢেকে রাখতে চাও না কেন। নৈরাশ্যকর পরিস্থিতির মত এমন আর কোনো জিনিসই নেই। যদি তার মনকে সে ঠিকভাবে লাগিয়ে রাখে তাহলে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঠিক রাস্তা খুঁজে পায়। আত্মহত্যা মূল জিনিসটাকেই দাম দেয় না। জীবন, জীবনের চেয়ে আর সুন্দর কি আছে? এর চেয়ে ভাল? দুঃখ আছে, আছে রোগ, অসহ্য জীবনযুদ্ধ কষ্ট, কিন্তু যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ এদের সংগে লড়াই করা সম্ভব।......মরবার চিন্তাকে আমি যে কী ঘৃণা করি তোনিয়া! তুমি কল্পনা করতে পারো না সেটা কত ভয়াবহ!"

হঠাৎ কিসের এক উৎসাহে তোনিয়া বলল "লক্ষ্য করোনি অন্য দিনের চেয়ে আজ আমি অনেক হাসিখুশি?"

"তুমি এখন বলছ যখন আমি বিশ্বাস করি আমার মনে হচ্ছে করেছি," সেমার কেমন একটু বাধো বাধো ঠেকে তোনিয়ার ওপর তার বিশ্বাস এতটা সম্পূর্ণ যে সে বিশ্বাস করল যে সত্যিই সে লক্ষ্য করেছে। এমন কি তার মনে হয়েছিল সে হাসছে। সত্যিই কি সে হেসেছে? সে শপথ করে বলতে পারে না কিন্তু ওর সেই স্মৃতিটা ছিল, কেমন যেন আবছা একটা স্মৃতি···।

"আর তুমি জানো কেন?" মিথ্যেটা আপনা আপনি বেরিয়ে আসে। "ডাক্তার তোমার ব্যাপারে খুব খুশি। তিনি আমাকে আজ বললেন। এখন আর তোমার ভাল হয়ে ওঠবার কোনো সন্দেহ নেই। তুমি নিশ্চয়ই সেরে উঠবে সেমা।"

সেমার মাথায় রক্ত ছুটে যায়। ওর হলদে গাল আর কপাল লাল হয়ে ওঠে।

"সত্যিই কি?"

"সত্যি।"

সেমা কিছুক্ষণ চুপ করে করে রইল। ওর খুব আনন্দ হচ্ছিল। ও বিশ্বাস করতে চাইছিল আর সত্যিই বিশ্বাস করল ; মৃত্যু তিলে তিলে এগিয়ে আসছে এটা ভাবাও যে কী ভয়াবহ। তার অস্তিত্বের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে মিথ্যেটাকেই আঁকড়ে ধরে, আর সেই মিথ্যেটাই সত্যি হয়ে ওঠে।

"উনি ঠিকই বলেছেন। আমি সেরে উঠব। আমি নিজেই এটা অনুভব করি। আমি ভাবতে পারি না যে আমি ভাল হব না। তাই আমার নামএ হাসপাতালে রাখবার ভবিষ্যতে আর প্রয়োজন হবে না।" একটা ক্লান্ত হাসিতে ও বলে উঠল। "আর আমার নাম রাখবার প্রয়োজন কি? আমি একজন সাধারণ শ্রেণীর কোমসোমোল। যদি এমন কোনো খালতশচুলার থাকত যে নেতা হিসাবে বিখ্যাত হয়েছে, অনেকগুলোর সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, এমন কি একজন মুষ্টিযোদ্ধা কিংবা দাবা খেলোয়াড় তাহলে নামটা কানে অন্য রকম বাজত।" ও একটু থামল। "তোনিয়া, যদি সত্যিই আমি বেঁচে উঠি তাহলে আমার অনেক কিছু করবার ইচ্ছে আছে।" আর একবার ও খ্যাতি, যশ এইসব নিয়ে কথা বলেছিল। "আমি বিখ্যাত হতে চাই তোনিয়া। আমি প্রায়ই এ নিয়ে নিজের মনে নানা রকম তর্কবিতর্ক করি। হাজার হোক এটা একটা অহমিকা যা আমাকে বিখ্যাত করতে চায়, তাই না? কিন্তু আমি উল্লেখযোগ্য কিছু একটা করতে চাই। এমন একটা কিছু করতে চাই যাতে লোকে আমার কথা ভাববে যখন তারা কোমসোমোল সংগঠনের কথা বলবে। এরকম জিনিস আছে কাজানৎসেভ ব্রেক। আমি জানি না কাজানৎসেভ কে ছিলেন। কিন্তু ঐ ব্রেকটা রয়ে গেছে। আর এই নামটাই তাঁকে বিখ্যাত করে দিয়েছে। একটা দেশের খ্যাতি গড়ে ওঠে তার মানুষদের নিয়ে আর ফি বছর আমাদের দেশে আরো আরো অনেক বিখ্যাত লোক হচ্ছে। খ্যাতি কি? সেটা হল একজন লোককে দেশের মানুষ যা দেয়। যে মানুষ অন্যের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে কিছু একটা করে। যেমন ধরো, আইজোতভ, একজন মামুলি খনির শ্রমিক যে খনিজ বিদ্যার একটা নতুন প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিল। ঠিক যেমন সাহিত্যে বা শিল্পে একটা নতুন ধারা বা যুগ। সে তার পেশাকে নিয়ে গিয়েছিল এগিয়ে। আমিও চাই আমার পেশার জগতে চূড়ান্ত একটা কিছু করতে। সর্বোচ্চ-শিখরে পৌঁছতে চাই। আমি ভাবলেও ভয় পাই আমি একদিন মরে যাব আর বুদবুদের মত অদৃশ্য হয়ে যাব। এটাকে তুমি অহংকার বলো? যা খুশি হয় বলো কিন্তু আমি তোমায় হলপ করে বলতে পারি যে এভাবে ভাবাটা খুব ভুল আর খুব খারাপ।

"না না এটা কোনো ভুল নয়," তোনিয়া বলল। "আমিও প্রায়ই এমন সব জিনিস কল্পনা করি···আমার অনেক দিনের আশা আমি গোপন আন্দোলনের কাজ করি···আমার এই বিশ্বাসের জন্য অত্যাচারিত হতে। আমি

পিছিয়ে আসতে চাই না। আর এই নগরনির্মাণের কাজে আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে চাই—আমার প্রতিটি শক্তিকে। আমি কিছুই বাকী রাখতে চাই না। এমনকি আমার জীবন দিয়ে দিতে চাই। কেউ হয়ত আমার নাম জানল না। তাতে কিছু এসে যায় না। আসল কথা হল যে তুমি কিছু একটা করেছ। বড় একটা কিছু। আর তা করতে গিয়ে নিজের কিছুই নষ্ট করো নি। কি ঠিক বলছি কিনা?

"নিশ্চয়ই। যদিও লোকে তোমার নাম ভুলে যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাইব তারা তা মনে রাখুক। আমি চাইব তারা তাদের শিশু সন্তানদের বলুক। আর যারা শহর দেখতে আসবে তাদের, 'একজন কোমসোমোল ছিলেন তাঁর নাম আলতশচুলার—তিনি ঐ সেতুটার পরিকল্পনা করেছিলেন' অথবা 'ঐ বাঁধটা তৈরী করেছিলেন।'

আর একবার ও তোনিয়াকে ভালবাসার কথা বলেছিল, "তুমি কি আশা করেছিলে আমি ক্লাভাকে ভালবাসি কি না আমি তোমাকে বলেছিলাম ও সম্পর্কে আমি কি ভাবি, কিন্তু আমি তোমাকে বলি নি প্রেম সম্পর্কে সাধারণভাবে আমি কি অনুভব করি; এই সমস্যাটা নিয়ে আমার নিজের মধ্যে কতকগুলি ধারণা আছে আর আমি আজ তোমাকে বিশ্বস্ত ভাবে সেগুলো বলতে চাই কেন না আমি মনে করি তুমি আমাকে বুঝবে।"

তোনিয়ার শুনতে খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু সেমা ওর চোখ বন্ধ করে থাকে আর মনে হয় ও একটা বিস্মৃতির ভেতর দিয়ে চলেছে। সে তার ঠাণ্ডা হাতটা ওর কপালের ওপর রাখে। সেমা হাসল। তার স্বচ্ছ চোখ দুটো খুলল। আর কথা বলতে শুরু করল। ওর কণ্ঠস্বর দ্বিধাহীন বলিষ্ঠ।

"আর একটা কারণ হল, তোমাকে কেন বলছি, তোনিয়া, তার কারণ হল, তোমার মত মেয়েকেই আমি ভালবাসতে পারি। আমি প্রেমের ছলাকলা বকবকানিকে ঘেন্না করি। আমি বেশ বলিষ্ঠ মেয়েদের পছন্দ করি, যেসব মেয়েদের চরিত্র আছে, মেয়েদের সবল অনুভূতি আছে আর যারা ভয় পায় না।"

"কিসের ভয়?" তোনিয়া সলজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করে।

"অনুভূতির, আবেগের," সেমা ওকে রাগিয়ে দেবার জন্য বিরক্ত হয়ে বলল। "এটা বুঝতে পারা কি এত শক্ত তোনিয়া? যে তার নিজের আবেগ-অনুভূতিকে ভয় পায় না, এটাই আমি বলেছি। আমাদের বড়রা কেন নিষেধ করেছেন জানি না যে মেয়েরা তাদের ভালবাসাকে প্রথমে জাহির করতে পারবে না? তাঁরা কেন এ বিধান করেছেন যে মেয়েরা লাজুক হবে?"

তোনিয়ার মনে এল দিঘির পাড়ে তার সংগে সেরগেইর সেই প্রথম দেখা। ও ত তার অনুভূতি আবেগ প্রকাশ করতে ভয় পায় নি, আর তাতে ওর কি ভাল হয়েছে?

সেমা ওর ভাবনাটা অনুমান করতে পারে।

"মিছেমিছি ওরা এই নিয়ম কানুন আর নিষেধগুলো করেছে তোনিয়া, তারা বর্মের মত কাজ করে। যেন একটা কাঁটা তারের বেড়া অথবা ঘেরাও করবার কল। কিন্তু এটা আমার ধারণা যে এরকম সুরক্ষার আর কোনো দরকার নেই। আমি যখন তার কাছে কোমল আবেদন নিয়ে আসি তখন আমি চাই না যে একটি মেয়ে তাকে কাঁটা তারের বেড়ায় ঘিরে রাখবে। হয়ত তখন আমি তাকে প্রচুর সম্মান করছি, খুব শ্রদ্ধা করছি। আর এ জগতে যখন আমার দিক থেকে তার কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।"

"কিন্তু সব ছেলেই ত তোমার মত নয়।"

"সেখানেই বিপদ। আর তাই দরকার হয় কাঁটা তারের বেড়া আর ধোঁয়ার পর্দা। কিন্তু আমি সেই রকম, আর আমি এমন একটি মেয়ে চাই যে ভয় পায় না, আর যে আমাকে বুঝবে আর সরল অকপটে তার সমস্ত হৃদয় খুলে দেবে আমার কাছে, আর আমি তাকে শ্রদ্ধা করব, ভালবাসব, আর সেও আমাকে শ্রদ্ধা করবে···তুমি তেমনি একটি মেয়ে, তোনিয়া। তোমার ভালমানুষির জন্যে তুমি একবার শাস্তি পেয়েছ, আমাকে দিয়ে তা হবে না। আমি তোমায় ভালবাসব।"

তোনিয়া মুখ ফুটে বলতে পারল না তার কথাগুলো তাকে কতটা আপনার করে নিল, কিন্তু সে তার দিকে সমস্ত হৃদয় মেলে দিয়ে তাকিয়ে রইল, তার জন্যে প্রতীক্ষা করে রইল। আর সেই কথাগুলো শুনতে শুনতে সে আরো সুখী হল আর মনে হল তার জীবন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে।

"আমি যদি জানতুম আমি ভাল হয়ে উঠব," সেমা বলল, "আমি বলতুম, "এই শুকনো চিংড়িটার দিকে একটু ভাল করে দেখো। হাসপাতালের একটা খাটে শুয়ে ও মরছে, সত্যি তোনিয়া ; হতে পারে সেই লোকটাই হয়ত তোমাকে মনে ধরেছে। ভাল করে দেখ। ভেবো না তার শরীরটা ছোট বলে তার হৃদয়টাও ছোট। দেখো মন স্থির করো তাকে তুমি বিয়ে করবে কি না ; তার হৃদয় তার মন সব তোমার তোনিয়া, আর সে তোমাকে ভাল বাসবে শ্রদ্ধা করবে তোমার সব সেরা বন্ধুর মত। জেনকা কালুঝনির চেয়ে ভাল। যদিও জেনকা সত্যিকারের বন্ধু।' আমি বলতুম, "তুমি কি আমায় বিয়ে করবে তোনিয়া ?"

"আর আমি বলতুম 'হ্যাঁ' তোনিয়া দ্বিধাহীন ভাবে উত্তর দেয়।

পরে তোনিয়া কখনও কখনও নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করেছে, সত্যিই কি সে যা বলেছে অথবা তার শরীর সম্পর্কে তার মনে হঠাৎ যে সব কথা উদয় হয়েছে সে তার মর্ম পরিপূর্ণ উপলব্ধি করে কি না। কথাটা অবশ্য বলা হয়ে গেছে আর বিষয়টা নিয়ে আর কখনও কথা হয় নি। কিন্তু পরদিনই সেমা জিজ্ঞাসা করেছিল, "যদি তোমাকে ডেকে বলা হয় কারো উত্তেজনা কমাবার

জনা, কারো মনকে একটু খুশি করার জন্যে মিথ্যে কথা বলার জন্যে তবে তুমি কি তা করবে?"

"আমি জানি না," তোনিয়া উত্তর দিল। আগের দিন যে কথা ও বলেছিল তার সংগে ও এই প্রশ্নটাকে জড়িয়ে দিল না। কেন না ও ত এটাকে মিথ্যে বলে ভাবে নি।

'তুমি কি একটি লোককে বলতে পারতে কথায় কথায় যে তাকে তুমি ভালবাসো না। অথচ সত্যিই তুমি তাকে ভালবাসো?"

"না, আমি পারতুম না," তোনিয়া জোর গলায় বলল।

রাত্রে, তার ভাবনা নিয়ে একা একা, তোনিয়া উপলব্ধি করল কেন সে তাকে মিথ্যের ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করছিল। সে লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। হ্যাঁ। সে মিথ্যেই বলেছিল। সে তাকে ভালবাসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এখনও ও যে সেরগেইকে ভালবাসে? তবে কেমন করে ও সেমাকে ভালবাসবে? কিছু নিষিদ্ধ স্মৃতির ওপর সে তার মনকে গিয়ে বসবার অনুমতি দেয়। একটা বেদনা হত পাখীর মত কিন্তু হঠাৎ তারা তার মধ্যে এমন একটা যন্ত্রণা জাগিয়ে তোলে যে সে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে আর উত্তেজিত চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে আসে। বারান্দায় পায়চারি করবার জন্যে। হায়, সে ত সেরগেইকে ভাল বাসতে চায় নি। সে তাকে দেখলেই বিরক্ত হয়, তবু তাকে ধরে রাখে। একটা আস্ত কাপুরুষ জীব! তবু সে তাকে ভালবাসত। মনে মনে না চাইলেও তার মনে ভেসে এল সেই সুখ স্মৃতি, জীবনের সেই পূর্ণতা প্রেমের সেই অমূল্য পুরস্কার; সেই অসাধারণ সংগীত যা তার কাছে ভেসে এসেছিল রাতের আকাশ থেকে, দমকা হাওয়ায় উড়ে এসেছিল ওর দেহ মনের ওপর, তার ভেতর গান গেয়ে উঠেছিল! আবার কি সেই উচ্ছ্বাসের পুনরাবৃত্তি হতে পারে? সেটা কি একটা স্বর্গীয় অপূর্ব এমন কিছু নয় যা তার জীবনে অভিজ্ঞতায় একবার মাত্র এসেছিল? যদি সে ফিরে আসে তবে সে তার দিকে এক পাও এগিয়ে যাবে না। সে অতীতের একটা তুচ্ছ বিষয় হয়ে গেছে। ছিল—এখন নেই। তার জীবন থেকে আজ তার নামের ওপর চিকে দেওয়া হয়ে গেছে। তবু আর একজনকে ভালবাসা তার পক্ষে কতই না অসম্ভব। তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করাও ঠিক ততটাই অসম্ভব। তবে, কেন সে সেমাকে মিথ্যে কথা বলল? সেমা যাতে তার ব্যাধির সংগে লড়াই করতে পারে সেই জন্যে? যে কোন উপায়ে হোক তাকে একটা সাহায্য বা অবলম্বন যুগিয়ে দেবার জন্যে?

সে সেমার কাছে ফিরে এল। গালে হাত রেখে অনেকক্ষণ বসে রইল। প্রবল একটা কষ্টে দুলতে লাগল। সামনে আর পিছনে, যতই দেখতে লাগল তার ঘুমন্ত বন্ধুর দিকে। কী রোগা ক্লান্ত জীর্ণ তার মুখ! শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে! সেমা সুন্দর ছিল না। কিন্তু ওই বোজা চোখ দুটির নিচে

দীপ্ত অন্তর্ভেদী চিন্তাশীল দুটি চোখ। মাঝে মাঝে আবেগে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। সেমার সব কিছু যেন তার দুটি চোখে প্রকাশ পেত। যখন সে তার চোখের দিকে তাকাত আর তাদের গভীর অর্থটা পড়তে পারত তখন তোনিয়া জানতে পারত না যে একটা বিচিত্র ভাঁড়ামির মধ্যে ও হাস্য রসাত্মক ব্যক্তিত্বের মধ্যেও কতটা পূর্ব সংস্কার বর্জিত ছিল তার মন। এখন সে চোখ বুজে শুয়ে আছে। কিন্তু এ তারই সেই চোখ যা তোনিয়া দেখেছে। এও কি সম্ভব যে মৃত্যু তাদের চিরকালের মত বন্ধ করে দেবে। তোনিয়া সেমার মৃত্যুর চিন্তার মুখোমুখি দাঁড়াবার মত শক্তি পায় না। তার মানে কি এই যে সে তাকে ভালবাসে? না সে জানত যে তাকে সে ভালবাসে না। হয়ত প্রেমেরও চেয়ে গভীর আর শক্তিশালী কোনো একটা অনুভূতি। আরও সম্পূর্ণ আর বিশুদ্ধ আর আরো দয়ার্দ্র। সেমার কাছে সে একটি মাত্র জিনিসই চাইত। সেমা বেঁচে উঠুক। সে তার পাশে থাকুক। সে যদি তোনিয়ার পাশে থাকে তবে তার প্রেমের প্রয়োজন নেই। তার সেই রাতের আকাশ থেকে ভেসে আসা সংগীতের প্রয়োজনও নেই। ও শুধু তার কাছে বসে থাকবে তার তপ্ত ললাটের ওপর রাখবে তার হাত আর খুব দ্রুত আবেগ কম্পিত কণ্ঠে ও যেসব বিচিত্র গল্প বলে যাবে ও তাই শুধু শুনবে সাগ্রহে।

পরদিন সকালে সে ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করল। তার ঐ একটি মাত্র আশা ভরসার উৎস। তোনিয়া ডাক্তারের মুখের ওপর খুঁজে বেড়ায়। আশা উৎসাহ অথবা নৈরাশ্য। সে তাঁর পিছনে দৌড়ে আসে উঠোনে আর তাঁর ঢোলা জামার আস্তিনটা চেপে ধরে।

"আচ্ছা?" সে জিজ্ঞাসা করল। মৃত্যুর মত ফ্যাকাশে তার মুখ।

"কিছুই বলা যাবে না এখন।" তিনি উত্তর দিলেন। তিনিও তোনিয়ার মুখের ওপর সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালেন। "আগের থেকে তাঁকে আরও প্রাণবন্ত মনে হল, যেন উনি আরো একটু ভাল দিকে আশা নিয়ে মোড় ফিরছেন। কিন্তু সেটা খুব বিপজ্জনক—তার শক্তি এত কম।"

তোনিয়া তার মনের হতাশ ভাবটা লুকিয়ে ফেলে। মুখে একটা আনন্দের ভাব ফুটিয়ে তোলে। সে তার রোগীর দিকে ফিরে তাকাল। আর তার হাত নিজের হাতে তুলে নিল।

"কী ঠাণ্ডা তোমার হাত," সে বলল। "তুমি কি বাইরে ছিলে তোনিয়া?"

"হ্যাঁ।"

"বাইরে কি এত ঠাণ্ডা?"

"দূর পাহাড়ের মাথায় বরফ পড়ছে। শিগ্‌গিরই শীত এসে পড়বে।"

"আহা, আমি যদি একটু বিশুদ্ধ খোলা হাওয়া বুক ভরে নিতে পারতুম।" সেমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে।

তোনিয়া জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। কেন ও সেমাকে দু'এক মিনিটের জন্যে বাইরে উঠানে নিয়ে যেতে পারে না?

"কি ভাবছ বলো ত?" সে তোনিয়াকে জিজ্ঞাসা করল।

"আমি অবাক হয়ে ভাবছি তোমাকে আমরা একটু হাওয়া খাওয়াতে বাইরে নিয়ে যেতে পারি কি না?"

"আহা নিয়ে যাও নিয়ে যাও তোনিয়া, বড় ভাল হয়!" ও মিনতি করল। "কতকাল ধরে যে আমি একটু বাইরে যাবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি! শুধু আমার ভয় হয় আমি হাঁটিতে পারব না।"

তোনিয়া একটু বিচিত্রভাবে সিদ্ধান্ত করে, হঠাৎ; বলতে গেলে। আর বেশী ভেবে সময় নষ্ট করে না। ও ওকে বেশ করে জামা-কাপড়ে জড়িয়ে নেয়। যাতে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢোকবার একটুখানি ছিদ্রও না পায়। সেমাকে ও হুকুম দেয় শুধু নাক দিয়ে নিশ্বাস নেবার জন্যে। আর ও হাসপাতালের পরিচারকটিকে নিয়ে দুজনে মিলে সেমাকে তার বিছানায় খাটিয়ার ওপর বসিয়ে উঠানে নিয়ে আসে।

"খুব বেশি জোরে শ্বাস নিও না কিন্তু," ও ওকে সাবধান করে দিল।

"তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না ত? কোথা দিয়েও ঠাণ্ডা ঢুকছে না ত?"

মিনিট কয়েকের মধ্যে ও যা করেছে তার জন্যে ওর ভীষণ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আর পরিচারকটিকে ডাকে। ওকে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে। একটু ধরো। সেমা ওর দিকে তাকায়। তার চোখে অনুনয়। কিন্তু তোনিয়া ভারী একগুঁয়ে মেয়ে। কিছুতেই শুনল না। সেমা শেষ কালে হার মানে। কেন না ও নিজেও ত এরকম একটা অভিযান করতে গিয়ে ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় তোনিয়া ডাক্তারের কাছে যা যা করেছে সব অকপটে স্বীকার করল।

"তা ভাল করেছ," উনি বললেন। "পরে ওর খিদে কেমন হয়েছিল?"

"তা অন্য দিনের চেয়ে কিছুটা ভাল।"

"আর ও ঘুমিয়েছিল?"

"তিন ঘণ্টা।"

উনি ওঁর চশমার কাঁচ মুছলেন। আর আবার তোনিয়ার মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলেন।

"তোমার মেজাজটা একটু চড়া বটে খুকি তবে—" একটু অনুকম্পা ফুটে উঠল ওর গলায়, "তবে তোমার মনটা বড় ভাল। ডাক্তারী পড়তে তোমার কেমন লাগবে বলো তো?"

তারপর থেকে রোজ তোনিয়া সেমাকে বাইরের তাজা হাওয়ায় নিয়ে আসতে লাগল। জেনা কালুঝিনি মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হাসপাতালে আসে।

ওকে বাইরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ওরা দুজনে সেমার খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। জেনা যখন ওকে হালফিলের খবর শোনায় সেমা পরম সুখে হাসতে থাকে।

"তোমরা কল্পনা করতে পারো না তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়াটা আমার কাছে কী একটা জিনিস!" সেমা একদিন বলল। "তোমরাই আমার সবচেয়ে সেরা বন্ধু, আমার যত বন্ধু আছে। আর একই সঙ্গে তোমাদের দুজনের এই উপভোগ্য সঙ্গ সুধা পান—সেটা আমাকে দারুণ শক্তি দেয়—টনিকের কাজ করে। তারপর একটু থেমে বলে, "এইবার তোমাকে চমক দিচ্ছি জেনা। আমি যদি ভাল হয়ে উঠি তাহলে ও আমাকে বিয়ে করছে।"

তোনিয়ার মুখ দারুণ আরক্ত হয়ে ওঠে।

প্রথমে জেনার সব কথা হারিয়ে যায়। চুপ করে থাকে। অন্য সব ছেলেদের মত সেও তোনিয়াকে বিশেষ পছন্দ করত না। সেমা অসুস্থ হয়ে পড়ল যখন সে তার বন্ধুকে যেভাবে সেবা যত্ন করতে লাগল তাতে ওর প্রতি তার মনটা অনেক নরম হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে তার প্রিয়তম সুহৃদটির পাশে তোনিয়াকে তার স্ত্রী হিসেবে দেখবার কোনো ইচ্ছেই তার ছিল না। অন্য সব কিছুর ভেতর আরো একটা কথা জেনার মনে হল। ছিল বেশ ভাল করেই। সেরগেই গোলিৎসিনের সঙ্গে তার সেই নটঘটির ব্যাপারটা।

"ধন্যবাদ," একটু পরে ও বলল, "তাহলে আমরা আর একজনের বিয়ের নেমন্তন্ন খাচ্ছি।"

তোনিয়া জেনার মুখের ওপর থেকে তার চোখ সরিয়ে নিল না। সে তার চিন্তার গতি অনুমান করবার চেষ্টা করে। সন্দেহ নেই জেনা ওকে একজন পুরুষ ধরা শিকারী ভাবছে। ও খুব খুশি হয় নি। ও সেরগেইর কথা ভাবছে। সেরগেইর নিষ্ঠুর কথাগুলো ওর মনে পড়ে। "বর খুঁজে বেড়াচ্ছ।"

সেমা সেরে উঠলেই জেনা ওর সঙ্গে কথা বলবে। বিয়ে নিয়েই কথা বলবার চেষ্টা করবে। ওকে ছেড়ে দেবে না। বলবে কিভাবে তোনিয়া সেরগেইর পিছু পিছু ঘুরেছে। তাকে পাবার সাধ্য-সাধনা করেছে। কেমন ভাবে দৌড়ে গেছে তাদের নির্দিষ্ট মিলন স্থলে। আর উত্তেজিত সন্দেহ নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করে থেকেছে। আর সারাক্ষণ সেরগেই তার সময় নষ্ট করেছে আর তাকে তার আড়ালে নানা ভাবে উপহাস করেছে। বেশ, তাতে হয়েছেটা কি? জেনা বলুক তার যা খুশি, সে লজ্জা পায় না। আর সে তার মনের ভাব প্রকাশ করতেও ভয় পায় না।

"ধন্যবাদ," সে উত্তর দিল। "কিন্তু সবার আগে ও সুস্থ হয়ে উঠুক।

আর এক নতুন নারীসুলভ কর্তৃত্বের ভংগীতে সে সেমার চুলে হাত দিয়ে বিলি কাটতে থাকে।

সেই মুহূর্তে ওর ভেতর যেন কী একটা ঘটে যায়, একটা প্রতিশোধ পরায়ণ গর্ব প্রচণ্ড শক্তিতে ওর বুকের ভেতর লাফিয়ে ওঠে। এতক্ষণ পর্যন্ত হয়ত ও বিশ্বাস করতে চায়নি যে যে কোনো দিন ও সেমাকে বিয়ে করবে। এখন এই বিয়েটাকে ও যেন অনিবার্য আর পরমাকাঙ্ক্ষিত একটা সম্পদ বলে ভাবতে থাকে; তার শত্রুদের মুখে থুথু ছেটাবার জন্যে ওকে ও বিয়ে করবেই আর তাদের গ্রাহ্য করবে না; ওরা যদি চায় তো ওকে ঘেন্না করুক। সেমা ওকে ভালবাসে। সেমা ওকে ভালবাসে। তোনিয়া সুখী হবে। আর কাউকে সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না! যাকে খুশি অবজ্ঞা করবে।

একদিন জেনার সংগে তোনিয়ার দেখা হয়ে যায় উঠানের কাছে। সে রুক্ষভাবে বলে, "খুকি, তুমি দেখছি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পার!"

ওর ঠোঁটে একটা হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু তোনিয়া তার তলায় ঘৃণার ভাবটা সহজেই চিনতে পারে।

"তাতে কি হয়েছে?" ও মুখ ঝামটা দিয়ে জবাব দেয়।

"না তেমন বিশেষ কিছু না, শুধু অবাক হয়ে দেখছি কত তাড়াতাড়ি তুমি বেশ একটা প্রেমের ব্যাপার গুছিয়ে সাজিয়ে নিয়ে তুললে।"

তোনিয়ার গালে রক্ত ছুটে লাল হয়ে যায় আর ওর মুখের আগায় কতকগুলো চোখাচোখি কথা এসে পড়ে।

"তোমার যা খুশি তুমি ভাবতে পার। কিন্তু দেখতে পাবে, জানতে পারবে এতটা স্পর্ধা যেন তোমার না হয়। এখন একমাত্র কাম্য হল সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠুক। আমি জানিনা তারপর কি হবে, কিন্তু এখন যেন সে ভেংগে না পড়ে। আর তুমি যা ভাবছ···সেটা···সেটা নিছক একটা নোংরা অশ্লীল অন্যায়।"

সে ছুটে পালিয়ে যায়। অবরুদ্ধ কান্নার বেগ চাপতে চাপতে। সেমা একটা পরিচ্ছন্ন নাইট শার্ট পরে বিছানার ওপর উঠে বসেছিল। এইমাত্র ও দাড়ি কামিয়েছে।

"কই গো তোনিয়া আমার যে বড় খিদে পেয়েছে।" ও শিশুসুলভ আনন্দে ঘোষণা করে দেয়।

এক মুহূর্ত ও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন এই প্রথম সে ওকে দেখছে। ওই তো সে বসে আছে। শিশুর মত আনন্দে ঝলমল করছে পরিচ্ছন্ন আদুরে নির্দোষ মুখ, এই সবে সেরে উঠেছে একটা ভয়াবহ অসুখ থেকে। আর কারো নয় ও শুধু তার। কেউ তাকে ওর কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।

সে ছুটে এগিয়ে আসে আর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। তার দু'হাতের ওপর নিজের তপ্ত মুখ চেপে ধরে আর ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

"তোনিয়া! তোনিয়া লক্ষ্মী আমার! কি হয়েছে তোমার?"

"উঃ আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে সেমা। তুমি ভাল হয়ে উঠছ।" কান্নার মাঝে মাঝে ও হাঁফাতে থাকে।

"শুধু তুমিই আমার একমাত্র এ জগতে আর কেউ নেই, কেউ নেই গো।"

নয়

সেবার শরতে জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল ঠিকই। কিন্তু যেরকম বিপদের সংকেত প্রকৃতি দিচ্ছিল তাতে মনে হয় শীতের দিনগুলো আরও সাংঘাতিক। খাবারোভ্‌স্ক-এর অফিস থেকে নিয়মমত চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। প্রায়ই ময়দার আমদানী কমে যাচ্ছিল। আর দু'একদিন ধরে কোমসোমোলরা কোনো রুটি পাচ্ছিল না। খাদ্যশস্য আর টিনের খাবারেরও ঐ একই অবস্থা। কদাচিৎ ওরা মাংস পেত। আর শাকসব্‌জিও কখনও কখনও। টেলিগ্রামে লেখা থাকত যে সব কিছুই "আসছে।" কিন্তু বাস্তবে যা ঘটত তা টেলিগ্রামের বিপরীত।

পার্টি কমিটি ওয়েনারকেই দায়ী করছিল। ওয়েনার নিজে খাবারোভ্‌স্কে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অসংখ্য দায়িত্ব তাঁকে নিবৃত্ত করল। গ্রানাতভের অবস্থা বিরক্তিকর আর উত্তেজিত। গতবারের অভিযান তাঁর ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর সমস্ত নির্দেশ হয়েছে উপেক্ষিত। উনি হুমকি দিয়ে তার পাঠালেন। শেষকালে ছুটে গেলেন খাবারোভ্‌স্কে। উনি কঠোরভাবে অভিযান করলেন। তাঁর আক্রমণের প্রতিধ্বনি এসে পৌঁছল নির্মাণ ক্ষেত্রের তাঁবুতে তাঁবুতে। শোনা গেল উনি সরবরাহ দপ্তরের দুজন প্রতিনিধিকে রেগে গিয়ে যাচ্ছেতাই করেছেন, অনেকগুলো লোকের বিরুদ্ধে সরকারী প্রতিবেদন লিখেছেন রেকর্ড বইতে আর সরবরাহ দপ্তরের মুখ্য কর্মচারীকে আদালতে নিয়ে গেছেন। পূর্ত বিভাগীয় অফিসে উনি যেসব চিঠি লিখেছেন তার প্রত্যেকটিতে দারুণ চমক। সময়মত চাহিদা মেটানো হয় নি, আর তার ফলে ক্ষীণ আশা আছে যে নদীগুলি নৌ-চালানো অনুপযোগী হয়ে ওঠার আগে শীতের সরবরাহ পাওয়া যাবে। তাঁর যে অবস্থা তাই থেকে যাবে। তিনি যথাস্থানেই থাকবেন। যাতে সরবরাহ সংগঠনগুলির ওপর প্রতিদিন চাপ সৃষ্টি করা যায়। আর তিনি ওয়েনারকে বললেন স্থানীয় অঞ্চল থেকে একটা চাঁদা তোলার সংস্থা গঠন করা হোক। বসতিগুলোতেও খবর দেওয়া হোক। সেই টাকায় শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় রসদ কেনা হবে। ঘোড়াগুলোর জন্য ঘাস খড় কেনা হবে।

ওয়েনার আর মরোজভ এ কাজের ভার নিলেন। মরোজভ ঠিক সময়মত তাঁর মৎস্যকেন্দ্র খুলেছিলেন। শরতের এই সময়টায় মাছ আসে। কাসিমভ তারাস ইলিচ আর কিলটু দিনরাত খাটছে। ওরা কোমসোমোলদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পাচ্ছে না। কেননা এই মাছ শিল্পের ব্যাপারটা ওরা কিছুই জানে না। এপিফানভ স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে শিখছিল। আর শেখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। অচিরেই ও আবিষ্কার করে হ্রদে, নদীতে মাছ ধরার নানারকম উপায় আছে। প্রবল স্রোতে। গভীর অগভীর জলে। সত্যিই খুব অধ্যবসায়ী ছাত্রও। কিন্তু শুধু ঐ ছাত্রই রয়ে গেল ও। কিলটু বিরক্ত হয়ে তার এইসব প্রয়াস লক্ষ্য করেছিল। তারাস ইলিচ ওকে চেঁচামেচি করে বকে ধমকায়। কাসিমভ শেখায় বোঝায় ধৈর্য ধরে।

পাক মাছগুলো ঘরে তোলে। নুন মাখায়। এ কাজটা অনেকটা সহজ। কিন্তু এর জন্য দরকার অক্লান্ত পরীক্ষা-প্রয়োগ আর কৌশল। প্রচুর তোলা মাছের স্তূপকে তখুনি নুন মাখিয়ে ফেলতে হবে। নইলে মাছ পচে যাবে। এর জন্য শত শত লোককে হাত লাগাতে হবে।

সন্ধ্যায় মরোজভ আর ক্রুগলভ তাঁবুগুলো ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন। ওঁরা দেখেন কোমসোমোলরা নতুন ছাউনি তৈরী করছে। অথবা শীতের বাসোপযোগী করে ঘর ছাইছে। তবু তারা স্বেচ্ছায় মাছে নুন মাখানোর কাজে সাহায্য করতে সাড়া দেয়। মাছ দৌড়ে যায় ছুটে আসে বিপুল এক ঝাঁক বেঁধে। অগণিত সংখ্যায়। লাখে লাখে। তরুণরা মাছ বাছাইয়ের কাজ করতে খুব খুশি; বড় বড় গামলায় তাদের তোলা আর কর্কশ নুন ছিটিয়ে দেওয়া তাদের গায়ে; কেন না তারা জানে নিজের হাতে তারা তাদের ভাবীকালের আহার্য প্রস্তুত রাখবার ব্যবস্থা করছে।

"আহা আমাদের কি কি পদ রান্না হবে!" মরোজভ বললেন। উনি ছেলেদের সঙ্গে কাজ করছিলেন।

"আপ্‌ আ লা আজেণ্টিনা আর তার সঙ্গে তাতার আচার।" ভালিয়া বেসসোনভ জিবের শব্দ করে বলল। ও অবশ্য মনে মনে আলু আর মাংস পছন্দ করে। মাছ একটা অমূল্য সংগ্রহ। কিন্তু যতই ধরা হোক না কেন, এত লোককে এই দীর্ঘ শীতকাল ধরে সরবরাহ করার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। ওয়েনার আর মরোজভ গাঁয়ের বসতিগুলোতে সবচেয়ে উদ্যমশীল লোকেদের পাঠালেন সেদ্ধ মাছের জন্য চুক্তি করতে। তাছাড়া হাঁস মুরগী ভালুকের মাংস আর হরিণ মাংস। এছাড়া শাক সব্জি খড় আর জ্যান্ত গবাদি পশু এসব তো আছেই।

আন্দ্রেই ক্রুগলভকে এ ধরনের কাজে দেওয়া গেল না। কিন্তু যখন দূতদের প্রথম কজন ফিরে এল তুচ্ছ কিছু ফলাফল নিয়ে আর এসে অভিযোগ করল যে নানাইরা মাল সরবরাহ ও প্রেরণের ব্যাপারে অন্তর্ঘাত-

মূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছে তখন আন্দ্রেই নিজেই যাবার জন্য প্রস্তুত হল। ওর প্রথম গন্তব্য ও স্থির করে ফেলে। যে বসতি থেকে আগে কিলটু আর মুমি এসেছে। মুমির কাছ থেকে সে জায়গাটার কথা আগেই ও অনেক শুনেছিল। বোকার মত ও মনে করেছিল যে যদি ও মুমিকে সংগে নেয় তবে সব নানাইদের সাহায্য পাবে মুমিকে সংগে নিত কিন্তু সে মাথা নেড়ে কেবলই বলতে থাকে, "আমি পারব না, আমি পারব না।"

"কেন পারবে না? তোমার ভয় কিসের? তোমার বাবা মা?"

মুমির মুখ দেখে মনে হল সে ভয় পেয়েছে। "ওরা আমায় খুঁজছে। ওরা আমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে চায়। ওরা এখানে একজন লোককে পাঠিয়েছিল। এই লোকটা পাককে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি এ লোকটাকে দেখেছি।"

"কিসের লোক? তোমার তো এখন বিয়ে হয়ে গেছে। তোমার জন্যে ওরা লোক পাঠাবে কেন?"

মুমি কিছুতেই শুনবে না।

"হ্যাঁ ওরা লোকটাকে পাঠিয়েছিল। ঐ লোকটা হল পারামোনভ। কিলটু ওর সংগে একবার নৌকোয় গিয়েছিল। কিলটু চেনে। পারা-মোনভ। খারাপ লোক। ও রাত্রে এল। রাত্রে গেল। আমার কথা জিজ্ঞাসা করল।

"দূর বোকা!" ক্রুগলভ বলল। "আমি তোদের বাবা মার কাছে যাব আর তোর ভক্তি শ্রদ্ধা জানাব, বলব তাঁদের যে তুই বিজলি কারিগর হয়েছিস।"

প্রথম দিনের অভিযানেই সে বন্য প্রকৃতির দৃশ্য দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে যায়; যতদূর ওরা যায় ততই বন, ততই সুন্দর হয়ে ওঠে সেই শোভা। নদীর স্রোত আর নানা রকমের অসুবিধা অতিক্রম করে নদী এগিয়ে চলা প্রতিদিনকার একটা সংগ্রাম বলা চলে। এই মাঝিরা সেই সংগ্রামে জয়ী হয়। কিন্তু প্রচণ্ড এক প্রচেষ্টার ফলে। নদীর ঢেউ নৌকাটাকে তীব্র গতিতে ঠেলে নিয়ে যায়। নৌকোর পিছন বাগে ছুটে আসছে দুটো স্রোত। পিছন দিকে হালের সাহায্যে জল সাফ করে কেটে যাওয়া হচ্ছে। তাতে জলস্রোতের উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড জলকল্লোককে মনে হয় নদীর ক্রুদ্ধ হাসির মত। অপর তীরে জেগে উঠেছে বিশাল অরণ্যাণী। লক্ষ লক্ষ গাছ, প্রতিটি অদ্বিতীয় অসাধারণ, কোথাও কোথাও এক একটি আপন খেয়ালে জট পাকানো আর তার নিজের রূপরাশির বিচিত্র রহস্যে আত্মহারা। কখনও কখনও নৌকো ছুটে চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে—পাহাড়ী দেওয়াল পার হয়ে। আর মাথার ওপর ঝুলে আছে যেন, ছায়ান্ধকারময় টিলা। যার কঠিন উপরি-ভাগ জলের ঘর্ষণে প্লাবনে উজ্জ্বল। চোখ বুঝি বা ক্লান্ত হয়ে ওঠে তীক্ষ্ণ

পার্বত্য রেখায়। সহসা কোনো একটি শান্ত উপত্যকার আবির্ভাব। একটু যেন স্বস্তি পাওয়া যায়। নদীর তীর ধরে একটানা চলেছে উজ্জ্বল সবুজের মেলা—ভীড় করে আছে আর লাল উইলো ডাঁটার ছড়াছড়ি। একটার পিছনে আর একটা। থাক থাক করে সাজানো উঁচু উঁচু পাহাড়। আঁকা ছবি যেন দিগন্তের বুকে। সব সমবৃত্তাকার। অথচ প্রতিটি স্বতন্ত্র। প্রতিটির বাঁকের মুখে মুখে বৈচিত্র্যের আশ্চর্য মেলা।

রাতে ওরা অল্পক্ষণের জন্য কোথাও কোথাও আসত। আন্দ্রেই ঘুমোতে পারত না। তাঁবুর আগুনের পাশে ও দুচোখ খুলে শুয়ে থাকত বনের শব্দ শুনতে শুনতে স্বপ্নের জাল বুনত। ও মনে মনে বলত, "সত্যিই কি এখানে যে রয়েছি সে আমি? হতে পারে কি?—এই সাহসী আত্মবিশ্বাসী যুবক আমি গবাদি পশু আর খড় কিনতে চলেছি। নানাইদের সংগে চুক্তি করতে চলেছি আর তাদের মন বুঝতে চলেছি? আর সত্যিই কি আমিই যে কি না আজ এক হাজার লোক বিশিষ্ট এক কোমসোমোল সংগঠনের নেতৃত্ব করছে, তাদের ওপরে প্রভুত্ব করছে আর তাদের বিশ্বাস অর্জন করছে?" সে অবশ্য তার সক্ষমতাকে ক্ষয় করতে ইচ্ছুক নয়, কিন্তু এই নগর-নির্মাণ-পরিকল্পনার দ্বারা উপস্থাপিত এই মাপের কাজের জন্য যে এতটা দায়িত্ব বহন করতে হবে এ কল্পনাও সে কোনোদিন করে নি। আন্দ্রেই যৌবন ও পরিণত বয়সের মাঝামাঝি একটা স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজে সে এটা কোনো দিন টের পায় নি। আর ওর বয়স ও পরিণতি পায়ে পায়ে এগিয়েছে অথচ ও তার সংগে কোনো দিন সামঞ্জস্য করবার সুযোগ পায় নি।

এই ভ্রমণে বা অভিযানে বেরিয়ে, ওর প্রতিদিনকার উদ্বেগ আর শ্রমের হাত থেকে খানিকটা ছুটি ও পেয়েছিল। এখন ও তার কাজ ও নিজেকে পরীক্ষা করবার একটা সুবিধা পেয়ে গেল। সে আবিষ্কার করে আপন বিস্ময়ে সে কত সুখী, তার অভিজ্ঞতার গভীরতা ও সম্পদ তাকে সুখী করেছে। আজ সে একজন নেতা। তাদের শ্রদ্ধা অর্জনে আজ সে সফল যাদের সে চালনা করেছে অথচ তাদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নি। বাস্তবিক তাদের সংগে তার মৈত্রীকে সে নিবিড় ভাবে জমিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আর এই বন্ধুত্বই তাকে তাদের শক্ত হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে শক্তি যুগিয়েছে। প্রায়ই ওরা আসে ওর কাছ থেকে উপদেশ নিতে। অথবা নালিশ জানাতে। অথবা তাদের সংশয় কি নির্জনতার কথা অকপটে স্বীকার করতে। সাগ্রহে তারা তার কাছে তাদের ভাগ্যকে তুলে দেয়। তার কর্মশক্তি অভিজ্ঞতা আরো বেশি। তারা তাই নিশ্চিন্তে আন্দ্রেইয়ের হাতে নিজেদের সঁপে দেয়। ও তাদের নিজেদের মুখ থেকে তাদের অসুবিধে আর নালিশের কথা শুনে খুশি হয়। সেমা আলতশ্চুলার বেশ গর্বিত আর উচ্চাশী। তার এই উচ্চাশাকে পুষে রেখেছে একটা ভয় আর

তার খুদে চেহারাটা তাকে প্রায় নগণ্য ও বৈশিষ্ট্যহীন করে ফেলেছে। ভালিয়া বেসসোনভ স্বার্থপর। ওর উপর নির্ভর করা যায় না। ও প্রায়ই এক একটা মুহূর্তের আবেগে ক্ষেপে ওঠে। এই আবেগের তোড়টা যখন চলে যায় তখন ও নিজেই লজ্জা পায় আর একটা বাহাদুরির নিচে নিজের লজ্জাকে লুকোতে চায় যাতে শুধু পরাজয়ের নৈরাশ্যটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। আন্দ্রেই একা (আর হয়ত কাতিয়া) উপলব্ধি করেছে যে যেদিনই ভালিয়া জানতে পেরেছে যে সে প্রায় একজন পলাতক আসামী হয়ে গেছে আর একথাটা সবাই জানে আর যে কোনো মুহূর্তে এ অপবাদটা তার মুখে চূর্ণ কালি মাখিয়ে দেবে। আন্দ্রেই কাতিয়ার রোমান্টিক ভাবনার কথা জানত। এই আদর্শই তাকে শান্তি, আরামের পথকে, নিয়মের পথকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছিল। ওর মুখ কেমন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল যখন ও ওর কাছে স্বীকার করলে যে সে তার স্বামীর জন্যে ঘর বাঁধতে অপারক—তার চোখ সব সময় "যেন কী একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে ঘরের বাইরে চার দেয়ালের বন্ধনে আবদ্ধ না থেকে সে চায় বাইরের জগৎ।" আর এর কারণ এ নয় যে সে ভালিয়াকে ভালবাসে না। এর একমাত্র কাজ ছিল সে শুধু ঘরে বসে থাকতে চায় না। "আমি এক দারুণ ঘর পালানো!" সে যেন নিজের ওপরেই নালিশ জানায়। এপিফানভ হল অবাধ্য। ওর প্রবণতা খানিকটা উগ্রপন্থীদের মত। সে সব সময় নিজের রাস্তায় চলবার চেষ্টা করে; এমন কি অন্যরা যে পথে চলছে তার পাশাপাশি একটা সমান্তরাল রাস্তা ধরেও সে চলবে। সে হবে শুধু তার নিজেরই পথ। একটা পদচিহ্নহীন অক্ষত পথ। সে পথে চলে যাবে সে একটানা। চাইবে না কারো দিকে একবারের জন্যেও। তবুও আন্দ্রেইয়ের পরম বন্ধুদের মধ্যে সে একজন। তার এই অবাধ্যতার দোষ, একবারও সে মৈত্রীর অন্তরায় হয় নি। যখন সে নৌবহরে কাজ করেছে তখনও সবার প্রিয় বন্ধু সে। আর যতদিন জাহাজে কাজ করেছে ততদিন সমষ্টি সংঘবদ্ধতা বা ঐক্যের আদর্শকে সঞ্জীবিত রেখেছে ভালিয়া। বোধ হয় একলা থাকার তার এই অভিজ্ঞতাই সে পেয়েছিল সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে। আর সমুদ্রের তলদেশে সেই যে নানান সাংঘাতিক সব ঝুঁকির মধ্যে সে সর্বদা লিপ্ত থেকেছে তার জন্যেই তার চরিত্রের এই রোমান্টিক উচ্ছ্বাসিত দিকটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কোলিয়া প্লাত-এর ব্যক্তিত্বটা আরো জটিল আর কঠিন। আন্দ্রেইয়ের কাছে বিশ্বস্তভাবে সে ধরা দিতে চাইত না। এমন দাম্ভিক। কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কোনো উপলক্ষে সে তার নালিশ জানাতে, দাবী জানাতে ওর কাছে আসে। যদি সে মনে করে যে তাকে বকুনি দেওয়া হচ্ছে কি তাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে তাহলে সংগে সংগে সে মুখের উপর জবাব দেবে। রাগ না করে বরং সে শান্তভাবে তর্ক করবে। ওর মত লোকের একটা সুবিচার পাওয়া দরকার। আর সেটা পাবার জন্যে বেশ জোর দিত। তার

এটাও দাবী করত যে কোমসোমোল সংগঠন তাকে "কাজ করবার একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করে দিক।" যদি আন্দ্রেই প্রমাণ করতে পারত যে এসব দাবী দাওয়া নেহাৎ অবাস্তব অথবা সাধারণের কল্যাণের বিনিময়ে সেগুলি পূরণ করা সম্ভব তাহলে সে উত্তরটাকে সে মেনেই নিত আর প্রতিবাদ জানাত না। আন্দ্রেই কখনও তাকে মাথা গরম করতে দেখে নি। যদিও ওর প্রায় সে রকম অবস্থা এক আধবার হত। বিশেষ যখন ও তার সেই দাবী নিয়ে এসে হাজির হত যে ওকে ইঞ্জিনিয়ারদের বাড়ীতে একটা ঘর দেওয়া হক। কেননা ও লিডাকে (যাকে সে তার বান্ধবী বলে উল্লেখ করত) নিয়ে আসতে চায়। আন্দ্রেই ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছিল যে তাদের বাড়ীতে ইঞ্জিনিয়ারদের জন্যে বেশী ঘর নেই তো। আর তার "ফিঁয়াসেকে (হ্যাঁ একটা কথা সে কি কোমসোমোল? "হ্যাঁ লিডা তাই") আপাতত কিছুদিনের জন্য একটা ব্যারাকে বা ছাউনিতে থাকতে হবে।

"আমি আমার বউকে ছাউনিতে থাকতে দিতে পারি না," কাতিয়া সগর্বে বলবে।

আন্দ্রেই ওর সংগে তর্ক করত। ওকে বিরক্ত করত, আবার তর্ক করত। শেষকালে কোলিয়া ঘোষণা করত, চলে যেতে যেতে, "বেশ, আমি এক্ষুণি ওকে আনছি না।"

হ্যাঁ, এইসব যুবকদের প্রত্যেকেরই ভাল-মন্দ দুটো দিকই ছিল। আন্দ্রেই সবাইকে একটা সাধারণ কাজের মধ্যে নিযুক্ত রেখেছিল—হোঁচট খাও, সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেল লাথি দিয়ে, নিজের মতে চলো পথে, কিন্তু সবাই এক সংগে—'হাতে হাতে ধর গো'—আর একটা জিনিসই তাদের একসংগে বেঁধে রাখছে সবাইকে একত্রে টানছে কোমসোমোল সংগঠন। এর সবচেয়ে আদিম প্রাচীন আদর্শ হল—শৃংখলা, যদিও একটা চরম স্বাধীন গোছের শৃংখলা। কেন না স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ—এই আদর্শই ছিল তার ভিত্তি। যুবকরা শৃংখলাই পছন্দ করেছিল। কেন না তাদের সেটা প্রয়োজন ছিল। তাদের যুবোচিত মনোবল বা উত্তেজনাটাকে এই নিয়মানুবর্তিতা খানিকটা অবদমিত রাখত। অন্যথায় সে উত্তেজনা নিঃসন্দেহে তাঁদের জীবনকে নয়ছয় করে এখানে সেখানে ওলট-পালট করে বিক্ষিপ্ত করত। শৃংখলাই তাদের বিবেক আর আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছিল। যুক্তি দিয়ে মানুষের যা করা উচিত সে কাজই করতে প্রেরণা দিয়েছিল এই নিয়মানুবর্তিতা। আন্দ্রেই ছিল সব কাজের ভারপ্রাপ্ত নেতা। তার কাছ থেকেই কোমসোমোলরা সমস্ত কাজের নির্দেশ পেত। তাদের সকলের কথা ভাবতে সে বাধ্য। তাদের যে কোনো সদস্য অপেক্ষা তাকে আরো কঠোর ভাবে ভাল ভাবে তাকে চিন্তা করতে হত।

কখনও আগে সে এত বড় একটা সংগঠনের ভার নেয় নি। এ কাজ এমন

ক্লান্তিকর ও বিরক্তিকর যে একাধিকবার সে প্রায় এ কাজে ইস্তফা দেবে মনস্থ করেছে। এখন, অবশ্য, মাঝির পাশে জেগে জেগে শুয়ে (শত শত মাইল নির্জন অরণ্যের ভিতরে দুজন মানুষ) ভাবে আর সমগ্রভাবে ছবিটা তার মনে একটা স্পষ্ট উপলব্ধি নিয়ে ভেসে ওঠে।

আর এটাও উপলব্ধি করে যে তার কাজটা হল প্রচণ্ড রকম শিক্ষামূলক তার দিক থেকে অবিরাম পড়াশুনা চালিয়ে যাবার প্রয়োজন আছে। আর এটাও উপলব্ধি করে যে এর দ্বারা যে সন্তোষ বা তৃপ্তি তার মনে আসে সেটার ওজন বা গুরুত্ব তার শক্তি সামর্থের ওপর কাজের যে চাপ তারই সমতুল। সে অপেক্ষা করে আছে, কবে দীনা এসে ওর সংগে যোগ দেবে। কিন্তু দীনাকে ছাড়াই তার চলবে। সে কি নিশ্চিত যে সে এলে তার কাজ পিছিয়ে পড়বে না? তার বর্তমান জীবনে রমণীর প্রেম নেই। তবু কত পবিত্র, কী পুরুষত্বময় আর গভীর কৌতূহলপূর্ণ এই জীবন। সে এলে কি এটা নষ্ট হয়ে যাবে না?

সে কি এই দুটোকে মিশিয়ে নিতে পারবে? সে তার চ্যাপটা থলেটা থেকে একটা ছোট লেখা কাগজ বের করে আনে। গোল গোল হাতের লেখা— ওর শেষ চিঠি, "…যদি দুটি মানুষ পরস্পরের জন্য অপেক্ষা করে থাকে আশা করে থাকে তবে কিছুতেই তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। আমি তোমার কাছে আসব, প্রিয়তম…।" আন্দ্রেই চিঠির ওপর লেখা এই কথাগুলিকে চুমু খায়। তার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার দুর্বার একটা ঢেউ জেগে ওঠে। হায়, না, না: সে তার পথের বাধা কেন হবে, সে যেমন সব কিছু মানিয়ে নিতে পারে তেমনি দীনাও পারবে। সে তার পাশে থাকবে আর সে কাজের অন্তরায় না হয়ে বরং সহায় হবে। যদি কেউ গভীর ভাবে ভালবাসে তবে যাকে ভালবাসা যায় তাকে বুঝতে পারা যাবেই, তার সংগে বোঝা পড়া না করে উপায় নেই।

ক্রুগলভ খুশি হল। আর বসতিতে (উপনিবেশ) পেঁাছে একটু বিশ্রাম নিল। পথে আসবার সময় অনেকগুলো ব্যাপারকে ও পরিষ্কার করে নিয়েছে। যেগুলো অনেকদিন ধরে তাকে কষ্ট দিচ্ছিল।

আইভান যা পারল তাকে সাহায্য করল, নানাই কোমসোমোলদের করল। কিন্তু কোমসোমোলদের এখানে সামান্য বলবার ছিল। বড়রা সাগ্রহে আন্দ্রেইয়ের কথা শুনল আর যা কিছু বলল ও সব কিছুই স্বীকার করে নিল। কিন্তু ওরা বলল আন্দ্রেইকে ওরা কিছু বিক্রি করবে না—শুধু খড় ছাড়া আর তাও আন্দ্রেই অনেক করে বলার পর।

কোমসোমোলরা সংগে সংগে একটা ভেলা তৈরি করতে শুরু করে দেয়। তার ওপর খড় রেখে নদীতে সেই ভেলা ভাসাতে হবে। কিন্তু খড় দিয়ে

কি হবে? আন্দ্রেইয়ের যা দরকার ছিল তা হল মাছ আর নানাই বুড়োরা সেটাই তার কাছে বিক্রি করবে অস্বীকার করল।

একদিন কোমসোমোল হোজেরো ওর সংগে দেখা করতে এল। তখন আন্দ্রেই খুব মনমরা হয়ে বসেছিল। হোজেরো কিলটু আর মুমির কথা জিজ্ঞাসা করল। সে নিজে শিবিরে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। তখন তার পরিবারের জন্যে শীতের মাছ সরবরাহ করতে পারবে। তার সংসার খুব গরীব কিন্তু মাছের জন্যে তারা তার সংগে চুক্তিপত্রে সই করবে। হোজেরো বলল, "আমাদের লোকেরা বলে কোনো মাছ দেবে না। আমাদের লোকেরা বলে মাছ তো তেলের মত নয়। তোমাদের শিবির থেকে মাছ নদীতে চালান যায়। তেলও যায়।"

কে এসব গুজব রটিয়েছে? আন্দ্রেই শীঘ্রই আবিষ্কার করল হোজেরোর কোনো ধারণা নেই তেল কি আর কি করে তা নদীতে যাবে। কথাগুলো হোজেরোর কাছে দুর্বোধ্য আর সে হিসাবে আরো ভীতিকর। আন্দ্রেই তার কাছ থেকে জেনেছিল উপনিবেশে কোন কোন রুশ রয়েছে আর অন্যান্য অঞ্চল থেকে কোন কোন লোক সেখানে বেড়াতে এসেছে। হোজেরো মিখাইলভের স্ত্রীর কথা বলে। মিখাইলভ নিজে বসন্তের সময় চলে গিয়েছিল। আর একবার মাত্র কয়েকদিনের জন্যে ফিরে এসেছিল। মিখাইলভের কথা আন্দ্রেই তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। একমাত্র খবর সে পেয়েছিল যে সে লোকটা খুব বক্তা আর পাকা চুল। হঠাৎ কি একটা মনে পড়ে যাওয়াতে আন্দ্রেই তার প্রথম নাম আর পিতৃদত্ত নাম জিজ্ঞাসা করে ("তাইগার বুড়োলোক···তার কথা···নানাইরা বলে রুশরা খুব খারাপ লোক")। মিখাইলভের প্রথম নাম আর পিতৃদত্ত নাম হল আইভান পোতাপাইচ। টিক টিক শব্দ করল না। মুমি আর কিলটুর সংগে কি তাইগার বৃদ্ধলোকটির দেখা হয়েছিল? আন্দ্রেই মনে করতে পারল না।

সে অবশ্য মনে করতে পারল যে বুড়ো লোকটি তাইগাতে ফিরে গিয়েছিল তারা এসে পেঁছিবার কিছু পরেই। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটিকে সবাই বলত সেমিওন পোরফিরিচ। না, টিক টিক করল না।

আন্দ্রেই মিখাইলভের স্ত্রীর সংগে গিয়ে দেখা করল। সেও পক্কেশ বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। শান্ত চুপ-চাপ। দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে বেশ শ্রমশীলা। আদর্শ গৃহিণী। নির্মাণ পরিকল্পনার বিষয়ে বৃদ্ধা তাকে জিজ্ঞাসা করল। সে আন্দ্রেইকে "ছেলে" বলে কথা বলছিল। তার স্বামী কি কাজে যেন দূরে গেছেন। তার আপিসের বড়বাবুর নাম কি? তার কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে পড়ে। না, সে জানে না তার স্বামী কোথায় গেছে; সে বেশ সরল, তার কাজও সীমাবদ্ধ। শুধু বিছানা করা আর অতিথিদের খাওয়ানো।

আন্দ্রেই রুশ ফাঁদুড়ে ও শিকারীটির সঙ্গে দেখা করতে গেল। তিনি থাকতেন পরের বসতিতে। পারামানভ। স্তেপান পারামানভ। পারামানভ? ইনি কি সেই লোক মুমি যার কথা বলেছিল? স্তেপান তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তাইগাতে শিকারের বিষয় অনেক কথা বললেন। নানা রকম জানোয়ার আর পাখীর স্বভাবের কথা। উনি আন্দ্রেইকে একটা নেকড়ের চামড়া বিক্রি করলেন (যাক দীনা এলে তাকে উপহার দেওয়া যাবে)।

"আমি নিজে একটা নেকড়ে—তাইগাতে গর্ত খুঁড়ে রয়েছি আর কিছুতে এখান থেকে যেতে পারি না।"

"তা এটা কিরকম যে আপনি একদিনও শহরের জমিতে যান নি।"

"অনেক দূর বুঝলে," স্তেপান বললেন, "আমি পরে আসব বুঝলে যখন তোমাদের বাড়ী টাড়ী সব উঠে যাবে আর দোকানপাট সব খুলবে। তা তার আগে আমি আসব কেন বল? আমাদের দোকান আমাদের মাল দেয় আর তাইগা আমাদের খাওয়ায়।"

তিনি নানাইদের ভয়ে হাসলেন। ওরা বলছে মাছ নদী ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

"ওরা সব বুনো লোক। নিজেদের ভয় পাওয়ানোর জন্যে যত সব আজগুবি গল্প বলে।"

উনি প্রতিশ্রুতি দেন। নিশ্চয়ই ওদের সঙ্গে কথা বলবেন। তিনি অবশ্য কোনো মাছ বিক্রি করতে অস্বীকার করলেন। "দেখো· আমি তো জেলে নই। আমি শিকারী। আর যখন আমি শিকার করি না আমি নানান রকমের চটকদার খেলনা তৈরি করি। এভাবেই আমি বেঁচে আছি।"

যখন আন্দ্রেই বলল আইভান হাইতানিনকে তার সঙ্গে স্তেপানের কি কি কথাবার্তা হয়েছে তখন হাইতানিন বেশ অপমান বোধ করল।

"জেলে নয়? কেন, এ গাঁয়ে তার কাছেই তো সব চেয়ে সুন্দর জাল রয়েছে।"

সে খবরটাকে পাকা করল। হ্যাঁ কথাটা ঠিক। পারামানভ পরে আর উপনিবেশ ছেড়ে যায় নি।

আন্দ্রেই মুমির বাড়ীতে গিয়ে তার বাবা মার সঙ্গে দেখা করল। প্রথমে ওরা ওর সঙ্গে দেখা করতে চায় নি। আর বাবা তো মুমির কথা কিছুই শুনতে চায় না; মা মুখ ঘুরিয়ে বসল আর আন্দ্রেই ঠিক বলতে পারে না যে সে তার কথা শুনছে কি শুনছে না। সেদিন সন্ধ্যায় সে আইভান হাইতানিনের বাড়ী ছুটে গিয়েছিল আর তার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করেছিল কাঁদতে কাঁদতে যে সে যেন একটিবার এই আগন্তুককে তার মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করে। যখন হাইতানিন আন্দ্রেইয়ের কথাগুলো তার কাছে অনুবাদ করে

দিল তখন কাঁদল আবার হাসল। আন্দ্রেই ওকে মাছ আর আলুর কথা বলল। সে বলল যে তার স্বামীর কাছেই এসব জিনিস থাকে। কিন্তু একটু পরে সে এক বস্তা আলু টেনে নিয়ে যায় হাইতানিনের বাড়ী। ওটা আন্দ্রেইকে দেয়। "মুমির জন্যে।"

দুটো নৌকো বোঝাই মাল মশলা (আর সে আশা করেছিল এক সারি নৌকো নিয়ে ফিরবে!) আন্দ্রেই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। ভেলায় করে ও খড় ঘাস সব হোজেরোর সংগে পাঠিয়ে দেয়। তারপর নিজে রওনা হয়। তার ব্যর্থতার জন্যে আন্দ্রেই বিষণ্ণ ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ে। তার মনে হয় কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। কেউ যেন এই নির্মাণ পরিকল্পনাটার তলায় তলায় সর্বনাশা কাজ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। যখন ও চলে আসছিল আইভান হাইতানিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, সে বলল, "আসল জিনিস হল খুঁজে বের করতে হবে কে তাদের আমাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছে। যদি তা খুঁজে পাও তাহলে আমাকে তার নামটা জানিও।"

"নৌকো তীর ছেড়ে জলে পড়তেই প্রবল স্রোতের মুখে পড়ে নদীপথে ছুটে চলে। আবার সেই অরণ্যের দৃশ্য নদী বেয়ে যখন গিয়েছিল তখনও ওর চোখের ওপর খুলে গিয়েছিল এই দৃশ্য। এখন আরো দ্রুত সেই অরণ্যশোভা একটা বেগবান ছায়াছবির মত ছুটে পালায়। আন্দ্রেই গলুইয়ের কাছে বসে। গতির একটা প্রবল উত্তেজনায় ওর খুব ভাল লেগেছিল।

হঠাৎ ও একটা চীৎকার দিয়ে ওঠে, একটুও বুঝতে পারে না এর কারণ কি। ওর টুপি মাথা থেকে উড়ে যায়। আর সংগে সংগে ও শুনতে পায় বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার শব্দ। মাঝি সোজা হুমড়ি খেয়ে পড়ে নৌকোর নিচুটাতে। দারুণ সন্ত্রস্ত হয়ে আন্দ্রেই মাথা নিচু করে। কেমন একটা পোড়া পোড়া গন্ধ পায়। আর যেদিক থেকে গুলিটা এসেছিল সেদিকে তাকায়। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ছোটটো একটুখানি ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

শহর তৈরীর জমিতে পৌঁছেই আন্দ্রেই মরোজভের কাছে গেল। ওর ছ্যাঁদা হয়ে যাওয়া টুপিটা নিয়ে ওর মনে যে অহংকার জমেছিল সেটাকে ও চেপে রাখতে চায়। যেন কিছুই হয় নি এরকম একটা নিরাসক্ত ভাব নিয়ে ও ওর অভিযানের ব্যাপারগুলো মনে মনে খতিয়ে দেখছিল। মরোজভ ওকে আন্তর্দেশিক জনসরবরাহ দপ্তরের (এন. কে. ভি. ভি.) প্রতিনিধি আন্দ্রোনিকভের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি দিন কয়েক আগে এসে পৌঁছেছিলেন। পরিস্থিতির বিষয়ে আন্দ্রোনিকভ এতদিন খুব অল্পই জানতেন কিন্তু আন্দ্রেইয়ের চেয়ে উনি বেশি জানতেন। চেকা শ্রমিক হিসাবে তার অভিজ্ঞতা তাকে বলে দিয়েছিল যে নির্মাণক্ষেত্রের ভেতরে চারিদিকে শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে। এর মূল ভিত্তির ওপর আঘাত হানছে

একথা জেনেও তিনি বিন্দুমাত্র অবাক হলেন না যে জিনিসপত্র কেনার পিছনে চলেছে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ। তবে গুলি ছোঁড়ার কথাটা শুনে উনি অবাক হয়ে যান।

"তাহলে দেখছি ওরা খোলাখুলি বেরিয়ে আসছে," উনি মাথা নেড়ে বললেন।

উনি চোখ কুঁচকে আন্দ্রেইয়ের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোকের চোখে চশমা। দেখলেই বোঝা যায় দৃষ্টিটা বেশ খাটো। মনোযোগ দিয়ে ওর গল্প শোনেন।

"পলাতক আসামীদের জন্যে কাকে দোষ দেওয়া যায়?" অপ্রত্যাশিতভাবে উনি প্রশ্ন করেন।

আন্দ্রেইয়ের মুখ লাল হয়ে উঠল। আন্দ্রেই জানত প্রত্যেকটি কোমসোমোল বিরোধী কাজের জন্য, যা কিছু এই নগরনির্মাণক্ষেত্রে সম্পাদিত হয়েছে, তার জন্য সেই দায়ী। একমাত্র তারই ত্রুটি দেখা যাচ্ছে।

"আমারই দোষ," সে সাহস করে বলে উঠল। আন্দ্রোনিকভ একটু হাসলেন।

"তুমি? তা নিশ্চয়ই। তুমি আর আমি, আরো অনেকে। যদি শত্রুকে ধরা না যায় তাহলে আমাদেরই দোষ দেবে সবাই। বলশেভিকদের। আমরা যদি ঠিকমত কাজ করে যাই এমন কোন শত্রু নেই যাকে আমরা ধরতে পারব না। বেশ, তাহলে, এই শত্রু কে?"

তাঁর প্রশ্নটা হল আন্দ্রেইয়েরই প্রশ্নের আর একটি সংস্করণ "কে ওদের আমাদের বিরুদ্ধে লাগাচ্ছে?" সে তার জবাব দিতে পারল না। সে নিকোলকার কথা বলল। আর সম্ভাব্য আরো কয়েকজন কোমসোমোল যারা যুবকদের নীতি ও চরিত্রের পতন ঘটাচ্ছে। দ্বিধাবিজড়িতভাবে সে পাকের নাম উল্লেখ করল—একটু দ্বিধার সংগে কেন না পাকের সেই মদের আড্ডা তো আজ বেশ কিছুদিন হল তালাবন্ধ হয়ে গেছে আর পাক তো দিন রাত মৎস্য কেন্দ্রে রয়েছে। আন্দ্রেই নিজে সেখানে অনেক রাত কাটিয়েছে। মাছে নুন মাখাবার কাজ করেছে। পাক খুব ধূর্ত ধরা ছোঁয়া দেয় না, আর খুব বেশি কথা বলে। সে যে খুব বিশ্বাস উৎপন্ন করে তা নয়, তবে কোমসোমোলরা ওকে ওর পাওনা চুকিয়ে দিত, ও তিনজন লোকের কাজ একা করত। নিজেও বসে থাকত না। একটু জিরেন দিত না। একেবারে দম ফেলবার জন্যও হাত দুটোকে বিরাম দিত না। তার ফলে মাছগুলোকে পচে যাবার সময়টুকু পর্যন্ত দেওয়া হত না। ওদের নুন মাখিয়ে পিপের মধ্যে বোঝাই করে মাটির তলায় ঠাণ্ডা ঘরে সুরক্ষিত করা হত একেবারে বলতে গেলে নদী থেকে ধরার সংগে সংগে। পাক খুব করিৎ-কর্মা জেলে বলতে হবে। ও ওর কাজ জানত।

"ওর ওপর, অন্য সকলের ওপর, বেশ কড়া নজর রেখো। তোমাদের চোখ তীক্ষ্ণ তোমরা সব কমবয়সী ছেলে ছোকরা তো।" আন্দ্রোনিকভ দেঁতো হাসি হাসলেন আন্দ্রেইয়ের হাতে চাপ দেবার সময় "দেখো ছেলেদের চোখ তীক্ষ্ণ মানে কড়া নজর বলছি তা ঠাট্টা করছি না; বুড়োদের চোখও সময় সময় আরো ভাল হয়। আরো তীক্ষ্ণ।"

আন্দ্রেই বহুপরিচিত এই জায়গাটায় একটু বেড়াচ্ছিল। এই দু'সপ্তাহে অসাধারণ বদলে গেছে। তার ব্যস্ত উৎসুক চোখ দুটো একটা জিনিসও যেন হারাতে চায় না। এরি মধ্যে নতুন ছাউনিগুলোর মাথায় একটা ছাদ চালা করে দেওয়া হয়েছে কাঠের তক্তার ফুটপাথ। কাতিয়া স্তাভরোভা তার জানলায় নতুন পর্দা ঝুলিয়েছে। ক্যানটিনের দরজায় একটা খুঁটিতে আজকে কি কি রান্না হয়েছে তার ফর্দ লটকে দেওয়া হয়েছে। ও এগিয়ে গেল সেটার কাছে। কি লেখা আছে তালিকায় পড়ে দেখা যাক! "টাটকা মাছ ভাজা।" আহা! ক্যানটিনের এক ধারে একটা দোকান। সেখানে স্তাভরোভা দাঁড়িয়েছিল। চারধারে তার মাছ আর মাছের আঁশটে গন্ধ! ও আন্দ্রেইকে হাত নেড়ে ডাকল আর ফেরিওলার গলায় চিৎকার করে বলল—"তাজা মাছ! টাটকা মাছ! আসুন আর আপনার তাজা মাছ নিয়ে যান!"

আন্দ্রেই ওর সংগে কথা বলবার জন্যে ওর কাছে যায়। সে জাঁক করে বলে যে স্যামন মাছগুলো ওদের ডিম পাড়বার আড়তে যাচ্ছিল। আর মাছের তো শেষ নেই। যত পারো ধরো। মরোজভই জোর করলেন। দোকান খোলা হোক কোমসোমোলদের এই মাছ বিক্রি করা হোক। ক্লারা আর তার সহকারীরা এক রাতে এই দোকানগুলো বানিয়ে ফেলল, সবাই মাছ কিনছিল। মরোজভ জোর করে সবাইকে নিজের নিজের সঞ্চয় রাখতে বলেন। সামনেই শীত আসছে। তখন? কেননা মৎস্যকেন্দ্র তো আর এই এত মাছ সংরক্ষণে এঁটে উঠতে পারছে না। ভালিয়া এরি মধ্যে এক পিপে ভর্তি মাছ নুন মাখিয়ে ফেলেছে। এখন সারা সন্ধ্যে ও কাটায় শুধু পিপের পর পিপে বানিয়ে। ও জানত না কেমন করে বানাবে? ভালিয়া যাতেই হাত লাগাত তাই করতে পারত।

ক্লাভাকে আর একটা দোকানের ভার দেওয়া হয়েছে। আন্দ্রেই আর থামল না। চলতে চলতেই তার দিকে সবিনয়ে মাথা নিচু করল। ওর মুখোমুখি দাঁড়াল না। এড়িয়ে গেল। কেবল একটা অপরাধীর মনোভাব আন্দ্রেইয়ের। সত্যিই কি ও অপরাধী? সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলল যে জীবন তার সংগে একটা সংকীর্ণ হীন খেলা খেলেছে। যখন ও তার সংগে বাড়ী ছেড়ে আসবার এক হপ্তা আগে দীনার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ঠিক সেই সময় সেই ক্লাভা—সেই আশ্চর্য প্রিয় ক্লাভা—তার ব্যাগ গুছোচ্ছিল। সে যে পথে চলেছে সেই একই পথে যাত্রা করার জন্য।

পরের দিনটা ছিল অবসরের দিন। আমুর উথলে উঠেছে ঝাঁকে ঝাঁক স্যামন মাছে। মনে হল গ্রীষ্ম যেন ফিরে এসেছে একদিনের জন্যে। আবহাওয়া উষ্ণ। এমন কি একটু গুমোটই বলতে হবে। ঝাঁকে ঝাঁকে মেঘ। কোনো আকার নেই কোনো ঘনত্ব নেই। সাদা আকাশের গায়ে এখানে সেখানে ছড়িয়ে ধোঁয়ার মত। আমুর এত স্থির যে তার আরশির মত উপরিতলে কোনো স্রোত আছে কিনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আন্দ্রেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে। ঠিক সেই সময় ক্লারা কাপলানের সংগে ওর দেখা হয়ে যায়। তার সংগে একদল ইঞ্জিনিয়ার। বেশ পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো। আর ইস্তিরি করা জামা গায়ে। চক চক পরিচ্ছন্ন।

যেন কোথাও বেড়াতে চলেছে। ওরা যাচ্ছিল নদীর পাড়ের দিকে। গ্রীষ্ম সূর্যের শেষ উষ্ণ আলো একটুখানি উপভোগ করতে।

"মৎস্য কেন্দ্রে একদিনের কাজের পর কেমন লাগছে?" আন্দ্রেই আধা তামাসা আর আধা উৎসাহের ভংগীতে বলল।

"আমি এরি মধ্যে সেখানে দু'রাত কাজ করেছি।" ক্লারা বলল। "কী একটা দিন! আর কী আবহাওয়া!"

ও খুশিতে উপচে উঠে বলল। সেই অপূর্ব বাতাস বুক ভরে নিতে নিতে লাজ রক্তিম কণ্ঠে ও বলে উঠল, "তুমি কল্পনা করতে পারবে না তোমাকে কী অলস করে দেবে!"

"কেন তুমি তোমার বিজয় মাল্যের ওপর ঘুমোতে পার।" স্লেপতসভ বলল।

"আমাদের মধ্যে তুমিই প্রথম ওর এই পরিকল্পনাটাকে দানা বেঁধে উঠতে দেখলে।"

ক্লারা কি বলবে ভেবে পেল না।

"আমি মাছের দোকানগুলোর কথা বলছি," ও বুঝিয়ে বলল।

ক্লারা একটু বিব্রত হল। কিন্তু সে জোর করে হাসবার চেষ্টা করল।

"আমার এ পরিকল্পনাটা অবশ্য মাছের দোকান ছাড়া ও আরো একটু বেশি এগিয়ে যাবে," ক্লারা বলল, "তবে প্রতিটি কল্পনাকে রূপ দেবার জন্য ভাল শক্ত কাজ চাই।"

"আর এটা অন্যের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজেই পুষ্ট করে তোলা ভাল।"

ওরা যখন নদীর ধারে এসে পেঁছাল অবাক হয়ে আবিষ্কার করল একটি ষ্টীমার এসে পেঁছেছে। ময়দা আর টিনের মাল মশলা খালাস করা হচ্ছিল। গ্রানাতভ তদারক করছিলেন। ওয়েনারও রয়েছেন সেখানে। আর ছিলেন মোরোজভ ও আন্দ্রোনিকভ। কাসিমভ এসে পড়লেন। তখন ওরা সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন।

গ্রানাতভ মাছ ধরার খোঁজ খবর নিলেন। আর যা মাছ ধরা হচ্ছে তা ঠিক সংগে সংগে নুন মাখাবার কাজটার সংগে সমতালে চলেছে কিনা জানতে

চাইলেন। কাসিমভ ওঁদের আমন্ত্রণ জানালেন। ওঁরা নিজেরাই এসে একদিন দেখুন না। আর হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যেই একদল কোমসোমোল ছেলেকে কাসিমভ তালিকাভুক্ত করে ফেলে। আমাকে ভাই একটু সাহায্য করো। ওরা সব মাল খালাস দেখছিল।

"আমি যাব একদিন। দেখব।" গ্রানাতভ বললেন।

"কিন্তু কাসিমভ নুন মাখাবার জন্যে চিন্তা কোরো না, যতক্ষণ না শেষ মাছটা ধরা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জাল আঁকড়ে পড়ে থাকো বাবা।" উনি বললেন।

মুমি যুবকদের মধ্যে একজন। যারা সব নুন মাখাবার কাজে সাহায্য করতে গিয়েছিল। সেদিনটা ছুটি তাই সে মনে মনে ঠিক করলে, এদিন-টায় কয়েক ঘণ্টার জন্যে বিজলীর কারখানার মিস্ত্রির না হয়ে জেলেনী হওয়া মন্দ কি। দশ মিনিটও হয় নি মৎস্য কেন্দ্রে ছিল ও। হঠাৎ হাত নাড়তে নাড়তে ছুটে আসে ও। নেতৃদলের কাছে ও ছুটে যায়। কোনো সাজসজ্জা না করেই তাঁর হাত ধরে ফেলে আর ওর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। ওঁর মুখের সামনে মুমি তারস্বরে চীৎকার করে, "সব থামান! সব থামান!"

কি বলতে চায় সে কেউ বুঝল না।

"কি বলছিস মুমি, কি হয়েছে?" আন্দ্রেই জিজ্ঞাসা করল। তার কাঁধের ওপর হাত রাখল।

"সব থামান!" সে বলতে গেলে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলে। "মাছগুলো পরিষ্কার করা হয়নি। মাছ পচে গেছে। মাছ ফুলে উঠেছে পচে। মাছ পরিষ্কার করা হয় নি।"

"কি বলছে ও?" গ্রানাতভ বিরক্ত হয়ে বললেন। তুমি কিছু বুঝছ ওর কথা?"

মুমি প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে আবার সেই কথা বলে, "মাছ পচছে। মাছ ফুলে উঠেছে। মাছ পচে গেল। সব পচা।"

ওঁরা মৎস্যকেন্দ্রে ছুটে আসেন। মরোজভ এগিয়ে গেলেন। তাঁর পিছন পিছন আসে মুমি, আন্দ্রোনিকভ, গ্রানাতভ, ক্রুগলভ আর ওয়েনার।

পাক মাথা হেঁট করে অভিবাদন জানায়। চোখ পিট পিট করে। বেশ ঘাবড়ে গেছে ও।

আন্দ্রোনিকভ বেশ কয়েকটা পিপে খুলে ফেলল। নোনা জলের উপরে মাছগুলোর পেট ফুলে ফেঁপে ভেসে উঠেছে।

মরোজভ দুহাত দিয়ে তাঁর মাথা চেপে ধরে পাকের দিকে চেয়ে চীৎকার করে উঠলেন, "কোন সাহসে তুমি বলেছিলে মাছগুলো ধোবার দরকার নেই? কোন সাহসে তুমি বলেছিলে যে ধোয়া মাছ পচে যাবে?"

"বলেছিলি তুই, শয়তানের ডিম কোথাকার? অস্বীকার করবার চেষ্টা করিস নি, আর তুমি জানতে যে মাছগুলো পচে যাবে?"

পাক কি একটা বিড় বিড় করে বলল। মাথা হেঁট করল। ওর ভয়ার্ত চোখ দুটো ছোট করে আনল।

"সব পরিষ্কার," আন্দ্রোনিকভ বললেন।

"ডাকো কাসিমভকে। যা পারি আমাদের বাঁচাতে হবে।"

গ্রানাতভ পাকের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলেন।

"অন্তর্ঘাত। তাই না? আমাদের সর্বনাশ করতে চেয়েছিলে তলায় তলায়, তাই না?"

ওর মুখ কুঁচকে গেছে। পেশীগুলো থর থর করে কাঁপছে। দেখলে ভয় হয়। শত শত পিপে তাজা নুন মাখানো মাছ…শীতের সঞ্চয়…একি সম্ভব? যেসব নষ্ট হয়ে গেছে?

আন্দ্রোনিকভ পাককে ধরে নিয়ে গেলেন। এ পরিস্থিতিতে মুমি সাময়িকভাবে বিজলি কারিগরের দল ছেড়ে দেয়। কাসিমভের সহকারী হবে ও। নুন মাখানোর কাজের ভার কাসিমভের হাতে।

মুমির পদোন্নতিতে আন্দ্রেইয়ের বেশ গর্ব হয়েছিল। মুমি তার ছাত্র। দিনের পর দিন ধরে ও তাকে শিখিয়েছে। আর শেখাতে শেখাতে ও আবিষ্কার করেছিল যে তার আদিম দৃষ্টিভঙ্গী, সুপ্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বেশ একটা বোধশক্তি, চরিত্রবল, আর বিপুল জীবনীশক্তি—যতক্ষণ না যথাযথভাবে কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ জাগরূক থাকে সেই শক্তি। আন্দ্রেই দেখে খুশি হল যে কী আশ্চর্য প্রত্যয় নিয়ে মুমি মাছের নুন মাখানোর কাজটা তদারক করছিল। সেই সঙ্গে ও বেদনার সঙ্গে নিজের মনে মনে দারুণ লজ্জিত হল। হঠাৎ ঘটনাচক্রে মুমি পাকের এই ষড়যন্ত্রটা ধরে ফেলেছিল। সে পাককে পছন্দ করত না আর সহজাত প্রকৃতিতে তার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু আন্দ্রেই কি করেছে তার এই তীক্ষ্ণ প্রহরাটাকে উন্নত করবার জন্য? এই সন্ধানী দৃষ্টি? কিছু না। নতুন জীবনে সে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটাই আন্দ্রেইয়ের পক্ষে যথেষ্ট। সে তাকে শিক্ষা দেয় নি, যে এখানে এমন অনেক শত্রু আছে যারা এই নবজীবনকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে।

পাকের এই মুখোশ খুলে যাওয়ার ব্যাপারটাতে নগর নির্মাণ ক্ষেত্রে একটা দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকে জানত যে শত্রুর অস্তিত্ব কোথাও না কোথাও আছে। কিন্তু এখানেই যে ও আছে ওদের মাঝখানে ধূর্ত বাকাবাগীশ ধরা ছোঁয়া দেয় না আর সৎকর্মীর মুখোশের তলায় আত্মগোপন—এ যে অবিশ্বাস্য! ওর বিষয়ে ওরা অনেক কিছু জেনেছিল। কোমসোমোলরা তাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে আন্দ্রেইয়ের কাছে ছুটে আসে, "ও ভদ্কা নিয়ে

ফাঁদ পেতেছিল" ও ত বলেইছিল যাকে তাকে যে 'যদি কেউ জান বাঁচাতে চাও বাবা তাহলে এখনই এখান থেকে কেটে পড়' 'ওই বুড়ো লোকটা, সেমিওন পোরফিরিচ, পাকের বন্ধু' সেমিওন পোরফিরিচও আমাদের সরে পড়বার জন্যে খুব উৎসাহ দিত।

কাতিয়া স্তাভরোভা বললে, "আমি এত রোমাণ্টিক হয়ে প্রতিফল পাচ্ছি। আমিই তো ঐ বুড়ো লোকটাকে শিবিরে নিয়ে আসি আর সেই কিনা শত্রু হয়ে দাঁড়াল।"

সেমিওন পোরফিরিচকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। পরের দিকে ও আর ক্যাম্পে প্রায় আসত না বলতে গেলে। আর বেশ কিছুকাল ধরে ক্যাম্পফায়ারেও আসছিল না। কিন্তু দেখা গেল অনেক কোমসোমোলের সংগে ও মাঝে মধ্যে এসে কথাবার্তা বলে গেছে। তাদের মধ্যে জন কয়েক আগেই পলাতক। গ্রীশা বলল কিভাবে ও ওকে সাবধান করে দিয়েছিল একবার। যত শীঘ্র সম্ভব সে যদি পালিয়ে না যায় তাহলে নির্ঘাত ও একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে। মনে হয় আরো যাদের রাতকানা রোগ হয়েছিল তাদেরও ও একই কথা বলেছিল।

আন্দ্রেইয়ের নিজের ওপর ঘেন্না হল। সে একটা আস্ত বোকা। কিভাবে পাক এবং বৃদ্ধ লোকটি ওর চোখ এড়িয়ে গেল! কোমসোমোলদের সংগে ও আরো খানিকটা গুরুত্ব নিয়ে কথা বলে নি কেন? তাদের শত্রু যে তাদের আক্রমণ করবার জন্যে কূটপদ্ধতি অবলম্বন করছে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয় নি কেন?

তার শ্রম তার অবদান নিয়ে সে একটা নিশ্চিন্ত আত্মতুষ্টির জাল বুনেছিল যখন নানাই অভিযানে, এখন দেখা গেল সে কত ভ্রান্ত! সেটা কত ভুল!

যেটা সবচেয়ে দরকারী ছিল সেটাই সে অবহেলা করেছে। সে কোনও সাফল্যই অর্জন করতে পারেনি। তার ওপর যে বিশ্বাস অর্পণ করা হয়েছিল সে তার প্রতি সুবিচার করে নি।

সে চেয়েছিল তার শাস্তি হোক। কিন্তু যখন সে গিয়ে নিজে হাজির হল মরোজভের কাছে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, "আমি একটি অকেজো নির্বোধ! আমি ওকে মাছে নুন মাখাতে সাহায্য করেছি আর আমি কোম-সোমোলদের পাঠিয়েছি ওকে মদৎ যোগাবার জন্যে। একবারও যাচাই করি নি কিরকম কাজ করছে ও। এ আমারই সম্পূর্ণ দোষ।"

আর তাই আন্দ্রেইয়ের যা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল তা বলল না। সে বলতে চেয়েছিল, "আমাকে একাজ থেকে সরিয়ে নিন। আমি এটা ঠিক চালনা করতে পারব না।"

একটা কঠিন কাজ ছেড়ে দেওয়া খুবই সহজ; কিন্তু সেটা আরও করা অনেক বেশি শক্ত। সে তখনও জানতে পারেনি যে জীবন তাকে কশাঘাতে

কষ্ট দিয়ে এমনি করে শিক্ষা দেবে। তার ওপর মস্ত বড় একটা দাবী দিয়ে এতটা চাপ দেবে। অপ্রত্যাশিত আঘাত হানবে আর প্রতি পদে তাকে অজস্র পরীক্ষার মধ্যে এনে ফেলবে।

দশ

ভোরবেলা থেকে শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। পৃথিবীর ওপর চলল বর্ষণের কশাঘাত অনেক বেলা পর্যন্ত। তারপর ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল যেন। শুধু ঝির ঝির করে চলল খানিকক্ষণ।

ক্লারা কাপলান বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। ছাতা খুলল। আর সাবধানে কাদায় পিছল রাস্তায় নামল।

"সুপ্রভাত। কমরেড স্থপতি শিল্পী!"

ওয়েনারের মুখ বৃষ্টি ভেজা। বাতাসের ঝাপটায় খানিকটা রুক্ষ। একটা খুশি খুশি ছেলে মানুষি ভাব।

"তুমি আর আমি একই সাজসজ্জার জন্যে কাজ করছি। মনে হয় আমি ভুল বলছি না কি বল?"

সে তার মাথার ওপর ছাতাটা মেলে ধরেছে। ছাতার সিলকের উপর বৃষ্টি একটা মধুর বাজনা বাজিয়ে চলেছে।

ক্লারা তাঁরা মুখের দিকে তাকাল সকৌতূহলে। এখন তাঁর দৃষ্টিতে একটা প্রাণবন্ত চাহনি। ক্লারা এর আগে কখনও দেখেনি। মাথায় চামড়ার একটা শক্ত টুপি (হেলমেট)। দেখে ওঁকে বৈমানিক বলে মনে হচ্ছিল।

"আপনি খুব ভোরবেলাতেই উঠে পড়েছেন," সে বলল।

"ভোর বেলা একটু বেড়ানো আমার অভ্যাস। কিন্তু তুমি এত ভোরে কেন বেরিয়েছ বলো তো? তোমাকে দেখলে, তোমার এই চালচলন দেখলে কেউ এখন সিদ্ধান্ত করবে না যে তুমি বৃষ্টিতে বেড়াতে ভালবাসো।"

"আমি সকালে কোনো লোকজনের সংগে দেখা করবার আগে বেড়াতে ভালবাসি।"

"তাহলে চলো দুজনে এক সংগেই যাই,"—উনি চামড়ার দস্তানা ঢাকা একটা হাত দিয়ে ছাতাটা ধরলেন। "আমাদের 'কুমীর' তো ভিমি যাবে কখন সে গিয়ে দেখবে যে তার আগেই আমি আপিসে পেঁছে গেছে।"

সে একটু আকৃষ্ট হয় ওয়েনারের ছেলেমানুষি ভরা কণ্ঠস্বরে। প্রহেলিকাময় ওয়েনারের চরিত্রের এ একটা নতুন দিক প্রকাশ হয়ে পড়ছে। কাদা জল ভেংগে ওরা এগিয়ে চলছিল। ওরা দুজনেই ছাতা ধরেছিল।

"এরকম আবহাওয়াও দেখছি আপনার অভ্যাসটা বদলাতে পারে না?" ক্লারা জিজ্ঞাসা করল। সে তার দপ্তরী ভাবার বাতিকটা ঠিক মনে করিয়ে.

দিচ্ছিল। আপিসি ছাঁচের কথাবার্তায় "এটা আমার অভ্যাস…।" "কেউ এমন সিদ্ধান্তে আসতে পারে না।" কিন্তু এখন এরকম বাগ্‌ভংগীতে সে বিরক্ত হচ্ছিল বরং বেশ একটু মজা লাগছিল।

"না," উনি সংগে সংগে উত্তর দেন। ক্লারার কণ্ঠস্বরে যে ঠাট্টার সুর ছিল সেদিকে তাঁর হুঁশ নেই কিন্তু। "একবার এরকম অভ্যাস তৈরি হয়ে গেলে সেটাকে একটা নিয়মে তৈরি করে ফেলতে হবে আর কোনো দিন সে নিয়ম ভংগ করা চলবে না। তাছাড়া এভাবে বেড়ালে আমি উপনিবেশ আর নগর নির্মাণের কাজটাজগুলো একটু পরিদর্শন করবার সুযোগও পাই।"

তিনি জিজ্ঞাসা করেন ওকে নতুন কোয়ার্টার পেয়ে সে বেশ খুশি তো। আর সে আর্ম চেয়ারটাও পেয়েছে তো।

সে জবাব দেয় তার কোনো কষ্ট নেই বেশ আরামে আছে। এমন কি বেশ তৃপ্তিদায়ক উষ্ণ পরিবেশ।

"তা গ্রানাতভের গ্রামাফোন তোমাকে বিরক্ত করে না ?"

"না ওটা আমায় বিরক্ত করে না বরং একটু অবাক করেই দেয়।" সংগীহীন গ্রানাতভ, সন্ধ্যার দীর্ঘ মুহূর্তগুলি কাটিয়ে দেয় ঐ সময়টা গ্রামাফোন বাজিয়ে ক্লারা তার পাশের ঘরখানাই দখল করেছিল। আর ওয়েনার তার উপর তলার ঘরে। অনিচ্ছুক শ্রোতা।

"আবেগ উৎসুক হৃদয় একটা," ওয়েনার মন্তব্য করলেন। "কেন তুমি লক্ষ্য করো নি ?"

ক্লারা কোনো কথা বলে না। শুধু তার কাঁধ দুটোতে ইংগিতময় ঝাঁকুনি দিলে। শুধু একবার আড় চোখে তাকাল ওয়েনারের দিকে। উনি কতটা জানতেন ? গ্রানাতভ এর আগে বিনীত প্রস্তাব দিয়েছিল ওকে আর ক্লারা বার বার তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন সে ওকে এড়িয়ে চলে—আর ওকে গ্রানাতভ কোনভাবেই আকৃষ্ট করে না। সে এ ধরনের ভারসাম্যহীন দুর্বলচিত্ত লোকদের একটু ভয় পায়। তার নিজের স্নায়ুবিক দেহকোষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তারা যেন একটা উত্তেজনার ঝড় তোলে। সব এলোমেলো করে দেয়। একমাত্র জিনিস এখন তার কাম্য, শান্তিতে চুপচাপ কাজ করে যাওয়া…। যথেষ্ট উত্তেজনা!

"এর ভেতর একদিন আমি তোমার সংগে একটু দেখা করব ভাবছি," ওয়েনার তেমনি ছেলেমানুষি গলায় বললেন, "আমি দেখতে চাই কিভাবে তোমার মত মেয়েরা ঘরোয়া পরিবেশে থাকে তোমাদের সেখানে কেমন দেখায়।"

"আমার মত মেয়েদের, বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন ?"

তিনি ওর দিকে তাকালেন আর একটু হাসলেন।

"অস্থির মেয়েরা, সব সময় যারা একটা নীতি মেনে চলে, সামান্য একটু-

খানি উস্কানিতেই তোমার সংগে ঝগড়া বাধিয়ে বসবে, সম্পর্কের মধ্যে একটা ফাটল ধরাবে।”

উনি খানিকটা মজা করে যেন কথাগুলো বললেন। কিন্তু ক্লারা এসব ব্যাপারের মধ্যে তেমন হাসি তামাসার কিছু খুঁজে পায় না। তখনই সে কিছু উত্তর দেয় না। শুধু চুপ করে থাকে। সেই কথাগুলো ওর মনে পড়ে, “তোমার ন্যায় নীতি তোমাকে একটা পাগলাগারদে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।”

“আমার যা বলার কথা তা হল এই,” শেষ কালে সে জানিয়ে দেয়। “যতই বোকার মত শোনাক, আমি বেশ কঠিন পথ দিয়েই আমার নীতির কাছে এসে পেঁৗছেছি।”

নীরবে উনি এই কথাগুলো শুনে ভাবতে থাকেন। এরই মধ্যে ওঁরা অফিসের কাছে এসে পড়েছিলেন আর বৃষ্টি একেবারে থেমে গিয়েছিল। ক্লারা ওর ছাতা বন্ধ করে দিল আর ওয়েনারের দিকে তাকাল; সংগে সংগে তাদের এই সামান্য বেড়ানোর আনন্দটুকু, ভোরবেলার এই সংগ লাভের খুশি-টুকু যেন নিমেষে মিলিয়ে গেল। আবার সেই কাজ।

“তোমার কি অনেক কিছু সমালোচনা করবার আছে?” উনি জিজ্ঞাসা করলেন। কণ্ঠস্বরে আপিসি কতৃত্বের একটা ভারিক্কি ভাব।

সে বুঝতে পারল, সে চাইল, খুব ইচ্ছে হল যে তাঁর এই নিরাসক্তিটাকে ভেংগে ফেলে। কিন্তু সে আরো তীক্ষ্ণ গলায় জবাব দিল। এতটা বোধহয় তার ইচ্ছে ছিল না।

“হ্যাঁ, মামুলি সমালোচনার চেয়ে আরো বেশী কিছু।”

“বোধহয় তুমি আমাকে সেগুলো শুনতে দেবে? আমি তোমার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকবো।”

“আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবো!” তার মনে হল আবার যেন সে খুব রুক্ষ হয়ে উঠছে। সে তাঁর পিছন পিছন তাঁর অফিসে যায়। ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে ফেলে তার ভিজে দস্তানা জোড়া আর ইচ্ছাকৃতভাবে বেশ তৎপর হয়ে বলে, “বেশ, তাহলে শুনুন।”

উনি শুনতে প্রস্তুত কিন্তু সে তখনই শুরু করল না। সে তার নালিশটাকে কিছুটা নরম করার জন্যে শব্দগুলি খুঁজছিল যেন ওদিকে এই চতুর—মনোযোগী শাসনকর্তাটির নিষ্পলক চাহনিতে বাঁধা পড়ে গিয়ে কোনো কথা উচ্চারণ করাই যেন তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ যখন ও একা ছিল তখন যেন কত সহজেই তার মনে সেসব বাক্যের উদয় হয়েছিল।

“বুঝলেন এগুলো নেহাৎ আমার সাময়িক মতামত।”

“আর বোধহয় আমি একটু রুক্ষ আর বিশৃংখল ভাবেই তা প্রকাশ করছি।”

ঠিক আছে। আমার চেয়ে তুমি জিনিসগুলো ভাল বুঝবে। আমার পদাধিকারবশতঃ আমি মানুষকে একটু উঁচু থেকেই দেখি, কাপ্তেনের সেতুর উপর থেকে, অথচ তুমি দেখো ঠিক তোমার পাশ থেকে।"

সে অবাক হয়ে যায়। কেন তাকে এসব জিজ্ঞাসা করছেন তিনি? যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্যে? অথবা "তারপর মেয়েদের" পক্ষে "অস্থির মেয়েরা" "যারা নীতি মেনে চলে"—তাদের পক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে কি কি নালিশ আনা সম্ভব উনি তা জানবার জন্যই কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন? কারণ যাই থাক উনি যা জিজ্ঞাসা করছেন তাই জানতে পারবেন।

"এ সেই কাপ্তেনের সেতু, যা আপনার পক্ষে অসাফল্য। আমাদের যুগে কাপ্তেনকে তার নাবিকদের মত জীবন কাটাতে হত, আর আপনি তা আপনার সেই সেতু ছেড়ে এগিয়েই আসেন না।"

"বোধহয় তাই, কিন্তু যখন আমি কোনো কিছু পরামর্শের জন্য নাবিককে জমায়েত করেছিলাম—যাদের তুমি নিজেই বেছে নিয়েছিলে, হয়ত তোমার মনে আছে—আমিই তাদের সমর্থন করেছিলাম তুমি নও। "সে পরাজয় স্বীকার করল না।" আহা, সেই ভাগ্যহীন পরামর্শসভা। সেটাই আমার প্রধান সমালোচনার বিষয় অথবা অন্যতম একটি নালিশ। আপনি হাভেভাবে প্রথমটা এমন দেখালেন যেন আমাকে এবং মরোজভকে সমর্থন করছেন কিন্তু পরে ঠিক তার বিপরীত করলেন।

"আমার কতকগুলো কারণ ছিল," ওয়েনার বললেন, ব্যাখ্যা করবার কোন প্রয়োজন মনে করলেন না। "তোমার আর কি বলার আছে?"

ও একটু হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তাঁর প্রভুত্বব্যঞ্জক হাবভাব যেন ওর সমস্ত আত্মবিশ্বাসকে কেড়ে নিল। সে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছিল। বেশ গুছিয়ে। একটা ভাবনা সম্পূর্ণ প্রকাশ হবার আগেই সেটাকে ফেলে দিচ্ছিল। অসংলগ্ন চিন্তাধারা।

"আপনি আপনার নির্ভুলতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় নিশ্চিন্ত। আপনার অধীনস্থ মানুষের সঙ্গে আপনি নিজের একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলছেন। আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলব, আপনি মানুষের অবস্থার বিনিময়ে তাদের শুধু বোকাই বানিয়েছেন। তারা অকপটে বিশ্বাস করেছে যে আপনি একজন দক্ষ সংগঠনকারী নেতা। কখনও কখনও আপনার ভূমিকায় আপনি ভাল অভিনয়ই করেন। কখনও কখনও তা নিতান্ত বিরক্তিকর। আপনি মানুষের উদ্দীপনা জাগাতে সমর্থ হয়েছেন কিন্তু আপনি তাদের সে উদ্দীপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। বোধহয় আপনি তা বাঁচিয়ে রাখতে চান না—তার চেয়ে ভাল মনে করেন ব্যাপারগুলোকে শুধু—কোনমতে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে আপনি আপনার চারপাশে যথেষ্ট খাঁটি লোকেদের আসতে দেন নি। তাই অনেক শুভ-আরম্ভ স্বৈরাচারী

সংগঠনের পঙ্কিল সলিলে অচিরেই সমাধি লাভ করে। কেরানী আর যত ঘাটের মড়া কর্মবিশারদ। বুড়ো হাবড়ার দল। আপনি আসল পরিস্থিতিটা চোখ মেলে দেখেন না। আপনি যদি আপনার আকাশকুসুম আর ভ্রান্তির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন তাহলে আপনি এটা উপলব্ধি না করে পারবেন না যে শাসনকর্তা বা পরিচালক হিসাবে আপনি একটি মস্তবড় ব্যর্থ পুরুষ। উলংগ রাজা!"

"বাঁচাও! আমি বরফ চাপা পড়েছি!" আর বলতে বলতে ওয়েনর্গার তাঁর দুহাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরলেন। যেন কমিক করছেন। এতক্ষণ শ্লেষের হাসিটুকু ঠোঁটের কোণে লেগেছিল। উনি শুনছিলেন। মনে হচ্ছিল এ মেয়েটির বিচার উনি খুব কমই গায়ে মাখছিলেন। ক্লারা তবু আশা করে উনি প্রতিবাদ করবেন। আক্রমণ ফিরিয়ে দেবেন।

"আপনার ঐ লোকজনদের সংগে দেখা করার সময়টার কথাই ধরা যাক," ও কিছুটা উদ্ধতভাবে বলল, "ওপর থেকে দেখতে খুব চমৎকার। সকাল, বিকেল আর রাত। এসো প্রশ্ন করো, নির্দেশ নাও। কিন্তু সেটা শুধু ওপরেই। আসলে কোমসোমোলের দল-নেতারা আপনার কাছে পৌঁছতেই পারে না। তাদের আপনার অপিসে আসবার অনুমতি দেওয়া হয় না। ঐ ক্রোকোডাইল আর কোশেনার—বেশ পরিচ্ছন্ন দাড়ি কামানো দুটি শিখণ্ডী ঐ চশমা নাকে দমকলটি—তারাই কোমসোমোলদের সংগে দেখা করে, কথা বলে, আর তারাই একমাত্র একটা প্রভাব বিস্তার করে দেয় কিভাবে সংগঠনের কাজ-কর্ম চলবে। চূড়ান্ত অবস্থার উদয় হলে কোমসোমোলদের গ্রানাতভের কাছে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়।"

"তা এতে ভুলটা কি হচ্ছে?"

"গ্রানাতভ এমন কি সরবরাহ ব্যবস্থার কাজও চালাতে পারে না।"

"তুমি কি মনে করো আমাদের অবস্থায় পড়লে তুমি এই সরবরাহের কাজ-টাজ চালাতে পারবে?"

"ও: ওই অবস্থার কথাটথা বন্ধ করুন। এ কথাটা সাধারণত: ব্যবহার করা হয় লোকের চোখের ওপর ধোঁয়া তৈরি করার জন্যে। অবস্থা! অবস্থা! আপনারা সত্যি যদি কাজ করতেন আর ভালভাবে দেখাশোনা করতেন তাহলে এই অবস্থা বা পরিস্থিতির অর্ধেকটা অন্তত এড়িয়ে যাওয়া যেত। হয়ত আমি সরবরাহের কাজ চালাতে পারে না কিন্তু আমি অন্তত সন্ত্রাস সৃষ্টি হতে দিতুম না আর গ্রানাতভ সেটাই করেছে। ও আর কিছু নয় এক রাশ উত্তেজনা। সব সময় ও যুবকদের হতাশ করে দেয়—যখনই তারা ওর কাছে আসে। আর উৎপাদন সমস্যার কথা বলতে গেলে—ও সে ধার দিয়েই যায় না, সব সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।"

"আর তার তাই করা উচিত কেন না সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচের ওপরেই তার ভার দেওয়া হয়েছে।"

"বাঃ চমৎকার লোকের ওপর ভার দেওয়া হয়েছে! একটি শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট নির্বোধ। সবাইকে সন্তুষ্ট করতে চায় তাই কাউকেই খুশি করতে পারে না। আপনি নিজেই এটা দেখতে পারেন ওর কী যোগ্যতা আছে। আপনাকে কারা ডাকছে? কারা অপেক্ষা করে আছে? একবার সেই সাক্ষাৎকারের ফর্দটা দেখুন। ইঞ্জিনিয়ার ফোরম্যান আর পরিদর্শক এঁরা; উনি যদি তাঁদের সমস্যা সমাধান করতে পারেন তবে তাঁরা আপনার কাছে আসেন কেন বলুন?"

ওয়েনার ভ্রূকুটি করলেন। আর যেন ওঁর এই ইণ্টারভিউটা মজার লাগছে না। উনি যেন নালিশের এই প্রবল তাড়নায় খানিকটা বিচলিত মনে হচ্ছে।

"একটু অপেক্ষা করো। তুমি সত্যিই মনে করো আমার সাক্ষাৎকারের মুহূর্তগুলো নিছক লোক দেখানো পরিচালনা বা কর্তৃত্ব আর তার বেশি কিছু নয়?"

"আমি নিশ্চয়ই তাই মনে করি।" ক্লারা প্রচণ্ডভাবে বলল। যদিও বাস্তবিক সে তা মনে করছিল না। একটু সৌজন্যের ভাব জাগল ওঁর। আবার শুরু করল। "সবটা অবশ্য নয়। আমি শৃংখলা আর দক্ষতার কথাও বলছি। কিন্তু কিছু কিছু লোক তাদের সমস্যা সাত মিনিটে বলতে পারে আর অন্যরা তা পারে না। কোনো একজন হয়ত দেখা করতে এসেছে। তার বক্তব্য শুরু করার আগেই আপনি ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখেন। আর যারা লাইনে অপেক্ষা করে আছে! আর ঐ কুমীর! আমি বলছি না লোকেদের সময় মত না দিয়ে এলোমেলো ভাবে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে। তবে আপনার সংগে সাক্ষাৎকার ওই পবিত্র সময়টা আমাকে যেন খানিকটা বমি পাইয়ে দেয়!" সে হাসল, "পবিত্র থেকে পবিত্রতম এক মন্দিরে প্রবেশ! আপনি যদি শুধু নিজে একবার এটা দেখতে পেতেন ওই মোটকা সোলোদকভকে দেখলে এত বেশী ভয় করবে যে ও এমন কি ওর ভুঁড়ি দিয়ে আপনার দরজাটা আটকে দাঁড়ায়।"

ওয়েনার ওর কথার তোড়ে বাধা দেয়।

"তুমি খুব বুদ্ধিমতী, কমরেড কাপলান; আমি খুব দুঃখিত আমি নিজে এত সব দেখতে পাই না। আমার একমাত্র সান্ত্বনা যে তোমার মত লোকেরা, আমাদের মধ্যে যে দূরত্বটা আমি রেখেছি সেটাকে বোঝে না বা শ্রদ্ধা করে না। আর একবার যদি সোলোদকভ তার ভুঁড়িটা টেনে ধরে তাহলে সেটা কি খুব খারাপ?"

ক্লারা কোনো উত্তর দেয় না। সে বুঝতে পারল যে সে ন্যায়নীতির

ব্যাপার থেকে আলোচনাটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে কত্তকগুলো গৌণ ব্যাপারের দিকে।

"না সেটা আমার বক্তব্য নয়," সে বলল, "আমরা একটা অপূর্ব পরিকল্পনাকে সার্থক করতে ব্যস্ত—আর এ পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের এখানে যেসব লোক রয়েছে তারাও অপূর্ব। কিন্তু আমাদের পরিচালন বিভাগটি অত্যন্ত বাজে। আমাদের কাজের মধ্যে কতৃত্ব বিভাগের কারণেই অনেক মূল্যবান কর্মের সূচনা অংকুরে বিনষ্ট হয়।"

"তুমি অতিরঞ্জিত করছ ক্লারা।"

"আপনি নিজেই আপনার চারপাশের লোকদের দিকে দেখেন না। আর আপনি যদি চান,"—সেও একটু কৌশল অবলম্বন করবার চেষ্টা করে, "আপনি যদি চান তবে আপনাকে আমি বলব আপনার মধ্যেই সমস্ত পাপের ও অন্যায়ের মূল নিহিত। আপনি আত্মসর্বস্বময় স্বয়ংসম্পূর্ণ। আপনি কারো কথা শুনতে চান না। আপনি কোমসোমোলদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছেন। পার্টি সংগঠনের ওপরে আপনি নিজেকে স্থাপন করেছেন। আপনার মনোভাবের সমস্ত সমালোচনাকে আপনি অবজ্ঞা করেন। সেই সব সহ্য করতে পারেন না। পার্টি কর্মিটির কাছে আপনি আপনার কাজকর্মের যেসব রিপোর্ট দাখিল করেন তা নিছক দায়সারা গোছের, শুধু আপনার বিবেকের ওপর একটুখানি মলম লাগান। আপনি ভুলে যান, যতই কর্মবীর তিনি হোন, তিনি কখনই এমন বিপুল একটা কর্মভার নিজে একা সামলাতে পারেন না।

দম নেবার জন্য সে একবার থামল। ওর তপ্ত হৃদয় বেদনার ভারে দারুণ উত্তেজিত আর বিক্ষিপ্ত। যন্ত্রণায় তার সমস্ত মন দিশাহারা। এবারেও চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দেয় ক্লান্তিতে। অপেক্ষা করে তাঁর প্রত্যুত্তরের।

উনি চোখ বুজে বসেছিলেন।

এক মুহূর্তের জন্য সে তাঁর জন্য দুঃখ বোধ করল। সে একটা সহানুভূতির উদ্বেল তরংগের অভিঘাত অনুভব করে। ও লক্ষ্য করল তাঁর মুখে চরম একটা ক্লান্তির ছায়া। কিছুক্ষণ আগে ওঁর মেজাজটা ছিল ছেলেমানুষির আবেগে খুশি খুশি। ওর মনে পড়ল। কতক্ষণ আর? আধঘণ্টা আগে কি? ওর ইচ্ছে হচ্ছিল বলে, আমি দুঃখিত। আমি একটু অতিরঞ্জিতই করেছি কমরেড ওয়েনার।"

হঠাৎ যেন সবকিছু ধসে পড়ল।

উনি খুব সতর্কভাবে—ততটা খোলাখুলি নয়, আধবোজা চোখের পাতার ভেতর থেকে—ওঁর হাতঘড়িটার দিকে দেখলেন আর একটা শুষ্ক নিস্তেজ সৌজন্যে বললেন, "তোমার সমালোচনার জন্য ধন্যবাদ। তোমার সংগে তর্ক করবার চেষ্টা করব না। তুমি নিজেই বলেছ তোমার এই সব মতামত

পরীক্ষামূলক। তোমার মত মেয়েরা প্রায়শই এরকম অতি কল্পনার আতিশয্যে চঞ্চল।

ক্লারা একটা স্কুলের মেয়ের মত লাল হয়ে ওঠে লজ্জায়।

"পরীক্ষামূলক মতামত।" "অতি কল্পনার আতিশয্য।" কুমীরকে দেখা গেল দরজার কাছে। ক্লারা ওর দিকে এমন প্রচণ্ডভাবে কটমট করে তাকাল যে সে সংগে সংগে দরজাটা ভেজিয়ে উধাও।

"আমি তোমার সংগে কথা বলে খুশি হয়েছি। যদিও তুমি আমাকে একেবারে খোলাখুলি উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করেছ," ওয়েনার বললেন, আর এবার সোজাসুজিই হাতঘড়ি দেখলেন।

সে সমানে তার অবমাননা ও পরাজয়ের সংগে লড়াই করে যাচ্ছিল। তাকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করছিল!

"আমি শুধু এই আশায় কথাগুলো বললাম যে তাতে হয়ত আপনার কিছু উপকার হবে। তা না হলে আমি এত স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলব কেন?"

ওয়েনার ওকে দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দেন। আর বিদায় দেবার সময় তার উষ্ণ হাতে বেশ জোরে একটু চাপ দিলেন।

"তোমার স্পষ্ট কথায় আমার কোনো আপত্তি নেই," তিনি বললেন।

উনি কিছুই বুঝলেন না সে যা বলল। তিনি কিছুই গ্রহণ করলেন না। উনি তাঁর আপিসের বাইরে ওকে পার করে দিয়ে এলেন যেন সে একটি চুল-বুলে কলবলে শিশু।

এগার

ঘরখানায় সাজানো রয়েছে একটা বিছানা একটা পোশাকের আলমারী একটা ছোট টেবিল জানালার ধারে আর তার পাশে একটা বড় নিচু আর্ম-চেয়ার। ক্লারা জামাকাপড় না ছেড়েই নিজেকে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিল।

আজ সারা দিনের অসংখ্য প্রতিক্রিয়া ওকে হজম করতে হয়েছে। "তাদের কমিয়ে এনেছে সাধারণ ভগ্নাংশের হরের" মধ্যে। তার সন্ধ্যেটা এমনি মনে হচ্ছিল। সারাদিনের কাজ কর্মের হিসাব নিকাশ করে এখন একটু গুছিয়ে নিচ্ছিল নিজেকে। নেতৃস্থানীয় পার্টির সদস্যরা সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। এর থেকে সে অনেক কিছু আশা করেছিল। আর মরোজভ? তিনি আরও অনেক কিছু আশা করেছিলেন তিনি আরও পরিষ্কারভাবে আরো সংযতভাবে নিজের ক্ষমতাকে তুলে ধরতে সক্ষম ছিলেন। আর সে জন্যেই আরো দৃঢ়তার সংগে তাঁর সেই মতামত প্রকাশ করেছিলেন। সেইসব মতামত ক্লারার মনের ভেতর বিক্ষোভ সৃষ্টি করছিল। কিন্তু এখনও সেগুলো নির্দিষ্ট আকার নিতে পারেনি। যেসব লোকের ওপর নগর নির্মাণের কাজের

ভার দেওয়া হয়েছিল তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। এইসব উদ্যমশীল কোমসোমোলদের পরিচালনা করবার কোনো যোগ্যতাই তাদের ছিল না। উল্টে তারা এদের পিছিয়ে দিয়েছিল। আর তাই তারা ছিল সমস্ত অগ্রগতির পথে বাধা। "কিছু কিছু কমরেডের মতে তাদের যে কোনও কাজ করবার শক্তি যে কোনো অবস্থার মোকাবিলা করবার সাহস শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিত বলে প্রমাণিত হয়েছিল।" এই আত্মতুষ্টি কেবলমাত্র আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির জন্ম দেয়নি পরন্তু শত্রুর কাজকর্মের একটা উর্বর ক্ষেত্রও প্রস্তুত করে দিয়েছিল।

"তোমার দিক থেকে ভালই হয়েছে······ঠিক তাই।" ক্লারা নিজের মনেই ফিসফিসিয়ে বলেছিল। তাঁর বক্তৃতায় কোনো ব্যস্ততা ছিল না। সে শুনছিল। নানারকমের মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল ওর স্মৃতিতে। উনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রদ্ধার শ্রেণীতে গণ্য হতে পারেন। যাঁদের ও বলত "খাঁটি লোক।" ওঁকে দেখলে ওর সেই পেতিয়া আইভানভের কথা মনে পড়ে যায়। পেতিয়া একটাও ফালতু কথা বলত না। কখনও মাথা গরম করত না। সব সময় শান্ত আর কাজ আদায় করে নিতে বদ্ধপরিকর। যেমন দৃঢ়চেতা তেমনই আপসহীন।

গ্রানাতভ চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিল। তার মন আর প্রতিভাকে প্রশংসা না করে সে পারেনি। সে আসন্ন শীতের কথা বলেছিল। তার সব সময় ঠিক যুক্তি দিয়ে ছিল কথা বলা। তার প্রস্তাবগুলি ছিল দুঃসাহসিক ও গুরুত্বপূর্ণ যত ছোটই হোক কোনো অনুপুঙ্খকে সে এড়িয়ে যায়নি। পরিকল্পনা, তারিখ, কে কখন কোন কাজের ভার নেবে সব ছকে বাঁধা নিখুঁত। পরিষ্কার বোঝা যায় ও একজন জাত পরিচালক। আজ তার চালচলনে সে কোনোরকম স্নায়বিক উত্তেজনা প্রকাশ করে নি। বোধ হয় এই জন্যই গ্রানাতভ সর্বোপরি তার চিত্ত জয় করেছিলেন। সে তাঁকে প্রশংসা না করে পারেনি। করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করেছে। আর থেকে থেকে তিনি গোপনে তারদিকে সকৃতজ্ঞ কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। ওরা এক সঙ্গেই বাড়ী ফিরেছিল। তাঁর কাজ নিয়ে কথা বলতে বলতে দুচোখে ফুটে উঠছিল একটা প্রেরণার দীপ্তি। খুশিতে উপচে উঠছিল নির্মাণকারী হিসাবে সাফল্য। তাঁর কথার মধ্যে কোন জিনিসটাকে ক্লারা মোটেই পছন্দ করেনি? সে তা প্রায় জানতই না, কিন্তু সহসা সে তাঁকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর দিকে সে তার মনের দরজাটাকে বন্ধ করে দিয়েছিল। যেমন একই ছাতার তলায় সেদিন সকালে একসঙ্গে বেড়ানোর শেষে সে ওয়েনারের দিক থেকে নিজেকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল।

বিছানায় উঠে বসল ক্লারা। আর মনে মনে সমস্ত ঘটনার, যা যা ঘটেছে তার একটা খতিয়ান শুরু করে দিল। গ্রানাতভ সরবরাহের বিষয় কথা

বলছিলেন। তাদের কাজের শৈথিল্য। বাস্তব ঘটনাগুলিকে ঠিক ঠিক দেখতে পাবার অক্ষমতা। উনি ভালই বলেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ক্লারা দেখতে পেয়েছিল ওয়েনার তার দিকে একটা উত্তেজিত মনোযোগ আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছেন। সে আলোচনায় এতটা মগ্ন ছিল যে সেই মুহূর্তে ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে নি। কিন্তু এখন সেটা তার মনে পড়ল। স্মরণ হল যে গ্রানাতভের সংগে বাড়ীর দিকে হেঁটে আসতে আসতেও তার একবার এ কথাটা মনে হয়েছিল।

ওয়েনার যে অতটা বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন সেটা কি নিয়ে? ওয়েনার গ্রানাতভের অনেক জিনিস ক্ষমা করেছিলেন কারণ তিনি তাঁকে খুব প্রশংসা করতেন আর ভালবাসতেন। তবে সে নিশ্চয়ই জানত যে তাঁর কতকগুলো জিনিস ওয়েনার ক্ষমা করতে পারবেন না। গ্রানাতভ খাবারোভস্কে দুবার অভিযান চালিয়ে ছিলেন, প্রথমবার সেখানে গিয়ে এক মাস ছিলেন, আর তবুও সরবরাহের ব্যাপারে খুব সামান্যই সাফল্য অর্জন করেছিলেন। দ্বিতীয় দফার অভিযানে তর্জন গর্জন আর কড়া কড়া বক্তৃতা, কিছু লোককে আদালতে নিয়ে গিয়েছিলেন, কতকগুলো লোককে উত্তেজিত করেছিলেন, যথেচ্ছভাবে সরকারী সমালোচনা নিন্দার ছড়াছড়ি, কিন্তু এ সবেরই ঢের দেরী হয়ে গিয়েছিল। যদি গরমকাল হত তাহলে হয়ত···।

ক্লারা একটা সিগারেট ধরালো। সে তার বুকের গুরু গুরু কাঁপুনির শব্দ শুনতে পেল। সে তার চিন্তাস্রোতের শব্দ শুনছিল কান পেতে মনের গহনে। না এ সম্মেলনে সে সন্তুষ্ট হয়েছিল। অপরপক্ষে, তাকে একেবারে এলোমেলো করে দিয়েছিল। কোনো কিছুই শেষ পর্যন্ত স্থির হয় নি। তার ভাবনা যেন স্বেচ্ছায় এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, কতকগুলি মুখ, কিছু কথা আর কিছু আভাষের ওপর দিয়ে এলোমেলো ভাবে ঘুরতে ঘুরতে তার ভাবনা এসে থামছিল সেই একই কেন্দ্রে সব কিছুর মধ্য বিন্দুতে সেখানে শুধু ওয়েনার! ওয়েনার। "এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে যথেষ্ট মনোবলের পরিচয় দিতে পারি নি। কিন্তু তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি যে আমি আরো দাবী করে যাব, কাজ আদায়ের কঠিন নিয়ম চালু করব; আমি ইচ্ছা করি আমি আরো নির্মম হাতে শাসনের ভার নেবো।" সম্মেলনে উনি দেরী করে এসেছিলেন। খুব ছোট আর ভয়ানক বন্য রকমের প্রচণ্ড বক্তৃতা ছিল ওঁর। একজন এমন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বক্তৃতা যিনি ধরা ছোঁয়ার অতীত। যেন সকলের মুখের ওপর একটা ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা। ওয়েনার ঠিকই বলেছিলেন। তবে সেটা আংশিক সত্য। তিনি উপলব্ধি করেন নি যে এই লোকগুলো তাঁর প্রভুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আর এখনও ওঁকে ভালবাসে। আর তারা ঐকান্তিক ভাবে তাঁকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে চায়। তিনি ওদের সাহায্য গ্রহণ করবেন না। তিনি

এমন একটি আপন জনের অনেক উর্ধ্বে। বক্তৃতা যখন তিনি করেছিলেন তখনও তিনি যেন সবার উপরে, একা। একক।

ঠিক সময়মত কুমারীকে দেখে গিয়েছিল দরজার কাছে। তাঁকে ফিস ফিস করে ডেকেছিল। সম্মেলন শেষ হবার অনেক আগেই উনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। যখন গেলেন তখন সবাই মুখ খুলল। প্রচণ্ড তর্কের ঝড় উঠল। কমিউনিস্টরা বিজয়লাভের সংক্ষিপ্ততম সর্বোত্তম পথে চলার চেষ্টা করছিল। ওয়েনার ফিরে এলেন না।

ক্লারা একটা সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিল—আর একটা জ্বালল। ও যেন কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে এই দীর্ঘকায় নমনীয় উদামশীল মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছিল। নিজের ঘরের ভেতর নির্জনে পায়চারি করছেন। এসব ভেবে তার কি কাজ হবে? কিন্তু একটা অবর্ণনীয় অনুভূতি অনুক্ত সম্পর্কের বিচিত্র অনুভূতি তার মনকে তোলপাড় করে। তাঁর চলাফেরা···তাঁর শরীরের সেই খানিক নুয়ে পড়া···কপালের ওপর কুঞ্চিত বলিরেখা···কে? কার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন ইনি বার বার?

সে তার ঠাণ্ডা দুহাত ঘষতে থাকে। ভাবনার আগে কিসের একটা পূর্বাভাষ জেগে ওঠে। সে তার মুখ লুকোয় বালিশের ভেতর। আমি, না না আমি তেমন হতে চাই নে! কিন্তু সেই ভাবনাটা যেন ফিরে ফিরে আসে। দুলতে থাকে মনের আশে পাশে। একজন রোগা নুয়ে পড়া লোক ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে। একটি কণ্ঠস্বর যেন বলছে, "তুমি আমার ওপর খুব ভাল একটা ধারণা জন্মে দিয়েছ। আমি ঝুঁকি নোবো···।" এমনি করে নিচু হয়ে কথা বলার ভংগী, এ যেন তার অনেক চেনা এই প্রভুত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর। এঁকে কি ও আগে কোথাও দেখেছে?

হঠাৎ ওর ভাবনা ছিন্ন করে একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে সে দেখতে পেল। সে একটা নাট্যশালার আসনে বসে আছে। একটা পুরুষ মূর্তি তার ওপর ঝুঁকে আছে। আর কোমল অন্তর্ভেদী কণ্ঠস্বর বলছে, "তোমার হাতে আমি আমার নিজের স্বাধীনতাটাকে সঁপে দেবার ঝুঁকি নোবো। তুমি আমায় নাও।" এই লোকটি ছিল লেভিৎস্কি।

সে কেঁদে উঠল। এই কান্না যেন বিচিত্র বর্ণের নামের এক রেখাচিত্রে রূপান্তরিত হল সে তার চোখ বন্ধ করল। দাঁত দিয়ে সিগারেটটাকে চেপে ধরল। একটি মুখকে সে যেন তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। যে মুখ সে মনে করতে চায় না। লেভিৎস্কির মুখ। আর এখন যেন সেই মুখেরই এক দোসর খুঁজে পেয়েছে আর একজন মানুষের মধ্যে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। এ সত্যি নয়। তারা মোটেই এক রকমের নয়। ওদের মধ্যে কোনো দিক থেকেই সাদৃশ্য নেই। হায় হায়, এবার যে ওঁর সংগে কাজ করাই ওর পক্ষে অসম্ভব হবে।

"তোমার মধ্যে রয়েছে একটা অতি পরিণত কল্পনাশক্তি···তোমার মত যেসব স্ত্রীলোক আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।"

যখন সে লেভিৎস্কিকে ছেড়ে আসে সে তাকে বলেছিল "তোমার আদর্শ তোমাকে পাগলাগারদে পেঁছে দেবে!" ওরা একসঙ্গে ছিল মোটে ছ'মাস, কিন্তু এই ছ মাসের মধ্যেই সে আবিষ্কার করেছিল তার স্বরূপ, কনট্রোল কমিশনে তার নামে অভিযোগ করেছিল।

সে তাকে ভালবেসে ছিল। হ্যাঁ সে ভালই বেসেছিল। এখনও, তিন বছর বাদে, তার কথা মনে পড়লে যেন বরফের উপর আবছা একটা প্রতিবিম্বের মত তার মনে একটা কিসের আবেগের সঞ্চার হয়। ওর মনের ভেতর এই ভালবাসাটাকে সে হিমার্ত করে রেখেছে। তার মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করে জিততে গিয়ে তাকে কী যন্ত্রণাই না ভোগ করতে হয়েছে। আজ তিন বছর বাদে। হয়ত সেই যন্ত্রণা তত তীব্র আর নেই, সেটা কমতে কমতে ক্রমে একটা ভোঁতা বেদনার রূপ নেয়—অসার একটা অনুভূতি!

ক্লারা একপাশ ফিরে বালিশটা চেপে ধরে। ওর হৃদয়ের এই যন্ত্রণাকে থামাতে চায়। সিগারেটের নীল ধোঁয়াটা বাতাসে মিলিয়ে গেল না। ভারী আবহাওয়ায় কেমন যেন ঝুলে রইল। যদি সেই ছোট ঘরখানায় পাঁচটা কি ছটা সিগারেট খাওয়া যায় তাহলে গুমোট আবহাওয়ায় ঘরখানি ভরে যাবে আর তখন নিশ্বাস নেবার মত কিছুই থাকবে না। দেয়ালগুলো যেন ওর কাছে এগিয়ে আসছে মনে হল। কড়িকাঠটা ক্রমশঃ নেমে বুকের উপর চেপে বসতে চায়। প্রতিবার নিশ্বাস নিতে গিয়ে যেন আরো আরো কষ্ট হয় দম নিতে। ক্লারা তার বুকের ভেতর ঢিপ্‌ঢিপ্ শব্দটা শুনতে পায়। জোরে, জোরে আরো জোরে।

"তোমার আদর্শ তোমাকে পাগলাগারদে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে।" ওর বলা উচিত ছিল "করবে"। সেই সময়েই সে সব প্রথম তার ব কে ব্যথাটা অনুভব করেছিল। সন্দেহ নেই এ বেদনার উদ্ভব হয়ে ছিল ক্লারার স্নায়ুর ওপর প্রবল চাপ পড়ার ফলে। আজ এতদিন ধরে ওর মনের ভেতর অনেক অনেক দুর্ভোগের ঝড় বয়ে গেছে।

আদর্শ। ন্যায়। নীতি। ছ'মাস ধরে লেভিৎস্কি তার কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে যে তার অসহিষ্ণুতাটা হাস্যকর, অবাস্তব, উদ্ভট, স্নায়ুবিক বিরক্তির ফল। এটা শুরু হয়েছিল ওদের জীবনের প্রথম দিকে। একসঙ্গে থাকার শুরুতেই। এই জিনিসটা তাঁর প্রথম রাত্রিগুলির দুরন্ত উল্লাসের ভেতরই নিষিদ্ধ-প্রবেশ করেছিল। দূরাগত কোনো বিপদের তীব্র সংকেত ধ্বনির মত। ক্লারা সঙ্গে সঙ্গেই এই সংকেতের অর্থ বুঝতে পারে নি। নরম হাতে সে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল এই অচেনা বিপদকে। "আমি

ওই ভাদিম ওজেরভকে মোটে পছন্দ করি না। ওকে আর এখানে আসতে প্রশ্রয় দিও না।" লেভিৎস্কিও যেন ঠিক এমনি একটু আলতো হাতে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। "কিন্তু সে আমার বন্ধু প্রিয়তম, ওকে একটু ভালভাবে জানবার চেষ্টা কোরো, চট্ করে একটা সিদ্ধান্তের উপর লাফিয়ে পড়ো না।" সে ওকে ভালভাবে জানত; সে শুধু জানবার জন্যে বড় বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছিল। তার স্বামীর সমস্ত বন্ধুর মত। কি ওজেরভ? ঐ রোগাপটকা বেঁটে জানোয়ারটা? মাথাটা অবশ্য রোমানদের মত বেশ চমৎকার আর গল্প গুজব করবার সেই অপূর্ব প্রতিভা। সব সময়ই এটাই তার উদ্দেশ্য হাসিল করত। সে ওদের বাড়ীতে এসে ঢুকত এমন ভাবে যেন এ তারই দখলে। ওই মালিক। খুব জোরে হাসত। খুব বেশি রকম আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে হাঁটত, চলত। খোসামুদে রামপ্রসাদ। স্তবে স্তুতিতে অদ্বিতীয়। "ওর মত চমৎকার ছেলে হয় না, অসাধারণ," লেভিৎস্কি বলেছিল। "বেশ একটা সরল আর মৌলিক মন আছে ওর। খুব বড় একজন দার্শনিক হতে পারত।" "হতে পারত?" তা হতে বাধা দিয়েছিল কে? ও আর লেভিৎস্কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে করে কাটিয়ে দিত। তার বোন ক্লারাকে খানিকটা মুগ্ধ করেছিল; ওরা যেসব বিষয় নিয়ে কথা বলত ও তার সবটুকু বুঝত না আর এতেই আরো বেশি করে সে তার স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে লাগল। কত জ্ঞান কত বিদ্যা আর এমন দার্শনিক আলোচনা করতে পারেন। সে মনে মনে ভেবে স্থির করল সে একটি গণ্ডমূর্খ আর তার মূল্য এঁদের জীবনে অকিঞ্চিৎকর। কেন না ওঁরা কথা বললেই ঘুমে তার চোখ টেনে আসে। সে ওসব কিছু বোঝে না। কিন্তু অচিরেই তার ভীতির জায়গায় এল কিসের একটা অনুমান। সে তাদের আলোচনার একটা অচেনা আভাষ যেন অনুভব করে। বিদ্যাবত্তার সেই আবরণটা তার পায়ের কাছে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গুঁড়িয়ে গেল। ক্লারা কথাগুলোর শক্ত খোলার ভেতর দিয়ে শাঁসে গিয়ে পেঁৗছে ছিল। নৈরাশ্যবাদী আর প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গীর সেই সারাংশ যার মধ্যে সব রকম দার্শনিক সমাজ ব্যবস্থার টুকিটাকি মিশেলি দেওয়া হয়েছিল—প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বের একটা পাতলা আবরণ যাতে বানানো যায়।

এবার আর তার নিজেকে নিষেধ আর অকিঞ্চিৎকর মনে হয় না। সে এমন একটা কিছু উপলব্ধি করে যা সম্পূর্ণ আলাদা। "দেখো ও তোমার মনকে বিষিয়ে দিচ্ছে," ও একদিন লেভিৎস্কিকে বলে। "তুমি নিজে এতটা অন্ধভক্ত হয়ে পড়লে ওর, তোমাকে দেখে আমার লজ্জা হচ্ছে।"

ওদের তর্ক শেষ হয় যখন ওরা তর্ক করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ভালবাসতে ওরা ভুলে গেল। যখন ওর মন একটু নরম থাকত সেই নমনীয় মুহূর্তগুলিতে এক একদিন ক্লারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত, "তুমি ওকে

কোথায় খুঁজে পেলে বলত?" "হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল।" "একটা দুঃখ-জনক যোগাযোগ" "কিন্তু প্রেয়সী, তুমি আর আমি—আমাদেরও তো হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল।" "আমাদের দেখা হয়েছিল একই দলের সদস্য হিসাবে" "দূর বোকা মেয়ে! পার্টিকে একটা ধর্ম সম্প্রদায় বানিয়ে ফেলো না। যারা কমিউনিস্ট নয় এরকম প্রত্যেকের কাছ থেকেই তো আমরা নিজেদের দূরে সরিয়ে নিতে পারি না।" "কিন্তু ওর বিষয়ে এমন একটা বিরাগ আর ঘৃণা আছে আমার মনে যে দেখলেই রাগ হয়। সময় সময় ওকে আপাদ-মস্তক একজন শত্রু বলে আমার মনে হয়।" ও হাসে আর ওকে জড়িয়ে ধরে। "তুমি একটি খুঁকি একেবারে! তুমি আসলে ওকে বোঝো না। ওর মধ্যে একটা মৌলিক চিন্তাধারা আছে। ওর ধারণাগুলোকে ঠিক একটা বাঁধা ছকে ফেলা যায় না সাধারণ একটা মানদণ্ডে ওকে মাপাজোকা যায় না। একদিন লেভিৎস্কি তর্কের ঝোঁকে চীৎকার করে উঠেছিল, "তুমি যদি এটা জানতে চাও, তবে শোনো, তুমি যখন শব্দটা শোনো নি ও সেদিন একজন কমিউনিস্ট ছিল।" সংগে সংগে ও দুঃখপ্রকাশ করল। ও ছলচাতুরী করে বেরিয়ে আসবার চেষ্টার করল প্রসংগটার ভেতর থেকে। ও ঠিক দলের প্রসংগ উল্লেখ করছিল না। শুধু একভাবে চিন্তার নির্দেশ দিচ্ছিল, "তোমার মাথায় কী যে সব ভাবনা ঢুকেছে লক্ষ্মীটি?"

আদর্শ। ঠিক সেই থেকে ক্লারা প্রকৃতপক্ষে আদর্শগত ন্যায়নীতির দ্বারা চালিত হয়েছে। সে ওদের আলোচনার অংশ নিতে চেষ্টা করেছিল। ও চেয়েছিল ওকেও সমান মর্যাদায় ওকে স্বীকার করে নেওয়া হোক। কিন্তু ওজেরভ ঠাট্টা করেছিল তাকে সমকক্ষ হিসাবে স্বীকার করতে চায় নি। তারপর একদিন ও অদৃশ্য হয়ে গেল। "ও ব্যবসাপত্তরের কাজে একটু বাইরে গেছে।" লেভিৎস্কি বলল। একমাস দেড়মাসের জন্য ও চলে গিয়ে-ছিল। সবচেয়ে নির্মেঘ এই দেড়টা মাস। ক্লারা আর লেভিৎস্কি একাকার হয়ে দুজনে একাত্ম হয়ে যায়। একটা আবেগের তরংগে যেন বাঁধা পড়ে গেছে। ওরা এক মুহূর্তও দুজনে দুজনকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তবুও মাঝে মাঝে ওর মুখের উপর একটা উদ্বেগের ছায়া খেলে যেত। এমনিতে সে ছিল শান্ত। ক্লারা জানত ও কী দুঃসহভার শিক্ষা ও শাসনতান্ত্রিক কাজের কী গুরু দায়িত্ব তার স্কন্ধে বহন করে চলেছে। আর ভাবে এই বোঝা যেন রাতেও তার কালো ছায়া বিস্তার করে রাখে। আদরে ভালবাসায় সে এই ছায়াকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

একদিন সে ঠিক করল ওর সংগে প্রতিষ্ঠানে দেখা করে ওর হাড়ভাংগা খাটুনি থেকে ওকে একটু স্বস্তি দেবে। বেশ একটা ভাল মেজাজ নিয়েই ও এসেছিল। সেখানে এসেই ও অবাক হয়ে গেল। অপমানিত বোধ করল। সমস্ত মেজাজটা তছনছ হয়ে গেল। ওজেরভের সংগে দেখা হয়ে গেল। যেন

ওকে চেনে না এমনি একটা ভান করল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সেখান থেকে। মনে মনে ওর স্বামীকে চমকে দেবার যে ফন্দি এঁটেছিল। সেই সানন্দ বিস্ময়ের ভস্মাবশেষ নিয়ে ও ফিরে আসে। স্বামীকে কিছুই বলল না। বাস্তব সত্যটা ও সন্তর্পণে আবিষ্কার করে। একটু একটু করে সত্যটাকে টেনে বের করে। তার অপদস্থ হওয়ার ভাবটা মুখে একটুও প্রকাশ করে না। মনে হয় যে ভাদিম ওজেরভ প্রায় দেড়মাস ধরে ইনস্টিটিউটে লেভিৎস্কির সহকারী হিসাবে কাজ করছে। লেভিৎস্কিই তাকে অনুমোদন করেছে। ব্যবসার কাজে বাইরে তাকে যেতে হয় নি। লেভিৎস্কির বাড়ীতে নয় এখন ওরা ইনস্টিটিউটে দেখা করে। ক্লারা ওদের বন্ধুত্বের ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়েছিল তাই ওরা ওর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এই করেছে।

যখন সে তার স্বামীর কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়ার চেষ্টা করে, তার উত্তর শুনে ক্লারা দারুণ ভয়ে পিছিয়ে এল। এই কি সেই মানুষ যাকে সে ভালবাসত? "ও ট্রটস্কিপন্থী। তাকে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। এই হল ওর পরিচয়!" সে উত্তেজিত হয়ে বলে। একটা মারাত্মক অনুমানে ও ক্ষিপ্ত। তার কথার মধ্যে কোনো ভুল নেই। "তাতে কি হয়েছে?" লেভিৎস্কি অনুত্তেজিত ভাবে জবাব দিল। "সে তার আগের মত পালটেছে। সে একটা সৎকাজ করে। তুমি কি চাও? তাকে কাজ চিন্তা আর বাঁচবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চাও?" "আমি জানতে চাই তোমার পার্টি সংগঠন তার সংগে তোমার বন্ধুত্ব নিয়ে কি ভাবে?" "আমার সংগে তার বন্ধুত্ব আছে এ নিয়ে পার্টির কি করবার আছে? তাদের জন্যে আমি কোনো কাজ খারাপ-ভাবে করছি না।" সেই মুহূর্তে ক্লারা কিছু বলতে পারে না। আঘাতে ও স্তব্ধ। পরে আবার সেদিন রাত্রে সেই বিষয়টা নিয়ে কথা উঠল। ওর স্বর এখন অনেকটা নরম আর যেন ক্লান্ত। "তোমার বোঝা উচিত, একগুঁয়ে খুকি, আমাদের দলের সভ্যদের কাছে আমি আর সব বিষয়ে কথা বলেতে পারি না। ওদের মধ্যে একজন বুঝবে কিন্তু আর পাঁচজন বুঝবে না। তুমি যা বুঝেছ তার চেয়ে বেশি তারা বুঝবে কি? ওরা ওজেরভকে তার অতীত কর্মের দ্বারা কলংকিত একটা লোক ছাড়া আর কিছু মনে করে না। আর তাই ওদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ওর প্রতিভা আর মন এ দুটো জিনিসে আমার প্রয়োজন আছে। আর তার জ্ঞানও।"

আবার ওজেরভ ওদের বাড়ীতে আসতে শুরু করে দিল। যদিও আগের থেকে তার আনা-গোনাটা ঘন ঘন। আজকাল আর সে হো হো করে হাসে না। আর ক্লারার সংগে বন্ধুর মত ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। তার আসা যাওয়াকে ঘৃণা করে ক্লারা। তার স্বামীর ইনস্টিটিউটে সে পার্টির লোক-জনদের সংগে কথা বলতে চায়। কিন্তু কি একটা অসুস্থতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ক্লারা। যাওয়া আর হল না। ওজেরভ একদিন সন্ধ্যাবেলা এল।

ও আর লেভিৎস্কি দুজনে পড়ার ঘরে বসে নিচু গলায় কি সব কথা বলছিল। টেলিফোন বাজল। প্রথমে লেভিৎস্কি কথা বলল। তারপর ওজেরভ রিসিভারটা তুলে নিল। "আমি এখানে, লেলিক তুমি একবার এসো," ওজেরভ বলল। পরে ক্লারা তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল লেলিক কে। সে হাসল, "ভেবো না, আমার ছোটটো শিকারী কুকুর। সে একজন কমিউনিস্ট আর তার চেয়েও বেশি, সে আমাদের পার্টি কমিটির সম্পাদক। এবার তোমার চায়ের পেয়ালা ভরে নাও।"

পরদিন ক্লারা কনট্রোল কমিশনে গেল।

সেদিনের কথা মনে পড়তে ও একটা জিনিস উপলব্ধি করল যে তার জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়টা গেছে সেই কমিশনে গিয়ে দেখা করার ঠিক পর থেকে। সেখানে গিয়ে সে বলেছিল, "আমি জানি আমার স্বামী একজন সৎ কমিউনিস্ট। আর আমি আপনাদের কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাব যে খুব বেশি দেরী হবার আগেই আপনারা ওকে বাঁচান।" ইণ্টারভিউ শেষ হবার পর সোজা বাড়ীতে যাবার সাহস ছিল না ওর। নেভস্কি প্রোসপেকটে ও বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল আর বাঁধের ধারটায়। বাঁধের কাছটায় লোকজন নেই। শুধু শোনায় নদীর ছন্দিত ছল ছল শব্দ। জাহাজ নোঙর করার কাঠের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ভেসে আসে যখন বজরাগুলো নদীর ওপর, ঢেউয়ের ওপর ধাককা দিয়ে চলে। এই ক্যাঁচ ক্যাঁচ ছপ ছপ শব্দগুলো ওকে শৈশবের দোলনার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। অনেকক্ষণ ধরে ও ঠাণ্ডা গ্রানাইটের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা ছোট ছেলের মত নিঃসংগ মনে হল ওর নিজেকে। কিন্তু ধীরে ধীরে নদীর সেই উন্নত প্রবাহ বিপুল বিস্তার ওর উত্তেজনাকে শান্ত করে আনে। সে তার সাহস ফিরিয়ে আনে। বাড়ী ফিরে আসে।

সে দেখল লেভিৎস্কি কৌচে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। তাকে দেখেই ও ভয় পেল। ওই আতংকের মধ্যেই আপন মনে বলে ওঠে, "এ আমি কি করলাম? হায় আমি কি করেছি?"

ওর পায়ের শব্দে সে ফিরে তাকাল। ক্লারা কেনো দিন ভুলতে পারবে না সেদিনকার তার সেই মুখের হাসি আর একটা কমনীয় ভংগীতে বইটা নামিয়ে রেখে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

"ওজেরভ কোথায়?" সে কর্কশভাবে জিজ্ঞাসা করল। ওর ভয়টার সংগে মনে মনে লড়াই করে যায় ক্লারা। তার ভালবাসা আর হতাশাকে যেন হার মানাতে চায়। তার সমস্ত অনুভূতি একাকার হয়ে যায় তার বুকের ওপর চেপে বসা একটা দুঃসহ বোঝার মধ্যে।

"তুমি ওর জন্যে অপেক্ষা করছ?"

"হ্যাঁ আমি আশা করে আছি ওর মুখোশ খুলে দোবো—ওকে আর ওর 'মৌখিক চিন্তাধারাকে।'

লেভিৎস্কি যেন জোর করে হাসবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে হাসি কোমল আর আনন্দদায়ক। ক্লারার ওর হাসিটা বড় ভাল লাগল।

"প্রেয়সী অত চোখা চোখা কথা বোলো না। বলো যে সে আর আমাদের বাড়ী কোনোদিন ঢুকবে না।"

সে এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গিয়েছিল, "আমি কণ্ট্রোল কমিশনে গিয়েছিলাম আজ। আমি ওঁদের বলেছি যে ওজেরভের মৌলিক চিন্তাধারা আর তার বন্ধুদের দিকে যেন তাঁরা একটু বিশেষ নজর রাখেন।"

তড়াক করে ও লাফিয়ে উঠল।

"তুমি...তুমি কি ঠাট্টা করছ না কি তুমি তোমার মাথা গোলমাল করে ফেলেছ ?"

"আমি সত্যি কথাই বলছি।"

শান্তভাবে ও একটি দেশলাই কাঠি জ্বালে। সিগারেট ধরায়। এত জোরে টান দেয় ধোঁয়া গেলে যে হঠাৎ মনে হল ওর হৃৎপিণ্ডটা বুঝি ফেটে পড়বে। ও লক্ষ্য করল ঘরের চারিদিকে সে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে চাবুক মেরে ক্ষতবিক্ষত করে দেবার মত প্রবল রোষে ও কড়া কড়া শব্দ বিরক্তি সহকারে ওর দিকে ছুঁড়ে মারে।

শেষকালে ও ধপ্ করে কাউচের ওপর বসে পড়ে আর দুর্বলভাবে বলে. "তাহলে আমাদের প্রেমের এই হল সানন্দ সমাপ্তি। মিলনান্ত শেষ অংক কি বলো ? ক্লারা ? শেষ। বেরিয়ে যাও। আর আমার সংগে সম্পর্ক রেখে তোমার রক্ষণশীল সুনামটা কলংকিত কোরো না।"

ও বোঝাবার চেষ্টা করে।

"আমি গিয়েছিলাম তোমাকে আর দেরী না করে কমিউনিস্ট হিসাবে বাঁচাতে। জানি তুমি আমার কথা শুনবে না আমার কথা বিশ্বাস করবে না. আমি নিজে তোমায় ফিরিয়ে আনতে পারছিলুম না। পার্টি সে কাজ করবে।"

রাগে ও চীৎকার করে ওঠে।

"পার্টি ! পার্টি ! যে লোকটির সংগে তুমি কথা বলেছিলে—মামুলি ধরনের—ঝাড়া দশটি বছরের চমৎকার পরিষ্কার কর্মফল টোকা আছে রেকর্ড বইতে—নিশ্চয়ই তোমার কথা শুনে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, "হায় ঈশ্বর ! বউ এসে স্বামীর বিরুদ্ধে চিঁ চিঁ করে নালিশ করছে ! বোধ হয় গতিক খারাপ ! বেশ কড়া ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি !" আর সেটা তুমি জানবার আগেই—ফড়ুৎ ! আর কমিউনিস্ট লেভিৎস্কি ! কিন্তু কমিউনিস্ট কাপলান খুব ভাল আছে ; হ্যাঁ হ্যাঁ, কমিউনিস্ট কাপলান দিব্যি বসে আছে !"

সে বুকভরে দম নিল আর তারপর প্রায় ফিস ফিস করে বলল, "এটা কি করে হল যে গোড়া থেকে আমি তোমার হিসাবটা কষতে পারি নি? এটা কিভাবে হল যে আমি তোমাকে কান ধরে অনেকদিন আগেই বের করে দিই নি, তোমার মত বাক্যবাগীশ একটি গোঁড়া মেয়েকে? তোমার মত লোকেরাই পার্টিতে আমার প্রাণটিকে হাঁপিয়ে তোলে। তোমার মত লোকেরাই আমাকে ওজেরভের মত মানুষের সংগ লাভের জন্য ব্যাকুল করে তোলে।"

ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল। প্রচণ্ড একটা ভার ওকে দমিয়ে নামিয়ে দিচ্ছিল।...

"বেরিয়ে যাও এখান থেকে! তাড়াতাড়ি! আমার চোখের আড়ালে চলে যাও। ধার্মিক গোঁড়া বুদ্ধিহীন চরমপন্থী কোথাকার। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অপদার্থ! যাও, বেরিয়ে যাও!" ও চলে গেল না। সারারাত ও বিছানার ধারে চোখ খুলে বসেছিল। ওর হাঁটুদুটো দু'হাতে চেপে বসে থাকে। ভাবে আর ভাবে। থেকে থেকে ডুবে যায় বিস্মৃতির অতলে। কিন্তু এই মুহূর্তগুলো অনেকটা অচেতনা হয়ে আচ্ছন্ন থাকার মত—ঠিক ঘুম নয়। দেওয়ালের অপর-দিকে লেভিৎস্কির পায়ের শব্দ সর্বদাই ওকে চমক দিয়ে জাগিয়ে রাখে। সে ঘরের মেঝেতে পায়চারি করছিল—এধার থেকে ওধার—এধার থেকে ওধার—তার টেবিল-আলোতে শরীরের ছায়াটা কাঁপছিল দরজার ফাঁক দিয়ে।

ক্লারা ভোর বেলা চলে এল। তার সংগীরা চমকে ওঠে তার কালশিরে পড়া মুখ আর চোখে একটা ভয়ার্ত উত্তেজিত ছায়া দেখে। একি! ও তাদের কিছু বলতে যায়, কিন্তু ঠোঁট চিরে বেরিয়ে আসে কান্না। ও মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

শীঘ্রই তারপর তাকে কনট্রোল কমিশনে ডেকে পাঠান হল। পরে পার্টি তদন্তকারীর সংগে সাক্ষাৎকার—আর শেষকালে সেই চূড়ান্ত গোপন সভা। সেখানে সে আর তার স্বামী। একে অন্যের মুখোমুখি। শত্রু ওরা। লেভিৎস্কি একটুখানি ঠাণ্ডা হাসল। তারপর বলল, "আমি যা যা ঘটেছে তা সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছি। লেভিৎস্কি শত্রু নয়। সে শুধু বিভ্রান্ত হয়েছিল মাত্র। অন্য কতকগুলি লোক ওকে বিভ্রান্ত করেছে। এখন তার জীবন বাঁচাবার জন্যে যদি কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় তবে সেটা বেদনাদায়ক হবে। কিন্তু সেটা এড়ানো যায় না। এটা আমি বলছি শুধু তাকে ভালবাসি বলে নয় তাকে জানি বলে।"

সে অবশ্য ওকে জানত না। প্রথমটায় ও ওর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হল উদ্ধতভাবে তার জবাব দিল অথবা একেবারেই দিল না। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল। আগে আগে ওর মেজাজ এরকম গরম হলে ওর সেটা ভালই লেগেছে। কিন্তু হায় ভগবান! এসময় এরকম চেঁচামেচির মানে কি?

"হ্যাঁ, আমি ট্রটস্কিপন্থী! আমি তোমাদের এবং এই ভদ্রমহিলার ভণ্ডামীকে ঘৃণা করি। অসহ্য ঘৃণ্য তোমরা!"

এরপর সে ছিল হাসপাতালে। সে সারা দিনরাত বিছানার এক পাশে বসে থাকত। কারণ যখন শুয়ে থাকত তখন বুকের ওপর এমন একটা চাপাভার লাগত যে অসহ্যবোধ হত। তার নিহত প্রেম প্রতিশোধ নিল। তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুটাকে ধ্বংস করে দিল। হৃদয়। হৃৎপিণ্ড!

হাসপাতালের পর সে নিজের ভার নিজের হাতে নিল। চিকিৎসার জন্যে একটু দূরে চলে গেল। যখন সেরে উঠল দূর প্রাচ্যে একটা কাজের চুক্তি-পত্রে সই করে ওর খুব আনন্দ হল; সে আবার জীবন শুরু করতে চাইল এমন একটা জায়গায় যেখানে সব কিছু নতুন, যেন আবার সেখানে সে নবজন্ম লাভ করেছে। সে জানত যে জীবনে একমাত্র মিলেমিশে কাজ করতে পারলেই সে চিরকালের মত সেরে উঠবে।

তার বুকে আর ব্যথা তেমন করত না, অন্তত গুরুতর তেমন কিছু নয়; শুধু একটা অসাড় বেদনা, থেকে থেকে কেমন একটু খোঁচা দিয়ে ওঠা।

ক্লারা বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। এই বুকে খোঁচা লাগার অনুভূতিটা থামাতে চায়। অতীতটা আবার ফিরিয়ে এনেছে সে স্মৃতির জগতে যাতে চিরকালের মত সেটাকে সমাধি দিয়ে দেওয়া যায়। এখন তার মন জুড়ে আছে শুধু বর্তমান। বর্তমান আর ভবিষ্যৎ।

"আমার অবাক লাগে। আচ্ছা এই ওয়েনার'র লোকটা কেমন?"

হঠাৎ ও উঠে পড়ল। ঘুম ভেঙে গেল। যেন কে ওর চেতনায় একটা টান মেরেছে। করাত কলের বাঁশিটা বাজছে দূর থেকে। ডাকছে। পরের ক্ষেপের কাজ শুরু হবে। এখন মাঝরাত। তখন ও দেওয়ালের ওপাশে গ্রামাফোনে বিলাপের সুরে বাজছে, "ওগো আমি যে তোমার মনোহর আঁখি পাতে রেখেছি আমার সকরুণ ভালবাসা।" সে একবার কাশল। তার প্রতি-বেশীকে মনে করিয়ে দিতে চাইল। অন্তত: রাত্রিটা সে শান্তিতে থাকতে চায়। ক্লারার মাথা ধরেছিল। এক সন্ধ্যায় অনেক কিছুর ভীড়। অতীত স্মৃতিচারণাটা একটা বিলাস। যারা বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তীব্র তপ্ত জীবনে বেঁচে আছে তারা এই বিলাসকে ত্যাগ করে।

"আমি কি আসতে পারি।"

আবার সেই গ্রানাতভ। সে বাইরের চৌকাঠটা পেরিয়ে এসেছিল পা টিপে টিপে। দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। অন্তত: গ্রামোফোনটাকে সে বন্ধ করে দিয়েছিল। উফ্ সেই ঘ্যানঘ্যানানি গান যেন ওর বুকের শিরাগুলো ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করেছিল।

"কি চাই? আমার মাথা ধরেছে।"

"তোমার জন্যে কি আমি কিছু করতে পারি? তোমার কপালে ভিজে রুমাল দিতে কি ওষুধ আনতে পারি কি?"

"তোমার মত একজন মাতব্বর লোক শেষকালে এসব হুকুম তামিল করবে? সে হাসল। "না আমার কিছু দরকার নেই। ধন্যবাদ।" তার কিছুই দরকার ছিল না কিন্তু ওর ছিল। গ্রানাতভ ওকে চাইছিল। এবার যেন ও বুঝতে পারে ও একটা মেয়েমানুষ। আকাঙ্ক্ষিত এক নারী অথচ যে উদাসীন। সে ওকে চাইছিল এটা জেনে তার মনে কোনো সুখ নেই। সে যদি যেচে না আসত তবে যেন ওকে ওর আরো ভাল লাগত।

"এবার ঘুমোতে যাবার সময় হয়েছে। তোমার ঐ গ্রামাফোনটা তোমার মাথায় যতসব বোকার মত ভাবনা ঢুকিয়েছে। ওটা তোমার ঐ কোমসোমোল-দের দিয়ে দেওয়াই ভাল। অন্তত তারা ওটা বাজিয়ে নাচতে পারবে।"

"তুমি আমাকে দেখলেই ঠাট্টা করো কেন ক্লারা?"

সে হাই তুলতে গিয়ে চাপল। ওর সাহস হল না ভেতরে আসে। কাজের সময় মানুষকে কেমন অন্য রকম লাগে। যেখানে তাদের সামাজিক দিকটা ফুটে ওঠে। আর বাড়ীতে? এখানে তাদের ব্যক্তিগতভাবে দেখা। এখন গ্রানাতভকে কী মামুলি কত করুণাপ্রার্থী মনে হচ্ছে। পরিত্যক্ত ব্যর্থ এক প্রেমিক। অহংকার কি মর্যাদা বোধ নেই।

"কখনও কখনও আমি শুনতে পাই রাতে তুমি ঘরের মেঝেতে পায়চারি করছ আর তাতে আমার খুব কষ্ট হয়। যাতে তুমি সুখী হও তার জন্যে যা বলবে আমি তাই করব। নিশ্চয়ই যখন তুমি ঘুমোতে পারো না তখন স্থাপত্য সংক্রান্ত নকশা তোমার ঘুম কেড়ে নেয় না।"

ক্লারা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল। উফ ওর মাথায় কী যন্ত্রণা যে হচ্ছে! আর এটা সত্যিই যে সংসারে সে একা। কে তার সুখের তোয়াক্কা করে? কিন্তু এ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাবে কেন? সে নিজেই সেটা করতে সক্ষম।

"তুমি ভুল করছ। স্থাপত্য আর নকশা এ সবই আমার মনকে অধিকার করে থাকে যখন আমি ঘুমাতে পারি না।"

"তুমি আমাকে অত চোখা চোখা কথা শোনাচ্ছ কেন ক্লারা? তোমার কণ্ঠস্বর তোমার হৃদয়ের মতই কঠিন; নারীসুলভ কোনো কমনীয়তা তোমার মধ্যে নেই। আমি বিশ্বাস করি এটা তোমার মধ্যে একটা স্ব-বিরোধ। আমার আদর্শ নারীর ঠিক উল্টো তুমি আর এ জন্যই আমি তোমার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হই।"

"হায় ঈশ্বর!" ক্লারা চেঁচিয়ে উঠল। বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে। "তোমার আদর্শ নারীকে আমি গ্রাহ্য করি নাকি? সন্দেহ নেই সে একটা সস্তা আর নিতান্ত নোংরা গোছের কিছু।"

সে তার অধর দংশন করে। সে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। সে কেমন একটু বিবর্ণ হয়ে যায়। গ্রানাতভ তার মুঠি শক্ত করে। তাদের ওপর লাল দাগ যেন সাপের মতো এঁকেবেঁকে যায়।

"তুমি আমাকে ভালো না বাসতে পারো। কিন্তু তুমি আমার ওপর বিরক্তি প্রকাশ করো কেন? আমার আদর্শ সস্তা নোংরা এসব ভাববার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?"

"আমি দুঃখিত!"

সে তার মাথা নিচু করল। লজ্জা পেয়েছিল সে। এক সময় সেই গ্রানাতভ যাকে সবাই জানত স্নায়ুরোগগ্রস্ত, কিন্তু নিজের বিষয় বলিষ্ঠ আর স্থিতধী, সেই গ্রানাতোভ যাকে সে নিজে সেদিন করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করেছে।

"শুধু একবার দেখো তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এসেছো! আমি সেটা বলতে চাইনি। এ সেই মারাত্মক মাথা ধরার ফল। দয়া করে চলে যাও। আর আমার কথা ভুলে যাও। যাও। আমি চাই তুমি চলে যাও। আমি চাই শান্তি। নির্জনতা। তোমার ওপর আমার সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আর আমি কোনোদিন একসঙ্গে থাকতে পারব না।"

সে দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

"শুধু যদি জানতে মাঝে মাঝে আমি কত মুষড়ে পড়ি।"

এ যেন অন্তরের অন্তঃস্থলের কান্নার হাহাকার। ক্লারা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল বুঝতে পারল না কি বলবে। পরমুহূর্তেই গ্রানাতভ তার আবেগ সামলে নেয় আর একটুখানি হালকা হেসে বললে, "আর এ সবই তোমার জন্যে। কিন্তু নিশ্চয়ই এতে তোমার কিছু এসে যাবে না।"

দরজাটা ও ভেজিয়ে দিল। ক্লারা নিশ্চিত জানত এ শুধু তার জন্যেই নয়। তার বিষণ্ণতার কারণ আরো গভীর। সে আরো আগেই এটা বুঝতে পেরেছিল। তার জীবনে খানিকটা জায়গা জুড়ে বসবার আগেই।

নির্জনতা। হয়ত সেই নির্জনতা। হায়! ঘরটা খালি। এককোণে সেই আর্ম চেয়ার। যদি কেউ আসে, কেউ যদি এখানে এসে বসে। একটা লম্বা গন্ধ মসলা দেওয়া সিগারেট খায় আর তার সঙ্গে হার্দ্য সুরে কথা বলে। উৎকণ্ঠিত আবেগে। কিছুই যদি না চায়। কিছুই আশা যদি না করে।

সে জানত কাকে সে ঐ চেয়ারে বসে থাকতে দেখে সে ভালবাসবে। কার গলা সে শুনতে ভালবাসবে। "একদিন আমি তোমার ওখানে যাব।" তিনি তাঁর কথা রাখেন নি, যদিও তিনি মৈত্রী আর শত্রুতা এ দুটোর দ্বারাই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি কি ওর চেয়ে শক্তিশালী না সমানে সমান? অন্তত তার বিরুদ্ধে তার শক্তি দেখানোটা ভারী মজার ব্যাপার হবে। আহা না, তা নয়! আর একটা সংগ্রাম? না ধন্যবাদ।

সে ঘরের মেঝেতে আবার পায়ের শব্দ শুনতে পায়। তিনি বাড়ী এসেছেন। হলেতে বাইরে বেরিয়ে যাওয়াটা কত সহজ। আর তাঁকে গিয়ে ডাকা। "আপনি কথা দিয়েছিলেন। একদিন আসবেন। আমার সংগে দেখা করবেন।" তিনি হয়ত আর্ম চেয়ারটায় বসবেন। বেশ আরাম করে নিজেকে দেবেন ছড়িয়ে। সিগারেটের ধোঁয়ায় আংটি গড়বেন। আর নিচু গলায় কথা বলবেন···।

হা ভগবান! আবার সেই গ্রামাফোন! সে সহ্য করতে পারল না!

· সে শুধু বলে "জামাইস জামাইস।"
আর কাঁদে ফরাসীতে সারাদিন সারাদিন।

"কাঁদে ফরাসীতে"—কী বোকার মত কথা। সে ভার্তিনিস্কির সংগে চোখের জল ফেলবে না যদিও তার বিষাদ অসহ্য হয়ে ওঠে। টেলিফোনটা রয়েছে বাইরে হলঘরে। সে তাঁকে গিয়ে ডাকবে না কেন? খুব সহজভাবে বন্ধুর মত। "হ্যালো, আপনি এক মুহূর্তের জন্যে নেমে আসছেন না কেন আর দুনিয়ায় যে কোনো একটা বিষয়ে আমার সংগে কথা বলছেন না কেন আমার সংগে" গ্রানাতভ আড়ি পেতে শুনবে। এটা কী দুর্ভাগ্যের। একটি লোক তোমার পাশের ঘরেই থাকে। তোমাকে ভালবাসে। আহা, সে অনেক সহ্য করেছে। আমল দিয়েছে। সে যথেষ্ট চালাক। আপিসে গিয়ে এসব গল্প করবে না।

হলটা অন্ধকার। সে টেলিফোনটা হাতড়ে গিয়ে ছুঁলো। নিচু গলায় নম্বরটা বলল। ওপর তলায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। আর প্রায় সেই মুহূর্তেই পাশের ঘরে গান থেমে গেল।

"হ্যালো।" রিসিভারের ভেতর দিয়ে গলা শোনা গেল। আর কড়িকাঠ থেকেও।

"আপনি কি ওয়েনার বলছেন?"

"হ্যাঁ। কে কথা বলছ?"

"ক্লারা।"

কিছুক্ষণ কোনো উত্তর শোনা যায় না। সে অপেক্ষা করে।

"শুভ রাত্রি। ক্লারা। তোমার জন্যে কি করতে পারি?"

"বিশেষ কিছু না। আমি শুধু শুনলাম যে আপনি ওপরে পায়চারি করছিলেন। আমার সাংঘাতিক মাথা ধরেছে।"

"ভাল করেছ আমায় ডেকে—আমার কাছে পয়লা নম্বর মাথা ধরা সারার বড়ি আছে। যদি তুমি চাও আমি ওগুলো দিতে পারি। তোমাকে ডাক্তারী করতে পারি।"

"আমি চাই না আপনি ডাক্তারি করুন। তবে একবার আসুন। আর বড়িগুলোও আনবেন।"

দরজার অপর পার্শ্বে সব কিছু নীরব। গ্রানাতভ আড়ি পেতে ছিল।

ওর ঘরে আলো নিভে গিয়েছিল। আর সে শুনতে পেল ও নিজেই গাইছিল—

সিংগাপুর···সিংগাপুর।···

ক্লারা ওর ঘরে ফিরে এল, বিছানার ওপর চাদরটা টেনে সোজা করে দিল। আয়নার কাছে এগিয়ে এল। মুহূর্তের আবেগে সে তার ব্লাউসটা খুলে ফেলল আর একটা সিল্কের সোয়েটার পরে ফেলল। "আমার হৃদয় ঢেকেছি রেশমের আবরণে আর কোমল ধূসর···"

সিলকটা কী নরম। খুব ভাল লাগছিল ওর। আচ্ছা কমরেড ওয়েনার আমার মত কোনো মেয়েকে ঘরোয়া পরিবেশে আপনি দেখেছেন যে মোটেই আকর্ষণীয় নয়?

কি বোকার মত কথা! ওর মেজাজটা ভারী উদ্ভট রকমের হয়ে আছে। মাথা ধরাকেই দোষ দিতে হয়। আর ঐ গানগুলো "আমার হৃদয় ঢেকেছি রেশমের আবরণে আর কোমল ধূসর···।"

দরজায় বেশ ভারী কড়া নাড়ার শব্দ একবার।

দরজাটা খোলার সময় সে ওর চোখ ফিরিয়ে নিল। ওয়েনার ওর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন; সোয়েটারটা চমৎকার মানিয়েছিল। তার সুন্দর চেহারাটাকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। সে নিজেই যে ওঁকে ডেকে এনেছে। আচ্ছা···এ কি একটা ঘটনার শুরু হতে পারে?

তিনি ওর হাতটা ধরেন আর আলতো করে চাপ দিলেন। "দেখি ত তোমার নাড়ীটা কেমন? থামো, থামো—আমি তোমার ডাক্তার হিসাবে এসেছি। এই নাও বড়িগুলো। তোমার এখানে গরম জল আছে?"

ক্লারা জলের জন্য রান্নাঘরে গেল! অন্ধকার হলটা দিয়ে যেতে যেতে, হাতে কাঁচের গ্লাস নিয়ে, সে তার মনের ভেতর ছবি আঁকছিল। কেমন করে সে তার ঘরে ঢুকবে। আর এবার দেখবে ঘরখালি নয় টেবিল বাতিটার নরম আলোটা গিয়ে পড়ছে আর্ম চেয়ারে। আর সেই আর্ম চেয়ারে দেখবে ওয়েনার বসে আছে। আর তারা চুপি চুপি কথা বলবে দুজনে। শান্ত-স্বরে। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। শান্ত। নিরালা গৃহকোণে। শুধু ওরা দুজনে!

যখন ভেতরে এল। সে দেখল ওয়েনার দাঁড়িয়ে আছেন। আর তাঁর চারদিকে চেয়ে দেখছেন।

"ভারী সুন্দর এঘর" উনি বললেন, "ঘরে জিনিসপত্র ঠাসা থাকবে এ আমার ভীষণ ঘেন্না লাগে।"

"আমারও তাই। এভাবে নিশ্বাস নিতেও বেশ সহজ বোধ হয়। হাঁফ ছেড়ে চলা ফেরা করা যায়।"

"আমি বলব বেশ সহজভাবে বাঁচা যায়। ওই সব টুকিটাকি এটা সেটা থাকবে।" উনি ওর দিকে চেয়ে দেখলেন। সত্যিই কি ও ওকে চাইছে। হ্যাঁ তাইত মনে হল। "এই নাও তোমার বড়ি। এটা গিলে ফেলো। আর এখন একটুখানি শুয়ে থাকো।

একটুখানি হেসে ক্লারা ওঁর বাকসো থেকে একটি সিগারেট টেনে নেয়, উনি বড় সুগন্ধ মশলা দেওয়া সিগারেট খেতেন। নীরব দুটি একটি কথা। শান্ত ধোঁয়ার রিং।

"শুয়ে পড়ো না," উনি জোর দিয়ে বললেন, ঐসব মিটিং কারো মাথা ধরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। খালি কথা, কথা আর কথা।"

উনি কথা বলছিলেন। সে আগুন নেবার জন্য নীচু হয়। আর তাঁর কথাগুলোয় হঠাৎ যেন ও মাথাটা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

"দুঃখের বিষয় আপনি শেষকালটা ছিলেন না," সে বলল, "থাকলে আপনার কৌতূহল বাড়ত। আর শিক্ষাপ্রদও বটে। অনেক যুক্তিশীল কথা বলা হয়েছিল।"

উনি ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে হাত নাড়লেন।

"দেখো আমি ওদের জানি।"

"ওখানে সবাই আপনাকে সাহায্য করতে চাইছিল, আপনি যদি ওদের সবাইকে জানেন, যে সব ব্যাপারে এই নির্মাণের কাজে খানিকটা সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, তা আপনি ওদের সেসব কথা বললেন না কেন? আমি মনে করি না আপনি সেগুলো ঠিক জানেন। আপনি বিশ্বাস করেন না সাধারণ শ্রেণীর মানুষ আপনাকে মূল্যবান কোনো উপদেশ দিতে পারে। আর তাই আপনি বেশ খানিকটা গর্বের সঙ্গে সরে গিয়ে আলাদা থাকেন। এই বিচ্ছিন্নতার শেষ পরিণামটা দুঃখের হতে পারে।"

ওয়েনার তিক্ত মুখভঙ্গী করে হাসলেন। মনে হল উনি আর্ম চেয়ারটায় বসবেন, কিন্তু তা না করে উনি তার চওড়া হাতলটায় হেলান দিয়ে রইলেন। ক্লারাও দাঁড়িয়ে রইল, আর তার মুখের ভাব গম্ভীর। মনে হল সে যেন দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রস্তুত। পাশের ঘর থেকে আর কোনো শব্দ আসছিল না। গ্রামোফোনের শব্দও নয়।

"তুমি কেন বলছ আমি নিজেকে আলাদা সরিয়ে রাখি? তোমার হাতে কি প্রমাণ আছে?"

"আপনি আজকের সভায় লোকেদের একটু ভাল চোখে দেখতে পারতেন।

সবাই আপনি আসবেন বলে অপেক্ষা করছিল। আপনি যখন পৌঁছালেন শেষকালে তারা আপনার কথা বিশ্বস্তভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছিল। আপনি যে কথাগুলো বলছিলেন তার মধ্যে জানবার অনেক কিছু ছিল। তবে আপনার ব্যবহারটা ছিল অনেক ঠাণ্ডা আর উদাসীন। আপিসি চং-এর। আপনি এখনও মনে করেন লোকদের ধমক ধামক দিয়ে আর হুকুম জারি করে ঠিক কাজের চাকা ঘুরিয়ে যাবেন. ওরা আজ আপনাকে সাহায্য করতে চাইছিল, কিন্তু সব ব্যাপারেই আপনি বললেন, "আমি তোমাদের সাহায্য চাই না। আমি নিজেই সব সামলাতে পারব।" কোনো ঝামেলা হয় নি। এখনও আপনি আপনার কর্তৃত্বের সঞ্চয় খালি করে ফেলেন নি। এখনও লোকে আপনার কথা উঠলে বলে, 'একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।' 'মস্ত মানুষ।' কিন্তু যেই আপনি চলে গেলেন সবাই যেন খানিকটা হাঁফ ছেড়ে সহজ হল। কোনরকমে, একটু ঘরোয়া বোধ করল বলতে গেলে।"

"ওদের পেটের পেশীগুলো আলগা করে দিয়েছে?" ওয়েনার বললেন। চোখে ক্রোধের আগুন ঝিলিক দিল। তারপর বেশ একটু সামলে নিয়ে বললেন, "বেশ বলে যাও। আমি চলে যাবার পর তোমরা কি নিয়ে সোরগোল তুললে?" বেশ বোঝা গেল ও যা বলছে তাতে উনি বেশ রেগে গেছেন। উনি নিজেকে সামলে নিয়ে রাগটা লুকোবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু চোখ-মুখে তার স্পষ্ট ভাবটা থেকেই গেছে।

"আপনার কর্মপদ্ধতি বদল করবার সময় এখন হয়েছে।" সে শান্তভাবে বলল। "কর্তাব্যক্তির ভাব মুরুব্বিয়ানাটা কম করুন। আরো বিশুদ্ধভাবে দলকে পরিচালনা করুন। অন্তরঙ্গ অভিভাবক হোন।"

ওর মুখের অবস্থা এবার একটু বদলে যায়।

"শোনো ক্লারা। অনেক বছর হয়ে গেল আমি পার্টিতে রয়েছি। আর আমি সব সময় আমার কাজের ভেতর পার্টির পদ্ধতিটাকে ব্যবহার করেছি। হয়ত আমি পার্টি কমিটির দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিই না। কিন্তু আমি হাজারো রকমের জিনিসকে বোঝাবার চেষ্টা করি, আর তাদের জবাব দিই। বুঝলে একরোখা মেয়ে। প্রয়োজনীয় অতি-প্রয়োজনীয় গঠন পরিকল্পনার চুক্তি, ঘরবাড়ি তৈরীর মালমশলা, দরদাম হিসাব, সরবরাহ, উৎপাদন-এর বখরা বা অংশ, ঢালাই কাজের কারখানা, কাঁচ, স্ফটিক, বেতন, বাড়ী তৈরি, দরজার কব্জা, ময়দার লম্বা পিঠে আর ভগবান জানেন, কি নয়। সবকিছু দেখা অসম্ভব!"

"ঠিক তাই," ক্লারা বলে ওঠে। "আপনি নিজে সব কাজ করবার চেষ্টা করেন। আপনি জানেন না কিভাবে জনগণকে নিয়ে কাজ করতে হয়। আর তাদের কথা শোনবার ধৈর্যও আপনার নেই। আপনার কাছে পার্টি আর কোমসোমোলের ব্যাপারট্যাপার এক জিনিস; প্ল্যান, ঘরবাড়ি নগর

নির্মাণ এসব—শ্রমিক সমস্যা আর সরবরাহ এ অন্য জিনিস। তাই আপনার কোন জিনিসের দরকার নেই…"

"তুমি দেখছি ঠিক মরোজভের চিন্তাধারাটাই আওড়াচ্ছ।"

"হ্যাঁ ঠিক সে কারণেই আপনার সেগুলো শোনা দরকার।"

তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শত্রুর মত। হঠাৎ ওর কেমন একটু কষ্ট হল। সে ঘরের অন্য পাশে হেঁটে গেল। হাত দুটো মোচড়াতে লাগল। নিজের ওপরেই কেমন একটা রাগ হল।

"ক্লারা ওসব থাক, অন্য বিষয়ে কথা বলি এসো," উনি নরম সুরে বললেন। "এসব অনেক ভারী ভারী ব্যাপার। হয়ত অনেকগুলো জিনিস তুমি ঠিকই বলছ। আমি তোমার সংগে ঝগড়া করতে চাই না। তুমি যা বললে আমি তা নিয়ে ভাবব।" তারপর একটু থেমে, "বাড়িটায় কাজ হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

বাতিটা থেকে একটা নরম উষ্ণ আলো ছড়িয়ে পড়ছিল ঘরময়। আরাম চেয়ারটা এক কোণে। ওটা খালি। শূন্য আর অবাঞ্ছিত। ওয়েন্যার তাঁর সিগারেটটা দুমরে ফেলে দিলেন। আর হাসলেন, "অন্তত তোমার মাথা ধরাটা সারিয়ে দিয়েছি। আর তুমি তো আমাকে যত পারলে সব নোংরা ঝামেলার কথা বললে। গাল পাড়লে। তবে তোমার সারল্যকে ধন্যবাদ। আমি তোমায় দিলাম একটা মাথা ধরা ছাড়ার বড়ি আর তুমি আমায় দিলে একটা কড়া মাত্রার শকথেরাপি।"

উনি কি চলে যাচ্ছিলেন? ক্লারার মনে হল যে ভুল সে করল তার বুঝি আর চারা নেই, "আমার হৃদয়, চেকেছি…।" হায় কী বেদনাময় সন্ধ্যা! সব কিছু ভুল হয়ে গেছে।

সে বুঝতে পারল না কি বলবে। কিভাবে ওঁর যাওয়ার পথ আটকাবে।

উনি ওর সবটা চেয়ে দেখলেন। তার আরক্ত মুখ থেকে তার সুন্দর স্লিপার জোড়ায় পায়ের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত!

"আমি আশা করিনি তোমাকে এমনভাবে দেখবো ঘরোয়া পরিবেশে।" উনি আস্তে আস্তে বললেন। "তোমাকে যা মনে করেছিলাম তুমি তার চেয়ে সুন্দর ক্লারা। যখন আমি এখানে আসছিলাম আমি আশা করেছিলাম আমাদের বেশ একটা অন্তরংগ পরিবেশে দেখা হবে—আমাদের সমস্ত উদ্বেগ থেকে খানিকটা অবকাশ আর বিশ্রাম।"

"আমিও তাই আশা করেছিলাম," ক্লারা গুন গুন করে বলল। প্রায় শোনা গেল না।

সে বলে চলল। যেন তিনি তাঁর কথা শুনতে পান নি। "কিন্তু সবটাই কেমন অন্যরকম হয়ে গেল। যাক শকথেরাপির জন্য ধন্যবাদ।"

"একটা ঘটনার এমনিভাবেই শুরু।" উনি আপন মনে বললেন। "কেমন করে ও নিজের আদর্শটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।" "সবকিছু শেষ," ক্লারা আপন মনে বলল। "আমুরের ওপর দিয়ে যে বাতাস বইছে, সে আমার জন্যে নয়, এটা স্পষ্ট।"

ক্লারা সোচ্চারে বলল, "বোধহয় সন্ধ্যাবেলার ওই কেজো আফিসের কথা-বার্তা শেষ এখন অন্তরঙ্গ দেখা হওয়ার এই ক্ষণটুকুতে আমরা কি পা বাড়াতে পারি না?"

ক্লারা অনিশ্চিতভাবে হাসল। আবেদন নিয়ে। সে যেন একটা হারিয়ে যাওয়া ভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছিল।

"তা দিয়ে কিছুই হবে না ক্লারা। তোমার দারুণ মাথা ধরেছিল, তোমার কিছুটা ঘুমের দরকার হয়েছিল। আমি বেরিয়ে যাব। একটু বেড়াব। শুতে যাবার আগে।"

"আপনারও কি এই অভ্যেস?"

"না। এটা নতুন। শক চিকিৎসার পর একটু নিজেকে সামলে নেওয়া।"

যাবার সময় উনি ওর হাতে একটু চাপ দিয়ে গেলেন। ওর বড় ইচ্ছে হচ্ছিল বলে ওঁর সঙ্গে যাবে। কিন্তু তখনই প্রানাতভের দরজা খুলে যায়, আর সে কান খাড়া করে এখানে দাঁড়ায়।

"শুভরাত্রি।"

"শুভরাত্রি।"

ওর ঘরে ও ফিরে আসে। ক্লারা কড়া মন্তব্য করতে করতে আসে, "তুমি ঘুমোও নি কেন? যদি তোমার ঘুম তাড়ানো অসুখ হয় তাহলে একটু বেড়িয়ে এসো আর না হয় বন্ধু-টন্ধুর সঙ্গে দেখা করো গিয়ে। আর নয়ত বই পড়ো।"

একটা বিষণ্ণ আহত কণ্ঠ শুনতে পায়।

"হায় কেউ আমায় ডেকে বলে না তার মাথা ধরেছে। কপাল দোষ! থাক আমার তো মাথা ধরা সারার বড়ি নেই।"

সে বিছানায় শুতে যায়। শুনতে পায় তখন সে বোকার মত গাইছে: "হায়, সেই নুয়ে পড়া মুখ আর সেই বেদনা হায়।" সে ঘুমিয়ে পড়ল না। বাস্তবিক। যতক্ষণ না সে শুনতে পেল সিঁড়ির ওপর—কার ভারী পায়ের শব্দ—আর দোতলায়—ঘরে—।

বার

জেনা কাণ্ঝনি লোকটা খোলামেলা আর বেশ একরোখা। সে সেই শ্রেণীর মানুষ, যারা নিজেদের বিষয় ভাবতে আলস্য বোধ করত। সানন্দে অন্য সব লোকের চিন্তার ফল গ্রহণ করত। একেবারে ষাঁড়ের মত বলবান ছিল সে আর বিশ্বাস করত শারীরিক শক্তিতে। জীবনের সমস্ত বিপদাপদের সময় দেহের বল। তার মত অনেক লোকই ছিল। আর তাদের মতই সে ছিল দয়াবান আর সৎ। তার দরকার ছিল একজন বন্ধুর। যে নিজের চেয়ে দুর্বল হবে যাতে সে তাকে সাহায্য করতে পারে। এইরকম বন্ধুই ছিল সেমা। জেনা অনেক বছর আগেই তার সংগে চেনা পরিচয় করেছিল। তখন দুজনেই ছিল স্কুলের ছাত্র। আর একটা অসম লড়াইয়ের মাঠে সে সেমার জন্যে গদা বহন করত, যা থেকে আরো দুর্বল ছেলেটি পিছিয়ে যেতে অস্বীকার করেছিল। সেমা গোলমালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ছিল। সমানে সমানে মারামারি হয়নি। সেমার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। অসংখ্য কাটার দাগ। তার বিজয়ী বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাতে গর্ববোধ করছিল। গোপনে ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কৃতজ্ঞতায় ভরপুর। দিন কয়েক ধরে প্রায়ই ওদের দেখা হত। কিন্তু তখনও বন্ধুত্ব তেমন গাঢ় হয়নি। সেমা শেষকালে এগিয়ে এল। তার উন্নত জ্ঞান আর সক্ষমতা নিয়ে। হয়ত ওদের মধ্যে পার্থক্যের রেখাটা মুছে দিতে চাইল। জেনা একটুও গর্ব করে নি। ও ছিল নেহাৎ ছেলেমানুষ। কারো হাত চাটবে কি তার বাছুরের মত ছোট ছোট শিং দিয়ে গুঁতিয়ে আদর করবে। এই মৈত্রীতে সেই এল প্রথম এগিয়ে, আর তারপর সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিল। গোড়া থেকেই পেশীর শক্তি ছাড়া আর সব ব্যাপারেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখত। ওডেসার প্রকৃত সন্তানের মত, দৈনন্দিন তুচ্ছ ব্যাপারে ওরা দার্শনিকের মনোভাব নিয়ে চলছিল। আর নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের ব্যাপার এড়িয়ে চলত। মনের ভাবাবেগকে লুকিয়ে রাখত। বেশ ভালমানুষি হাসিঠাট্টার আবরণের তলায়।

কোনো দিন ওদের মৈত্রীর পথ রোধ করে কোনো নারী এসে দাঁড়ায় নি। পুরুষের যে বন্ধুত্ব তার একটা মোক্ষম পরীক্ষা। জেনার প্রেমঘটিত ব্যাপারতো একটা ছিল না। কিন্তু সেমা তাতে বিচলিত হয়নি। ও ওসব ব্যাপারকে বেশ একটা তামাসার চোখ দিয়ে দেখত। সেমার নিজের এসব অভিজ্ঞতা ছিল না। ওডেসাতে ওর অনেক মেয়ের সংগে পরিচয় হয়েছিল।

কিন্তু কোনো বন্ধুত্বই বেশি দূর গড়ায় নি। ও তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে ওর ন্যায় নীতি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছে। প্রেমের সব ভাবনা চিন্তার ওপরে ও স্থাপন করেছে তার নৈতিক উন্নতিকে। অন্যসব পুরুষের সংগে এসব

মেয়েদের প্রেমঘটিত ব্যাপারে জ্ঞান দিয়েছে। তাদের বিয়েতে উপস্থিত থেকেছে। তাদের বাচ্ছাদের জন্যে ঝুমঝুমি কিনে দিয়েছে। তার নিজের জীবনের প্রেমের ঘড়িতে এখনও ঘণ্টা বাজে নি। এখনও আসে নি লগ্ন।

আমুরের তীরে ও সব কিছু ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। দুই বন্ধুতে আগের থেকে আরো কাছে এল। আলাদা দূরে থাকার কল্পনাও ওরা করতে পারে নি। আর তারপর তোনিয়ার প্রবেশ। তোনিয়া। এই সেই মেয়ে যাকে জেনার মনে হয়েছিল যে, সেমাকে আকৃষ্ট করার দিক থেকে বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। শেষকালে কেমন করে এমন হল? জেনা তো দেখে নি। আর অনুমানও করে নি। সেমার এই প্রেমে পড়ায় সে যেন চমকে গেল। টের পায় নি কখন। আর তার সবচেয়ে প্রাণের বন্ধুর স্বাধীনতার এই বিপদ সংকেতে তার মন জ্বলে উঠল ঈর্ষায়।

অক্টোবরের শেষে সেমাকে হাসপাতাল থেকে খালাস করে দেওয়া হল। আর ঠিক সেদিন ওকে স্টীমার ধরতে হবে। ছুটিতে যাবে। অনেকটা পথ। শরতে রাস্তার অবস্থা ভাল না। এইসব ভেবে তার বন্ধুরা আশা করছিল যে ডিসেম্বরের শেষে, তার আগে ও ফিরতে পারবে না।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ওর পা কাঁপছিল। দুর্বলতায়। কিন্তু খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। জেনা ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। শেষকালে অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলবে ভাবছিল। কিন্তু সেমা তো প্রাণের কথা শুনবে না। এই যাত্রায় ও প্রস্তুত হয়েছে যেন বিয়ে করতে যাচ্ছে। তার সব চেয়ে ভাল পোশাক পরেছে আর একটা টাই, খুশি চিহ্ন, ওর পুরোনো বুটজোড়ায় ঝকঝকে পালিশ করেছে, যতক্ষণ না ঝলমলে হয়েছে আয়নার মত।

"অন্তত এই দুমাসে জিনিসগুলো আরো একটু গুরুত্ব দিয়ে ভাবো," জেনা ওকে উপদেশ দিল।

"শোনো, জেনা, আমি সব বুঝছি তুমি কি বলতে চাও," সেমা জবাব দিল, "বিশেষ করে অপ্রিয় ব্যাপারগুলো। কিন্তু অপ্রিয় ব্যাপারে আমি কলা দেখাই, আমার জীবনে তাদের কোন স্থান নেই। তাই এটাকে একটা শুভদিন বলে মনে করো। ঠিক আছে?"

তোনিয়া এল। জেনা একটু আড়ষ্ট। তবে বেশ নম্র দেখাল ওকে। আর যত তাড়াতাড়ি পারল চলে গেল।

সেমা দাঁড়িয়েছিল ঘরের মাঝখানে। বিষণ্ণভাবে হাসছিল। তোনিয়া ওকে প্রায় চিনতে পারল না। এই ফিটফাট যুবকটি যেন ওর অচেনা, যাকে ও জানত ভালবাসত এতো সে নয়। ওর মনে একটা অনিশ্চয়তার অনুভূতি। আর এতেই যেন ওর মুখে কথা সরল না। কেমন একটু বিব্রত করে দিল।

সেমাও বুঝল না কি বলবে।

ওরা এখানে দাঁড়িয়ে রইল। যেন কোনো দিন আগে ওদের দেখা হয় নি।

"চলো আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।" সেমা বলল, তাদের বিস্ময়ের একটা ইতি করে দেবে এই আশা করল। তাঁবু আর ঘরগুলো ছাড়িয়ে ওরা হাঁটল। কেউই কোনো কথা বলছে না। পরস্পর একটা নিরাপদ দূরত্ব রেখেছে।

যখন তাঁবু আর ওদের বাড়ীগুলো ওরা পিছনে ফেলে এল ওরা থেমে পড়ে হঠাৎ। কী একটা ঝোঁকের মাথায়। ওদের মাথার ওপর উঁচু গোল আকাশ। আর ওদের চার ধারে কাটা গাছের গুঁড়ি। আর শুকনো কালো শেওলা।

"তোনিয়া," শেষকালে সেমা বলল, "আমি তোমার সংগে কমরেডের মতই কথা বলতে চাই। আমার সাহস আছে। আমি অনেক কিছু নিতে পারি। আমি তোমাকে কি নিজেকে ফাঁকি দিতে চাই না। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তুমি আমার দেবদূতী। জীবনের অভিভাবক। একই সংগে তুমি আমার মায়ের মত। আমার প্রেয়সী। আর যা কিছু তুমি করেছ ভেবে চিন্তেই করেছ।

তোনিয়া একদিকে সরে গিয়ে তাকিয়েছিল। ছোট ছোট কাটা গাছের গুঁড়ির মাথাগুলো হলুদ। সেই দিকে।

"আমি তেমন কিছুই করি নি। যা করবার ছিল শুধু সেইটুকু। ফাঁকি দিতে চাও না—এসব বলছ কেন? মানে?"

"আমি তোমার প্রাণের কথা বলছিলাম। তোমার ইচ্ছার কথা। আমাকে সত্যিকারের বন্ধুর মত বলো তো। আবার ভাল হয়ে এসে আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। দূরে চলে যাচ্ছি একটু গায়ে জোর পেতে। তারপর আবার ফিরে আসছি। তুমি কি তোমার মন পালটেছো? তোনিয়া? তুমি কি এখনও মনে করো যে তুমি আমার বউ হতে পারবে?"

"হ্যাঁ।"

তোনিয়া মিথ্যে কথা বলছিল না। সে চাইছিল এটা এভাবেই হোক। কিন্তু আবার সে একটা অনিশ্চয়তার আবর্তে যেন এসে পড়ল। সেমা তার কাছে অচেনা। একজন নবাগত। এই ছোকরা যে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, ওর চেয়ে কিছুটা বেঁটে। খুশির টাই বেঁধেছে। পুরোনো বুটজোড়া ঝক ঝক করছে। আর কুঁকড়ে যাওয়া মুখ। এ সেই স্পর্শকাতর রোগী নয় যাকে তোনিয়া তার জ্বর তপ্ত কপালে নিজের ঠাণ্ডা হাত রেখে আরাম দিয়েছিল। এখন ও স্বাধীন। ওর জীবনের সংগে ও আর জড়িয়ে নেই। আর আবার তাদের যোগ করা কি সম্ভব?

"তুমি আমাকে ভালোবাসো কিনা আমি তোমাকে তা জিজ্ঞাসা করব না

তোনিয়া। আমি নিশ্চিত জানি তোনিয়া তুমি আমার কাছে আসবে। আমায় ভালোবাসবে। আমি তোমাকে শুধু একটি প্রশ্ন করতে চাই আর আমি আশা করি তুমি সততার সংগে তার জবাব দেবে। আমরা এই সিদ্ধান্তটা স্থগিত রাখলে ভাল হয় না? যতদিন না আমি ফিরে আসি? তুমি তোমার মনটাকে আরো ভাল করে পরীক্ষা করবে। সেটাই ভাল না? এ বিষয়ে ভাবো। আর যখন একা থাকবে তখন তোমার চূড়ান্ত নির্বাচনটা ভাল করে ভেবে করতে পারবে। বাইরের কোনো প্রভাব পড়তে দেবে না? তাই তো ভাল?"

"না!" তোনিয়া চীৎকার করে উঠল। ওর বুকের ওপর হাত দুটো চেপে ধরল। সে তা চায় না। তার প্রয়োজন নেই। তার মনকে পরীক্ষা করবার ইচ্ছে তার নেই।

ভালবাসা ও উদ্বেগে সেমা নিষ্পলক চেয়ে থাকে ওর দিকে। ওর কত ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে জড়িয়ে ধরতে। ওর বুকে মুখ ডুবিয়ে ভালবাসার কথা ফিসফিসিয়ে বলতে। মনে মনে যেসব কথা ও প্রায়ই বলেছে। আর কখনও জোরে বলতে সাহস পায় নি! এখনও ওর সাহস হচ্ছিল না। বিশেষ করে এখনই। আবার ওরা জীবনের কাছে ফিরে এসেছে। আর এ জীবনে তোনিয়া অনেক অভিজ্ঞতায় ভুগেছে। সেমাকে তার ভাগ দেয় নি। সে সব অনুভূতি কি মরে গেছে নাকি তাদের পাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে?

"আবার এ নিয়ে ভাল করে ভাবো তোনিয়া," সেমা বলল, "সে চলে গেছে। কিন্তু যদি সে ফিরে আসে? যদি সে তোমার কাছে ফিরে এসে বলে তোনিয়া আমায় ক্ষমা করো—তখন তোমার কি মনে হবে? তোমার কি মনে হয় না এখনও তুমি ওকে ভালবাস?"

ওর এসব কথা না বললেই হত। তার নিজেরই মনে হল যে সে যেন ওকে ধরতে ফাঁদ পাতছে। ওকে একটা অপমানকর পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলছে।

"না! না!" তোনিয়া চেঁচিয়ে উঠল, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। "আমি ওর কথা আর ভাবতে চাই না। সব শেষ। তুমি আমায় অপমান করো, আমি নিজেকে ঘেন্না করব—" সেমা তার হাত ধরল। আর শান্তভাবে চুম্বন করল। ওর লজ্জা করল পুরুষের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতে। তার জীবন বোধে সে জিনিসটা বিরোধী।

"তোনিয়া," ও কোমল কণ্ঠে বলল, "আমি তোমার কাছে শপথ করছি যদি তোমার সুখ আমার ওপর নির্ভর করে…।"

সে আর বলতে পারল না।

তোনিয়া দুহাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। তার কাঁধের ওপর মুখ

দিয়ে চেপে ধরল উদগত আবেগে। ওদের চুমু খেতে সাহস হল না। কিন্তু এই নির্দোষ আলিংগন যে চুম্বনের চেয়ে আরো নিবিড়।

ওরা ফিরে চলল।

জেনা ঘরের দরজার কাছে বসেছিল। তার মুখ বিষণ্ণ। তার মুঠোর ওপর রেখেছে। একবার সেমার দিকে চোখ পড়ল। তারপর তোনিয়ার দিকে। ও বুঝতে পারল যে সব কিছু স্থির হয়ে গেছে। চেনা চাহনিতে সেমা আর তোনিয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। জেনার বুকে যেন ছুরির ফলার মত বিঁধল।

মৈত্রীর চেয়ে প্রেমের জোর বেশি। এটা প্রমাণ হয়ে গেল। হতাশ জেনা উঠে দাঁড়াল। ওদের সংগে দেখা হতেই এগিয়ে এল। তার মুখের ভাব খুশি আর একটা পরিহাসের ছায়া খেলে। হেসে ওদের অভিনন্দন জানাতে বাধ্য হয়। আর তারপর শোনে সেমা আলংকারিক ভাষায় তাদের বিয়ের বন্ধন সূত্রে আবদ্ধ হবার খবরটা ঘোষণা করছে।

ওর বিদায় মুহূর্ত পর্যন্ত জেনা তার ঈর্ষা আর বিরোধিতার ভাবটার সংগে লড়াই করে। চেপে রাখে। যদি তোনিয়া ওকে এক মুহূর্তের জন্যে সেমার সংগে একা ছেড়ে দিত তবে সেমার কাঁধে হাত রেখে ও কোন মজার কথা বলত নিচু গলায়। বলত ঠাট্টা করেই নিজের মনের ভার কমাতে। ওহে আমাদের মৈত্রী এখনও মরে নি। কিন্তু তোনিয়া এক সেকেণ্ডের জন্যেও ওকে একা ছেড়ে দেয় নি। আর সেমা তার বন্ধুর সংগে একান্ত হবার কোন ইচ্ছেই প্রকাশ করে নি। সে তার কথা ভুলেই গিয়েছিল।

ওদের বিদায় নেবার সময় এল। জেনা শেষবারের মত চেষ্টা করল, "বিশ্রাম নিও। মোটা সোটা হয়ে ফিরে এসো। আর কৃষ্ণসাগরকে আমার শ্রদ্ধা জানাবে।" ও বলল, "আমি তোমার হয়ে তোনিয়ার যত্ন নেবো। আর তুমি যখন ফিরে আসবে, ছাউনিতে সবচেয়ে সুন্দর ঘরখানা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। আমি নিজের হাতে সেটা সাজিয়ে রাখব।"

একদল তরুণ সেমাকে বিদায় জানাতে এল। হাসল। গান গাইল। তোনিয়া গানে যোগ দিল। কিন্তু শেষ করতে পারল না একটাও গান। ওর মন ভরে উঠেছে একটা নতুন সুখে। সেমা তার হাতে চাপ দেয়। আর দীপ্ত চোখে তাকায় ওর দিকে। আর তোনিয়া বিশ্বাস করল যে এতদিন বাদে তার জীবনে সুখ এল।

ওরা যখন নদীর তীরে এসে পৌঁছাল তখন আবার মনে হল যে এবারও দুজনে চুমু খাওয়া অসম্ভব। কিন্তু যখন সেমা স্টীমারে উঠল আর নৌকার মাঝিরা নৌকার পাটাতনটা প্রায় টেনে নেবে তোনিয়া ছুটে এল। তক্তার কাছে ছুটে গেল আর সেমার বাহুবন্ধনে ধরা দিল। সে প্রবল আবেগে সেমার ওষ্ঠ চুম্বনে ভরিয়ে দিল। আর দুজনের কেউ এই দীর্ঘ চুম্বন

শেষ করতে পারল না যার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল তাদের প্রেম, তাদের বিশ্বাস তাদের আশা তাদের পরস্পরের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকার আগ্রহ।

তারপর তোনিয়া আবার পাটাতনের কাছে ফিরে এল। আর সাহস করে তার বন্ধুদের ভীড়ের ভেতর লাফিয়ে পড়ল।

ওরা ওকে বাহবা দিল। আস্তে আস্তে স্টীমার ছেড়ে দিল। তার সংগে সংগে দূরে চলে যেতে লাগল সেমার নির্নিমেষ উজ্জ্বল চাহনি। শেষ পর্যন্ত তোনিয়া দেখতে পেল সে হাত তুলে টুপিটা নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে।

হঠাৎ সব ছবি মুছে গেল।

তোনিয়া সেখানে দাঁড়িয়ে রইল অন্ধের মত শূন্যের দিকে তাকিয়ে। দূর দূরান্ত পর্যন্ত শূন্য দিগন্তের অব্যক্ত বেদনা! ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। আর কেউই লক্ষ্য করে নি ওর মুখের ওপর সেই শূন্য চাহনি তার মনের ভেতর ভাবনাটা এত ভয়ংকর রূপ নিল যে সে যেন তার মুখোমুখি হতে ভয় পেল। "না, আমি শুধু আমার পিঠ বেঁকিয়ে নিলাম লাফ দিতে গিয়ে।" এত তীব্রভাবে তার স্মৃতি কাজ করে যাচ্ছিল যে শেষ দু'মাসের সব যত্ন আর উদ্বেগ ভাবনা এক হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত তার মনের ভেতর দিয়ে পার হয়ে গেল। "কিন্তু আমি কেমন করে লক্ষ্য করলাম?…"সে লক্ষ্য করেছিল. কিন্তু প্রকৃত সত্যটা স্বীকার করা ভীষণ ভয়ের ব্যাপার যে!

"চলো তোনিয়া এবার যাই," জেনা ওর হাত ধরে বলল। তার মনে পড়ে কতদূর তারা হেঁটে এসেছে আর কী বলেছে সে; শুধু এইটুকু সে মনে করতে পারে যে সে কারো কোলে মাথা রেখে ভিজে মাটিতে শুয়ে আছে। তার মুখ আর গলা ভিজে। কাতিয়া স্তাভরোভা ওর মুখের কাছে নিচু হয়ে আছে। ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে গালে চাপড় দিয়ে চলেছে। অনেকক্ষণ ধরে তোনিয়া কাতিয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকে ওকে চিনতে না পেরে আর কী যে হয়েছে বুঝতে না পেরে। তার কানের কাছে যেন বাজ পড়ছে। নোঙরের শিকলটায় ধাক্কা লেগে একটা মিশ্র শব্দের সোরগোল জলের ঢেউয়ের ওঠা-পড়া আর স্টীমারের বাঁশি। হঠাৎ ভয়ংকর একটা সত্য ওকে আঘাত করল। তোনিয়ার সবকিছু মনে পড়ল। আর সে তার চোখ বুজল। সে মরে যেতে চাইছিল।

আবার কাতিয়া তার গালে চাপড় লাগায়। তার কপালে জলপটি দেয়। তার বড় সোয়েটারের ওপর ঠাণ্ডা ক্ষীণ জলের ধারা গড়িয়ে গিয়ে ঢোকে। তোনিয়া উঠে পড়ল। তার ভিজে কপাল নিল মুছে। কাতিয়া আর জেনার কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ী চলে গেল।

"এবার তোমার জীবনে প্রেম এসেছে, রইল তোমার ভালবাসা," কাতিয়া তোনিয়াকে চাংগা করার চেষ্টায় বলল। "আমি মনে করি এতক্ষণ সেমাও হয়ত স্টীমারের ওপর ফিট হয়ে পড়ছে।"

"প্রেম!" নাক সিটকোয় জেনা। "আজ এক মাসের ওপর হল তোনিয়া রাতে বেশ ঘুমিয়েছে যাহোক; বারান্দায় ওই টুলটায় বসে ঝিমিয়েছে!"

তোনিয়া সম্পর্কে ওর নিজের মতামত থাকতে পারে; কিন্তু ও সেমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ও তার ভার নেবে, ওকে দেখবে, আর সেদিন থেকে কেউই আর সাহস করে তাকে আঘাত দিতে, ছোট করতে সাহস পেল না জেনার সামনে।

কোলিয়া প্লাত আর এপিফানভ সহৃদয় বন্ধুর মত একসঙ্গেই থাকত। ওরা বন্ধু। ওদের দীর্ঘ অভিযানের সময়, যখন পূর্বাঞ্চলে আসছিল, কোলিয়া একদিন দুঃখের সঙ্গে এপিফানভকে তার কথা জানিয়েছিল। দুর্ভাগ্যের কথা। আর এপিফানভ সহানুভূতির সঙ্গে তার জবাব দিয়েছিল। তার হৃদয়টা ছিল খুব বড়। সে পারত। তাঁবুর মধ্যে তাদের সেই দিনযাপনের প্রথম সপ্তাহেই, যখন রাতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তাদের হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল, এপিফানভ তার বন্ধুকে তার নিজের কম্বল দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। আর খাটবিছানাও বদলাবদলি করে নিয়েছিল। এপিফানভ-এরটা ছিল তাঁবুর আরো খানিকটা ঢাকার ভেতরে।

কোলিয়া ওর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। আর যতটা সম্ভব তাকে বন্ধুর মত কাছে টেনেছিল। কিন্তু এটাই যথেষ্ট ছিল না। ও যে শুধু দুহাত ভরে অমিতব্যয়ীর মত দিত তা নয়। জীবনভর সে ছিল তার নিজের ভাবনা, নিজের ক্ষমতা আর প্রত্যয়ের একটি ছোটখাটো মালিক। সব কিছু লালিত বিন্যস্ত হয়েছিল একটিমাত্র উচ্চাশায়। তার নিজের পেশা বা বৃত্তিতে সুনাম অর্জন, বেশ ভাল রোজগারে নিজের পায়ে দাঁড়ানো, আর লিডাকে বিয়ে করা।

পরিস্থিতি ও পরিবেশের চাপে সমস্ত প্রভাব শুধু তার এই উচ্চাশাকে আরো সবল করে তুলেছিল। সে কোমসোমোল হয়েছিল কেন না সে অনুভব করত যে আজকাল একজন লোক সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অংশ নেওয়া খানিকটা উচিত বলে মনে করে। সে নিজের বিবেক থেকেই কোমসোমোল হিসাবে তার ওপর যেসব কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল তা সম্পূর্ণ করত। কিন্তু এটাও সে দাবী করত যে তার অবকাশটাও কাজের তাগিদে ভরিয়ে তুলবে। কেননা সে তার যোগ্যতাকে বাড়াতে চায়। পুরানো কালের ইঞ্জিনিয়ার আর সেরা শ্রমিক কারিগরদের ধারার মধ্যে সে নিজেকে যুক্ত করেছিল। আর নিজের অধ্যবসায়ে তাদের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তার বাবা কারিগর হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। আর সে তার বাবার আদর্শ বরাবর তার সামনে রেখেছিল।

"তুমি এত পাকা লোক হয়ে গেছ, কলেজে গেলে না কেন?" এপিফানভ একবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

"আর বৃত্তি নিয়ে নোবো? কেন তা করব কেন?" কোলিয়া উত্তর

দিয়েছিল, "আমি অনেক ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে বেশি জানি। আর তাদের চেয়ে বেশি টাকা কামাই।"

ওর সঙ্গে লিডার পরিচয় হয়েছিল ঠিক সেই সময়টা যখন ও সিদ্ধান্ত করেছিল যে এইবার ওর বিয়ে করবার সময় এসেছে। সে চট করে তার গুণের কদর করেছিল; দেখতেও সুশ্রী। চালাক চতুর। মনটাও বেশ ঘরোয়া বাস্তব। আর সব সময়েই হাসিখুশি। অবশ্য ও এতটা নিবিড়ভাবে প্রেমে পড়েছিল, ও ভাবতে পারে নি, লিডা তো ওর মসৃণ জীবনটাকেই তোলপাড করে দিয়েছিল। ও তার অনেক স্তুতিকারদের মধ্যে একজন হয়ে দাঁড়াল। আর ওদের আড্ডায় ও নাচ গান গীটার সহযোগে, পুরোদমে চালিয়ে যেতে লাগল। হাসি ঠাট্টা তামাসায় দিন কাটত। প্রথম প্রথম লিডা ওকে নিয়ে হাসাহাসি করত। মজা করত। পরে সে তার স্বল্পভাষিতায় খানিকটা অভিভূত হল। (তরুণীরা একটা অসাধারণ কোনো প্রতিভার লক্ষণ দেখলেই একটু মনে মনে সমীহ করে) শেষকালে লিডা ওকে ভালবাসল। সে তার বাড়ীর আবহাওয়াটা অনুকূল নয় বলে একটু লজ্জা করত। মার কাছে ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছিল তো। ও যে কোমসোমোলে যোগ দিয়েছে মা সেটা জানতেন না। ওদিকে কোলিয়া, বাড়ী থেকে লিডার জন্যে অনুমোদন পেয়েছিল। লিডার মার এই শৃংখলা আর কড়াকড়িটা সে স্বীকার করে নিয়েছিল। একটা নৈতিক নির্ভরশীলতার প্রতিশ্রুতি। মেয়েটার মা প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। আর শেষকালে তাঁকে হাসপাতালে পাঠান হল। লিডা কিছুতেই শুনবে না। আগে ওর মা সেরে উঠুক তারপর বিয়ে হবে। কোলিয়া ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠল। আর জেদ চেপে গেল। একদিন এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, তখন ওর মার অবস্থা নৈরাশ্যজনক আর কোলিয়ার মেজাজটাও ভাল ছিল না, ও ওকে আকৃষ্ট করে ওর বাড়ীতে নিয়ে গেল। আর ওর কাছ থেকে যা চাইল কোলিয়া তাতে সফল হল। ওকে ও গভীরভাবে ভালবেসেছিল। ও এমনিতে একটু চাপা। কিন্তু সেদিন ও তার প্রতিকূল ব্যবহার করল। আর এই ঘটনায় যদি ওর নিজের অনুমতিতেই ব্যবহারটা খানিক বেয়াড়া হয়ে থাকে তবে সে তার দুর্দমনীয় আবেগের জন্য নয়, তাকে নিজের করে নিতেই হবে যে করে হোক—এই সজ্ঞান চেষ্টাটাই তাকে দুর্বার করে তুলল।

তার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। দূর প্রাচ্যে যাবার ডাক এল। তার মনে কোনোদিন এটা ঢোকেনি যে সে যেতে অস্বীকার করবে। তার নিজের নাম, যশ, পদ নিয়ে তার মনে ছিল ঈর্ষা। ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা আকাঙ্ক্ষা। শৃংখলা তার কাছে একটা পছন্দসই নির্বাচন ছিল না; সেটা তার চরিত্রের একটা অংশ ছিল। সংঘর্ষ থেকে যা কুঁকড়ে যেত। আবার মনে সে সান্ত্বনা আনত এই আশায় যে দূর প্রাচ্যে সে খ্যাতি পাবে। তার নাম হবে। খুব

তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে। লিডার মা একদিন মারা যাবেন। তখন লিডা গিয়ে তার সংগে যোগ দেবে। চিঠিতে সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে লিখেছিল সে যাবেই সেখানে। ওর সংগে কাজ করবে। মধুর আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া সেইসব চিঠি। অবশ্য তার চারিপাশের অসংখ্য ভক্তদের জন্য তার মনে খানিকটা ভয় ছিল। যদি কেউ এসে তার নিঃসংগতার সুযোগ নেয়? তাহলে সে কি তাকে আটকাতে পারবে? খুব কঠোর শাসনে লিডা মানুষ। তার অনুকূলে সেটাই ছিল বড়। কিন্তু বিয়ের আগেই এর জন্য যে লিডাকে এই কঠোরতা কোলিয়ার কাছে তার আত্মদানে বাধা দিয়েছিল তা নয়। আর যদি সত্যি কথা বলতে হয়, তবে তার এই বিজয়ের জন্য খুব একটা বড় রকম চেষ্টার দাম দিতে হয় নি।

এপিফানভ অবাক হয়ে গিয়েছিল। আঘাত পেয়েছিল কোলিয়ার সংশয় দেখে। "লজ্জার কথা ভায়া," অপমানিতভাবে সে বলেছিল সদাশয় প্রকৃতিতে খানিকটা নরম হয়ে। "মেয়েটি তোমার প্রেমে পড়েছে। সে তোমাকে বিশ্বাস করেছিল। আর এর জন্য তুমি তাকে দোষ দিচ্ছ এটা খুব হীন কাজ।"

কোলিয়া লজ্জা পায়। কিন্তু তাতেই তার সন্দেহটা শেষ হয়ে যায় না।

"যদি সে সেটা একবার করতে পারে, তবে আবার যে করবে না সেটা নিশ্চিত বলি কি করে?"

এপিফানভ পুরোপুরি ছিল লিডার দিকে। যাকে ও ক্লাভার মত মনে করত। যে ক্লাভা তাকে তার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। সে স্থির করেই নিয়েছিল যে কোলিয়া এতটা সুখের উপযুক্ত নয়। তাঁবুর একটা ফোকর দিয়ে ওরা রাতের আকাশের দিকে নিষ্পলক চেয়ে শুয়ে শুয়ে তাদের খাটের উপর, কত কথাই ভাবত। এপিফানভ তার মনের চোখ দিয়ে দেখত একটি সুন্দর মুখ। ঠিক যেন ক্লাভা মেলনিকোভার মত। শুধু ঐ খোঁপাটা ছাড়া। লিডার ছিল তামাটে চুলের গোছা। আর সে আর একটা মেয়েকে স্বপ্ন দেখত। তার কাছে অজানা, কিন্তু কোথাও না কোথাও আছে। একদিন ওর কাছে আসবে। তাকে ভালবাসবে। সে তার ছিল স্বপ্নচারিণী এক নারী।

"তা তোমার ব্যাপারটা নিয়ে একটু চাপ দাও না কেন? ক্রুগলভ তো আর তাকে ভালবাসে না।" কোলিয়া উপদেশ দেয়। অবাক হয়ে যায় যে এপিফানভ ক্লাভার মন জয় করতে কোনো চেষ্টাই করছে না।

এপিফানভের কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল।

"কিছুই করবার নেই ভায়া; এতে কিছুই হবে না। তোমায় জানতে হবে কোনটি তোমার আর কোনটি তোমার নয়। সে আমার জন্য নয় ভাই।"

মনের দিক থেকে যদিও ওরা আগাগোড়া ভিন্ন ধরনের, চিন্তা ভাবনা দুই

ভিন্ন পথের তবু কোলিয়া আর এপিফানভ বন্ধুর মতই থাকত। অন্তরংগ। আর দুজনে বেশ ভালই ছিল। এপিফানভ কোলিয়াকে শান্ত করতে পেরেছিল, যখন বন কাটার জন্য অতটা সময় খরচ করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আর কোলিয়া এপিফানভকে কারিগরী ব্যাপারে উপদেশও দিত, যখন ওকে বিদ্যুৎ কারখানায় যোগাড়ের কাজে বদলি করে দেওয়া হত। দুটি ছেলেই ওদের অবসরকালে নতুন নতুন ব্যারাক তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করত—এপিফানভ প্রবল উদ্দীপনায়, কোলিয়া শান্ত সহিষ্ণুতায়। আর দুজনে ওরা সেই ব্যারাকে ঘুরে বেড়াত যখন শেষ হয়ে যেত তার একটা ঘরে চলে আসত। একটা ঘরে ভাগাভাগি করে থাকত। সেই ঘরখানিকে ওরা মনের মত করে সাজিয়েছিল। নিখুঁত।

কিন্তু ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময়, সেই বিছানায় আসবাবে ঠাসা ঘর, ওরা দেখত আবার ওরা একা। ওরা আবিষ্কার করেছিল যে ওদের ভেতর আর সহানুভূতি নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি তাতেই দুজনে দুজনের উপর ক্ষেপে যেত। শরৎকাল এসে পড়তে, তাদের একমাত্র ছুটির আনন্দ উপভোগ, দুজনেরই যা ছিল তাও শেষ হয়ে গেল—সাঁতার কাটা। আর সব ব্যাপারেই তাদের ঝোঁক আর রুচিটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। কোলিয়ার আচার ব্যবহার এপিফানভকে বিরক্ত করত। ও কাটা কাটা কথা বলত। শ্লেষাত্মক কথা, যখন কোলিয়া তার ছোট জ্যাকেটটা হুক থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় রাখত। বলত হুকে অন্য কিছু রাখার কথা। ঠিক জায়গায় রাখা দরকার। এপিফানভ বিরক্ত হল। কোলিয়া ঘর ঝাঁট দেওয়া কি জামা-কাপড় ধোয়ার ব্যাপারগুলোতে এত গুরুত্ব দেয়! ঘরের ন্যাতা নেঙড়াতে নেঙড়াতে ওর মুখে কাতর ভাবটা ফুটে ওঠে। এসব ঘর গেরস্থলীর কাজ ও তাড়াতাড়ি হালকা মনে করতে পারে না। যেমন জাহাজী জীবনে এপিফা-নভকে শেখানো হয়েছিল। কিন্তু সবার উপরে কোলিয়ার প্রতি তার বিরক্তিটা ছিল তার চিরকালের সেই গজগজ করার জন্যে, "এটা রাগের কথাই তো। ওদের উচিৎ ছিল আমাদের শিক্ষিত শ্রমিক হিসাবে পাঠাবার আগে ওদের জীবনযাত্রার মানটা এখানে আরো পরিচ্ছন্ন করা। আমাদের সুস্থভাবে বাঁচার ব্যবস্থা করা।"

এপিফানভ বুঝতে পারে না কেন ও আশা করবে যে ওর জন্যে সব কিছু করে দেওয়া হবে। হাজার হোক সে শ্রমিক আর একজন কোমসোমোল। এসব ভণ্ডামী ও শিখল কোথা থেকে? এই নির্লিপ্ত নামের মোহ?

তা ওদের ঝগড়া ঝাঁটি হত না। এপিফানভ ছিল অতিরিক্ত ভাল মানুষ আর সহিষ্ণু। আর কোলিয়া নির্লিপ্ত, কিন্তু ওদের বন্ধুত্বে শেষকালে ছেদ পড়ল। আজকাল কোলিয়া লেনিনগ্রাদের ডাকঘরের ছাপ দেওয়া পোস্টকার্ড পেলে আপন মনেই পড়ে আর এপিফানভকে না দেখিয়েই সরিয়ে রাখে।

আর ক্লাভার সংগে অনেকটা পথ হেঁটে এপিফানভ যখন বাড়ী আসত সে ঘুমোতে যেত বিছানায়। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলত দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে, বলত না তার কারণ কি।

এপিফানভ কোমসোমোল কমিটি থেকে জানতে পেরেছিল যে কোলিয়া নিজের জন্যে ইঞ্জিনিয়ারদের বাড়ীতে একটা ঘর নেবার চেষ্টা করছে। বেশ একটু ভাল মেজাজেই বলল সে। ভয় হল কোলিয়াকে সে বুঝি লিডা আসার জন্যে এড়িয়ে যাচ্ছে। বলল,"শোন্ তোর আর একটা ঘর নেবার দরকার নেই। লিডা যে মুহূর্তে আসবে আমি চলে যাব। এমন কি ও আমাকে দেখতে পাবার আগেই। এ ঘরটা তোরই ত বল্ না—ব্যস তাহলেই হল।"

কোলিয়া অবশ্য অবজ্ঞাভরেই জবাব দিয়েছিল, "এই খুদে চোর কুঠুরির ভেতর বউকে নিয়ে আসব ?"

আস্তে আস্তে লিডার যে ছবিটা এপিফানভ মনের ভেতর পুষে রেখেছিল তা বদলে যায়। কোলিয়াকে যদি তার ভালবাসতে হয় তবে সে তার মতই হবে।

সেরগেই গোলিৎসিনের পলায়ন ওদের দুজনের কাছেই দারুণ আঘাত। কিন্তু আলাদা কারণে। এপিফানভ নিজেকে দোষ দিয়েছিল, কেন সে সেরগেইর দিকে আরো বেশি নজর দেয় নি। তাকে কেন বোঝায় নি। কেন এই মারাত্মক রাস্তায় পা বাড়াতে সে তাকে বাধা দেয় নি। কোলিয়া প্লাত ব্যাপারটাকে অন্য চোখ দিয়ে দেখেছিল। সে সেরগেইকে দেখেছিল একজন শিক্ষিত রেল শ্রমিক হিসাবে। সে এ অবস্থায় থাকা অসম্ভব মনে করেছিল। ওদের সংগে থাকবার মাথা ব্যথা তার ছিল। সে চলে গেছে। আর সে, কোলিয়া প্লাত, একজন পয়লা নম্বর কারিগর, একটা আদিম ছাউনির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সেখানে সে পা থেকে বুটজোড়াটা পর্যন্ত খুলতে পারে না। বিছানায় শোবে তবে। কেন না মেঝেটা এমন ঠাণ্ডা ? এটা সত্যি যে কিছু-কাল ধরে সে তার গুণ অনুযায়ী কাজ করছে। তার যোগ্যতা অনুসারেই কাজ একরকম বলতে গেলে। কিন্তু তবু তাকে কেউ তারিফ করে না ঠিকমত। তার যেমন যোগ্যতা সেভাবে তার বাঁচবার পরিবেশ তাকে করে দেওয়া হয় নি।

"কিন্তু তুমি একজন কোমসোমোল," এপিফানভ প্রতিবাদ করেছিল।

"হ্যাঁ আমি তাই," কোলিয়া তার স্বভাবত যুক্তিশীল কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, "আর কোমসোমোলরা কাজ থেকে পালিয়ে যায় না। আর আমিও এ রকম কাজ করব না। কিন্তু অপরপক্ষে, একজন লোক কি করতে পারে যদি কোমসোমোল সংগঠন তাদের ভালমন্দের ওপর কোনো গরজ না দেখায় ?"

সেই প্রথম এপিফানভ রেগে গিয়েছিল।

"তোমাকে আমি যত দেখছি ততই ছবিটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে! তুমি একজন কোমসোমোল! চুলোর ছাই! তুমি এমন একটি নীচ বুর্জোয়া যে আমার পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে ওঠে।"

"হতে পারে," কোলিয়া উদাসীন ভাবে জবাব দেয়, "কিন্তু আমার সুনাম আছে আর তোমার নামের ঠিক পাশেই একটি কালো দাগ পড়ে গেছে।"

এতেই এপিফানভের বেশ দম বেরিয়ে গিয়েছিল। তখনও ওর মনে ছিল সেই ইঁট চুরি করার লজ্জা! তার গোপন স্বপ্ন ছিল যে সে কোনো দুঃসাহসিক কাজ করবে। বীরের কাজ। তাকে মর্যাদা আর যশের আসনে বসিয়ে দেবে। কিন্তু বুক ফুলিয়ে বড় মুখ করে সে সেই গৌরবকে ঠেলে ফেলে দেবে। "না আমার সম্মান চাই না, গৌরব না, ধন্যবাদ; "আমার জীবনের খাতা থেকে ওই নিন্দেটাকে শুধু সরিয়ে নাও, আমি তো ক্ষমা পেয়েছি।"

একদিন লিডার কাছ থেকে তার এল। এপিফানভ পেল—তাদের দরজার তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ও কাজ থেকে বাড়ী এসে দেখল। টেবিলের ওপর রাখল। তার চারদিকে ঘুরল। অন্য কোনো দিকেই মন দিতে পারল না। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে।

তাহলে কি লিডার মা মারা গেছেন? সে নিজে কি অসুস্থ হয়ে পড়েছে? তার কি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে? সে কি এখানে আসার পথে?

কোলিয়া তখনও বাড়ীতে ফেরে নি।

এপিফানভ আর থাকতে পারল না। সে টেলিগ্রামটা তুলে নিল। তার আঙুলের ফাঁকে দুমড়ে ফেলল। সাবধানে এক কোণা ফাঁক করে খবরটা কি তা এক নজর দেখবার চেষ্টা করল। সেই কথাগুলো পড়া গেল "...যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি।" এতে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল, এবং বাতাসে সতর্ক কান রেখে টেলিগ্রামটা খুলে ফেলল। তাতে লেখা ছিল: "মা মারা গেছেন।" মেয়েটির দুঃখ যেন একটা ঢেউয়ের মত ওকে ঢেকে ফেলে। সেখানে হয়ত সে বেচারা একা বসে বসে কাঁদছে। সে টেলিগ্রামে জানতে চেয়েছে কেমন করে কোলিয়ার কাছে পেঁীছোবে। তার কথাগুলো বেদনাদায়ক অসহায় শোনাল। "তার করে জানাও কি করে তোমার কাছে পেঁীছোবো।"

সে কল্পনা করল আহা সে একেবারে কত একা। তার কতটা আজ সাহায্য আর সমর্থন দরকার। "...কেমন করে তোমার কাছে পৌছোবো" সন্দেহ নেই এখন তার একমাত্র ভাবনা কি করে কোলিয়াকে সে পাবে, কেমন করে তার নিঃসঙ্গতার অবসান হবে।

এপিফানভ এত বলিষ্ঠ আর স্বাস্থ্যবান যে সে কল্পনা করত যে সব মেয়েই তার কাছে দুর্বল, পুঁচকে। এত ছোট এত দুর্বল, এমন রোগা

ডিগ্‌ডিগে হাড় আর তুলতুলে মাস! এটা অবশ্য ওর খুব ভালই লাগত। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে দুর্বলতর শ্রেণীকে পুরুষরাই রক্ষা করবে আগলাবে। তাদের সব ভার নিজের কাঁধে তুলে নেবে। তাদের সহায় আর রক্ষক হবে। এমনি মেয়ে বোধহয় লিডা। সেই অজানা লিডা লম্বা পিঙ্গল খোঁপা। একা। এক পাহাড় চিন্তা ভাবনার মুখে। সৎকার, বাড়ী ঘরদোর জিনিসপত্র সরানো বিক্রি করা, এতটা পথ তোড়জোড়। এতসব দুশ্চিন্তার মুখোমুখি একটি ছেলেমানুষ মেয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে। ও এই ছবিটা স্পষ্ট যেন দেখতে পায়, আর তার ওপর তার প্রিয় মাকে সে আজ হারিয়েছে। কে তাকে সাহায্য করবে? কে তার মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবে স্টেশনে? কে তাকে ট্রেনে সাহায্য তদারক করবে?

ও খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ল। আর একজনের দুঃখে বিষণ্ণ। সে মনে মনে সান্ত্বনার একটি বার্তা তৈরি করে। কোলিয়াকে সেদিনই যেটা পাঠাতে হবে।

“হতাশ হয়ো না, লক্ষ্মীটি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসো।” “ছোটুটো বউটি আমার তাড়াতাড়ি চলে এসো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমি তোমার চোখের জল মুছিয়ে দোবো” না সে একটা টেলিগ্রামে এসব কথা বসাতে পারে না। টেলিগ্রাফ অপারেটরের চোখে পড়ার জন্য ওসব কথা নয়। সে অন্য কথা ভাবল। আরো একটু নরম কথা। মনে মনে সেগুলি আবৃত্তি করতে তার বড় ভাল লাগল। সে ভয় পেল কোলিয়া হয়ত এতটা যথাযথভাবে চিন্তা করতেই পারবে না।

শেষকালে কোলিয়া আসে। দরজা খুলতেই তার চোখে পড়ল টেলিগ্রামটা টেবিলের ওপর রয়েছে। আর তবুও সে অপেক্ষা করে ঘরে ঢোকে না। তার নোংরা চামড়ার বুটটা আগে ছেড়ে ফেল্ট বুট পরতে হবে। কোটটা হুকে ঝুলিয়ে রাখে। আর টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে। তার পকেট চিরুণীটা বের করে নেয়। এটাই তার অভ্যাস। আর সেটা চুলের ভেতর চালিয়ে দেয়।

এপিফানভ কথাগুলো তৈরি করেই রেখেছিল, “ভায়া চাঙ্গা হয়ে নাও, এটা আরো খারাপ খবর হতে পারে; আসল কথা হল তাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে।”

কিন্তু সে কথাগুলো উচ্চারণ করবার আগেই কোলিয়া টেলিগ্রামটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “দূর ছাই, আমি এখন ক্লান্ত!” ও হাই তুলল আর তার খাটিয়ার ওপর গড়িয়ে পড়ল। “তোমার ঘুম পেয়েছে এপিফানভ?”

এপিফানভ তার চোখ বন্ধ করল। কোনো কথা বলল না। যতক্ষণ না তার সঙ্গীর জন্য তার মনের মধ্যে আটকে থাকা লজ্জাটা খানিকটা কাটিয়ে

উঠল। সেই ত এতক্ষণ একটা মেয়ের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করেছে যাকে সে ভাল বাসে না। এমন কি যাকে জানে না। তার দুঃখের অংশীদার হয়েছে। ওদিকে ওই নিষ্ঠুর ছেলেটা তার শোকসন্তাপের লেশমাত্র খোঁজ রাখে না। সে এমন কি তারটাও পড়ে নি। লাইনে লাইনে যে অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে তার সন্ধানও পায় নি। এটা কি সম্ভব যে এর একটা জবাব দিতে এখনই ছুটবে না? তার কাছে পেঁছতে অন্ততঃ দুদিন লাগবেই। অপর দিকে বলতে গেলে, লিডা একা থাকবে। মনে শান্তি নেই। তিন দিন ছটফট করবে। এপিফানভ লাফিয়ে উঠল।

"আমি—ডাকঘরে যাচ্ছি," স্পর্ধা করে বলল। "তোমার জন্য কিছু করতে পারি?"

কোলিয়া তখনই লাফিয়ে ওঠে। সে তাড়াতাড়ি একটা খবর লিখে ফেলল, শব্দগুলো গুনল, আর তার জন্যে এপিফানভকে টাকা দিল।

ওর বন্ধুর চোখ এড়িয়ে এপিফানভ অন্ধকার রাতে বেরিয়ে পড়ে। ভিজে বরফের সঙ্গে মিশে ঝরছিল বৃষ্টি। একটা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে বাতাস তার পোশাক বিঁধছিল। জোর পায়ে এপিফানভ এগিয়ে চলে। ওর জ্যাকেটের কলার তুলেছে। তার ভেতর মাথাটাকে ডুবিয়ে দেয়। তার বার্তার কাগজটা ধরা হাতে। উষ্ণ মুঠির ভেতর। ঘটনাচক্রে ও জানতে পারে কোলিয়া কি লিখেছে। সে জানবে যে মেয়েকে সে ভালবাসে তার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য কি কি শব্দ সে পছন্দ করে বেছেছে।

ডাকঘরে ঢুকে ও দূরে এক কোণে একটা ডেস্ক বেছে নেয়। কন কনে স্যাঁতসেঁতে ভাবটা এতক্ষণ টের পায় নি পথে আসতে, এখন বেশ মালুম হয়।

"দেরি করে রওনা হয়। সাহায্যের জন্যে আমার বাবা মার কাছে আবেদন জানাও। কিছু বিক্রি কোরো না। কবে আসবে তার যত সম্ভব তাড়াতাড়ি দিন তারিখ জানাবে। ভালবাসা, কোলিয়া।"

এপিফানভ ওর মাথার পিছনটা চুলকোয়। রক্ত জমে হিম হবার মত। ওর শক্ত কাঁধটা ডলে চলে, গরম করে। রক্ত গরম করে। না, এরকম একটা তার ও পাঠাতে পারবে না। হয়ত সে ওর ফ্লাটে একা বসে বসে কাঁদছে।

ও ভাবল ফিরে যাবে—উঠে পড়ল। জ্যাকেটের বোতাম লাগিয়ে নিল। দরজার দিকে এগিয়ে গেল। থামল। মনে পড়ল একটি অপ্রসন্ন মুখ। আশ্বস্ত কণ্ঠস্বর। ওকে স্বাগত জানাবে। বেশ, তার পাঠাবে। তবে তার নিজের ভাষায়। তারপর যা হয় হোক।

"দুঃখ কোরো না লক্ষ্মীটি, যতদিন না গরম কাপড় জমাতে পারো ততদিন আসবে না। আমার বাবা মা তোমায় সাহায্য করবেন।" (যদি আমার বাবা মা হতেন, তবে তাঁরা ওর ওপর নিশ্চয়ই সদয় আর স্নেহশীল হতেন, কিন্তু কে জানত তার বাবা মা কেমন!) "কিছু বিক্রি কোরো না।" (কি কি

জিনিস নিয়ে ভাবছে ওর সংগে আনতে হবে? আর কত টাকা সে আশা করে, তার লাগবে টিকিট কিনতে, আর রাহা খরচই বা লাগবে কত? আহা থাক, সে ওদের ব্যাপার) "কখন পেঁছিবে তার করে জানিও, খাবারোভসকে তোমার সংগে দেখা করব।" (যদি সে না পারে তাহলে তার সংগে আমি নিজে গিয়ে দেখা করব) "আদর করে চুমু দিলাম, কোলিয়া।"

একবার দুবার তিনবার লিখল বার্তাটি। লিখতে লিখতে ঘাম ঝরল। আর খুব একটা উত্তেজনায় কাঁপল।

"খোকা ওটা তো ঠিক হল না," পিছনে কার গলা শোনা যায়, "যদি কাউকে খবর পাঠাতে হয়, তা হলে নিয়ম অনুযায়ী করতে হবে। আমাদের আপিসের ঠিকানা লিখে দাও আর বলে দাও তার যা দরকার সব সাহায্য ওরাই করবে। ধরো তুমি যদি তার সংগে দেখা করতে না পারো?"

এপিফানভ লাফিয়ে উঠল। আন্দ্রোনিকভ, এনকেভিডি প্রতিনিধি, সরু দু চোখের কোণে হাসির ঝিলিক। তখন উনি চশমা থেকে বরফের ধোঁয়া মুছছিলেন। এপিফানভের মনে হল হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়া চোর। নিশ্চয়ই সে তার মনে মনে খবরটা লুকিয়ে রাখত। ভান করতো যে টেলিগ্রামটা যেন সেই পাঠাচ্ছে। কিন্তু একবার যখন ধরাই পড়ে গেছে। সে সত্যি কথাটা বলা শ্রেয় মনে করল।

"ব্যাপারটা হচ্চে কমরেড আন্দ্রোনিকভ। আমি অন্য আর একজনের হয়ে এই টেলিগ্রামটা পাঠাচ্ছি। আমি একটু বদলে দিয়েছি এই যা। ঐ মেয়েটির নামেই তার যাচ্ছে। আমার বন্ধুর সংগে তার বিয়ের কথা চলছে। তার মা সবে মারা গেছেন।'

ছেলেটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আন্দ্রোনিকভের ঠোঁট থেকে হাসিটা মিলিয়ে গেল না। তিনি দুটো টেলিগ্রামই হাতে তুলে নিলেন। আসল আর তার নতুন সংস্করণটা। দুটোকে মিলিয়ে নিলেন। আর মাথা নেড়ে অনুমোদন করলেন।

"হ্যাঁ তুমি এটা বদলে ভালই করেছ। একটুখানি তবে ঠিক মত। তবে তুমি ঠিকানাটা যোগ করলে ভাল করবে। নয়ত সে হয়ত পৌঁছল কিন্তু কাউকে না পেয়ে একটু হতাশ হয়ে যাবে। আর তোমার বন্ধুকে বোলো তাকে আনতে যেন দ্বিধা না করে, নেকড়েরা তাকে খেয়ে ফেলবে না, কি বল?"

"না তা ফেলবে না তারা," এপিফানভ একটু কৌতুক হিসাবেই নিল ব্যাপারটা। "আমরা কিছুতেই ওদের খেতে দোবো না। আমরা তাকে যত্ন আত্যি করব।"

"কার বান্ধবী সে," আন্দ্রোনিকভ জিজ্ঞাসা করলেন।

"কোলিয়া প্লাত। আমাদেরই একজন কারিগর।"

"তুমি মেয়েটিকে জানো?"

"না, আমি চিনি না।"

আন্দ্রোনিকভ আরো উৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। আর তাঁর সেই চাহনি অনেকটা কোমল হয়ে এল।

"তা সে আসুক না," তিনি বললেন। "অনেকগুলি গৃহস্থ পরিবার হলে তবেই ত শহর গড়ে ওঠে।"

"সে কথা খুব সত্যি, এখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হল পরিবারের প্রশ্ন।"

ঠিক সেই সময় আন্দ্রোনিকভকে কে যেন ডাকল। অনেক দূর থেকে ফোনে একটা 'কল' এসেছে। এপিফানভ চতুর্থবারের মত টেলিগ্রামটা কপি করে ফেলে। আর আবার যখন আন্দ্রোনিকভ ফিরে এলেন তাঁর অনুমোদনের জন্য সেটা ওঁর হাতে দিল।

"একবার এটা দেখুন তো কমরেড আন্দ্রোনিকভ, দেখুন এবার সবকিছু ঠিক আছে তো।"

আন্দ্রোনিকভ সেটা অনুমোদন করলেন।

"এখন আর গোলমাল হবার ভয় নেই?" এপিফানভ উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে।

"না ওদের ব্যবস্থা ওরাই করে নেবে। মেয়েটি এখানে আসুক না। যদি ওরা না করে তাহলে বিস্তর লোক আছে, মেয়েটিকে একটা পছন্দমত জায়গা করে দেওয়া যাবে।

তারপর চলে গেল সেই টেলিগ্রামটা। কোলিয়ার সই আর এপিফানভ ও আন্দ্রোনিকভের বার্তা নিয়ে। সেই তামাটে চুল লিডার কাছে। অজানা একটি মেয়ে যে একটা খালি ফ্ল্যাটে বসে কাঁদছে আর অপেক্ষা করে আছে।

কোলিয়া টেলিগ্রামের রসিদটা চাইল আর যখন সেটা পড়ল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আরে, পঁয়তাল্লিশটা শব্দ এলো কোত্থেকে? আমি মোটে একুশটা লিখেছিলাম!"

"ওখানে ভদ্রমহিলা আমায় বললেন যে খাবারোভস্ক অফিসের ঠিকানাটা দিতে ঐ সঙ্গে," এপিফানভ বেমালুম মিথ্যে বলে।

"দরকার ছিল না," কোলিয়া খেঁকিয়ে উঠল। "ওদের আর কি, তোমার কাছ থেকে পয়সা খিঁচে নিতে পারলেই ওদের সব হল।"

"আমি তা জানি না। উনি বললেন আমি করে দিলাম।"

"আমার নিজে গেলেই হত।" কোলিয়া হিসেব করে গুনে ওকে পয়সা দিয়ে দিল। এপিফানভ রেগে মনে মনে বলে, "হুঁ, নিজে! যেন তুই এরকম একটা টেলিগ্রাম লিখতে পারতিস!" "যদি ও এসেই পড়ে আর তুই যেতে না চাস, তাহলে আমি সানন্দে যাব," অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করে এবার ও বলে, "কথা হল ওকে এখানে আনা।"

কোলিয়া দীর্ঘশ্বাস টেনে নিল। ঘরের মেঝেতে পায়চারি করতে শুরু করল। আর বিষণ্ণভাবে বলল "তুমি বোঝ না এপিফানভ। লিডা একরকম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয় আর শীতে ও কিভাবে আসবে। খাবারাভ্স্ক থেকে একটা ট্রাকের পিছনে বসে এতটা রাস্তা? আর সেখানে তাঁর সব জিনিস পড়ে থাকবে—ফ্ল্যাট···আসবাবপত্র···আমি চাই না চিরটাকাল ও এখানে পড়ে থাকুক। আমি যেতে পারতুম আর নিজে গিয়ে বসন্তে ওকে এখানে আনতে পারতুম। লিডার জন্যে এরকম একটা জীবন, এ পোষাবে না।"

"আমাদের এখানে আরো মেয়ে রয়েছে। তারা কিভাবে আছে?"

"তাদের মত অবস্থায় আমার বউ থাকবে এ আমি চাই না," কোলিয়া বলল। "কোন ভদ্র রুচিবান লোকই তা চাইবে না—"

"কি বোকার মত কথা বলছিস?—"কোনো ভদ্রলোক! তোর হৃদয় বলে কিছু নেই!" এপিফানভ বিরক্ত হয়ে বলে উঠল. "তুই এটা বুঝছিস না কেন যে মেয়েটা ওখানে একলা। আর সবেমাত্র ও তার মাকে হারিয়েছে! তাঁর এখন প্রয়োজন সান্ত্বনা।

এপিফানভের কথায় কাজ হল। কোলিয়া চিঠি লিখতে বসল।

এপিফানভ বিছানায় শুয়ে পড়ল। বন্ধুর মাথার পিছনে থেকে পেনের খসখস শব্দ শুনতে লাগল। কাগজের উপর কি লেখা হচ্ছে ভেবে আশ্চর্য হল হয়ত টেলিগ্রামে যা গেছে তার থেকে আরও স্নেহপ্রবণ আরো যুক্তিপূর্ণ কিছু। হয়ত ও এ সময় তাকে উৎফুল্ল করারও কিছু প্রকৃত শব্দও খুঁজে ছিল। হুম! এখন আন্দ্রোনিকভ যদি চিঠিটা লিখত তাহলে অন্য রকম হত।

ছোট বাদামি চুলের মহিলা লিডা যে হাজার হাজার মাইল দূরে একা যন্ত্রণা ভোগ করেছে তাকে একটা চিঠি কি ভাবে লেখা হবে ভাবতে ভাবতে এপিফানভ ঘুমিয়ে পড়ল।

চোদ্দ

শেষ দিকটায় তোনিয়া কাজের দিনে এত ক্লান্ত বোধ করছিল যে সে বাড়ী আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ছিল।

আজ সে যথারীতি ঘুমিয়েই পড়েছিল। আর যখন জাগল দেখল অন্ধকারে সে একা। আলো না জ্বেলে সে কিছুক্ষণ শুয়ে রইল। সেই ভাবেই। জেনা কত কষ্ট করে দেওয়ালগুলোতে পলেস্তারা লাগিয়েছে। কিন্তু ঐ চার দেয়াল দেখতে তার একটুও ভাল লাগছিল না। এই ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে না। আসতেও চায় নি কিন্তু তাকে অস্বীকার করার মত ইচ্ছেরও অভাব ছিল। তার আর সেমার মধ্যে যা ঘটেছে তার সঙ্গে সম্পর্ক

শুধু তাদেরই ! সে জেনাকে বলতে পারল না, পারে নি কোন দিন। যা বলবার সেমাকে বলেছে আগে। তারপর সে যা সিদ্ধান্ত নেবার নিয়েছে। সে তাকে লিখেও জানাতে পারে নি। সে শুধু তাকে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সানন্দ তারবার্তায় জানিয়েছে সব খবর ভাল। আর ওদিক থেকে, ও পাঠিয়ে যাচ্ছিল তার সবচেয়ে আদর মাখা প্রেমপত্র। সে কোনো দিন কল্পনাও করে নি প্রেম এমন নিবিড় এত সহৃদয়। হাজার রকমের তুচ্ছ ব্যাপারে তার অনুভূতি সে প্রকাশ করত। তার শরীর ভাল না। সেমা সাবধান করে দিয়েছিল। অথচ তোনিয়া বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে নি যে তেমন কিছু খারাপ হতে পারে বহুদূরে ওডেসায় সে তার জন্য গরমবুট আর পশমের শক্ত জামা দস্তানা এইসব কিনেছিল। সে চিন্তায় পড়েছিল। যতক্ষণ না সে এসে এগুলো ওকে দিচ্ছে সে কীই বা করবে। আর যাতে সে নিজের ওপর যত্ন নেয় তার জন্য বারবার সতর্ক করে দিয়েছিল। সে ওকে মন-ভেজানো উপদেশ দিয়েছিল। দুবার করে কথাগুলো গুনে গুনে লিখেছে ! ! ! প্রতি চিঠিতে সে তার ভালবাসার কথা বলেছে। সলজ্জভাবে। সবিনয়ে। কিন্তু কথাগুলোর পেছনে তোনিয়া তার আবেগতপ্ত মন দেয়ার আগ্রহটাকেই খুঁজে পায়। সেও যে তার মত করে ভাবছে এতে কোনো আশ্বাস না পেয়ে সে প্রবলভাবে সুখের জন্যে মনে মনে যুঝতে থাকে।

তোনিয়া ভোরবেলা উঠতে ভয় পায়। কেন না একটি করে নতুন দিন আসে আর সেই চূড়ান্ত ভয়ংকর মুহূর্তটি এগিয়ে আসে। লোকজনদের সে ভয় পায় কেন না মনে মনে ওরা ওকে নিশ্চয়ই ঘৃণা করবে। সে নিজেকে ঘৃণা করে। প্রথম প্রথম সে জীবনকে আর মানুষকে ঘৃণা করত। কিন্তু আগেকার তার হৃদয়ের কাঠিন্য আর ফিরে এল না। তার জীবন অনেকটা বদলে গিয়েছিল। সে কাউকে দোষ দেয় না। শুধু নিজেকেই আর নিজেকেই সে ঘৃণা করল ! কেন বার বার সে ভুল করে। মূর্খের মত কাজ করে। তার জীবনে এমন করে দুঃখ ডেকে আনে ?

জেগে উঠে মাথার পিছন দিকে হাত দুটো দিয়ে সে শুয়ে থাকে। আর শরীরটাকে বেশ আরামে আলগা করে দেয়। "আমি সেমাকে ভালবাসি", মনে মনে ও বলল। তারপর নিজেকে জিজ্ঞাসা করে অবাক হয়ে সত্যিই কি এমন একটা ব্যাপার ঘটতে পারে। কখন এটা ঘটল ? হাসপাতালে সে ওকে ভালবাসে নি। তার মানে নারীর প্রকৃত প্রেম দিয়ে নয়—যার মধ্যে আত্মার ও দেহের আকর্ষণ এক পরিপূর্ণ অখণ্ডতায় একাকার হয়ে যায়। এমন কি ও যখন চলে গেল তখনও সে ওকে ভালবাসে নি। আহা, এক মুহূর্তের জন্যে··· যে মুহূর্তে ছুটে গিয়ে পাটাতনের কাছে ও ওকে আবেগ ভরে চুম্বন করে ফেলল সেই মুহূর্ত থেকে সেই হাসি আর নদীর পাড়ে লাফিয়ে উঠে আসার যৌবন চাঞ্চল্যের মুহূর্ত থেকে এল এক বসন্তের ঝড় ওর জীবনে। কিন্তু

সেদিন সেই প্রেমের জন্ম মুহূর্তে যে আনন্দ ছিল আজ এখন তার জায়গায় ঘিরে এল একটা ভয় আর নিঃসংগতা। ওর মনে জাগল একটা অসহায়তা আর চরম সর্বনাশের ভয়।

ও উঠে পড়ল। আলোটা নিভিয়ে জেলে দিল। যেন তার ভবিষ্যতের আতংকটাকে তাড়িয়ে দিতে চাইল। বাতাস ঠাণ্ডা। কিন্তু তাতে ও গ্রাহ্য করল না। সত্যি তার বেশ ভাল লাগছিল। উপভোগ্য। ওর উরু, পেট স্পর্শ করল হাত দিয়ে। উন্নত স্তন। ঘৃণার সংগে তাকিয়ে দেখল শক্ত শরীরটার দিকে। কিন্তু ওর মন হালকা আর বিশুদ্ধ। সে মনে সেরগেই আজ বিস্মৃত। আজ সেখানে অন্য কারোর জন্য প্রেম। কিন্তু তার শরীর তো ভোলে নি। সে তার পুরানো ভালবাসার ফল তাকে মুখের কাছে এনে বলছে, নাও। সেই প্রেম বড় হবে আর যাকে ভুলে যেতে চায় তার সংগে একটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রচনা করবে।

শুকনো চোখে ও বিছানার ওপর বসে থাকে। এত কষ্টে ও কাঁদতে পারে না। আজ ওর কাছে মুক্তির আর পথ নেই। তার জীবন তছনছ হয়ে গেছে। সে কোনো দিন সুখী হবে না। সেমা···কিভাবে যে এটাকে মানিয়ে নেবে। মর্মান্তিক নৈরাশ্যে সে ভেংগে পড়বে! আর জেনা? সে খেঁকিয়ে উঠে বলবে, "আমি তো তোমায় আগেই বলেছিলাম!" সে সাগ্রহে তার ফুলে ওঠা পেটের দিকে চেয়ে দেখে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে।

"আমি এই চাই না!" সে জোরে বলে ওঠে। হাহাকার! "আমি এ চাই না!"

ক্রুগলভকে আগে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল। সে একবার খাবারোভ্-স্কে যেতে চায়। কিন্তু ও রাজী হয়নি। "কি করতে যাবে? বিয়ের উপহার খরিদ করবে?" ও বলেছিল। "বুঝতে পারো না যে আমরা যদি তোমাকে যেতে দিই তাহলে অন্যদেরও যেতে দিতে হবে।"

তোনিয়া আর চাপ দেয় নি। তাদের নিজের ডাক্তারকে বলার সাহস ওর ছিল না। সোনিয়া ক্লাভা কাতিয়া আর লিলকাকে ও এড়িয়ে চলে। সে একা। একেবারে একা। অপরের সামনে ভয়ে সে হার মেনে যায়। তার এই অবস্থাটা এখন সবার চোখে পড়ে। কি করে সবাইকে সে বোঝাবে যে যখন সে সেমাকে ভালবেসেছিল তখন তো এটার কথা সে টের পায় নি। সে তো আর একটা স্বামী পাকড়াও করেনি। কোনো কিছু লুকোয় নি বা মিছে কথা বলেনি।

বারান্দা দিয়ে কারা যেন আসছে। ও পায়ের শব্দ শোনে। ওরা যদি দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। সে আলোটা নিবিয়ে দেয়। যাতে কোনো লোক ভাববে সে বেরিয়ে গেছে। কাঁধের ওপর কম্বলটা জড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ওখানে কি ব্যাপার? ওদের ব্যারাকের সামনে খোলা জায়গাটা

দেখে ও চিনতে পারে না। চারদিকে শুধু সাদা, উৎসবমুখর। যেন পরীর দেশ। কাদা, ভাংগাচোরা, জঞ্জাল আর ঘর বাড়ীর তৈরীর খোলা জায়গা, খালি গামলা, কড়াই আর বোতল যা চারদিকে ছড়িয়েছিল সব বরফের কম্বলে ঢেকে গেছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রও সাদা। আর এক দিকটায় কালো ধোঁয়ার চিমনির দিকটা, মনে হচ্ছিল রাতারাতি যেন একটা অদ্ভুত স্থাপত্য গেঁথে দিয়ে গেছে কে। আর বরফ ঢাকা গোল লণ্ঠনটা আঁকছে সেই অচেনা শহরের ছবি আর সব অশ্রুত কোন স্থান। হয়ত বাস্তবে তা কোথাও আছে আর আবার হয়ত শুধু তাদের হদিশ পাওয়া যাবে স্বপ্নে। ঘুমের ভেতর।

আস্তে আস্তে সটান নিটোল বরফ নামছিল। নরম তুলোর মত ঘুরপাক খেয়ে এসে গেড়ে বসছে পৃথিবীর বুকে। এই তুষার আনছে শান্তি, স্তব্ধতা আর অবসর। তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, যায়, যায়, দিন চলে যায়। সকলই ফুরায়! হায়! দীপ্তকোমল তুষার তোনিয়ার তপ্ত চোখের সামনে অজস্র ধারায় ঝরছে আর এর প্রসন্ন প্রভাবে ওর দুঃখ যেন কমে আসে। আর প্রকৃতি যেন ওর হৃদয়ের বড় কাছে এসে আজ কথা বলছে, সেই মুহূর্তে এত বিচ্ছিন্ন ছিল প্রকৃতির কাছ থেকে, অপ্রয়োজনীয় যত সব ধারণা আর সংস্কারে ওর মনটা ছিল তিক্ত বিরক্ত। ওর ভিতরের এক নারী একবার কথা কয়ে উঠল। যে নারী আজ মাতৃত্ব গৌরবে গরবিনী। "আমার ছেলে হবে। আমার খোকন সোনা। আমার সৃষ্টি। স্বপ্নে বোনা। আমার শরীর একে সহজ-ভাবে গড়েছে। যেন প্রকৃতির ভেতর সব সহজভাবে ঘটে। আমার শরীর যা তৈরী করছে তার মধ্যে ভুল আর পাপ কী থাকতে পারে?"

সে লজ্জা দুঃখ মনে মনে আবিষ্কার করে দুঃখ পেতে পারে। ঘেন্না করতে পারে নিজেকে। কিন্তু তার নবীন সবল দেহ ঠিক সেই নতুন জীবন রচনার কাজ শেষ করবে, আর সব লোকেরই কর্তব্য হবে, সবার আগে তার নিজের, এ নতুন জীবনকে রক্ষা করা, দুঃখের অনুভূতি থেকে, বাইরে থেকে চাপানো আঘাত আর হতাশা থেকে। এই নতুন জীবনের প্রকৃত বাস্তব সত্যটাকে মানতে হবে। কিছু করার নেই। খোলা বিশুদ্ধ মন দিয়ে অনুভব করতে হবে।

এবার সব কিছু তার কাছে সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে আসে। এইভাবটা-কেই এবার ওকে শক্ত হাতে ধরতে হবে। ভয় হয় এটা কখন হারিয়ে যাবে। তাই এবার ওর প্রবল ইচ্ছে হয় বাইরে যাবে ঐ যেখানে তুষার ঝরছে। প্রকৃতির সংগে সরাসরি হাত ধরাধরি করে মিশে যাওয়া। ঐ আকাশ আর নরম আদরভরা পুঞ্জ পুঞ্জ তুষারের সংগে একাকার। ব্যস্ত হাতে গায়ে কোটটা চাপিয়ে নিল। আর বেরিয়ে যেতে গিয়ে ভাবল, এখন একবার সাহসী কোনো লোকের সংগে গিয়ে কথা বলবে, যে তাকে বুঝবে আর বলবে, "হ্যাঁ তুমি বেশ ভাল আছো, জীবনকে নাও আর প্রাণ ভরে বাঁচো।"

কাঠের তক্তার ওপর দিয়ে হেঁটে চলল ও। ফুটপাতের মত কাজ দিচ্ছে এগুলো। একটা টানা সাদা রাস্তা ধরে। তার ওপর তার কালো পায়ের দাগ চেপে বসে যায়। বড় কর্তাদের বাড়ীটা পেরিয়ে এল। নদীর দিকটায় মোড় ফিরল। একটা সরু বরফের সর নদীর কিনারায় জমেছে। এই পাড় থেকে দূরে চঞ্চল তীব্র জলস্রোত ছুটে চলেছে সমুদ্রের দিকে। 'চলে যায়। মরি হায়!' তোনিয়া নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে। ওর এই নির্ভীক উৎসুক চোখের চাহনি যেন সব কিছু বোঝে। সে দেখতে পায়। জীবনের উত্তাপকে স্পর্শ করে। সারা বিশ্বের সেই জীবন স্পন্দনে। 'বিশ্বভরা প্রাণ।' এত বিরাট এত অসীম আর অনেক তার অর্থ—তার একার জীবনের চেয়ে, তার নিজের ব্যক্তি জীবন অপেক্ষা কী বিপুল সেই মহাজীবন বেগ! আজ তার চারদিকে শুধু জীবন, ওই ঝরা তুষার পুঞ্জে, ওই মাথা তোলা অট্টালিকার কন্দরে কন্দরে, ওই স্থির লক্ষ্য নদীর চলায়, আর তার এই গোল নিটোল উদর কুম্ভের অভ্যন্তরে যে নতুন মানবজীবন জাগছে তার অপার রহস্য।

এই প্রথম তোনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, যে এই সৃষ্টির কাজ তো তার ভিতরেই চলেছে। তার গর্ভ থেকে যে শিশু জন্ম নেবে এই জগতে সে তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে, তার চারদিকের পরিবেশে, স্বচ্ছ প্রত্যাশী চোখে চেয়ে দেখবে। কিসের পাপ? কিসের নিন্দা? তাকে কি দোষ দেওয়া যায়? এটা কি তার দোষ যে তার চেহারা দেখে একদিন সবাই ঠাট্টা করেছিল, চোখের জল ফেলেছিল আর লজ্জা পেয়েছিল? তার জীবন একটা ছেঁড়া কোটের মত অতীতের সমস্ত মালিনাকে ধুয়ে মুছে ফেলবে। তার জীবন হবে শুদ্ধ সুন্দর। সে আসছে।

এই নতুন মানুষটিকে জন্ম দেবার জন্য তোনিয়া সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করবে। আর তার এই সহ্য করবার ক্ষমতা এত বেশী হবে যে সে কোনো বেদনা অনুভব করবে না। শুধু প্রসব বেদনার যে শারীরিক অনুভূতি তা ছাড়া। আড়চোখে চেয়ে দেখো, বাঁকা কথা, নিঃসঙ্গতা, তার নতুন পাওয়া প্রেমকে হারিয়ে ফেলা। কিন্তু সবই চলে যায়, বেদনা, শীত, বরফ, আর তার ছোট ছেলেটা তাকে মা বলে ডাকবে। সেই একই রকম আদর করে। আর আবদার করবে আর পাঁচটা শিশুর মতন।

তোনিয়া আপন মনে হাসল। নদীর উপর উঁচু ঢিবিটায় সে দাঁড়িয়েছিল। তুষারপাতের মাঝখানে সে একা, চারদিকে নীরবতা, তারপাশে সে যেন তাকে প্রায় দেখতে পাচ্ছিল—ছোট্টো বেঁটে মোটাসোটা। সাদা টুপি মাথায়। লাল গাল দুটির চারপাশে ঘিরে আর নাকের কাছে বোতাম আঁটা। দম দেওয়া একটা খেলনা আঁকড়ে আছে বুকের কাছে। হায়, এখন আর কি এসে যায় তাতে সেরগেই ওকে বিশ্বাসঘাতকের মত ফেলে গেছে। কানুঝনির বিরক্তির। তাঁবুর ভেতর কানাঘুষো কথাবার্তা আর চোখ ঠারাঠারি।

ছোট্টো সোনা তার দু হাত বাড়িয়ে ছুটে আসবে বলবে 'মা'! আর সে ওকে ভালবাসবে বড় করবে। ওর ছেলে ওকে শ্রদ্ধা করবে।

এই হবে তার জীবনের আনন্দ। কিন্তু তবু যন্ত্রণা যে রয়েই গেল। যদি ওর অবস্থাটা ও কিছু আগে জানতে পারত! একটি মানুষের ওপর ও তার সুখের আশা রেখেছিল যে তাকে দিনের পর দিন আরো আরো আপন করে ভাল বেসেছে। এই মুহূর্তে ও তার সংগে দেখা করতে হয়ত আসছে আর তার সমস্ত অন্তর দিয়ে সে তার পথ চেয়ে আছে। কেমন করে সে এই সুখকে অস্বীকার করবে? সে নিজেই শক্ত করবে ওদের বন্ধন। সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাকে একটা আতংক আর হতাশায় সে ওকে ফেলে যাবে। কিন্তু কেন সে তা করবে? যা ঘটছে তা এত ভয়ংকর হবে কেন?

ভয়ানক একটা রাগ-বিরক্তিতে ও ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে। কোনো অপরাধী নয় সে—দোষ করে নি। একটা লোককে ভাল বেসেছে আর গর্ভে ধরেছে একটি শিশু। তার প্রিয়জন তার প্রেম আর তাদের সন্তানের অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। তার মনে আজ আর তার কোনো স্থান নেই। আর তাই সে আজ আর একজনকে ভালবাসে। কারো কোনো অধিকার নেই। তাকে উপহাস করবার। ঘৃণা করবার। সে নারী। একজন মা। কারো কাছে তো সে মিথ্যা বলে নি।

সেমার কথা ওর মনে আসে। যাবার আগে শেষ দেখেছে। পরিষ্কার কামানো দাড়ি। উজ্জ্বল চোখ। সাদা শার্ট ঝকঝকে টাই আর ছেঁড়া বুট-জোরা ঝকঝক করছে আয়নার মত। ওরা দাঁড়িয়েছিল। একা। হলদে হয়ে যাওয়া কাটা গাছের গুঁড়িগুলোর মাঝখানে। আর ওকে ও জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি হবে যদি সেরগেই গোলিৎসিন ফিরে আসে?" পরে ও ওর বন্ধুদের কাছে ঘোষণা করে দিয়েছিল ওর হাত ধরে, "তোনিয়া আর আমার শিগ্‌গিরই বিয়ে হচ্ছে।"

আর এখন তো গোলিৎসিন ফিরে এসেছে। এই নতুন জীবনে বিকশিত একটা নতুন রূপে। তার নতুন সুখকে দলে ধ্বংস করে ফেলতে। শেষ করে দিতে।

এ আর সহ্য করতে পারে না ও। গোলিৎসিনকে ও অস্বীকার করে—অভিশাপ দেয়। এ ছেলে তো তার নয়। এ শুধু তার একার। যদি সেমা চায় তবে তার আর সেমার। তার দুর্ভোগ আর নিঃসঙ্গতার ভিতর থেকে সংশয় আর মালিন্যের ভিতর থেকে, ও বিশুদ্ধ পূর্ণ আলোকে-জন্ম নেবে। সে হবে সত্যকাম। সে এগিয়ে যাবে ভাবীকালের ভেতর। যে ভবিষ্যতকে আজ ও গড়ছে। বন্ধুগণ, ওকে নাও, আজ আমাদের এই নব-নগরে সেই হবে নবজাত নাগরিক। ও আকাশের দিকে ওর মুখ তুলে তাকায়। তার সুখকে-

জয় করে নিতে বদ্ধ পরিকর। নির্ভীকভাবে এগিয়ে যেতে চায় তার মুখোমুখি হাত করতে।

তখনও তুষার ঝরছে। ঝরছে। আর ঝরছে। ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে আর খাচ্ছে ধীরে ধীরে। লণ্ঠনের বিষণ্ণ হলুদ আলোয় কাঁপছে তার আভা। শান্তি ভরে দেয় তোনিয়ার বুক। আর আশ্বাসের এক অপূর্ব অনুভূতি।

পনর

শীত এসে পড়েছে। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম। নদীর ওপর বরফের পুরু আস্তরণ আরো আরো বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। মাঝখানে শুধু সাদা শিথিল ঢেউ। আর মনে হল যে কোনোদিন কোমসোমোলরা ঘুম ভেঙে উঠে দেখবে সমস্ত নদীটা একটা নিরেট বরফের চাঁই হয়ে গেছে। তারা এই রূপান্তর দেখতে পেল না কেন না সেটা ঘটল কখন রাতের নিঃশব্দতায়। একদিন ভোরবেলা ওরা ঘুম ভেঙে দেখে, যে বাস্তব ঘটনার কথা ওরা কত ভেবেছে আজ তার মুখোমুখি। ওদের কোঠাগুলো ঠাণ্ডা আর ধোঁয়ায় ভর্তি। তাদের বাসিন্দারা পালা করে সারারাত জেগে ছোট ছোট লোহার উনুনে আঁচ দেয়। জ্বালানি বদল করে। নয়ত খাবার জল জমে বরফ হয়ে যাবে সকালবেলা। আর কম্বলের ভেতর থেকে বাইরে গুড়ি মেরে বেরিয়ে আসা সে হবে একটা মস্ত পালোয়ানির কাজ। বীরের দুঃসাহসিকতা। ব্যারাক-গুলোতে অবস্থা অবশ্য কিছুটা ভাল। আগুন জ্বালাতে যথেষ্ট কাঠ ছিল না। কোমসোমোলরা ওদের কুঠার তুলে নিয়ে ওদের দরজার বাইরে গাছগুলোতে কোপ বসায়। ওয়েনার ওদিকে এক ফতোয়া জারি করে বসেছিল। গাছ কাটা নিষেধ! অবশ্য তাঁবুর এই এলাকায়। কিন্তু কে শোনে হুকুম। গাছগুলো একে একে অদৃশ্য হয়! ওদিকে পাকশালায় ভোজনাগারে রাঁধুনির খাবার নিয়ে খরচ কমাতে প্রাণপণ—হিমশিম খাওয়া। যতক্ষণ না নদীর বরফ শক্ত হচ্ছে আর তার ওপর দিয়ে হেটে যাওয়া যায় ততক্ষণ নতুন সরবরাহ তো আর ওরা আশা করতে পারে না।

খাবারোভস্ক থেকে উপনিবেশ পর্যন্ত একটা রেল রাস্তার লাইন খুঁটি বাঁধা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত রেল রাস্তার বদলে রয়েছে শুধু অঞ্চল, কর্মক্ষেত্র, আর আগুনের আড্ডা ক্যাম্পফায়ার। অঞ্চল থেকে অঞ্চলে খুব কাছাকাছি ছড়িয়ে আছে সাফ করা রাস্তা। মাল বোঝাই ট্রাকগুলো এইসব রাস্তা ধরে চলেছে আর যখন তখন তুষার ঝড়ে আটকা পড়ে যাচ্ছে। যখন ট্রাকগুলো একটা পরিষ্কার রাস্তার প্রান্তে গিয়ে পৌঁছচ্ছে তখনই তারা থামতে বাধ্য হচ্ছে। অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই। কোথাও কোথাও ওদের আমুরের দিকে মোড় বেঁকে দরিয়ার বরফের ওপর দিয়ে ডজন ডজন মাইল

রাস্তা পেরোতে হচ্ছে। কিন্তু তখনও বরফ কমজোরি তখনও জমে শক্ত হয়নি লোকেরা ট্রাকগুলো, আর মাল সরবরাহ সব রুখে দাঁড়িয়ে রইল কখন বরফের চাঁই পুরু হবে।

একে একে মানুষ অসুখে পড়ে। শুরু হয়ে যায় মাড়িফোলা রোগ। এ রোগ সারাবার একটা নিজস্ব রাস্তা জানা ছিল কাসিমভের। কায়িক পরিশ্রম। চান আর নিয়মানুবর্তিতা। তার মৎস্য কেন্দ্রে একটাও মাড়িফোলা রোগের ঘটনা ঘটেনি। ওখানে কোমসোমোলরা বরফে মাছ ধরার কায়দা শিখেছিল। ওর অধীনস্থ শ্রমিকদের সংগে নির্দয় ব্যবহার করত কাসিমভ। ওদের বেশি ঘুমোতে দিত না। প্রতিদিন চানের ঘরে তাড়িয়ে নিয়ে যেত। ওদের খাটাত কষে আর তা ছাড়া ব্যায়াম।

পরিখার ভেতর কোমসোমোলদের কুঠরীতে একবার করে চক্কর দিয়ে আসত সে। ওখানে তার মৎস্য কেন্দ্রের শ্রমিকরা থাকত। লক্ষ্য রাখত সে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার নিয়মগুলো সবাই মানছে কি না। কেউ হয়ত কম্বলে গা ঢেকে শোবার চেষ্টা করছে ও তাদের ঠিক টেনে বের করত আর বলত, "দেখ আজ পর্যন্ত এখানকার স্থানীয় লোকেরা কেউ এই মাড়ির রোগে ভোগে নি। আর ওদের খাবার-দাবার আমাদের চেয়ে ঢের খারাপ ছিল।"

আন্দ্রেই ক্রুগলভ মাড়ির রোগের প্রতিকারের জন্যে সম্মেলন ডেকেছিলেন। কোমসোমোলরা খুব দ্রুত আরো চানের ঘর তৈরি করতে লেগে গিয়েছিল। কাতিয়া স্তাভরোভা আর ভালিয়া বেসসোনভ শীতের খেলাধুলা সংগঠনের জন্য নিযুক্ত হন। অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণে স্কেট আর স্কী ছিল না। ছুতোররা আর কারখানাগুলোয় স্কেট আর স্কী তৈরি শুরু করেছিল। জেনা কালুঝনি আর বন্ধুরা স্কেট খেলার আঙিনা হিসাবে একটা বরফের মাঠ পরিষ্কার করে ফেলল। বেশ সুন্দর করে সেটি তারা সাজিয়ে গুছিয়ে ফেললে। জেন্য বরফ-হকি দল বানিয়ে ফেললে আর প্রায়ই খেলা হতে লাগল। তাতে বেশ দুঃসাহসিক মেহনত নানা রকমের কারিগরি ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন ঘটতে লাগল। অবশ্য, এইসব পরিকল্পনায় সমস্ত কোমসোমোলকে টেনে আনা অসম্ভব ছিল। অল্পবয়সী তরুণরা আন্তরিক ভাবে শুধুমাত্র মানুষকে যেসব ভিটামিন দেওয়া হয় তার কথা বলতে লাগল। *কেরেমশা* স্থানীয় বুনো পিঁয়াজ—অন্য সবার চেয়ে তার কদর বড় বেশি। ওরা *কেরেমশা* চুষত আর তা দিয়ে শরীরে ঘষতো, খুব কড়া করে জল দিয়ে ধুলেও ওদের ঘরদোর ছাউনি থেকে তার গন্ধ তাড়ানো যেত না।

ভিটামিন আসছে। লাল টক জাম, আপেল, পিঁয়াজ আর আলু, খাবারোভসক থেকে রাস্তা ধরে আসছে ট্রাক বোঝাই হয়ে, কোমসোমোলরা বিষাদের হাসি হেসে বলত; টিপনি কেটে, "আবার সেই 'আসছে আলছে'।"

এপিফানভ আর কিলটু ট্রাক চালানোর কায়দা কৌশল শিখছিল। এপিফানভের মতে চালকরা সব অকেজো একটুও কষ্ট সইতে পারে না, যারা সব মাঝ রাস্তায় আটকে পড়েছে। ও দেখাতে চায়, বর্তমান অবস্থায় উপনিবেশে এসে ঢোকাই কিছু অসম্ভব নয়। কোলিয়া প্লাত ওকে নিয়ে মজা করে আর কিছুটা অপদস্থ করে। সারাটা অবসর সময় কাটিয়ে দেয় স্কোটিঙের আঙিনায়।

একদিন যখন এপিফানভ বাড়ী এসেই একেবারে অস্বাভাবিক এলো-মেলো অবস্থার মুখোমুখি হয়ে থ' মেরে গেল। কোলিয়ার ফেল্টবুট জোড়া মেঝের মাঝখানে পড়ে। কোটটা কে ছুঁড়ে ফেলেছে চেয়ারের ওপর, আর ও নিজে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

"কি হয়েছে কোলিয়া ?"

কোলি ঘুরে উঠে বসল। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। ওর কথা বোঝা গেল না। এপিফানভের স্থির ধারণা হয় ওর হয়ত জ্বর হয়েছে। কিন্তু যখন ও কপালে হাত রাখল, কোলিয়া অসহিষ্ণুভাবে তা সরিয়ে দিল আর প্রায় কেঁদে উঠল। তার প্যাণ্টের পা টা টেনে ধরল। গোড়ালি আর হাঁটুর ওপর নীল কালশিরে দাগটা দেখলে।

"ডাক্তারের কাছে যাও, এর জন্যে কিছু ব্যবস্থা করো।"

"আমি গিয়েছি।"

"কি বলল ?"

"ও শালা, এক নম্বর হাতুড়ে, আর কিছু নয়।"

এর আগে এপিফানভ কোলিয়ার মেজাজ এত চড়া বেসামাল দেখেনি, ও অবাক হয়ে ওর মারাত্মক রাগের কারণ শোনে।

"জানিস আমি ছুটি চাইলাম, এই গর্তের মধ্যে শালা আমি থাকতে পারব না। ও বলে, "আরে না না তোমার কেসটা তো খুব হালকা। ও আমাকে কি করতে বলল জানিস ? মানে তোমার কেস আরো খারাপ হোক ততদিন অপেক্ষা করো ? চুলোয় যাক ও আর তোমরাও শালা মরো।"

সারা সন্ধ্যেটা ও রাগে চেঁচায়, খিস্তি করে, কাঁদে, কাঁপা হাতে পা টিপে টিপে দেখে আর রোগের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে আয়নার ভেতর। মাড়িটা ফুলছে লাল হয়ে উঠছে।

এপিফানভ দমে যায়। ওর জন্যে দুঃখ হয়। যতটা পারল ওকে আরাম দিতে চাইল, তবে কোলিয়া শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে জানাল ওকে, তখন অনেকটা রাগ পড়েছে, "ওরা আমাকে যা কিছু করতে পারে, আমি কিন্তু এখানে থাকব না। আমি বরফ পড়ার মধ্যেই কেন চলে গেলাম না। আমি বোকামি করেছি।"

পরদিন সকালবেলা ও কামাই করার জন্যে দরখাস্ত করল আর দাবী করল যে ওকে খাবারোভস্ক পেঁছে দেবার জন্যে সাহায্য করা হোক।

এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কোমসোমোল কমিটি ওর দরখাস্তটা নিয়ে ভাবল। কোলিয়া রাগে ফাটছে। আর কাঁদতে কাঁদতে হুমকি দিচ্ছে। তাদের কোনো যুক্তি সে শুনবে না।

শেষকালে ক্রুগলভ, রাগে সাদা হয়ে, বুটজোড়া ঠেলে সরিয়ে কোলিয়াকে দেখাল যে তার নিজের পাটাই তো ওইরকম কালসিটের দাগে ভর্তি হয়ে গেছে।

"তা আমাকে এর জন্যে কি করতে হবে? পালাব আমিও? বাঃ ভারী চমৎকার কোমসোমোল তো আমি!"

ওর মুখও ক্রুগলভের মত সাদা। কোলিয়া ওর দাগগুলোর দিকে চেয়েছিল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

এপিফানভকে বলা হয়েছিল তার কি ইচ্ছে সেটা বলতে। "ও একটা কাপুরুষ", এপিফানভ বললে, "কাপুরুষদের সঙ্গে কেমন করে কথা বলব আমি জানি না।"

সহানুভূতি নিয়ে ও ভাবল। সেই তামাটে চুল মেয়েটার কথা। যে কোলিয়াকে ভালবাসে, তার প্রেমে আবদ্ধ, সে কি জানে আসলে এ ব্যাটা কেমন?

পরদিন। একটা ঘটনা ঘটে। সবার মন থেকে কোলিয়া প্লাতের ভাবনা এতে সরে যায়।

স্কী করতে করতে এসে পেঁছায় তাঁবুতে নানাই কোমসোমোল হোজেরো। একটা দীর্ঘ গোলমেলে তেলের খবর নিয়ে এল কিছু লোক যার ফলে নদীর সব মাছ মারা গেছে। স্তেপান পারামোনভ যিনি বলেছিলেন, "ওদের কিছু দিও না, আমরা নতুন শহর চাই না; যে নতুন শহর চায় তাকে খাবার দাও"। হোজেরোর মতে, পারামোনভই একমাত্র ক্রুগলভের দিকে বন্দুক ছুঁড়তে পারে, "কেন না নানাইরা কখনও গুলি করে না মানুষ দেখলে।"

"স্তেপান আইভানোভিচ পারামোনভ" আন্দ্রোনিকভ জিজ্ঞাসা করলেন।

"স্তেপান আইভানোভিচ," হোজেরো নিশ্চয় করে বলে। খুশি হল। উনি তাহলে বুঝেছেন।

"তোমাদের ঐ তারাস ইলিচ তো ওই লোকটার জন্যেই কাজ করত হে।" আন্দ্রোনিকভ বুঝিয়ে দেন। "তুমি আর আমি এই যে বাড়ীটায় বসে আছি, এটা তারই বাড়ী। তাই নয়া শহর তো তিনি চাইবেনই না। হ্যাঁ মনে পড়ে গেল, ওর ভাই কোথায়?"

হোজেরো ওর ভাইকে চিনতো না।

"তার একটা ভাই আছে। জারের সেনাবাহিনীতে সে একজন অফিসার ছিল।" আন্দ্রোনিকভ বললেন। "ওরা দুজনেই জংগলে গা ঢাকা দেয় যখন কুলাকরা গ্রেপ্তার হল"

উনি তারাস ইলিচকে ডেকে পাঠালেন। একটা ঈর্ষান্বিত সন্তোষে তারাস ইলিচ সেই লোকটির বর্ণনা দেয় যার হয়ে সে কাজ করেছিল।

"হিম্ হিম্ হ্যাঁ সেইই," হোজেরো সায় দিয়ে যায়।

"তাহলে ওই সাপটা বেঁচে আছে এঁ্যা," তারাস ইলিচ দাঁতে দাঁত চেপে বলতে থাকে। "এখনও দুনিয়াটাকে বিষিয়ে চলেছে।"

কিলটু আর মুমিকে নিয়ে মৎস্য কেন্দ্রে কাসিমভের অধীনে কাজ করতে গেল হোজেরো। প্রথম দিনটা বেশ ভালোয় ভালোয় কাটল। তবে দুদিনের দিন, একটা বড় জাল তোলার পর, ওকে যখন মাছে নুন মাখাতে পাঠানো হল, ও মুমির অধীনে কাজ করতে সরাসরি নাকোচ করে দিল।

ক্রুগলভকে পাঠান হল।

"কেন তুমি করবে না?" সে জিজ্ঞাসা করল। "তুমি কি মুমিকে পছন্দ করো না?"

"মুমি মেয়েমানুষ," হোজেরো বলল। "আমি মেয়েছেলের কথা মানতে পারবো না। পুরুষ মানুষ মেয়েছেলের কথায় উঠবে বসবে এটা লজ্জার কথা।"

মুমি কেঁদে ফেলল হাউ হাউ করে। "তুমি কোমসোমোল নও," কাঁদতে কাঁদতেই ওকে ও চীৎকার করে বলল, "রুশ কোমসোমোলরা আমাকে মেনে চলে। তুমি খুব বজ্জাত, তুমি একটা আস্ত বোকা। যাও আমার জন্যে তোমার কাজ করতে হবে না, বোকাদের আমার কোনো দরকার নেই।"

ক্রুগলভকে ও বলল; "আমি হোজেরোকে চাই না, আমি ওকে নোবো না, আমি নুন দেবার কাজের নেতা, আমার ওকে দরকার নেই।" সে কাসিমভের কাছে দৌড়ে গেল, তুমি হোজেরোকে নাও, আমি ওই বোকাটাকে নোবো না, বোকা লোকটাকে কিছুতেই আমার দরকার নেই।"

তাই কাসিমভের অধীনে সরাসরি বরফে মাছ ধরার কাজ করার জন্যে হোজেরোকে বদলি করে দেওয়া হল। কিছু কোমসোমোলকে ঠিক করা হল হোজেরোকে আবার ভাল করে শেখাবার জন্যে। মরোজভ বললেন হোজেরো যেন তাঁর সংগে গিয়ে দেখা করে। কিলটু আর মুমিও এল। আর কায়দা করে এটা ওটা নিয়ে কথাবার্তা বলে তিনি হোজেরো আর মুমির মধ্যে মিটমাট করে দেন। শেষকালে এমন একটা দিন এল যখন মৎস্য কেন্দ্রে কোমসোমোলদের এক সভায় হোজেরো সবার সামনে ঘোষণা করে দেয় যে ওরই গলতি হয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় কিলটু দেখল ও কাঁদছে। ও কাঁদছিল আর গান গাইছিল,

দু পাশে হেলে দুলে, আর ওর মনের ভাবটা লুকোবার কোনো চেষ্টাই করছিল না।

"ও আমার উরাইগতে গো
বড় বাবুরা তোমায় খরিদ করেছে।
ও আমার উরাইগতে গো
তোমার রেশমের পোশাকগুলো
আজকে শুধু গোরের নিচে গো !!
কেন তুমি আমার সাথে শহরে গেলে না
ওখানেতে গিয়ে তুমি থাকতে বড় লোকের মত,
আর রুশরা তোমায় কত মান্য করত গো
ও আমার উরাইগতে গো……।"

হোজেরো সেই মেয়েটাকে ভালবাসত ! আজ সে তাকে মনে করে বিলাপ করছে। কিলটু বাধা দিল না। আর তার নিজের বুক আজ গর্বে ফুলে উঠেছে, কেন না আজ ও বুঝেছে, এই প্রথম, তার মুমি এখন "মস্ত বড়লোক।" একজন কেউ কেটা।

এক ঘণ্টা হবে। তারপর ওরা তিনজনে গেল মরোজভের সঙ্গে দেখা করতে। উনি ওদের রুশ ভাষা পড়তে লিখতে শেখাচ্ছিলেন। দয়া আর উৎসাহ নিয়ে উনি এই তিনটি নানাইকে শেখাবার ভার নিয়েছিলেন। নানাই কোমসোমোল। বসন্তকালে তাঁদের নিজেদের উপনিবেশে স্থানীয় আদিবাসীদের ভিতর শিক্ষার কাজ চালানোর জন্যে তাঁর অনেক বড় বড় পরিকল্পনা ছিল। আর তিনি ধরে রেখেছেন তখন এই তিনজন তাঁকে মদৎ জোগাবে।

মাঝরাত পর্যন্ত ওরা কাজ করত। ওরা বাড়ী থেকে বেরোচ্ছিল দেখল কে যেন খুব তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে বেরিয়ে আঁধারে হন হন করে চলে গেল। ছেলেরা ওদের দিকে বিশেষ নজর দিল না কিন্তু খোঁজ নেবার জন্য এগিয়ে যায়।

"দাঁড়াও !" সে ডাকল। "একটু দাঁড়াও।"

ওরা দেখল আবছাভাবে একজন ঢ্যাংগা মত, একটু কুঁজো একটা মূর্তি তুষারপাতের ভেতর দিয়ে হনহনিয়ে চলেছে। ও খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিল, বেশ সতর্কভাবে, নিঃশব্দে শিকারীর পদক্ষেপ। "দাঁড়া বলছি; দাঁড়াও !" মুমি লোকটার পেছন পেছন দৌড়তে দৌড়তে চেঁচায়। কিছু না বুঝে, মুমি কেন ওকে ধাওয়া করছে, কিলটু আর হোজেরো তার পিছন পিছন অনুসরণ করে।

লোকটা ছাউনিগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। মুমি ওকে ধরে ফেলল, তখন দুটো ছাউনির মাঝখানে একটা সরু রাস্তায় মোড় বেঁকেছে, সেও ওর

পিছন দিকে গিয়ে বাঁক নিতে পারত কিন্তু তার ঘুষির আঘাতে ও মাটিতে পড়ে যায়।

কিলটু আর হোজেরো দেখল সে বরফের ওপর পড়ে, তার ঠোঁট কেটে বের হচ্ছে। সে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল আর গাল পাড়ছিল। বাড়ী যেতে চাইল না ও। গেল মরোজভের কাছে।

"পারামোনভ!" উঠোন থেকেই ও চেঁচিয়ে উঠল। তার থেঁতলানো ঠোঁটের ওপর তার হাতটা চেপে ধরেছে। "পারামোনভ এখানে আসে। বদলোক। পাকের বন্ধু, সমরের বন্ধু। ও আমাকে দেখে দৌড় মেরেছে। কেন আমাকে দেখে দৌড়লো? আমার মুখে মেরেছে! কেন মারল? খারাপ লোক। পাকের চেয়েও বদমাইস।"

এখন কিলটু আর হোজেরো টের পেল যে এই ঢ্যাঙা চেহারাটা একটুখানি কুঁজো আর নিঃশব্দ পদক্ষেপ, এ যে ওদের চেনা।

মরোজভ আন্দ্রোনিকভকে ফোন করলেন।

ওরা সব ছাউনি খুঁজলেন কিন্তু পারামোনভকে পাওয়া গেল না।

ওরা আবিষ্কার করল, যে স্কী রাস্তাটার পদচিহ্ন বরফের দিকে গেছে আর একটা বড় গর্তের কাছে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঝরা তুষারে পায়ে চলার ছাপটাকে ঢেকে ফেলেছে।

ওরা দেখল যে একটি লম্বা চেহারা লোক শেষ বিকেলে উপনিবেশে এসেছিল। ও ওর নাম বলেছিল মিখাইলভ। আর আভ্যন্তরিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিয়েছে। ও গ্রানাতভের সংগে দেখা করে আর মুরগী ও অন্যান্য পশুপাখী বিক্রি করার জন্য ওর সংগে একটা চুক্তি পত্রে সই করে। সই করা চুক্তিপত্রটা গ্রানাতভের ডেস্কের ওপর পড়েছিল। গ্রানাতভ লোকটার চেহারার যে রকম বর্ণনা দিল তাতে কিলটু আর হোজেরো মুমির কথায় জোর দিয়ে বলল যে এ পারামোনভ ছাড়া আর কেউ নয়, স্তেপানের ভাই।

তারাস ইলিচ তাকে দেখেনি পাঁচ বছর হবে কিন্তু ও বলল ওর নিখুঁত বর্ণনা সে দিতে পারে, ওকে মনে আছে। আর গ্রানাতভের বর্ণনা অনুসারে সে ছোট পারামোনভ ছাড়া—আর কেউ নয়।

সে যেই হোক সে কোন সদিচ্ছা নিয়ে আসে নি। যদি সে সত্যিই একজন আভ্যন্তরিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়, তাহলে মরোজভের বাড়ীর আনাচে কানাচে ও অন্ধকারে কি করছিল, আর কেনই বা ও মুমিকে দেখে দৌড়লো, ওকে মারল কেন?

মুমি নিজেকে একালের এক বীরাংগনা বলে মনে করে। সে লোকটাকে খুঁজে বের করার কাজে অংশ নিল। আর যখন সে ফিরে এল তার নিজের

দুজন নানাই সংগীর বর্ণনা দিয়ে শুধু বললে একটাই কথা, "বোকারা সব" সে বললে, "বোকার দল।"

ছেলেরা নিজেদের ব্যাপার নিয়ে আর তর্ক করল না।

পরদিন আর একটা খবর শিবিরের চারধারে রটে গেল। কোলিয়া প্লাত উধাও। ও যাবার সময় এপিফানভের ভাল ফেল্টবুটটা নিয়ে সটকান দিয়েছে। ফেলে গেছে নিজের ছেঁড়াটা সেই সংগে একজোড়া উঁচু জুতো-সংগে আটকানো স্কেট।

বুটজোড়ার ভেতর এপিফানভ একটা চিরকুট পেল, "খোকা, যতদিন না আমাদের দেখা হচ্ছে, আমার খোঁজ কোরো না! তোমরা আমায় পাবে না। এখানে ইঁদুরের মত মরতে আমি চাই না। যারা চায় আমি তাদের ছেড়ে গেলাম। তোমার বুটজোড়া নিয়ে গেলাম। আমায় ক্ষমা কোরো। তোমাকে আমার স্কেটিং জুতো জোড়া দিয়ে গেলাম। তাদের দাম আরো বেশি। ক্রুগলভকে অভিনন্দন, কোলিয়া।"

এপিফানভ রাগে প্রায় গর্জন করে উঠল। ফেল্টবুটটা নিয়ে সে ক্রুগলভের কাছে দৌড়ে গেল। স্কেট জুতা আর চিঠিটাও নিয়ে গেল।

"এই রগড়টায় আমি তোমায় অভিবাদন জানাই," সে বললে, ওগুলো মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল, "আমি ওই কুত্তার বাচ্ছার কাছ থেকে একটা কুটোও নেবো না। 'যতদিন না আমাদের দেখা হয়!' আবার দেখা যদি হয় কোনোদিন আমি ওই শালার দাঁত ঘুঁষি মেরে ভেংগে দোবো, একটা জঘন্য জানোয়ার কোথাকার!"

কোলিয়া কেমন করে পালাল সেটা একটা রহস্যই রয়ে গেল। পরে জানা গেল যে সটকান দেবার আগের দিন ও জেনা কালুঝনির স্কীটা ধার করেছে। কিন্তু এটা যে কী অসম্ভব কথা। এতটা রাস্তা স্কীতে করে যেতে কারো এত সাহস আছে। ওই ভারী ব্যাগ কাঁধে নিয়ে। একেবারে নিজে। একা।

ষোল

দূর প্রাচ্য এক্সপ্রেস সবে মস্কো স্টেশন ছেড়েছিল। লিডা উদাস-ভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। মস্কোর গ্রামের ছবি। ছোট ছোট 'ডাচাগুলো'। 'ডাচা,' গাঁয়ের বাড়ী আর কি। ফুলবাগান। আর মাঠের পর মাঠ। বরফ ঢাকা। পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছে।

তবু তার বড় একা লাগছিল। দিশাহারা। তার এই হতাশার ভাবটা বেড়েছিল গত কয়েক দিনের মধ্যে তার জীবনে যে একটা পরিবর্তন হয়ে গেল সেইজন্য।

তার মা অনেক কাল ধরে কষ্ট পাচ্ছিলেন। ভুগছিলেন দীর্ঘ দিন।

আর শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে গেছেন। নিজেকে আর পাঁচজনকেও কষ্ট দিয়েছেন। মরবার তিনদিন আগে ওরা তাঁর মাথা কামিয়ে দিয়েছিল।' আর সেই চেহারাটাই এখন বার বার লিডার মনে আসে। মাথার খুলিটার চামড়া কুঁচকে গেছে। নেড়া টাক পড়া মাথা। তাঁর সেই আবেদনার্ত ফুঁপিয়ে কান্না আর ভিত্তিহীন সন্দেহ প্রবণতা।

লিডা এখন সম্পূর্ণ একা। নিজেই নিজের কর্ত্রী, তার এক মাসী ছিল। সে সারাক্ষণ কাঁদছিল আর অযথা হৈ চৈ করছিল। কোনো কিছু প্রয়োজনীয় সাহায্য করবার ক্ষমতা তার ছিল না। কোলিয়া প্লাতের বাবা-মাবা শোক প্রকাশ করতে এসেছিলেন তবে কোনো সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন নি।

লিডার জন্য যা কিছু করেছিল অচেনা লোকজন। তানিয়া, রোগা হাসি-খুশি এক ভদ্রমহিলা, পাশের ওয়ার্ডেই থাকতেন, লিডার মার মৃত্যুর খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখতে এলেন। তাঁর স্বামীকে সঙ্গে এনেছিলেন। আইভান গাভ্রিলোভিচ, শান্ত দয়াবান একটি মানুষ, জাহাজের ঘাঁটিতে ফোর-ম্যানের কাজ করেন। ওঁরা লিডাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন আর সৎকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে দিলেন।

সৎকারের পর লিডা ঠিক করতে পারল না কি করবে। তার এই পরিবেশ থেকে দূরে আমুরে চলে যাবার খুব ইচ্ছে করছিল তার, সেই নতুন শহরেই একজন সাহসী নির্মাতা হবে সে···কোলিয়ার কথা ভাবলেই সে যেন আর সব কিছুর চেয়ে একেবারে আত্মহারা হয়ে যায়। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়! তার শেষ চিঠিটা স্পষ্ট করে কিছুই বলে না। কিছুকাল ধরে তার কাছে যাবার নামগন্ধ পর্যন্ত করে না ও। কেন? ওর স্বভাব কোমল কথা সত্ত্বেও এর পেছনে কেমন যেন একটা অশুভ হাবভাবের আঁচ পায় ও। আর কথাবার্তাগুলোও কেমন ধোঁয়াটে। ও কি তবে ওকে আর ভালবাসে না? ও কি আর কারোও প্রেমে পড়েছে?

লিডা ওর সঙ্গে কিছুটা সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু বিচ্ছেদ আর ওর দিকে একটা অপরাধবোধ তার প্রেমকে জিইয়ে রেখেছিল। সে অবশ্য, তার ভেতরের কতকগুলো ফাঁকির কথা জানত। আর তাতেই লিডা বিরক্ত হল। সে তার মার কথা নিয়ে বিরক্ত হয়ে বলেছিল যে মার প্রভাবেই তার জীবন নষ্ট হয়েছে। কিন্তু ওর বাবা মা-ই কি এর চেয়ে ভাল? লিডা জানে তাঁরা কত উদাসীন, দাম্ভিক আর স্বার্থপর। তাঁদের স্বার্থ ঘিরে আছে শুধু তাঁদের সুনিয়ন্ত্রিত ঘর সংসারের চারপাশে, তাঁদের খাওয়া দাওয়া আর ব্যাংকের বই। লিডাও ভাল করেই জানত তার মার দোষ ত্রুটির কথা, কিন্তু সে তাকে ভালবাসত। কেমন হাসিখুশি আমুদে আর পরিপূর্ণ জীবন রসিক। সত্যি তার মা তাঁর বিষয় সম্পত্তিতে আসক্ত ছিলেন, তাই বলে আমোদ আহলাদে এক পয়সার জন্যও কোন দিন

গঞ্জনা দেন নি। লিডার আনন্দে বাধা দেন নি। আর লিডা যখন বন্ধুবান্ধবদের নিচে হৈ চৈ করত তিনিও কত সময় এসে যোগ দিয়েছেন নাচে গানে। বেশ সেকেলে একটা প্রেমের গান উনি গাইতেন। কোলিয়ার বাবা মার আর কি দেবার ছিল? ওঁরা লিডাকে ভালবাসতেন কিন্তু ওঁদের নাছোড়বান্দা প্রশ্নে লিডা অপদস্থ বোধ করত। "তুমি কোথায় ছিলে?" "তুমি কি করছিলে?" "তুমি কি দেখছিলে?" সব সময় ওঁরা গুরু ঠাকুর সেজে যেন ওঁকে তালিম দিতেন, এমনি করে চলবে, এমনি করে বলবে। "তুমি ভুলে যেও না তুমি বাগদত্তা!" ওঁরা প্রায়ই বলতেন। আর এ কথাগুলো লিডার কানে শোনাত "ভুলে যেও না তোমার পায়ে শিকল বাঁধা।" কোনোরকম অসভ্যতা না করে লিডা যতটা পারত ওঁদের এড়িয়ে চলত।

ওর মা যখন মারা গেলেন ওঁরা পীড়াপীড়ি করলেন। এসো আমাদের সংগে থাক। আর সব চেয়ে বড় কথা ওঁদের না বলে ও যেন কোনো জিনিস বেচে না দেয়। ওঁরা বললেন এটা কোলিয়ার অনুরোধ। লিডা বলেছিল আচ্ছা সে সেটা পরে ভেবে দেখবে। চলে এসেছিল। আর অবসর সময়টা কাটাত তানিয়ার সংগে।

ও কি কোলিয়ার সংগে গিয়ে দেখা করবে?

কিন্তু তানিয়া আর আইভান গাভ্রিলোভিচের জন্যেই, ওদের কথাতেই, সে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে তার সিদ্ধান্তে দেরি করতে পারে। একদিন আইভান গাভ্রিলোভিচ ঘোষণা করলেন যে ওঁকে দূর বছরের জন্যে দূর প্রাচ্যে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক কোলিয়া যে জাহাজ ঘাঁটি গড়ছে সেখানেই কাজ করতে হবে। তানিয়া খুব খুশি। "ওগো তুমি এই কাজটা নাও আমরা যাব!" ও বলল, "বলো কি, গাঁয়ে গরমকালে যাচ্ছ, মোট ঘাট বাঁধা ছাঁদা এত তোমার এক মাসের খাটনি কেন?" আইভান গাভ্রিলোভিচ তাঁর ঘাড় হেলিয়ে অবাক হয়ে জবাব দিলেন। "এইসব জিনিসপত্তর গোছগাছ, বাচ্চাকাচ্চা এতটা পথ তুমি সব গোছ করবে কি ভাবে?" "সে তুমি ভেবো না। আমি ঠিক করব— বাচ্চাকাচ্চা বিছানা কম্বল বাসন কোসন সব!" তানিয়া ঝলমলে চোখে জবাব দেয়। "আর আমরা তোমাকে কিচ্ছু করতে বলবো না। লিডা রয়েছে। আমরা ঝটপট সব সেরে ফেলব!"

আর ঐ তো ওরা চলেছে—ছানাপোনা, কম্বল, বাসনপত্র সব নিয়ে। লিডা খুব ছোটোটো করে একটা তার পাঠিয়েছে কোলিয়া। এখন ও ভাবতে বসেছে কি হবে। "হাজার হোক আমি—তো আর একা নই," নিজের মনে ও বলে। "আমি যাচ্ছি তানিয়ার সংগে, আর যাই হোক না কেন, যতদিন না পাকাপাকি কিছু হয় আমার একটা থাকবার আস্তানা তো আছে, আর ও যদি আর কাউকে বিয়েই করে তা ও করুক। আমি কোমসোমোল, একটা নতুন শহর গড়বার পথে চলেছি আমি।"

জামা কাপড় ছাড়া ও সব কিছু বিক্রি করে ফেলেছে। এখানে এই ট্রেনের কামরায়, গাড়ীটা ওকে এক অজানা দেশে নিয়ে চলেছে। তার অতীত থেকে সে মুক্ত। আর দশদিন বাদে তার জীবনে কি হবে সে তা জানে না, সে ভাবে নিজের কথা, তার প্রেমের কথা, কোলিয়ার কথা, কিন্তু তার সেই হেঁয়ালিভরা চিঠিগুলোর কথা ও ভাবল না, আর তার বিরক্তিদায়ক বাবা মার কথা। শুধু ভাল ভাল কথা ওর মনে পড়ল। সেইসব মুহূর্তের কথা। যখন ওরা কাছাকাছি ছিল। তার আদর আর প্রতিশ্রুতি। তার আলিঙ্গন, চুমু খাওয়া আর শেষ টেলিগ্রামটা, আহা, ও যেন নষ্ট হয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে। ও গিয়ে ওকে বলবে, এই সেই তোমার লিডা, না না গো না কোরো না ভাবনা! আমি ভীরু নই। জয় করেও তোমার ভয় যেন আজও গেল না। সবার মত প্রাণপণে ও খাটবে, (কতকগুলো কারণে ওর মনে হল হয়ত ইঁট বওয়ার কাজও ওকে করতে হবে), সে ওকে মানতে বাধ্য করাবেই যে তার সব অভিযোগ মিথ্যে হয়েছে!

"লিডা! দেখবে এসো কে এসেছে?" তানিয়া চীৎকার করছে। কামরার ভিতরে ছুটে এসেছে। "শিগগিরি এদিকে এস!"

তানিয়ার পিছন থেকে লিডা দেখতে পায়, উজ্জ্বল কৌতূহলী একটি মুখ, চোখা নাক আর বড় বড় দুটো চোখ। লিডা একে আগে আর একবার দেখেছিল—এই রোগা হাসিখুশি রগড়বাজ লোকটাকে। রোমশ ভুরুর নিচে দুটি দীপ্ত চোখের গভীর চাহনি। সে ওকে দেখেছিল মস্কো স্টেশনে ছুটোছুটি করতে। তার কাণ্ডকারখানা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। মালপত্রের গাড়ীতে একটা বিশাল মোটঘাট তোলবার জন্যে সে হিমসিম খাচ্ছে। তারপর বাকী জিনিসপত্র তার কামরায় নিয়ে আসবার জন্যে ও নিয়ে এসেছিল তিন জন কুলিকে। ওদের গাড়ীর কণ্ডাকটার একটা টিকিটে এত সব মালপত্র নিয়ে যেতে দেবে না কিছুতেই। লোকটা চেঁচাচ্ছে। হাত নেড়ে বলছে, কোনো কথা শুনব না হেড কণ্ডাকটারের সঙ্গে কথা বলতে দিতে হবে। "তুমি জানো না ওই থলিয়ার ভেতর কি আছে?" সে চেঁচায়। "তুমি কি মনে করো এ সব আমার?" লিডা দেখে নি গোলমাল কেমন করে শেষ হল, সে তার নিজের ব্যাপার নিয়েই খুব ব্যস্ত।

"আমার নাম আলতশুলার। তোমরা সেমা বলতে পারো। আমি আমুরের নয়া শহর থেকে আসছি," ও বেশ দেমাক করে বলল। কিন্তু পরমুহূর্তেই, সে তার নিজের সহজ সত্তাটা খুঁজে পায়। তখনই লিডার দু'হাত চেপে স্বাগত জানায়। তারপর আইভান গাব্রিলোভিচের সঙ্গে করমর্দন করে। তারপর বাচ্চাদের হাত দুটো ধরে, তারপর একটা আসনের এক ধারটাতে বসে পড়ে অন্তহীন এক বক্তৃতা জুড়ে দেয়।

"ও, তাহলে তোমরা আমাদের শহরে আসছ? তা তোমাদের জীবনে সত্যি

এমন একটা বুদ্ধির কাজ কখনো আর আগে করো নি! তিন বছরের ভেতর সমস্ত বুদ্ধিমান লোক তোমাদের হিংসে করবে দেখো। তোমরা জানো আমাদের শহরের ধরন ধারণটা কেমন? নিশ্চয়ই তোমরা জান না? আর জানবেই বা কেমন করে? তোমরা জানো এ শহরের ভবিষ্যৎটা কেমন? সমস্ত সাংবাদিক আর ফোটোগ্রাফাররা ছুটে যাবে এর ছবি তুলতে পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য! এমন সুন্দর হবে সেই শহর বুঝলে? তোমরা তাহলে লেনিনগ্রাদ থেকে আসছ? আরে, আমাদের আমুরের তুলনায় তোমাদের নেভা তো শিশু হে। আর তোমাদের বাঁধ? তোমাদের সেতু? ফুঃ তোমাদের সেতুগুলো! দু মাইল চওড়া নদী জীবনে দেখেছ কখনও? সে আমাদের আমুর। বলতে গেলে সে তো নদী নয় প্রায় সাগর। সেতুর ওপর দিয়ে হাঁটো—চলছ তো চলছ আর চলছ। শেষ নেই।”

“বলতে চান আপনারা এত বড একটা সেতু বানিয়েছেন?” লিডা কোনো রকমে মাঝখানে প্রশ্নটা জুড়ে দেয়।

“আরে আমি জানতুম তোমরা বুঝবে না,” সেমা আহত কণ্ঠে বলে। “তোমরা এসে দেখো তখন বোলো, কিছুই নেই এখন, শুধু কাদা আর মাটির বাড়ী, ঠাণ্ডা—ছারপোকা। তোমার সেতু কোথায়? কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বাঁধ, জেটিঘাট, বিমান ঘাঁটি আর বুলেভার্ড।”

“আমরা অত বোকা নই,” লিডাও তেমনি আহত কণ্ঠে জবাব দেয়, “আমি একজন কোমসোমোল আর সে কাজেই আমি যাচ্ছি—সবার মত নগর গডতে।”

“আর তোমার লেনিনগ্রাদ পার্কগুলো?” সেমা প্রসঙ্গান্তরে না গিয়ে তেমনি বলে চলে, “আমাদের তাইগা আছে। জানো তাইগা কি? গাছপালার এক বিরাট বন। এত বড় বড় গাছের গুঁড়ি যে তিনজন লোকও হাত দিয়ে জড়াতে পারবে না! এমনই সব গাছ আছে আমাদের তাইগায়!”

অন্য সব যাত্রী খাবার গাড়ীতে চলে যায়—তিন বার করে ওদের পালা আর এখনও সেমা বকে চলেছে, ওর যা মনে পড়ে সব ওদের বলছে, ওর কল্পনায় যা আসছে সব, যাতে ওর শ্রোতারা এই নতুন শহরকে ভালবাসে শ্রদ্ধা করে এমনি সব অনর্গল বলে যায়।

এই প্রথম দিনই ওরা ওর মুখ থেকে ডজন ডজন নাম শোনে, ডজন ডজন দুঃসাহসিক আর মজার মজার ঘটনা। ওদের ও বলে কেমন করে গাছএর গুঁড়িগুলো সরানো হল, কেমন করে কাঠের বড় বড় টুকরো বহে নিয়ে যাওয়া হল, কি কি পাথর ঢালাইয়ের কাজে লাগবে কি কি লাগবে না। মনে মনে লিডা যেন এখন জংগলের কাজে লেগে গেছে, এই যাচ্ছে করাতকলে আবার যাচ্ছে পাথরের খোঁজে।

“তোমার কাজ কি হবে?” সেমা জিজ্ঞাসা করল।

"আমাকে গুদাম ঘরের যন্ত্রপাতির ভার দেওয়া হয়েছে," লিডা অনিচ্ছাভরে বলল। তারপর বেশ একটা উৎসাহে যোগ করে, "তবে আমার ইচ্ছে আমি ওখানে গিয়ে গুদাম ঘরে কাজ করি। আমি মিস্ত্রিরি হতেই যাচ্ছি। গড়ব নিজের হাতে।"

ওদের নৈশভোজের সময়টা পেরিয়ে যায়, খাবার গাড়ীতে সবাই মিলে যায় সান্ধ্য ভোজে। আবার টেবিলে বসে সেমা খাবার কথাটা বেমালুম ভুলে যায়, কথা বলতে বলতে শুন্যে ওর ছুরি কাঁটাটা নিয়ে নাড়তে থাকে।

"যদি ভাবো ওখানে বেশ সহজ জীবনযাত্রা, তবে বাপু পরের স্টেশনে নেমে যেও," ও সরাসরি বলে দেয়। "ভীতু লোকদের জন্যে ও জায়গা নয়, আমরা এখনও কিছু পাই নি," ও হাসল। "খাবার দাবার যথেষ্ট নেই, নেই থাকবার বসত বাড়ী। কিন্তু যদি তোমরা বোঝো যে কেন এত কষ্ট সবাই করছে, সইছে তাহলে কোনো কিছুতেই তোমার কষ্ট হবে না।"

"না, আমি বুঝি, তারা আমাকেও পারবে না!" তানিয়া কথাটা মানে, তার গাল দুটো উত্তেজনায় আগুন রাঙা।

আইভান গাভ্রিলোভিচ ওর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে মাথা নাড়লেন। এই কি সেই তার বউ যে সব সময় বায়না করে তার· এটা চাই সেটা চাই আর উনি তাকে এটা ওটা দিতে পারেন না?

"তোমার কথাই ধরো," সেমা তানিয়ার হাতটা ধরে বলে, "তুমি কল্পনা করতে পারো না তোমাকে কী ভীষণ দরকার। তুমি এখন কি! শুধু একজনের বউ, ঘরের গিন্নি, আর মা। লেনিনগ্রাদে সেটা এমন কিছু বেশি না, কিন্তু, ওঃ সেখানে বাড়ির গিন্নি মানেই গোটা শহরের কর্ত্রী। শহরে শৃঙ্খলা রক্ষা করা, কল্পনা করতে পারো তার মানে কি? এর মানে হল চারধারে তোমার নজর দিতে হবে। দেখো ভাঁড়ারে কি আছে। ওই ওখানে জঞ্জাল জমছে। তেল, সাবান, চানঘর আর সব জায়গায়, তুমি মেয়ে মানুষের লক্ষ্মীশ্রী নিয়ে সর্বত্র বিরাজ করবে, আমাদের কি চাই না চাই দেখবে, ফুল গাছের চারাগুলো ঠিকমত লাগানো হয়েছে তো, জঞ্জালের টিনের ঢাকনাটা ফেলা আছে তো, কল, পায়খানা নিয়মমত সাফ করা হচ্ছে? গুদাম ঘরে ঝাঁটপাট পড়ছে। স্বাস্থ্যকরভাবে সব ঠিকঠাক রাখা হচ্ছে, ভাল রকম দাঁড়িপাল্লা আছে—। ভগবান জানেন, ওসব কাজ তোমার জন্যেই বসে আছে। তুমি নিজে গিয়েই দেখবে, গেলেই দেখতে পাবে ওখানে মেয়েদের ভীষণ দরকার, এ তোমায় বাজী রেখে বলব।

"আর তুমি," আর এক হাত ও লিডার দিকে বাড়িয়ে দেয়। "নিশ্চয়ই, তোমার বিয়ে হবে, আর কাজ করবে, শহরের একটি দামী গয়নার মত সেখানে গিয়ে ঝলমল করবে তুমি—।"

লিডার মুখ লজ্জায় রক্তিম।

"না না লজ্জা পাবার কিছু নেই। সংসারের প্রশ্নটা হল জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন। আমাদের কাছে পরিবার হল একটা সামাজিক ব্যাপার। আমরা সংসার চাই। আমরা চাই শিশু—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। সমস্ত বড় শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটা বিশেষ দিক।"

লিডা আরো গভীরভাবে লজ্জা পায়।

"ব্যাপার হল," সেমা লিডার চেয়ে আরো লাজরক্ত হয়ে বলে, "আমি নিজেই বিয়ে করতে চলেছি কি না, আমি—ফিরে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি বিয়েটা সেরে ফেলব।

"ওহো! ওটা তাহলে একটা পানভোজনের অছিলা মাত্র," আইভান গাভ্রিলোভিচ সোৎসাহে বলে ওঠেন আর এক বোতল সুরার ফরমাশ করলেন, "তা তোমার পাত্রীটি কে?"

"আমার পাত্রী!" সেমা যেন স্বর্গীয় আনন্দে পুনরাবৃত্তি করে। "আহা আমার পাত্রী!"

সবাই অবাক। সেদিন এই প্রথম যেন সে নির্বাক।

"বলতে গেলে আমরা তাহলে, ভরপেট খাবো দুজনের···" আইভান গাভ্রিলোভিচ শুরু করেছিলেন এমন সময় লিডা টেবিলের তলা দিয়ে এমন পা চেপে দিল আর এঁর দিকে বিপন্ন দৃষ্টিতে তাকালো যে উনি মুখ বুজিয়ে ফেললেন।

সেমার হঠাৎ মনে পড়ে যায় ব্যাগের কথা। সে তার কামরায় চলে যায়। ওগুলো নিরাপদে আছে কিনা দেখতে লিডা হাসিতে উপচে ওঠে।

"আপনি নিশ্চয়ই গেরস্থালী পাতবার জন্যে অনেক জিনিস নিয়ে আসছেন?"

"কি?" সেমা অবাক হয়ে বলে। "ওসব জিনিস কেনবার দশভাগের একভাগ টাকাও আমার নেই জানো। আর যদি থাকতো তবে কি করে আমি আমার নিজের কথা আর পরিবারের কথা ভাবতুম? নাকি তুমি ভাবছ ওরা যেহেতু আমাকে রোগ সারাতে পাঠিয়েছিল তাই আমি গিয়ে সমুদ্রের ধারে শুয়ে শুয়ে বুড়ো আঙুল মটকেছি? সেরকম কিছু না! আমি অনেক জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছি। আমাদের শহরের কথা বলেছি। আর তার ফলে তিনটি কোমসোমোল সংস্থা আমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক উপহার পাঠিয়েছে। প্রথমটি আমাদের আণ্ডারওয়ার কিনে দিয়েছে। দ্বিতীয় দিয়েছে বাদ্যযন্ত্র, আর তৃতীয় দিয়েছে খেলাধুলোর সাজ-সরঞ্জাম। তারপর গেলুম এক দোকানে। ওরা বাচ্চাদের জামাকাপড় বেচে। বললুম, 'কি আপনারা ঐ নতুন শহরে যে সব শিশু জন্মাবে তাদের কথা একটু ভাববেন না?' ওঃ আমার কথায় সঙ্গে সঙ্গে আস্থা জন্মাল। বাজী রেখে বলতে পারি। ওরা আমায় এক হাজার মিটার লিনেন দিলে, পাঁচটা বাচ্চাদের চানের বালতি আরও সব নানা ধরনের জিনিস।"

লিডা হাসিতে ফেটে পড়ল। তানিয়া সেমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল স্নেহভরে আর সেখানে ওরা বসে রইল হাত ধরাধরি করে বাকী সন্ধ্যাটুকু।

"তুমি নিশ্চয়ই আর একটি মেয়ের প্রণয়ীকে নিয়ে পালাচ্ছ না?" আইভান গাভ্রিলোভিচ ঠাট্টা করে তার বউকে জিজ্ঞাসা করেন।

"কেন পালাব না?" তোনিয়া প্রতিবাদ করে। "তোমার মত একটা লোকের সংগে আমি কি বুড়ো কুকুরের মত সারাটা জীবন শেকল বাঁধা হয়ে থাকব ভেবেছ? কোমসোমোল শহরে যাচ্ছি সেখানে যদি কোমসোমোল না খুঁজে নিতে পারি তাহলে নিজেকেই ধিক্কার দেবো।"

"যতদিন না পাচ্ছ ততদিন অন্তত: সবুর করো গিন্নি।"

"তা ধরো যদি এখন জিনিস পাবার সময় না থাকে সেখানে পেঁৗছে?"

লিডা অবাক হয়, খুশি হয়। যখন থেকে ওরা বেরিয়েছে তখন থেকে তানিয়া ওর স্বামীর সংগে একবারও বাঁকা চোরা কথা বলে নি।

"তুমি ঠিক বলেছ এমন জিনিসের জন্যে ওখানে গিয়ে আর সময় পাবে না!" সেমা গম্ভীরভাবে তার অনুমানটাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

দ্বিতীয় দিন ওরা আরো সব বাস্তব প্রসংগ নিয়ে কথাবার্তা বলে। ওখানে গিয়ে কি হবে না হবে। ওরা আলোচনা করে সেখানে মাঠকোঠায় গিয়ে তোনিয়া কিভাবে ব্যারাক, স্টোর এ সবের অবস্থার উন্নতি করবে। ওরা ঠিক করল কোথায় লিডা কাজ করবে আর কিভাবে বন্দুকের নিশানা বসাবে আর লক্ষ্যভেদের জন্যে তালিম দেবে। সেমা ভেবেই অস্থির। ওরা রাইফেল পাবে কোথায়। দুঃখ করল ওডেসা আর মসকোয় থাকতে এ কথাটা তার মাথায় একবারও আসে নি; ও স্থির করে ফেলে খাবারোভস্কে পেঁৗছেই সে আর লিডা রাইফেলের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে।

তৃতীয় দিন ওরা আবার শুনল সেমার বাড়ী তৈরির বিবরণ। সব দুঃসাহসী স্থপতির কথা। আর মজার মজার ঘটনা। ওরা অনেক কোমসোমোলদের চিনে ফেলে যেন। যেন তারা তাদের পাশে পাশে বনে বনে ঘুরে কাজ করছে। ক্যাম্পফায়ারে বসে তাদের পাশে শরীর গরম করতে ওম্ পুইয়েছে।

একবারও কোলিয়া প্লাতের নাম উল্লেখ করা হোলো না। তবে! লিডা ভয়ে কিছু বলছিল না। আর ওর বন্ধুদেরও নিষেধ করেছে যেন না বলে। ও যেন আগে থেকে কেমন একটা আঁচ পায় যে কোথাও একটা গোল বেধেছে। ওর তা জানতে মাথা ব্যথা নেই। ওখানে গেলেই সব সে জানতে পারবে। তার আর দেরি নেই।

সেমার পাশ থেকে একবারও উঠল না ও। আর এই হামবড়া সর্দার গোছের বেঁটে মানুষটির দিকে তার স্বভাবজ ন্যাকামির ঢঙে খুব হাসছিল।

সেমার হামবড়াই, অবশ্য, অন্যদের নিয়ে সবটাই, আর তার নির্দোষ হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

এই ট্রেনে লিডার সংগে আরো অনেকের দেখা হল। তারা সব চলেছে দূর প্রাচ্যে তাদের দেশে ফিরছে। সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্তারা, শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়র, নাবিক, বৈমানিক। সবাই কথা বলতে উৎসুক। গর্ব করায় ব্যস্ত। সে দেশের কথায় পঞ্চমুখ। ওরা অভিযোগও করল। সভ্যতা থেকে এত দূর এই দেশ। ভাল রকম ঘরবাড়ী নেই আরও নানা জিনিসের অভাব. কিন্তু এসব অভিযোগের পিছনে লিডা দেখতে পায় যে তারা দেশটাকে কত ভালবাসে। সংগ্রামের ভেতর থেকে জন্মানো একটা হৃদয়ের টান। তাতে তাদের দুঃখকষ্ট সব লাঘব হয়ে গেছে। আর দূর প্রাচ্যকে জয় করবার জন্যে তাদের প্রত্যেকের অবদান। তাই এই ভালবাসা যেমন গভীর তেমনি ঈর্ষান্বিত। হয়ত গজ গজ করছে সুখ সুবিধা নিয়ে (আর তা করার অধিকারও ওদের আছে; আসলে এসব নালিশ তাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে) কোনো সন্দেহকে কিন্তু তারা আসল দিল না, পুষল না মনে মনে। কিন্তু বার বার বলল এ দেশের তুলনা, সকল দেশের সেরা। একটা অনন্য দেশ। একে ভাল না বেসে একে পুজো না করে কি পারা যায়।

দূর প্রাচ্যের মানুষ এখন পাগল। কোথায় গ্রামোফোন পাওয়া যায়। ট্রেনের প্রতিটি কামরায় অবশ্য অনেকগুলি ছিল আর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সুরের লহরী বইছিল। সেমারও একটা ছিল আর তার কথায়, রেকর্ডের পুরো বোঝাটাই ও "সরিয়ে আলাদা করে সাজিয়েছে যখন যেটি চাই"। সন্ধ্যাবেলায় গাড়ী পুরোদমে চললেও খাবার গাড়ীতে নাচের বিরাম নেই।

এখানেই লিডা আর তার বন্ধুদের সংগে দিনা য়ার্তভার সংগে আলাপ হয়ে যায়।

লিডারই প্রথম চোখে পড়ল দিনার আশ্চর্য রূপ। কী সুন্দরী সে। আর সবাইকে ও দেখিয়ে দেয়। দিনা অবিরাম নেচে চলেছিল। ওর সংগীটা যেন ওর সংগে পাগলের মত প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

সেমার কৌতূহলেরও শেষ নেই, দেখে কি ওরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। আর প্রথম শ্রেণীর সব যাত্রী ওকে দেখে পাগল। সেমা বসে পড়ল আর তার সংগীর সংগে বাৎচিৎ জুড়ে দেয়। অল্পবয়সী লাজুক ইঞ্জিনিয়র। কথা বলতে বলতে ওর মুখ সাদা হয়ে যায়। ঘাবড়ে গেল।

"আরে এ যে ক্রুগলভের প্রণয়িনী" যেন কারো কাছে কোনো ভয়ানক দুর্ভাগ্যের কথা ঘোষণা করছে এমন একটা কণ্ঠস্বর।

দিনা যখন তার টেবিলে ফিরে আসে নাচ সেরে ইঞ্জিনিয়রটি কিছু বলেন তাকে আর তা শুনে সে একটুখানি চেঁচিয়ে ওঠে আর দুহাত বাড়িয়ে সেমার দিকে ছুটে আসে।

"ও তাহলে আপনি অন্দ্রেইয়ের বন্ধু? আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে!" সে ওদের টেবিলে বসে পড়ল। "ওর কথা আমায় বলুন। সকলের কথা। সব কিছু বিষয়! কোস্ত্কো!" ও ওর সংগীকে ডাকে। "শোনো এদিকে।"

সে বেশ শান্ত, আর তৎপর। চমৎকার কথা বলে। দেখতে দেখতে সবাই ওর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যায়। তার আসল পরিচয়টা ভুলে সেমা তার দাবীটা মেনে নেয় আর ক্রুগলভের ছবিটা খুব গাঢ় রঙে আঁকে। "আমি জানি! আমি জানি!" দিনা চেঁচিয়ে ওঠে। "আমি জানি কী অপূর্ব সে!" সে কোস্ত্কোর দিকে মারাত্মক দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয়। "আর তাইতো আমি ওকে ভালবাসি; গোটা পৃথিবীটাতে ওর মত কেউ নেই।"

সে এক রাজকুমারীর মত কথা বলছিল। যে তার প্রেম নিবেদন করছে বীরের পুরস্কার দিয়ে। আর বেশ পরিষ্কার এটা সে এমন কাকেও সহ্য করে না যে একাজে তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে।

"ও হ্যাঁ," লিডা বললে। তখন ওরা ওদের কামরায় ফিরে এসেছে। "সত্যি ভীষণ সুন্দরী মেয়েটা। তবে আমার মত মোটেই না।"

ন'দিনের যাত্রায় লিডা যেন অনেক কিছু লিখে ফেলল। সাধারণ অবস্থায় হয়ত এ জানতে মাসের পর মাস লেগে যেত। দুঃসাহসিক কাজে অভিযানে আর তরতাজা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দিকে তার সব সময়ই গভীর আগ্রহ। শত শত ছেলেমেয়ে কি এর আগে এমনি একটা মনোভাব নিয়ে এই একই অভিযানে যায় নি? কিন্তু আজ সেমা যে তার মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, আর, দিনের পর দিন তার পূর্বসূরীদের ছ'মাসের অভিজ্ঞতা অর্জনে বাধ্য করেছে, তাদের সব ভুল ভ্রান্তি, শিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতিসহ। আট দিনের দিন সে সংশয়ের হাসি হেসে রোমাঞ্চকর অভিযানের গল্প বলে, একঘেঁয়েমি চেপে বসছে বুঝতে পারে, বিরক্তিকর একটা মানসিক অবস্থা, আত্মতুষ্টিটাও ছেলেমানুষি; উৎসাহ উদ্দীপনা এখন তার মানসিক অভিপ্রায়গুলোকে আত্মপ্রকাশের পথ করে দিচ্ছে আর এই নয়া শহর নির্মাণের সহায়তায় একটা কর্তব্যময় প্রয়োজন হিসাবে সে উৎসাহ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। সেমা ওকে যেসব মেয়ের কথা বলল সেইসব অদ্ভুত মেয়েদের মত হতে ও যতটা চায় এমন আর কিছু নয়। সেমা এমন একটা অনুরাগ নিয়ে তাদের কথা ওর কাছে বলেছে যে লিডা, তার জীবনে, অনুমান করতে পারে না এদের মধ্যে কোনটিকে বিয়ে করতে সে ইচ্ছুক। সহজাত বৃত্তি বশে অবশেষে সে বুঝতে পারে, এ তোনিয়া ছাড়া আর কেউ নয়, কেননা অন্যদের চেয়ে তোনিয়ার কথা সে একটু কম বলেছে।

ওরা যখন খাবারোভ্স্ক পৌঁছালো শূন্য ডিগ্রীর (সেণ্টিগ্রেড) নিচে থার্মোমিটার নেমেছে। সেমা সংগে সংগে নিকটতম টেলিফোনের কাছে ছোটে

আর তর্ক জুড়ে দেয়, চেঁচায় আর হুমকি দেয়। ওদিকে ওর সঙ্গীরা সুট-কেসের ওপর বসে ওর অপেক্ষায় থাকে। এক ঘণ্টা বাদে একটি ট্রাক এল। এই ট্রাকে করে ওরা সারা শহরটা পার হল, এই পাহাড়ে উঠছে, আবার নাবো, কেন না নেবেই আর একটায় উঠতে হবে। নির্মাণ প্রকল্প অফিসে ওদের বলা হল দুদিনের মধ্যেই ওদের পাঠানো হবে। পাঁচটা ট্রাকের একটা বাহিনী সঙ্গে যাবে। তাতে বোঝাই থাকবে পেঁয়াজ মাংস টুকিটাকি যন্ত্রাংশ। মেশিনের কাজে লাগবে।

বেচারা আইভান গাভ্রিলোভিচ বুঝতে পারল না শত শত মাইল রাস্তা বাচ্চাদের নিয়ে যাবে কি করে। বরফের ওপর দিয়ে এই জমাট বাঁধা আবহাওয়ায়!

ওকে অবশ্য বলা হয়েছিল যে ট্রাকটা বেদের গাড়ীর মত চারধার ঢাকা। "তাছাড়া তোমাকে আমরা পশমের কোট দোবো। আর ভদকা, অঞ্চল সদর দপ্তরে তোমরা রাতটা কাটাবে। তাতে কি হয়েছে? আর বেশি কি চাও বল?"

দিনা আর কোস্‌ত্‌কো বরফ স্কেটিং করে সময় কাটায়। একবার লিডা ওদের সঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু মজার গল্প বার বার করতেই ও ব্যস্ত। সেমা ওকে নিয়ে গেল জেলা কোমসোমোল সদর দপ্তরে ওরা ওকে ওখানে একটা ওকালত নামা দিল যে সে হচ্ছে বন্দুক চালানোর শিক্ষক। তারপর শহরময় দৌড়ে বেড়াল ও। নিশানা রাইফেল কার্তুজ আর বন্দুকের মলম কেনা হল। শহর নির্মাতা কোমসোমোলদের নাম করে কেমন করে জিনিসপত্র দাবী করতে হয় এটা এর মধ্যে সে বিশেষ শিখে নিয়েছে। পীড়াপীড়ি আর ধমক ধামকে সে প্রায় সেমার মতই পোক্ত।

তাদের যাত্রার প্রাক্কালে আন্দ্রোনিকভ হস্‌টেলে এসে হাজির। ওখানে ওরা কাঠের তক্তার ওপর তালগোল পাকিয়ে ঘুমিয়েছিল তার পোশাকেও আর তুষার-ধোঁয়া চশমাতেও তার হতভম্ব ভাবটা গোপন থাকে না। সরু ঘোলাটে চোখে উনি সবাইকে লক্ষ্য করেন। চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে। আইভান গাভ্রিলোভিচের সঙ্গে কথা বলেন জাহাজ ঘাঁটির তৈরীর ব্যাপারে আর উপনিবেশের হালফিল খবর বলেন সেমাকে। বেশ কিছুটা বাদে উনি সেমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, লিডাকে এক চমক বাঁকা চোখে দেখে, "আচ্ছা মেয়েটাকে ভাল করেচেনো তুমি?"

সেমা সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে। লিডাকে বিশ্বাস করে ও কি বোকার মত ব্যবহার করেছে? সে এরি মধ্যে তার হয়ে কোমসোমোল সদর দপ্তরে সুপারিশ করেছে। সেও কোমসোমোলেরই সদস্যা আর গাভ্রিলোভিচ ছিলেন পার্টির সদস্য।

"ওকে এখানে ডেকে এনেছে কে?"

"আমি যতদূর জানি, কেউই না।" সেমা গুন গুন করে বলে। "আমি জানি না। ও ওদের সংগে এসেছে……নির্মাণের কাজে সাহায্য করতে… দেশে ওর কোমসোমোল সংগঠন ওকে পাঠিয়েছে……ওকে রাইফেল ছোঁড়ার একজন শিক্ষক করেছে।" তার বিভ্রান্তিটাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্য সে বলে উঠল, "কেন? কি ব্যাপার কি?"

আন্দ্রোনিকভ হেসে উঠলেন আর সেমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "এরি মধ্যে শুটিং-এর মাস্টারনি হয়ে গেছে তাই না? বেশ। না তেমন কিছু ব্যাপার নয়। কিছুই হয় নি, বেশ ভাল বলেছ।"

তবে সেমার আরো সন্দেহ জাগল মনে। আন্দ্রোনিকভ যেন রীতিমত লিডার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে পড়ছেন। তাঁর হাবভাব বেশ বিচিত্র ঠেকে আর তার প্রশ্নগুলি মনে খট্‌কা লাগায়।

"তুমি আসবার আগে তোমার জিনিসগুলো বেচে দিয়ে এসেছ? তোমার সংগে গরম জামাকাপড় এনেছ? তোমাকে যাত্রার আগে জিনিসপত্র গুছোতে সাহায্য করল কে?"

লিডা সংগে সংগে জবাব দেয়। তবে সেমা একেবারে নাড়ী নক্ষত্র খুঁটিয়ে দেখে। কি কি জিনিস সে বেচেছে? আর রওনা হবার আগে ওকে যারা সাহায্য করেছে তাতে কি সুবিধে হল? ও হো না; যদি এন কে ভি ডি তার ওপর এরকম আগ্রহ দেখাত তাহলে তার পেছনে বড় রকমের কারণ থাকত!

"আমি টেলিগ্রাফ আপিসে যাচ্ছি," কিছুক্ষণ বাদে আন্দ্রোনিকভ ঘোষণা করলেন। "কোনো তার টার পাঠাবে কেউ আমাকে দিয়ে?"

লিডা চোখ নামায় আর কোনো কথা বলে না।

"কোলিয়াকে একটা তার পাঠাব আমরা," তানিয়া বলল। "লিডা লিখে ফেল ওটা।"

"কোলিয়া কে?" আন্দ্রোনিকভ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন

"আমাদের বন্ধু," তানিয়া উদ্ধতভাবে জবাব দেয়। "কোলিয়া প্লাত, একজন কারখানার মিস্তিরি। আমরা তার করলে ও নিশ্চয়ই আমাদের সংগে দেখা করবে।"

আন্দ্রোনিকভ নিচের ঠোঁটটা চিবুতে লাগলেন না।

"কোলিয়া প্লাত? তাকে চিনি না," শেষ কালে উনি বললেন, "ও নামে আমাদের শিবিরে কেউ নেই।"

"আহা শুনুন, ওই তো সেই মিস্তিরি যে সব সময় জাঁক করে বলে সে একেবারে পয়লা নম্বরের কারিগর।" সেমা না বলে পারল না।

"হ্যাঁ। হুম।" আন্দ্রোনিকভ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানতে বাধ্য হলেন। "একজন মিস্তিরি।" হঠাৎ চীৎকার করে ক্রুদ্ধ প্রত্যয়ে বলে ওঠেন। "একটি

উদাসীন স্বার্থপর বিরক্তিকর ছোকরা। এখন আমার মনে পড়ছে। কিন্তু সে তো আর আমাদের সংগে নেই। সে চলে গেছে।"

লিডা ওর চোখ তোলে না।

"কোথায় গেছে ও," তানিয়া জিজ্ঞাসা করে। লিডার দিকে অস্বস্তিতে একবার তাকায়।

আন্দ্রোনিকভের কণ্ঠস্বর তখনও ক্ষুব্ধ।

"আমি জানি না, হয়ত কোথাও কোনো কাজে। নিশ্চিত জানি না। তার করো, লেখো, আমি পাঠিয়ে দোবো। হয়ত আমার ভুল হতে পারে।"

অনেকক্ষণ ধরে উনি বসে রইলেন টেলিগ্রাফ আপিসে। ছোট একটা তারের জন্য শব্দ বাছাই করতে লাগলেন। তারটা গেল এপিফানভের ঠিকানায়। ব্যারাক নং ১।

"কাল আমরা ওকে নিয়ে নির্মাণ-ক্ষেত্রে যাব। ওকে শুটিং শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়েছে। শুটিং ক্লাবের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের নামের ফর্দ করো। ঘর ঠিক করে রেখো। ট্রাকগুলোর কাছে চলে এসো। বুদ্ধি করে কোরো যা বোঝো।"

"কোনো দস্তখতের দরকার নেই?" তার করণিক জিজ্ঞাসা করলেন।

"না, সব পরিষ্কার দস্তখত ছাড়াই বোঝা যাবে। পাঁচদিন ধরে ট্রাক চলল রাস্তা ধরে। প্রথম দুদিন আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার। স্বচ্ছ আর শীতল। গাড়ী পরিষ্কার রাস্তা ধরে বেশ সহজেই ছুটে চলল। প্রত্যেকটা বিরামস্থলে লিডা, দিনা আর তানিয়া তুষার বল নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করে, ড্রাইভাররা প্রায় ঘুমোলোই না। আর সহযাত্রীদেরও প্রায় সে সুযোগ দিল না। অনেক রাত পর্যন্ত গাড়ী চালাল। তৃতীয় দিন সকালবেলা। আগের দিন রাতে স্বল্প বিশ্রামের পর। বিশ্রাম অঞ্চল শিবিরে ভ্রমণকারীরা চেয়েছিল জানলা দিয়ে আকাশ আর পৃথিবীর দিকে। তুষার ঝড় যেন সব ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে। আর কোথাও পরিষ্কার রাস্তার চিহ্ন নেই। ট্রাকের চাকা বসে যেতে লাগল— বরফে। চলবার কথা আর ভাবাই যায় না। সবাই যতটা পারল কোনো একটা কাজ নিয়ে সময় কাটায়। অধৈর্যভাবে সেমা আলতশুলার যেন অসুস্থ হয়ে পড়ে। এতটা পথ এসে আর কয়েকশো মাইল পেরোলেই তো তার প্রেয়সীর সংগে দেখা হবে। আর এখানেই সে আটকে গেল! আর সে অপেক্ষা করতে পারে না, ও ওর সংগে গিয়ে দেখা করবে, তার চোখের দিকে চাইবে আর তখন ওর মনে আশ্বাস জন্মাবে যে সে ওকে ভালবাসে! মনটা একটু অন্যদিকে দিতে সে আন্দ্রোনিকভের উদ্বেগের কারণ কি ভাবতে থাকে! লিডা যে তার সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে আজ সাহায্য করতে চায় এতে তো আর সংশয় নেই।

সেমা অনেক চেষ্টা করেছে নবনগর নির্মাণের কাজে তাকে প্রস্তুত করে

ভুলতে। এ কি হতে পারে সে যা হতে চাইছে আসলে তা নয়? খাবা-রোভসকে এসে আন্দ্রোনিকভের হঠাৎ ওদের সংগে দেখা করা, এটা কি তার জন্যেই (লিডা) মূলত আগে থেকে প্ল্যান করা ব্যাপার? বোধ হয় সে এই রহস্যজালের একটি মাত্র সুতো যার জট খুলতে হবে? সে তো আন্দ্রো-নিকভকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু কাজ করতে সাহস হয় না, শুধু এই বৃদ্ধের আরো কাছ ঘেঁষে থাকা। একবার ওরা যখন বাইরে আসে ঝড় থেমেছে কিনা দেখতে, আন্দ্রোনিকভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "তোমরা অবিবাহিত ছোকরাদের কপাল বেশ ভাল।"

সেমা একটু ঘাবড়ে যায়।

"ভাগ্যবান? আমি জানি না কমরেড আন্দ্রোনিকভ আপনি একথাটা কেন ভাবছেন? ধরুন আমার কথা, ব্যাপার হল, আমি ফিরে এসেছি বিয়ে করবার জন্যেই। পেঁছিবার সংগে সংগেই আমি বিয়েটা সেরে ফেলব।"

"ওহো তাই তুমিও দলে ভিড়েছ এ্যাঁ?"

"তুমিও"? "তুমিও" বলতে উনি কি মনে করছেন? সে কি নিজের বিয়ের কথাই ভাবছে? কিন্তু সেমাব কেমন ধারণা হয়েছিল যে আন্দ্রোনি-কভেরও বউ আছে।

"কখনও কখনও। বুঝলে বন্ধু, কোনো একটা অবস্থা বিপাক থেকে বেরিয়ে আসবার সহজতম রাস্তা হল বিয়ে করে ফেলা। অনেক শক্ত অন্য কারো বিয়ে দেওয়া।" আন্দ্রোনিকভ বললেন।

সেমা একথার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝে না।

ওরা যখন চা খেতে খেতে সময় কাটাচ্ছিল, সেমা সেই হাসপাতালে ইঁট চুরির গপ্পো বলে ওদের খুব হাসাচ্ছিল। আন্দ্রোনিকভও গল্পটাকে ধরে নিলেন আর বেশ মেতে উঠলেন, যদিও তিনি ঐ সময়ে উপনিবেশে ছিলেন না, আর এই সুযোগে এপিফানভকে বেশ একটু তারিফ করে নিলেন। সেমা গুন গুন করে কি একটা প্রতিবাদ জানাল ও সবে লিডার ওপর খানিকটা প্রভাব তৈরি করছিল। নিজেদের হাতে সব ব্যাপারটা নিয়ে নেয় ও ব্যক্তিগত-ভাবে একজন কোমসোমোলের পক্ষে কী বিপজ্জনক লিডাকে তাই বোঝাচ্ছিল। অথচ দলের কোনো সমর্থন নেই। আন্দ্রোনিকভ ওকে বাধা দিলেন।

"আরে যা গেছে তা থাক। ও কোনো অপরাধই করে নি। ও ছেলেটার দিলটা সাঁচ্চা সোনা ওর মত বেশি ছেলে পাবে না। এ সব লোককে প্রশংসা করা উচিত।"

সেমা সানন্দে তাঁর প্রশংসাটাকে সমর্থন জানায়। আর বলে সেই সংগে যে এপিফানভ একটা নির্ভীক ছোকরা আর বেশ আগে থেকেই এজন্য তার নাম ডাক হয়েছে, তখনও সে গভীর সমুদ্রের ডুবুরির কাজ করত।

লিডা সব শোনে; কোলিয়ার চিঠি থেকে এপিফানভের বিষয় ও কিছু

কিছু জেনেছিল। কিন্তু···এও কি সম্ভব যে কোলিয়া চলে গেছে? কোথায় যেতে পারে ও? আর কত দিনের জন্যে?

পরদিন দুপুর থেকে ঝড় থেমে গিয়েছিল। ড্রাইভার আর যাত্রীরা স্থানীয় শ্রমিকদের রাস্তার বরফ সাফ করার কাজে সাহায্য করছিল আর বরফ ডোবা ট্রাকগুলোকে টেনে তুলছিল সবাই মিলে। দিনার দেখে বেশ মজা লাগছিল, তবে শীঘ্রই সে কাজ করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর ব্যারাকে ফিরে যায়। তানিয়ার যেন অসীম ক্ষমতা, অক্লান্ত। এ অভিযানে তার রোমাঞ্চকর মনে হয়, এই ঝড়, অজানা ভবিষ্যতের আঁচ, কত কষ্ট আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুযোগ হয়ত হবে, আর নিশ্চয়ই তার খুব খারাপ লাগবে না।

আস্তে আস্তে ট্রাকগুলো আবার রওনা হয়। অস্থায়ী প্লাইবোর্ডের ঢাকনা দেওয়া, বেদে গাড়ীর মত চেহারা বানিয়েছে· বাতাস আর ঠাণ্ডা কিভাবে আটকায়। তীক্ষ্ণ কনকনে বাতাস শাল আর পশম ভেদ করে ঢোকে, শাবল দিয়ে চাঁছা রাস্তার ওপর আবার বরফকে ঘূর্ণিপাকে উড়িয়ে আনে। প্রতি পনের মিনিট অন্তর ট্রাকগুলো বরফের ফাটলে বসে যাচ্ছে, আর সবাইকে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে, শাবল নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে।

রাতের অন্ধকার নেমে এল। ওরা ওদের রাস্তা হারিয়েছে। এখন ওরা বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছিল। ফাটলের ভেতর ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। কখনও ওরা এক একটা চিহ্নের কাছে এসে পড়ছিল, তাতে ইঙ্গিত দেওয়া আছে যে ওরা রাস্তার উপর রয়েছে, কখনও কখনও কোনো চিহ্নই দেখা যায় না। যখন অন্ধকার হয়ে এল ওরা বুঝতেই পারল না যে ওরা কোথায়, বোধহয় ওরা গ্রাম পেরিয়ে গেছে—যেখানে ওরা ঠিক করেছে রাতটা কাটাবে; অন্তত কোথাও গাঁ চোখে পড়ল না। আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে ওরা এগিয়ে চলে, পথের আঁচ করে। মাঝরাতে আবার বরফ পড়তে শুরু করল, বাতাসের ধাক্কায় গাড়ীর হেডলাইটে বরফ গেছে লেপটে। রাস্তার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বরফের তুফান বইছে, ড্রাইভারদের চোখ দেয় ধাঁধিয়ে। সামনের গাড়ীটা পিছলে গিয়ে থেমে যায়। পরেরটা প্রথমটাকে ছাড়াতে গিয়ে আটকা পড়ে। কোথায় ওরা? কোথায় নদী তীর? কোথায় গ্রাম?

ভ্রাম্যমানের দল ভোরের অপেক্ষায় গা গরম করবার জন্যে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ড্রাইভাররা অনেকক্ষণ ধরে হর্ণ বাজিয়ে চলেছে, কিন্তু বাতাসের গর্জনে সে শব্দ ডুবে যাচ্ছিল। আন্দ্রোনিকভ আর একজন ড্রাইভার সামরিক পোশাক-আষাক পরে ঘর বাড়ীর খোঁজে বেরোয় কিন্তু ওদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় ওরা ফিরে আসে। বাচ্চাগুলো কাঁদতে শুরু করে। তানিয়া ওদের চাঙ্গা করবার চেষ্টা করে। ওদের আঙুল, পায়ের বুড়ো আঙুল গরম করবার চেষ্টা করে। দিনা এক কোণে কুঁকড়ে পড়েছিল। মুখে ওর একটিও কথা নেই। কোসতকো ওর জমাট বাঁধা হাত দুটো ঘষছিল। সেমা

নিজেকে জাগিয়ে রাখতে অনগ'ল না থেমে বকে চলেছে, আর অন্য কেউ যাতে ঘ্‌মিয়ে না পড়ে সেজন্যেও ওর বক্‌নির বিরাম নেই, কেন না এরকম হাড়হিম করা ঠাণ্ডায় ঘ্‌মিয়ে পড়া বিপজ্জনক।

ভোর হতে দেখা গেল গ্রাম থেকে ওরা দ্‌'কিলোমিটার দ্‌রে একটা স্টেশনে এসে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত ট্রাকগ্‌লো গাঁয়ে এসে পৌঁছায়, সবাই একটা বাড়ীর দিকে ছ্‌টে যায়। একট্‌খানি গরম করে নিতে হবে গা হাত পা। আন্দ্রোনিকভ সব বড়দের একগ্লাস করে ভদকা খাওয়ালেন আর তা দিয়ে নিজেদের গা হাতও রগড়ে নিলেন। তানিয়াকে বললেন বাচ্ছাগ্‌লোর সব গা হাত বেশ করে মেজে ঘষে দাও। ভদকা আর গরম চায়ে সবার দেহে আবার বল ফিরে আসে। মনটাকে খানিক তাজা করে নিতে সেমা একটা গ্রামোফোন রেকর্ড চালিয়ে দেয়। লিডা ওর গিটার বের করে কোনো একটা খ্‌শির গান জ্‌ড়ে দেয়। তানিয়া ভদকার নেশায় উত্তেজিত হয়ে আর এই সংকটজনক অভিযানে বেশ একট্‌ আচ্ছন্ন গানের স্‌রে গলা মেলায়। সেমা বাড়ীটার চারধারে ঘ্‌রে বেড়াতে থাকে, ড্রাইভারদের বোকার মত প্রশ্নে বিরক্ত করে তোলে, ওর মাথা কুটতে থাকে, কি করে যান্ত্রিক উপায়ে ট্রাকের সামনেটায় একটা ব্‌র্‌শ লাগিয়ে রাস্তা সাফ করা যায়।

"আমাদের বরের মাথা বেশ গরম দেখছি যে গো", লিডা হেসে বলে, সে অবশ্য তার নিজের উদ্বেগটাকেও গোপন করার চেষ্টা করে। সে আশা করেছিল ঝড় ওদের সেই গাঁয়ে অনেকক্ষণ বেধে দেবে। ছোট্‌টো ছেলের মত, সে দ্‌ভাগ্যের কথা ভেবে তার চোখ বন্ধ করে। এখন সে নিরাপদ আর খ্‌শি। এই যাত্রা পথের শেষে তার জন্যে কি যে অপেক্ষা করে আছে তার ম্‌খোম্‌খি সে এখন আসতে চায় না।

ইতোমধ্যে, এপিফানভ শিবির থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আশা করছিল হয়ত ট্রাকটা পৌছে যাবে। সে একা ছিল না। গত কয়েকদিন ধরেই ক্র্‌গলভ নদীর ধারে সাগ্রহে ঘোরাফেরা করেছে। তোনিয়াও সেখানে এসেছিল, বেশ ধীর সম্ভ্রমে চোখ নিচ্‌ করে হেটে আসছিল। কোনো প্রশ্ন সে জিজ্ঞাসা করল না, শ্‌ধ্‌ যেদিক থেকে পথিকরা আসবার কথা সেইদিকে অপলকে চেয়ে রইল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর চলে গেল, আবার এক ঘণ্টা বাদে ফিরে এল। হাজারবার ধরে এপিফানভ চারদিন আগে থেকে যে ঘর খালি করে বেরিয়ে এসেছে তা পরখ করে দেখে। সবকিছ্‌ ঠিক আছে তো! তিনবার সে দাড়ি কামিয়েছে। তিনবার তার ব্‌ট পালিশ করেছে। তব্‌ তো ট্রাক এলো না।

ওরা এসে পেঁছালো সন্ধ্যাবেলা। কাজ থেকে সবে এপিফানভ বাড়ী গেছে। চতুর্থবার ওর ব্‌ট পালিশ করেছে আর দাড়ি কামিয়েছে। এমনি সময়

পেত্তিয়া গল্‌বেনকো· যে ওদের আসার পথের দিকে চোখ রেখেছিল, জানলায় করাঘাত করে চেঁচিয়ে ওঠে।

"ওরা আসছে!"

এপিফানভ নদীর ধারে ছুটে আসে। সেখানে জমেছে একটা ছোটখাটো ভীড়। ও খুব খুশি হয়, মনটা হালকা হয়, আর বেশ একটু পাগলামি চাপে। ও দেখল আন্দ্রেই ক্রুগলভ হাসি মুখেই বরফের ওপর পা ঠুকতে শুরু করে দিয়েছে, তারপর দেখল আশ্চর্য এক প্রাণ শক্তিতে বরফের ওপর বড় বড় ফাটলের ওপর দিয়ে ট্রাকগুলোর কাছে যাবার জন্যে দৌড় লাগিয়েছে।

পরমুহূর্তেই এপিফানভ দেখল ও একটি ট্রাকের মাডগার্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এপিফানভ দিনাকে চিনল না, যদি সবাই ওর চারদিকে দাঁড়িয়ে বলাবলি করছে, আহা কী সুন্দর ও! ও খুঁজছিল আর একজনকে, কিন্তু ও কী ওকে শেষকালে চিনতে পারবে না? না ও ব্যর্থ হল না। শাল আর কম্বলের নিচে থেকে ও ঠিক খুঁজে বের করে সেই পিঙ্গল বেশের একটি গুচ্ছ আর অবাক দুটি নীল চোখ। ওর মনে হল ওর পা দুটোর ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ে, কিন্তু সেই মুহূর্তে আন্দ্রোনিকভ চেঁচিয়ে উঠলেন "মাল খালাস করো!" আর পায়ে পড়া হল না। পরিবর্তে সে গিয়ে তার হাত দুটি ধরল আর ঝিন্‌ঝিনে পা দুটো মাটিতে রাখবার জন্য ওকে একটু সাহায্য করল।

"আমি এপিফানভ", মুখটা লাল করে সে বলল। "কতদিন ধরে যে তোমাদের জন্যে আমরা অপেক্ষা করে আছি! কাল ঠিক ৬টার সময় শুটিং ক্লাবের প্রথম সভা।"

"এপিফানভ", ? লিডা সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে। ওরা দুজনে দুজনের দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে চেয়ে থাকে। ওরা দুজনেই জানত। কি জানত? এপিফানভ কি জানত যে সে তার মার বকে যাওয়া দুষ্টু মেয়ে। আর ও কি জানে যে সে একটি বাউণ্ডুলে অগোছালো জীব আর এরি মধ্যে পাঁচজনের কাছে অনেক বকুনি খেয়েছে ওই ইঁটের ব্যাপারে?

"তোমার ঘরখানা তোমার অপেক্ষায় আছে", এপিফানভ বলল। "বলো তো তোমাকে তোমার তল্পিতল্পা সহ সেখানে নিয়ে গিয়ে তুলি।"

ওর চোখে একটা প্রশ্ন ফুটে ওঠে। সে সেটা উড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

"আমি যে একা নই", লিডা বলল, "দেখছ? আমার সঙ্গে একটা গোটা পরিবার চলে এসেছে। সেখানে কি আমাদের সবার জন্যে ঠাঁই হবে?"

"যত হয় ততই মজা," এপিফানভ বললে। আর সে বাচ্চাদের কোলে করে ট্রাক থেকে নামায়, মালপত্র নামায়। এই প্রথম সাক্ষাতে ওকে যে ওর সঙ্গে একা থাকতে হবে না এতে খুব খুশি হয়।

"এই তো চাই খোকা", ওকে একটা ভারী ব্যাগ তুলতে দেখে আন্দ্রোনিকভ

বললেন। ওই পরিবারের সব মালপত্র। "ঠিক আছে, ওকে ব্যস্ত রাখো আর ভান করো যেন তুমি কিছু জানো না। প্রথম দিনেই আমরা ওকে আঘাত দিতে চাই না।

"কমরেড এপিফানভ", লিডা ডাক দেয়। "কোথায় তুমি! নাও এবার চলো।"

এপিফানভ ছুটে এসে ওকে ধরে। মালপত্রগুলো ওর পিঠে লাফাচ্ছে। ওর সবচেয়ে ভাল বুটগুলো বরফে পিছলে যায়। যদি ওকে কেউ বলে দিত যে ব্যাগটা ৬০ কিলোর কম ওজন নয় তবে সে বিশ্বাস করত না। এর আগে ওর পা এমন হালকা লাগে নি।

সতের

ভ্রমণকারীরা পেঁছিবার দিন কয়েক আগে পর্যন্ত প্রথমটা তোনিয়া কোনো কাজ কি চিন্তা কিছুই করতে পারছিল না। ঘুম ছিল না চোখে। ও ওর মন স্থির করে ফেলেছিল। যথেষ্ট দুর্ভোগে ও ভুগেছে। এখন শুধু ওর জন্যে অপেক্ষা করে থাকা।

আর এখন সে এসেই পড়েছে।

ও যখন ভীড়ের ভেতর দাঁড়িয়েছিল ও ঠিক বুঝেছিল যে ওকে ও দেখতে পাবে না। কিন্তু কাউকে দেখবার আগে সে ওকেই লক্ষ্য করল। শুধু ওর দিকে তার চোখ পডল। আর চলন্ত ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ল। ওর ভেড়ার চামড়ার কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তোনিয়ার দিকে ছুটে গেল। সবার সামনে ওকে চুমু খেতে সাহস হল না সেমার। ও শুধু ওকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ও ভিজে কলারের ভেতর নিজের মুখটা ডুবিয়ে দিল। একটা কথাও ওদের মধ্যে হল না।

তারপর তোনিয়া তার সংগে ট্রাকের পিছন দিকে উঠে পড়ল আর ট্রাক খালি করার কাজে ওকে সাহায্য করল। অনেকগুলো ব্যাগ বাক্স বেতের বড় বড় বাক্স আর পোঁটলা পুটলি। তার ভেতর কতকগুলো সে তোনিয়া আর জেনার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, "এগুলো সব আমাদের।" বাকী সব ও দিল কোম্‌সোমোলদের। তারা কুলি হিসাবে ওকে অনেক সাহায্য করেছে।

"এটা যাবে কোমসোমোল কমিটিতে। বাচ্চাদের জামাকাপড় স্কেট সোয়েটার ডোমিনো ঘুঁটি খেলা, দাবা। বই আর বই। একটা একোর্ডিয়ান বাজনা! দেখো সাবধান! এক পাত্র ভর্তি কডলিভার তেল! দেখো, সব থেঁতলে না যায়! হাজার জোড়া আণ্ডারউইয়্যার। বই। এক বস্তা পাতিলেবু।

মনে হয় ওগুলো জমে যায় নি! আরে গীটারগুলো গেল কোথায়? ওহো, এই এখানে রয়েছে, দেখো সাবধান। আরো বই। তার। আরো স্কেট···।"

সন্ধ্যা আবছায়ায় ওরা বাড়ী ফিরল। ও গোপনে ওর সব জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়েছিল। আশা করেছিল ওকে দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে লুকিয়ে এক ফাঁকে পালিয়ে আসবে। ওকে মনে কষ্ট দেবে না। আঘাতটা পাবার আগে ও আরো একটা দিন উপভোগ করে নিক।

কিন্তু দেনা ওদের সংগে ছিল। সেমা গা হাত পা ধুচ্ছিল। জামা-কাপড় বদলাচ্ছিল। আর তোনিয়া ওর জন্যে জিনিসপত্র বের করে করে রাখছিল। জেনা ওখানে রয়েছে, এমন সময়টা সে তো চলে যেতে পারে না। সেমা ঘর খানায় বসে খুশিতে উপচে ওঠে। একটা স্বর্গীয় আনন্দ! ও বিশ্বাস করতেই পারে না যে ও আবার ফিরে এসেছে। তোনিয়ার প্রতি নিবিড় এক ভালবাসার নেশায় ও মশগুল হয়ে থাকে।

জেনা চলে যায়। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এখন ওরা কেবল।

"সেমা, শুয়ে পড়ো, একটু জিরিয়ে নাও," তোনিয়া বলতে শুরু করে। "কাল বরং···" "কি?" তোনিয়ার হাত ধরে সেমা চেঁচিয়ে উঠল, "কাল? আজ দু'মাস ধরে আমি এই দিনটার অপেক্ষায় রয়েছি, ট্রেন এসেছে বুকে হেঁটে, ট্রাকগুলোও যেন হামা দিয়েছে, আর সময়ও যেন আর কাটেনি। আমার ইচ্ছে হয়েছিল প্লেনে করে আসবার, মনে হচ্ছিল দৌড় লাগাই। যখনই গাড়ীগুলো আটকে যাচ্ছিল আমার মনে হচ্ছিল পাখী হয়ে যাই অথবা বাতাস, কল্পনা করছিলুম এক দমকে তোমার কাছে পৌঁছে যাই, আজ আমি তোমার কাছে এসেছি, আমার ভেতরে আগুন জ্বলছে, আজ আমি এখানে, তোমার পাশে, আর তুমি বলছ, কাল! কাল! কাল আমি মরে যাব। আমি একটা মোমবাতির মত জ্বলে উঠব। আর তুমি কিছুই দেখতে পাবে না। দেখবে শুধু একটি ঝলসানো দেহ।"

সেমা ওকে আবেগভরে জড়িয়ে ধরে আর ওর কাঁধে মুখ লুকিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে থাকে, আর তোনিয়া বুঝতে পারে না যে ও হাসছে না কাঁদছে। ওর মনে হচ্ছিল ওর সরে যাওয়া উচিত, কিন্তু পরম সহানুভূতি জেগে ওঠে ওর ওপর। ও সেমার কাছে সরে আসে আর ও নত মস্তকে চুম্বন করে।

"আর তুমি তোনিয়া?" ও জিজ্ঞাসা করল ওর ঘাড়ে চুমু খেতে খেতে, "তুমিও কি আমার জন্যে পথ চেয়ে থাকতে আমি যেমন তোমার অপেক্ষা করে ছিলেম? বলো তোনিয়া? তুমিও কি দিন গুনতে? যেমন তোমার বিষয়ে আমি ভেবেছি তুমিও কি তেমনি করে ভেবেছ?" খুব চেষ্টা করে যেন ওকে বলতে হয়, "সেমা তোমায় আমার অনেক কিছু বলার আছে।"

"অনেক কিছু?' ও অবাক হয়ে বলল। অনেক কিছু? আমি অনেক

কিছু শুনতে চাই না। আমায় শুধু একটি কথা বলো, তুমি কি আমায় ভালবাসো, তোনিয়া?

"হ্যাঁ গো, বাসি," ও দৃঢ় প্রত্যয়ে বলে ওঠে।

"সত্যি বাসো? তুমি আমায় ভালবাসো? সত্যি করে? সে যে অনেকের যে বেশি। সেই তো আমার সব। তুমি বলছ? তুমি ঠিক বলছ? তুমি কি তোমার মনে কথাটাকে কোনোদিন যাচাই করে দেখেছ?"

"আমি দেখেছি।"

এখন আর তোনিয়ার নিজেকেও বারণ করবার শক্তি নেই। ওকেও সামলাতে পারে না। কেমন করে এই হৃদয়োচ্ছ্বাসের চরম একটি মুহূর্তে ও ওকে আঘাত দেবে? কি করে সে ওকে ফিরিয়ে দেবে? যে মুহূর্ত আর কোনদিন ফিরবে না তাকে ও ত্যাগ করবে কেমন করে?

কোন সততা দিয়ে সে এই নির্মম নিষ্ঠুরতাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবে? সে ওকে, হাজার হোক, ভালবাসে, আর সেও যে প্রেম চায়— জীবনে আনন্দকে বড় একটা জানবার সুযোগ সে পায় নি! আর সেমা, সেমা,—তার জন্যে ও কত কষ্ট পাবে! আজ ওকে আনন্দের আস্বাদ দেবে তোনিয়া, হোক সে যত সংক্ষিপ্ত, তাহলেই সেমা জানবে কত গভীরভাবে সে ওকে ভালবাসে আর কী প্রবলভাবে ও কষ্ট পাচ্ছে, আর তাই এই একটি উজ্জ্বল মুহূর্তকে নিষ্ঠুরভাবে সে মুছে ফেলতে চায় না।

ওকে পাবার জন্যে সে আজ বারো হাজার কিলোমিটার পথ এসেছে। ওকে কামনা করেছে কাছে পেতে। আর সেও ওকে চেয়েছে। আর কি করে সে ওকে বিশ্বাস করাবে যে ওকে সে ভালবাসে? কিন্তু তার আগে সেই ভয়ংকর পরীক্ষা ওদের ভালবাসার সেই অগ্নিপরীক্ষার কথাটা যে ওর কাছে প্রকাশ করতে হয়।

সাহস করে ও ওর সমস্ত জড়তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তোনিয়া সেমার কাছে নিজেকে আরো পূর্ণ আরো শুদ্ধভাবে উজাড় করে দেয়। এই তো সুখ। দ্রুত অপসৃয়মান এক মুহূর্তের জন্যেও একবার গোলিৎসিনের কথা মনে করে। কিন্তু সংগে সংগে তাকে চিরকালের মত ভুলে যেতে চায়। তাকে ত্যাগ করতে চায়! কী নিষ্ঠুর আর আদিম ছিল ও! ওকে সে ক্ষমা করতে পারত, কিন্তু সে ওকে কখনও তার সত্যিকারের কোমলতা নির্মোহ অনুভূতির সুযোগ দেয়নি, কোনো দিন ওর কানে কানে মূল্যবান আদরের কথা গুন গুনিয়ে বলে নি। তোনিয়ার চোখ জলে ভরে ওঠে।

সেমা নিবিড় করে ওর ওষ্ঠ বুলিয়ে দেয় তোনিয়ার ঘাড়ের ওপর আর মাতৃত্বের ভারে নিটোল পুরুষ্টু দুটি স্তনের ওপর। চুমায় চুমায় তোনিয়ার সমস্ত শরীরকে আজ ও ভরিয়া তোলে…।

সহসা যেন তোনিয়ার বুকের ভেতর ছুরির ফলা বিঁধল। ও ওর কাছ

থেকে আস্তে আস্তে সরে আসে আর তার জামাকাপড় পরে নেয়। আলো জেলে দিল। সেমা আজ খুশি হয়েছে। কৃতজ্ঞতায় অন্তর ওর পূর্ণ। ওর থলে-টলে উল্টে পালটে কিছু পনির, পিঠে, মিষ্টি আর এক বোতল মদ বের করে। একটু আপ্যায়নের দরকার তো।

"খুব চমৎকার দখনে মদ, বুঝলে তোনিয়া! একেবারে রোদ ঝলমল আঙুর খেতের আমেজ!"

সেমা ওকে টেবিল পাততে সাহায্য করে, আনাগোনা করতে করতে সেমা ওর হাতে চুমু খায়, ঘাড়ের ওপর আর মাথার পিছনে এলোমেলো চুলে চুমু খেতে ভাল লাগে।

তার প্রেম যেন ওর সমস্ত কামনাকে লুঠ করে নেয়। আর তোনিয়া সেই অনিবার্য ভয়াবহ পদক্ষেপের আগে প্রাণভরে সেমার ভালবাসার মৌতাত নেয়। শেষকালে ও স্থির করে একথা ওকে বলতেই হবে। দীপ্ত দুই চোখ মেলে সেমা ওর দিকে অপলক চেয়েছিল। এমনি সময় তোনিয়া ওকে সেই কথা বলতে বদ্ধপরিকর হয়।

"চিরকাল আমরা এমনি ভালবাসব তাই না তোনিয়া?"

"না," তোনিয়া বলল, ওর সাদা ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরল। "সেমা আমি তোমায় ভালবাসি প্রাণের চেয়েও, নিজের চেয়েও, কিন্তু নিরন্তর এই প্রেম থাকবে না সেমা।"

আবার যেন তার ইচ্ছেটা হোঁচট খায়। সে মনে মনে যে কথা প্রস্তুত করে রেখেছিল তা উচ্চারণ করতে পারল না। সেমা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে।

"আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না, আজ রাতে নয়, আজ রাতে নয়," সেমার হাতের ভেতর ওর মুখ লুকিয়ে মৃদু স্বরে বলতে থাকে।

কিন্তু শেষকালে ও বলল। রুক্ষ হতাশায় নিজেকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা না করে কোনো কিছু গোপন না করে ও বলল। ওর দিকে চেয়ে দেখতে পারল না তোনিয়া। আর সেমা কিছু বলল না। কিছুই না। কতক্ষণ সে কিছু বলল না? অনন্ত যুগ ধরে, ওই দুই ভগ্ন হৃদয়ের গভীরে ছাড়া সেই অনন্ত কালের পরিমাপ বুঝি করা যাবে না।

অবশেষে সেমা কোমল সুরে বলল "তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। আমি তা জানি তোনিয়া। আর তুমি এখনই আমায় বলতে চাইছিলে, তাই না!"

এবার তোনিয়া ওর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু এ কি সেই? এ কি তারই সেই জীবনহীন ধূসর ছদ্মবেশ? সে কোনো জবাব দিতে পারল না, তার গলার স্বর রুদ্ধ, তার শুকনো গলা দিয়ে কোনো শব্দই বেরোচ্ছে না।

সেমা বলল, "আমরা চেষ্টা করব যেমন আমরা আশা করছি সেভাবেই দুজনে একসঙ্গে থাকব। আমি তোমাকে আগের মতই শ্রদ্ধা করি তোনিয়া।"

সেমা বলল না, "আমি তোমায় ভালবাসি।" যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতে

ও অবনত হয়। সেমা ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করে। টেবিলটা পরিষ্কার করে। ডিশগুলো ধুয়ে ফেলে। বিছানাটা পেতে ফেলে ওকে বলল, "তোনিয়া তুমি শুয়ে পড় আমি বাইরে যাব।" সে বেরিয়ে গেল। তোনিয়া জামা কাপড় ছাড়ে। ভয়ে অপমানে ও তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়ে মুখ লুকিয়ে ফেলে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল সেমা ফিরে এল না। যখন এল, ওর কাছে গেল, কপালের ওপর হাত রেখে ওকে বলল, "এটা খুব খারাপ, তোনিয়া। এ আমাদের সহ্য করতেই হবে। কিন্তু তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না তোনিয়া। ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। ভেবো না।"

ও জোর করে ওকে চুমু খায়। তারপর শুভরাত জানিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। তোনিয়া অন্ধকারে ওর কত কাছে। সেমা হাত বাড়িয়ে ওকে ছুঁতে পারে। ওর বিছানায় এখনও তোনিয়ার শরীরের উত্তাপ লেগে আছে। যে সুন্দর শরীরটাকে সেমা এখনই আলিংগন করেছিল তার কথা মনে করে কেমন একটা ঘৃণায় যেন কেঁপে উঠল।

একটা ঘরেই ওরা একসংগে থাকতে লাগল। তোনিয়া চলে যেতে চেয়েছিল সেমা ওকে যেতে দেয় নি। সেমা জোর দিয়ে বলে এখনও ওকে ও ভালবাসে। আর ওদের কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু এ শুধু তার বুদ্ধির কথা, তার হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস নয়।

অচেনা দুজন অতিথির মত ওরা থাকে। দুজনে দুজনকে স্পর্শ করতে ভয় পায়। যখন অবস্থা গতিকে কথা বলতে ওরা বাধ্য হয় তখন ওদের গলার স্বর কাঁপে। ওর পুরু কোমরের দিকে সেমা চুরি করে চায়, আর সেমার এই চোরা চাহনি লক্ষ্য না করে, তোনিয়া দুঃখ পায় সব জানতে পারে। সে চেষ্টা করে ওর সংগে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে, খোলাখুলি স্বীকার করতে চায়, যে ওদের দুজনের কাছেই এখন এভাবে একসংগে থাকাটা একটা প্রবল পীড়ন, আর ওদের ছাড়াছাড়ি হওয়াটাই শ্রেয়, কিন্তু ওর সব চেষ্টাকেই সেমা খণ্ডন করে বলে, "না, তোনিয়া, অপেক্ষা করো।" ওরা দুজনেই শীর্ণ বিবর্ণ হয়ে যায়। ওদের কমরেডরা ওদের দেখে ঠাট্টা করে। "কি হে তোমরা নিশ্চয়ই চমৎকার মধুচন্দ্রিমা যাপন করছ দুটিতে।"

এমনি করে একটা সপ্তাহ কাটে।

তোনিয়া অপেক্ষা করল। একটা সংযমের আড়ালে ও ওর বেদনাকে লুকিয়ে রাখার প্রবল চেষ্টা করল। সে এতক্ষণ ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত ডাক্তার তাকে হাসপাতাল থেকে তাড়াতে বাধ্য হলেন। বাড়ী পেঁৗছে সংগে সংগে সে শুয়ে পড়ল আর সেমা আসবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুমাতে পারল না ও। কেবলই মনে মনে বলতে লাগল, "কাল আমি চলে যাব।" সেমা উত্তেজিত হয়ে বাড়ী ফেরে। আর

বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করল তোনিয়ার কষ্ট। তোনিয়া ওকে ছেড়ে যেতে পারল না।

এক সপ্তাহ। এই সাতদিন সাত রাত ধরে সেমার মনে কী যে ভাবনার ঝড় বয়ে গেছে!

আটদিনের দিন একটু বেশি রাত করে সেমা মরোজভের সংগে দেখা করতে গেল। মরোজভ ওকে অভ্যর্থনা জানাতে উঠে দাঁড়ালেন। উনি অভ্যস্ত। কত কেউ আসে দরকার পড়লে, দিন হোক রাত হোক কেউ এসে ওঁর ব্যক্তিগত সময়টাতে ভাগ বসায়। সত্যি যদি খুব একটা দরকার না পড়ত তাহলে সেমা আলতশ্চুলারের মত লোক ওঁর কাছে এ সময় আসত না।

কোনো কথা না বলে সেমা কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর বুড়ো মানুষটির কোলে মাথা নামিয়ে ফোঁপানো কান্নায় ভেংগে পড়ল। অনেক ধরে এমনি করে কাঁদল সেমা। হৃদয় বিদারী সেই কান্না। মেয়েরা কখনও এমন করে ফুঁপিয়ে কাঁদে না। শুধু ছেলেরা কাঁদে। যখন পুরুষালী অহংকারের চেয়ে তাদের নৈরাশ্যটা বড় হয়ে দেখা দেয়।

"শোনো, শোনো," মরোজভ সেমার কোঁকড়ানো চুলে আঙুল চালিয়ে দিতে দিতে তাঁর কণ্ঠস্বরে একটুখানি তরল হাসির স্পর্শ এনে বলেন, আরে তোমার প্যান প্যানানি থামাও, বলো আমায় কী হয়েছে?"

সেমা অনেক কষ্টে ওঁকে বলল। শুনে শুনে মরোজভের ভুরু দুটো উঠে যায় কপালে।

"তোমায় ফাঁকি দিয়েছে ও? সত্যি কি? তোমার কাছে লুকিয়েছে?"

"আহা, না না! সে নিজে আমায় বলেছে।"

"আর তুমি ওকে ভালোবাসো না?"

"যদি সত্যি আমি না বাসতুম!" সেমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে। অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল ওর দু'গাল বেয়ে।

"বেশ বেশ একটু বুঝে চলো, বাছা," তখনও মরোজভ ওর চুলের ভেতর বিলি কাটছিলেন, আর ওঁর ভুরু দুটো ওপর নিচে লাফাচ্ছিল। কপালে ভাবনার কুঞ্চিত রেখা। "এমন কতকগুলো জিনিস আছে যাকে না মেনে উপায় নেই, তোমায় যদি কোনো মেয়ে ভাল না বাসে তবে কিছু করার নেই। আমি শুধু সেটাই ভাল করে মানি। একবার আমি একটা মেয়েকে ভাল বেসেছিলাম যে আমায় ভাল বাসত না। বেশ দেখছ তো, আমি এখনও বেঁচে আছি আর দিব্যি দৌড় ঝাঁপ করছি। প্রথমটায় বেশ একটু শক্ত লাগে কিন্তু পরে তোমার অভ্যাস হয়ে যাবে।"

"কিন্তু সে যে আমায় ভালবাসে।"

হয় মরোজভ বুঝলেন না নয়ত বুঝতে চাইলেন না উনি বেশ একটু অশিষ্টভাবে বললেন, "তাহলে এসব হুজ্জুতি কেন?"

এমন একটা জবাব সেমা আশা করে নি। ও ভেবেছিল মরোজভ সংগে সংগে সব পরিস্থিতিটা বুঝবেন আর ওকে সহানুভূতি জানাবেন। এখন ও বুঝল না কি বলবে—ওর কোনো কথাই মনে এল না যাতে ওর মনোভাবটা বলতে পারে—।

"হয়ত তুমি বাচ্ছা-টাচ্ছা ভালোবাসো না। সেই জন্যেই গোলমাল বাধছে কি?" মরোজভ জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি ছেলেপুলে ভালবাসি না?"

"দেখো আমার দিকে। আমার কোনো বাচ্ছা নেই। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে একটি গোলগাল গোলাপী মুখ আমার দিকে তাকিয়ে যেন আধো আধো সুরে কথা বলে। আর তখন ইচ্ছে হয় ওই দুষ্টুটাকে প্রাণ ভরে জড়িয়ে ধরে ওর জন্যে যা পারি করি। আমার তো মনে হয় না, ভাবতে পারি না কি করে একজন সুস্থ লোক ছোটছেলে-মেয়েদের ভাল না বেসে পারে।"

"আমি ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে দেখছি। আপনি বোঝেন না।"

"ফুঃ। আমি বুঝি না!" মরোজভ গজ গজ করে উঠল। "তুমিই কিছু বোঝো না। আমি ভেবেছিলাম তুমি বেশ চালাক ছোকরা। তুমি একজন কোমসোমোল, তাই না? আর হয়ত তুমি কল্পনা করো তুমি একজন বলশেভিকও, কি হে?"

"কেন আমি বলশেভিক নই?"

মরোজভ ঘরের চারদিকে বার কয়েক পায়চারি করলেন, সেমার সামনে এসে থামলেন। আর ছেলেটির কাঁধের ওপর তার হাত রাখলেন।

"এ নিয়ে আমরা আর কথা বলতে চাই না," উনি বললেন। "তুমি নিজেই এর উত্তর খুঁজে পাবে। শুধু আমি তোমাকে আমার মতামত জানাতে চাই। আমি তোমার কাছে কোনো আদর্শ প্রচার করতে চাই না। কিন্তু আমার জীবনে আমি এমন দু' একটা জিনিস দেখেছি। যখন কোনো পুরুষ কোনো নারীকে ভালবাসে, সে তার সমস্তটাই ভালবাসে তাকে তার সন্তানকে। অন্যথায় সেটা প্রেম নয়। যদি তুমি তোনিয়াকে গ্রহণ করবার দায়িত্ব নিয়ে ভাল না বাসো তাহলে তাকে ছেড়ে অন্য আর একটা মেয়ের প্রেমে পড়া এমন কঠিন নয় আর তারপর আর একজনকে। আর যদি তোমার ঐ শিশুটিকে ভাল বাসবার ক্ষমতা না থাকে তাহলে তুমি একটি ভীতু পলাতক, তোমায় আমার এ নিয়ে আর কিছু বলার নেই। আর তাহলে এত ঘাবড়াবার কি আছে? তোমার সেই গোলিৎসিন কোথায়? আমাদের প্রথম নাগরিক যে আসছে তার কি রকম বাপ সে? হাজার হোক সেই তো হবে আমাদের প্রথম নাগরিক। সোনিয়া ইশাকোভার জীবনে তেমন একটা দুর্ঘটনা ঘটতে দিতে চাই আমরা—তুমি তাকে দেখবে না। তাহলে

তুমি কি চাও ?—তোনিয়াকে তাড়িয়ে দিতে চাও ? চাও সে ভুবে মরুক নয়ত অসুখে পড়ুক ? এটা তোমার পক্ষে নরহত্যারই সামিল, বুঝলে ছোকরা। তার এই শিশু জন্মাবেই। আর তারপর তোমার কাছে সে পাবে আরো তিনটি সন্তান, আর এই চারটিই হবে তোমার। সেই প্রথম জাত শিশুটি কাকে বাবা বলে ডাকবে ? নিশ্চয়ই তোমাকে, আর একটি শিশু অবশ্যই অপরটির মত স্নেহের অধিকার নিয়ে জন্মায়। এত খুব সহজ কথা, আমরা এটা সহজভাবে গ্রহণ করব। সে যদি তোমায় বঞ্চনা করত অথবা তোমায় ভাল না বেসে থাকত—তাহলে না হয় ভাববার একটা কিছু ছিল। আচ্ছা ধরো' তোমার এত বিরক্তি বা উষ্মার কারণ কি ? তোমরা চুলোর ছাই এত স্বার্থপর, এই সব আজকাল ছেলে ছোকরারা। বলশেভিকদের মত হৃদয়ের ঔদার্য তোমাদের নেই। আহা বোলো না, নিজেকে বলশেভিক বলবার এখনও তোমাদের ঢের বাকী।

মরোজভ অসহিষ্ণুভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন। সেমা কী একটা বলবার জন্য যেন মুখ খুলল কিন্তু কিছু বলল না। মরোজভ যা বললেন সে মনে মনে তা জানত ; মরোজভ তাকে এটা অনুভব করাতে চাইলেন।

"ব্যাপারটা তুমি জানলে কখন ?" মরোজভ তাকে তীক্ষ্ণভাবে বললেন।

"যেদিন আমি ফিরে এলাম, সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই।"

"তোমরা কি একসঙ্গে রয়েছ ?"

"হ্যাঁ।"

"আমি বাজী ফেলে বলতে পারি এ কদিন ধরে তুমি মেয়েটার জীবনটাকে যন্ত্রণায় পিষে ফেলেছ ? কি ফেলো নি ? বলো ? সত্যি কথা বলবে। একটা প্রেতাত্মার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে না ? কাঁদছে না ?"

"সে কাঁদে না। তার ভারী অহংকার।"

"কিন্তু তুমি ওর ওপর অত্যাচার করেছ, বলো করোনি ? সত্যি কথা বলো।"

"হ্যাঁ।"

"আর নিজেকেও কষ্ট দিয়েছ ?"

মরোজভ আবেগ ভরে সেমার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে কাছে টেনে নিলেন তারপর ঠেলে সরিয়ে দিলেন।

"তার কাছে ফিরে যাও" উনি বললেন, "ওকে সান্ত্বনা দাও। তুমি নিজে উচ্ছন্নে যাচ্ছ, দারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছ কিন্তু সেও যে কী দুঃসহ ব্যথা ভোগ করছে ভাবো তো—এখন আর যখনই তুমি দূরে চলে যাচ্ছ। সেটা একবার বিবেচনা করে দেখেছ ? বেশ, ফিরে যাও ওর কাছে। আর দেখো যাতে সব মিটিয়ে ফেলতে পারো।"

সেমাকে যখন বেরিয়ে যেতে দেখলেন তখন উনি ওঁর বিছানার একধারে বসলেন আর মৃদু স্বরে বললেন "হুম।"

বেশ কিছুক্ষণ ধরে উনি ওখানে বসে রইলেন আর ভুরু নাচাতে থাকলেন। তারপর মনে হল যে দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখন ওর একটু ঘুমোনো দরকার। উনি নিজেকে প্রশ্ন করেন, "ও কি অবস্থাটা কাটিয়ে উঠবে?" কম্বলটা টেনে নিতে নিতে উনি উত্তর দিলেন, "হয়ত উঠবে, ছেলেটা তো ভাল।"

সেমা বাড়ীতে ছুটে এল। তোনিয়াকে বলবার জন্যে হাজারো কথা ওর মনের মধ্যে ভীড় করেছিল। সে বিছানায়, মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছে। সেমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে দেখছিল। ওকে জানাতে মন চাইছিল না, তবু যেন আর অপেক্ষা করতে পারে না।

হঠাৎ সে চোখ খোলে। আর সেমা দেখল তার দুচোখে কী এক বেদনা। যে বেদনা এখন তার নিত্য সংগী হয়েছে। সেমা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আর কাঁধে হাত চেপে ধরে তার গালে গাল ছোঁয়াল, একটা কথা বলারও শক্তি ছিল না। দুজনেই কাঁদল। অঝোরে।

শেষে সেমা বলল, "তোমার যা কিছু সব, সব আমি ভালবাসি তোনিয়া। এই সন্তান তোমার, আর তাহলে আমারও। হ্যাঁ হ্যাঁ তোনিয়া। তাই না!"

আঠার

মরোজভ রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছিলেন। মুখে তার মৃদু হাসি। এ হাসিতে তাঁর চিন্তাজীর্ণ মুখের গভীর বলিরেখাকে চমৎকারভাবে উজ্জ্বল করে তুলেছিল।

তিনি জানতেন কি করতে হবে। আগের মাসগুলিতে দীর্ঘ সেই সময়টাতে, যখন তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন, রাগ করেছেন, যে সব লোকদের নিয়ে কাজ করতে হবে তাদের খুঁটিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন, তাদের ঠিক মত বুঝতে গিয়ে ভুল করেছেন, আবার তাদের ভাল করে বিচার করে দেখেছেন যে তাদের মধ্যে কত ভাল ভাল গুণ আছে—এসব মাস খুব একটা বৃথা যায় নি। উনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন, নিজের অর্জিত বিদ্যায় মূল্যায়নে অনেকটা তন্নিষ্ঠ হয়েছেন, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তার জ্ঞান অর্জন করেছেন, যে সব তরুণ এই বিশাল নির্মাণ প্রকল্পের মূল্য বুঝছিল তাদের একটা বিপুল শক্ত সংহতি তৈরি হয়েছিল যাতে তাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া সমস্ত কাজের ভার তারা নিতে পারে। তাঁর নিজের যে একটা প্রভাব এই সব তরুণদের উপর আছে এটার স্বীকৃতি উনি দিয়েছিলেন, আর তাঁর নিজের সতর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিচালনার ফলাফলও দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু পরের দিকে যে উদ্বেগ ওকে চঞ্চল করে তুলছিল তার উদ্ভব হচ্ছিল আর একটা

জায়গা থেকে। প্রকাণ্ড শাসনযন্ত্রের মন্থর উত্তেজনাকর এই কাজের পাহাড ঠেলতে হচ্ছে। প্রতিদিন। অবিরাম। পিছিয়ে পড়বার এগিয়ে পড়বার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। এরকম একটা নির্মাণের প্রথম প্রয়াস হল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—একটা অভূতপূর্ব পরিমাপ একটা অভূতপূর্ব সময়সীমা। তাঁর বলশেভিক চিন্তাধারা তাঁর অনেক সাহায্যে এসেছিল; অনেক কিছু ব্যাপার আর কার্যকারণকে এক পাশে সরিয়ে তিনি আসল জিনিসের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন, যাতে, আসল জিনিসটাকে ভাল করে দেখে তার হিসাব কষে, তিনি অসংখ্য হেতু ও বিষয়ের মর্মসন্ধানে সক্ষম হন।

এখন নিত্যনৈমিত্তিক মনোযোগের বহু ছোটখাটো বিষয়ের পাহাড় ঠেলে তিনি বেরিয়ে এসে পরিষ্কার দেখতে পেলেন এই প্রকাণ্ড নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল এর নেতৃবর্গ, যাদের ওপর এর ভার দেওয়া আছে। তাঁরা প্রচুর কাজ করছেন, সর্বক্ষেত্রেই তাঁরা নিঃস্বার্থ-ভাবে কাজ করেছেন কিন্তু তাঁরা ঠিক পথ ধরে এগোচ্ছিলেন না।

পরিকল্পনা, যাচাই, হিসাব, উদ্বৃত্ত, নির্দেশ এক মহাসমুদ্রে আকণ্ঠ ডুবে তারা নিয়ম ভাঙবার উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন (অথবা চাইছিলেন না?), যেখানে নির্মাণকার্য চলেছে সেখান থেকে নিয়ে কাগজপত্র ঘাঁটা এই কর্ম-সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে স্থপতিদের সংগে সরাসরি যোগ রক্ষা করতে করতে, তারাই আসল কাজের প্রকৃতি সংগঠনকারী হতে পারত। তারা মস্ত বড় নোংরা এই শাসন যন্ত্রটার পিছু পিছু খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছিল, আর যখন ওরা বিশ্বাস করেছিল যে তারা বেশ কঠোরভাবে এর পরিচালনার ভার নিয়েছে, তখন প্রায়ই এই যন্ত্রটি ওদের নাকে দাড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গেছে।

মরোজভ সংগে সংগে এটা উপলব্ধি করতে পারেন নি; প্রথম সংকেত চমক দিল বরফ পড়ার সংগে সংগে; যখন তাঁদের চমৎকার পরিকল্পনা-গুলি মারফৎ নির্মাণ ক্ষেত্রে সরবরাহ কাজ চলছিল পুরোদমে এমন সময় শীত নামল। অকল্পনীয় পরিস্থিতির চাপে কাজে বাধা দেখা দিল। এই কর্মযজ্ঞের একটা বড় দিক হল সরবরাহের ব্যাপার, যার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গিয়েছিল রেল পথের অভাবে সেটাও ভেংগে পড়ছিল সরবরাহের দালালদের অপদার্থতা ও নির্ভরহীনতার জন্য। গ্রানাতভ ওদের গিয়ে শাসানি দিয়ে এসেছিল। ওদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছিল, কিন্তু সময় কাটছিল নিরুপায় অবস্থার মধ্যে আর এখন নির্মাণক্ষেত্র একটা জরুরি অবস্থার কবলে, সম্পূর্ণভাবে, বসন্তকাল পর্যন্ত একদল ট্রাক চালকের বীরত্বের ওপর নির্ভর করেছিল।

দ্বিতীয় আর একটি বড় রকমের কাজ করছিল এই কর্মযন্ত্রটি, সেটি হল

গৃহনির্মাণ। তরুণদের উৎসাহ ও আত্মোৎসর্গের উপর নির্ভর করে নেতারা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাস গৃহগুলির নির্মাণকার্য এখন স্থগিত রাখা যেতে পারে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই জাহাজ-ঘাঁটি তৈরির কাজটা শেষ করে ফেলা যায়। ওয়েনার কেন এ সিদ্ধান্ত নিলেন? তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "নির্দিষ্ট সময়ের আগে জাহাজ ঘাঁটি নির্মাণ করার ব্যাপারটা হল আমার সম্মানের ব্যাপার।" তিনি একথাও বললেন। "এসব দিনের কথা ইতিহাসে স্থান পাবে।" তিনি ব্যর্থ গৌরবাকাঙ্ক্ষী আর অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাসী। তাঁর এই অত্যুৎসাহিতা কি তাকে জনসাধারণের কথা ভুলিয়া দেয় নি? যাঁদের উপর এই পরিকল্পনাটা শেষ করার ব্যাপারটা নির্ভর করছিল? যদি তিনি নিজের দিক থেকে এ সিদ্ধান্ত না নিতেন (বোধ হয় এরকম সিদ্ধান্তের বিশালত্ব না বুঝেই) যে কয়েক শ' লোক তাদের প্রাণ হারাতে পারে তাঁর এই পরিকল্পনার রূপায়ণ করতে গিয়ে? গ্রানাতভও ঐ একই মর্মে আরো পরিষ্কার একটা ঘোষণা করেছিল, "দরকার হলে আমরা নিজের হাড় মাস দিয়ে এটা তৈরি করব।" সেটা অবশ্য বলশেভিক পদ্ধতি নয়। বলশেভিক পদ্ধতির মহত্বটা হল যে এটির ভিত্তি হবে সেই আদর্শ যাতে জনগণ তাঁদের সংগে কাজ করে তাদের কল্যাণের বিষয়ে সম্পর্ক রক্ষা করে নতুন নতুন সাফল্যের শিখরে পরিচালিত হতে পারে অনুপ্রবেশকারীদের সংগ্রাম করতে গিয়ে ক্ষুধা ও অন্নাভাবের দুর্বৎসরে পার্টি চরম ত্যাগ স্বীকার-এর নজির রেখেছিল। জনগণের জন্য ক্লেশ স্বীকার! জনগণের প্রতি অনাদর তাদের প্রয়োজনে অবহেলা বলশেভিক পদ্ধতির সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত, সেটাই আসল কথা। বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে এটাও ভুল! প্রগতির পথে মানবিক উপাদানের অপচয় সমস্ত পরিকল্পনা অচল করে দেয়। বাস্তব থেকে রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে আলাদা করে দেখাও কি সম্ভব? কি করতে হবে সেটা জানার আগে কি করে কিছু একটা করা উচিত সে প্রশ্নের সদুত্তর কি দেওয়া যায়? ওয়েনার ও গ্রানাতভ "কি" এবং পূর্ণভাবে "কিভাবে" এটা স্থির করার আগেই, ভাল করে চিন্তা না করেই আগে দৌড়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁরা নির্মাণকারীদের আগে আগে দৌড় করিয়েছিলেন পুরো দমে। উত্তেজিত ভাবে সব কাজের গোড়া পত্তন করছিলেন, কোনটা আগে কোনটা পরে হবে, তা না ভেবেই গোটা জাহাজ ঘাঁটির নির্মাণ ক্ষেত্রটা খুঁড়তে লেগেছিলেন। শিক্ষার অপেক্ষায় না থেকে সময় ও শক্তির অপচয় করা হয়েছিল। নির্মাণের প্রসারের জন্য পূর্ব প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রস্তুতি চালানো হয়েছিল। যারা এতটা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছিল তাদের স্বাভাবিক অবস্থার কোনো প্রতিশ্রুতির অপেক্ষায় না থেকে শুধু জলদি করো! জলদি! জলদি। এ ব্যাপারে তরুণ অত্যুৎসাহী শ্রমিকরা তাদের নেতাদের সমর্থন করেছিল। আগে কখনও হয়ত, সমষ্টিগত ভাবে এতটা উত্তেজিত করা হয়নি সবেমাত্র আবদ্ধ এই বিপুল নির্মাণ

কার্যের পরিসমাপ্তি দেখবার আকাঙ্ক্ষাকে। মরোজভ এইসব তরুণদের জানতেন। তাদের জীবনে একটা প্রথম প্রয়োজনীয় ঘটনা হিসাবে প্রথম জাহাজ ভাসানোর অপেক্ষায় ছিল। তারা জানতো না কেমন করে তাদের শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। ওরা ওদের শক্তিকে বাঁচাতে শেখেনি। সকলের উপর ছিল তাদের নেতাদের সজাগ দৃষ্টি, তাদের দিকে লক্ষ্য রাখা, আর তার দিকে সবচেয়ে বেশি করে যত্নবান হওয়া; সবার বড় দায়িত্ব, এইসব নেতাদের ছিল এটাই।

লম্বা লম্বা পা ফেলে যেন জোর কদমে এগোতে চাইছিলেন ওয়েনার আর গ্রানাতভ। মরোজভ ওদের এই সূচনাটার তুলনা করেছিলেন যেন একজন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য দৌড়বাজ প্রথম কিলোমিটারেই চূড়ান্ত শক্তি ক্ষয় করছিল, আর দৌড় শেষ করার জন্য কিছুই বাকী রাখছিল না। উনি ওদের বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে শীতের মধ্যে সব বাড়ীগুলো তৈরি করা অসম্ভব; কতকগুলো কাজ বাকী রাখতেই হবে, বসন্তকাল অবাধ বেশী লোক পাওয়া যাবে না অথবা এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণেরও অভাব হবে। এ পরিকল্পনা এমন একটা মাল মশলার চাহিদা ইশারা দিলে, যাতে জাহাজ ঘাঁটির নানা বিভাগকে শেষ করতে হবে। যদি এই নীতি অনুসরণ করতে হয় তাহলে কতকগুলো কাজ বাতিল করতে হবে, যেগুলো অনেক কাল ধরে আরম্ভ করা হয়েছে। ওয়েনারের রোখ চেপে গিয়েছিল। লোকটাও একগুঁয়ে। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি পরিকল্পনায় যে সময় সীমা নির্দিষ্ট করা আছে তা রীতিমত কমাতে পারবেন। কিন্তু যে শীত নিয়ে এত রকমের জল্পনা কল্পনা চলছিল, তিনি হবার আগেই, তার কবলে পড়ে গেলেন। এদিকে ঘরবাড়ী ঘাটতি! সরবরাহ নেই, কাজের লোক পাওয়া যায় না। আর এদিকে বাড়তি জনশক্তি নিয়ে এসে আরো বিপদ। গৃহ আর খাদ্য পরিস্থিতি তীব্র আকার ধারণ করল। অবশেষে ওয়েনার উপলব্ধি করলেন তিনি গ্রীষ্মের সুযোগগুলির অপব্যবহার করেছেন। মরোজভই ঠিক বলেছিলেন ক্লারা কাপলানও ঠিক বলেছিল। কিন্তু ওয়েনার এমন কি নিজের কাছেও তাঁর এ ভুল স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। তিনি আর গ্রানাতভ মস্ত একটা বিপদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইলেন। গৃহনির্মাণের যে শতকরা কাজের হিসাব তাঁরা দাখিল করেছিলেন, সেই কৃতকর্মের একেবারে চরম পরিণাম দেখা দেয়। বসন্ত না আসা পর্যন্ত সে কাজ বাতিল হয়ে যায়। ওঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সংখ্যাগত হিসাব। পাঁচ মাসে এতটা ছ মাসে এতটা হল এভাবেই আর কি! শীতের কল্পনা করে ওয়েনারও কাজ বন্ধ করা যে অনিবার্য হয়ে পড়বে এটা অবহিত ছিলেন কিন্তু হুকুম দিতে তিনি অস্বীকার করলেন আর ওদিকে মরোজভ ক্রমাগত তাঁকে চাপ দিচ্ছেন বন্ধ করো বন্ধ করো। গ্রানাতভ আসল পরিস্থিতিটা দেখতে পাচ্ছি-

লেন না আর দেখতে চাইছিলেনও না। "আরো একটু কষ্ট, আরো একটু ত্যাগ স্বীকার, আর তারপর আমরা ঠিক সাফল্য দেখতে পাবো।" ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বাস্তব অবস্থাটা স্বীকার করতে নারাজ। অথচ মরোজভের কাছে এটা জলের মত পরিষ্কার। আর ক্লারা কাপলানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও এটা ধরা পড়েছিল। কেন? কারণ বহু ভারাক্রান্ত হওয়ার চেয়ে সোজা এগিয়ে যাওয়া অনেক সহজ? অথবা এর কারণ হল বেশ মুখরোচক খবর না নিয়ে বাস্তব সত্যটাকে ওরা মেনে নিয়েছিল। খালি বড় বড় শতকরা হিসাবের উদ্ধৃতি আর একটা গর্বে বুক ফুলিয়ে বেড়ানো অথবা আরো কারণও হয়ত ছিল। কি? আরো গোপন আর তাই আরো চমকপ্রদ।

মরোজভ হাঁটতে হাঁটতে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বলতে গেলে, হাসবার মত তেমন কিছু ছিল না, কিন্তু সমস্ত বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষের মতই তিনিও তাঁর শক্তির পরিচয়ে খুশিই হতে চাইছিলেন। নির্মাণ প্রকল্পের মাতব্বরদের সংগে আজ তাঁর যে লড়াই হয়ে গেল তাতে দেখা গেছে ঠিক তিনি কি করবেন এখন আজ ওঁরা প্রচণ্ডরকম ঝগড়া করেছেন—তিনি ওয়েনার আর গ্রানাতভ।

এমনিতে তিনি বেশ সংযত প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু আজ ওয়েনারের সে সংযমের বাঁধ ভেংগে গিয়েছিল। আর তার কণ্ঠস্বর চাপা রাগে বেশ গম্ভীর শুনিয়েছিল।

"এটাই আপনার একমাত্র দোষ, পার্টি সম্পাদক, যে আপনি উপলব্ধি করতেই চান না যে আমরা প্রতিরক্ষণের জন্য কাজ করছি আর তাই প্রতিটি দিন কত মূল্যবান।"

"আমি আপনার চেয়ে বেশি উপলব্ধি করছি," মরোজভ বলেছিলেন, "আর এই জন্যে বলতে গেলে আমাদের কর্মপদ্ধতিটার আমূল পরিবর্তন দরকার। ব্যাপক সীমান্ত জুড়ে এভাবে কাজ আমাদের বন্ধ করে দিতে হবে, আমাদের শ্রমিকদের কল্যাণের দিকে চোখ রাখতে হবে, ঘর বাড়ী তৈরি উপকরণের সরবরাহ আগে ঠিক করতে হবে, আমাদের যন্ত্রবিপণির উৎপাদন বাড়াতে হবে, আর যখন এগুলো করা হবে তখন দ্বিগুণ বেগে এগিয়ে যাও সামনের দিকে। সময়সীমা নিয়ে আমরা তর্ক করছি না, আমরা সেই সময়ের মধ্যেই থাকবার সবচেয়ে ভাল রাস্তা নিয়ে যুক্তি দেখাচ্ছি।"

"আপনি আমাদের শক্তির ওপর, আমাদের কোমসোমোলদের শক্তির ওপর আস্থা রাখেন না," গ্রানাতভ বললেন।

এদের দুজনের মধ্যে কে বেশি অবাধ্য? কেন ওরা এভাবে প্রতিরোধ করছেন? এর কারণ কি এই যে ওঁদের আত্মপ্রত্যয়ের একনিষ্ঠা? সত্যিই কি ওরা এত অন্ধ? এমন একটা মুহূর্ত এসেছিল যখন মরোজভ অপমানে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।

"আমি অবাক হতে শুরু করেছি যে এই সব ভুল ভ্রান্তির মধ্যে সত্যি কি কোনো ঈর্ষা আছে!"

উনি নিজেই থেমে গিয়েছিলেন। ওয়েনারের মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে। গ্রানাতভ লজ্জায় লাল আর তার মুখ কুঁচকে গেছে।

"আপনি ওটা কি বললেন?" ওয়েনার নিজের মধ্যে আত্মস্থ হয়ে বলেন। "আপনি কি আমাকে মনে করেন? না গ্রানাতভকে লক্ষ্য করে? অথবা আমাদের দুজনকেই?"

মরোজভ তাঁর কথার জন্য দুঃখ পেলেন। যদি একশোয় একটা সম্ভাবনাও থাকে যে তাঁদের অবাধ্যতার পেছনে ঈর্ষা রয়েছে, তাহলে তিনি হাতের তাস এখনই সব দেখাবেন না এর একটা কারণও আছে। কিন্তু একটা সুযোগও কি ছিল? অথবা অপরপক্ষে, একশতে দশটা ছিল? অথবা পঞ্চাশ?

"কে জানে," গ্রানাতভ আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত এক শান্ত কণ্ঠে বলেন, "হয়ত ঈর্ষাই আছে পায়ে পায়ে, অথবা যা সত্য তাকে মানতে হবে, অন্তর্ঘাত। আমি বিশ্বাস করি এটাই আপনার মনের কথা? হয়ত এতে অল্পই সন্দেহ আছে, কিন্তু খাদ্য সরবরাহের অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে আমরা অভিযান চালাই। তদন্ত হলেই অবশ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে যে আমার সন্দেহ নির্ভুল। আর বোধ হয় আরো বড় বড় ক্ষেত্রে চলেছে অন্তর্ঘাত। বেশ খুঁজে দেখা যাক না তাতে ক্ষতি নেই।"

মরোজভ সম্পূর্ণ শান্ত। ধৈর্য, আত্ম সংযম, একটা তীক্ষ্ণ চোখ—এটাই এখন দরকার।

এর পর বাস্তব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলে। সমস্ত অঞ্চলে কাজ রুখে দেওয়া হবে এটাই ওঁরা স্থির করলেন। নির্মমভাবে বন্ধ করা হবে। পরিচালনার সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতির একেবারে গভীরে তলিয়ে দেখতে হবে। ওঁরা একটা অনুমোদিত উদ্যম নিয়ে শুরু করবেন। করাত কল, ইঁটের গোলা, পাথর পট্টি। এটাকে পরে করা হবে বলে ফেলে রাখতে চাইলেন না ওঁরা, সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই পরিদর্শন করতে হবে, শ্রমিক আর ইঞ্জিনীয়ারদের একটা সভা ডাকা হবে স্থির হল। তাঁদের সংগে খোলাখুলি কথা বলতে হবে। খুঁজে দেখতে হবে ওঁরা কি চান আর ওঁদের বেশ উৎসাহ দিতে হবে। তিনজনের প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল। ওয়েনারকে করাত কল, মরোজভকে ইঁট গোলা, গ্রানাতভকে পাথর পট্টি।

"আমি আপনার সংগে কাজটা বদল করতে চাই যদি ইচ্ছে করেন।" মরোজভ গ্রানাতভকে বললেন। গ্রানাতভ ইঁটগোলার দিকে গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন, আর মরোজভ প্রমাণ করতে চাইছিলেন তিনি তাঁকে বিশ্বাস করেন।

“কোনো মতেই না,” গ্রানাতভ বললেন। “হয়ত আমার কুসংস্কার আছে।”

আর তাই মরোজভ ইঁট গোলার কাজ দেখতে বেরুলেন।

বনের ভেতর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। আধ ঘণ্টা লাগবে। এটুকুর মধ্যেই জিনিসগুলো নিয়ে ভাববার প্রচুর অবকাশ তিনি পাবেন। ভুল না ঈর্ষা? নিশ্চয়ই সবই ভুল হতে পারে না। আর তাহলে? বেশ, যাইহোক না কেন, তিনি একেবারে এর মূলে গিয়ে পেঁছবেন। একেবারে মাথার ওপর যাঁরা বসে আছেন তাঁরা যে সাধারণ রাস্তাটা নিয়েছেন সেটাকেও যাচাই করে নিতে হবে আর শুধরে নিতে হবে আর তিনি দেখতে চান যে এটা করা হয়েছে। যদি এর ভেতর শত্রুরা কাজ করতে থাকে তা হলে তিনি তাদের বের করবেন। এখন তিনি নিশ্চিত যে তিনি ঠিক রাস্তায় চলছেন। এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। আর তার সম্ভাবনা একশতে একটি নয় পঞ্চাশ পঞ্চাশ। কিভাবে উনি ঠিক পথে গেলেন? একটুখানি সন্দেহ। একটু নড়াচড়া। এক নজর। এসবেরই জন্য দরকার যাচিয়ে নেওয়া। বেশ, তিনি না হয় যাচিয়েই নেবেন! এখন ইঁটগোলার শ্রমিক ও ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাৎকারের দিকেই তাঁর ভাবনা সঞ্চালিত হচ্ছিল। ওদের কি বলবেন তার একটা ছক উনি মনে মনে এঁকে নিচ্ছিলেন। উনি ওদের বলবেন যে তাদের স্বদেশের শক্তি, দেশের এই অংশের শক্তি, এর নিরাপত্তা, এর অজেয় দুর্ভেদ্যতা, এটা নির্ভর করছে একটা গতির ওপর। যার দ্বারা এই বিস্তীর্ণ বনভূমির ওপর এই নব নগরের বাড়ীগুলো মাথা তুলে দাঁড়াবে নির্মাণ ক্ষেত্র থেকে ইঁট গোলাকে বিচ্ছিন্ন করেছে যে বনভূমি।

শত্রুরা তলে তলে কাজ করছে। সতর্ক দৃষ্টি রাখো। সমস্ত ভুল ভ্রান্তি খতিয়ে দেখো। যত তুচ্ছই হোক সমস্ত দোষ ত্রুটির মুখোশ খুলে দাও। কে জানে?—অতি তুচ্ছ ব্যাপার থেকে হয়ত একটা বিরাট কেলেংকারি ফাঁস হয়ে পড়তে পারে।

নির্জন বনপথ। গহন নীল আকাশে বড় বড় তারা দপ দপ করে কাঁপছে। তাঁর ফেল্ট বুটের নিচে বরফের কিচ কিচ শব্দ।

দূরে কারা খুশি গলায় কথা বলছে উনি শুনতে পান। বনপথের নীরবতা এমনই গভীর যে বরফের ওপর দিয়ে স্কী করা হিস হিস শব্দ উনি শুনতে পাচ্ছিলেন। স্কী খেলোয়াড়রা চলেছে ছুটে পাহাড়ের দিকে।

তারপরই ওঁর খুব কাছে আর একটা শব্দ উনি শুনলেন। একটা টিক-টিক শব্দ? গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ার শব্দ? উনি ওঁর চারপাশে চেয়ে দেখলেন কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। শুধু তুষারাবৃত নিশ্চল বৃক্ষরাজি। কোনো পথ নেই, কোথাও কোনো মর্মরধ্বনি ওঠে না, দোলে

না কোনো গাছের শাখা। তবু তাঁর একটা স্পষ্ট অনুভূতি হয় যে কেউ হয়ত এই জনশূন্য অরণ্যে তাঁর খুব কাছে রয়েছে।

প্রতি নিশ্বাসে বিশুদ্ধ বাতাস তাঁর বুক ভরে দেয়। এমন কি এই একটুখানি, প্রকৃতির কাছাকাছি আসতে পেরে ওঁর শক্তি যেন দশগুণ বেড়ে যায়। তিনি ভুল করছিলেন। কেউ তাঁর কাছে নেই। নির্মাণক্ষেত্রের দুটি অঞ্চলের মাঝামাঝি তাইগার এই ছোট বনভূমিতে তিনি শুধু প্রকৃতির কাছে একা, রয়েছে আকাশ আর গাছ গাছালির সংগে একান্তে। যেদিকে তাকাও সব সাদা আর সাদা আর নক্ষত্রের বিবর্ণ আলোয় কেমন সাদা আর একটুখানি দীপ্ত। পথের বুকে কোনো চিহ্ন নেই শুধু তাঁর ফেল্ট বুটের গভীর দাগ বসে গেছে।

মনশ্চক্ষু দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন কতকগুলি কচি মুখ। ওরা আধ-ঘণ্টার মধ্যেই ওঁকে ঘিরে দাঁড়াল। ওরা এই দেশটাকে কি ভালবাসতে এসেছে? ওদের কাছে যা চাওয়া হবে ওরা তাই করতে প্রস্তুত. কিন্তু তাঁর কাছে সেটাই যথেষ্ট নয়; উনি চান ওরা এই দেশটাকে ভালবাসুক মনের মতন করে গড়ে নিক, যার ভবিষ্যৎ আর নিরাপত্তার জন্য ওদের এমনতর কষ্ট সহ্য করবার ডাক দেওয়া হয়েছে। শুধু যে ইঁট নিয়ে উনি কথা বলবেন তাই নয়—আহা না! উনি বলবেন যে তোমরা কোনো এক সন্ধ্যায় বনের ভেতর চলে এসো, তারার আলোয় ঝলমলে এই বরফ ঢাকা তাইগার রূপ দুচোখ ভরে পান করো। যত ওরা স্বদেশকে ভালবাসবে আর বিশেষ করে এই অংশটাকে, তত বেশি করে তো ওরা ইঁট উৎপাদন করতে পারবে। দুচোখ ভরে পান করো তাইগার রূপ, ওরে আমার সবুজ সংগীর দল! আয় ছুটে আয় বরফ-ঢাকা তাইগাতে। তারা উজ্জ্বল রাতে!

সহসা কাঁধের দুপাশটার মাঝখানে কী একটা তীব্র যন্ত্রণা ওঁকে আঘাত করে। তার তাতেই উনি খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করেন। সহসা সজাগ একটা চৈতন্যে উনি শুনতে পান শুকনো একটা চীড় ধরা শব্দ, সংগে সংগে মনে পড়ল, ভাবছিলেন, উনি একা নন, মনে হল সেই টিক টিক শব্দ। ঠিক বন্দুকের ঘোড়া টেপার টিক টিক শব্দ। না এত গাছের ডাল ভাংগার শব্দ নয়। চমকে উঠে ভাবলেন, "ওদের বলার সময় হল না...।"

ওঁর বিস্ফারিত চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয় বুঝি অন্তিমের মত এক আকাশ তারা—এখন যেন ওই নক্ষত্র খুব উঁচুতে মাথার ওপর নেই একেবারে সরাসরি ওর সামনে। দুহাত ছড়িয়ে, উনি ঘুরে পড়ে গেলেন, তারপর অক্ষত-পদচিহ্ন সেই নরম তুষারের পাশ দিয়ে পিছলে গড়িয়ে গেলেন। একা—!

উনিশ

তারার আলোয় উজ্জ্বল কাতিয়া আর ভালিয়া স্কী করছিল।

ভালিয়া বলল, "তুমি ঠিক জোরে চালাতে পারবে।"

"না আমি পারব না।" কাতিয়া প্রতিবাদ জানায় আর তার স্কী দণ্ড দিয়ে তাকে জোরে একটা ধাক্কা দিল।

"তুমি পারবে," ভালিয়া ওকে ধরে নিয়ে গর্জন করে উঠল।

"আমি পারব না বলছি!"

"তুমি ঠিক পারবে যখন আমি তোমাকে একটি ছেলে দোবো।"

কাতিয়া লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, আর আগের থেকে আরো জোরে যেতে শুরু করল। ভালিয়া ওকে অনুসরণ করে। আর দ্বিতীয় বার যখন ওকে ও পেরিয়ে যেতে গেল প্রায় সে ওকে গায়ের জোরে দাঁড়িয়ে দিল।

"এই তো চাই! বউ থাকলেই তো হল না, তার একটি ছেলেও চাই!"

এবার ও কথার জবাব দেয় একটা বড় বরফের বল দিয়ে।

"ঠিক বলেছ, একটা ছেলেও চাই।"

"বেশ, এগিয়ে যাও ধরো ওকে।"

"আর ওকে পেলে তোমায় ছেড়ে দোবো!"

কাতিয়া আবার চলতে শুরু করে আর ওর কাঁধের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে, "আমার ছেলেপুলে দেখবার সময় নেই।"

"ও স্কী করবার সময় আছে তোমার তাই না?"

"দেখো স্কী হল মাড়ি ফোলা রোগের প্রতিষেধক।" এখন ওরা পাশাপাশি দৌড়চ্ছে।

"শরীর ভাল থাকলে মন ভাল থাকে," কাতিয়া উপদেশ দেবার ভংগীতে বলল, "তোমার মন যে খুব তাজা তা নয়। প্রথম তোমায় প্রমাণ দিতে হবে যে তোমার ছেলে দরকার তারপর তার জন্য বোলো।"

"আমার কি ওকে পাবার যোগ্যতা নেই?"

"আর তুমি কি করেছ?"

"ওটা কোনো উত্তর হল না শুধু আমার প্রশ্নটাই আমার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হল।"

ভালিয়া এড়িয়ে যেতে চাইল।

"যদি আমি তোমার উপযুক্ত হই, তাহলে আমি নিশ্চয়ই (……) কাতিয়া একমুহূর্তের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে চুপ করে থাকে, তারপর বলে, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, আর এখন সময় হয়েছে ভাল ফল দেবার।"

ভালিয়া প্রতিবাদ করে, "আমিও তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম।"

"আমি তোমার চেয়ে খারাপ নই।"

"দাম্ভিক কোথাকার!" কাতিয়া চীৎকার করে ওঠে। "তোমার মত হামবড়া লোকের ছেলেও হবে তেমনি!"

ও যখন নিচু হয়ে বরফের বল কুড়িয়ে নিতে যায় কাতিয়া খুব জোরে ছুটতে থাকে। কিছু সময় ওরা পরস্পরকে পিছু পিছু তাড়া করে তাইগার ভেতর দিয়ে। হাসতে হাসতে চেঁচাতে চেঁচাতে। যখন ভালিয়া ওকে ধরে ফেলল আর বরফ দিয়ে ওর মুখটা ধুয়ে দিতে যাবে ও ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; ও বরফটা ফেলে দিল একটা রাগের অভিনয় করে প্রবল আবেগে ওকে চুমু খায়। ওখানেই ওরা দাঁড়িয়ে রইল, তাড়া করে ছুটতে ছুটতে ওরা হাঁপিয়ে উঠেছে। স্কী দণ্ডের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দম নেয়, অবর্ণনীয় এক সুখে।

সহসা একটা গুলি ছোঁড়ার শব্দে জমাট বাতাসটা খান খান হয়ে ছিঁড়ে যায়।

ওরা দুজনেই চমকে উঠল।

"কি রে বাবা, এই রাতে আবার কেউ শিকার করছে নাকি?" ভালিয়া অবিশ্বাস্যভাবে জিজ্ঞাসা করল।

কাতিয়া ভয় পেল, হঠাৎ মনে হল বনভূমি অন্ধকার আর অনেক রাত হয়েছে।

"চলো দেখি," সে ফিস ফিস করে বলল আর যেদিক থেকে গুলি ছোঁড়ার শব্দটা এসেছিল সেদিকে এগোতে লাগল।

ওরা ইঁটের গোলার কাছে এসে পড়ল। তার চার ধারটা ঘুরে যে রাস্তাটা শিবিরের দিকে ফিরে গেছে সেই পথ ধরে চলল। একই সংগে দুজনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বরফের ওপর দু হাত ছড়ানো অবস্থায়, মাথাটা পিছন দিকে, একটা নিশ্চল দেহ পড়ে আছে।

ওরা নিচু হয়ে দেখেই সংগে সংগে চিনতে পারল। এ কি! এযে মরোজভ! তাঁর কাঁচের মত চোখ দুটোতে আকাশের তারার ছায়া দুলছে। কাঁপতে কাঁপতে কাতিয়া আর ভালিয়া তাঁর দিকে নির্নিমেষে চাইল তারপর পরস্পরের দিকে।

কাতিয়া বলল, "যত তাড়াতাড়ি পারো যাও।" সে চলে গেল!

শায়িত দেহের পাশে এই নির্জন অরণ্যে কাতিয়া একা বসে রইল। ভয় পেয়ে দিশাহারা হয়ে গেছে।

রাস্তা দিয়ে একটা স্লেজ ছুটছিল, তুষারধূলি ছিটকে পড়ছিল। ভালিয়া স্লেজে করে ছুটে আসে। ঘোড়াটা থামাবার আগেই আন্দ্রোনিকভ লাফিয়ে

নেমে পড়লেন। পিছন পিছন ডাক্তার, আর ওদের দুজনের পিছনেই তারাস ইলিচ, তার হাতে ডাক্তারের ব্যাগ।

"খুব দেরি হয়ে গেছে," আন্দ্রোনিকভ ডাক্তারের দিকে হাত নেড়ে বললেন। কাতিয়া হঠাৎ তার গল্পটা বলে ফেলল।

"আমরা স্কী করছিলাম আর আমরা থেমে পড়তেই হঠাৎ একটা গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনি, ভালিয়া ভেবেছিল হয়তো কোনো শিকারী কিন্তু আমি জানতুম তা নয় আর বললুম চলো দেখি কেন না আমি ভয় পেয়েছিলাম আর তারপর যেতে যেতে দেখি উনি এখানে পড়ে আছেন।"

সে কান্নায় ভেঙে পড়ল আর আবার বরফের পাশে মরোজভের পাশে বসে পড়ল।

আন্দ্রোনিকভ তাঁর চারধারে চেয়ে দেখলেন। মরোজভ উপনিবেশ থেকে হেঁটে এদিকে আসছিলেন। পিছন থেকে ওঁকে গুলি করা হয়েছে। বাঁ দিক থেকে না ডান দিক থেকে? দেহের গতিবিধি লক্ষ্য করে মনে হচ্ছিল ডান দিক থেকে।

আন্দ্রোনিকভ স্কী পরে নিলেন আর বনের গভীরে চলে গেলেন। ভালিয়া আর তারাস ইলিচ ওঁর বিপরীত দিকে গেল। উদ্বিগ্নভাবে প্রতিটি ছায়া পরীক্ষা করতে করতে। তারাস ইলিচই প্রথমে চেঁচিয়ে উঠল, "দেখো এদিকে!"

ওরা দেখল একটা ঝোপের কতকগুলো ডাল পালা ভাঙা আর বরফের মধ্যে দেগে বসে যাওয়া একটা ফাঁপা দাগ, আর তাইগার গভীরে চলে যাওয়া স্কী-এর দাগ।

"হুম্" আন্দ্রোনিকভ বললেন, তার পর তারাস ইলিচের দিকে চেয়ে বললেন, "কাতিয়ার স্কীটা পরে নাও।"

ওঁরা তিন জন চললেন পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে। আততায়ী পলাতক, বেশ ধূর্ত! ও আগেকার পদচিহ্ন অনুসরণ করে পালিয়েছে। ভালিয়া চিনতে পারে। এ তো ওর আর কাতিয়ার। এখানেই ওরা একবার থেমেছিল বোকার মত তর্কবিতর্কের জন্য। এখানেই তো ওরা বরফ ভেঙেছিল কাতিয়া বরফের তাল পাকিয়ে ওকে ছুঁড়ে মেরেছিল। এখানেই তো ওকে ধরে সে চুমু খেয়েছিল।

আরো দূরে গিয়ে পলাতক মোড় বেঁকে—ঘুরিয়ে দিয়েছে ওদের পায়ের ছাপ আর তারা সহজেই তাকে আবার অনুসরণ করে। শেষকালে তারা আবার দেখে তার স্কী-এর ছাপ আরো একজনের সঙ্গে মিশে গেছে। ওরা একটা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যায় যেখান থেকে ভালিয়া আর কাতিয়া পিছলে গিয়েছিল। এখানে পায়ের দাগগুলো সব মিশে গেছে।

তিন জন অনুসরণকারী ভাল করে পাহাড়ের ধারটা পরখ করে দেখে। "সে ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে!"

নিশ্চয়ই সে বেশ সবলে লাফ মেরেছে, আর বনঝোপের ভেতর দিয়ে পালিয়েছে, একটা গাছের ডাল দিয়ে ঘষে মুছে দিয়ে গেছে তার পায়ের দাগ। এই তো সে গাছ, যার ডাল ভাংগা হয়েছে, আর এই যে মাটিতে পড়ে আছে সেই পরিত্যক্ত ভাংগা গাছের ডাল। দেখা যায় ও প্রায় স্কী-এর লাটিটা ব্যবহারই করে নি, কিন্তু কিছু কিছু দাগের গভীরতা দেখে বোঝা যায় কী দুরন্ত গতিতে ও ছুটে পালিয়েছে।

ওর অনুসরণকারীরাও দুরন্তগতিতে ছুটে চলেছে। পথটা ধরে পদচিহ্ন ওদের এনে ফেলল একটা ছোট রেল রাস্তায়। এখানে ওই গাধা-ইঞ্জিনটা পাথর পটটি থেকে পাথর বইছিল। পলাতক রেল রাস্তার ধারে একটা গর্তের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর সেখানকার চিহ্নগুলো দেখে বোঝা যায় সে পদচিহ্নের কাছে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেছে। তারাস ইলিচ এই দাগগুলো পরীক্ষা করবার জন্যে বরফের ওপর শুয়ে পড়ে।

"ওর পায়ে উনতি [১] ছিল।" ও বলল। লাফিয়ে উঠল। আর আন্দ্রোনিকভকে চেপে ধরল। "শুনলেন? উনতি। অপরপক্ষে ওই ছিল, সেই বদমাস শয়তানটা! এখন বেশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে সেদিন রাতে কার জন্যে সে ম্যানেজারদের বাড়ীতে অপেক্ষা করছিল।

রেলপথের জমাট বরফে ওরা তার পদচিহ্ন হারিয়ে ফেলল। যে পথ ধরে লোকজনরা পাথরপটটিতে অনবরত আনাগোনা করছে, তিনজন লোক বেশ পরিশ্রম করে হারানো পদচিহ্ন খোঁজে তারার মৃদু আলোতে কিন্তু ওদের সব চেষ্টা বিফলে গেল।

ইতিমধ্যে ক্লাববাড়ীর একটা টেবিলের ওপর কমিউনিস্ট আর কোমসোমোলরা তাদের নেতার মৃতদেহ শুইয়ে রাখছিল। অল্প শব্দই শোনা যাচ্ছিল শুধু আন্দ্রেই ক্রুগলভের নিচুগলার আদেশ কমিটি ঘরে তোমরা পতাকা তৈরির উপকরণ দেখতে পাবে। পতাকাগুলো নিয়ে এসো। আর অনেকগুলো ফুলগাছের ডাল—মালা তৈরি করো, তোমরা মেয়েরা।

মুমি টেবিলের পায়াটা জড়িয়ে মেঝের ওপর শুয়ে কাঁদছিল। সে ইচ্ছে করছিল জোরে কাঁদতে আর যেমন তাদের ভেতর রেওয়াজ ঠিক সেভাবে চীৎকার করছিল। কিন্তু ক্রুগলভ বলে, "শ্‌শ্‌ অমন কোরো না। কোনো গোলমাল না।" সে উপলব্ধি করল যে রুশদের বিভিন্ন প্রথা আছে আর সে চেষ্টা করল সেই সব প্রথামত কাজ করতে, কিন্তু অশ্রুর বন্যা বইল ওদের চোখে। স্বাভাবিক ভাবেই। বেদনা আর শোকের অশ্রু।

ওয়েনার ছুটে এলেন। উনি টেনে ওঁর টুপি খুলে ফেললেন দরজার কাছে এসে আর মৃতদেহের কাছে এগিয়ে এলেন। ওঁর ঠোঁট দুটি চাপা।

১। উনতি—পশুলোম নির্মিত বুট জুতা।

তাঁর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে। উনি ক্লাবে আসছিলেন তাড়াতাড়ি, এসে পড়েছেন এখন। মুখে কোন কথা নেই, নিশ্চল। অনেক মানুষের চোখ তাঁর দিকে কিন্তু উনি টের পেলেন না। মুহূর্ত কাটে নিঃশব্দে। শেষকালে উনি হাত তুললেন আর শান্ত প্রীতিতে তাঁর কমরেডের শীতল হাতের ওপর হাত রাখলেন, যখন তিনি হাত টেনে নিলেন তিনি তীক্ষ্ণভাবে তাঁর গোড়ালির দিকে চেয়েই ক্লাব থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

গ্রানাতভ আন্দ্রোনিকভের সংগে এলেন সেই নড়বড়ে ট্রলিতে চেপে, ওটা করেই ওঁরা পাথর পটটি থেকে এসেছিলেন। আন্দ্রোনিকভ কাসিমভ আর এপিফানভকে দেখতে পেলেন। ভীড়ের ভেতর ওরা দাঁড়িয়েছিল। ওদের সংগে চলে গেলেন। গ্রানাতভ রইল মৃতদেহের পাশে তার মাথা নিচু করে। তার ছিন্ন ভিন্ন হাতখানা টেবিলের ধারে পড়ে আছে। কোমসোমোলরা তাঁর হাতের দিকে চেয়ে আছে। তাঁর অবনত মুখের এক পাশে দেখল তারা ঠোঁটদুটি কোঁকড়ানো আর লুকিয়ে নেমেছে তাঁর গাল বেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল।

ওয়েনার ওঁর ঘরে একা বসেছিলেন। সারাক্ষণ ওখানে উনি উবু হয়ে বসেছিলেন। তাঁর হাত দুটো হাঁটুর মাঝখানে ঝুলছিল: দশবছর বেশী হয়ে গেছে যেন তাঁর বয়স। টেলিফোন বাজল। উনি জবাব দিলেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন আর সেই একই চেয়ারের কাছে ফিরে গেলেন। আর আগের মতই হাতটা ঝুলিয়ে দিলেন। একটু বেশি রাতে উনি নিচের তলায় নেমে এলেন। যেন অসুখ করেছে এইভাবে উনি হাঁটছিলেন। অন্ধকারে হোঁচট খাচ্ছিলেন। ক্লারার দরজার কাছে উনি এসে থামলেন। বোধহয় সে ঘুমোচ্ছে উনি আলতো করে টোকা দিলেন।

ওর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা।

"এক মিনিট।"

সে তার রাতের পোশাকের ওপর একটা কোট পরে নিল আর তারপর দরজাটা খুলে দিল। তারপর তার খালি পায়ে এসে বিছানার ওপর বসল। পা-টা তলায় গুটিয়ে নিয়েছে। ও কিছু বলল না আর মনে হল এ সময় ওঁকে দেখে সে একটুও অবাক হয় নি।

ওয়েনার ওর পাশে একটা চেয়ার টেনে নিলেন আর তিনিও কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না। সে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বেশ উত্তেজিত ভাবে তার ধোঁয়া টানতে লাগল।

"আমাকে কেন নয়?" উনি জিজ্ঞাসা করলেন। "কেন? বলতে পারো তুমি আমায় সে কথা?"

কোনো জবাব না দিয়ে সে স্থির দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমি কেবলই নিজেকে এই প্রশ্ন করে চলেছি কেন?" উনি বলে চললেন। "আমি এই নির্মাণ প্রকল্পর প্রধান। একাই আমি শ্রমিকদের ওপর জোর দিচ্ছি, নির্মমভাবে ওদের চালনা করছি। পাহাড়ের মত আমি কঠোর। সবাই জানে আমি কত বড় নিষ্ঠুর। ওরা আমাকে কেন গুলি করল না?"

"আপনার নিষ্ঠুরতার চেয়ে হয়ত শত্রুদের পক্ষে মরোজভের পথ ছিল আরো বিপজ্জনক।"

ওয়েনার তার কথার নিষ্ঠুরতাটা টের পান না।

"আমি সেই কথাটাই ভাবছি," উনি বললেন। "যখন থেকে এই ঘটনাটা ঘটেছে কেবলই ভেবে চলেছি। অপরপক্ষে সেই কি ঠিক ছিল? তার পথটা ঠিক ছিল? আমি তা বিশ্বাস করতে পারি না ক্লারা। না, ওরা চায় নেতৃত্ব, সব নেতারা। ওরা কিভাবে জানবে আমরা বিভক্ত?"

"শত্রুরা যে সব কথা জানে না উনি স্বাভাবিক ভাবে তা বুঝেছিলেন।" ক্লারা বলল, "হয়ত এটা নিষ্ঠুর শোনাবে, ওয়েনার, কিন্তু আসল কথা হল আপনার নীতি আজ সরাসরি শত্রুর হাতে গিয়ে পেঁীছেছে। তাই আপনাকে ওরা গুলি করে নি।"

উনি চেয়ারে এমনভাবে এলিয়ে পড়লেন যেন একটা মস্ত আঘাত পেয়েছেন। ক্লারা ওঁর সোজা সুন্দর চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে দিল।

"এখন একমাত্র কাজ হল, কি ভাবে অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। নিশ্চয়ই তোমার ভুল স্বীকারও তোমার পথ বদল করবার সাহস আছে।"

"যদি আমি নিশ্চিত বুঝি যে বদল করবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমি তা মনে করি না। হতে পারে নির্বোধ এক সন্দেহের শিকার, হয়ত আমি পাগল বাতিকগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছি। হাজার হোক আজ সমস্ত দেশ যা চায় সেটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। দেশ দেখতে চায় কাজটি শেষ হল। তারা অপেক্ষা করে আছে।" উনি উপলব্ধি করেন যে তাঁর ভুল হচ্ছে কিন্তু তবু উনি তাঁর একমাত্র আশাকে আঁকড়ে ছিলেন। "তারা জানতে পারছে। হয়ত আমার জন্যেই ওরা অপেক্ষা করেছিল? আমি কি গ্রানাতভ? আমি একটা গাড়ীতে ছিলাম, ওরা আমাকে পেত না।"

ক্লারা দুঃখিত হয়ে স্বীকার করে, "তোমার কথাই হয়ত ঠিক কিন্তু তুমি কেন দেখতে পাচ্ছ না যে তুমি যে পথে চলেছ তা ভুল। ওই ফাঁকা বুলি আর আওয়াজ তো ভাল করে না বরং আরো খারাপ করে। ইতিমধ্যেই তুমি যে সময় সীমা নির্ধারিত করেছ তা পূরণ করবার খুব সম্ভাবনাই আছে। আর পরিকল্পনায় যা বলা আছে তা আরো অসম্ভব। তুমি কি একবার ভাবো কতজন শ্রমিক তুমি হারিয়েছ আর বসন্তের আগে তুমি আরও কত হারাবে? আর হায়, ওই যেসব ভিত্তি তুমি স্থাপন করেছ তা শুধুমাত্র আরো দুতিন বছর পড়ে থাকবে! আর কোমসোমোলদের কী যে উদ্যম ওর পিছনে ব্যয় হয়েছে ওই

ভিত গাড়ছে! কতটা মানবিক প্রয়াস, আর ঘরবাড়ী তৈরির উপকরণের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম! তুমি পরিকল্পনায় নির্মাণের যেরকম সুপারিশ দেওয়া আছে তার নিয়মকানুন মানতে চাওনি।”

“তুমি ত ভাল করেই জান দু বছরের ভেতর আমি সমস্ত কাজটা শেষ করব আশা করেছিলাম,” ওয়েনার চীৎকার করে উঠলেন। একটু থেমে উনি বললেন, “আর আমি এখনও তা আশা করি। আমি যদি এই চেষ্টা করতে করতে মরে যাই তবুও তাই করব।”

ক্লারা শান্ত শিষ্ট অনুনয়ে বলে ওঠে, “তুমি কি মনে কর তোমার মৃত্যু কোনো প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করবে?”

ওয়েনারের ঠোঁট দুটো যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়।

“না শত্রুদের কথা যদি ধরা যায় তাহলে না,” উনি ক্লান্ত ভাবে উদাস সুরে বললেন।

উনি বেরিয়ে এলেন অন্ধকার বারান্দায়। এখানে এখন উনি ওঁর সংশয় আর ভ্রান্তি নিয়ে একা। আর একা থাকবার মত কোনো অবস্থাই তাঁর ছিল না। মনের ভেতর লড়াই করতে করতে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। উনি নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। গ্রানাতভের দরজায় করাঘাত করলেন।

“কে ওখানে?” গ্রানাতভ অস্বস্তিতে বলে উঠলেন।

“আমি। ওয়েনার। দরজা খোলো।”

গ্রানাতভের গায়ে জামা কাপড় ছিল না। আর অন্ধকারে আলোক তীক্ষ্ণ ঝলসানিতে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওয়েনার দেখলেন উনি ঘুমোচ্ছিলেন না। ওঁর শুকনো সাদা মুখে দুশ্চিন্তা আর যন্ত্রণার চিহ্ন। সেখানে ঘুমের লেশমাত্র নেই।

“আলেক্সি আমাকে এই কথাটা বলো তো. মরোজভের এমন হল কেন? তোমার বা আমার হল না কেন? তুমি নিজেও এ ব্যাপারটায় অবাক না হয়ে পারবে না।”

গ্রানাতভ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, “আমি ভেবেছি। আমি এই চিন্তাকে মন থেকে তাড়াতে পারছি না। জানো ও কাজ বদল করতে চেয়েছিল। যথারীতি আমি যদি ইঁট গোলায় যেতাম তাহলে মরোজভ হয়ত এতক্ষণ বেঁচে থাকত। আমি নিজেকে ঘাতক মনে করছি।”

ওয়েনার মুখ তুলে তাকালেন।

“তুমি মনে করো তারা জানত না কাকে তারা আক্রমণ করছে?”

“সে কথাটাই আমি কেবলই নিজেকে জিজ্ঞাসা করছি। ও আমার সঙ্গে জায়গা বদল করতে চেয়েছিল। সে ওখানে না গেলেই ভাল হত।”

ওয়েনার উঠে পড়লেন আর তাঁর নিজের ঘরে চলে গেলেন। ক্লান্তিতে

শরীর ওঁর ভেংগে পড়ছিল। এক দুঃসহ ক্লান্তি। এখন ভোর চারটে বেজেছে। সাতটার সময় পার্টি কমিটির জরুরি সভা। উনি ধপ করে গিয়ে বিছানায় পড়লেন আর সংগে সংগে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হলেন।

কুড়ি

আন্দ্রোনিকভের অফিস আজ মৌচাকের মত ব্যস্ত। লোকেরা আসছে, যাচ্ছে। টেলিফোন বাজার বিরাম নেই। টেলিগ্রাম লেখা হচ্ছে। মাঝরাতে আন্দ্রোনিকভ তারাস ইলিচকে ডেকে পাঠালেন।

কাসিমভ, এপিফানভ, বেসসোনভ, আর ভল্‌সভ (আন্দ্রোনিকভের সহকারী) অফিসে ছিলেন।

"দেখো তারাস ইলিচ," আন্দ্রোনিকভ বললেন, "যদি খুনি স্থানীয় কোনো বসতিতে এসে ঢোকে তবে আমরা তাকে খুঁজে বার করবই, তবে সে যে তাই-গাতে আছে এটা বিশ্বাস করার কারণ আমাদের হাতে আছে। তুমি তাইগাকে জানো। কোথায় লুকোতে পারে ও?"

তারাস ইলিচ রয়ে বসে জবাব দেয়।

"ওদের খুঁজতে হবে। এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে একটা শিকার-কুটির আছে আর একটা আছে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। ওরা সব কুটিরই জানে।"

"ওরা কারা?"

"পারামোনভরা।" তারাস ইলিচ মুখ কালো করে বলল।

"আর কে হবে? নিকোলাই আইভানোভিচ ওদের জানে আর স্তেপানও জানে। নিশ্চয়, ওরা শিকারী, কিন্তু আমিও জানি। মৃত অথবা জীবিত। আমি ওকে খুঁজে বের করব।"

"জীবিত," আন্দ্রোনিকভ জোর দিয়ে বলেন।

ভ্লাসভের নেতৃত্বে, অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়ল একটা ছোটখাটো দল। ঠিক ভোর হবার আগে। কেউ জানল না ওরা যাচ্ছে। কাতিয়া স্তাভরোভা আঁচ করল। সেই রাতে তার স্বামী কেন যাবে? সে ভালিয়ার সংগে ঝগড়া বাধিয়ে দিল। ওকে এই অভিযানে না নিয়ে ফেলে যাচ্ছে কেন? ও মনে করে ওর এতে স্থান হবার যথেষ্ট অধিকার আছে। "আরে আমরা কোথাও যাচ্ছি না তো," ভালিয়া দুঃখের সংগে মিথ্যে কথা বলল।

"তাহলে তুমি স্কী নিয়ে যাচ্ছ কেন?" "শোনো কাতিয়া, তুমি কি মনে করো বলো তো একজন লোক যে তার স্ত্রীর কাছে গোপন কথা ফাঁস করে দেবে?" "তাহলে আমি তোমার কাছে তোমার বউ ছাড়া আর কিছু নই?

তাই নই কি ? তাহলে তুমি বেরিয়ে যেতে পারো !" "কাতিয়া !" "বেরিয়ে যাও বলছি নইলে তোমায় ধাক্‌কা দিয়ে বের করে দোবো।"

"লক্ষীটি।" "এক সময় আমি তোমার প্রেয়সী ছিলাম কিন্তু এখন আমি একাতেরিনা পেত্রোভনা। তুমি কিছু মনে কোরো না। আর এখন দূর হও। আমি ঘুমোতে চাই।"

ঝগড়ার ফলে ভালিয়া বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। চুপ করে যায়।

দলটা চলে গেল তাইগার ভেতর। রাস্তাঘাট ঘরবাড়ী ছাড়িয়ে দূরে। তারাস ইলিচ আর কাসিমভ আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে। ওরা ইচ্ছেমত ওদের রাস্তা বেছে নিচ্ছে। অন্যরা তা বুঝতে পারে না। প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের মত ওরা চলবার পর সকালের আবছা আলোয় ভ্‌লাসভ স্কী করে যেতে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, একটি ছোটখাটো চেহারার মানুষকে। ডান দিকে প্রায় একশো পা দূরে সে চলেছে সমান্তরাল একটা রাস্তা ধরে। ভ্‌লাসভ স্কী চালকের দিকে এগিয়ে যায় আর যখন ওকে এসে ধরে সে ওর রিভলভারটা উঁচিয়ে ধরে চীৎকার করে, "থামো ! হাত ওঠাও।"

লোকটা তার হাত তোলে। আর ঘুরে দাঁড়ায়। ভ্‌লাসভ এগিয়ে যায় আর দেখল কাতিয়া স্তাভরোভা ওর দিকে চেয়ে হাসছে। ওকে অপরাধী আবার বিজয়ী দেখাচ্ছিল।

"তুমি মরতে এখানে কি করছ ?" ভ্‌লাসভ চীৎকার করে উঠল।

কাতিয়া তার তুষার ক্ষত ঠোঁট দুটো চাটল। জোরে দম নিয়ে খ্যাক খ্যাক করে বলে উঠল, "আমিই ত প্রথম মরোজভকে দেখি, আমি বেসসোনভকে পাঠিয়েছিলুম সাহায্যের জন্যে। আমি মরোজভের পাহারায় দাঁড়িয়েছিলাম, তারাস ইলিচকে আমার স্কী দিয়েছিলাম। আন্দ্রোনিকভকে আমি সমস্ত গল্পটা বলেছিলাম, আমি একজন পয়লা নম্বরের নিশানাদার, আর আমি একজন চমৎকার স্কী চালক, আমি কিছুই ভয় করি না, আমি শুধু একজন মেয়ে ছেলে বলে আমাকে ফেলে যাবার কোনো হক তোমাদের নেই। বেসসোনভের চেয়ে আমার সহ্যশক্তি অনেক বেশি, আর এপিফানভের চেয়ে আমি ভাল স্কী চালক, আমিই, ওকে স্কী করতে শিখিয়েছি। সবাই তা জানে। আর এই দুজনের মত আমিও তো একজন কোমসোমোল।

"রোসো !" ভ্‌লাসভ বাধা দিল। "তুমি এখানে এলে কি করে ?"

"আমি সারাক্ষণ তোমাদের অনুসরণ করে আসছি। এইভাবেই এলাম।" কাতিয়া বলল, "আর এখন তোমাদের সঙ্গে আমায় নিতেই হবে এই হল কথা !"

ভ্‌লাসভ প্রবল আপত্তি জানায় মাথা নেড়ে।

"সোজা ডান দিকে ঘুরে বাড়ী চলে যাও, আর জলদি চলে যাও !"

"আমি যাবই না!" প্রতিবাদ জানায় কাতিয়া। ওর কণ্ঠে ফুটে ওঠে দৃঢ় সংকল্প। অবশ্য গলার স্বর একটু কাঁপছিল।

"আহা, তোমায় যেতেই হবে।"

"না আমি যাবই না। তাহলে আমার খুব কষ্ট হবে। আর রাস্তায় হারিয়ে যাব। একা যেতে আমার ভয় করছে।"

"কিন্তু এখানে আসতে তোমার ভয় করে নি?"

"না তা করে নি।" কাতিয়ার মুখে বিজয়ের হাসি ফোটে।

দলের বাকী লোকের সংগে ওদের এখানেই দেখা হল। ভালিয়া হাঁফাতে লাগল আর কাতিয়াকে হাত নেড়ে ইশারা করল। কিন্তু ও সে সব আমল দিল না।

"ঠিক আছে কমরেড ভুলাসভ," কাসিমভ বললে। "ও থাকুক। আমাদের দলের সংগে এভাবেই একটা মেয়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল একবার। গোটা দুবছর সে আমাদের পাশে থেকে লড়েছিল—সত্যিই একটা খাঁটি জবরদস্ত মেয়ে। কখনও ভেংগে পড়ে নি। একটা কথাও বলে নি!"

দলটি এগিয়ে চলে তাদের রাস্তায়। কাতিয়া রয়েছে ভুলাসভের সংগে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ওকে একটা রিভলবার দিয়েছিল। আর পরে ও আর ওর সংগে একটাও কথা বলে নি। কাতিয়া গদ গদ হয়ে ওর অনুগ্রহের গুনগান করে চলেছে। নানা রকমের প্রশ্ন। ভুলাসভ ওকে যেন দেখেও দেখছে না। ও অবশ্য এতে কোনো অভিযোগ করছে না। আর ভালিয়াকে খুব একচোট ধমক লাগাচ্ছে। যেমন ভুলাসভ ওকে ধমকে ছিল।

ওরা যখন প্রথম লজটাতে পেঁছালো খুব সতর্কতার সংগে ওরা সেটা ঘিরে ফেলল। বরফ ঢাকা কেবিনটার ভেতরে ওরা কাউকেই দেখতে পেল না। ভুলাসভ কাসিমভ আর তারাস ইলিচ খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। তাতে দেখা গেল দুদিন আগে তুষারপাতের পর কেউ একজন ওখানে ছিল। পরিষ্কার দেখা যায় দুজন লোক। আলু সেদ্ধ করে ওরা খেয়েছিল আর টিনের খাবার তবে রাত কাটায় নি। ভুলাসভ এপিফানভ আর ভালিয়াকে ওখানে রেখে গেল কেবিনে ওৎপেতে থাকার জন্য। আর বাকী ক'জন চলে গেল আরও দূরে তাইগার ভেতর। রাতে ঘুম নেই। কাতিয়া ক্লান্তিতে ভেংগে পড়ছিল। আর তেমনি জোরে স্কী-মার্চ করে এসেছে। ও ভাবল ভালই হয় এখানে ওকে রেখে গেলে। কিন্তু যেহেতু ভুলাসভ ওকে পাত্তা দিতে চায় নি তাই কি আর করে। ওদের সংগে যেতেই হল। তারাস ইলিচ দারুণ নিরাশ হয়ে পড়ল, প্রথম লজটায় ওরা কাউকে দেখতে পেল না বলে। শিকারের উত্তেজনায় ওর দুচোখ জ্বলছিল। প্রাণপণ পরিশ্রম করেও বরফের ওপর খুঁজছিল দাগটাগ কি পাওয়া যায়। আর তুষার ঝড়কে অভিশাপ দিচ্ছিল দাগগুলোকে মুছে দিচ্ছিল বলে। আর ওদিকে কাসিমভ, বেশ শান্ত আর

হাসিখুশি। ও ওদের পলাতকরা যে পথের ওপর দিয়ে পালিয়েছে তা দেখিয়ে আগে ভাগে চলেছে। ওর সেই অতীতের কথা মনে আসছিল ; ওর কাছে মনে হয় সবই যেন অনেক চেনা, যেন লড়াই এখনও শেষ হয় নি। আর বাস্তবিক তা হয় নি। শুধু একটা ভিন্ন গতি পথে তা বাঁক নিয়েছে।

তুষার পাত ঝড়ল। কাতিয়া একেবারে জমে মারা যাবার দাখিল। কিন্তু এর কাছে হেরে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যুই তার কাম্য। ওই পলাতকা মেয়েটা এমনি কত অভিযানে গেছল, গোটা দু'বছর ধরে এসব করেছে! সন্দেহ নেই এমন অনেক মুহূর্ত গেছে যখন সে একেবারে থেকে গেছে কিন্তু তবু সে ভেঙে পড়ে নি। কি ভাবে ও খাড়া ছিল? আসল কথা হল পড়ে গেলে চলবে না, চলতে হবে, অবিশ্রান্ত ; যদি ও পড়ে যায় তাহলে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। কাসিমভের দিকে ও চুরি করে চাইছিল, ভুলাসভ আর তারাস ইলিচের দিকেও। ওদের দেখে মনে হচ্ছিল ক্লান্তি কাকে বলে যেন ওরা জানে না। হঠাৎ ভুলাসভ ওর দিকে ফিরে তাকাল, "ক্লান্তি?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"একটুও না!" ও সগর্বে জবাব দেয়, আর উদাসভাবে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি?"

যখন ও জোর করে আরো কয়েক কিলোমিটার গেল তখন ও দ্বিতীয়বার দম নিল। ওর ক্লান্তি চলে গেল। আপনা থেকে ওর পেশীগুলি নড়াচড়া করতে লাগল। সহজভাবেই। অনায়াসে। তাহলে এই হল সেই পলাতকা মেয়েটার শক্তির গোপন রহস্য! আসল জিনিস হল ছেড়ে দিও না! দ্বিতীয় শিকার চটিতে ওরা যখন পেঁছিলো তখন রাত হয়েছে।

"ভেতরে কেউ যেন আছে," কাসিমভ ফিস ফিস করে বলল, "শুনতে পাচ্ছ?"

কাতিয়া কিছুই শুনতে পেল না কিন্তু তারাস ইলিচ বাতাসের গন্ধ নিল আর কাসিমভের মন্তব্যের সমর্থন জানাল।

"আমি ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি।" ও বলল।

ভুলাসভ ফিস ফিস করে আদেশ দিল ওই একই রকম চাপা স্বরে। ও আর কাসিমভ যাবে দরজার কাছে ; যদি তালাবন্ধ থাকে কাসিমভ বলবে সে জাত-ভাই শিকারী খুলে দেওয়া হক। তারাস ইলিচ আর কাতিয়াকে মোতায়েন করা হল বাইরে, কেবিনের এক এক দিকে। যদি ভেতরের লোকেরা শত্রু হয় তাহলে তারা পালাবার চেষ্টা করবে। কাতিয়া মনে মনে আহত হল। তারাস ইলিচকে জানলার কাছে মোতায়েন করা হল আর ওকে একটা ফাঁকা দেওয়ালের কাছে যেখান দিয়ে কেউই পালাবে না—এক যদি তলা দিয়ে কেউ খোঁড়ে কিন্তু তলা দিয়ে ওরা কিভাবে খুঁড়বে এখন। বরফ জমেছে এক মাইল উঁচু হয়ে?

ওর অসাড় আঙুলগুলোর ফাঁকে ও রিভলভারটা চেপে ধরেছিল। আর দৃঢ় ভাবে স্থির করল যে প্রথমবার শব্দ পেলেই সে ছুটে যাবে কেবিনের ভেতর। ভেতরে ঝুটোপুটির শব্দ হলেই আর কথা নেই। ছুটে যাবেই। ওদের দেখিয়ে দেবে ও কী না করতে পারে!

কাসিমভ দরজাটা ধরে একবার টান মারে। খুলল না। তখন ধাক্কা মারল। ভেতরে ওদের ডাকল। ভেতর থেকে প্রশ্ন আসে 'কে ডাকে।' সে উত্তর দেয়, 'একজন শিকারী।' অবাক হয়ে ও বলে, 'আরে তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? চোর মনে করে?' ওর কণ্ঠস্বর বেশ ভালমানুষের মত আর খানিকটা অলস। কোনো উত্তেজনার চিহ্ন নেই। "লোকের অভিজ্ঞতার দরকার হয়," কাতিয়া আপন মনে বলল। "আমি অতটা শান্ত হতে পারতুম না।" দরজাটা তক্ষুনি খুলবে বলে মনে হল না। এবার কাসিমভ বেশ একটু ঝাঁঝিয়ে উঠল, "কি হল? খোল না! ভয় পেলে না কি!"

কাতিয়া পরিষ্কার শুনতে পায় এক বুড়ো লোকের কণ্ঠস্বরের জবাব, "এক মিনিট বাছা, এক মিনিট।"

ও অবাক হয়ে চমকে যায়। গলাটা চেনা চেনা যে! দরজাটায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল হুড়ো টানার। আর কাসিমভ আর ভ্লাসভ ভেতরে গেল।

কাতিয়া সংগে সংগে মাটিতে শুয়ে পড়ল এক বন্য পশুর ডাক শুনেই—বাইরে বরফের মধ্যে কোথায় যেন! তার সংগে ঝুটোপুটির শব্দ! ভয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় ও সেই জায়গাটায় ছুটে গেল। দেখল দুটি শরীর একেবারে জড়াজড়ি করে থমকে আছে। যোদ্ধাদের মধ্যে একজন তারাস ইলিচ। ওদের চারপাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মত বরফ উড়ছে। ভয়ে উত্তেজনায় পাগল হয়ে গিয়ে কাতিয়া ফাঁকা আওয়াজ করে দুজন লোকের কাছে লাফিয়ে গিয়ে পড়ে, দেখবার চেষ্টা করে কে শত্রু আর কে মিত্র। তারাস ইলিচ তখন গর্জন করছে আর বুনো জানোয়ারের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে আর ওর মুখ থেকে ছিটকে আসছে ঘৃণ্য শব্দ। হঠাৎ কাতিয়ার চোয়ালে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। ও চোখে ধুতরো ফুল দেখতে থাকে যেন। "তাহলে এরই নাম হল চোখে ধুতরো ফুল দেখা!" ওর মনের ভেতর সহসা বিদ্যুতের মত খেলে গেল কথাটা। এমনিভাবে ও শত্রুর মাথাটা তখন ধরে সেটাকে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বরফের ওপর ঠুকে দিতে থাকে।

"এইবার তোকে পেয়েছি বেজন্মা ব্যাটা! এখন আর পালাবি কোথায়!" তারাস ইলিচ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে।

"পেয়েছি তোকে বেজন্মা কোথাকার।" কাতিয়া পুনরাবৃত্তি করে কথাটা। আরো মুষড়ে ঠেলে দেয় দমবন্ধ কাবু হয়ে পড়া প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথাটা।

বেশ করে বরফের মধ্যে তার মাথাটা ঠেসে ধরে বলে, "আমার কাছ থেকে পালাবি কোথায় এবার !"

যন্ত্রণায় ভয়ে তার মুখের ওপর দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু কাতিয়ার সেদিকে হুঁশ ছিল না। বেশ সক্ষম একটা প্যাঁচ মেরে সে কাতিয়ার চোয়ালে আরো একটা প্রচণ্ড ঘুষি চালায়। কাতিয়া 'মাগো' বলে কেঁদে ওঠে। ওর শরীরের সমস্ত ওজনটা দিয়ে মাথার ওপর চাপ দেয়। আর তার পরই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যায়।

কেবিনে সে এসেছিল। শুয়েছিল একটা উঁচু তক্তার ওপর। শুনতে পাচ্ছিল আগুনের ওপর একটা পাত্রে বরফ গলবার ফিস ফিস শব্দ। শিকার করা একটা ছুরি দিয়ে কাসিমভ রুটি কাটছিল। কে একজন বেশ মোটা-সোটা বড় চেহারার মানুষ ওর পাশে বসে তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে ওর মাথায় টোকা দিচ্ছিল। আড়চোখে কাতিয়া তার দিকে তাকাল। আর ভ্লাসভকে চিনতে পেরে অবাক হয়ে গেল।

"খুব ভাল করেছে খুকু," ও বললে, খেলার ছলে ওর গালে আদর করে টোকা দিলে। "খুব ভাল। এর চেয়ে ভাল হতে পারে না।"

এক মুহূর্তে ওর সব কথা মনে পড়ে যায়। আর সে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসে। দেখবার চেষ্টা করে শেষ কালটায় কি হয়েছিল। মেঝের ওপর দেখতে পায় দুটো লোক হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে। আগে কখনও দেখে নি, ওদের মধ্যে একজনকে বেশ লম্বা চেহারা, পরণে উনতি সে ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। ঘৃণায় পূর্ণ সে চাহনি। সে এবার অনুমান করে ওই সেই লোকটা বোধ হয় যার মাথাটা ও বরফের ওপর ঠেসে ধরেছিল। আর একজন বুড়ো গোছের। সে একেবারে ঘাড় নিচু করে হেঁট হয়ে বসে আছে। দুচোখ নামানো। তার বাঁধা হাত দুটোর আঙুলগুলো ভয়ে ভয়ে নাড়ছে। কাঁপছে।

"সেমিওন পোরফিরিয়েভিচ !" সে চেঁচিয়ে উঠল।

"ভুল," ভ্লাসভ বললেন। "সে আর এখন সেমিওন পোরফিরিয়েভিচ নয় কাতিয়া। ওর নাম মিখাইলভ। আইভান পোতাপোভিচ মিখাইলভ। এখন থেকে আমরা ওকে এই নামেই ডাকব।"

এটা বলা শক্ত যে কাতিয়াকে দেখে বুড়ো লোকটা খুশি হল না ভয় পেল।

"তোমার মত একটা বুড়ো লোক এরকম মানুষ মেরে বেড়াচ্ছে !" কাতিয়া বলল।

"স্বর্গ আমার সাক্ষী। আমার এতে কোনো হাত ছিল না বাছা।" বুড়ো লোকটা সজল নয়নে বলতে থাকে। "তুমি ঠিকই বলছ—এসব কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব কি। আমি বুড়ো মানুষ। আমি একটু শিকারে গিয়ে-

ছিলাম। আর দেখি ওখান দিয়ে ওই বণ্ডামার্কা লোকটা আসছে আর বলছে আমাকে ভেতরে যেতে দাও। এটাত আমার লজ নয়। এখানে সবাই আসে। আমি ওকে বাইরে রাখি কি করে? আর তারপরে এই ব্যাপার···বলো তো বাছা; আমার হয়ে একটু বলো। তুমি আমায় জান।"

"নিশ্চয়ই। আমি তোমায় জানি," কাতিয়া মুখ কালো করে বলল। "বোকা সেজো না। আর আমাকে বাছা বাছা বলো না। ভাবছ যে কেউ বুড়ো লোককে আমি বাছা বলে ডাকতে দোবো?"

কাসিমভ হো হো করে হেসে উঠল। আর তার হাতে বেশ বড় এক টুকুরো রুটি আর মাখন দিল।

"তুমি আমাদের পলাতকদের বাছা—ঠিক তাই।" ও বলল।

"আর তোমার মত মেয়ে মারামারিতে পাকাপোক্ত।"

ও দুঃখিতভাবে তার চোয়ালটা স্পর্শ করে।

"লেগেছে?"

"একটু," সে হঠাৎ বলে ওঠে।

কিন্তু মোটা রুটিটায় দাঁত বসাতে ওর বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

চোয়াল দুটো খুলতে ও বেশ ব্যথা পায়।

ভ্লাসভ ঠাণ্ডা জলের সেক দেয় ওর চিবুকে। মুখ, দেওয়াল চুল্লীর আগুন, তক্তা, সব স্বপ্নের মত ওর চোখের সামনে দুলতে থাকে।

"শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো," ভ্লাসভ বলে। ওকে সযত্নে একটা কোট পরিয়ে ঢেকে দেয়। "নাও বেশ হয়েছে, এটা পেয়েছ তুমি, এখন ঘুমোও।"

"আমার যখন পাহারা দেবার পালা আসবে আমাকে ডেকে দিও," কাতিয়া গুন গুন করে বলল। ঘুমে ওর চোখ বুজে আসছিল। "ঠিক সবাই তোমরা যেমন তেমনি আর কি।"

"ঠিক সবাই আমরা যেমন দিচ্ছি তেমনি আর কি" ভ্লাসভ সম্মতি জানায়। ওর চুলে আলতো করে টোকা দেয়। "নাও ঘুমোও এবার।"

ওর মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে আসবার আগে কাতিয়া ঘুমিয়ে পড়ে। সকালবেলা দেখা গেল ওর গালের ওপর মস্ত একটা ক্ষতচিহ্ন আর চোয়ালটা দারুণ ফুলে উঠেছে। কিন্তু তাতে ওর হুঁশ নেই। সগর্বে যেন সম্মান চিহ্নের মত সে তার ক্ষতবিক্ষত দাগগুলোকে বহন করছে। এবার ফিরবার পালা। সবাইকে সে তাড়া লাগায়। ভালিয়াকে এবার তাক লাগিয়ে দেবে। তার ওপর বিজয়ের গর্বে ও ফুলে ওঠে। আর বসতিতে ফিরে তো কথাই নেই তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে অসামান্য এক গৌরব কিন্তু আশ্চর্যরকম সংযত ও এখন। সে বলতে বসল সবাইকে। ভালিয়া আর এপিফানভকে ওরা যেন তার দুঃসাহসিক এই কাজের কথাটা জানায়। ভালিয়ার কাছ থেকে

ও একটু সরে এসেছিল আর ভ্লাসভকে খানিকটা অনুমতি দেয়। সে ওদিকে খুব বক বক করে চলেছে স্কী মার্চ করে ফেরার পথে কাতিয়াকে সারাটা পথ খুব আনন্দ দেবার চেষ্টা করে। আর সে চাইতে পারে এমন সর্বোচ্চ পুরস্কার ওকে দিল, কাতিয়াই আগে আগে বন্দীদের নিয়ে পিস্তল বাগিয়ে শিবিরে গিয়ে ঢুকবে।

ভালিয়ার অসহ্য মনে হচ্ছিল। আর এই গর্ব সে সহ্য করতে পারে না। কী দেমাক রে বাবা! তবে কাতিয়া দূরে দূরে থাকছে অচেনার মত এটাও সহ্য করা যায় না। একটু এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু সে মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে, "দেখছ না পাহারাদারির কাজ করছি। পাহারাওয়ালীর সংগে কি কথা বলে!"

সে আবার তার জায়গায় ফিরে যায়। দলটার পিছনে। তখন ওকে খুব মনমরা দেখাচ্ছিল। সে একবার ফিরে তাকাল। আর জিব ভেংগাল। আর হাসল। চোখ মটকাল। যেন মিটিয়ে ফেলতে চায়।

সেইদিনই ওরা মরোজভকে সমাধিস্থ করল। তরুণদের লম্বা একটা লাইন। বিষণ্ণ এক নীরবতায় হেঁটে চলেছে নতুন বাড়ীগুলোর পাশ দিয়ে। ঝোপড়িগুলোর পাশ দিয়ে। কারখানা ছাড়িয়ে এল। জাহাজ ঘাঁটির বাড়ীগুলো সবে তৈরী হচ্ছে। তাদের দীর্ঘশ্বাসের বাষ্পকুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে তাদের মাথার ওপর। তাদের ফেল্টবুটের তলায় কিচ্ কিচ্ করছে তুষার।

"তাঁর কাছ থেকে শেখো কেমন করে বাঁচতে হয় আর বলশেভিকের মত কাজ করতে হয়।" ওয়েনার সমাধির কাছে দাঁড়িয়ে বলল। তাঁর মুখ এমন উত্তেজিত যে পেশীগুলি জুতোর ধারের সেলাইগুলোর মত দাঁড়িয়ে উঠেছে।" আর কারো চেয়ে উনি তাঁর লক্ষ্যটাকে ভালভাবে দেখতে পেয়েছিলেন আর অবিচ্যুত একটা সংকল্প নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন; যে কোন লোকের চেয়ে ভালভাবে তিনি জনগণকে তাঁর পিছনে আকৃষ্ট করতে পারতেন আর যারা জনগণের অংশ তাদের এক একটি করে নির্বাচন করতে পারতেন।"

সেদিন সন্ধ্যায় গ্রানাতভকে ডাকা হল পারামোনভকে মুখোমুখি চেনবার জন্যে। গ্রানাতভ সংগে সংগে তাকে চিনলেন। হ্যাঁ এই সেই লোক। এই ত মিখাইলভ নাম নিয়ে তাঁর সংগে শিবিরে খাদ্য সরবরাহের চুক্তি করে। তাদের চোখের চাহনি মিলে যায়। যেন দুজনেই কি খুঁজছে।

"ও পরদিন তোমার সংগে দেখা করবে বলে কথা দিয়েছিল, এসেছিল কি?" আন্দ্রোনিকভ জিজ্ঞাসা করেন।

"না। তুমি কথা দিয়েছিলে, আসো নি।" গ্রানাতভ বললেন। সরাসরি পারামোনভকেই বললেন। "কিন্তু আমি যা শুনেছি তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলে ম্যানেজারের বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা। তোমার মনে ছিল আর একটা উদ্দেশ্য, আমি ধরে নিচ্ছি।"

আবার ওদের দৃষ্টি বিনিময় হল। একটু বাদে পারামোনভ একটু-খানি হাসলেন।

"আমি যদি তোমাকে না পাই তবে আর কেউ পাবে," ঘৃণা আর অপ্রত্যাশিত সারল্যের সংগে কথাটা বললেন। তারপর আন্দ্রোনিকভের দিকে ফিরে, "আমি আমার কাজ করেছি। আমার নাম পারামোনভ। আমি মরোজভকে হত্যা করেছি আর একাজে ভারপ্রাপ্ত সবাইকে মারবার কথা ভাবছি। তোমরা আমার এই স্বীকারোক্তি লিখে নিতে পারো।"

ওয়েনর্ণার অফিসে গ্রানাতভের জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন। গ্রানাতভ ওঁকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখেই কেঁদে উঠল।

"ও আমাদের তিনজনকেই মারবে বলে ঠিক করেছিল—তোমায় আর আমাকেও। আমাদের তিনজনকেই।"

ওয়েনর্ণার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আর তাঁর শক্ত মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন বুলেটের জন্যে উনি অপেক্ষা করে আছেন।

একুশ

আন্দ্রেই ক্রুগলভ উপন্যাসে পড়েছে যে সুখ নিয়ে মানুষ কত বোকা বনেছে। ওর এখন এই অভিজ্ঞতাই হচ্ছে। ও মাতাল হয়েছে। ওর ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। মস্ত্রমুগ্ধ বিকল। নির্বোধ একটা অবস্থা। কাজে যাবার মত ক্ষমতা নেই ওর, আর কাজে গিয়ে ওর কাজে মন বসাতে পারে না।

দিনাকে ও নেকড়ের চামড়া উপহার দিয়েছে। ও খুব খুশি হয়েছে। সে ওটা পেতেই শুয়েছিল। দেওয়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। কৌচের ঢাকা করেছে। তার শরীরে জড়িয়েছে। "সারারাত আমি স্বপ্ন দেখেছি আমি নেকড়ের চামড়া গায়ে দিয়ে আছি…।" লোমের গায়ে হেলান দিয়ে লীলা-ভংগীতে আর আন্দ্রেইয়ের দিকে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে তার চমৎকার পা দুটি দুলিয়ে দিনা গান গায়।

দিনার ব্যারাকগুলো খুব পছন্দ হয়েছে। "একবার ভাবো—কোথাও চান করার জায়গা নেই! আন্দ্রেই তোমাকে কিন্তু জল তুলে দিতে হবে!

প্রথম দিনটা আন্দ্রেই সানন্দে ওর সংগে ঘরে বসে কাটাল। তবে দিনার কৌতূহলের শেষ নেই। সব কিছু চূড়ান্ত রোমাণ্টিক বোধ হতে

লাগল তার কাছে। আর সে নিঃশেষে এই আনন্দ প্রাণভরে নিতে চাইল। তার ছোট সাদা বুটজোড়ার তুষার চিহ্ন যেন আর কারো পাদুকা চিহ্নের মত নয়। ওর পুরু জামাটা নিয়ে ও জাঁক করে, "দেখো ঠিক চাষীরা যেমনটা পারে, হাতার কাছে কেমন চেক সেলাইরের ছাদটা বলো?" আন্দ্রেই হাসল। দিনা যে চাষীর বিষয়ে কি বলল না বলল তা নয়; এমন কি তার দস্তানাগুলো তার ছোটটো হাত দুটিভে ভারী সুন্দর মানিয়েছে।

ওরা গেল করাত কলে। তার বন্ধুদের মাঝখানে আন্দ্রেই, একটুখানির জন্য, দিনাকে নিয়ে লজ্জায় পড়ল। ও এখানে ভ্রমণকারিণী হয়ে এসেছে, ও এই লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যেন ওরা মজাদার আদিবাসী সব। তাদের সংগে আন্দ্রেইয়ের আকাশপাতাল তফাৎ।

"দেখো দেখো মেয়েটাকে! ঠিক যেন পশমের একটা খুদে জানোয়ার," সে এত জোরে বলল যে সবাই শুনতে পেল।

মেয়েটা হল ক্লাভা।

ওর মাথায় ছিল পশমের টুপি। আর ঢোলা জামার ওপর একটা ভেড়ার চামড়া ঝোলানো, ওদের দিকে ও এগিয়ে আসছিল, করাতের নিচে যে চেলা কাঠগুলো পড়েছিল তার ভেতর দিয়ে পা ফেলে ফেলে।

"ও আমার খুব বন্ধু, ক্লাভা মেলনিকোভা," আন্দ্রেই এবার দিনার কানে কানে ফিস ফিস করে বলল। ওর ভয় লাগে কি যে হবে।

দিনাকে দেখেই ক্লাভার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে জানত সে খুব সুন্দরী। কিন্তু ও যে ওকে এমন ফিটফাট পোশাকে দেখবে আর এমন চমৎকার শিষ্টাচারিণী মনে হবে তার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

"ক্লাভা দিনার সংগে আলাপ করো," আন্দ্রেই বলল, ক্লাভার দিকে বিব্রতভাবে চেয়ে দেখল। "আমার মনে হয় তোমাদের খুব ভাব হয়ে যাবে।"

"আপনি শেষ পর্যন্ত এসেছেন, যাক খুশি হলুম, আন্দ্রেইয়ের দিকে এক পলক চেয়ে ক্লাভা জোর করে যেন বলে ওঠে। হাতটা বাড়িয়ে দেয়। ঠাণ্ডায় লাল আর কাটা ফাটা হাত।

"ওই পোশাকে আপনাকে ভারী চমৎকার মানিয়েছে," দিনা হাসল। খানিকটা সহজভাবে ক্লাভাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে, "আপনি এখানে কাজ করেন নাকি? নিশ্চয়ই বলতে চান না যে এখানে মেয়েরাও কাজ করে? আপনি কি জমে যাচ্ছেন না?"

"আমাদের মেয়েরা ছেলেদের সংগে সমান তালে এখানে কাজ করে।" ক্রুগলভ লাল হয়ে বলল।

"আমি জানি, এ বিষয়ে পড়েছি আমি। কিন্তু আপনাদের বয়স এত কম! আপনার বয়স কত?"

"কুড়ি," ক্লাভা অশিষ্টভাবে বলে উঠল।

আন্দ্রেই কাজ নিয়ে কথা বলতে শুরু করল। দিনা কিছুক্ষণ শুনল, কিন্তু শীঘ্রই দেখল যে কথাবার্তা নীরস হয়ে পড়ছে, তার চোখ ঘুরতে লাগল এধার ওধার। সে টের পায় যে সবার আগ্রহ তার দিকে। "যেন একটি খুকি মাইরি?" কে যেন বলল: দিনা শুনতে পায়। সে ঠিক বুঝতে পারে না যে সে যে আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে তার প্রতি কোনো সহানুভূতি কারো নেই।

"আচ্ছা আমি তাহলে যাচ্ছি।" ক্লাভা বলল। "তা তুমি এখানে থেকে কি করবে?" বন্ধুভাব নিয়ে দিনাকে জিজ্ঞাসা করল।

"আন্দ্রেই বলো তো এখানে আমার কি করার ইচ্ছে?" একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করল।

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ক্লাভা মুখ ফিরিয়ে নিয়েই ছুটে পালাল।

"কী মজার মেয়েটা দেখেছ!" দিনা বলল। "আচ্ছা ও অমনভাবে দৌড়ে পালাল কেন বলো তো?"

ওরা কুঠরীগুলো দেখবার জন্য গেল। দিনা উচ্ছাসিত হয়ে ওঠে। আর বলে ও আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে ব্যারাকে আছে, সত্যিই এতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু ভেতরে পা দিয়েই ওর মুখটা কেমন যেন হয়ে যায়। এখন আর ওর দুঃখ হচ্ছে না। ও অবাক হয়ে কাঠের খাটিয়াগুলোর দিকে দেখে, "ও মাগো, এই কাঠের ওপর ঘুমোনো! এ যে ভারী শক্ত গো!" আর লোহার উনুনগুলোর দিকে চেয়ে, "আচ্ছা ওগুলো দিয়ে মারাত্মক ধোঁয়া বেরোয় না!" মাটির মেঝের ওপর দিয়ে ও সাবধানে পা ফেলে হাঁটে। ভয় লাগে যদি ওর সাদা বুটজোড়ায় কাদা লেগে যায়!

ও দেখতে চায় আন্দ্রেই যে কুঠরীটার ভেতর থাকে। বেশ গরম তবে ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে। আর একটা কাঠের বিছানায় তিমকা গ্রেবেন। বিজলী কারখানার রাত ডিউটি সেরে ও বাড়ী এসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

"তুমি কি ওর সঙ্গে ছিলে না কি?" দিনা আতাংকত হয়ে ফিসফিসিয়ে বলে। আড়চোখে দেখে। মা গো কী বিচ্ছিরি ওই খোবলানো পাটা কম্বলের নিচে থেকে বেরিয়ে আছে! "হ্যাঁ গো এখানে লোকজনরা সব চান করে কোথায়? তোমাদের লণ্ড্রি আছে তো?"

ওর শুনে খুব কষ্ট হল যে এখানে লণ্ড্রি নেই। "তা আমাদের কাপড়-চোপড় এখানে কাচবে কে?" আন্দ্রেই বুঝতে পারল না কি উত্তর দেবে। ওর একবারও মনে হয় নি যে দিনা কাপড়চোপড় কাচতে পারে না।

"আরে ধোয়াধুয়ির কাজ আমি করব," সে শেষকালে ঘোষণা করে দেয়। "তোমার ঐ জামাকাপড়, ও আর এমন কি কাজ। আমি আমার নিজের ট্রাউজার কেচেছি।"

দিনা কেঁপে উঠল। না না এখনই ও বাড়ী চলে যাবে। কাপড় কাচাটা

এক মহাসমস্যা। এ কোথায় এল সে! এবার যেন ও বুঝতে পারে! ও ভাবা যায় না, কী দারুণ খাটুনী তাঁকে খাটতে হবে!

"ইঞ্জিনিয়াররাও কি তাদের জামাকাপড় নিজেরা কাচে?"

"আমি জানি না। আমার মনে হয় ওদের একজন ধোবানী আছে।"

এটা জেনে ওর খুব আনন্দ হয়। এখন আবার সব কিছু ওর কাছে খুশি খুশি মনে হয়।

নৈশভোজ সারতে ওরা এল ক্যানটিনে। দিনা হাসিতে ফেটে পড়ল। তখন ওর হাতে একটা টিনের পাত্র আর একটা চামচে ধরিয়ে দেওয়া হল দরজায় ঢোকার মুখে। ঝোলটার খুব তারিফ করল তবে ওই বড়াটা খেতে পারল না।

"আমার খুব খিদে নেই, আন্দ্রেই," সে বলল শান্তভাবে।

বাড়ী যাবার পথে ওদের সঙ্গে সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচের দেখা হয়ে গেল। সে অবাক হয়ে দিনার দিকে তাকাল। বলল তাকে যে ওদের অফিসে একটু কাজ আছে। যেতে যেতে ঠাটটা করে সেরগেই বলল, "ওহে ক্রুগলভ, ওকে একটু চোখে চোখে রেখো। যা রূপ, ছেলেরা নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবে।"

ইঞ্জিনীয়াররা শীঘ্রই জানতে পারল এক রূপসী এসেছে। নবাগত কোসতকোকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। ওই দিন সন্ধ্যাবেলা একদল ইঞ্জিনীয়ার জমায়েত হল কোমসোমোল ব্যারাকের সামনে। ওরা শুরু করল বরফ-বল-দ্বৈরথ। চীৎকার। বরফে চীড় ধরানোর পাল্লা। আর মাঝে মাঝে আশালুব্ধ দৃষ্টিনিক্ষেপ। একটি জানালা।

আন্দ্রেই হাসতে হাসতে পর্দা টেনে দেয়। দিনা দরজায় চাবি লাগায়। ওরা কোনো সঙ্গ চায় না। শুধু দুজনে মুখোমুখি। এই চের। ভোরবেলা দিনার ঘুম ভেঙে যায়। আন্দ্রেই তখন কাজে বেরুচ্ছিল। ও ওকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। তারপর ঘুম জরানো খুশি গলায় দিনা বলে, "তুমি জ্যাক লণ্ডনের গল্পের নায়কের মত। আমার জন্যে একটু জল এনেছ?"

"হ্যাঁ।"

"আজ বাড়ীতে থাকো না?"

"হয়ত তা পারি না। দেখো আগুন জ্বালবার জন্যে কিছু চেলা কাট কেটে রেখেছি, বড় কাঠগুলো উনানে। কেৎলি ভরা আছে।"

"সত্যি তুমি ভারী লক্ষ্মী," দিনা হাসল। চোখ না খুলেই। আন্দ্রেই একটু খুশি হয়। ওকে এই একঘেঁয়ে কাজের হাত থেকে খানিকটা রেহাই দিয়েছে! মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ও বাড়ী এল। দেখল তখন দিনা ঘরদোর গোছাল করে ফেলেছে। টেবিল পেতেছে। প্রসাধন টেবিল বানিয়েছে একটা বেঞ্চিকে। তার ওপর ফ্লাস্ক আর জার। কতকগুলো আসকে পিঠে বানিয়েছে। আন্দ্রেই বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেল।

"দেখো? ময়দা আর মাখনটা আমি নিজেই খুঁজে পেয়েছি। তুমি যা ভাবো আমি তেমন কুঁড়ের হদ্দ নই! দেখবে দেখতে দেখতে আমি প্রথমটা শিংওলা হরিণ তারপর কেমন বুনো শুয়োরের মত খাটি।

ও আপিসে কাজ করতে শুরু করল। আর দেখতে দেখতে সব ফোরম্যানরা প্যাভেল পেত্রোভিচ মিখালিয়ভশুদ্ধ সবাই, চিরদিন ধরে, ওখানে একবার ধর্না দিতে লাগল, কাজ তাদের থাক আর না থাক।

দিনার ভারী মজা লাগে। "তাইগাতে মেয়েছেলে! ওঃ ঠিক যেন দূর উত্তরাঞ্চলের জ্যাক লণ্ডনের গল্প। শুধু ওরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে জানে খালাস করে দেয়।"

দিন কয়েক ধরে আন্দ্রেই যেন মোহের মধ্যে কী এক নেশায় ডুবে থাকে। কাজ করে যায় ও তবে তার সব ভাবনা ঘিরে থাকে দিনাকে। পারামোনভের গুলি ছোঁড়া, মরোজভের নিহত হওয়ার ঘটনায় ও যেন বাস্তব জগতে ফিরে আসে। দিনা এখানে পৌঁছবার পর এই প্রথম তার ভাবনাটা ওর মন থেকে সরে যায়। সেই মারাত্মক রাতের পর ও যখন বাড়ীর পথে পা বাড়িয়েছিল তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ওর মন বেদনায় ক্লান্ত জীর্ণ। আর মনে মনে ওর শুধু তোলপাড়। এ কি হয়ে গেল! কি হয়ে গেল! হাটতে হাটতে ও উপলব্ধি করে ওঃ ব্যাপারটা কতদূর গর্হিত! আর বুঝতে পারে আগের মত কখনই ও আর মন দিয়ে কাজ করতে পারবে না! ও দেখল এসে দিনা যেন একেবারে পাগলিনীর মত। সে ওকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে ভেসে বার বার বলে, "ওগো চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই। আমার বড় ভয় করছে। ওরা ঠিক তোমাকেও মেরে ফেলবে। চলো চলে যাই। আমি এখানে থাকতে পারব না। তুমি যদি আমায় ভালবাস তাহলে আমায় এখনই নিয়ে যাবে। মৃত্যুতে আমার যে বড় ভয়।" সকাল পর্যন্ত ও ওকে শান্ত করার চেষ্টা করে। আর যখন ও পার্টি কমিটির সভায় এল, ওর শরীরে দারুন ব্যথা আর মাথাটা শিসের মত ভার। তখন ওকে অনেক কাজে ডুব দিতে হল তবুও। সারাদিন ধরে চলল সভা। সে বক্তৃতা দিল সকলের সামনে। ভাষণে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করল। আর বিস্মৃত যুবকদের মনে উৎসাহ সঞ্চার করবার চেষ্টা করল। সে রাতে দিনা আবার কেঁদে তার কাছে আবেদন জানাল। ওকে এখান থেকে ও নিয়ে চলুক। খুনের ঘটনার তিন দিন পর তবে সে একটু শান্ত হয়। বলল, "আমি জানি আমি দারুণ ভীতু। কিন্তু ভয় শুধু তোমায় নিয়ে গো।" সে রাতে ও পরম সুখের মদির নেশায় আবার একবার আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

একদিন সে কিছু কোমসোমোলকে তাদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানাল। তিমকা গ্রেবেন, ইশাকোভরা, কাতিয়া আর ভালিয়া, ক্লাভা আর এপিফানভ। ও চাইছিল দিনা ওদের সংগে একটু ভাব সাব করুক আর ওদের কোমসোমোল

জীবনে কিছুটা আকৃষ্ট হোক। দিনা বেশ সৌজন্য প্রকাশের চেষ্টা করছিল আর কিছু বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হল, যাতে উভয়েরই আগ্রহ। কিন্তু ওরা যেন কেমন একটু আড়ষ্ট হয়ে রইল। অস্বস্তি বোধ করছিল। এই আমন্ত্রণে তেমন বন্ধুত্ব জমল না ওদের ভেতর।

ব্যারাকে ওদের প্রতিবেশীরা দিনাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। লিডা আর তানিয়াই শুধু ওদের ভেতর দেখা হলে একটুখানি দাঁড়িয়ে গপ্‌পো-সপ্‌পো করত। কিন্তু তারাও ওদের সংগে দেখা করতে যেত না বা ওদের বাড়ীতে আসতে বলত না। একবার সেমা আলতশুলার কি একটা কাজ নিয়ে আন্দ্রেইয়ের সংগে দেখা করতে এল। দিনার সংগে ও খুব নম্র ব্যবহার করল। আর যখন তোনিয়ার সংগে ওর দেখা হত ও ওকে খুব বড বলে মনে করত আর ওর সংগে সেও প্রথম কথা বলছে এতে বেশ গর্ব বোধ করত। আর দিনাও বেশ গর্বিত কেননা ওরা তো কথাই বলে না।

"ওর এত দেমাক কিসের বলো ত ?" দিনা একদিন আন্দ্রেইকে জিজ্ঞাসা করে। "ওর ভাগ্য ভাল যে ওই বোকা সেমা আলতশুলারটা ওকে ঘরে নিয়েছে ; ও যদি না নিত তাহলে ওটা করত কি ?"

আন্দ্রেইয়ের মুখ সাদা হয়ে যায়।

"এমন কথা কি করে বলছ তুমি ? তুমি বোঝ না।"

দিনা হাসল।

"বলো তো প্রিয়, এতে আমার কি গেল এল জগৎ সংসারে ? আমি চুলোর ছাই কিছু মনে করি না। কার ছেলে কি ব্যাপার। তোমার সেমা কিন্তু বেশ আদুরে বাপ হতে পারবে যাই বলো। তবে আমি ওকে হিংসে করি নে। মতামত দেবার অধিকার আমার আছে, কি বল ? আমি তার কাছে ওদের খাটো করতে গিয়ে যেচে কাদা ছিটোতে যাচ্ছি না।"

কোমসোমোলরা ওদের বাড়ী আসত না বটে কিন্তু ইঞ্জিনীয়াররা ওদের হামেশাই অতিথি। নেমন্তন্ন না করলেও তাদের আসবার কারণ ছিল। কোস্তকোর চোখে দিনার ওপর সেই ভালবাসার আবেশ। ধোবানীর বাড়ী তার ময়লা জামার পুঁটলি বইছে আবার কাচিয়ে আনছে। খাবারদাবার তরি তরকারি এনে দিচ্ছে, ছারপোকা মারা পাউডার আর দুজনে মিলে ঘরের আনাচেকানাচে তাই ছিটোচ্ছে। আন্দ্রেইয়ের সংগে তার ব্যবহারটাও খুব ভাল সৌজন্যসূচক। ও ভাবত ওর মত ভাগ্যবান কে আছে ? ওর মত সুখী ?

চীফ ইঞ্জিনীয়র সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচ আন্দ্রেইকে বলেছিলেন যে এত বছর তিনি এখানে আছেন তাই দিনাকে আপ্যায়ন করবার অধিকার তাঁর আছেই। আর একদিন তিনি ওকে আর ওর বউকে তাঁর বাড়ীতে পার্টি দিয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। সাবধান করে দিলেন যে দেখো যদি না

আনো, নেমন্তন্ন করছি, তাহলে মারাত্মক অপরাধ হবে। তা ওরা তা করে নি. গিয়েছিল। ইঞ্জিনীয়ার, সেক্রেটারি আর ড্রাফট্‌সম্যানদের নিয়ে পার্টি। ওদের ভেতর একজন কোমসোমোল সদস্য, আন্দ্রেইয়ের সামনে কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। দিনার স্তাবকরা আন্দ্রেইকে নিয়ে পড়ল, বলল "আমাদের কোমসোমোল নেতা।" মদ আনতে হবে। শুধু তাই নয় খেতে হবে। আন্দ্রেই রাজী নয়। শেষকালে একটু রাত হতে খেতে হল, আর মাথাটা নেশায় বেশ ঘুলিয়ে উঠল। ক্লারা কাপলান একটু সকাল সকাল চলে গিয়েছিল। ক্রুগলভদের ওর সংগে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দিনা কিছুতে শুনল না। দিনার কাছে অঢেল খাবার আর মদ আর সে শুধুই হাসছিল সমানে। ওর চোখ দুটোয় এত দীপ্তি যে আন্দ্রেইয়ের চোখে ধাঁধা লাগে সেদিকে চেয়ে। যেন সূর্যের দিকে তাকাচ্ছে। ভোজসভাটা আস্তে আস্তে বেশ গীতিময় হয়ে উঠছিল। আন্দ্রেই প্রায় ভুলেই গিয়েছিল,নেশা কতটা হয়েছে, পাগলের মত তার গেলাস ভরে তুলছে—এক এক গ্লাস খাবারের সংগে।

ইঞ্জিনীয়ার শ্লেপতসভের মুখ চোখ লাল। জিবটা মোটা। বললেন, "আমি প্রস্তাব করছি, এই একটি গেলাস, তার নামে, সে সবাইকে আমাদের খুশি করেছে, সবচেয়ে সুন্দরী এক নারীকে তার সংগিনী করে নিয়ে এসেছে এই বিষণ্ণ তাইগাতে।"

নিচু হয়ে উনি আন্দ্রেইয়ের সংগে গেলাস ঠেকালেন। সে কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ও দিক চাইল : এসব কি। ওর তেমন ভাল লাগছিল না। শ্লেপ্‌তসভের চক্‌চকে ঠোঁটের ওপর লালসার হাসিটা ওর তেমন পছন্দ হল না। আর ওর কিছু ভাল লাগল না। অবশ্য ভাবনাটা ওর ঘুরে ফিরে আসছিলই। ঈষৎ মনে হল শ্লেপ্‌ত্‌সভ যেন ইচ্ছে করে ওকে মাতাল করে দিচ্ছে।

"তোমার নাম করে খাচ্ছি লক্ষ্মীটি।"

ওরা পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ওদের গেলাস ভরে নিতে নিতে।

আন্দ্রেই দিনার সংগে নাচবার চেষ্টা করল। কিন্তু এবার ওর মাথায় এমন নেশা চেপে গিয়েছিল যে ও পা দুটো সামাল দিতে পারে না। সে আদর করে ওকে ঠেলে দেয় আর শ্লেপ্‌তসভের সংগ নাচতে শুরু করে। আন্দ্রেই সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচের বিছানায় শুয়ে পড়ল আর আস্তে আস্তে ঘর আর তার ভেতর সবকিছু দুলতে দুলতে কোথায় যেন ভেসে যায়।

ওর ঘুম যখন ভাংগল ও মনে করতে পারল না ও কোথায়, আর কি হয়েছে। চীফ ইঞ্জিনীয়ার ওর পাশে নাক ডাকাচ্ছিলেন। দিনাকে কোথাও দেখা গেল না।

এখন বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। আন্দ্রেই ওর ভেড়ার চামড়াটা কাঁধে ফেলে নিল। আর ছুটে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। আগে যেখানে থাকত সেই ব্যারাকগুলোতে গেল। লজ্জায় একটা অপরাধবোধে ও দিশেহারা। দিনা বাড়ীতে ছিল না। ও ভাবল হয়ত এরি মধ্যে ও আপিসে চলে গেছে। আপিসটা ফাঁকা। ঢোকবার মুখে একজন মেয়ে ড্রাফটস্ কর্মীর সঙ্গে দেখা। হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। ওর দিকে কেমন বড় করে হাসল আর ওর পাশ দিয়ে চলে গেল। ওকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করল যে সে দিনাকে দেখেছে কি না। তার খবর জানে কি না। কিছু সময়ের জন্য একেবারে আত্ম-বিস্মৃতের মত বসতির এধার ওধার ঘুরে বেড়াল আর শেষকালে দেখল যে আবার ও ম্যানেজারের আপিসে ফিরে এসেছে।

ক্লারা কাপলান ওর পাশ দিয়ে চলে গেল। শান্তভাবে মাথা নাড়ল। শ্লেপত্‌সভ ছুটে বেরিয়ে এলেন। ওঁর মুখে ঘুমের চিহ্ন। ছুটতে ছুটতে কোটের বোতাম আটকাচ্ছিলেন। উনি লক্ষ্য করেন নি আন্দ্রেইকে আর আন্দ্রেইয়ের সাহস হল না ওঁকে আটকায়। এমন তাড়াতাড়ি চলেছেন।

উনি হাঁটছিলেন লম্বা হলটা দিয়ে এলোমেলোভাবে। শুনছিলেন, চিন্তাকিষ্ট, কোথায় গেল। নানা উদ্ভট কল্পনা। কোথায় যেতে পারে! ওকে সে জাগায় নি কেন? কি হবে যদি ওরা ওকে মাতাল করে দেয়?

সে চলে এল আবার সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচের কোয়ার্টারে। আর দেখল চীফ ইঞ্জিনীয়ার তখন তাঁর মাথার ওপর এটা বালিশ চাপিয়ে ঘুমিয়ে। গ্রামোফোনটা বাজতে বাজতে থেমে গেছে। আর রেকর্ডটা পড়ে আছে। এটা কি দিনার? ও ঠিক চিনতে পারল ওর বলে।

হলের ভেতর দৌড়ে এল ও আবার। আর দেখল কোসত্‌কোকে। কাঁধের ওপর কোট চাপিয়ে রান্নাঘর থেকে এক বালতি জল নিয়ে চলেছে। ও আন্দ্রেইকে না দেখে পারল না, কিন্তু ওর দিকে মাথা নিচু না করেই, সে তার নিজের ঘরের দরজায় ধাক্‌কা দিল আর বালতিটা ভেতরে দিয়ে কি যেন বলল। সে দরজাটা ভেজিয়ে দিল, আর তখনও আন্দ্রেইকে দেখেও দেখছে না, পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল।

আন্দ্রেই সেই দরজাটার কাছে ছুটে গেল। যেটা দিয়ে বালতিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সে তার কান পাতল ওর ওপর। জলের তোড়ের আর পা সপ্ সপ্ শব্দ শুনতে পেল ও।

"দিনা!" সে ডাকল।

পাশের ঘর থেকে কোসতোকো বেরিয়ে আসে। ওর হাত দুটো ধরে অভিবাদন জানায়।

"আ! কমরেড ক্রুগলভ। তোমার ঘুম ভাঙ্গাতে আমরা কত চেষ্টা করলুম। কিন্তু অসম্ভব। তোমার বউ সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমি তাকে

আমার ঘরে রেখেছি। আর আমি গিয়ে রাত কাটিয়েছি প্রতিবেশীর বাড়িতে, কি করি।"

সে তার বিব্রত ভাবটা খানিকটা বাচালের মত কথা বলে ঢাকতে চাইল। কোনো উত্তর না দিয়ে আন্দ্রেই দরজাটা খুলে ভেতরে চলে গেল। দিনা একটুখানি চেঁচিয়ে ওঠে, হাসল। আর ছুটে গিয়ে ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে প্রায় অর্ধনগ্ন। তার চিরুনিটা এলোমেলো বিছানার ওপর। তার মোজা দুটো মেঝের ওপর।

"ওরে বদমাস! ভবঘুরেটা! মাতাল দুষ্টু!" চীৎকার করে হেসে কুটোকুটি হয়েও ওকে পাগলের মত চুমু খেতে থাকে। "ওরে আমাকে ফেলে ঘুমিয়ে পড়ল দিব্যি! বাঃ অল্পবয়সী বউ এনে বুঝি এমনি করে তদ্বির করতে হয়?"

ওর চোখ দুটো তখনও ঝলমল করছে। মনে হল ওর, এখনও ওকে যথেষ্ট বলা হয় নি।

"জানো কাল রাতের মত এমন ভাল সময় আমার আর যায় নি," সে চেঁচিয়ে বলে।

"খুব মজা হয় নি?"

ও ওকে পোশাক পরে নিতে সাহায্য করে। ওর হাঁটুর ওপর গার্টারের ওপর খসখস করে চুমু খেতে থাকে। তারপর উরুতের ভাঁজে।

"না না অমন করে নয়! তোমার আঙুলগুলো কী নোংরা! এখন কি ওই কোস্ত্কোটা জানে কি করে···"

"কোস্ত্কো?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমি বিছানার কাছে গত রাতে সবে গিয়েছি। ওই আমার জুতো খুলেছে। মোজা খুলেছে। পোশাক খুলেছে। এমন এঁটে বসেছিল জামাটা পিঠের ওপর। আমি নিজে পারিই নি। আহা, অমন করে আমার দিকে চেয়ো না। ও আমায় খেয়ে ফেলে নি গো। ও খুব ভিজে বেরালের মত ঠাণ্ডা। একটা চাবুক নিয়ে পিঠে মারলেই তুমি ওকে চালাতে পারবে।"

ও বক বক করতে করতে একটুখানি লজ্জায় লাল হয়।

কে যেন দরজা ধাক্কায়।

"দাঁড়াও!" আন্দ্রেই হেঁকে ওঠে কড়া গলায়।

দিনা ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ায় ওর পোশাকটা আঁট করে দিতে। ওর আঙুলগুলো কাঁপছিল। এই সোজা কাজটা যেন কত দিন লাগছে। তার এই অবস্থা দেখে ও যতক্ষণ না হাসল ওকে দিনা এক প্রগাঢ় দীর্ঘ চুম্বনে ডুবিয়ে রাখল।

ওদিকে ঘন ঘন করাঘাত দরজায়। কোস্তকো দু গেলাস চা এনেছে।

আর কিছু ভাজাভুজি। "আমার প্রিয় অতিথিদের জন্যে।" আন্দ্রেই এইসব খাবারদাবার খাবে না ভেবেছিল। কিন্তু চা পেয়ে দিনা এমন খুশি যে সেও ওর সংগে খেতে বসে গেল আর ওরা যাবার সময় কোস্‌ত্যকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে যায়। হাজার হোক তার বউকে যত্ন করেছে তো।

এর পর দু'সপ্তাহ কি ওরকম হবে, বেশ গড়িয়ে গড়িয়ে দিন কাটছিল ওদের। কোস্‌তকো কদাচিৎ আসত ওদের সংগে দেখা করতে। তারপর একদিন শ্লেপ্‌তসভ এক পার্টি দিলেন। এতে আমন্ত্রণ জানালেন দিনা আর আন্দ্রেইকে। আন্দ্রেই নেমন্তন্ন ফিরিয়ে দিল।

"আমি? আমাকে শুধু নিয়ম রক্ষে করতে ডাকা? তুমি যদ্দিন আসো নি কই আমাকে ওরা কখনও পার্টিতে ডাকে নি।" ও দিনাকে বলল।

"আর আমিও কি ফেরত দেবো?" দিনা একটু দমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে কিন্তু দুই ভুরুর মাঝখানে ছোট একটুখানি রেখা ফুটে উঠল।

আন্দ্রেই সেখানে একটি চুমোর দাগ কেটে দিল।

"তুমি যেতে চাও? তা যাবে বৈকি। আমি তোমায় নিয়ে যাব ওখানে আবার ডেকে নিয়ে আসব। শ্লেপ্‌ত্‌সভকে বলতে পারো তুমি, আমি ব্যস্ত।"

দিনা একটি রুপালী-ধূসর পোশাক পরে বেশ উঁচু ঘাড় ঢাকা কলার দেওয়া। বেশ বিনয়ী ভাবখানা। আর এত শান্ত আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল যে এখন ওকে একা যেতে দিতে আন্দ্রেইয়ের ভয় করতে লাগল। এখন ওর আফশোষ হতে লাগল। কেন মিছেমিছি নেমন্তন্নটা ফেরত দিল।

ওর পুরানো বন্ধুদের সংগে দেখা করতে যাবার কথা। গড়িমসি করল। রাস্তায় যেতে যেতে ও বুঝল কতকাল কেটে গেছে। সেই কবে কোমসোমোল-দের কুঠরী বাড়ী আর ব্যারাকে ও গিয়েছিল। ওখানে গিয়ে ওর বিব্রত ভাবটা ঢাকবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল। সবাই খুব প্রাণখোলা ভাবে ওকে আদর করে বসাল। কিছু বন্ধু-বান্ধব ওকে ঠাট্টা করে বলল, "রক্ত জলের চেয়ে ঘন কি বল?" "আরে বাবা ওকে দোষ দিতে পারো না আমাদের ভুলে গেছে বলে, ওর যখন এমন রূপসী বউ হয়েছে?"

কিন্তু ক্লাভা ওকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তার কি কোমসোমোলে যোগ দেবার কথা ভাবছে আন্দ্রেই?"

আন্দ্রেইয়ের মুখ লাল হয়ে গেল। এক মাসের মধ্যে ওর এক মিনিট সময়ও হয় নি, এ বিষয়টা ওর কাছে একবার পাড়ে।

"কথা হল," ক্লাভা শুরু করল, অবশ্য অপ্রিয় সত্যটা ওকে বলতে ক্লাভার কষ্ট হচ্ছিল। "কোমসোমোলরা সব গজগজ করছে, বলছে আমাদের কাছ থেকে তুমি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছ। নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়ছে। কথা হচ্ছে। ধরো যেমন, বলছে ওরা যে তুমি একটি ঠিকে ঝি ভাড়া করে এনেছ। তা সে তোমার অপরাধ নয়, তুমি তবুও···এখানে

সব ব্যাপারটাই এমন খোলামেলা। আমরা যেমন জীবনে অভ্যস্ত তুমিও সেভাবে আছ। ওরা একথাও বলছিল যে পার্টিতে গিয়ে তুমি মাতাল হয়েছ। আমি অবশ্য বিশ্বাস করি নি। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে চলে যাওয়াটা কিন্তু তোমার দোষ। লক্ষ্য করেছ, যখন ওদের দরকার পড়ে তখনও লোকে তোমার কাছে আর উপদেশ চাইতে যায় না? আমি এটা সহ্য করতে পারি না।"

তিমকা গ্রেবেনের গলায় বিদ্রূপ, "ওহো! আমি ভাবছিলুম আজকাল তুমি ইঞ্জিনীয়ারদের ওখানেই রোজ যাচ্ছ। আর দেখছি যে তুমি এইসব মস্ত মোংরা লোকদের মাঝখানে এসে বসছ! না কি কাজের তাগিদে চলে এসেছ?"

যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে, আন্দ্রেই এই প্রথম উপলব্ধি করল যে দিনা আসাতে কোমসোমোলদের সংগে ওর মৈত্রীটা চোট খেয়েছে।

সারাটা সন্ধে ও এ ব্যারাক থেকে ও ব্যারাকে ঘুরে বেড়াল। এ কুঠরী থেকে ও কুঠরীতে। তার হারানো দিনগুলো যেন ফিরে পেতে চাইল! ছোকরারা সহজেই ওকে ক্ষমা করল। এপিফানভ আন্দ্রেইকে সমর্থন করে তার বন্ধুদের বলল, "আরে ছোকরারা তোদের যদি একটি অমন সুন্দর বউ থাকত তাহলে তোরা কাজেই যেতিস নারে, তোদের বন্ধুদের সংগে দেখা কথা দূরে থাক।"

স্লেপত্সভের ঘরে গিয়ে আন্দ্রেইয়ের খানিকটা সময় লাগল—মনটাকে গুছিয়ে নিতে হল। বাজনার শব্দ শুনল। কথাবার্তা আর পা ফেলার শব্দ। যখন ও ঢুকল সংগে সংগে চীৎকার শোনা গেল। ওকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল "আহা বড় জলদি জলদি যে বড় জলদি।" কে যেন আরো আতিথ্য করে বলে, "ধরাচুড়া খুলে ফেল হে। আমাদের এখনও দুটো আ-খোলা বোতল রয়েছে। এসো লেগে যাও আমাদের সংগে তাল ঠোকো।"

মাথায় একটা কাগজের ফুলের মালা পরে দিনা নাচছিল।

"ওঁরা আমায় বল নাচের রাণী করেছেন!" সে ওকে ডেকে বলল। ওর জুটি হয়েছিল স্লেপত্সভ; তিনিও একটা মালা পরে ছিলেন? আস্তে আস্তে ট্যাংগো বাজছিল। আর যদিও আন্দ্রেইয়ের মন সায় দিচ্ছিল না, সে বাহবা না দিয়ে পারল না। কী আশ্চর্য লীলাভংগিতে তার সুন্দর লম্বা পা দুটি ছন্দায়িত হচ্ছিল আর স্লেপত্সভের পায়ের সংগে সমানে তাল মিলিয়ে চলেছে। যখন ও চোখ তুলল ওর পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। দিনা স্লেপত্সভের গালে গাল চেপে নাচছিল। ওর ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেছে। চোখের পাতা দুটি তার লাল উজ্জ্বল চোখের ওপর আরামে নুয়ে এসেছে।

রেকর্ড থেমে গেল। দিনা সরে এল। দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে গুন গুন করে বলল, "ভারী চমৎকার সুর।"

যখন ওর চোখ দুটো গিয়ে পড়ে আন্দ্রেইয়ের ওপর ওর ঠোঁটের ওপর থেকে সেই স্বর্গীয় হাসিটা মিলিয়ে যায়। ওর দিকে চেয়ে নামমাত্র একটু মাথা নাড়ে। আর আয়নার কাছে সরে আসে মালাটা খুলে ফেলবার জন্যে। স্লেপত্সভ তাড়াতাড়ি আন্দ্রেইয়ের দিকে এগিয়ে আসেন, "এই সন্ধ্যেটা এখন জমে উঠেছে, নিশ্চয়ই তুমি আমাদের মক্ষীরাণীকে এখন নিয়ে যাচ্ছ না? আহা সত্যি দয়া করে এখন না। আমরা তোমার কাছে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছি। আরে তোমার ধরাচুড়া ছেড়ে ফেলো নি কেন? তুমি আমাদের সংগে যোগ দিচ্ছ না কেন? সারা সন্ধ্যেটা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি আর এখন তুমি এলে আমাদের মক্ষিরাণীকে নিয়ে যেতে। আহা আর একটু।"

ওকে আর দিনাকে ওরা দরজার কাছে পেঁাছে দিয়ে যাবার সময় দুঃখ প্রকাশ করে। আন্দ্রেইয়ের দিকে ওরা হাত বাড়িয়ে দিল। কেউই ওর দিকে অতটা দেখছিল না।

"তুমি আমার জন্যে এত তাডাতাডি এলে কেন?" ওরা বাইরে আসতেই দিনা জিজ্ঞাসা করল ওকে।

"আমি ঠিক সময়েই এসেছি," আন্দ্রেই অশিষ্টভাবে বলে উঠল।

"দেখছি আমার কর্ত্তা বেশ রেগেছেন।"

আন্দ্রেই ওর ঔদাসীন্যে এমন বিব্রত বোধ করতে লাগল যে সে কোনো উত্তর দিল না।

"খুব বেয়াড়া লাগে," দিনা বলল। "কোমসোমোল নেতা হয়ে, তুমি ছেঁদো একজন সম্পত্তির মালিকের মত ব্যবহার করছ। তুমি নিজে যদি না জান কেমন করে আমোদ-প্রমোদ করে সময়টা কাটাতে হয় তাহলে আমি একটু হাসি খুশিতে আছি দেখে তোমার গজ্‌গজ্ করার কোন মানে হয় না।"

"কিন্তু, ওই স্লেপত্সভ……।"

"কেন ও কি?"

সে জানত না কি। ওর তখনও চোখের সামনে ভাসছিল সে তাঁর গালে গাল লাগিয়ে আছে আর নাচের তালে ওদের পা জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা আর কথায় বলতে পারে না ও।

"বেশ, খুব ভাল," দিনা পরখ করার জন্য বলে, "স্লেপতসভ ভাল না, কোসত্‌কো ভাল না, তাহলে ভাল কে? তোমার ঐ এপিফানভ? নয়ত তিমকা গ্রেবেন? নাকি ক্লাভার ওই ভেড়াটা?"

সে রাতে এই প্রথম ওরা সম্পূর্ণভাবে অচেনার মত ঘুমিয়ে পড়ল। কেউ

কারো সংগে কথা বলল না নরম সুরে। দুজনে দুজনকে ঘৃণা করতে লাগল।

সকালবেলা আন্দ্রেই তার ঘুম না ভাঙিয়েই চলে গেল। আর সারাটা দিন কী এক হতাশায় দিন কাটাতে লাগল। লুকোতে পারল না। যেই ওর মনে হল দিনা হয়ত আপিস থেকে এতক্ষণে ফিরে এসেছে ও বাড়ী চলে এল। সে ওর গলা জড়িয়ে ধরল ঝাঁপিয়ে এসে কাঁদতে লাগল। সে বার বার বলতে লাগল ক্ষমা করো ক্ষমা করো। বার বার বলল দোষ তারই, আন্দ্রেইও ক্ষমা চাইল ; দিব্যি করে বলল ও হিংসুটে বোকা আর বলল ও বোকার মত যে ব্যবহার করেছে তা যেন দিনা ভুলে যায়। দিনা প্রতিশ্রুতি দিলে যে এবার থেকে যত আমন্ত্রণ আসবে সে প্রত্যাখ্যান করবে। পার্টি'তে যাবে না।

"না কখনই তা পারবে না," আন্দ্রেই প্রাণ খুলে বলল, "আমি খুব খুশি হই তুমি যদি একটু আমোদ আহ্লাদ করো। এটাই একমাত্র মত যে তুমি আমার কাছে এখানে আছ আর আমাকে ভালবাসছ।"

সেদিন থেকে দিনা প্রায়ই পার্টি'তে যেত। বলতে গেলে সেসব পার্টি'তে আন্দ্রেইকে অবশ্যই আমন্ত্রণ জানানো হত না। প্রথম সেই ওকে গিয়ে নিয়ে আসত কিন্তু দুদিন না যেতেই ও অন্য ব্যবস্থা করে, "আমাকে কেউ না কেউ এসে বাড়ী পৌঁছে দেবার মত ওখানে তো আছে, তুমি ওই ঠাণ্ডায় যাবে কেন? আমার দেরী হবে না আসতে?" প্রস্তাবটাকে আরো হৃদয়গ্রাহী করার জন্যে সে যোগ করে, "তুমি ততক্ষণে বিছানায় গিয়ে আর আমার জন্যে গরম করে রাখবে। কেমন? বাড়ী আসতে আসতে আমার হাত পা সব হিম হয়ে যাবে না।" আরো খুঁটিনাটি নানাভাবে আন্দ্রেইয়ের সুখের স্বপ্নটাকে ও জীইয়ে রাখতে চায়।

আন্দ্রেইয়েরও ওই সন্ধ্যাগুলো ভাল লাগতে লাগল। দিনা বেরিয়ে গেছে। তখন ও কোমসোমোলদের সংগে গিয়ে দেখা করত। সে দেখল তাদের সম্পর্কটা একটা পোশাকী ভদ্রতা ও বোঝাপড়ার মধ্যে যেন রফা হয়ে গেছে। তার মনের কথা বলে চেপে রেখে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে ও কিন্তু ওদের বন্ধুত্বটা আবার আগের মত নিবিড় হতে পারে না। কেন না দিনা যেরকম ছাড়াছাড়া ভাবে থাকে আর ক্রুগলভদের জীবনটার দিকে একটু বেশি রকম নজর দেওয়া হচ্ছিল।

একদিন সে দিনার কাছে তার কোমসোমোলে যোগ দেবার কথা বলে। "কেন দেবো?" সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল। "তার চেয়ে আমি একটা সংস্থায় ঢুকলে কি কোনো চাকরির চেষ্টা দেখলে অনেক কাজ দেবে, কিন্তু এখানে তো চাকরি ভর্তি করতে যথেষ্ট লোক নেই।"

আন্দ্রেই চট্ করে ওর কথার মানেটা বুঝল না আর যখন বুঝল একটু

অপ্রতিভ হয়ে গেল। দিনা জানত যে তার মনোভাবটাকে সে কোন দিনই স্বীকার করে না।

"আমি বুঝতে পারি তোমার বউ এনেছ আর সে কোমসোমোল সদস্য নয় এটা বিশেষ লজ্জাকর।" সে বলল। "কিন্তু ও তুমি ভেবো না আমি দেখব যাতে কেউই এটা বিশেষ দেখতে না পায়।"

ও কোমসোমোলদের সখের বাজনায় যোগ দিতে শুরু করল। এতে তার পিয়ানো বাজনায় সবাই বাহবা দিয়ে স্বাগত জানাল। ও তোনিয়ার কণ্ঠ সংগীতে সহযোগিতা করল, আর এতে এমন কি তোনিয়ারও মনে ওর প্রতি-খানিকটা অনুকম্পা জাগল। দিনা লিডার বন্দুক ছোঁড়ার দলে যোগ দিল আর সানন্দে ছেলেরা ওর কাছে যেভাবে সংগ চাইত ও সাদরে তার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিত। কাতিয়া আর ভালিয়ার সংগেও স্কেটিং করতে গেল। স্কী-দৌড়ে অংশ নিল। আর এত হাসিখুশি শিষ্টাচার দেখাল যে কোমসোমোলরা ওকে খুব পছন্দ করতে শুরু করল।

তার বেদনাটা চাকবার জন্যে ক্লাভা চোখ নামিয়ে আন্দ্রেইকে বলল, "সে দারুন ভাল, আর ভারী আমুদে। আমাদের সংগে আরো কিছুটা সময় কাটাক, দেখো ওরা ওকে ঠিক চাইবে।"

আন্দ্রেই ওর হাতে চাপ দিল। বলবার কীইবা আছে।

"ভেবো না আন্দ্রেই," সে ফিস ফিস করে বলল। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। "দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।" দিনা যেদিন থেকে আমাদের সমাজে এসেছে সেদিন থেকে আকাশে আর মেঘ নেই। আন্দ্রেই কল্পনা করে এরি মধ্যে সব কিছুই ঠিক হয়ে গেছে।

কিন্তু একদিন সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচ ওর কাছে এসে হাজির। "একটা জরুরি কথা আছে।" ও কথা বলতে শুরু করল যেন রোগীর কাছে খুব খারাপ একটা খবর ফাঁস করছে।

"হুস, বেশ, এখন···এ···আমি এটা কিভাবে বলব ক্রুগলভ? কথাটা হল, যে তোমার বউ মারাত্মক সুন্দরী।"

আন্দ্রেই লজ্জায় লাল হয় আর একটু হাসল।

"না হাসবার কিছু নেই। দেখো কুড়িটা পেটুক ব্যাটাছেলের ভীড় যেখানে সেখানে একটি সুন্দরী মেয়ে মানুষ থাকবে এত ভাল নয়। তুমি এটা নিজেই বুঝতে পারো। সে বেশ দিব্যি আমোদ আহলাদে আছে, তবে আমাদের কাজটার ক্ষতি হচ্ছে।"

"আপনি বলতে চান দিনা তার কাজ টাজ ভাল করে করছে না?"

হতাশার ভংগীতে সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচ হাত তুলে বললেন, "দিনার কাজ; সেদিকে আমার যথেষ্ট লক্ষ্য! সে ও কাজ ছেড়ে দিতে পারে কেন না সেটা আমার ব্যাপার। আমার দু'জন ফোরম্যান ওর ওপর

দারুণ চোট খেয়ে পড়েছে, যোগাড়ের কাজগুলো সময় মত শেষ হয় নি, পরিকল্পনার কাজকর্ম পিছিয়ে পড়ছে।"

আন্দ্রেই ঠিকমত বুঝল না।

"এইসব ছেলে-ছোকরারা তোমার মত, যারা একেবারে তাদের বউদের আঁচল ধরা!" সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচ রেগে উঠে বললেন। পরমুহূর্তেই উনি আবার নরম হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন, ক্ষমা চেয়ে নেন। "তুমি নিজেই জানো আমি দিনার একজন ভক্ত, কিন্তু সে এক চিজ। ও পুরুষদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আজ এর মাথা ঘোরাচ্ছে, কাল তার। আর ওইসব হাড় হাবাতে ছেলেছোকরার দল নেড়ে কুত্তারা, ব্যাটাদের লোম খাড়া হয়ে আছে। আর ফাঁক পেলেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের গলায় দাঁত বসিয়ে দেয়। স্লেপত্সভ আর কোসত্কো এক উৎপাদন সভায় ঝগড়া করে বসল। যত সব নোংরা গালিগালাজ এ ওকে দিল! আর এখন ওদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ। ফেদোতভ—আর সে কমিউনিস্ট একজন, কুত্তার বাচ্চা—ব্যাটাচ্ছেলে স্লেপত্সভের চোয়ালটাই থেঁতলে দিত যদি না কেউ ওকে টেনে নিত। গাভ্রিলেনকোটা সারারাত ধরে মদ গিলে বোকার মত কেঁদেছে।"

"সব দিনার জন্যে?"

"জিজ্ঞাসা করো ওকে। ভাবছ সে জানে না?"

"কিন্তু সে এর জন্যে কি করতে পারে?"

"সে তাই বলে; বেশ দেখা যাচ্ছে যে তুমি তার পায়ের নিচে চলে গেছ। বেশ, তুমি যদি পুরোমাত্রা চাও ভালো; সে ইচ্ছে করে এসব করে। দেমাক করে উসকে বেড়ায়। জ্যাক লনডন, ক্লোনডাইক, রক্ত আর আবেগ! ওইসব পার্টির হুল্লোড়—এসব আমারই দোষ, আমি ওইসব শুরু করি, আমিই ওকে প্রথম নেমন্তন্ন করেছিলাম, কিন্তু আমার ধারণা ছিল না যে ওর স্বভাবটা অত হালকা, ভেবেছিলাম বেচারী নতুন এসেছে ছেলেমানুষ একটু আমোদ করুক। কিন্তু শোনো, তিন জন ইঞ্জিনিয়ারের বউ সবে এখানে এসেছে। দিনা কি সেখানে তাদের বাড়ী আমন্ত্রিত হয়েছে? কোনো কাজেই নয়। সেই লোকগুলোর সংগেই ও সবচেয়ে বেশি হুল্লোড় করে বেড়ায়—সব কটাকে বাঁদর নাচ নাচায়। একজন তাদের ভেতর তো পাগল হয়ে গেছে। ওর বউ হিস্টিরিয়ায় ভুগছে। সে যত জঞ্জাল ঘেঁটে বেড়াচ্ছে, আর বলছে নিজের বুকে গুলি করে মেরে মরে যাবে। তাই দিনার কাছে আজ সব গেরস্থ বাড়ীর দরজা বন্ধ।"

আন্দ্রেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কথাটা সত্যি না হয়ে যায় না। বাস্তবিক, দিনা যে এইরকম ওর মনেও আবছা আবছা সন্দেহ ছিল।

"অমন গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে থেকো না। এখন পর্যন্ত মারাত্মক কিছু ঘটে নি। তুমি ব্যাপারটা এখনই বন্ধ করে দিতে পার। ওকে হাতের ভেতর

নিয়ে নাও। দেখিয়ে দাও কোনটা কি। চুলোয় যাক গে এসব পরিস্থিতির কথা ছিঃ। আমি মাঝখান থেকে নাক গলিয়েছি—হাদির কথা! আরে বাবা আমি চেষ্টা করছি লোকগুলোর কানে জ্ঞান দিতে ও ব্যাটারা চুলোচুলি করছে, শত্রু বানিয়ে···।"

আন্দ্রেই সারাটা সন্ধ্যা মনের দুঃখে পাগলের মত ঘুরে বেড়াল। সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচের সঙ্গে কথায় বার্তায় ওর মুখটা যেন তিক্ত স্বাদে ভরে উঠেছে, যেন ও কারো গলগ্রহ। ওর একমাত্র আশা যে দিনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বললে ওর মন ফিরবে।

কিন্তু কোনো কথাবার্তাই হল না।

দিনা খুব সংক্ষেপে ওর যুক্তির জবাব দিলে, "তা আমি কি করতে পারি বলো এ নিয়ে? ঠিক আছে, তাহলে ওরা আমার প্রেমে পড়ছে। তা প্রেমে পড়তে ওদের আমি নিষেধ করতে পারি? এখন এমন মেয়েছেলে নেই বেশি আর আমি ঠিক একজন ব্যতিক্রম নই। আমাদের সঙ্গে প্রথম দেখা হতে তুমিই আমার প্রেমে পড়েছিলে।"

মনে পড়ল সম্প্রতি ও বলেছিল যে পার্টিতে আর না হয় নাই যাবে। সে এখন ভাবল হয়ত এতে একটা ঠিকমত উপায় বের করা যাবে।

"আমি তালাচাবির ভেতর বসে থাকব যেহেতু ওরা বুনোর দল? না ধন্যবাদ, আন্দ্রেই। ও প্রশ্ন ওঠেই না। দেখতে পাচ্ছি এখানে আমায় কেউ চায় না। বোধহয় সবচেয়ে ভাল হয় যে আমি চলে যাই।" এই কথাটা মনে হতে, আন্দ্রেইয়ের সব প্রস্তাব যেন কে লুঠ করে নেয়।

বাইশ

এপিফানভ লিডার কাছে গিয়ে বলতে পারল না কোন লোকটির কাছে লিডা বাঁধা পড়েছে। কোলিয়া হয়ত কিছু একটা লজ্জাজনক কাজ করে ফেলেছে এরকম আঁচ করে, লিডা নিজে থেকে আর প্রশ্নটা নিয়ে খোঁচাল না। ওরা দুজনেই এমন একটা ব্যবহার করল যেন কোলিয়া প্লাত বলে কোন কালে কোন ব্যক্তি ছিলই না।

তানিয়া অবশ্য, কোলিয়ার অন্তর্ধানে খানিকটা ভড়কে গিয়েছিল। লিডাটাও চুপচাপ হয়ে গেছে। এপিফানভকে জোর করতে লাগল সত্যিটা বলাবার জন্যে।

"আমি ওকে বলব ঠিক কি হয়েছে," গল্পটা শুনে তানিয়া এটাই স্থির করল। "বলতে গেলে তোমরা কিস্সু জানো না। তুমি মনে করো ওর কাছে এটা সহজ হবে যদি লোকে জানে ও একজন পলাতকের প্রেমে পড়েছে?"

"কেউই জানে না যে ওর সঙ্গে ওর বিয়ের কথা।"

"আর তোমরাও জানো না তো। কিন্তু তোমাদের উচিত যখনই সময় পাবে একবার যাবে। ওর মনটা একটু খুশিতে রাখা দরকার।"

তাই এপিফানভ যখনই সময় পায় একবার গিয়ে ওকে একটু হাসিগল্পে মাতিয়ে দিয়ে আসে।

ঘরের ভেতর এখন তিনজন বয়স্ক লোক আর দুটি বাচ্চা। এক সময় এটা ওরই ঘর ছিল। চারদিকে বাক্সো-প্যাঁটরা আর ঝোড়াঝুড়ি আর কাঠের খাটিয়া। আইভান গাভ্রিলোভিচ শান্ত মানুষটি সারাদিন খাটুনির পর একটুখানি সময় যা থাকে, তখন বসে বসে তাঁর পরিবারের জন্য একটি ফ্ল্যাটের আবেদন করেন। আজ নয় কাল। এই এবার হয়ে যাবে। কিন্তু এখনও একটাও দেওয়া হয় নি ওনাকে।

"তোমার ভাগ্য ভাল হে; তোমার মাথার ওপর একটা ছাদ আছে," ওকে বলা হয়েছে। "আর ওইসব ছোকরারা এখানে আছে। ওদের রাত কাটাবার কোনো ঠাঁই নেই এখানে।"

তানিয়া অভিযোগ করল না তার স্বামীর কাছে ঘ্যান্ঘ্যানও করল না। ও শুরু করল তার নিজের কাজ—বিছানার ছারপোকা তাড়ানো, ব্যারাকে সব ঘরগুলোর তালার চাবি ঠিক করে দেওয়া আর কবে বিছানার খাটিয়াগুলোকে গরম জল দিয়ে ধোওয়া আর ঘরের ফাঁকে ফোকরে পোকা মারা ওষুধ ছিটানো। ও জিগির দিয়ে ব্যারাকে ব্যারাকে মেয়েদের বলে বেড়াতে লাগল যদি বাঁচতে চাও আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করো। হঠাৎ একেবারে বলা কওয়া নেই ও কুঠরীর ভেতর গিয়ে ঠেলে ঢুকে পড়ে, দেখে সব ঠিকঠাক আছে কি না, কোণ থেকে ময়লা জামাকাপড় টেনে বের করে। ও একটা লণ্ড্রি খুলে বসেছিল। কখন যে ওয়েনার আর গ্রানাতভের সংগে গিয়ে মোলাকাৎ করতে হবে, কথা বলতে হবে এ নিয়ে তার মাথা ব্যথা ছিল না। ও সোজা গিয়ে আমুর কুমীরকে হাত করে বসল তার দয়া প্রার্থী আর নির্ভয়ে যাকে খুশি ধমক ধামক দিতে লাগল যে তার হুকুম তামিল করবে না।

ওর স্বামীর ওপর ঠিক যেরকম তীব্র কণ্ঠে তম্বি করে সেইরকম ওদেরও চীৎকার করে বকে। কেউই তাকে কাজের ভার দেয় নি। ওর কাজটাও কোনো রুটিন বাঁধা আপিসিচাঁচের নয়। কিন্তু নির্মাণ চত্বরে সবাই এর মধ্যে জানতে পেরেছে আর এই ছোটখাটো মেয়েমানুষটিকে সম্মান করতে লেগেছে। তার সেই নীল চোখ আর সুন্দর চুল আর একটু কোমলভাবে বলতে গেলে তার সেই জোরালো চরিত্র। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, "ওরে ভালয় ভালয় শার্টটা বদলে ফেল। তানিয়া দেখে ফেলবে।" একমাত্র একজনকে সে একটু পাত্তা দেয়। সে হল সেমা আলতশ্চুলার। সে ওকে উৎসাহ দেয় আর তার সংগে তার সমস্ত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে।

ওর খুব কষ্ট হয়। আহা লিডার প্রেমিক সেই যুবকটি পালিয়ে গেছে। হাজার হোক সেই লিডাকে এখানে এনেছিল। দিন কয়েকের জন্যে সে ভাবতে থাকে কিভাবে খবরটা ওকে দেওয়া যায়। আর তারপর একদিন এক নিশ্বাসে ওকে বলে ফেলল। ঠিক এইভাবে, "ওকে ভুলে যাও লিডা। ও একটা জঞ্জাল। তোমার চোখের জলের উপযুক্ত নয়। তোমার প্রেম তোমার দুঃখের উপযুক্ত নয় ও।"

"আমার একটা উপসর্গ ছিল, যা ঘটেছে তাই নিয়ে," লিডা কষ্ট করে বলে। "তার কথা আর আমার কাছে বোলো না।"

সেদিন সন্ধ্যায় যখন সে শুটিং সার্কেল থেকে ফিরল সে বসে পড়ল আর একটা চিঠি লিখল।

"একদিন তুমি আমাকে পাতি বুর্জোয়া বলেছিলে," ও খুব তাড়াতাড়ি লিখলে, চোখের জল চেপে নিলে ঢোক গিলে, "কেননা আমি মাকে ছেড়ে এখানে আসতে পারি নি তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারিনি। এখন মনে হয় ঠিকই করেছিলুম, মা ছিলেন হয়ত পাতি বুর্জোয়া আর রক্ষণশীল। কিন্তু তবু সে আমার মা, সে আমায় ভালবাসত আর সে মরতে বসেছিল। আমি সেই কাজ করে তার মৃত্যু তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আনতে পারি নি।

"আর তুমি কি করলে? কার জন্যে তুমি তোমার মান সম্মান বিসর্জন দিলে? কোমসোমোল ছাড়লে? আমার মাকে নিয়ে ভয় ছিল, আমি অস্বীকার করি না, আর বোধ হয়, সেটা একটা দুর্বলতা, কিন্তু মা বারণ করলেও আমি কোমসোমোলে এসে যোগ দিলাম, আর আমি আমার কোমসোমোল ব্রত পালনে বরাবর সত্য পথে চলেছি যদি কোমসোমোল আমায় আদেশ দিত তবু এখানে আসতে, সেসময় আমি তা পালন করতুম। কিন্তু জঘন্য কাপুরুষের মত তুমি কোমসোমোলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করলে। তুমি ফেলে এসেছিলে যাকে সেই মাকে ছেড়ে যাওয়া নয়, তুমি নিজেকে বিকিয়ে দিলে তোমার সম্মান বিকিয়ে দিলে একটা উষ্ণ আশ্রয় আর সহজ জীবনের জন্যে। তোমার মত হতভাগ্য জীবের জন্যে কে মাথা ঘামায় এখন? ভেবো না আমি তোমার জন্যে এখানে এসেছি আর তোমার জন্যে চোখ ফাটিয়ে জল আনছি।" এই জায়গাটাও ফুঁপিয়ে উঠল আর আগের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি লিখল। "আমি এখানে এসেছি নতুন শহর গড়তে, আর তোমার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জলও নষ্ট করব না। আমি ব্যারাকে বসে তোমাকে এসব লিখছি, জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা ঢুকছে সিরসিরিয়ে আমার পা জমে যাচ্ছে। খুব সম্ভব আমারও মাড়িফোলা রোগ হবে, কিন্তু তবু এ জায়গা ছেড়ে আমি কখনও যাব না, আর আমি কখনও কাপুরুষ কি বিশ্বাসঘাতক হবো না। তোমাকে শুধু আমার ভাবনার কথা বলছি না। আমি শুধু তোমায় জানাই যে আমি তোমায় কতটা ঘেন্না করি আর আমাদের ভেতর যা কিছু ঘটেছে সব শেষ আর

আজ বলতে লজ্জা হয় যে আমি তোমায় একদিন ভালবেসেছিলুম আমি জানতুম না সেদিন যে তুমি কতটা শোচনীয়ভাবে হীন কাপুরুষ একটা।"

এই চিঠির সংগে সংগে তার পিছনে পড়ে রইল একটা অতীত। ওর চোখের জল শুকিয়ে গেল আর একটা নতুন দিনের উদয় হল।

লিডার বয়সে ভবিষ্যৎ বর্তমানের অংশ আর অধীরতায় শুধু উৎসাহ দ্বিগুণ হয়। লিডা একটা খেলার ক্লাব খোলার স্বপ্ন দেখে। একটা আদর্শ বন্দুক ছোঁড়ার সংগঠন। সে পরিশ্রম করে তার নিশানাদারদের তালিম দেয়। তোনিয়া ওকে যেসব গান শেখাল সে নতুন গানগুলো ও শেখে। আর তোনিয়াকে নিয়ে একটা গানের দল বাঁধে, খুব তাড়াতাড়ি আর সহজ ভাবেই ও কোমসোমলদের বন্ধু হয়ে যায়। শুধুমাত্র জীবনে একটি জিনিসের অভাব ওর ছিল। তা হল প্রেম। সে ওর মনকে বলে, না না আর ভাল বাসতে চায় না ও, প্রেমে পড়বে না, আর কারো সংগে ফষ্টিনষ্টি না করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে, সেমার উপদেশ ও মনে করে রেখেছে, ফষ্টিনষ্টি বুর্জোয়াদের রেওয়াজ। কিন্তু এপিফানভের সংগে থাকলেই ওর নিজেকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। "তাই ও আমাদের বাড়ীতে দেখতে আসে," নিজেকে সান্ত্বনা দেয় ও। "আর কাজের চেয়ে বাড়ীতে ফষ্টিনষ্টি না করে থাকাটা যে আরো কঠিন।"

এপিফানভ ওদের সংগে রোজ দেখা করতে আসে। ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ করছিল, আর অবসর সময়ে ট্রাক চালাতে শিখছিল। তবু কোনো রকমে সময় করে ও একবার লিডার সংগে দেখা করতে আসত।

"আমি ঠিক এক মিনিটের জন্যে এসেছি", ঘরে ঢুকেই ও সব সময় বলত, কিন্তু যতক্ষণ না তোনিয়া ওকে ছাড়ত ও থাকত।

একটা ঝুড়ি-টুড়ি টেনে নিয়ে ও বসে যেত, ওর টুপিটা নিয়ে খেলত, মেঝেতে পা ঘসত। একটা করে দিন যেত আর, লিডার সংগে কথা বলা যেন আরো শক্ত হয়ে পড়ত। বাচ্চারা তখন ওর সহায় হত। ওরা ওকে খুব পছন্দ করত। গভীর সমুদ্রে ডুবুরির যত সব গল্প বলত ওদের আর যখন গল্পগুলো বেশ জমত আর আজগুবি শোনাত লিডা খুকখুক করে হাসি চাপত আর চোখ মটকে সাবধান করে দিত, কিন্তু একটুখানি লাল হয়ে

এপিফানভ বলত, "কোনো কথায় কান দিও না। আরে বাবা তোমাকে নয় আমি এ বলছি বাচ্চাদের।"

আবহাওয়াটা ভাল থাকলে ও সাহস করে লিডাকে ওর সংগে একটু বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানাত। ও সংগে সংগে রাজী হয়ে যেত, কিন্তু এপিফানভের দ্বিধা আর লজ্জায় ওর ভারী মজা লাগত। সে সব সময় অনুমান করত ওর ইচ্ছেটা বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকে কিন্তু কখনই ওকে সাহায্য

করত না। শুধু সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট সত্তিটার বিরোধাভাস এনে বলত, "মাগো আজ কি ঠাণ্ডা! দারুণ বিচ্ছিরি আবহাওয়া!" আর সংগে সংগে সে আবহাওয়ার পক্ষে রায় দিত আর লিডা আবার বলত, "তাহলে তুমি আমাদের বেড়াতে যেতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছ না কেন?" সে আর তানিয়া আর আইভান গাভ্রিলোভিচসম্বন্ধে এ আমন্ত্রণটা নিতান্ত ইচ্ছাকৃত একটা দুষ্টুমি।

"কেন ওকে জ্বালাচ্ছ বলো দিকিনি? বদমাইস কোথাকার?" তানিয়া ধমক লাগায়।

"দেখছ না ও জ্বালাতনটা বেশ উভোগ করে?" লিডা প্রতিবাদ জানায়।

একটু একটু করে ওরা কাছে আসে। পরস্পরকে মনের কথা জানায়। আর যদি কোনো কারণে এপিফানভ না আসতে পারত তাহলে লিডা ছটফট করত আর বুঝত না কেমন করে সন্ধ্যেটা কাটাবে। তবু এখনও দুজনের মধ্যে একটিও প্রেমের কথা বলাবলি হয় নি।

এমনি করে তিনমাস কেটে গেল। এর ভেতর আইভান গাভ্রিলোভিচকে একটি নতুন ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে, সুটিং ক্লাবের তালিকাভুক্ত প্রথম দলটি তাদের শিক্ষার প্রথম পাঠসূচী শেষ করেছে। লিডা চার-চারটে বিয়ের প্রস্তাব ফেরত দিয়েছে। আর এপিফানভ ট্রাক চালকের লাইসেন্স পেয়েছে। তিন তিনবার খাবারোভস্কে গেছে আর ফেরত এসেছে। প্রত্যেক অভিযানে ও হিংসার জ্বালায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ভাবতে ভাবতে, কেন না লিডা খোলাখুলি জানিয়েছে ওকে কত মনের মত ছেলে যে চাপাচাপি করছে। ঝড় আর তুষার-পাতের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে ওর এমন একটা জোর আসছিল ভেতর থেকে যে আপন মনে ও প্রেমের সংলাপ বলতে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে ও লিডার শয়তানি দৃষ্টি ওর ওপর নিবদ্ধ কল্পনা করেছে ও সব কিছু ভুলে গিয়ে ওর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে লিডা কিছুতেই ওর মত একটা বাউণ্ডুলেকে ভালবাসতে পারে না। লিডার বা ওর আগ্রহ নেই এমন কতকগুলো বিষয় নিয়ে ও মাথা খোঁড়ে এধার ওধার ঘুরে বেড়ায়—এ সবই তার প্রেমের ঘোষণার মুহূর্তটিকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য। ও যখন অনুভব করল যে এই উত্তেজনাটা ও কিছুতেই আর সহ্য করতে পারবে না তখন ও ছুটে গেল আর এক গেলাস অবাঞ্ছিত ভদ্‌গা চক চক করে গিলে ফেলল। একটুও উপভোগ্য নয়। শুধু একটা প্রতিকার। তার পর ফিরে এসে চুপ করে বসে থাকা ও মুখটা ঘুরিয়ে নেওয়া যাতে লিডা তার নিশ্বাসের তিলমাত্র টের না পায়।

তানিয়া অবাক হয়ে কাঁধ ঝাঁকুনি দেয় কিন্তু এর ভেতর মাথা গলাতে সাহস পায় না।

এই দুজনের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়। আন্দ্রোনিকভের আরো কত যে কাজ! কিন্তু একদিন এসে হাজির। দেখল ওদের দুজনকে। ভাবল বেশ ভালই সব চলছে।

তৃতীয় মাসের শেষের দিকে তিনি তানিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন কেমন আছে ওরা। তানিয়া কিছু মনে করল না। সরাসরি নারাজ হয়ে বলল, "আরে এপিফানভটা একটা কচি খোকা, অপদার্থ, আর অন্যকে দোষ দিয়েও কি করবে, ওর নিজেরই দোষ, তা না হলে কি করে ওর নাকের উপর দিয়ে বেমালুম আর একজন লিডাকে টেনে নিয়ে যায়।"

আন্দ্রোনিকভ এপিফানভকে ওর আপিসে ডেকে পাঠায়, "তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাও?"

"নিশ্চয়ই।"

"তুমি ওকে ভালবাসো?"

একটি দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে এপিফানভের উত্তরটা বেরিয়ে আসে।

"মু মু। শুনলাম তুমি ওকে কেবলই ঘোরাচ্ছ আর ওকে বিয়ে করবার ইচ্ছে তোমার নেই। এটা ঠিক নয়।"

"আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই?"

"দেখো, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ফেলে ঘাস বিচালি করছ ঠিকই কিন্তু এক ইঞ্চিও সামনে কি পিছনে চলছ না। এটা অবশ্য আমার দেখবার কথা নয়, কিন্তু মেয়েটার পক্ষে সহ্য করা কঠিন।"

একটু বেলা করে আন্দ্রোনিকভ লিডার কাজের জায়গায় গেল আর ওকে বারান্দায় ডেকে পাঠাল।

"কমরেড গাভ্রিলোভা তোমার কাছে একটা আনুকুল্য চাইতে এসেছি," উনি বেশ শান্তভাবে বললেন, "তুমি ভারী লক্ষ্মী মেয়ে তার খুব সুন্দর নিশানাদার; তুমিই এটা করতে পারবে। তুমি কি জান এপিফানভ আজকাল মদ-টদ খাচ্ছে?"

"কই না!" সে দুঃখে কেঁদে ফেলল। ব্যাপারটা হল একদিন তার মনে হয়েছিল—

"দেখো, আমি তোমাকে এটাই করতে বলছি। মদের নেশায় সে তার মনের কষ্টকে ডুবিয়ে দিতে চাইছে। ব্যাপারটা বুঝলে?"

"মনে হয় বুঝতে পারছি।"

"সংক্ষেপে বলছি, তুমি ওকে বিয়ে করছ না কেন? ভয় পেও না, ও ঠিক মাতাল নয়। মদ খাওয়ার অভ্যেস ওর নেই আর ভবিষ্যতেও তা করবে না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, শোনো। তবে হতে পারে তুমি ওকে ভালবাসো না?"

লিডা প্রশ্নটার জবাব দেয় না। শুধু ওর দুষ্টুমি ভরা চোখ দুটো নিচু করে।

"একটু ভাবো। বিয়ে করা না করা সেটা তোমার ব্যাপার সে ক্ষেত্রে আমার কোন কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু ওর এই মদ খাওয়াটা আমাদের

বন্ধ করতে হবেই আর এ জন্য আমি তোমাকে অনেকটা নির্ভরযোগ্য মনে করি।"

এক হপ্তার মধ্যে ওদের বিয়ে হয়ে গেল আর বিয়েতে আন্দ্রোনিকভের নেমন্তন্ন হল।

তেইশ

যদিও পারামোনভ জেরার সময় স্বীকার করল যে, ওয়েনার, গ্রানাতভ আর মরোজভকেও হত্যা করে এই পরিকল্পনাটাকে নেতৃত্বহীন কাজের সুযোগ করে দেওয়া, এটাই ছিল তার মতলব, ওয়েনার সমানে নিজের কাছে প্রশ্ন করে চলল, "আমি সেই হত্যার শিকার হলাম না কেন?" তবু পারামোনভ জোরের সংগে হলপ করে বলতে চায় যে তার সংগে কারো সম্পর্ক নেই। ব্যাখ্যা করে বোঝাল তার অপরাধমূলক অভিপ্রায়টার প্রেরণা হল একটা বাসনা। যে জমিটা একদিন তার ছিল সেখানে এই নয়া শহরের নির্মাণকার্য বন্ধ করা।

"ও মিথ্যে কথা বলছে," আন্দ্রোনিকভ বলে উঠলেন, "জেরার সময় একটা মাত্র সত্যি কথা ও বলেছে, সেটা হল নেতাদের মারবার মতলব।"

ওয়েনার উপলব্ধি করল যে আততায়ী আশা করতে পারত না যে, তিনটি এমন কি দুটি হত্যা, তাই সে একবার আসল লোকটিকে সরিয়ে রেহাই পেতে চেয়েছে। এ উপলব্ধি সত্যি বেদনাদায়ক, কিন্তু অনেক জিনিসকে এখন একটা নতুন আলোয় দেখবার সাহায্য করে।

এই দিক থেকে ও যা করেছে তার অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করে উনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে একটা চিঠি লিখলেন। এই চিঠিকে কেন্দ্র করেই গ্রানাতভের সংগে তাঁর প্রথম গুরুতর ঝগড়া বাঁধল। অবশেষে ওয়েনার দেখলেন যে গ্রানাতভ পাগলের মত যে প্রচণ্ড গতিতে কাজের চাপ সৃষ্টি করেছে তাতে অনেক ক্ষতি হয়েছে, প্রকল্পটির সুশৃংখল উন্নয়নের রাস্তাটি বিফল হয়ে গেছে, আর ওয়েনার নিজেও এর দ্বারা বিপথ চালিত হয়েছেন। যাই হোক বেশির ভাগ দোষ তিনি নিজের ঘাড়েই নিচ্ছেন, হাজার হোক গ্রানাতভ আরো ছেলেমানুষ। পাগলাটে, একেবারে একরোখা উৎসাহী। ওকে চালনা করার জন্য দরকার একটা শক্ত হাত। ওর সংগে ওয়েনার কিভাবে ঝড়ের মত উড়ে যাবেন?

উনি বিশ্বাস করলেন যে গ্রানাতভের বাস্তব কর্মক্ষমতা ওরা যে গুরুতর পরিস্থিতির মুখোমুখি তার সংগে মানিয়ে চলার পক্ষে যথেষ্ট নয়; তার হাত থেকে ওয়েনার সরবরাহের ব্যবস্থাটা নিয়ে নিলেন নিজের হাতে আর সমস্ত নির্মাণকার্যের পরিদর্শনের ভার দিলেন গ্রানাতভকে যেগুলো শীতের জন্য

বাতিল করে দেওয়া হয় নি এর ভেতর রইল বাড়ী তৈরির কাজ। গ্রানাতভ কাজের মধ্যে নিয়ে এল এক বিপুল উৎসাহ আর সক্ষমতা, "আমি শুধু এইটুকু বুঝেছিলুম যে আমি আগে ভুল কাজ করছিলুম", ও অপরাধীর মত এটা স্বীকার করল। ওয়েনারের ইচ্ছে হচ্ছিল বলে, কিন্তু চেপে গেল ইচ্ছেটা। "হ্যাঁ ভুলের মাশুল কুড়োতে হল আমাদের ভালভাবেই।" ওঁর এটা বলার কি অধিকার আছে? গ্রানাতভের আগে ওঁরই এটা দেখার কথা।

শীতের মাঝামাঝি সরবরাহের অভাব নির্মাণ ক্ষেত্রের চারদিকে জীবনের প্রতিটি দিক বিকল করে ফেলছিল। যানবাহন চলাচল অপ্রচুর। এতে যন্ত্রপাতি গৃহনির্মাণ-উপকরণ বয়ে আনা একেবারে দুরূহ হয়ে দাঁড়াল। শুধু ট্রাকের সারি। এই তাদের একমাত্র সম্বল। এই দিয়ে চলছিল বসতিতে আসল খাবার দাবার আনা নেওয়ার কাজ।

ওদিকে কাঠ ইঁট আর সিমেণ্টের ঘাটতি। এদের ভেতর কাঠের অভাবটাই সবচেয়ে তীব্র। যদিও বসতিটা জংগলের একেবারে ভেতরটায়। তবু কাঠের অভাব। করাতকল কাজ করে চলেছে কোনোরকমে প্রাণপণে। তবু জ্বালানির জন্যে আজ কাঠের বড় অভাব; আশপাশে যত গাছ বাকী ছিল কোমসোমোলরা সব কেটে ফেলে দিল। বাড়ীর জন্যে যেসব কাঠ ব্যবহার করা যেত আশপাশে তা কোথাও চোখে পড়ে না; এ ধরনের কাঠ একমাত্র পাওয়া যেত আমুর নদীর ওপারে, এখান থেকে উজান বেয়ে গেলে আট কিলোমিটার। পরিস্থিতিটা রক্ষা করার জন্য, বেশ কিছু কাঠ সঞ্চয় করে রাখার জন্যে, যাতে বসন্তে ঘরবাড়ী তৈরির কাজটা বেশ ব্যাপকভাবে চালান যায়, এখনই গাছ কাটার জন্যে সর্বতোরকমের চেষ্টা চালানো দরকার। আর বসন্তের ঝড় ঝাপটার আগেই সেগুলোকে নির্মাণক্ষেত্রে বহে এনে ফেলা দরকার। কাঠের সমস্যা হল ১নং সমস্যা। ওয়েনার হৃদয়ংগম করলেন যে আবার একবার সব আশা ভরসা হল কোমসোমোলদের সেই বীরত্ব।

তিনি ক্রুগলভকে ডেকে পাঠালেন। ওর সংগে বসে অনেক ক্ষণ ধরে নানা রাস্তা আর উপায় নিয়ে আলোচনা করলেন। ওঁরা কোমসোমোল কমিটির সংগে পরামর্শ করলেন। ফল হল যে কোমসোমোল কাষ্ঠ-অভিযান ঘোষিত হল। যার অংশগ্রহণ সমস্ত কোমসোমোলের একটা সম্মানীয় কর্তব্য।

"আমরা এটা সেরে ফেলব। আমরা আপনাকে নিরাশ করব না।" যুবকরা উত্তর দিল।

সমস্ত কাজের দলগুলো গাছ ফেলতে শুরু করল। প্রথম প্রথম পরস্পরের ভেতর একটা প্রতিযোগিতা নিয়ে চুক্তি করার খেলায় মেতে উঠল।

দক্ষিণ তীরে একটা উপবসতি শিবির দেখা দিল। ওখানে শ্রমিকরা থাকত নিচু অন্ধকার ব্যারাকে—ছাউনিগুলো সাময়িক ভাবে উঠেছিল। এর

একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ওদের মাথায় একটু ছাদ বানিয়ে দেওয়া। ওরা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজ করত। কাজের শেষে করাতে ধার দিত রাত্রে। এতে খানিকটা সময় বাঁচত।

সংগঠনের দিকটায় আন্দ্রেই কুগলভ ভার নিয়েছিল। আর উপবসতি শিবিরে অনেকবার আনাগোনা করেছে, কিন্তু ওদের সংগে যোগ দেবার জন্যে ও মন স্থির করতে পারে নি। প্রতিদিন ও মনে মনে বলত যে এই মুহূর্তে কাঠ হল সবচেয়ে দরকারী জিনিস। এই উপশিবিরেই আজ কোমসোমোল শক্তি সংঘবদ্ধ হয়েছে আর তাই তারও সেই ক্ষেত্রে গিয়ে হাজির হওয়া উচিত। কিন্তু বাড়ী আসতে না আসতেই দিনার প্রেম ওকে নেশায় জড়িয়ে ধরত, ওর সব ইচ্ছেকে দুর্বল করে দিত, আর ওর কর্তব্যবোধটাকে ভোঁতা করে দিত। এখন আর প্রেম বিশুদ্ধ আনন্দ নয়। ও মনে মনে সংগ্রাম করত, কষ্ট পেত, কখনও মনকে বাধা দিত, কখনও ক্লান্ত হয়ে হেরে যেত, কখনও কখনও ঘুম ভেংগে ও জেগে উঠত মাঝ রাতে, আবার তার পুরোনো আত্মাটাকে রক্ষা করতে চাইত, শুধু দেখতে চাইত তার এই পুরানো সত্তাটা আগেকার চাইতে আজ অনেক খারাপ একটা পীড়নের চাপে জর্জরিত। দিনা আগেকার মতই নরম, ওকে যে এখন আর ভালবাসে এরকম কোনো লক্ষণই তার আচরণে প্রকাশ পেত না, ওকে প্রাণ ঢেলে আদর করত, আর ততই ও বুঝত ভালভাবে, যে সে তার মনকে হৃদয়কে তার রূপ আর জৌলুষ দিয়ে বিষিয়ে তুলছে। প্রচণ্ডভাবে। যত প্রবল সংরাগে ওকে ভালবাসত আন্দ্রেই। মাঝে মাঝে ওর কাছ থেকে দূরে থাকলে ও নিজে নিজে প্রশ্ন করত, "আমার যে কী হয়েছে? অনেক কমিউনিস্টই নির্দলীয় বউ নিয়ে ঘর করছে। আমি এটা এত অসম্ভব ভাবছি কেন?" ও নিজেই এর উত্তর দিত, "ও আমার বন্ধু নয়। ও আমাকে ওর বিষে ভরে দিয়েছে। ক্ষুধার্ত অশান্ত মন নিয়ে আমি ওর কাছে যাই আর ভাংগা শূন্য হৃদয়ে ফিরে আসি। একমাত্র জিনিস ও চায় সেটা হল আরাম—ওর মধ্যে কোনো ভাবনা নেই, কোনো কৌতূহল নেই, কোনো দায়িত্ববোধ নেই।"

কোমসোমোল কমিটির একটা সভায়, সেখানে উপবসতি শিবিরের কাজ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, কাতিয়া স্তাভরোভা ওকে মুখের ওপর খামকা জিজ্ঞাসা করে বসল, "কি আন্দ্রেই ওখানে তুমি আমাদের সংগে আসছ না যে?"

ও সংগে সংগে জবাব দিতে পারে না। কমিটির অন্যসব সদস্য একটু বিব্রত হয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। আন্দ্রেই উপলব্ধি করে যে এখন সেই মুহূর্ত এসেছে। এখন সকলের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে তার উত্তর ওকে দিতে হবে—তার চরিত্রের প্রশ্ন, ইচ্ছাশক্তি, তার কর্তব্যবোধের প্রশ্ন, তরুণদের নেতা আর কমিউনিস্ট হবার যোগ্যতা আছে কিনা সেই প্রশ্নের জবাব—আজ ওকে দিতে হবে।

"নিশ্চয় আমি যাব বৈকি," ও জোর করে বলল। "আমি প্রস্তাব করছি আমার নেতৃত্বে সেরা কোমসোমোলদের একটা দল তৈরী হোক, এই দল সবার কাছে একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরবে, যেটা হবে রাজনৈতিক শিক্ষাগত কর্মের একটা কেন্দ্র।"

ও ওর প্রস্তাবটাকে আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে। আর ও যখন কথা বলছিল ও লক্ষ্য করছিল ওর বন্ধুদের মুখের ওপর একটা স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। ওর মনটা স্পর্শকাতর হয়। সত্যি ওরা ওকে ভালবাসত। ওরা ওকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিল।

ওদিনই সন্ধ্যায় ও দিনার কাছে খবরটা ফাঁস করে। ও হতাশ হল। কিন্তু আন্দ্রেইয়ের মনে হল যে সে শীঘ্রই চিন্তাটার সংগে খাপ খাইয়ে নিল। সে প্রতিজ্ঞা করল মোটেই সে একা হয়ে যাবে না। একা হবে না? আন্দ্রেই শুধু এই বিষয়ে খুব বেশি আশ্বস্ত হল সে একা হলে বিপদটা কম।

মনটা মুষড়ে গেল ও যাবার আগে। তার কর্তব্য, অবশ্য তাকে ভাববার সময় খুব অল্পই দিলে। তার দলের কাজ গড়ে তুলতে হবে, অন্য অন্য দলে তার কিছু সেরা সেরা কোমসোমলকে কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। সন্ধ্যার আমোদ প্রমোদের প্ল্যান তৈরি করা, সোচ্চারে খবর কাগজ পড়ার ব্যবস্থা, রোজকার যোগান কি হবে না হবে ঠিক করা, আর দলে দলে প্রতিযোগিতার খতিয়ান করা। তার সংগে তাকে নিজেকে শিখতে হবে কাজ যাতে অন্য সব কাঠুরেদের পিছনে সে না পড়ে যায়। যুবকরা ওকে যেভাবে অভিনন্দিত করল তাতে ও ছেলেমানুষের মত খুশি হল। ওদের অনেকদিনের বন্ধুর মত ওরা অভ্যর্থনা করল। ওরা দিনার কথা তাকে ভুলিয়ে দিল। ও সুখী হল ওরা ওর সংগে ওদের আপনার জনের মত ব্যবহার করল। ওর পদমর্যাদার কথাটা ভুলে গেল। প্রায়ই ওকে নিজেদের ভেতর রেওয়াজ যেমন ছিল সেভাবেই "ছোকরা" অথবা "বুড়ো" বলে ডাকতে শুরু করল। ও নিজেকে নিয়ে সুখী হল। আনন্দ পেল।

প্রথম রাতে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঠাণ্ডা অন্ধকার তার কাঠের খাটিয়ার ওপর শুয়েছিল, অন্য ছেলেগুলোর নাক ডাকার শব্দ শুনছিল, ওর মনে দারুণ এক আকাঙ্ক্ষার উদ্বেগের কাঁপুনি ওকে ব্যথায় জর্জরিত করে তুলছিল ও চীৎকার গর্জন করে কম্বল কামড়াতে চাইছিল আর দেওয়ালে মাথা ঠুকে চেঁচিয়ে বলতে চাইছিল দিনা! দিনা! তুমি এখন কী করছ দিনা? সে জানত যে তার দিলখোলা আদর যত্ন সত্ত্বেও তার ওপর তার বিশ্বাস নেই। তার সৌন্দর্য আর শান্ত অহমিকার ভেতর এমন একটা কিছু ছিল যাকে সে ভয় পেত।

"আমি অবশ্যই এর অবসান ঘটাব। ভেংগে বেরিয়ে আসব। কি? দিনার কাছ থেকে বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসব? না, না! ওর সংগে একটা বোঝাপড়া করে ফেলতে হবে, ওকে শুধরে দিতে হবে, প্রভাবিত করতে হবে;

কিন্তু কেমন করে? কি করে আমি ওকে প্রভাবিত করব যখন আমি নিজেই তার হাতে মোমের মতন?"

শেষ পর্যন্ত দৈহিক ক্লান্তিতে ভালই হল। সে ঘুমিয়ে পড়ল। আর পরদিন সকালে আর ভাববার সময় নেই। তবু, ও যখন ওর দল পরিচালনা করে বনের ভেতর যেত, ওরা যখন গান গাইতে গাইতে যেত, সবাইকে যখন তার কাজ ও বুঝিয়ে দিত, ওর মনের তলায় সেই ভয়াবহ সিদ্ধান্তটার বিষয়ে একটা চেতনা কাজ করে যেত, এই অসহ্য বোঝা থেকে তার মুক্তি পেতে হবে।

হিমার্ত অরণ্যে নীরবতা বিরাজ করত। নিশ্চল গাছগুলো বরফাচ্ছাদিত হয়ে দাঁড়িয়ে। পাখীর নখ তারকার ছাঁদে দাগ দিয়ে গেছে বরফের মসৃণ গালিচায়; এবার এল জমাট গাছের গুঁড়িগুলোর ওপর প্রথম কুঠারাঘাত! আর সেই গহন স্তব্ধতাকে প্রতিধ্বনিত করে তুলল। অচিরে এই নীরবতার পিছন পিছন এল আর অসংখ্য শব্দ। চারদিক থেকে ভেসে আসা মেহনতের শব্দ। সেই হিম জমাট বাতাসে যে শব্দগুলি একক আর যেন যুদ্ধের জেহাদ ঘোষণা করে দেয়। আন্দ্রেই থামে। এক মুহূর্ত। কান পেতে শোনে। আর বাহবা দেয়। সংগে সংগে প্রথম গাছটায় ওর কুঠার ডুবে যায়। কামড়ে বসে। শারীরিক আয়াস নতুন করে ফিরে আসে। ওর শক্তি ক্ষয় করে না। ও আবার ওর কুঠার দুলিয়ে দেয় আর আপন মনে বলে, "দুঃখ করো না সব ঠিক হয়ে যাবে।" তৃতীয়বার ও ঘুরিয়ে নেয় আর বলে, "আমি এখন কত সুখী, তাকে না পেলেও সুখী, আমার বয়স কমে গেছে, গায়ে জোর এসেছে, মানুষ আমাকে চাইছে।" এরপর থেকে সে কাজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিল। কয়েক মাস ধরে ও কায়িক শ্রম করে নি, আর সে অনুভব করল ওর শরীরটা বেশ আরামপ্রিয় হয়ে গেছে, আর এজনাই ওর মাড়িফোলা রোগ হয়েছে, আর তাই প্রেস তাকে নেশায় আচ্ছন্ন করেছে। ওর ভাবতে ভাল লাগল এখন সব তার সেরে গেছে, ওর কৌশলপূর্ণ চলাফেরার ভংগীটা এখন নিজেরই ভাল লাগল, আর সচেতন হল যে ওর ক্ষমতা একটুও নষ্ট হয় নি।

সন্ধ্যাবেলায় আবার সেই সংশয় আর ঈর্ষা এসে ওকে আক্রমণ করে। তবে সংগে সংগে সে ঘুমিয়ে পড়ল আর প্রতি দিন তার নির্জনতা আর দুঃখের আক্রমণ আরো ক্ষণস্থায়ী আরো কম তীব্র হতে থাকে। এতে ও নিজেই অবাক হয়ে যায় কিন্তু অবিশ্রাম এই কাজের চাপ নিঃসন্দেহে ওর শারীরিক ও নৈতিক শক্তিকে বাড়িয়ে দিল।

কাতিয়া স্তাভরোভাই উপবসতি শিবিরে একমাত্র মেয়ে। ও আন্দ্রেইয়ের দলের সংগে এসেছিল। আর কোনো মেয়েকে ছেলেদের সংগে যেতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু কাতিয়াকে বারণ করা হয় নি। কিন্তু যখন আন্দ্রেই কায়িক পরিশ্রমের কথা বলল তখন তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল আর সে বলল,

"পারামোনভের সঙ্গে লড়বার তাকত যদি আমার থাকে তাহলে গাছ কোপাবার শক্তিও আমার অবশ্য আছে।"

ওকে অবশ্য গাছ কাটবার জন্যে ডাকা হল না; ওকে শিবিরের রাঁধুনি করা হল আর তাছাড়া, সন্ধ্যাবেলার আমোদ প্রমোদের ভারটা নিল সে, আর এতে আন্দ্রেই বেশ সন্তুষ্ট হল। কিছুতেই যেন ওর প্রবল উদ্যম ঝিমিয়ে পড়ে না, সবাই ওকে ভালবাসে, ওকে সম্মান করে, আনুগত্য স্বীকার করে। যদি কোন ছেলে ওর কাছে একটু স্বাধীনতা নিতে আসত তাহলে তার শক্ত হাতের ঝুঁকি নিতে হত নয়ত সবার সামনে বোকাবনে যাওয়া। নয়ত সে ছেলেদের বেশ যত্ন আত্যি করত, আর সব সময় সদয় ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার করত।

উপবসতি শিবিরে আন্দ্রেই ওর সঙ্গে যেন বন্ধুর মত ব্যবহার করে। সে তার শান্ত সৎ স্বভাবটাকেও হিংসে করে আর তার ওই স্বাধীনতাবোধ। ভালিয়া বাড়ীতেই থাকত। ওখানে নতুন বাড়ীগুলোতে পলেস্তারা লাগাতে ও ব্যস্ত। আর আন্দ্রেই সন্দেহ করল যে জংগলে আসবার জন্যে কাতিয়ার একটা পীড়াপীড়ির মূল কারণ হল যে সে তার স্বাধীনতাটা তার স্বামীর কাছে দেখাতে চায়। আন্দ্রেইয়ের ওপর তার একটা উৎসাহব্যঞ্জক প্রভাব ছিল, তার সমস্ত সমস্যাকে ও সহজ করে দিত। সে বুঝত সে কি করতে চায়।

"ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, নিজেকে সরিয়ে নাও," একদিন ওকে ও বলল। "যদি ভালবাসা তোমার এই দশা করে ফেলে তাহলে তো মরে যাওয়াই ভাল।"

ও এটা নিয়ে ভাবল। অবশ্যই সে আর জানে না আর তাই এরকম একটা প্রেম যে কী হতে পারে তা একেবারেই বুঝল না। আর তবুও কে জানত? সে আর ভালিয়া পরস্পরকে খুব ভালবাসে। কিন্তু সে তো জানত না প্রেম তোমাকে কী জ্বালান জ্বালাচ্ছে, তোমাকে কুরে কুরে খেয়ে তছনছ করে দিচ্ছে। তাই সে ভাবল যে ওরকম একটা প্রেম ব্যাধি ছাড়া আর কি? যদি তাই হয়, তবে ও অসুস্থ। খুবই অসুস্থ।

যত ব্যস্তই সে থাক, দিনা ওর পাশে পাশে। অলক্ষ্যে। সে ওর কথা অনবরতই ভাবে। নানা দিক থেকে। কিন্তু কখনও ওর কামনা থেকে মুক্তি পায় না। আশা করে থাকে তার কাছে ও ফিরে যাবে। এখানে এই জংগলে, অবশ্য ওকে ও দেখতে পায় আরো খুঁটিয়ে, ওর অনুভূতিগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারে। তার প্রেম থেকে এতে ও মুক্তি পায় না। কিন্তু মুক্তির বুঝি এই শুরু।

যত দিন যেতে লাগল ও একটু ভাল বোধ করল। তার দল সবাইকে ফেলে এগিয়ে আছে। কিন্তু প্রতিদিন নেতৃত্ব রক্ষা করা যেন আরো কঠিন হয়ে পড়ছে, কারণ আরো অনেক ভাল ভাল দল রয়েছে আর সবাই চাইছে প্রথম

হতে। তৃতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে প্রতিযোগিতার উত্তেজনা তুঙ্গে পেঁছায়। পেতিয়া গলুবেনকোর দল আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে দৌড় লাগায় আর তাকে হুমকি দেয় যে সেই এগিয়ে যাবে।

"ওরে ডাকাত পারিস আমাদের মেরে বেরিয়ে যা," ক্রুগলভ বকল যেন একটা ইস্কুলের ছেলের মত উত্তেজিত হয়ে দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছে। "এবার তোমার সুবর্ণ সুযোগ!"

সপ্তাহের শেষ দিনটায় ক্রুগলভের দলটা অভূতপূর্ব একটা গতিতে কাজ করে। প্রবল শীতেও সবাইকার দেহে ঘাম। আন্দ্রেই এক মিনিটের জন্যেও করাত নামায় না। আর কাজ করতে দলের সাথী ভাইদের ডেকে বলে, 'চলো আরো জোরে, বন্ধুৎ আচ্ছা!'

বেশিদূরে নয় গলুবেনকোর ছেলেরা কাজ করছিল; কিন্তু গাছের আড়ালে ওদের দৃশ্যটা কাটা পড়েছে। সেদিক থেকে শব্দ আসছিল শুনে বোঝা যায় বেশ আন্দ্রেইয়ের ছোকরাদের মতই ওর জব্বর কাজ করছে। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় প্রতিযোগী ছেলের দল চোখ মটকে নানা রকম মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়। আর জবাব দেয় যখন ওদের জিজ্ঞাসা করা হয় কি রকম কাজ চলছে, "ওঃ খুব জোর চালিয়েছি। তোমাদের খবর কি?" আন্দ্রেইয়ের দল খাবার পর অভ্যস্ত নিয়মে ধূমপান টান ছেড়ে দিয়েছে। আবার কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাবার তাড়া। আর পেঁছেই দেখল গলুবেনকোর ছেলেরা ইতিমধ্যেই কাজ জুড়ে দিয়েছে।

আন্দ্রেইয়ের মনে আর কোনো ভ্রান্তি নেই। ও কিছুই ভোলে নি। দিনাকে ওর সব সময় মনে পড়ে আর এখনও সে ওকে কিছু কম ভালবাসে না। কিন্তু মনে জোর পায় ও আর ওর মন এখন পরিষ্কার। করাতের ছন্দে ছন্দে ও ওর ভাবনাকে দমন করে, আপন মনে বলে চলে, "ভুল হয়েছে? —আমরা তা সংশোধন করে নোবো। সে আপত্তি করবে?—তা করুক সে। বেদনাদায়ক? এতে আমি মরে যাব না। আমি একজন কমিউনিস্ট— কারো ক্রীতদাস নই!"

কাতিয়া একটুকরো লোহার পাতের ওপর আঘাত করে। গাছের ওপর থেকে ঝুলছিল। লাঠির আঘাতে টং করে শব্দ হল। সান্ধ্যভোজের ডাক পড়ল। আজ কাজের দিন শেষ হল।

"পেতিয়া কাম বন্দ! সময় হয়ে গেছে!" আন্দ্রেই হাঁক দিল কিন্তু সে নিজে কাজ করে চলল।

"তাহলে তুমি যাচ্ছ না কেন?" পেতিয়া জবাব দিল কুঠারটা না নামিয়েই।

অনির্দিষ্টকাল ওরা হয়ত এমনি চালিয়ে যেত। ইতিমধ্যে যদি না ফুরণের লোকটা এসে ওদের বাধা দিত।

ওরা ক্যানটিনে চলে আসে তাড়াতাড়ি। কেন না ওদের যেন খিদে

পেয়েছে আর একটা কারণ হল যে করেই হোক ওদের সময়টা টুকে রাখতে হবে। যতক্ষণ না লোকটা ব্ল্যাকবোর্ডে দিনের উৎপাদনটা খতিয়ান করে তার ফলাফলটা লিখে ফেলছে।

সান্ধ্যভোজের মাঝখানে কাতিয়া এল আর আন্দ্রেইয়ের কানে কানে ফিস ফিস করে বলল, "ফলাফল লেখা হয়ে গেছে।"

আন্দ্রেই এক চট্‌কা ক্যানটিন থেকে বেরিয়ে পড়ে। চেষ্টা করল যাতে কারো নজর না ওর দিকে আকৃষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে ছুটে গেল। ও শুনতে পেল আর সবাই ওর পেছনে দৌড়ে আসছে। আর ওখানে গিয়ে ও আবিষ্কার করল যে ভীড়ের ভেতর ওকেই সবাই চারপাশ থেকে চেপে ধরছে। ও এত উত্তেজিত যে প্রথমে ও সংখ্যার মানেটাই বুঝল না।

"আচ্ছা আবার তুমি আমাদের মেরেছ, তোমার চামড়া খুলে নেবো।" পেতিয়া গলুবেনকোকে হতাশভাবে হেসে বলল।

"এই সকলের খাবার যে এদিকে ঠাণ্ডা হয়ে গেল রে," কাতিয়া চীৎকার করে। "আমাকে যদি রান্না করাতে চাও তাহলে কিন্তু সবাইকে সময় মত খেতে হবে হ্যাঁ।"

আন্দ্রেই সুখী, বড় সুখী আর উল্লসিত।

পেতিয়া আর কাতিয়াকে ও বলে। "ইস্ বুঝলি আমি ভাবি নি আমি এত সুখী হবো, মাইরি বলছি ভাবি নি।"

"তুমি একটু রোসো, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।" পেতিয়া সাবধান করে দেয়।

কাতিয়া আন্দ্রেইয়ের কথাগুলোর অন্য রকম ব্যাখ্যা দিল।

"দেখো? আমি তোমায় কি বলেছিলুম?" সে বলল।

ওরা তিনজন হাত ধরাধরি করে সান্ধ্যভোজে চলে আসে। আন্দ্রেই খুব তারিয়ে তারিয়ে খেতে থাকে। আর আবিষ্কার করল যে যেখানে ও মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছে সেখানেই ওর সুখ। আর প্রেম এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এ দুটোতেই ওর কত শক্তি।

ও ওর চোখ তুলল। দেখল অরণ্যের কি রূপ! বরফ। গাছের শাখা প্রশাখায় আটকা পড়েছে লাল গোল চাঁদ। আর তার নীল ছায়া তুষারের ওপর।

সুখ! কী অপ্রত্যাশিত ভাবে মানুষের জীবনে তা আসে। আর প্রতি-মুহূর্তে তার কী অভিনব উত্তেজনা!

চব্বিশ

দিনা তখন তার বাছুরের চামড়ার জুতো জোড়া সাফ করছিল। দরজায় কে কড়া নাড়ল।

"ভেতরে এসো!" ও বলে উঠল। সংগে সংগে এক লীলাভংগীতে নিজেকে সাজিয়ে তুলল। ও আশা করছিল কোসতকো।

ক্লাভা দোর খুলল।

"তুমি আন্দ্রেইকে দেখতে এসেছ না?" দিনা অপ্রস্তুত কণ্ঠে ওকে শুধায়।" "ও তো সেই সেখানে শিবিরে। জানো না তুমি?"

ক্লাভা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। পা দুটো জমে হিম। এটা ওটা নেড়ে গরম করে।

"তোমার সংগে দেখা করতে এসেছি। ভেতরে আসতে পারি?" সে জোর করে বলল।

"কেন না?" দিনা খুশি হয়ে বলল। টুলের ওপর থেকে জুতোটা সরিয়ে নিয়ে ক্লাভার দিকে এগিয়ে দেয়। "বোসো। আমরা খানিকক্ষণ গপ্পো এক ঘেঁয়েমি কাটাবো।"

ক্লাভা ওর কোটটা খুলে ফেলল। ওর পশমের সবচেয়ে ভাল পোশাকটা ও পরেছিল। এতে ও একটা সাদা কলার সেলাই করে নিয়েছিল। আর এখন কি একজোড়া নতুন টাই পেয়েছিল তার গরম ফেল্ট বুটটা বদলি করে। যখন ও বেরিয়েছিল ওর খুব ফিটফাট লাগছিল, কিন্তু এ ভাবনাটা চলে গেল যখন ও দিনার হালফ্যাশানের স্কার্টের ছাঁটটা দেখল। তার মামুলি ব্লাউজটাতে রুমালটা এমন ঝকমক করছিল, হিল উঁচু ছিদ্রাংকিত পাম্প জোড়া, ক্লাভা স্বপ্নেও কোনোদিন পরে নি, এখন ক্লাভাকে বেশ কুৎসিত আর নোংরা লাগল।

"শিগ্‌গিরই আমার আর পায়ে দেবার কিছু থাকবে না," দিনা মন্তব্য করল। ওর সুন্দর স্লিপারটা হাত দিয়ে ঘষতে লাগল। "এই জুতোগুলো দাগ লেগে গেছে আর গোড়ালি দুটো অনাগুলোতে ঢল ঢলে হয়ে গেছে। তুমি কি জান খাবারোভসকে জুতো কিনতে পাওয়া যায় কিনা?"

ক্লাভা বেশ টান করে একটা পা বাড়িয়ে দিলে।

"সোনিয়া এগুলো আমাকে খাবারোভসকে কিনে দিয়েছিল।"

দিনা দেখে হাসল। "কি রকম ধ্যাবড়া মতন!" ও বলল। "এগুলোকেই ওরা বলে 'ছেলেদের' জন্যে তৈরি, তাই না? বাবা তোমার পা দুটো কী রকম ছোটটো! যদি তুমি সুন্দর একজোড়া চটি পরো আর সিল্কের মোজা পরো তাহলে তোমার পা দেখে ছেলেদের মাথা ঘুরে যাবে।"

প্রশংসাটা শুনতে ভাল লাগল তবে এই রকম একটা বাহবাদেবার সুরে যেন খানিকটা অপদস্থ বোধ করে। এই রকম কথাবার্তায় সে ওকে নিজের মনে করতে পারে না। যদিও জামা-কাপড় নিয়ে সময় সময় কথা উঠলে ও বেশ আনন্দই পায়। কেন না ও যবে থেকে আমুরে এসেছে, ওর এই "ছেলেদের" জুতো জোড়া ছাড়া একটাও নতুন জিনিস নেই। বর্তমানে আলোচনা করার মত সত্যিই প্রয়োজনীয় একটা কিছু ও পেয়েছে।

"আমি তোমার সংগেই কথা বলতে এসেছি," সে লজ্জা লজ্জা করে বলল। "আশা করি তুমি রাগ করবে না?"

"কেন আমাকে কি খুব অসামাজিক দেখায়?"

"না। আমি শুধু খোলাখুলি কথা বলতে চাই। তোমার বিষয়েই আমি কথা বলতে চাই আর তাতে তুমি হয়ত অপমানিত বোধ করতে পার।"

"আমার বিষয়ে? আমার বিষয়ে তোমার কি বলার থাকতে পারে?"

"তুমি শুধু শুনে যাও আমার কথা," ক্লারা বিব্রত দৃষ্টিতে একবার চেয়ে নিয়ে বলল। "আমি চাই আমরা পরস্পরের কথা বুঝব। আমি মনে করি আমি যা বলছি তা ঠিক। তোমার ও আন্দ্রেইয়ের পক্ষে এটা ভয়ংকর দরকারী।"

"হায় ভগবান! কি হতে পারে সেটা?"

"তুমি নিশ্চয়ই এটা বোঝ দিনা, যে আন্দ্রেই হল সমস্ত কোমসোমোল সংগঠনের মাথা। ওর ওপরেই সব কর্তৃত্ব। চিরকাল ও আমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত। ও হল যে আঃ ওর মত লোক হয় না!' ভারী অদ্ভুত।"

"কেন, সখি, তুমি একেবারে সোজা ওকে ভালবেসে বসে আছ," দিনা হাসল, স্লিপারটা খুলে। "একেবারে নির্জলা প্রেমে পড়ে গেছ," আরক্তিম ক্লাভার ওপর ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সে হিংসুটের মত বলে চলে।

আবার একটা করাঘাত দরজায়।

"ভেতরে এসো।"

এবার সত্যিই কোস্ত্যকো।

"এখন নয়, কোস্ত্যকো, এখন তোমায় চলে যেতে হবে। পরে এসো কেমন? আমরা একটা দুর্দান্ত কথা বলছি—প্রসংগ প্রেম।"

ওকে বের করে দিয়ে ও দরজা ভেজিয়ে দেয় আর ক্লান্ত মদালসার হাসিতে দরজায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মাঝের এই অবকাশটুকুতে ক্লাভা খানিকটা নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নেবার সুযোগ পেয়ে যায়।

"দিনা, তুমি তোমার জীবনের এই ধারাটাকে একটু বদলে নাও। তোমার উচিত। ওর কণ্ঠস্বরে একটা দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।" তুমি খুব বাচাল আর হালকা মনের মেয়ে। আমি তোমাকে নিশ্চিত বলতে পারি এ জায়গাটা এক

উপযুক্ত নয়। আন্দ্রেই তোমাকে বিশ্বাস করে আর এখন তো ও গেছে উপ-বসতি শিবিরে আর তুমি গিয়ে ম্যানেজারদের বাড়ীতে রাত কাটাও। ও যদি দেখতে পায়—"

"তুমি কি পাগল?" দিনা রাগে ফেটে পড়ে। চেঁচিয়ে ওঠে। "আমি কি করব না করব আমাকে তা বলবার অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? তোমার এতে কি এসে যায়? আর আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে তোমাকে কে বলেছে? না কি তোমার ঐ আন্দ্রেইয়ের মান সম্মান পদমর্যাদার খাতির রাখতে এসব করছি?"

"আমি তোমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করিনি," ক্লাভার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। "তুমি কি করে আমার বিষয়ে এ কথাটা ভাবলে! কিন্তু সবাই বলাবলি করছে—"

"সবাই বলাবলি করছে! তুমি নিজে আমার বিষয় এই সব কেচ্ছা রটচ্ছে! কে জানে? আমার বিরুদ্ধে আন্দ্রেইয়ের মন বিষিয়ে দিচ্ছ। আর হয়ত তার কারণও আছে!"

ক্লাভা দুহাতে ওর মুখ ঢাকে। দিনা নিজেও বেশ উত্তেজিত। কেমন যেন দিশেহারা। উফ্! তাহলে এই পুঁচকে ভেড়াটা তাকে শেখাতে এসেছে কেমন করে চলতে হবে। সহবৎ! ওর আছে? আচ্ছা, ওর যা দরকার সে ও পাবে।

"আহারে প্রেম-পাগলিনী নাগরী আমার! আর উনি এসেছেন আমাকে জ্ঞান বিতরণ করতে! আমাকে ধর্মের রাস্তায় নিয়ে যেতে!"

"হ্যাঁ" চেঁচিয়ে ওঠে ক্লাভা! লাফিয়ে ওঠে। মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেয়! এবার ওর মুখ লাল দেখায়। লজ্জায় নয়। অপমানে। "হ্যাঁ সেই জন্যেই এসেছি!"

আমি আসতে চাইনি। কিন্তু এটা আমার কর্তব্য। আমার কোমসোমোল কর্তব্য! আর আমি যা মনে করি তা সব তোকে না বলা পর্যন্ত আমি যাবই না। কিন্তু তার জন্য জঘন্য মন্তব্যগুলো তোর করবার দরকার নেই! নিশ্চয়ই তুই আমাকে হিংসে করতে পারিস না?"

"আমি হিংসে করি," দিনা অস্বাভাবিকভাবে হেসে উঠল। "হ্যাঁ কথাটা ভাল বলেচিস! তোকে হিংসে করব। আহারে!"

ও বিছানার ওপর ডুবে যায়। ওর সুন্দর লম্বা পা দুটো ছড়িয়ে দেয়। ক্লাভা হয়ত পালিয়ে যেত। কিন্তু তার কর্তব্য তাকে আটকে রাখল। দিনার কথায় আর হাসিতে ছিল বিরক্তি।

"ভালই হয় যদি তা না হয়," ও গুনগুন করে বলল। "কিন্তু আমাকে অপমান করো না। আমার যা বলার ইচ্ছে ছিল তা বলছি। আমি এখানে বন্ধুর মত এসেছিলাম, আন্দ্রেইয়ের জন্যে আর তোমার জন্যে, কেন না আমি

জানি আন্দ্রেই তোমাকে ছেড়ে সুখী হতে পারে না। আর আমার মনের অনুভূতি দয়া করে সেটা এর বাইরে রেখো।"

প্রতিটি কথায় তার আত্মসম্মান থেকে কথাগুলো বেরিয়ে আসে। সোনিয়ার সঙ্গে বাড়ীতে যা আলোচনা করেছে যেসব জিনিস নিয়ে সে এত ভেবেছে এখন সব তার মনে পড়ল। দিনা কে যে তাকে সে তিরস্কার করবে? রাগারাগি করবে? দিনা কি করেছে? কিভাবে ও এখানে নাম কিনেছে? এখন ক্লাভা নিজেকে দিনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে! মেয়েলি একটা সস্তা মান অভিমানকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে, সে বলল, "তুমি বললে যে আমি··· আমি আন্দ্রেইয়ের প্রেমে পড়েছি। বেশ তো আমি তাকে ভালবাসি, আর তাকে সত্যিকারের ভালবাসি বলেই আমি চাই সে সুখী হোক।"

"তাতে কি হল?" দিনা অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করল। ও কেমন একটু ঘাবড়ে যায় ক্লাভার অপ্রত্যাশিত সাহসে।

"আমি খুব দুঃখিত যে তুমিই আন্দ্রেইয়ের সুখ," ক্লাভা বলে চলল সাহস করে, "কিন্তু যেহেতু তুমি তাই আমি চাই সে সুখটা প্রকৃত সুখ হোক।"

দিনা বিছানা ছেড়ে উঠল। বিরক্ত বিস্মিত।

"তুই একটা মজার জীব," সে বলল, "তুই আমার কাছে কী চাস বলত?"

তার বিরক্তি আর রাগটা তখন চলে গেছে। ক্লাভা লক্ষ্য করল তার হাব-ভাবে একটা পরিবর্তন। আর এর সুযোগ নিল।

"তোমার বিষয়টাও আমি ভাবছি। হাজার হোক, তুমি সোভিয়েতের মেয়ে, কিন্তু কেউই এটা মনে করে না, তুমি সেভাবে জীবনও কাটাও না, তোমার জীবন একটু অন্য রকম। আমরা যা করি তাতে তোমার কোন উৎসাহ নেই আর তুমি যা করো তাতে আমাদেরও কোন উৎসাহ নেই। এমন জীবনে কি লাভ?"

দিনা খুব অবাক হয়ে গেল। রাগ করল না।

"হায় ঈশ্বর!" ও বলল। "তুমি কি মনে করো আমি আমার জীবন নিয়ে সুখে আছি?"

সে এটা ঠিক তেমনি করে বলল যেমন ভাবে কোস্তকো কি স্লেপুতসভ কি অন্য কাউকে বলতে পারত। কিন্তু ক্লাভা একটু অন্যরকম; তুমি আর পাঁচজনের সঙ্গে কেমনভাবে কথা বলো তার সঙ্গে কখনই সেভাবে কথা বলতে পারবে না। দিনা ওর বিশ্বাসভাজন হতে চাইছিল। যেমন অনেক মেয়ের মধ্যেই থাকে, মনের মত হবার বাসনা, সেটা দিনার মধ্যে খুব প্রবল ছিল।

"আমি কোন কাজে আসতে না পারি," সে একটু গুমর করে বলল, যদিও সে নিজেকে কখনই অকেজো মনে করত না, "আমি কিন্তু যা তাই;

আমি কি করতে পারি তা নিয়ে আমার যদি দিনমজুরি করবার ইচ্ছে না থাকে? আমি আপন মনে উপভোগ করি, নাচি, গাই, চাই, পুরুষ মানুষ আমার প্রেমে পড়ুক, তুমি কি সেটাকে খারাপ বলো?" ও আশা করেছিল ক্লাভা এটাকে খারাপ বলবে, আর যদি তাই বলত, দিনা তাহলে বলত, "কিন্তু আমি কমবয়সী সুন্দরী। আমি যদি ঘরোয়া হতুম তাহলে আমিও আমার কাজ নিয়ে ডুবে থাকতুম।"

কিন্তু ক্লাভা তো তেমন কিছু বলল না; তার বদলে সে বলল, "ওসব জিনিস কে না ভালবাসে বল? আমিও তা নাচতে ভালবাসি আর নিশ্চয়ই ছেলেরা যখন তোমার প্রেমে পড়ে সে একটা ভারী মজার ব্যাপার।"

দিনা সকৌতূহলে ওকে নিরীক্ষণ করে। সে এই প্রথম লক্ষ্য করল যে ক্লাভাকে দেখতে বেশ সুশ্রী কিন্তু দেখো কী একটা যাতা পোশাক আর ওই সেলাই করা টুপিটা একেবারে ওকে বরবাদ করে দিয়েছে।

"আমি জ্যোতির্বিজ্ঞান বেশি জানি না," ক্লাভা বলে চলল, "শুধু আমাদের ইস্কুলে যা পড়িয়েছিল; কিন্তু আমার বেশ মনে আছে ওঁরা বলেছিলেন যদি কোন নৈসর্গিক পদার্থ কোন গ্রহের কাছে এসে পড়ে তাহলে নিশ্চয়ই তার গতিপথে সেটা আকৃষ্ট হয়ে তার সংগে সংগে ঘুরতে থাকবে। আমাদের ব্যাপারটা ঠিক তাই। ভালিয়ার কথাটাই ধরো ভালিয়া বেসসোনভকে তুমি বড় চেনো না? গোড়ায় সব কিছুতেই ওর গোলমাল ছিল। আর সবাই তাদের কাজ নিয়ে বেশ ছিল আর বেশ সুখেই ছিল। কিন্তু ভালিয়া কিছুতেই দলে ভিড়তে পারছিল না—বন জংগল সাফ করতে চাইত না, মেয়েদের সংগে ঝগড়া করত, এমন কি চিরকালের মত চলে যেতে চাইত। বলতে গেলে এখানকার জীবনধারায় ঠিক অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারছিল না। তারপর হয়ে গেল। সেই বৃত্তপথের মধ্যে ঠিক চলে এল।"

"আর তুমি মনে করো আমি ভালিয়ার মত? এখনও গতিপথে গিয়ে পড়ি নি?" অর্ধেক কৌতুক আর অর্ধেক আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে!

"আহা না না; তোমার অবস্থা আরো খারাপ। অবশ্যই তুমি এখনও এখানকার বৃত্তপথেই আসতে পারো নি। কিন্তু তুমি তো এখনও বলতে গেলে সোভিয়েতের বৃত্তপথেই আসতে পারো নি। ভালিয়া শুধু এখানে এই জীবনে খাপ খাওয়াতে পারে নি।"

"প্রকারান্তরে তুই আমাকে সোভিয়েত বিরোধী একটা উপদ্রব বলতে চাস?"

"মোটেই না। আমি তোমাকে আগেই বলেছি তুমি দু নৌকোয় পা দিয়ে আছো। না ঘরকা না বাহারকা। তুমি যতক্ষণ নিজেকে নিয়ে মেতে আছো ততক্ষণ কিছুতেই কিছু এসে যায় না।"

দিনা ভুরু কুঁচকে দেখে। এই খুকিটা নিজের উপর একটু বেশী আস্থা

রাখছে। অনেকদিন ধরেই সে এখানে তার নিজের আসন করে নিয়েছে। কিন্তু দিনা জানে না এখনেও নিজেকে কোথায় রাখবে। এই ছোট্টো ভেড়ী-টার সংগে সে গোল বাধাতে চায় না, কথাগুলো আন্দ্রেইয়ের কানে গিয়ে পৌঁছাতে পারে, আর তাহলেই অশান্তি হবে। এটা কি সত্যি হতে পারে যে সবাই জানে যে সারারাত সে ম্যানেজারদের বাড়ীতে কাটিয়েছে? কী বোকা!

"দেখো সত্যি বলছি, আমি সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাটে লোক," ও বেশ বিনয় করে বলল। "আমি কাউকে আঘাত করতে চাই না। তুমি এটা নিয়ে মাথা ঘামাও কেন যে আমি সমাজতন্ত্রে আগ্রহী কি না? আমি আমার কাজ করি, কি করি না? আর সেটা বেশ ভালভাবেই করি।"

"কে বললে তুমি ভালভাবে করো?"

"শোনো, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে!" দিনা প্রতিবাদ করল, "আমি একজন শক্ শ্রমিক। আমাকে বোনাস দেওয়া হয়েছিল।"

"তুমি জানো না সত্যি কাজ বলতে কি বোঝায়," ক্লাভা অভিযোগ করে। "আর তারপর—তোমার মধ্যে স্বপ্ন বলতে কিছু আছে?"

"স্বপ্ন?" দিনা পুনরুক্তি করল। ক্লাভা কি বলতে চাইছে সেটা ধরতে পারে না। "কখনও কখনও, আমি যখন রোসতভে ছিলাম আমি এখানে আমার স্বপ্ন দেখতুম। বলা যায়। ক্লাভার মুখ দেখে বোঝা যায় সে দিনাকে অনুকম্পা করছে ঘৃণা করছে। কী বোকার মত কথা বলছে ও? "আমাকে জিজ্ঞাসা করলে কেন?"

"আমার মনে হল," ক্লাভা শান্তভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে। "যে আজকাল তোমার সংগে যদি কোনো স্বপ্ন না থাকে তবে কাজ করাই অসম্ভব—অর্থাৎ সত্যি ভালভাবে কাজ করা। জীবন এখন সহজ আগের চেয়ে, কিন্তু আগে ছিল দারুণ ভয়াবহ—তাঁবুর ভেতর ঠাণ্ডা, বাইরে বাতাস গর্জন করছে, উফ্! আমরা বাঁচতুম কি করে! কী কষ্ট না গেছে! কিন্তু আমাদের স্বপ্ন ছিল। এমন কি তোমায় আমি বলতে পারি কী মর্মান্তিক ভাবে আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। তাঁবুর আগুনের মৌতাতে গা গরম করতে করতে আমরা কথা বলতুম। আমাদের স্বপ্নের কথা ছিল। আর স্বপ্ন ছিল বলেই আমরা এত খাটতুম। বরাদ্দ ছিল দশ কিন্তু মাটি কেটেছি তিরিশ কিউবিক মিটার। স্বপ্ন যদি তোমার থাকে দিনা, আর তাকে যদি সত্যি করে তুলতে চাও তবে কেউ তোমায় ঠেকাতে পারবে না জেনো।"

দিনার দিকে ও হাসল। নির্দোষ হাসি।

"তাহলে সব সোভিয়েত নাগরিকের জন্যে তোমরা 'স্বপ্ন'টাকে বাধ্যতা-মূলক করছ?"

"ইশ্!" ক্লাভা অসহিষ্ণুভাবে বলে ওঠে। "বাধ্যতামূলক কে বলছে? কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি ভবিষ্যতের স্বপ্ন না দেখে, কোনো লক্ষ্য নিয়ে কাজ

না করে, আমাদের দেশকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বদলে দেবার আকাঙ্ক্ষা যদি তার না থাকে, তাহলে সে একটা তুচ্ছ, সংকীর্ণমনা লোক।"

"ধন্যবাদ জানাই এর জন্যে।"

"আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছ কেন? তুমি সত্যিই কূপমণ্ডূক। তোমার নিজের বাইরে নিজের আর কিছুই দেখতে পাও না। আর তুমি শুধু একাই নও। পুতিনের বউ আর একটি। ডাগরুশভের বউও তাই। ওদের চারধারে যেন একটা বেড়া দেওয়া।"

"তা তুই কি ওদেরও জ্ঞান দিয়ে বেড়াচ্ছিস না কি?"

ক্লাভার মুখ লাল হয় আর কিছুটা চুপ করে থাকে, তারপর, "আমি জানি না। 'জ্ঞান' দেওয়া কথাটার মানে কি? কিন্তু আমি মনে করি না আমি তা দিচ্ছি। আমি ওদের সংগে প্রায় কোনদিন কথাও বলি নি।"

"তা আমাকে এ আনুকূল্য কেন সখি?"

আবার দিনার গলায় সেই ঠাট্টার সুর বাজে। "বোকা খুকি একটা," সে ভাবল। "খুব সহজ কথাটা জানে না!" "কিন্তু ও ত ভাল জ্ঞান দিচ্ছে!" "তুমি যদি অত রূপসী না হতে তাহলে আমি তোমার কাছে আসতুম না," ক্লাভা গোঁজ হয়ে বলে। দিনার কণ্ঠস্বরে উপহাসটা ও ধরতে পেরেছে আর মনে মনে আহত হয়েছে।

"আমার রূপের কথাটা এখানে আসছে কেন?"

"তুমি কি বোঝো না তোমার মত মেয়েরাই যত রকমের গোল পাকায়?" ক্লাভা রেগে গিয়ে জবাব দেয়। "তুমি যত সুন্দর হবে ততই ঝামেলা। আর পুতিনের বউ—ওর একমাত্র গোলমাল হল, সকাল থেকে রাত অবধি ও বরের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে, আর তুমি পুরুষদের মাথা খারাপ করে দাও। তোমার জন্যে ওরা মারামারি করে, এ ওকে আঘাত করে, আর তুমি ভাব ভারী মজা।"

দিনা এ কথাটা আগে শুনেছিল। আন্দ্রেই যখন ওকে এ কথাটা বলেছিল সে ওটা তুচ্ছভাবে উড়িয়ে দিয়েছিল। "তা আমি ওদের আমার প্রেমে পড়তে বন্ধ করব কি করে?" সত্যিই কেমন করে, যখন বলতে গেলে আন্দ্রেই নিজেই আর পাঁচজনের চেয়ে আরো কঠিনভাবে ওকে ভালবেসেছে। কিন্তু দিনা জানত ক্লাভাকে এরকম একটা উত্তর দিয়ে কিছু হবে না।

"লোকগুলো যদি বুদ্ধু হয় তা সে কি আমার দোষ?" ও বলল।

"তুমি ওদের উত্তেজিত করো," ক্লাভা উষ্ণ হয়ে বলে। "তুমি এখানে আসবার আগেও এখানে ওসব ছিল না। আর এখন নাচ, মদখাওয়া, মারামারি প্রায় প্রত্যেক রাতেই চলছে ম্যানেজারদের বাড়ীতে। তোমার মাথায় নাকি ছিল মাঝ রাতে বরফের বল নিয়ে লড়াই হোক; ভারী চমৎকার জিনিস! বাঃ। চেঁচামেচির চোটে ঘুমোতে পারি না। কী মুখ খিস্তি! আর

দুজন লোক ঘুষোঘুষি করছে। জানো তুমি লোকে কি বলে? তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই শ্রমিকরা কি বলছে আর ওরা কখনই তোমায় নাম ধরে ডাকে না—শুধু বলে। ক্রুগলভের বউ।' আরো কি বলে তোমায়? ক্ষমা কোরো কথাটা বলছি, শুধু খুব মিষ্টি নয়, কিন্তু ব্যারাকে যদি যাও তুমি নিজেই শুনতে পাবে; ওরা তোমাকে বলে খারাপ মেয়ে। আর তুমি এত ছেলে-মানুষ। তোমার জন্যে আমার লজ্জা করে। হ্যাঁ লজ্জিত আমি। আর আন্দ্রেইয়ের কথা ভাবলে আমার বুক ফেটে যায়।"

আর ক্লাভার চোখে যেন কান্নায় ফেটে পড়া বান ডাকে।

দিনা বিছানার ওপর বসে থাকে। আহত অপমানিতা! ক্লাভা যদি কাঁদতে শুরু করে না দিত, দিনা হয়ত রাগে জ্বলে উঠত আর তার পরিবর্তে ওর ওপর রেগে চেঁচিয়ে উঠত। কিন্তু ক্লাভা কাঁদছিল। তার জন্য লজ্জা সে কাঁদছে! দিনারও মনে হল সে কেঁদে ফেলবে! সত্যি তার আর কীই করবারই বা আছে।

"সাংঘাতিক! সাংঘাতিক!" সে নাটকীয়ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে। আর ফোঁপান কান্নায় তার সুন্দর বুক দুটি ওঠানামা করতে থাকে।

আবার দুয়ারে করাঘাত শোনা যায়। কোস্তকো ফিরে এসেছিল দিনা দরজাটা হাট করে খুলে চেঁচিয়ে ওঠে, "বেরিয়ে যাও! শুধু ভগবানই জানেন লোকেরা তোমার জন্যে তোমাদের মত লোকেদের জন্যে আমাকে কি না কি বলে! আমাকে একটু একা থাকতে দিতে পারো না! দূর হয়ে যা! আর আসিস নি ফিরে! আমি তোদের দিকে আর ফিরেও তাকাতে চাই না!"

সে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

"ও কি. ওভাবে এটা করা চলবে না", ভীত ক্লাভা ফিস্ ফিস্ করে বলল। "তোমায় অভদ্র হতে হবে না অতটা।"

কিন্তু দিনা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। আর আবার ফোঁপাচ্ছিল। হাত দুটোকে মুচড়ে মুচড়ে। ক্লাভা ওর পাশে বসে পড়েছিল আর ওকে জড়িয়ে ধরেছিল দুহাত দিয়ে।

"কেঁদো না, সব ঠিক হয়ে যাবে", যেন একজন বয়স্ক লোক একটি বাচ্চাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এভাবে সে কথা বলছিল। "নিশ্চয়ই তুমি ওদের সংগে আর মিশবে না, আর কেনই বা করবে? আন্দ্রেই তোমায় ভালবাসে আর তুমি ওকে ভালবাস—ওদের তোমার দরকার কি? এটা তোমার নিজের অপমান আর তোমার স্বামীর পক্ষেও নিন্দনীয় আর এতে প্রকৃত আনন্দও পাও না।"

হঠাৎ দিনা ক্লাভার হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসে।

"ভগবানের দোহাই আমার কাছে প্রচারটা বন্ধ করো!" ও দারুণ রেগে

বলল, "না কি তুমি মনে করো আমাকে সত্যিই সংশোধন করতে পারো? আমাকে তোমাদের ওই 'গতিপথে' টেনে নিয়ে যাবে নাকি?"

এই নতুন ভাবোচ্ছ্বাসে ক্লাভা অবাক হয়ে যায়।

"আমি নিশ্চয়ই ভাবি, আমরা নিয়ে যাবো, আজ না হয় কাল", সে মনের জোর কোরে বলে। "আমি যদি না পারি, কেউ না কেউ পারবে। সারা দেশ আজ এগিয়ে চলেছে। তোমাকে ফেলে যাব কেন? ওগো দেখো তোমাকে আমরা ঠিক টেনে নোবো।" যেন প্রবল এক আত্ম-উৎসাহে ও বলে ওঠে। "কেন দেখছ না আমরা জেল ছাড়া আসামীদের দিয়ে রেল রাস্তায় কাজ করাচ্ছি—দেখো কেমন ওরা কাজের মধ্যে নিজেদের যে ঢেলে দিয়েছে।"

সে অনুভব করে সে জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। তবে ক্লান্ত বিজয়িনী। ক্লাভা এবার বিদায় নেবে উঠে পড়ল।

"সময় হলেই বোঝা যাবে", দিনা বলল ওকে দরজার কাছে এগিয়ে দিতে দিতে। "আমার সংগে খোলাখুলি সরলভাবে কথা বলেছ বলে অন্তত তোমায় ধন্যবাদ জানাই।"

জানলা দিয়ে সে দেখতে পায় ক্লাভা ফিরে যাচ্ছে ছুটতে ছুটতে ব্যারাকে। সে কি আন্দ্রেইকে বলবে? "না, সে ভারী চমৎকার খুকী একটা। কিন্তু কী নোংরা জিনিস ও আমাকে বলল! আর এরকম খোলাখুলি! ওই সব জ্যোতির্বিজ্ঞান, গতিপথ, দেশের অগ্রগতি, আর জেল ছাড়া আসামী। ধন্যবাদ। বাহবা। দিনা, তোমাকে মুক্ত আসামীদের পদে উন্নীত করা হয়েছে! না, তুমি তাদের পিছনে পড়ে, ইতিমধ্যে ওরা গতিপথে পেঁছে গেছে আর তুমি পারো নি। ওই দূর শূন্য অভিযানে, মহাকাশের বুকে তোমার স্থান ডাকাতদেরও পিছনে, তুমি একটা বেবুশ্যে।"

সে চমকে ওঠে! কী একটা শব্দ! কী ঘৃণা!

আর যদি এটা আন্দ্রেইয়ের কানে যায়? যদি কেউ ওকে বলে?

তিন দিন ধরে সে একটা নির্জন জীবন কাটাল। এদিকে বসে থাকাও চলে না। দেখল আগুনের জন্যে কাঠ কেটে রাখতে হবে আরো বেশি করে। আর একাজ তার একার পক্ষে সম্ভব নয়; এক গাদা কাপড় জমেছে। দেখলে ভয় লাগে। ধুতে হবে। নিয়ে যেতে হবে ধোবানীর কাছে। এই দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন শীতের সন্ধ্যাগুলোকে যে করে হোক কাটাতে হবে; ওর এই অগোছাল নোংরা ঘরখানার দিকে চেয়ে ঘেন্না করতে লাগল; ঘরের মাঝখানে একটা চাউস টেবিল আর বিছনার চাদর বালিশগুলো তেলচিটে দুর্গন্ধ! আন্দ্রেই কখন যে আসবে?

আর একখানা চিঠি ওর কাছ থেকে পেয়েছিল সে। তাড়াতাড়ি ও প্রেমের লাইনগুলো চোখ বুলিয়ে যায়—গা জ্বলে যায় ওগুলো পড়লে। যদি এতই ভালবাসে সে ওকে তবে চলে গেল কেন ও? কাঠুরের বউ! ভারী খোসামুদে!

আহা, এই তো এইখানটা তার জানা দরকার. "আমি দু একদিনের জন্য বাড়ী আসতে পারি কিন্তু আমি তা চাই না। তুমি বুঝতে পারো আমি আর অন্যসব ছোকরাদের অনুমতি দিই না। আমার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।"

ও আগুনের ভেতর চিঠিখানাকে তালগোল পাকিয়ে ছুঁড়ে দেয়। না সে বুঝতে পারে না, আর তার বোঝবার ইচ্ছেও নেই। দৃষ্টান্ত স্থাপন! আহা! ও দৃষ্টান্তস্থাপন করুক। যদি তাই সে চায়, কিন্তু তাহলে চুলোয় যাক প্রেম, বিশ্বস্ততা, এই ভয়াবহ ব্যারাক, এই সন্ন্যাসিনীর কঠোর জীবন!

ও তার সুন্দর জামাকাপড় পরে নেয়। ঠোঁটে রুজ মেখে অভিসারিকার সাজে সাজল। মেজাজটা বেশ ভাল হল। স্লেপ্‌তস্‌ভকে ডাকল। এক মিনিটের মধ্যেই ও আসছে জানিয়ে দিল।

পঁচিশ

বসন্ত এসে পড়েছে। কিন্তু শীতের প্রচণ্ডতম দিনগুলিতেও ওর এত ঠাণ্ডা লাগে নি। ভিজে গিয়েছিল ও আর আপাদমস্তক হিমজমাট।

এই হল ওর চৌদ্দ দফার শেষ অভিযান—এ মরশুমের শেষ অভিযান। সারি সারি ট্রাক চলেছে। নির্মাণ ক্ষেত্রে নিয়ে আসছে জ্বালানি কাঠ। আর ওরা সময়মত এসে না পৌঁছতে পারলে বসতিতে গ্যাস পাওয়া যাবে না। যতক্ষণ না নদীতে নৌ চলাচল শুরু হচ্ছে।

বসন্তকাল। ভাবীদিনের সারাটা রেলরাস্তা জুড়ে জলকাদায় প্যাচপ্যাচে। ড্রাইভাররা নদীর বরফের দিকটায় মোড় বেঁকেছে। তবে সেখানে পৌঁছতে গেলে ওদের জলের পাতলা আস্তরণের ওপর দিয়ে সপ্‌সপিয়ে যেতে হবে। নদীর ধারে বরফের ওপর সরের মত হয়ে আছে। দুটো গাড়ী কাদায় আটকে যায়। এখন হেঁটে যেতে হবে পেরিয়ে।

নদীর এই রাস্তাটা আর ক'টা দিনমাত্র। বরফ গলছিল। তলা থেকে ঠেলে ওঠা জলের চাপে তৈরি হচ্ছে বরফের গভীর ফাটল। এইসব ফাটলের ভেতর থেকে জল চুঁয়ে চুঁয়ে রাস্তার এপার ওপার জুড়ে ছোট ছোট দিঘি তৈরী হয়েছে।

বরফ ফাটছে! বুম্ বুম্! মাল বোঝাই ট্রাকের নীচে চৌড় খায়। রাস্তায় রাস্তায় কাটছে দিন। এটা চতুর্থ দিন। এপিফানভদের গাড়ীটা গ্রীশা ইশাকভদের গাড়ীর পিছনে। সেই গাড়ীটাই লরীর ঝাঁকটার আগে আগে চলেছে। তৃতীয় গাড়ীটা চালাচ্ছে কিলটু।

এপিফানভ জানত সমস্ত লোক আগাগোড়া কাকভেজা। অথচ ওই দুটো ট্রাক নদীর পাড়ে গেড়ে বসে গেছে। তাদের তোলার কাজ না

করলে নয়। কিন্তু ও এত অস্বস্তিবোধ করছিল যে ও বিশ্বাস করতে পারল না। ওদের কি অত খারাপ লাগছে? জলে অবশ্য ভিজে গেছে, আর অতল সাগরের ডুবুরি এপিফানভের চেয়ে একথাটা জানবে কে আর বেশি। কিন্তু ডুবুরির কাজ হল কায়দা কৌশলের, মামুলি জামাকাপড়ে এরকম বরফজলে সপ্‌সপ্‌ করতে করতে যাওয়া নয়। একেবারে আলাদা পায়ে ফেল্টবুট। আর তারপর বাতাসে গিয়ে বোসো। আর জামাকাপড়গুলো তোমার শরীরে জমে হিম হয়ে যাক। ভারী মজা। ঠিক যেন মড়া নিয়ে শ্মশানযাত্রা। উপায়ও তো নেই। একমাত্র কাজ হল যে করেই হোক গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। এরই মধ্যে ওরা অনেকটা পিছনে খাবারোভস্ক ফেলে এসেছে। আর শেষ জিরেন নেবার জায়গাটাও কম দূরে ফেলে আসে নি। ওখানে একটা স্টোভ ছিল। আর জ্বালানীর জন্যে অপেক্ষা করে আছে বসতির মিস্তিরিরা। সেও কি কম দূর। কল্পনা করা যায় না। সেই "শহর"। আহা সেই একটা গ্যারেজ আর ড্রাইভারদের জন্য গরম সব ঘর। লিডা! লিডা! তার হাসিখুশি খাটিয়ে বউ। সে কাছে থাকলেই সবকিছু যেন নতুন লাগে। ও যেন চোখে ধাঁধা খায়। যেন একটা অন্ধ প্রদীপ। সত্যিই কি সে তার? আর সে ওকে ভালবাসে? প্রতিবার যখন ও এক একটা খেপ সেরে ফিরে এসেছে ওর কাছে ততবার তার মন সংশয়ে উঠেছে ভরে; ও ওর দিকে প্রশ্নকরা ভীতু ভীতু চোখে তাকিয়ে দেখত, যখন বুকের ভেতর ওকে জড়িয়ে ধরত, অনুভব করত তার কাঁধ, তার চুলের গোছা, যেন তাদের সার পদার্থ যাচিয়ে দেখছে।

ইঞ্জিনটা গর্জন করে উঠল কর্কশ শব্দে। আর ট্রাকটা এধার থেকে ওধার পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

ফাঁকা নদীর পাড়, কাছে দূরে বরফের চাংগাড়, বরফের ওপর কালো জলের ধারা আর ট্রাকের পিছন যা তুমি অনুসরণ করছ এছাড়া আর এই আবছা ঠাণ্ডা ধূসরতার ভেতর আর কিছু দেখা যায় না। এপিফানভ চাকার কাছে বসে বসে ঠাণ্ডাটাকে অভিশাপ দেয়, আর ভাবে, এখনও ওদের সামনে পড়ে আছে দুদিনের যাত্রাপথ। এখনও চলতে হবে দুশো কিলো-মিটার! এতটা পথ ভাঙতে হবে! আর ওদিকে লিডা বসে আছে পথ চেয়ে। আর হয়ত বিরক্ত হচ্ছে। কেন না আজ দশদিন হল সে ঘর ছেড়ে এসেছে। আর হয়ত বাতাসে বরফের ঝড় উঠবে আর তখন চিরকালের মত বিদায়। মাছেদের আনন্দের ভোজে লাগবে ওরা। চমৎকার!

ওর সামনের ট্রাকটা হঠাৎ থমকে থামে; এপিফানভ ব্রেক কষল। আর লাফিয়ে পড়ল। গ্রীশা ইশাকভ নারাজ হয়ে মাথা নাড়ল। দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। দেখে খারাপ বোধ হচ্ছে। সামনের দিকটায় টানা বরফ জলে

ঢাকা প্রায় দুশো পায়ের মত। বাতাস চাবুক চালাচ্ছে জলের ওপর। বড় বড় ঢেউ উঠছে জলে।

দু'জন লোক বের হল কোনো ঘুর পথ আছে কিনা দেখতে। আর ফিরে গেল ওদের চালক চক্রের কাছে। পিছন দিকটায়। গ্রীশা দলটার পরিচালনা করে ঘুরপথের দিকে। আর ট্রাকগুলো উঠতে থাকে বরফের পাড় আর চাংগাড়ের ওপর দিয়ে যুদ্ধের ট্যাংকের মতন। বিপজ্জনকভাবে বরফ ফাটছে ওদের নীচে। এপিফানভ দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। যাতে ট্রাক ডুবতে আরম্ভ করলে ও লাফিয়ে পড়তে পারে। আরো একবার গ্রীশা থামল আর বিপদের সংকেত দিলে—তিনবার হর্ণের শব্দ হল। ড্রাইভাররা কোদাল আর শাবল নিয়ে ছুটে এল। সবার সামনের ট্রাকটা এক রাশ বরফ আর তুষারের মধ্যে আটকা পড়েছে। এবার এগোতে গেলে বরফ না ফাটলে আর উপায় নেই।

হঠাৎ কিলচু একটুখানি চেঁচিয়ে উঠল। আর যেখানে ও কাজ করছিল সেখান থেকে লাফ দিয়ে পিছু হঠে এল। ওর শাবলটা তুষারের তলায় বরফের চেয়ে নরম একটা কিসের উপর যেন আঘাত করেছে।

"একটা ফেল্ট বুট," ইশাকভ বলে উঠল।

অন্যেরা সেটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল, তারপর সেটাকে সাবধানে খুঁড়ে বের করতে লাগল। ফেল্ট বুটটা ছিল এক পায়ে; আর একটা বুট আর একটা পা।

"আমার বুট," এপিফানভ অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করল। ও চিনতে পারল। গোড়ালিতে বুট ঘষে গিয়ে সেই ফোসকার দাগ। আর তার উপর মোটরের তেলের দাগ।

"কোলিয়া।"

ছেলেরা খুঁড়ে চলল। ভয় পেয়ে ওরা চুপ করে গেছে। ধীরে ধীরে ওরা একটা বরফ জমাট মূর্তিকে বের করে। একটা সুটকেসের উপর বসা। স্কার্ফে বাঁধা মাথায় কম্বল চাপানো। ঘাড় হেঁট মানুষের মূর্তি একটি। বেশ বোঝা যায় সে তুষার ঝড়ে আটকা পড়ে গেছে। আর এই জায়গাটা বেছে নিয়েছে। বরফের চাংগাড়ের মাঝখানে আশ্রয়, যতক্ষণ না ঝড়টা পেরিয়ে যায়। শরীরটা দেখলেই বোঝা যায় কিভাবে ঠাণ্ডায় জড়ো সড়ো হয়ে কুঁকড়ে আছে। হাত দুটো গরম করবার জন্যে বগলের তলায় ঠাসা।

কোলিয়া, কোলিয়া! মাড়ি ফোলা রোগ থেকে পালিয়েছে। সেও! কোলিয়া প্লাতের মুখটা একটা বেদনার্ত অভিব্যক্তিতে দুমড়ে গেছে। এখনও পচন ধরেনি। চেহারার উপর ভয়ের স্পষ্ট ছাপ।

"নষ্ট করবার মত সময় নেই! চলো যারা কাজ করছে তাদের কাছে ফিরে যাই!" এপিফানভ চেঁচিয়ে ওঠে। অনুমান করে নিয়েছে এবার ডুবতে হবে।

আধ ঘণ্টার ভেতর ওরা আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত। ড্রাইভাররা মৃতদেহের চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা এটা এখানে ছেড়ে যেতে পারে না। কিন্তু কে এটাকে তার ট্রাকে তুলতে রাজী হবে?

"আমি নেবো," এপিফানভ বলল, "পরের গাঁয়ে। আমরা এটা ওখানেই রেখে যাব। ওরা একে কবর দিক।"

মৃতদেহটা মালের ওপরে বেঁধে ফেলা হল; কেবিনের ভেতরে কোলিয়ার সুটকেস আর স্কীটা রেখে দেওয়া হল।

আবার চলতে শুরু করল ট্রাক মিছিল।

লিডা কি বলবে? বোধহয় ওকে না বলাই ভাল? সে ওকে ভালবেসেছে ...প্রথম প্রেম...যখন তার মৃত্যু সংবাদ শুনবে যদি সেই প্রেম আবার ফিরে আসে? যা হয় হোক। যে ভাবেই হোক ওকে এটা বলতেই হবে।

এবড়ো খেবড়ো বরফের উপর গাড়ীটা লাফিয়ে উঠল। প্রতিবার লাফানোর সংগে সংগে মৃতদেহটা, জমাট আংগুলে আলগা করে বাঁধা, কেবিনের ছাতের ধাক্কা খেতে থাকে। শব্দের সংগে সংগে এপিফানভের রক্ত হিম হয়ে যায়। যেন কোলিয়া ছাতের উপর আঘাত করে চলেছে। দমকা বাতাস আবছা ধূসর ধোঁয়া পাঠিয়ে দিচ্ছে, ঘুরপাক খাচ্ছে বাতাসে। অশরীরি, মনে হয় সে যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

হঠাৎ—একটা চীড় খাওয়া শব্দ। ট্রাকের পিছন দিকটা বরফে ডুবে গেল। এপিফানভ লাফিয়ে পড়ল। দেখল ও এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনের চাকাগুলো জলের তলায়। ঘড় ঘড় করে শব্দ হল। বুড়বুড়ি কাটল।

এপিফানভ প্রায় খুশিই হল। কেবিনে একা একা আর বসে থাকতে হবে না ওই ছাতের উপর ধাক্কা খাওয়া মৃতদেহটা নিয়ে।

"আচ্ছা, ড্রাইভার ভাইরা, দেখো তোমরা কিছু করতে পার কি না!" কোন শব্দ না করে তার বন্ধুরা জলে লাফিয়ে পড়ল। ওরা গাড়ীটাকে ঠেলতে থাকে, এপিফানভ গ্যাস দেয়। একমাত্র ফল হল চাকাগুলো খানিকটা জল ছিট্‌কালো। ট্রাকটা এক ইঞ্চি সরল না। বরফ তেমনি কাটতে থাকে।

ছেলেরা চাকার তলায় তক্তা দিয়েছিল, তারপর আবার ঠেলতে লাগল। ওদিকে এপিফানভ ইঞ্জিনটাকে পুরোদমে চালাতে থাকে। ওর মনে হল সামনের চাকাগুলোর তলায় বরফ কাঁপছে আর সরে যাচ্ছে। ও যখন জানতে পারল তার চাকার তলায় মারাত্মক ফাটল, ও মরিয়া হয়ে একটা চাড় দিয়ে ট্রাকটাকে সামনে পাঠিয়ে দিল। চাকাগুলোয় যেন দম লাগল আর এক ঝটকায় ট্রাকটা ফাটল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে।

পিছনে চীৎকার শুনে ও ফিরে তাকাল। দেখল ড্রাইভাররা ট্রাকের ছেড়ে

আসা গর্তের ভেতর ভীড় করে হাবুডুবু খাচ্ছে। ওদের টেনে তোলা গেল বটে কিন্তু তাদের জামাকাপড় শুকোবেই বা কোথায় আর জায়গাও নেই।

খুব আস্তে আস্তে আবার দলটা এগিয়ে চলল। একাধিকবার ছেলেরা রাস্তা সাফ করার জন্যে বেরিয়ে আসে গাড়ী থেকে।

"আর কতটা দূর আমাদের যেতে হবে ভাই?" ওরা পরস্পর জিজ্ঞাসা করে।

"আরো একশ পঞ্চাশ কিলোমিটার।"

"আমরা কি তা পারব?"

"পারতেই হবে।"

আবার আধঘণ্টার ভেতর আর একটা ট্রাক একটা ফাটলে আটকা পড়ে। আবার একবার ওরা সবাই সেটাকে টেনে বের করতে সাহায্য করে। ছেলেরা চীৎকার করে খিস্তি জুড়ে দেয়। কেউ কারোর দিকে তাকাচ্ছে না।

"ও এতক্ষণ ধরে আমাদের কোন চুলোয় যেতে হচ্ছে কে জানে।"

"আমরা ওখানে গিয়ে পৌঁছোবো।"

আরো একবার ওরা যাত্রা শুরু করে সেই মারাত্মক বরফের ওপর দিয়ে। ওদিকে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। আর আরো একবার ভয় ফ্যাকাশে মুখে এপিফানভকে চালকের আসনে বসতে হল একা স্টীয়ারিং ধরে। আর আরো ভয়ংকর সেই শব্দ। বরফ কাটার চেয়ে ভয়ানক সেই নরম গোপন শব্দ। তার কেবিনের মাথায় মৃতদেহটার ধাক্কা লেগে শব্দ হচ্ছে! ও কি লিডাকে বলবে?···না···হ্যাঁ, ও বলবেই। ও যদি ওর কাছ থেকে লুকোয় তাহলে ওর মুখের দিকে চাইবে কি ভাবে?

বরফ ঠেলে ওরা ট্রাক চালিয়ে এসে উপস্থিত হয় না নাই বসতিতে। এখানেই ওরা রাত কাটাবে ঠিক করেছিল। বরফ ঠেলে আসতে গিয়ে তিনজন আটকে গিয়েছিল।

নানাইরা ওদের সাহায্য করে। টেনে বের করে।

ওরা সাবধান করে দেয়। "আর যেও না। রাস্তা নেই। যেখানে যেতে চাও যেতে পারবে না তোমরা।"

'আরে আমরা ঠিক পারব।' কিলটু জবাব দিল। একেবারে পোড় খাওয়া ট্রাক চালকের মত বুক বাজিয়ে সাহস করে।

ওদিকে এপিফানভ আর তার বন্ধুরা মৃতদেহটা নামায়। কবর দিতে হবে। রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কিলটু তার ট্রাকের পাশে পায়চারি করে করে গোল হয়ে দাঁড়ানো একদল নানাইয়ের কাছে মোটরের কাজ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে থাকে।

"আচ্ছা তুই কি মনে করছিস আমরা ওখানে পৌঁছতে পারব?" সান্ধ্য ভোজে বসে এপিফানভ কিলটুকে জিজ্ঞাসা করে।

"আমি ঠিক চলে যাব। তুমি?—সে আমি জানি না," কিলটুর ধূর্ত জবাব।

পরদিন খুব ভোরবেলা ওরা বেরিয়ে পড়ল। কোনো দুর্ঘটনা হল না। ওরা নিরাপদে নদীর পাড় দিয়ে জল পেরিয়ে আসতে লাগল। তারপর তিনটি ঘণ্টা কেটে যায়। পিছন থেকে লম্বা একটা সংকেতের শব্দ। এপিফানভ খিঁচিয়ে করে। কাকে যেন টেনে তোলবার জন্যে নেমে পড়ে। এবার তিমকা গ্রেবেনের ট্রাক। সারির একেবারে শেষ মাথায়।

বরফের খুব গভীরে বসে যায় নি। বের করতে আধঘণ্টারও কম সময় লাগে। কিন্তু ড্রাইভাররা খুব একটা উৎসাহবোধ করে না। কল্পনা করে মনে জোর পায় না যে এটাই শেষ দুর্ঘটনা। বরফের ওপর চারদিকে জলের ঢেউ। আর প্রতি মুহূর্তে ফাটলের মুখটা বড় হচ্ছে।

"আমাদের সব লাইফ বেল্ট পরা উচিত," কে যেন বেশ গুরুত্বপূর্ণভাবে বলল।

সেদিন ড্রাইভাররা বরফের ফাটল থেকে ন'বার ট্রাকগুলোকে টেনে বের করল আর সন্ধ্যে পর্যন্ত মোটে বারো কিলোমিটার রাস্তা পার হল। রাত্রে জামা-কাপড়গুলো একটু-আধটু শুকিয়েছিল আবার ভোরবেলা বেরুতে না বেরুতে ভিজে সপসপ করে। আর প্রতিটি ডাইভার জানত ওসব শুকোবার আর রাস্তা যে নেই শুধু তা নয় সেগুলো শুকোবার কোনো মানেও হয় না কেন না আর আধঘণ্টার ভেতর তাদের আবার বরফ জলে গিয়ে নামতে হবে।

কুড়িটা ট্রাক এক লাইনে এগিয়ে যাচ্ছিল। কুড়িজন ড্রাইভার, কুড়িজন কোমসোমোল; এই সব ট্রাকের স্টীয়ারিং ধরে বসেছিল. শরীরে প্রচণ্ড শ্রমের চিহ্ন, ভুরু কুঁচকে গেছে, পেশীগুলো শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে, মারাত্মক রাস্তা ভাংগতে ভাংগতে চোখ ঘোলাটে হয়ে উঠেছে, সামান্যমাত্র শব্দে কান সজাগ হয়ে ওঠে। ওরা যে কোনো অবস্থার জন্য প্রস্তুত। ঠাণ্ডা আর এই পরিশ্রমের ফলে তাদের শরীরের কাঁপুনি চেপে রেখে সবাই আপন মনে বলছে, "আমরা যাবই আমাদের যেতে হবেই।"

এই অবিশ্রান্ত সংগ্রামের চতুর্থ দিনে, ওদের একজন বললে, "চুলোয় যাক! আমি যেতে পারব না!"

এপিফানভ অপমানিত হয়ে চোখ তুলে চায়। দেখল তিমকা গ্রেবেন। তিমকা আর দাঁড়াতে পারছিল না। দুলছিল। ওর সাদা মুখে কেমন একটা হলদে দাগ ধরেছে। ওর ভিজে জামা কাপড় থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ওর চোখ দুটো জ্বরে তপ্ত জ্বলজ্বলে।

ওর বন্ধুরা ওর দিকে তাকাল আর কোনো কথা বলল না। তিমকা বরফের ওপর চলে পড়ল। সেখানে বসে রইল। মাথার ভেতর যেন আগুন জ্বলছে। ওর বুকের ওপর নুয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ নিরাসক্তভাবে অন্যান্য

ড্রাইভারদের গোলমাল শুনতে থাকে। এরা একেবারে শেষ ট্রাকটা টেনে বের করবার চেষ্টা করছিল গর্ত থেকে। সেটা ডুবে গিয়েছিল। হঠাৎ ও লাফিয়ে পড়ল আর সাহায্য করার জন্যে ছুটে যেতে গেল।

"ফিরে গিয়ে চুপ করে বসে থাক খোকা। যা একটু জিরোগে যা।"

তিমকা অনুগতভাবে বসে পড়ল আবার। প্রতিবাদ জানাবার সামান্যমাত্র চেষ্টা করল।

ট্রাকটা যখন গর্ত থেকে বেরিয়ে এল ড্রাইভাররা আবার চালকের আসনে বসল। আর তিমকা, যে এইমাত্র বলেছিল যেতে পারবে না, তার জায়গায় ফিরে গেল। মাঝে মাঝে ও চালাতে চালাতে এক পলকের জন্যে চোখ বুঁজছিল, তারপর চোখ খুলছিল। আর সামনে রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে দেখছিল চোখ কুঁচকে।

রাতে ওরা এক জায়গায় এসে থামল। তিমকা একটা জিরেনের জায়গায় ট্রাক চালিয়ে এল। পকেটের ভেতর চাবিটা রাখল। কুঁড়ে ঘরটার ভেতর হেঁটে গেল, আর মেঝের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। সবাই ওকে এক মাত্রা ভদ্‌কা খাওয়ায় আর ভেড়ার চামড়া ওর ওপর স্তূপাকারে চাপিয়ে দেয়।

"গোড়াতেই তোমায় আমি বলেছিলুম একজন বাড়তি ড্রাইভার না নিয়ে আমরা রওনা হব না," তিমকার কপাল জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল। গ্রীশা ইশাকভ ওর কপালে হাত রেখে বলল।

"আমি ঠিক পারব," তিমকা বলল। পর মুহূর্তেই ও ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে ও আর সকলের সংগে উঠে পড়ল। ওদের সংগে চা খেল। তার ট্রাকে ফিরে গেল।

"তুমি কি পারবে মনে করো?" ওকে ওরা জিজ্ঞাসা করল। সে তার শুকনো ঠোঁট দুটো চিবিয়ে বসল।

"আমাদের আরো কতদূর যেতে হবে?"

"তা প্রায় সত্তর কিলোমিটার।"

"ও আমি পারব," ও জোর করে বলল।

এপিফানভ জানত যে তিমকা অসুস্থ। আর সে এটাও জানত যে নিজে বেশ ভাল আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ও এত ভয়ংকর ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল যে তারও তিমকার মত বলতে ইচ্ছে করছিল, "চুলোয় যাক গে আমি যেতে পারব না!"

কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না। ওরা পনের কিলোমিটার রাস্তা পার হয়ে এল। আর যেমনি ও অভ্যাসমতো নিজেকে সান্ত্বনা দেবার মত করে ভাবছিল যে এবার রাস্তাটা আরো ভাল হবে ওর ট্রাকটায় গোঁ গোঁ করে শব্দ করল আর পিছনের চাকাগুলো চেসিস পর্যন্ত জলে ডুবে গেল। ও লাফিয়ে

পড়ল বাইরে। এতক্ষণ পর্যন্ত যা ঘটছে তার ভেতর এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

সব ড্রাইভার ছুটে এল। এমন কি তিমকাও।

"চলে যাও, তোমাকে না হলেও আমরা সামলাতে পারব।" এপিফানভ ওকে বলল।

ওরা ট্রাকটাকে নিয়ে টানাটানি করল। এদিক ওদিক চেষ্টা করল। কিছুতেই কিছু হল না। একেবারে গভীরভাবে ডুবেছে। আর এমন ভয়াবহ ভাবে বরফ চীড় খাচ্ছে যে মনে হচ্ছিল ট্রাকটা যে কোনো মুহূর্তে তলিয়ে যাবে।

"খালি করো।" এপিফানভ হুকুম দেয়। "আমরা একরাত জিরিয়েছি, এখন তার দাম দিতে হবে।"

ট্রাকটার বোঝা খালি করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে কারো ছিল না। ওদের হাত পা থেকে যেন সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অবস্থা যা তাতে আর কোনো বিকল্প ছিল না। ওরা কাজে গেল, প্রথম গ্যাসোলাইনের ক্যানেস্তারা গুলো খালি করতে লাগল। তিমকা হাত লাগাল। আর এপিফানভও ওকে চলে যাবার জন্যে জোর করল না। যতটা সাহায্য ওরা পায় ততটাই ওদের দরকার। যখন ট্রাকটাখালি হয়ে গেল, ওরা সেটাকে টেনে তোলবার আর একবার চেষ্টা করল! এবার তিমকা গিয়ে স্টীয়ারিং-এ বসেছিল। আর সবাই ঠেলছিল। ধাক্কা মারছিল। টেনে তুলছিল। বরফের ওপর চাকাগুলো ঘুরে চলেছে। মোটর ঘড় ঘড় করে শব্দ করছিল। বরফে চীড ধরছে। ড্রাইভাররা খিস্তি করছে। পিছলে যাচ্ছে। পড়ে যাচ্ছে। আর যখন হুকুম দেওয়া হচ্ছে ওরা হেঁইও বলে দম নিচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন একজন মানুষ। অপ্রত্যাশিত ভাবে ট্রাকটা গর্ত থেকে লাফিয়ে উঠল। ছেলেরা ওটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল নিরাপদ দূরত্বে। সানন্দে চীৎকার করে উঠল। তারপর আবার মাল বোঝাই করল।

অন্য সব ট্রাকও সাবধানে বিপজ্জনক গর্তের চারধার দিয়ে এঁকে বেঁকে ধার ঘেঁষে চলে। ওই গর্তের ভেতর জল এখন সশব্দে বইছে।

সেদিন আরো চারটে দুর্ঘটনা হল। আর সন্ধ্যের ভেতর আরো দুজন ড্রাইভার অসুস্থ হয়ে পড়ল।

ভোরবেলা এপিফানভের ঘুম ভাঙল আর অন্যদের জাগিয়ে তুলল, "আলো আসছে বন্ধুগণ, চলো বাড়ী ফেরা যাক।"

গ্রীশা ইশাকভ বিরক্ত বিমর্ষ মুখটা তোলে আর বোকার মত জিজ্ঞাসা করল, "যাবার সময় হল?"

"হ্যাঁ খোকন যাবার সময় হয়েছে।"

"সময় হয়ে গেছে অ্যাঁ," তিমকা গ্রেবেন বলল, সে উঠে বসল কিন্তু সংগে সংগে আবার পড়ে গেল।

ওর মুখের চেহারা আরো থমথমে, চোখ দুটোতে প্রচণ্ড একটা আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে, তার ঠোঁট দুটো শুকনো আর কেটে গেছে। তার এই মূর্তি দেখে গ্রীশা টলতে টলতে দাঁড়িয়ে ওঠে কেন না এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিমকার অবস্থা তার চেয়ে আরো খারাপ।

"তুইও অসুস্থ?" এপিফানভ গ্রীশাকে কোমল কণ্ঠে শুধায়।

"তেমন কিছু না," গ্রীশা বলল। "একটু শীত শীত করছে, ব্যস আর কিছু না। এ কিছু না।"

"তুই যেতে পারবি?"

"আমি ঠিক যেতে পারব।"

ওরা তিমকাকে সুস্থ করে তোলবার জন্যে সাহায্য করে। ওকে গরম চা দেয় আর ও যখন ট্রাকের কাছে গিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল তখন ওকে ধরে তুলে দেয়।

আর এইভাবে আর একটা দিন কাটে। বরফের সংগে ওদের লড়াইয়ের ষষ্ঠ দিবস। ওদের আনন্দ আরো বাড়ল। কেন না আর যেতে হবে মোটে পঁচিশ কিলোমিটার রাস্তা। ওরা আশা করল পরের রাতটা ওরা ওদের বিছানায় গিয়ে কাটাতে পারবে।

ভোরবেলা ছেলেরা আবার বরফের ওপর দিয়ে ওদের ট্রাক চালাতে শুরু করে দেয়। রাস্তাটা আরো ভাল। ওপরটায় তত জল নেই। আর ফাটা-ফুটোও কম। এখনও এখানে বসন্ত এসে পৌঁছোয় নি। তার ধ্বংসের কাজ করে নি।

"মনে হচ্ছে আমরা এসে পড়েছি," এপিফানভ আপন মনে বলল। "ভেবে-ছিলাম এ অসম্ভব। কিন্তু এই তো এসে পড়লাম। ঠিক এমনি হয়। হামেশাই। কিছুই শক্ত নয় কিন্তু খুব মনের জোর থাকলে তুমি ঠিক পারবে। কোলিয়াকে দেখো। সে কি করল? মাড়িফোলা রোগ হয়েছে বলে সে রেগে গেল। তার বিনিময়ে সে কি পেল? তুষারের তলায় সমাধি। লিডা এ মৃত্যুকে কেমনভাবে নেবে? তার হৃদয়ের গহনে আজও যদি তার জন্যে প্রেম থাকে? তাকে না বলাই ভাল আমি মনে করি, কিন্তু সেটা একটা নীচ কাজ হবে। এ থেকে এখন আর বেরোবার পথ নেই তাকে বলতে হবেই। একবার বলে ফেললে তখন আমার আরো ভালো লাগবে। এই অভিযানের মত। যদি কেউ আমাদের খাবারোভস্কে বলত আমাদের সাতদিনের মধ্যে দু'শো কিলোমিটার যেতে হবে আমরা সেটা বিশ্বাস করতুম না। আর আমরা মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত হতাম যদি জানতে পারতুম আমাদের সামনে কি আছে। কিন্তু এখন আর আমরা সে পথের শেষে এসে পৌঁছেছি। ব্যাস এই

হল কথা। ওরা বাড়ী বানাচ্ছে ওরা পাবে জ্বালানি কাঠ। আর আমরা সম্মান আর গৌরব। আহা, তাতে কি হয়েছে?"

তার পিছন থেকে তখন আসছিল একনাগাড়ে মোটর হর্ণের সংকেত।

এপিফানভ তিমকার ট্রাকে ছুটে এল। একটা পিছনের চাকা বরফে বসে গিয়েছিল। তবে খুব খারাপভাবে নয়। কিন্তু তিমকা চাকায় আড়াআড়িভাবে পড়ে হর্ণ বাজিয়েই চলেছে। ছেলেরা তার চারিদিকে ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। সেদিকে হুঁশ নেই। বন্ধুদের কথার উত্তর দিচ্ছে না ও। ওর হাতটাকে ওরা হর্ণ থেকে টেনে সরিয়ে দেয়। মাথাটা তুলে দেয়। ও ওদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। জ্বলন্ত চোখে। কাউকে চিনতে পারে না। আপন মনেই বিড় বিড় করে। এপিফানভ ওর কাঁধে হাত রাখে।

"খুব খারাপ লাগছে তিমকা?"

"চোপরাও! আমি ঠিক হয়ে যাব!" ও চীৎকার করে উঠল, আর হঠাৎ পড়ে গেল।

ওর ট্রাকটাকে গর্ত থেকে টেনে বের করল। কিন্তু সেটা চালাবার কেউ নেই। তিমকাকে আর একটা ট্রাকে নিয়ে যাওয়া হল; ও চিরকালের মত চলার বাইরে চলে গেছে।

"ওর ট্রাকটাকে আমাদের এখানে ফেলে যেতেই হবে," অন্যরা বলল। "আমরা বাড়ী পৌঁছে তারপর কাউকে স্কী দিয়ে এটা আনতে পাঠিয়ে দোবো।"

"কিছু করবার নেই," এপিফানভ চেঁচিয়ে বলে উঠল। "আমরা যদি এতদূর এটাকে আনতে পারি তাহলে এখন এটাকে দড়ি বেঁধে টেনে আনবার কোন অধিকারই আমাদের নেই।"

কে একজন বলল এটাকে আর একটার সংগে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হোক। ওরা চেষ্টা করল। দেখা গেল সেটা অসম্ভব। বরফের ওপর দিয়ে একটা ট্রাককে এভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া—স্টীয়ারিং-এ কেউ নেই। বরফের খানাখন্দ কাটিয়ে ঠিকমত এটাকে পরিচালনা করবে কে। কোথাও তুষার স্তূপ। কোথাও বরফের বুকে চীড়ধরা ফাটল।

আবার একবার ড্রাইভাররা আলোচনায় বসল।

"কিছু করবার নেই। একে ফেলে যেতেই হবে।"

"না," এপিফানভ জোর দিয়ে বলল, "যদি কেউ চুরি করে নিয়ে যায় তখন কি হবে? তার জন্যে কে তখন জবাবদিহি করবে?"

"কে আর এটা চুরি করতে যাচ্ছে? শয়তানটা নিজে থেকে এখানে আসবে না নিশ্চয়ই।"

"ওরা সহজেই গ্যাসোলাইনটা চুরি করতে পারে।"

ড্রাইভাররা এটার আর প্রতিবাদ বা খণ্ডন করতে পারে না।

"কিছু করার নেই," এপিফানভ জোর দিয়ে বলল, "ওরা আমাদের উপর বিশ্বাস করে এত দামী একটা মাল বহন করার গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে আর আমরা এই আমুরের মাঝখানে আঘাটায় আটকে ফেলে রেখে চলে যাব?"

"তাহলে এর জবাব কি?"

এপিফানভ প্রশ্নটা নিয়ে ভাবল। মাথার পিছন দিকটা একবার চুলকোলো। ভুরুটা নাচাল আর শেষকালে বলল, "আমরা কি কোলিয়ার স্কীটা সংগে আনি নি? ওরা স্কী খুঁজে আনল।

"তোমরা আমাকে রেখে চলে যাও, আর যখন ওখানে পৌঁছবে একজন নতুন ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিও।"

"তোমার কি হবে?"

"আমি দুটো ট্রাক চালাব।"

"দুটো চালাবে কি করে?"

"খুব সোজা।" এপিফানভ এখনও একবারও হাল ছেড়ে দেয় নি আর এবার হাল ছেড়ে দেবে সে ইচ্ছে তার নেই। তোমরা ছোকরারা চলে যাও।"

ওর মনটা দমে গেল। ও লক্ষ্য করল ওর ট্রাকের চারধার দিয়ে মিছিলটা আস্তে আস্তে চলে গেল। ওরা যখন চলে গেল ও তিমকার ট্রাকের কাছে ছুটে গেল, চাকাগুলোর তলায় ত্রিপল বিছিয়ে দিল, যাতে বরফের ভেতর ডুবে না যায়, ওর নিজের ট্রাকে উঠে বসল আর চালাতে শুরু করল। ও যখন এক কিলোমিটার রাস্তা চলে এল সামনের সারিটা প্রায় দৃষ্টি বাইরে চলে গেছে আর তিমকার ট্রাকটা একটা বিন্দুর মত দেখাচ্ছে বরফের উপর। ও পায়ে স্কী পরে নিল আর আবার তার কাছে ফিরে গেল।

যে সময়ের মধ্যে ও তিমকার ট্রাকটা তার নিজের কাছে নিয়ে এল ততক্ষণে মিছিলটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওর মনে একটা দারুণ দুঃখবোধ সৃষ্টি হল। এই জনমানবহীন তুষার প্রান্তরে সে একা। শুধু তার আত্মবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নেই। ও আরো দেড় কিলোমিটার গাড়ী চালাল। আর আবার স্কীটা পরে নিল। আর অন্য ট্রাকটার জন্য পিছনে দৌড়ালো। সমস্ত পরিস্থিতিটা ও হাস্যকর ভাবে দেখবার চেষ্টা করল। একজন ট্রাক ড্রাইভার স্কী পরে দৌড়চ্ছে। কিন্তু যে করেই হোক তার ঠোঁটে আর হাসি ফুটল না।

আবার ও তার নিজের ট্রাকে উঠল আর চালাল। ট্রাকটা বরফ গলা নদীর পাড়ে আটকে গেল। ও বিরক্তিতে প্রায় গর্জন করে উঠল; ওর মনটাকে একটু চাংগা করে নেবার জন্য ও প্রায় চেঁচিয়ে একটা গালাগাল দিল। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে ট্রাকটা বের করতে গিয়ে ও ঢালাই কারখানার মজুরের মতন ঘামল। গাড়ী চালাবার পর স্নায়ুগুলো একটু শান্ত হল। কিন্তু আবার যখন ওর কেবিন থেকে নামবার সময় এল ও লক্ষ্য করল ওর সমস্ত শক্তি যেন ফুরিয়ে আসছে; ও দৌড়তে পারল না। আর স্কী দিয়ে খুব সামান্যই কাজ

হচ্ছে। ভিজে তুষার তাদের ভেতর আটকে আছে। ওগুলো আর পিছলে যাচ্ছে না। এগুলো আর কোন কাজ দেয় না বরং একটা বাধা। ও ট্রাকের পিছনে ওগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পায়ে হেঁটেই চলল।

ভিজে সপ্‌সপে বুট পরে খুঁড়িয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে ওর একটা ভাবনাই মনের ভেতর আসতে লাগল এখন ওকে বসে থাকতেই হবে। এভাবে হয় না। বসে থাকতে হবে যতক্ষণ না সাহায্য আসে! কে ওকে একাজ করতে বলেছে? কেউ না। ও নিজেই করছে। যদি ও ব্যর্থ হয় ভারী চমৎকার হবে।…দু ট্রাক বোঝাই গ্যাসোলাইন। ওদের গ্যাস নেই। অভাব।…ধরে রাখতেই হবে নিজেকে!

অর্ধেকটা পথ এভাবে আসার পর ও দুলতে লাগল আর একটা বরফের ছোট ঢিবির উপর ও হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল। ওর পা তুলোর মতন। আকাশ আর নদী নাচছিল ওর চোখের উপর। ট্রাকগুলোর কালো কালো বিন্দু মনে হয় এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন তারা বহু দূরে।

"একটু দম নিয়ে নেবে? কোলিয়া তাই করেছিল।" মনের এই ভাবনা নিয়ে ও যেন কখন ঘুমিয়ে পড়ে। কতক্ষণ ও ঘুমিয়েছিল? হয়ত কয়েক মিনিট।

ও আবার বেরিয়ে পড়ল। বেশ স্ফূর্তি'তে পা ফেলে। ওর সমস্ত শরীর আর পা দুটো কাঁপছিল। এখন যেন তাদের ও জয় করেছে।

ওদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ডান দিকের পাড়ে একটা আলো ঝলমলিয়ে ওঠে, উপবসতি শিবির। বাড়ী থেকে ও আট কিলোমিটারের বেশি দূরে নেই—খুব জোর যদি হয় দশ। আসল জিনিস হল—ভেঙে পড়ো না, ঘুমিয়ে পড়ো না, হাল ছেড়ো না। মনটাকে এলোমেলো না করে ঘুমটাকে রুখে রাখে। তার সমস্ত দৈহিক ও নৈতিক শক্তিকে একত্র করে ও ঘটনা পরম্পরায় ওর করণীয় কি কি তা গুছিয়ে নেয়; ওই অপেক্ষমান ট্রাকটার কাছে গিয়ে ওকে পৌঁছাতে হবে, মোটরে স্টার্ট দিতে হবে, চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে সামনে, বেরিয়ে পড়তে হবে, ফিরে যেতে হবে, আবার অন্য ট্রাকটার মোটরে স্টার্ট দিতে হবে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, আবার বেরিয়ে আসতে হবে……।

ও দেখল লোকেরা ওর দিকে ছুটে আসছে। যখন ওরা প্রায় ওর কাছে পৌঁছে গেছে ও তার নিজের ট্রাকের পাদানির উপর বসে পড়েছে আর দেখল ওরা এলোমেলো ভাবে আর একটা ট্রাকের জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। তখন ও চিনতে পারল। গ্রীশা ইশাকভ ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।"

"তুমি এলে কেন? তুমি যে অসুস্থ," ও বলল।

কোন জবাব না দিয়ে গ্রীশা বলল, "তুমি নিশ্চয়ই মরে গেছ।"

"না ঠিক তা নয়।"

ওরা অন্য ট্রাকটার জন্য অপেক্ষা করে। সেটা এসে পড়লে। তারপর বাড়ীর দিকে রওনা হল।

ওদের সব বন্ধু, সব কমরেড আর বড়রা ওদের সংগে দেখা করবার জন্য বেরিয়ে এসেছে। দশ দিনের কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। বসতিতে চারদিকে মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার খবর। দুটো ট্রাক চালাচ্ছিল ও।

এপিফানভ দু'চোখ মেলে লিডাকে খুঁজল। কিন্তু দেখতে পেল না তাকে। নিশ্চয়ই, তাকে কেউ না কেউ বলেছে। সে বাড়ীতে বসে কাঁদছে। এমনকি ওর সংগে দেখা করতে চায় না।

ও ট্রাকটা নিয়ে অযথা হৈ চৈ করে। আর ওরা সব গেল কোথায়, মাল খালাস করুক। ওটাকে গ্যারেজে তুলতে হবে যে। কিন্তু গ্যারেজের কর্তা ওর কাছে চলে আসে, করমর্দন করে বলল, "ধন্যবাদ দাদা।" তুমি এখন বাড়ী যেতে পার। আমি এটা তুলে রাখব।"

এপিফানভ মাথা নাড়ল। আর হাঁটতে লাগল। কিন্তু কোনো একটা কারণে বাড়ী ফিরতে ওর মাথা ব্যথা নেই। সেখানে ওর জন্যে কি অপেক্ষা করে আছে? লিডা ওকে কিভাবে গ্রহণ করবে? যদি ওকে ও খেদিয়েই দেয়, দেখা না করে?

রাস্তায় ওকে পাকড়াও করে সোনিয়া ইশাকোভা। ও তার গলা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল আর ওর এই দুঃসাহসের কাজ নিয়ে পঞ্চমুখে প্রশংসা করে। ওর কানে কানে ফিস ফিস করে বলল, "কোলিয়ার কথা লিডাকে বোলো না। এখন ও যেন কিছুতে ভেংগে না পড়ে। আমি সবাইকে সাবধান করে দিয়েছি।"

এপিফানভ বুঝল না। কেন ও ভেংগে পড়লে হবে কি? তবে কি সে অসুস্থ? তাই হবে, সে অসুস্থ, নয়ত ওর সংগে দেখা করবার জন্যে ও নিশ্চয়ই আসত।

ও দৌড়ে বাড়ী চলে এল। ওর নিজের ক্লান্তির কথা ভুলে গেল। লিডা ছুটে এল। শুধু ওর মাথায় একটা শাল আর কিছু নেই। আর এমন কি সেই গোধূলির আবছায়াতেও প্রথম যে জিনিসটা ওর চোখে পড়ল তা হল একটা অস্বাভাবিক আলোয় উজ্জ্বল ওর দুটো চোখ।

তার হাত দুটো ওর গলায় জড়িয়ে আছে। দুটি ওষ্ঠ দিয়ে প্রাণ ভরে ওকে চুমু খায়। আর চুমু খেতে খেতে মাঝে মাঝে ওকে মৃদুগুঞ্জনে কিছু একটা বলে। হয়ত—ওরা যে ওর সংগে ওকে দেখা করতে যেতে দেয় নি কি করবে। সে ওটা বুঝতে পারে নি। আর সে ওর কণ্ঠ লগ্না হয়ে থাক। তার জামাকাপড় ময়লা ভিজে তা হোক। এই সুখের মুহূর্তটিকে বাধা দেবার মত শক্তি ওর নেই। আর দুজনে জড়াজড়ি করে ওরা ঘরে চলে

এল। ওর মুখ থেকে ও যেন চোখ আর ফিরিয়ে নিতে পারে না। আর বুঝতে পারে না সত্যি কি আজ একটা নতুন আলো নেমেছে ওর জীবনে না সবই তার মনে হচ্ছে।

ও বিছানায় শুয়েছিল (চান করেছে, পরিষ্কার জামাকাপড় পরেছে, লিডা জোর করে ওকে শুইয়ে দিয়েছে) লিডা বসেছিল ওর পাশে। দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল, "তোমাকে কিছু নতুন খবর দেবার আছে আমার।"

ওর লজ্জা রাঙা মুখ, মাথা নিচু করে নেওয়া, সেই প্রশ্ন করা, আশায় উন্মুখ, পরিপূর্ণ একটা নারীসুলভ চোখের প্রকাশ ভঙ্গী, একটা নতুন দীপ্তিতে উজ্জ্বল; সব যেন ওকে বলে দেয়, খবরটা কি, আর ও আনন্দের ছোটুটো একটু শব্দে মুখর হয়ে ওঠে, "সত্যি না কি?"

ও ওর গর্বিত লাজুক, সুখী মুখটা তার কোলে লুকিয়ে ফেলে।

ছাব্বিশ

পাঁচজন লোকের একটা কমিশন এক সপ্তাহ ধরে নির্মাণ ক্ষেত্র পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। ওরা সব অঞ্চলেই যাচ্ছিলেন; সন্ধ্যের দিকে ছাউনি আর কুঠরীগুলো দেখলেন, কোমসোমোলদের সংগে কথা বললেন, ইঞ্জিনিয়ারদের সংগে সাক্ষাৎকারে কথাবর্তা বললেন, ফোরম্যান আর শ্রমিকদের নানান জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

একটি খোলাখুলি দলীয় অধিবেশন স্থির করা হয়েছিল পরদিন। এতে নেতৃস্থানীয় কোমসোমোল আর ইঞ্জিনীয়াররা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

ওয়েনারের চেহারাটা ধূসর আর বাউণ্ডুলে ভবঘুরের মত। তিনি কখনও জানতেন না এই তদন্ত বা পরিদর্শনের ফলাফল, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসটা অনেকখানি চলে গিয়েছিল। মরোজভ নিহত হওয়ার পর থেকে যেসব সংশয় তাঁর মনকে কেবলই আক্রমণ করছিল এখন সেগুলি একটা চূড়ান্ত রূপ নিল; তিনি নিজের কার্যকলাপের বিচারটা করেছিলেন কর্কশভাবে আর নির্মাণ প্রকল্পের সর্বোচ্চ কর্তার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। এই সভা বা অধিবেশনে তাঁর একটা ভয় ছিল। তার একমাত্র কারণ হল তিনি জানতেন না জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ নিয়ে আসবে। দশ মাসের বেশি হল তিনি এইসব লোকের সংগে কাজ করছেন আর আজও তিনি এদের চিনতে পারলেন না। তাদের মধ্যে ভাল মন্দ দুরকম পরিদর্শনই ছিল, ভাল আর মন্দ শ্রমিক। ওদের মনের ভেতর কি যে হচ্ছিল? তাঁর বিষয় তারা কি ভাবছিল? এতদিন পর্যন্ত তাদের মতামতকে তিনি গ্রাহ্য করেন নি। আর এখন ওরা ওঁর বিচারক হতে চলেছে।

তিনি কাজ করতেও পারছিলেন না বিশ্রামও নিতে পারছিলেন না। সকাল

সকাল শুতে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা যাদের সংগে দেখা করার কথা ছিল সব বাতিল করে দিলেন। কিন্তু উনি ঘুমোতে পারলেন না। ভোরবেলা উনি নির্মাণক্ষেত্রে বেড়াচ্ছিলেন। যেন তাঁর ছেলে, জায়গাটাকে এমনি ভাল বাসেন। ওরা প্রথম যেটি বানিয়েছে সেই আজগুবি ছোটট্টো বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিকে উনি কত যে ভালবাসেন। আর দ্বিতীয়টি বানাবার জন্য সেই যে বিশাল সীমারেখা চিহ্নিত স্থান! এখনও সেখানে কাজ চলছে। পরিচিত দোকানগুলোর সিলুয়েট ছবিগুলি জেগে উঠেছে আকাশে। কুৎসিত ব্যারাকগুলোর সারি। তুষারের নিচে চাপা পড়া নিচু নিচু কুঠরীগুলো। উপবসতি শিবিরের কলের ধোঁয়া গাছের ওপর দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। দূরে দূরে ইঁটের গোলা। ওঁর বেশ মনে আছে সে গ্রীষ্ম প্রভাতের কথা। যেদিন এর বাঁশী প্রথম বেজে উঠেছিল তাইগার ওপর দিয়ে। তাঁর মনে হল সেই সুখ প্রত্যয়ে কথা। সরকারী পরিকল্পনায় যে সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে তিনি সেটা কমিয়ে দিতে পারবেন, যে, অচিরেই তারা তাদের বিজয়-উৎসব করবে, সেদিন বক্তৃতা হবে, পুরস্কার দেওয়া হবে, প্রচার হবে। এটা কি দম্ভ? তাই কি ছিল?

ওয়েনার দেখলেন তিনি ছোট ছোট কুঠরীর কাছে এসে পড়েছেন, আর সহসা একটা দৃশ্য তাঁর চোখে পড়তেই তিনি থামলেন। ওঁর মনে আঘাত লাগল। কুঁজো কতকগুলি মূর্তি, হাতে তাদের লাঠি, আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে—অনিশ্চিতভাবে, ভোরবেলাকার আলোয়। কুঠরীগুলোর মাঝখান দিয়ে। সাবধানে ওরা ওদের ফোলা ফোলা হাঁটুগুলো ভেংগে ভেংগে চলেছে। ওরা ওঁর দিকে তাকাল। সে দৃষ্টিতে রাগ, ঘৃণা, বিরক্তি কিছুই নেই। কিন্তু মৈত্রীও নেই। ওরা ওঁকে অভিবাদনও জানাল না আর তাঁর দিকে মুখ ঘুরিয়েও চলে গেল না। ওরা শুধু চলে গেল—উদাসীনতায়, ওদের লাঠিতে ভর দিয়ে। তাদের চাকা বুটগুলো বরফের ওপর দিয়ে টেনে টেনে। তিনি ওদের দুজনকে চিনলেন। একজনকে দেখেছেন প্রথম বিদ্যুতকেন্দ্রে যোগাড়ের কাজ করতে। আর একজন সবচেয়ে শক্তিশালী করাত-কলের শ্রমিকদের একজন। নিজের স্বপক্ষে উনি সভায় কি বললেন?

এবার সেই সভায় জনসমাবেশ। কমিশনের চেয়ারম্যান সংক্ষিপ্ত আর ভীষণ একটা প্রারম্ভিক ভাষণ দিলেন।

ওয়েনারের ইচ্ছা ছিল না মঞ্চের ওপর বসেন, সভাপতি চক্রের (প্রেসিডিয়াম) সদস্যদের ভেতর। উনি দর্শকদের ভেতর প্রথম সারিতে একটা জায়গা বেছে নিয়েছিলেন। ওখানে উনি শ্রোতৃবর্গের মাঝখানে টান হয়ে কঠোরভাবে নিশ্চল মুখে বসেছিলেন। একবার যখন উনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন চারদিকে শ্রোতাদের মধ্যে তাঁকে কেউ একবারের জন্যও বন্ধুভাবে অভিবাদন জানায় নি। ক্লারাও বসেছিল সামনের সারিতে। কিন্তু তার ঠিক বিপরীত প্রান্তে। একদল কোমসোমোলের মাঝখানে। সে ওঁর দিকে

চেয়ে সহানুভূতি মৃদু হেসেছিল ; উনি হাসিটাকে একটা অবমাননা মনে করলেন ; তাঁর দুর্বলতার স্বীকৃতি। তারপর তাঁর হঠাৎ চোখে পড়ল কোশেনারের সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। তাঁর মনে পড়ল কিভাবে ক্লারা তাঁকে একদিন বলেছিল, "ওই যে অপরাধীর বেশে সাধুমহারাজ।" রেগে গিয়ে উনি কোশেনারের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এ কি রকম তিনি লোকটাকে ভাল করে একদিন চিনতে পারেন নি ? অপরপক্ষে, তিনি তাকে খুব উপযুক্ত মনে করেছিলেন। বিশ্বস্তভাবে সাদা মনে আজ্ঞা মেনে চলে। আর এখন এতদিন বাদে দেখতে পেলেন যে সে একটা হীন তোষামোদকারী ছোটোলোক। হাতানো মতলববাজ। সব সময় বাড়তি মাইনে, উপরি এইসব হাতিয়ে নেবার মতলব। বেশ একটু ভাল বসত বাটি চাই। বোনাস চাই। বেড়ানোর জন্যে কি রোগে ভোগে চিকিৎসার জন্যে ভাতা চাই। এই তালেই আছে।

ওঁর বেশ লজ্জা করতে লাগল। ভয়ও পেলেন। আর দুঃখও হতে লাগল প্রেসিডিয়ামে বসেন নি বলে। হয়ত ওঁর ওই পরিচিত জায়গাটায় বসলে নিজেকে অতটা নিঃসঙ্গ ভাবতে পারতেন না। কমিশনের একজন সদস্যের পাশে গ্রানাতভ বসেছিলেন, কথা বলছিলেন হাসছিলেন, যেন কোথাও কোনো গলদ নেই। "এই অপূর্ব নির্জনতা একদিন তোমার জীবনে অকল্যাণ ও সর্বনাশ ডেকে আনবে," ক্লারা ওঁকে সতর্ক করে দিয়েছিল, অনেকদিন আগে। একদিন যখন উনি বেশ রাশভারী ছিলেন, স্বাধীনচেতা আর আত্মবিশ্বাসী। এখন উনি একা আর শত শত লোকের সামনে নগ্নভাবে ওঁকে তুলে ধরা হচ্ছে। 'রাজা উলঙ্গ।" এক সুন্দর পদমর্যাদার আসন টলে গেছে। তোমার সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান শ্রেষ্ঠত্বের ছবিতে যে জ্যোতির্মণ্ডলটি ছিল তা আজ আর তাঁকে আলোকিত করছে না। আজ তিনি আসামীর কাঠগড়ায়। আজ তাঁর বিচার হবে, আর তাঁর কাজের বিচার হবে, কর্ম-ফলের ওপর বিচারের রায় দেওয়া হবে। ওপর থেকে কোনো অনুমতি না নিয়ে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, কেবল বড় বড় কাজের ঝুঁকি নিয়ে একেবারে মূলধনটাকেই ডুবিয়ে ছেড়েছেন। অথচ এসব পরিকল্পনা প্রায় রূপায়িত হবার আগেই পরিত্যক্ত হওয়া উচিত ছিল। কেন না সরবরাহের ব্যাপারে তিনি কোনো নিশ্চয়তার সৃষ্টি যখন করতে পারেন নি। পরিবহণ আর কাঠ এনে ফেলার ক্ষেত্রে সর্বদাই একটা জরুরী অবস্থা ছিল ; সকাল সন্ধ্যো সেই জনারের রুটি ; আর তার ওপর এই মাড়িফোলার অসুখ।

এই সভাটা ছিল আসলে একটা বিচারালয় ; প্রথমে অভিভাষণ দিলেন একজন কারিগর (আইভান গাভ্রিলোভিচ তিমোফিয়েভ, আগে ছিলেন লেনিন-গ্রাদ জাহাজঘাঁটিতে)। তিনিই বিচারের পূর্বাভাষ দিলেন। তিমোফিয়েভ বেশ শান্তভাবে বললেন, আর বেশ ব্যবসাদারী বা বৈষয়িক সুরে কথা বলছিলেন। একটা বিষয় নিয়েই বলছিলেন। জাহাজ নির্মাণের কাজে

প্রতিষ্ঠান যে ধোঁকাবাজির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল তার কথা। ওয়েন'ারের কাছেও তিনি এটা পরিষ্কার করে দিলেন যে অতিরিক্ত উচ্চাশাসম্পন্ন একটা গতিতে আসলে এমন চাপ তিনি দিয়েছেন, সবাইকে কাজে বাধ্য করেছেন যে আসলে কাজটাই মাটি হয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য ওয়েন'ার কিছুই বলতে পারলেন না। "আমি ভাবতে পারি নি···" "আমার শুধু সর্বাপেক্ষা সদিচ্ছাটাই ছিল" এসব কথা একজন তার বউকেই শুধু বলতে পারে, কিন্তু জনগণের কাছে একথাগুলো কী আর গুরুত্ব বহন করতে পারে যারা নিজের পিঠ পেতে তাঁর মারাত্মক ভুলের পরিণামকে সহ্য করেছে?

ওয়েন'ার আশা করেছিলেন যে অন্য সব বক্তৃতাই তিমোফিয়েভের অভিযোগগুলোকেই সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে তাঁকে ছেড়ে দেবে। ওয়েন'ার আর যেন কোনো ভরসা নিয়ে দাঁড়াতে পারছিলেন না। উনি বসেছিলেন। ওঁর মুঠো করা দুই হাতের ওপর চিবুকটা রেখে। আঘাতের পর আঘাত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন তিনি।

ওঁকে অবিশ্বাস্য রকমে অবাক করে দিয়ে সমস্ত বক্তৃতাই ভিন্ন সুরে বাজতে লাগল। বক্তারা কেউই ঠিক তাঁর বিষয় কিছু বললেন না। ওঁরা নিজেদের কথা বললেন। এই কাজটার কথা। কোমসোমোলরা, কমিউনিস্টরা, নির্দল ব্যক্তিরা কথা বললেন। বক্তৃতা দিলেন। উনি ওঁদের অনেককেই চিনলেন। শক-ওয়াক'ার। কারিগর। আর ইঞ্জিনিয়ার। আরো কেউ কেউ ছিল। তাদের উনি আগে কখনও দেখেন নি। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই বক্তৃতা দিলেন এমন ভাবে যেন তিনি নিজেই এই বিপুল নির্মাণ প্রকল্পের জন্য দায়ী। প্রথমে ওয়েন'ার তাঁর নাকে একটা মোচড় দিলেন; আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বিছানার ছারপোকা কি-গাছকাটার ব্যাপারগুলো নিয়ে কি করার থাকতে পারে? এইসব চানের ঘর, ষষ্ঠ অঞ্চলের দৈনন্দিন ভ্রান্ত বরাদ্দ, স্লেপতসভের ঐ দেওয়া সংবাদপত্র নিয়ে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য এসব নিয়ে কথা বলে মূল সমস্যাগুলো থেকে মনোযোগ অন্যত্র নিক্ষিপ্ত করে কি লাভ আছে? এদিকে তানিয়া তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে। ম্যানেজারদের বাড়ীর নৈশ জীবন শেষ করে দেবার দিন এবার এসেছে। আর দেরী নয়। ওয়েন'ার কেঁপে উঠলেন। আর আন্দেই ক্রুগলভের দিকে চাইলেন কিছু একটা অনুমান করে। তিনি বসেছিলেন রাষ্ট্র পরিচালক বা সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে। মুখটা কাগজের মত সাদা হয়েছে। ওঃ এখানে এই ব্যাপারটা টেনে আনা কী বীভৎস ব্যাপার, এরকম একটা বড় সভায়! আর ক্রুগলভের সামনেই। ওয়েন'ার আশা করছিলেন যে এই অপ্রস্তুতের ভাবটা অনেকটা সরল হয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ আর একজন বক্তা আরো বেশ কিছুটা এগিয়ে যায়, "আমরা জানি ক্রুগলভের পক্ষে এটা শোনা কতখানি দুঃখের ব্যাপার হবে, এরকম একটা ব্যাপার, তবে এসব কথা পিছন থেকে না বলে তার সামনে

সরাসরি বলাই ভাল ; আস্ত্রেই তোমার স্ত্রী মন্দ মেয়েমানুষ, আর এ দুয়ের মধ্যে তোমাকে একটি বেছে নিতেই হবে···হয় তাকে নিজের বশে রাখো সামলাও আর নয়ত···সে তো তুমি জানই। পরিষ্কার কথা। এভাবেই ঠিক বলা উচিত। কারো মনেই আঘাত লাগল বলে বোধ হল না। সবাই এটাকে কথার কথা বলে মেনে নিল। পরে ওরা জনৈক সেরগেই স্মিরনভের কথা বলল। তার উকুন ছিল আর সে এ বিষয়ে কিছু করতে অস্বীকার করত। পরের ব্যারেক শুরু করে দিল ওরা ভিৎ খোঁড়া ঘর-বাড়ী তৈরী আর নানা ছুতো নাতায় টাকাকড়ি বরবাদ করার বিষয় নিয়ে কথাবার্তা। আর এই আমলা-তান্ত্রিক লাল ফিতের রাজনীতি। বড় জিনিস, ছোট জিনিস সবকিছু নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আত্মসমালোচনা এই জিনিসটাই, এই আত্মসমালোচনাই বড় নির্মম, তবে একটা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে গঠনমূলকভাবে সেটা করা হচ্ছিল, বেশ যুক্তি আর বিচার দিয়ে। বক্তা একবার উপহাস করলেন জ্ঞানগর্ভ উপদেশের প্রতি কটাক্ষ করে। ক্ষমতাশালী এক ব্যক্তি সেটি দিয়েছিলেন, "নরখাদকরা তো নিজেদের খায় না আর আত্মসমালোচকরা তো নিজেদের সমালোচনা করে না।" মনের গভীরে তিনি এই মতটিকে সমর্থন করে-ছিলেন। তিনি কখনও আত্মপর্যালোচনার যথার্থ তাৎপর্যটা কি সেটা বুঝতে চান নি, তার সংগে একমত হন নি। বরং বিরক্ত হয়ে ভেবেছেন এটা একটা গণতান্ত্রিক নিয়ম রক্ষের মত। উনি বিশ্বাস করতেন যে নিজে সবকিছু জানেন। মাতব্বররা তাঁকে নতুন কিছু শেখাতে পারবেন না। 'আত্ম-সমালোচনাটা জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যেই। যারা লাগাম ধরে আছে তাদের পরিচালনা করাটা সেখানে বড় কাজ নয়। এখানে এই প্রথম উনি এর শক্তিটাকে উপলব্ধি করলেন। আজ পর্যন্ত যদি নিজে একেবারে কানা ও কালা হয়ে থাকতেন? শ্রোতাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল কমবয়সী। উনি ওদের এখানে এনেছিলেন, আর যেন তাদের কাছে পিতার মর্যাদার আসন অধিকার করেছিলেন। গত দশ মাসে তারা আর কত বড় হয়েছে! তাদের হাতেই যে সবকিছু সৃষ্টি করেছে। আর ওয়েনার মনে করেন এসব তার সৃষ্টি আর যেন (যদি তিনি তাঁর মনের গভীরে যা আছে তার স্বীকৃতি দেন) তাঁর সু-উচ্চ কীর্তি। তিনি সেগুলির দিকে হয় ভাল করে যত্ন নিতে পারেন নি অথবা ভালভাবে তাদের ব্যবহার তিনি করতে পারেন নি। তাদের জীবনকে তিনি কোনো মূল্যই দেন নি। আর তবুও প্রতিবার জরুরী অবস্থার সময় তিনি তাদের বীরোচিত উদ্দীপনাকে আশা-ভরসা নিয়ে মূল্য দিতে চেয়েছেন আর তারা একবারও তারা তাঁকে ফিরিয়ে দেয় নি। এখন, এই নির্মল কার্যের জন্য আর ওয়েনারের জন্যও তাদের নিজেদের সমালোচনা তারা করছে, তাদের কাজের, তাদের নিজেদের সংগঠনেরও। তিনি, ওয়েনার, অবশ্যই অনেকদিন আগে এসব সমালোচনা শুনেছেন। আসলে যারা স্থপতি

বা নির্মাতা তাদের সংগে তাঁর সরাসরি কোনো যোগ ছিল না। সেটারই অভাব ছিল। মারাত্মকভাবে তাঁর এ জিনিসটার দরকার ছিল। তিনি চেয়েও ছিলেন হয়ত। আর তাহলে হয়ত মারাত্মক অনেক ভুলের হাত থেকে তিনি বেঁচে যেতেন।

ব্যর্থতা। এটাই ঘটেছে। তারা তাঁকে এই কাজের ভার দিয়েছিল। আর তিনি এটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। যা চিবোতে পারেন যেন তার চেয়ে বড় করে কামড় বসিয়েছেন।

বলতে গেলে শান্তভাবে সাহস করে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। কেউই যাতে তাঁর ভুলচুক অপরাধটা তলিয়ে না দেখতে পায়। শ্রোতারা তাঁর কথা শুনছিল মন দিয়ে। তবে খুব সামান্য সহানুভূতি ছিল। তাঁর চোখ পড়ল ট্রাকচালক এপিফানভের ওপর। তার মুখটাও গম্ভীর। ওয়েনার প্রায় কথার খেই হারিয়ে ফেললেন। এপিফানভ ছিল গভীর সমুদ্রের ডুবুরি। যখন প্রথম ওঁদের দেখা হয় সে ওঁকে খুব আপন জনের মত। একটা ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। সাচ্চা একটি নাবিকের মতই প্রথম সাক্ষাতে বলে উঠেছিল "এই যে কাপ্তেন, বুঝলে হে! আমরা এবার তাঁবু গেড়ে ফেলব আর দেরী নেই!" পরে এই এপিফানভই সেই নদীর বরফগলা জলে বীরের মত সবার একজন হয়ে অভিযান চালিয়েছে। এই নগর নির্মাণের কাজে জ্বালানির দরকার—এই এপিফানভই গেছে ফাটা বরফের দুর্গম পথে ট্রাক টেনে নিয়ে যা ওয়েনার পারেন নি। নিয়মমত জ্বালানি, ময়দা, মাংস এসব দিতে। পরে এই এপিফানভই আবার হাসপাতালের জন্যে ইঁট চুরি করেছে, তার রুগ্ন বন্ধুদের জন্যে, যাদের দিকে ওয়েনার ফিরেও তাকান নি। এখন এই এপিফানভই তাঁর সংসারে একজন বাড়তি লোক আনতে চায়, তার বউ—বাদামী চুল বন্দুক ছোঁড়া শেখায়, প্রসব করার জন্যে হাসপাতালে গিয়ে শুয়ে থাকতে হবে। তাও সে পারবে না। কেন না ওয়েনার তো সেরূপ হাসপাতালের বন্দোবস্ত রাখেন নি বসতিতে। আর নবজাত শিশুর জন্য কোনো দুধও পাওয়া যাবে না। কেন না এই বসতিতে দুধ পাওয়া যায় কিনা সেসব দিকে নজর দেবার জন্য কিছুই করেন নি। আর তোনিয়া ভাসায়েভা রয়েছে, একজন খুব পুরানো কোমসোমোল, সে এদিকে কোট গায়ে দিয়ে বসে আছে। ফুলো টাউস পেটটা লুকোবার জন্যে। বেচারীর মুখ শুকিয়ে ছন্নছাড়ার মত দেখতে হয়েছে পোয়াতি মেয়েমানুষ বলে। ওদিকে হাসপাতালে খাটুনির অন্ত নেই। অতিরিক্ত পরিশ্রম! ওয়েনারের অবহেলার জন্যেই ওই একটা ছোট্টো হাসপাতালে কাজের লোকজন কম, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা খুব খারাপ।

সবাই যাতে শুনতে পায় তাই বেশ জোর গলায় তিনি নিজের উদ্দেশ্যেই তাঁর বিচারের রায় দিলেন। সিদ্ধান্তটা তিনি তাদের চোখ দেখেই বুঝতে

পেরেছিলেন। আর তারা যে কতটা অবাক হয়ে কথাগুলো শুনল সেটা তিনি লক্ষ্যই করলেন না। কেন না এটা যে তাদেরই যেন বলা হল যে তারা একজন নতুন নেতাকে পাবে, যিনি হবেন এই নগর নির্মাণের প্রধান ব্যক্তি, আর ওয়েনারকে অবশ্যই অপসারিত করা হবে।

শেষবারের মতন তিনি তাঁর নিজের শক্তিটাকে উপলব্ধি করেন। তখন তিনি পরিষ্কার করে সংক্ষেপে তাদের বলছিলেন যে তাঁর ভুল সংশোধন করতে গেলে কি কি করতে হবে আর নির্মাণকার্য চালাতে হবে ভবিষ্যতে কেমন করে।

"আমি এটা নিজেই করতে পারতুম। কেন না আমি যতটুকু আমার ভুলগুলো আগাগোড়া বুঝতে পারি আর জানি সেগুলোকে কিভাবে সংশোধন করতে হয়।" তিনি সহজ কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু এই পরিস্থিতিতে একজন নতুন লোক আনাই আরো ভাল হবে। অতীতের ভুল ভ্রান্তির দ্বারা যার কর্তৃত্বকে কোনোদিন খাটো মনে করা হয় নি। আমাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আজ ; তবে এ শিক্ষা আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল।"

তিনি মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। আর আবার তাঁর আসনে গিয়ে বসলেন। ওঁর বক্তৃতা একটা খারাপ ধারণা সৃষ্টি করল। যে রকম একটা প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক কঠিন কণ্ঠে এটি দেওয়া হল তাতে তাঁর কথাগুলোর আন্তরিকতা-টাই যেন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল, আর এতে তার স্বভাবটা যেন তাঁর শ্রোতাদের বিরুদ্ধাচরণই করল। তারা একটু উত্তেজিত হল।

তাঁর প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই চলে যাবেন। কিন্তু কৌতূহল তাঁকে সেখানেই ধরে রাখল। আর সবাই কি বলবে? তিনি ক্লারার দিকে চাইলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে সে যেন তাকে খানিকটা বুঝতে চাইছে। তার চোখে যেন কিসের একটা উত্তাপ, আর বিজয়ের দীপ্তি।

তিনি চোখ বুজলেন। আর শুনলেন ক্লারা নীচু গলায় বলছে। উত্তেজনায় একটু হাঁপিয়ে উঠছিল। আর কাঁপছিল তার কণ্ঠস্বর।

"আমরা জানি," ক্লারা বলল, "যে বলশেভিক কাজের ধারা হল প্রথমে জনগণকে পরিচালিত করো, তাদের ওপর নির্ভর করো, আর আন্তরিকভাবে তাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখো। একবার যদি কোনো নেতা নিজেকে জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় তাহলে তার অর্জন করবার মত খুব সামান্যই বাকী থাকে। আর নেতা যত শক্তিমান যত বলবান হবেন, তত জনগণের সংগে তাঁর কাজ হবে আরো গভীর আরো গুরুত্বপূর্ণ। আর তাঁর কাছে চাহিদাও হবে তত বড়। সেই সংগে, জনগণ আরো বেশি করে তাঁকে সমর্থন জানাবে, সমস্ত মানুষের সমর্থন, সমষ্টির সমর্থন। একজন শক্তিমান নেতার পক্ষে একা হয়ে যাওয়ার চেয়ে খারাপ পরিস্থিতি আর কিছুই হতে পারে না। ওয়েনার এটা বুঝতে পারেন নি। আর তাই তাঁর

চারদিকে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ফাঁকা জায়গাটাকে ভরতে হবেই, আর এ অবস্থায় কোশেনারের মত অতি হীন তোষামোদকারীকে দিয়ে সেটা ভরানো হয়েছিল, কোশেনার আপনার মুখটা অমন করা উচিত নয়, আমি শুধু সত্যি কথাটা বলছি। আর তোমাদের এই কোশেনাররা যারা তাদের সর্বশক্তিমান নেতাদের সব ইচ্ছের বেলায় জো হুকুম করে, তারা শ্রমিকদের ওপর একরোকামি করে, কাজের বদলে এলোমেলো কাণ্ড বাধায় আর নিয়ন্ত্রণের নামে চালায় ফিতের দৌরাত্ম্য। এই হেড আপিসে বেশির ভাগ যারা আসে তারা ওয়েন'রকে দিয়ে হেড আপিসের বিচার করে না। এই কোশেনারদের দিয়েই বিচার হয় এই আপিসের। কেননা এইসব নিচু তরফের সহায়তার জন্যেই তারা বেশির ভাগ প্রবেশাধিকার পেয়ে লাভবান হয়।"

হঠাৎ শ্রোতাদের পক্ষ থেকে হাত তালি আর সাধুবাদে ভেঙে পড়ে সভা। ক্লারা একটুখানি উজ্জ্বল হাসি হেসে আবার বলতে শুরু করে, "দেখুন কমরেড ওয়েন'র ব্যাপারটা কি রকম? ওয়েন'রকে দেখতে পাওয়া যেত না এই কোশেনারদের জন্যই। আর এর কারণ হল ওয়েন'র তাঁর নিজের ওপরেই নির্ভর করেছিলেন আর ভুলে গিয়েছিলেন যে পার্টি তাঁর ওপর যে কাজের ভার দিয়েছে সেটা সম্ভবত একজন লোকের দ্বারা করে ফেলা সম্ভব নয়। ওয়েন'রের "আমি" তাঁর নিজের খুশিমত "আমরা" এই ধারণাটার মধ্যে ভিড় করে এসেছিল যে কেউ নিজেকে ভালবাসে, এমন কেউ যে, নিজের গর্বে অপরের কথা ভুলে যায় সে, নিশ্চয়ই একা হয়ে পড়ে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, আর সবচেয়ে খারাপ যেটা, সেটা হল পিছু হঠে যাওয়া। আর এভাবে পিছু হঠতে হঠতে একদিন সে অরক্ষিত হয়ে পড়ে; তার ওপর শুধু যে আমলারা সুযোগ নেয় তা নয় তা ছাড়াও—হ্যাঁ, আমাদের রেখে ঢেকে বলবার দরকার নেই—শত্রুরাও সুযোগ নেয়।"

তখন অনেক রাত। ওয়েন'র আমুরের ধারে নিজেকে খানিক একা পেলেন। বিশুদ্ধ শীতল বাতাস তাঁর মাথাটা অনেক পরিষ্কার করে দিয়েছিল। ওই ভীড় ঠাসা সভায় তিনি যেন এতক্ষণ হাঁপিয়ে উঠেছিলেন গুমোটে। তাঁর চোখ দুটো অন্ধকারে স্থির, এবার যেন দেখতে পায় ভাঙা বরফের ধীর সঞ্চরণ। জীবন্ত প্রাণীর মত ওরা একটা গুড়ি মেরে চলে, বাতাসকে ভরিয়ে তোলে তাদের চীড়খাওয়া বিস্ফোরণের শব্দে। অনভ্যস্ত-ভাবে তিনি ঝুঁকে পড়েছেন, হাতদুটো পকেটের মধ্যে চেপে, ওয়েন'র বিষণ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু দেখতে দেখতে হেঁটে চলেছিলেন নদীর পাড় ধরে।

কতবার তিনি এখান দিয়ে হেঁটে গেছেন। কতদিন! বেশ একটা ভারী আনন্দঘন পদক্ষেপে। তাঁর সারা শরীরের প্রতিটি গতিভঙ্গীতে সেদিন তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সংগঠন, কেননা দৃঢ় কতকগুলি আদর্শে জীবনকে বশীভূত

করাই ছিল তাঁর স্বভাব (আর তিনি তাঁর এই স্বভাবের জন্য গর্ববোধও করতেন। শুধু আদর্শ নয় একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা। তাঁর প্রাতর্ভ্রমণের দরকার হত স্বাস্থ্যের জন্যে, সারা দিনের কাজের জন্যে তাঁর মন আর স্নায়ুকে তৈরি রাখতে। সন্ধ্যায় তিনিও পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতেন। কোনো ব্যস্ততা নেই। মাথাটাকে বেশ একটু পরিষ্কার করে নিতেন। আর নিজেকে প্রস্তুত করতেন যাতে রাতে গাঢ় একটানা ঘুমটা হয়। কখনও কাজে দেরি হতে দিতেন না। সভা সমিতি সব ব্যাপারেই তাঁর সময়টা ছিল বাঁধা। আপিসে ধূমপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। জোর দিতেন যেন সব কিছু সংক্ষেপে হয় আর সব কিছুতে শৃংখলা—এটাই হল সুস্থ শ্রমের গোড়ার কথা, স্নায়ু আর মাথাটাকে ঠিকমত চালনা করবার উপায়। তাঁর কোনো সহ-কর্মীই তাঁকে কখনও বিরক্ত বা উত্তেজিত হতে দেখেনি, বিরক্তি আর উত্তেজনা হল একটা আবেগ আর তাঁর কাজে আবেগের কোনো স্থান ছিল না। তাঁর স্নায়ু কেন্দ্রটাকে তিনি এমনভাবে শিক্ষিত করেছিলেন যে এমন সক্রিয়রূপে যে পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক তিনি সর্বদা নিজেকে সংযত করতে পারতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে উপলব্ধি করবার একটা জ্ঞান তাঁর ছিল আর সেটাকে দেখাবার বা জাহির করবার প্রয়োজনটাও বুঝতেন হায় তিনি তো দেবতা নন, এমন কি তিনি অতিমানবও নন, তিনি শুধু একজন নেতা, কিন্তু নেতা হিসাবে তিনি ছিলেন অন্যদের উপরে, মাথা আর কাঁধ, আর তাঁর কর্তৃত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা বা খাটো করার অধিকারও কারো ছিল না।

আর এখন কি হল? তিনি কি নিজের ওপর অতিরিক্ত আস্থা রেখেছিলেন? তিনি কি নিজের অহংকারের শিকার হয়ে পড়লেন? তিনি কি আত্মসমালোচনার কথা ভুলে গিয়েছিলেন?

ওয়ের্নার ছোট্টো করে একটুখানি হাসল; কিন্তু এবার এ হাসিতে আন্তরিকতা ছিল না। সত্যিই তাই, আত্মসমালোচনা। কী নির্দয়, অথচ কী হিতকর কী নিষ্ঠুর। অথচ কত উপকারী লাভজনক। তিনি নিজেকে প্রভু মনে করেছিলেন, কিন্তু প্রভু আজ কারা? তারা হল পোতিয়া, কাতিয়া, আন্দ্রেই আর সেরগেই এরাই।

"জনগণের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন।" তাঁর কাছে তো এটা কখনও মনে হয় নি যে এই লোকগুলো ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োজনীয়। তবু আজ তারাই তাঁকে খুব ভাল শিক্ষা দিলে। তারা, আর, ক্লারা যারা তাঁর ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, আর অন্যরা সবাই—বাস্তবিক তারা সংগ্রামের দাবীতে এতটা আজ জড়িত যে তাঁকে ব্যক্তি হিসাবে ভুলেই গেল আর আজ থেকে সেই লড়াইয়ের পথে তারা এগিয়ে যাবে তাঁকে বাদ দিয়েই।

"ওয়ের্নার! দাঁড়াও।"

অবাক হয়ে উনি দেখলেন ক্লারা ওঁর পিছু পিছু ছুটে আসছে। সে এসে

ওঁর হাত ধরে। আর ওরা হাঁটিতে থাকে। কারো মুখে কথা নেই। উনি কথা বলবার চেষ্টা করলেন, "থাক না।" সে বলল। "এসোনা আমরা একটু বিশ্রাম নিই ওয়েনার। আমরা একটু না হয় শান্ত হয়ে এই সুন্দর বাতাস বুক ভরে নিই? কি বল?"

তাই তারা হাত ধরাধরি করে হাঁটল কিছুক্ষণ। দুজনেই তার নিজের ভাবনায় ডুবে আছে।

অন্ধকার হলের সিঁড়ির কাছে এসে দুজনে ছাড়াছাড়ি হবার সময় আবার একবার ওয়েনার কিছু বলবার চেষ্টা করলেন, "না, না," ক্লারা বিনীতভাবে বলল জোর দিয়ে। "এত তাড়াতাড়ি কোনো কথা বলা যাবে না। আরো একটু ভাবো। আমি এত উদ্বিগ্ন যে তুমি একটু বুঝবে ব্যাপারটাকে তলিয়ে। কি হয়ে গেছে।"

"আমি বুঝেছি," তিনি শুধু এইটুকু বললেন।

"আমি ভাল কাজ করতেই এতটা চেয়েছি," ক্লারা তাড়াতাড়ি গুন গুন করে বলে উঠল, আর তার পরেই যেন ছুটে পালিয়ে গেল।

ক্লারার সংগে ওয়েনারের বন্ধুত্বটা এত গভীর যে তাঁর মনের ভেতর যে বিপর্যয়টা ঘটে গেল সেটা কিছুতেই যেন এড়িয়ে যাওয়া যায় না। শুধু এই অন্তরংগতা যেন তাকে সহ্য করবার সাহায্যটুকুই দিতে পারে। যেন এক চোক জল খেলে উত্তাপ খানিকটা সওয়া যায়।

সাতাশ

একজন নতুন কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করা হল। তাঁর নাম হল সেরগেই পেত্রোভিচ দ্রাচেনভ। বেশ বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ। চওড়া কাঁধ, মাথাটা বড়, মাংসল লাল মুখ, লোমওয়ালা দুটো হাত, তেজালো গম্ভীর গলা, আর চোখে মুখে ছড়িয়ে আছে ধূর্ত হাসি। কখনও পুরোপুরি নিজেকে জাহির করেন না সেই হাসিতে কিন্তু যেন মুখটাকে নরম করার জন্যে আনন্দময় ভাবে একটুখানি লেগেই আছে। উনি ওঁর তিনটি ছেলেমেয়ে আর বউকে নিয়ে এসে পৌঁছলেন। যত রকমের অস্থাবর সম্পত্তি আর একটা শিকারী কুকুর। বেশ বোঝা গেল উনি এখানে বেশ কিছুকাল থিতু হতেই এসেছেন।

প্রথম দিনই উনি গ্রানাতভকে বললেন, "তোমার নাম কি? আলেকসি আন্দ্রেয়েভিচ? বেশ, তাহলে আলেকসি আন্দ্রেয়েভিচ গোড়াতেই তোমার হাত থেকে আমি রক্ষে পেতে চাই, তুমি বাবা সরবরাহ নিয়ে যেসব গোলমাল করেছ, কিন্তু আমি তো তা পারব না কেননা ওরা বলে তুমি নাকি-ইদানীং একটা নতুন পাতা উল্টেছ আর অতীতের শাসন ব্যবস্থা ও ওয়েনারের সংগে

তোমার যোগটা রয়েইগেছে। তাই তোমাকে আমি হয়ত রাখব, তবে মালপত্র দেখাও আর নয়ত তোমায় চলে যেতে হবে।"

কেমন ছেলে মানুষের মত কথা বলার আধো আধো ভাব। আর এর জন্যই গলার স্বরটা ওঁর নরম শোনাত। যেমন মুখের উপর হাসির একটুখানি ইশা-রায় মুখটা নরম দেখাত।

উনি সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচকে বলেছেন, "তুমি একজন কমিউনিস্ট আর তুমি তোমার কাজ জানো। কিন্তু ওরা বলে সংগঠনকারী হিসাবে তুমি মোটে ভাল নও। আমার হাতে যতটা ক্ষমতা আছে তা দিয়ে তোমার জন্যে আমি সব কিছু করব কিন্তু তুমিও আমায় সাহায্য করবে—এই কাজের জন্যে আমাকে অনেক জিনিস শিখতে হবে।"

কোশেনারকে উনি বেশ ধমকে দিলেন। আর বেশি কিছু হৈ চৈ না করে আমুর কুমীরকেও। আন্দ্রেই ক্রুগলভের পরামর্শে উনি সোনিয়া ইশাকোভাকে ডেকে পাঠালেন আর তাঁর সম্পাদিকা হিসাবে ওকে একটা কাজও দিলেন।

"হায় ভগবান, না?" সোনিয়া একেবারে চেঁচিয়ে ওঠে। "আমি ও কাজ পারব না। ওরে বাবা ও আমি কিছুতেই পারব না। আমি জানি না কি করে কি করতে হয়।"

"হো হো," দ্রাচেনভ কেটে পড়লেন। "একজন কোমসোমোল এত সহজে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, ভয় পায়! আমি পারব না! আমি জানি না কি করে! কোমসোমোল কি তোমাকে তাই শিখিয়েছে?"

সোনিয়া অপমানিত বোধ করে। শুধু হাসল একটুখানি। ওর এই নতুন কর্মকর্তাকে বেশ মনে ধরল।

"আরে ওই লম্বা-প্যাঁচালো আমলাতান্ত্রিক বয়ানগুলো যদি না লিখতে পারো তাতে বড় একটা ক্ষতি হয়ে যাবে না। তুমি যদি জান কি চাওয়া হচ্ছে তাহলে তুমি কোন রকমে সেটা লিখে রাখবে। আমরা যত কম লিখি ততই ভাল। আমি তোমার কাছে যা চাই তা হল আমাদের আপিসে যেন এক ছিটে-ফোঁটা আমলাতন্ত্র না থাকে। বুঝলে আমার কথা? আমি সবার সংগে কথা বলতে পারব না আর সে চেষ্টা করার ইচ্ছেও আমার নেই—আর সেইজন্যেই আমার একজন কর্মীর দরকার—লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তোমার কাজ, ঠিক ঠিক লোকের কাছে তাদের পাঠিয়ে দেবে, যাচিয়ে নেবে তারা যে জন্যে আসছে তা পাচ্ছে কিনা। তুমি নিজে তাদের সেসব পেতে সাহায্য করবে। তুমি যদি কাউকে পাঠাও, ধরো গ্রানাতভের কাছে, ও চলে যাবার সময় ওকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসা করবে, "আচ্ছা, কেমন সব ঠিক হয়েছে তো?" আর যদি সে খুশি না হয় তখন তাকে আমার কাছে আনবে, আমি কথা বলব। আর গ্রানাতভকেও. তা তোমার স্বামী কি করেন?"

"উনি একজন ট্রাক ড্রাইভার।"

"আর কি? আমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই—আমি জানি! সে কবিতাও লেখে। তাহলে দেখছ, তুমি নিজেই যদি আমলাতান্ত্রিক হয়ে যাও তাহলে আমি ওকে একটা মজার কবিতা লেখাব তোমার উপর আর সেই রঙ্গ কবিতাটা আমরা তোমার ডেস্কের উপর লটকে দেবো যাতে সবাই দেখতে পায়। এটা তোমার কিরকম লাগবে?"

"আমার ভালই লাগবে," সোনিয়া হাসল। "শুধু আপনি সে সুযোগই পাবেন না।"

দ্বিতীয় দিন, তার নতুন কর্মজীবনে, তাকে একটা পরীক্ষায় ফেলা হল। দ্রাচেনভ ওকে নিয়ে গেলেন। গ্রানাতভ আর সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচকেও নিলেন। ঘরবাড়ী তৈরির কাজ কেমন হচ্ছে, জমিতে গিয়ে ঘুরে দেখবার জন্য।

"একটা বড় নোট বই নাও তোমার সংগে আর আমি যা বলব সব লিখে রাখবে," উনি সোনিয়াকে শিখিয়ে রেখেছিলেন।

ওঁদের নিতে একটা গাড়ী আসতেই গ্রানাতভ বলল "ওঁরা এটা ব্যবহারই করতে পারবেন না। রাস্তা এত খারাপ!

"তা তুমিই কি সেই রাস্তা তৈরি করার লোকদের একজন, যে রাস্তায় গাড়ী চালানো যাবে না?" দ্রাচেনভ জিজ্ঞাসা করলেন। "তুমি নও? ঠিক আছে, তাতে কিছু না। চলো, রাস্তাটাকে আমরাই না হয় একবার পরখ করে দেখি। সোনিয়া, তুমি নোট রাখছো? যেসব রাস্তা সারানো দরকার। আমি সেইমত আদেশ দেবো আজই। আর দেখো যেন তিন দিনের ভিতর সেগুলোর মেরামত হয়ে যায়, সারা সময়টা আমরা নষ্ট করছি ট্রাক মেরামত করে কেউই রাস্তা মেরামতের কথাটা ভাবে না।"

বাস্তবিক রাস্তাগুলো পার হওয়া যায় না। দুবার ওদের ট্রাক বসে গেল কাদার ভেতর। সবাই সেটাকে ঠেলবার কাজে হাত লাগল। হাঁটু পর্যন্ত কাদা মাখামাখি, ওভাবেই ওরা এক প্রস্থ ঘরওয়ালা বাড়ী তৈরির কাজ দেখতে বেরিয়েছিল। কিন্তু রাস্তায় কাদার ভেতর ট্রাক প্রায় ডুবে গিয়েছিল তাই ওঁরা আর তাদের কাছ পর্যন্ত যেতে পারলেন না।

"সোনিয়া ওটা টুকে রাখো," এরকম একটা বাড়ী দেখবার জন্যে পায়ে হেঁটেই চললেন। যাবার সময় সেরগেই পেত্রোভিচ বললেন।

সংগে সংগে মজুর মিস্তিরিরা ওঁকে ঘিরে ধরল। মিস্তিরিদের সর্দার তাঁর নাকের ওপর একটা প্ল্যান খুলে ফেলল হড়বড় করে। আর বাড়ীটা কেমন হবে তার ফিরিস্তি দিয়ে চলল। লোকটির নাম সোলোদকভ। এই ইঁটের স্তরগুলো তিন কি চার মিটার উঁচু হবে, ভেতরে একটা দেওয়াল খাড়া হবে। ইঁটগুলো একটার ওপর একটা জমানো হচ্ছে, বাইরের দেওয়ালের

ওপর। একটি কম বয়সী ছোকরা, ইঁটগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছিল, সেগুলো ইঁট গাঁথুনি মজুরটির হাতে অবহেলায় ছুঁড়ে দিচ্ছিল। সে ঠিক খেলোয়াড়ের মত সেগুলি অনায়াসে লুফে লুফে নিচ্ছিল।

দ্রাচেনভ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই পদ্ধতিটা লক্ষ্য করলেন, মাঝে মাঝে ঘোড়ার মত নাকের শব্দ করছিলেন। সর্দার মিস্তিরি এগিয়ে এল। আর ব্যাখ্যা করতে শুরু করে দিল। বাড়ীটা কেমন হবে না হবে। হঠাৎ দ্রাচেনভ বাধা দিলেন। ধমকে উঠলেন।

"এটা কিরকম খেলোয়াড়ী কসরতের চমক হে? হতে পারে তুমি হয়ত রাজমিস্তিরি নও, খেলাধুলোর শিক্ষক, তাই না কি হে? হয়ত তোমাকে আমরা শারীর শিক্ষা দপ্তরে দিলে ভাল করতুম—অথবা হতে পারে সোজা আদালতে? সোনিয়া এটা লিখে রাখো!"

ইঁটগাঁথনির মজুররা একটু হাসল আর সোনিয়ার দিকে চেয়ে চোখ মটকালো। দ্রাচেনভ ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছিলেন। উনি ওদের দিয়ে কিছু বোর্ড আনালেন আর নিজের হাতেই চুন, সুরকি, বালি বইবার কিছু চামচে বা হাতল বানালেন। মাঝে মাঝে খিস্তি করেছিলেন। যাতে আবার সোনিয়ার কানে না পেঁছায় সেরকম হিসেব করে নিচ্ছিলেন। তারপর উনি শ্রমিকদের সংগে কথা বললেন, তাদের অভিযোগ শুনলেন, সোনিয়াকে বললেন, 'ওগুলো টুকে রাখো।" সেখানে দাঁড়িয়েই হুকুম দিলেন, কিভাবে আরো উন্নত করতে হবে কাজকর্ম, আবার সোনিয়ার দিকে ফিরে তাকালেন, "আমার হুকুমটাও লিখে রাখো, আর তিন দিনের ভেতর আমি যাচাই করে নোবো সেসব ঠিকমত পালন করা হয়েছে কিনা। সব কিছু লিখে রাখো।"

সোলোদকভ বেশ খানিকটা হাঁপিয়ে উঠেছিল বোঝা যায়। ছোট দলটি চলে যাবার সময় দ্রাচেনভ তাকে বললেন, "দেখো হে ছোকরা, তোমাকে অহেতুক ভয় দেখাবার জন্যে আমি এসব বলছি না, কিন্তু যদি আবার কখনও দেখি বোকার মত এইসব কাজ কারবার চলছে তোমাকে আমি আদালতে নিয়ে যাব—তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।"

একবার গাড়ীতে আসতে আসতে উনি সোনিয়াকে বললেন, "এসব লিখে রাখো, সব লিখেছ? দেখো যেন কিছু বাদ পড়ে না যায় আর আমাকে একটা কপি দিও। যাতে আমি সব চেক করতে পারি। যদি ওরা আমার হুকুম তামিল না করে আমি ওদের জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে দোবো।"

আর একটা বাড়ী পরিদর্শন করছিলেন দ্রাচেনভ। অবাক হয়ে গেলেন রাজমিস্তিরি দ্রাচেনভের কাজ দেখে। নেতা এগিয়ে গেলেন দেওয়ালের কাছে। হাত দিয়ে দেখলেন। মসৃণ। ভালিয়ার চওড়া হাত দুটোর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "বেশ ভাল কাজ হচ্ছে হে ছোকরা।"

ভালিয়া খুশি হল। তবে সে যেমন তেমন লোক নয়। নেতাকে পেয়েই

একেবারে তাকে টাটের ওপর বসিয়ে পুজো করবে। দেখবে পরখ করে সত্যিই নেতা তার উপযুক্ত কিনা। তাই ও শুধু একটু সংযত হয়ে বলল, "সেরগেই মিরোনভিচ ক্রিরভও আমার কাজের খুব প্রশংসা করেছিলেন।"

"তাই নাকি?" দ্রাচেনভ খুশি হয়ে উত্তর দিলে।

"তাহলে তুমি লেনিনগ্রাদ থেকে আসছে?"

ভালিয়া মাথা নাড়ল।

"আমি বাকুতে ক্রিরভের সংগে কাজ করেছিলাম", দ্রাচেনভ বললেন। "ওঃ সে একটা অভিজ্ঞতা আমি জীবনে ভুলব না।"

ভালিয়া তাঁর দিকে চাইল। এবার আরো একটু সদয় ভাবে। ও খুশি হল দ্রাচেনভ তাহলে ক্রিরভকে চিনতেন। আর ও সংগে সংগে তার নিজের গুণপনাটাকে বেশ তারিফ করল মনে মনে—ভালিয়ার কাজ।

যখন দ্রাচেনভ সুবিধে অসুবিধের কথা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভালিয়ার মনে পড়ে গেল, যে ক্রিরভও ওই একই জিনিস করতেন। আর একথাটা মনে পড়ে যেতে নতুন নেতার প্রতি তার মনটা সহানুভূতিতে আরো নরম হয়ে এল। সে বোঝাতে লাগল তাদের কাজ কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল, কিভাবে মাল মশলা বিলি হয়েছে, পরিকল্পনার বিভ্রান্তি আর পদস্থ ব্যক্তিদের খুব সামান্য শিক্ষাদীক্ষা।

"আপনি নিজেই দেখতে পারেন, আমাদের যথেষ্ট শ্রমিক নেই, তবু আমরা আঙুল ছড়িয়ে ঘুরে বেড়াই, যাকে পারছি পালাতে দিচ্ছি।"

"ঠিক তাই—আমাদের হাত পা ছেড়ে বসে থাকা।"

দ্রাচেনভ সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচ আর গ্রানাতভের দিকে ফিরে বললেন, "শুনতে পাচ্ছ? ও তোমাদেরই সমালোচনা করছে।" তারপর ভালিয়ার দিকে ফিরে তাকালেন, "তোমার এ সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব দেবার আছে? কি করে এটা বন্ধ করা যায়?"

"সে রকম কিছু বলতে পারি না। এ বিষয়ে ভাবতে হবে।"

"বেশ, ভাবো এ বিষয়ে। কিন্তু সেটা তোমাদের আগে করা উচিত ছিল। তুমি একজন কোমসোমোল, তাই না? বেশ, তোমাদের সমস্যা নিয়ে তোমরা মাথা ঘামাও আমি তোমার সংগে কথা বলতে চাই। তাহলে একদিন এসো আমার কাছে। দুদিন যথেষ্ট? সোনিয়া লিখে রাখো, পরশু রাত আটটার পর। তখন তোমার সুবিধে হবে?"

"হ্যাঁ।"

"তা বুঝলে, বন্ধুদের ভেতর তোমাদের যদি বেশ উজ্জ্বল চিন্তাধারা কিছু থাকে তাহলে সেগুলো নিয়ে আমার কাছে এসো।"

করাত্ত কলে দ্রাচেনভ তাঁর চারপাশে শ্রমিকদের জড়ো করে একটা ছোট-খাটো সভা করলেন।

মিলের ম্যানেজারটি একটু আলসে গোছের মানুষ। চারদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখছিলেন। যেন তিনি জানেন না এরপর কি হবে। বেশ বোঝা গেল একটু ঘাবড়ে গেছেন। সবার সামনে নতুন বড় কর্তার সংগে কথা বলতে হবে। উনি যতসব অস্বস্তিকর প্রশ্নে একেবারে জর্জরিত করে তুলছেন।

"আমি পরে বুঝিয়ে বলব···আমি পরে দেখিয়ে দোবো···।"

"আরে ঘাপটি মেরে লুকোচ্ছো কেন? শ্রমিকশ্রেণীর সামনে সব কিছু খোলসা করে বলো! ভয় পেও না! আর তাছাড়া এমন সব ছেলে ছোকরাদের সামনে কথা বলা খুবই সোজা। ওরা তোমাকে সাহায্য করতে পারে, দুটো উপদেশ দিতে পারে, তুমি হয়ত ভুলে গেছ এমন কোনো জিনিস মনে করিয়ে দিতে পারে। নাও বলো।"

তবু ম্যানেজারটি চুপ করে থাকে। কেমন পিছিয়ে যায়। ভাংগা ভাংগা কথায় বলতে থাকে। "যাক তোমার মত করেই বলো", শেষ পর্যন্ত দ্রাচেনভ রেগে উঠে বলেন। "তোমার যা খুশি করো।" আর কোনো প্রশ্ন করেন না তিনি লোকটিকে।

শ্রমিকদের নিয়ে এবার উনি উঠলেন পাহাড়ে। যার ওপর টানা দিয়ে রেলপথ বেয়ে কাঠের গুঁড়িগুলো তোলা হচ্ছিল। এখানে ওঁর সংগে সেমা আলতশ্চুলারের দেখা হল। এই আদিম যান্ত্রিক উপায়টা তার মাথা থেকেই বেরিয়েছিল।

"কি হে তোমার যে দেখছি তেমন যান্ত্রিক সাজসরঞ্জাম নেই!" দ্রাচেনভ জিজ্ঞাসা করলেন।

"না খুব বেশি নেই বলতে গেলে!" সেমা ওঁকে ওপরে নিয়ে আসে। "দুবার আমি এ বিষয়টা তুলেছি। আপনি মনে হচ্ছে নতুন এলেন। আপনার কাছে দারুণ সেকেলে আদিম মনে হবেই। কিন্তু খুব বেশি দিন নয়, দিন কয়েক আগেও, আমরা এইসব গুঁড়ি হাতে করে তুলেছি। তা ধরুন প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ মিটারের চড়াই। তাই আমি প্রস্তাব দিলাম এভাবে হয় না। এই টানা কপিকল আর রেলের পাত চাই। কিন্তু দু' এক মাসের পর আমরা কি করব? এখন যে বসন্ত! জল উঁচু। তা গুঁড়িগুলো বেশি দূরে নেই। কিন্তু সিলিনকা হল চোরা দীঘি। খুব চালাক। যখন গ্রীষ্মকাল আসে, জল তখন নেমে যাবে, আর আমাদের তখন গুঁড়িগুলো টেনে নিয়ে যেতে হবে অনেকটা দূরে। এই রকম গায়ে গতরের ঘাম ঝরিয়ে। ওই একটা পথ। দু' দুবার আমি প্রস্তাব করলুম। খাল কাটা হোক। খুব একটা শক্ত কাজ বলে মনে হচ্ছে? আমি শপথ করে বলতে পারি আমাদের ছেলেরা খুব

তাড়াতাড়ি করে ফেলবে। আমাদের করতে হবে কি জানেন? একটা সর্বাংগীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হবে। আর ওরা রাক্ষসের মত খাটবে। আপনারা খাল পেয়ে যাবেন আর গুঁড়িগুলোকে নিয়ে আসা যাবে একেবারে আপনাদের দরজার মুখে—বাস তারপর ওগুলোকে আঁকশি দিয়ে গেঁথে রেলের পাতের ওপর গড়িয়ে দিলেই হল।"

"তুমি আমার সংগে চলো না, কমরেড আলতশ্চুলার," দ্রাচেনভ বললেন করাত-কলের আপিসের দিকে যেতে যেতে।

সেইদিনই উনি মিলের ম্যানেজারকে বরখাস্ত করলেন আর তার জায়গায় একজন ছোকরা ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়োগ করলেন। কমিউনিস্ট। নাম হল ফেদোতভ। আলতশ্চুলারকে তার সহযোগী করে দিলেন।

"তাহলে আমাদের খাল হচ্ছে", সেমা তার নতুন নিয়োগের খবর পেয়ে বলল।

"কিন্তু ওখানেই থেমে যেও না", দ্রাচেনভ ওকে বললেন। "আরো নতুন নতুন ফন্দী বের করো। যত উন্নত নতুন নতুন উপায় বের করতে পারবে ততই সেটা তোমার পক্ষে গৌরবের হবে। কিন্তু তুমি জানো সে জন্যে আমায় না বললেও চলবে। ভাল কাজটা করে যেতে হবে। ছোকরা, ওদের দেখাও ভাল একজন কোমসোমোল নেতা কি উৎপাদন করতে পারে।"

"আমি দেখাব।"

"লিখে রাখো সোনিয়া। এক মাসের মধ্যে আমরা ওকে জিজ্ঞাসা করব ওর কি দেবার আছে।"

সর্বাধিনায়কের গাড়ীটা খট খট্ শব্দ তুলে সারাদিন ধরে কাদা ছিট্‌কে চলল। কাঁপুনির ঠেলায় সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচ কাবু হয়ে পড়েছিল। মুখ ফ্যাকাশে। ঘাবড়ে গিয়ে দিশেহারা। আরো ঘাবড়ে যাচ্ছিল এই নতুন নেতাটি ঘন ঘন ওর দিকে ফিরে ফিরে ঠোঁটের ওপর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসছিলেন আর বলছিলেন, "বুঝতে পারছ, সেটা তোমাকে লক্ষ্য করেই বলছিল, তাই না?"

গ্রানাতভকে বেশ ফিটফাট সংযত দেখাচ্ছিল। সে সংগে সংগে নতুন সর্বাধিনায়কের কর্মপদ্ধতির খুব তারিফ করল। সোনিয়া একটা মোটা নোট বই কাজে লাগিয়েছিল আর এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে আর সে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। কিন্তু দ্রাচেনভ বেশ ভারী চেহারার মানুষ, তখনও সাহসের সংগে হাঁটছিলেন, হাসছিলেন, কাউকে বকছিলেন, হুকুম দিচ্ছিলেন, সোনিয়াকে নোট লেখাচ্ছিলেন, সোনিয়াকে নোটবুকে টুকে রাখতে বলছিলেন। পাহাড়ে চড়ছেন, দৌড়চ্ছেন, প্রশ্ন করছেন আবার ধমকাচ্ছেন।

দিনের শেষে ওঁরা অঞ্চলে পেঁছিলেন। দিঘীর ওপর। এ জায়গাটাকে

ডক বলা হয়। তবে সেখানে তখনও কোনো ডক ছিল না। শুধু মাটির ঢিবি। ওখানে খোঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে আর ময়লা জলের ধারা এসে জমেছে। ওখানে ওঁরা দেখলেন একদল কোমোসোমোল শ্রমিক আর তিন জন ইঞ্জিনিয়ার, তাদের মধ্যে একজন হলেন কোস্‌তকো, আর একজন পুতিন. সেই এ অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্মী।

দ্রাচেনভ তিনজন ইঞ্জিনিয়রের সংগে কথা বললেন। কোস্‌তকো তার চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়েছিল। দীপ্ত চোখে। নতুন সর্বাধিনায়কের মুখের ওপর থেকে একবারও সরিয়ে নিতে পারল না।

"এই নির্মাণ কার্যটি নিশ্চয়ই একটি চমৎকার তোড়জোর! বেশ ভাল পরিকল্পনা," দ্রাচেনভ বললেন। "ওই সব ভিৎ খোঁড়া হয়েছে, কোনো কাজে লাগল না, সমস্ত টাকাটা জঞ্জালের নর্দমা দিয়ে বয়ে গিয়ে বরবাদ হয়ে গেল। আমি এসব বন্ধ করে দিচ্ছি। গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত আমাদের আসল লোকবলটা বসতবাড়ী তৈরির কাজে কেন্দ্রীভূত করা হবে। আর সব প্রকল্প হবে গৌণ। সব বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু ডকের কাজ নয়। কাল থেকে এখানে পুরোদমে কাজ এগিয়ে চলবে। শ্রমিক মজদুর চাই? পাবে তাদের। মাল মশলা? তাও পাবে। আমি দেখব যাতে তোমাদের কিছু অভাব না হয়। শুধু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু চেও না। আমি অত বোকা নই। আমি নিজেই জিনিসপত্রের হিসেব রাখতে পারি। এতদিন পর্যন্ত তোমরা শতকরা ৪০ ভাগ পূরণ করতে পেরেছ পরিকল্পনার। মে মাসের শেষ দিকে—যদি চাও কাজ শেষ করো। কোনো আপত্তি আছে?"

পুতিন এক লম্বা ফিরিস্তি দিতে শুরু করল। কেন এই লক্ষ্য মাত্রাটা অবাস্তব। কি ভাবে কতকগুলি পরিস্থিতির জন্যে নানা রকমের বাধার সৃষ্টি হয়েছে—

"কিসের পরিস্থিতি?" দ্রাচেনভ জিজ্ঞাসা করলেন। একটু বসাই ভাল মনে করলেন। যাতে ব্যাপারটা ভাল করে আলোচনা করা যায়।

পুতিন হতাশ ভাবে কথা বলছিল। বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিল। বিরক্ত হচ্ছিল। কোস্‌তকো অসহিষ্ণু হয়ে কাঁপছিল। অনেকক্ষণ থেকে ওর ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে বাধা দেবে। তবে সামলে রেখেছিল নিজেকে।

"ও কি করে?" দ্রাচেনভ জিজ্ঞাসা করলেন। কোস্‌তকোর দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন। মনে হল প্রশ্নটির সংগে, যেসব আলোচনা চলছে যেন প্রশ্নের সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

"ও আমাদের হেড মিস্তিরি কোস্‌তকো। রোসতভ থেকে এসেছে। অল্পবয়সী ইঞ্জিনীয়ার।

"তাই নাকি। বেশ, তা তুমি কি বলছিলে?"

পুতিন তার বক্তব্যটাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল মিন মিন করে। আর এবার দ্রাচেনভ কোস্তকোর দিকে তাকলেন।

"তা তুমি কি মনে করো এটার বিষয়ে, কোস্তকো?"

দ্রাচেনভ শেষ পর্যন্ত ওর কথা শুনলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, ওর লেখাপড়া কতদূর। আর অভিজ্ঞতা। কতদিন সে এইসব কাজ করছে। কোস্তকোর চোখের সাগ্রহ চাহনিতে উনি খানিকটা আকৃষ্টই হলেন।

কোস্তকোর মত হল যে বড়কর্তার সব চাহিদাই অত্যন্ত যুক্তি-সংগত যে সমস্ত শ্রমিক তাঁকে সমর্থন করবে আর কারিগরি যেসব অসুবিধে সেসব আস্তে আস্তে কাটিয়ে ওঠা যাবে।

"হুম্" দ্রাচেনভ আপন মনে বললেন। তারপর হঠাৎ বললেন 'কমরেড পুতিন, আমি একটা আদেশ হিসাবে যা বলছি তুমি তা গ্রহণ করতে পার। আমি তোমার কথা শুনলুম, আর মনে করি তোমার ওজর আপত্তি সব প্রতিবাদ কিছুই শোনা হয় নি। তোমাকে কি করতে হবে জান? একটা বিশেষ চেষ্টা করতে হবে আর সেই মেহনতের ভেতর দিয়ে কাজটাকে শেষ করে ফেলতে হবে। একটা বিশেষ চাপ ছাড়া আমরা কোনোদিন লক্ষ্যে পেঁছতে পারব না।"

পুতিনের মুখটা লাল হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল আর জোরে বলল· "হুকুম হুকুম, কিন্তু আমার ভয় হয় কি জানেন, আপনাকে সেটা বলতেই হবে···আপনাকে সাবধান করে দিতে হবে···যে এই পরিস্থিতিতে···যেখানে কাজ শেষ করতে প্রচণ্ড গতির দরকার···আমি স্রেফ এভাবে কাজ করতে পারব না।"

"তুমি পারবে না?" দ্রাচেনভ শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি এক মুহূর্ত ব্যাপারটা চিন্তা করলেন। আর একবার তাঁর চোখ দুটো কোস্তকোর উৎসুক উত্তেজিত মুখের ওপর গিয়ে পড়ল।

"আমি নিশ্চিত, তুমি পারবে, কিন্তু আমি তোমায় জোর করব না। আমি তোমাকে আরো একটা সহজ কাজ দেবো—ফোরম্যানের কাজ, ধরো, এ অঞ্চলের ভার দেওয়া যেতে পারে আর কাউকে, যে কেউ এই পস্থিতিতে কাজ করতে পারবে, যতটা দরকার দ্রুতগতিতে। দেখা যাক—যদি তোমার ঐ সর্দার মিস্ত্রির, ফোরম্যান কোস্তকোকের ভার দেওয়া যায়? ও তো বলছে ও চালিয়ে দেবে। আর তোমারও এটা সহজ হবে, কম চাপ পড়বে। একটুখানি শক্তির অদল বদল হল অঞ্চলের মধ্যে।"

পুতিনের মুখ লাল হল, তারপর সাদা, আবার লাল।

দ্রাচেনভ এরি মধ্যে কোস্তকোর সংগে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন, "এই মুহূর্ত থেকে দেখা শোনা পর্যবেক্ষণ শুরু করে দাও।

এতবড় একটা ব্যাপার হাতে নিতে গেলে তোমাকে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে। প্রথম মাসটার জন্যে তুমি আমার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে আসতে পারো যখন তোমার ইচ্ছে। তোমার কখন ডাক আসবে তার জন্যে অপেক্ষা না করে যে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারো এসে (সোনিয়া টুকে রাখো কথাটা) সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচ যা পারে তোমাকে শেখাবে আর তোমাকে সাহায্য করবে। সব রকম সাহায্য তুমি পাবে আর রীতিমত বাস্তব সাহায্য—মালমশলা, উপদেশ, শ্রমিক। কিন্তু মনে রেখো তোমার পূর্বসূরীর চেয়ে তোমাকে ভাল করে কাজ করতে হবে।"

"হুকুম বরদাস্ত!" দীপ্ত মুখে কোস্তকো হাত নাড়িয়ে অভিবাদনের ভঙ্গীতে বলে উঠল।

"আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি খুব দেমাকে লোক ; তুমি যে কাজের ভার নিলে তোমার দেহের সমস্ত রক্ত দিয়ে তুমি তাকে সফল করে তুলবে।"

দ্রাচেনভ ইঞ্জিনীয়ারের তরুণ সুখী উৎসুক মুখের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাকালেন।

"তা তুমি যদি বেশ পরিশ্রম করো জানবার শেখবার জন্যে তাহলে আজ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে তুমি আমার আসনে বসতে পারবে, বুঝলে ছোকরা," বললেন উনি। ওঁর গলার আন্তরিক সুরটায় কেমন একটা বিষাদের ছায়া। উনি কোস্তকোর হাত ধরলেন তার ময়লা ধুলো-বালি লাগা বড় হাতটা দিয়ে।

"ওকে দিয়ে কাজ শুরু করাতে গিয়ে একটু মাথায় তুলে দিলাম আর কি।" গ্রানাতভ আর সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচকে নিয়ে গাড়ীতে ফিরে আসতে আসতে উনি বললেন। "কিন্তু কথাটা সত্যি। দশ বছরের ভেতর ও আমাদের সবাইকে পিছনে ফেলে চলে যাবে, আমার কথাটা মনে রেখো। আমি দেখতে পাচ্ছি ওর ভেতর খানিকটা আমার ধাত আছে। তবে ওর বয়স বেশ কম। ওর বয়সে যখন আমি ছিলাম তখন যদি ওর মত আমার জ্ঞান থাকত, আমি কি তাহলে কোথাও চলে যেতাম না?" তাঁর চেঁচিয়ে ভাবটাকে বাধা দিয়ে তিনি সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচের দিকে ফিরলেন, "ওর দিকে ভাল করে নজর রেখো। ওকে শিখতে সাহায্য করো। বিদেশী কারিগরী সংক্রান্ত পত্রিকাগুলো ওর হাতে গুঁজে দেবে। উপদেশ দেবে। এক কথায়, তোমাকে আমি ওর জন্যে দায়িত্ব দিয়ে রাখলুম।" উনি সতেজভাবে কথাগুলো শেষ করলেন, আর কথা বললেন না।

সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচ একটু আঘাত পেলেন, ক্লান্ত আর মনে মনে আহত হয়েছিলেন। এইসব স্বতস্ফূর্ত অপসারণ আর ওর সঙ্গে পরামর্শ না করে নিয়োগ ইত্যাদি উনি দেখলেন এগুলো অযাচিত আর কৌশলহীন। ওরা যখন আপিসের দিকে এগিয়ে আসছিল তিনি পুতিনের কথা বললেন,

যাকে উনি পছন্দ করতেন না তবে জীবিকার দিক থেকে তাকে সম্মান করতেন।

"আচ্ছা ওকে কোসতকোর অধীনে দেবার মানে কি?" উনি জিজ্ঞাসা করলেন। "ওর তাঁবে থেকে ও কিছুতে কাজ করবে না।"

"তাহলে তুমি কাঁদুনে গাইয়েদের দলে যোগ দিলে, তাই না? 'কাজ করবে না।' তুমি কি চাও আমি ওকে কি করব? ধমক লাগাব? সেটা খুব সহজ জিনিস। যদি ও ভাল ইঞ্জিনীয়ার হয় তাহলে একটু ফোরম্যান হিসেবে ও কাজ করুক। ওটাতে লেগে থাকুক আর দেখাক ও কি করতে পারে। যদি ও কলকব্জা বিগড়ে দেয় তাহলে বলব পাগল। আর যদি ভাল কাজ দেখায়, তাহলে ওকে আমি বোনাস দোবো, অনেক টাকা দোবো। আর তার পরে আমার মাথায় কি ছিল জান?" উনি খুব ধূর্তভাবে বললেন। "ও একাই তো বলেছিল ও কোনো কাজ করতে পারবে না। যদি ও না পারে, আমি ওকে জোর করব কেন? বরং আমি মনে করি আমি তার ওপর একটু সদয়ই ছিলুম, ওই বেচারীকে মদৎ দেবার একজন লোক জুটিয়ে দিলুম। আরে এটা ওর কাছে একটা শিক্ষা হবে!" উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, তারপর হাসলেন। "বাঃ! একেবারে পটের বিবির মত সাহস করে বলছে, 'এত জলদি জলদি কাজ' 'এরকম পরিস্থিতি।'

দিনের শেষে ওঁরা ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু দ্রাচেনভ অফিসে এসেই সোনিয়াকে ডাকলেন।

"উপসংহার," উনি কপাল ঘষে বললেন। "এটা টুকে রাখো। করাত-কলে অর্ডার দাখিল করতে হবে। ম্যানেজার বদল। খাল। গাছের গুঁড়ি বয়ে আনা। কাঠ জোগান দেওয়া। নতুন ছক।"

গ্রানাতভ নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলেন। এক পাশে বসে শুনতে লাগলেন। মাঝে মাঝে এক আধটা উপদেশ দিচ্ছেন। অথবা কখনও সখনও সম্মতি বা অনুমোদন জানিয়ে যাচ্ছেন।

"বিশ্বাস করুন, সেরগেই পেত্রোভিচ," সেদিনের সমস্ত পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ শেষ করে উপসংহার লিখিয়ে দেবার কাজ শেষ হলে উনি বলতে থাকেন, "আমার মনে হচ্ছে যেন আমি অ আ ক খ থেকে শিখলুম।"

দ্রাচেনভ খোসামোদে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, "আরে দেখলে, তোমার অ আ ক খ! ওয়েনার ঠিকই বলেছিল। তোমাকে দেখলেই ভাল লাগে। তোমার স্বভাবটাই হল মনে দাগ দেবার মত।" চট করে উনি সোনিয়ার দিকে ফিরে তাকালেন আর প্রায় তার দিকে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে তুমি আর এখানে বসে কেন? তুমি প্রায় চোখ খুলে রাখতেই পারছ না। তোমার কিছু খাওয়া দরকার। আর বিশ্রাম! নাও, এবার যাও! সেরে নাও! তোমার অবস্থা আধমরার মত।"

বাড়ী পেঁৗছে সোনিয়া খাটের ওপর ধপাস করে শুয়ে পড়ল। আনন্দে ওর মুখ হাসিতে ভরে উঠল। বলল, "হয়ত আমিও কারো মনে দাগ দেবার মত, গ্রীশা। কিন্তু আমি দেখছি উনি একেবারে ভয়ানক লোক!"

আটাশ

আর তাই সব কিছু স্থির হয়ে গেল।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আন্দ্রেই আশা করেছিল এই বিপর্যয় ঠেকাবার মত কোনো পথ হয়ত পাওয়া যাবে। সম্ভাব্য পথ আর কি আছে? তার জানা নেই কিছুই। কিন্তু দিনা এত চালাক যে পথ ঠিক বের করে ফেলে আর সব ঝামেলাকে নির্বিঘ্নে চুকিয়ে দেয়।

উপবসতি শিবির থেকে আন্দ্রেই ফিরে এল। সব শুনল ও। ওর অনুপস্থিতিতে যা যা ঘটেছে। দিনা অবশ্য ওকে বেশ উৎফুল্ল হয়ে কোমল ভাবে ভাল বেসে গ্রহণ করতে পারল না। এই আনন্দটুকুর জন্যে, তার সুন্দর দুটি চোখের সেই দীপ্তিটুকুর জন্যে, তার কানে কানে চুপি চুপি বলা প্রিয় ভালবাসার দুটি কথার জন্যে, সে তার সব দোষ ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিল। ওর সংগে দেখা হতেই ও খামোকা তার প্রণয়ীদের কথাটা তুলে বসল। "তুমি বড্ড বাড়িয়ে রং ছড়িয়ে বলছ আন্দ্রেই। তার উত্তরের সংগে ফুটে উঠল একটা ক্লান্ত হাসি। সে আর কথা বাড়াতে চায় না। "এটা কি?—আদালতী সওয়াল? তোমাকে আমি ভালবাসি এটাই কি যথেষ্ট নয়?" কী দক্ষতা ও কৌশলের সংগে সে তার কথাগুলোকে হাসি আর ছল দিয়ে সাজিয়ে তুলল। আর একবার সে চোখ বুজল। আন্দ্রেইয়ের মনে হল যে সুখ আর তার নিজের নেই।

দলীয় সভায় যেন জোর করে তার চোখ খুলে দিয়েছে। সে উপলব্ধি করল এখন এটা তার একলার ভালমন্দর প্রশ্ন নয়, দিনার এই আচরণে সে সমাজের একটা হানিকর উপদ্রব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও বসে রইল সেখানে। নিজেকে নিন্দিত অপমানিত মনে হতে লাগল। একটা হাসির পাত্র, শত শত লোকের চোখে। একজন অসতী স্ত্রীর স্বামী।

ও বাড়ীতে ছুটে এসেছিল। দিনার সংগে চূড়ান্ত দীর্ঘ একটা কথা বলার জন্যে তৈরি করেছিল মনটাকে। ওর এখনও বিশ্বাস ছিল যে সে যখন জানতে পারবে যে লোকে তাকে নিয়ে কি সব ভাবছে সে একেবারে ভয়ে আঁতকে উঠবে।

কিন্তু দিনা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছিল। কেমন করে? কে ওকে বলতে পারে? বেশ লীলায়িত আলুথালুভাবে কাঁধের দুপাশে চুলগুলো ছড়ানো। ওকে বিচিত্র দেখাচ্ছিল। দেখা হতেই ও কাঁদল না; হায়, লজ্জা

বা প্রায়শ্চিত্ত কিছুই নয়। অপমানে রাগে সে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার যেন তেমনি অভিনয় করছিল। হাত দুটোকে মোচড়ালো। তার সুন্দর মুখের কোণে বিরক্তি রেখা টেনে দিয়েছিল।

"আর তুমি কিছু বললে না? কাপুরুষ কোথাকার! যে স্ত্রীলোককে তুমি ভালবাসো তোমার মুখের ওপর তুমি তাদের অপমান করতে দিলে? কিরকম একটা জঘন্য লোক তুমি! কীট! কোন গর্ব নেই। কোন ইজ্জৎ নেই! তুমি কেন ওদের গলা চেপে ধরে ওই নোংরা কথাগুলো বন্ধ করে দিলে না?"

চীৎকার করে ও বলল, "কিন্তু ওরা যে সত্যি কথা বলেছিল দিনা।" সে আশা করেছিল এই কথাটা বলেই সে এই নারকীয় নাটকের ছেদ টেনে দেবে। তার চোখে জলে আনবে, তার রাগ অপমান যাই হোক—সেটাই হবে বাস্তব।

"তুমি বলছ সত্যি, ঠিক বলছে ওরা?" ও নাটকীয়ভাবে আবার চীৎকার করে ওঠে। "তাহলে তোমার কাপুরুষতার জন্যে এই অজুহাতই তুমি আমার হাতে তুলে দিলে! বাঃ।"

মিটিং-এর প্রতিক্রিয়াটা তখনও বেশ তাজা আর বেশী তীব্র। আন্দ্রেই যে ওর এই হিস্টিরিয়া উত্তেজনায় বিচলিত হবে তেমন মনে হল না!

"হ্যাঁ, তাই বলেছে!" ও চীৎকার করে বলে। "আর শেষ পর্যন্ত যদি তোমার হুঁশ না ফেরে…।"

"তাহলে কি?" ও ওকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করল।

"তাহলে আমাদের ছাড়াছাড়ি করতে হবে, দিনা।"

"তুমি কি মনে করো আমার যাবার কোনো জায়গা নেই? তুমি কি ভাবো আমি কেঁদে কেঁদে তোমার কাছে ভিক্ষে করব ওগো আমায় ফেলে দিও না? বুঝলে খোকা, এরি মধ্যে নিশ্চয়ই তোমার বোঝা হয়ে গেছে যে আমার মত মেয়েদের ফেলে দিলেই তারা পড়ে থাকে না।"

নির্লজ্জ! উদ্ধতের মত সে ওকে নাক সিঁটকে অপমান করে। ওকে নিয়ে মজা করে। একটা জিনিস হল ওকে কিছুতেই পুরুষহীন করা চলবে না।

"দিনা, আমরা সে বিষয়ে কথা বলছি না। তোমার চেয়ে আমি তোমাকে বেশি ভালবাসতুম। আমি সব সময় তোমাকে ক্ষমা করেছি। কিন্তু আমার যথেষ্ট হয়েছে।"

"ও, তোমার যথেষ্ট হয়েছে, তাই না? বেশ তাহলে তাই ভাল।" সে লাফিয়ে উঠল। বিছানার তলা থেকে একটা সুটকেস টেনে বের করল। আর তার ভেতর জিনিসগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। সব কিছুই মিথ্যে। আতংকে ও তার সুন্দর মুখের দিকে চাইল, তার সুন্দর কমনীয় দুটো হাত। এই খেলায় এমন মেতে উঠেছে। সব সব মিথ্যে। সে দেখতে পেল

পাতলা অন্তর্বাসগুলি, সুগন্ধির শৌখিন শিশিগুলো, ছোট ছোট জার আর বাক্সো, অপূর্ব সুন্দর একজোড়া চিঠি, তলার জামা (স্কার্ফ) ফুলের নকশা কাটা রুমাল, আর তুচ্ছ চটকদার খেলনা, গয়না এইসব। ওর চোখে একটা ভুল নির্দোষিতা। ও ওর থলি বোঝাই করছিল। কিন্তু এমন কি আন্দ্রেইয়ের উত্তেজিত অবস্থাতেও সে লক্ষ্য না করে পারল না যে কাগজে ও জুতো মুড়ে নিল আর পোশাকগুলো ভাঁজ করে নিল যেন মুচকে না যায়।

সারাক্ষণ ও কোনো কথা বলে নি। যতক্ষণ বাঁধাছাঁদা চলছিল। যখন শেষ হয়ে গেল সে তার দিকে ফিরল, "দেখো আমি বরং মরে যাব সেও ভাল কিন্তু একজন পুরুষ যে আমায় ভালবাসে না বোঝে না তার সংগে বসবাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" ও বলে।

দিনার এই কথায় সে কোনো উত্তর দিল না। কেন দেবে? এই নাটক তাহলে আরো খানিকক্ষণ চলবে।

ও জানত না কেমন করে ও তাকে ছেড়ে থাকবে, কিন্তু সে জানত না যে সে তার সংগে থাকতেই পারবে না।

দিনা সুটকেসটা বন্ধ করে দিল। তার নাকে খানিকটা পাউডার মেখে নিল।

"তুমি যদি শেষ আমার একটা উপকার করো, দয়া করে আমার এই বড় ব্যাগটা বয়ে নিয়ে যাবে।"

ও উঠে পড়ল আর ওর দিকে না তাকিয়ে অশান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল।

"কোথায়?"

"স্লেপ্‌তসভের ওখানে," ও উত্তেজিতভাবে বলল। টুপিটা মাথায় দেবার জন্য ও আয়নার কাছে এগিয়ে এল।

পরমুহূর্তেই আন্দ্রেই ওর টুপিটা টান মেরে খুলে ফেলে, দূরে এক কোণে ওর সুটকেসটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, হাত দুটো দিয়ে ওকে ধরে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এমন জোরে ফেলে দিল যে দেওয়ালে তার কাঁধটা ঠুকে গেল।

"ওগো না, তুমি যেও না," আন্দ্রেই চীৎকার করে উঠল। "না তুমি যেও না! স্টীমার আসবার সংগে সংগেই তুমি এ জায়গাটা ছেড়ে চলে যেও। আমি তোমায় টাকা দেবো। আর একটা টিকিট। আর তুমি যা দরকার নিও। আর তখন তুমি চলে যেও। সেই পর্যন্ত তুমি এই ঘরে থাকছ আর ভদ্রভাবে থাকতে হবে! বুঝেছ? যতক্ষণ তুমি এখানে আছ তুমি আমার বউ। তুমি যখন চলে যাবে তখন তোমার যা খুশি তুমি তাই কোরো।"

দিনা আহত কাঁধটায় হাত বুলোতে বুলোতে ও বিছানায় বসে পড়েছিল। আর বিস্মিত এক শ্রদ্ধায় ও তার দিকে তাকিয়ে ছিল। নিষ্পলক। এখন সত্যিই ও আর নাটুকেপনা করছিল না। ও খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল।

যদি লাভবান হবার জন্যও ওকে মারত তাহলে সত্যি সে হয়ত আবার ওর প্রেমে পড়ে যেত।

আন্দ্রেই দরজার কাছে হেঁটে গেল আর বলবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল, "আমি যা বলেছি তাই আমার শেষ কথা, দিনা। যদি তোমায় আঘাত করে থাকি আমি দুঃখিত, কিন্তু আমাকে তুমি যে আঘাত দিয়েছ তার তুলনায় এটা কিছুই নয়। কেবল একটা কথা আমি তোমায় বলব যে এই ক'টা দিন আমি যা চাইব তুমি তাই করো তোমার কাছে আমার আর চাইবার কিছু নেই।"

ও চলে এল ওদের সেই পুরানো কুঠরীতে। যেখানে তিমকা গ্রেবেন থাকত। তখন আর সব ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। আন্দ্রেই তিমকাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পাশে শুয়ে পড়ল শক্ত কাঠের বিছানাটায়। বুকের যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে। কোনো প্রশ্ন না করে তিমকা ওকে আশ্বাস দিল। ভয় নেই সেরে যাবে তারপর মিটিং নিয়ে ওর সংগে কথা শুরু করল। কোমসোমোলের ঘটনা, নগর নির্মাণের কাজকর্ম, কত কাজ এখনও বাকী ওদের সামনে, আরো জল্পনা কল্পনা নতুন বড়কর্তা কেমন হবে কে জানে।

এভাবে শুরু হল আন্দ্রেইয়ের দিনাহারা জীবন ওকে বাধা দেবার মত শক্তি কি ওর আছে? এত কষ্টে যে ও এই কোমল ভারসাম্যটুকু পেয়েছে মনের ভেতর সংগে সংগে কি তার থেকে আবার ছিটকে পড়ে যাবে না?

দিনা দেখল যে ওর গোড়াটা আলগা হয়ে গেছে। এতদিন জীবনটা ছিল ওর কাছে ঝলমলে একখানি মনিহারের মতন। চির সুন্দরী চির বিজয়িনী দিনা যেন তার মাঝে শোভমানা। আর আজ? সেই মণি-মালাখানি গেছে ছিঁড়ে, আনন্দের দিনগুলি গেছে ভেসে, আর আশা ভরসা বলে ওর বাকী নেই কিছ। তাদের জায়গায় ও কি রেখেছে? কাজ? কাজ ওর কোনোদিন ভাল লাগত না। ওর একালের সব স্তাবক খোসামুদেরা ওর মনে ঘৃণা আর রাগ জমিয়ে তুলেছিল। ও মনে মনে বলত ওরাই তো আন্দ্রেইয়ের সংগে ওর ভাংগন ধরিয়েছে, আর এখন তাদের একজনও ওকে রক্ষা করতে আসছে না বিয়ের কোনো প্রস্তাব নিয়ে। জানোয়ার সব! ওই সুন্দর মুখো স্লেপুত্‌সভটা যে দুবেলা এসে এসে ইনিয়ে বিনিয়ে ওর কাছে শাশ্বত প্রেমের দিব্যি গালত এখন সেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে ওর সংগে দেখা করেছিল (গোপনে, কেউ তাকে যেতে দেখে নি) আর তারা পুরোনো বন্ধুর মতই কথাবার্তা বলেছিল, "দেখো আন্দ্রেইয়ের মত আর একটি স্বামীও তুমি পাবে না," উনি ছটফট করে বলে উঠেছিলেন।

নিজেকে ওর এত একা আর মর্মাহত লাগছিল যে সে সানন্দে তার সংগে রাত কাটাতে পারত, কিন্তু তিনিই প্রথমে উঠে পড়লেন, "বাড়ী যাবার সময়

হল, দিনা। আমি আশা করি শিগ্‌গিরই আমার স্ত্রী এখানে এসে পড়বেন। আমি চাই না যে কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক যে আমি সারারাত ধরে মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করছি।"

উনি হাসলেন। কিন্তু দিনা দেখল যে তিনি বেশ ঘাবড়ে গেছেন। কোস্‌তকো একেবারে সে তল্লাট থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সে উদয়াস্ত তার এলাকায় কাজ করছিল।

সে ওকে ডেকে পাঠাল। সে এল। ওকে অপরাধী দেখাচ্ছিল। আর খানিকটা বিব্রত। দিনার মনে হল ওকে রেগে অপমান করার চেয়ে কাঁদাই ভাল।

"আমি কি করব কোস্‌তকো? আমি কি করব বলে দাও?" ও চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। তার জলভরা চোখ দুটি তুলে ধরল। "একমাত্র তুমিই আমাকে বুঝবে। তুমি জান আমার অন্তরে কোনো মন্দ নেই। ওরা সবাই আমার পেছনে ছুটল আর এখন ওরা হল সাধু আর আমার যত অন্যায়। ক্রুগলভ আমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে কেন না ওর সাহস নেই তাদের মুখের ওপর থুথু ছেটায়। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাবার কী অধিকার ওদের আছে?"

"কারা?"

"কে আবার?" দিনা তিক্তকণ্ঠে তীব্রভাবে চেঁচিয়ে উলে। "ওই তোমাদের পার্টি, আবার কে! ওরা একটা সভা করে সাব্যস্ত করেছে যে আমি আন্দ্রেইয়ের উপযুক্ত বউ নই।" সে রাগে সাদা হয়ে গেল। সত্যি সত্যি এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। "আর তারা ঠিক কথাই বলেছে। তুমি নিজেই আমাকে বলেছ ক্রুগলভ আমার উপযুক্ত নয়। ও একটা হাড় ছোটো লোক। বিদঘুটে একটা পশুর মত। আমি অন্ধ, বুঝলে। আমি তখন দেখিনি যে সে ঠিক আমাকে পার্টির সিদ্ধান্তের কাছে বলি দিতে চলেছে। ও মূর্খ আর হীনচেতা।"

আগে হলে কোস্‌ত্‌কো হয়ত এসব কথা শুনে আনন্দই পেত। এখন সে শুধু তার চোখ নামিয়ে নিল। সেও কি ওকে নিয়ে আর ভাবে না, তার মোহ ভঙ্গ হয়েছে?

"আমি আমার মনকে তৈরি ফেলেছি—আমার আর কোনো বিকল্প নেই," সে দৃঢ়ভাবে বলল। "এই জন্যেই আমি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। তোমার কাছে রিভলবার আছে?"

কোস্‌তকো হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল। ও হেসে উঠে তার হাত দুটোতে চুমু খায়। ও রেগে হাত দুটো টেনে নেয়। আর সেও হাসতে লাগল। কর্কশভাবে হিস্টিরিয়া রুগীর মত।

"তুমি চাও আত্মহত্যা করতে? তুমি? এমন চমৎকার ফুটফুটে একটি মেয়ে? আমি জানতুম না যে তুমি এমন কাপুরুষ।"

"কিন্তু আমি আর কি করতে পারি বলো?"

কোস্তকো মেঝের দিকে তাকাল।

"তোমাকে এটা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে দিনা, কিন্তু যা সত্যি তা আমাকে বলতে হবেই, তোমার এখন একটা কাজই করবার আছে। এখান থেকে চলে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তুমি যদি আমার সাহায্য চাও......"

দিনা উত্তেজিতভাবে সরে আসে। উপলব্ধি করে যে আর কোনো প্রস্তাব করা চলবে না। আর কোস্তকোর মুখে আজ এই কথা। এই সেদিন ও ওকে বিয়ে করাটা স্বপ্নেরও অতীত তার প্রিয়তম কল্পনারও অতীত বলে মনে করত! সে অবাক হয়ে গেল। কেমন করে ও আশা করল যে ওকে ছাড়াই ওর চলবে।

"আমাকে নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি," দিনা বলল, "আমি চলেই যাব, আর হয়ত আমি অন্যভাবে বেঁচে থাকতে শিখব। কিন্তু তোমার কি হবে কোস্তকো? তুমে আমার বন্ধু ছিলে। এখন তুমি কি করবে?"

ওর দুই গালে রক্তিমাভা খেলে যায়। ওকে শুধুমাত্র একটা ছেলের মত দেখায়। কতই বা বয়স হবে ওর? দিনা কোনোদিন ওকে জিজ্ঞাসা করে নি, কিন্তু এখন ও নিশ্চিত বুঝতে পারে ওর বয়স পঁচিশের বেশি হবে না।

"সবার আগে আমাকে ওই জেটিঘাটগুলো তৈরি করতে হবে।" ও এমন-ভাবে কথাগুলো বলে যেন ওর একার ওপরেই কাজটা নির্ভর করছে।

"কী একটা কাজ? বাড়ী ফিরে আমি কখনই এতবড় একটা কাজের সুযোগ পাবো না! কী বিশাল আকার! কত বড় দায়িত্ব! দ্রাচেনভ আমার ওপর একটা পুরো অঞ্চলের ভার দিয়েছেন! আমার বেশ মনে হচ্ছে আমি বেড়ে উঠছি, একটা গাছের মত বড় হচ্ছি।" যৌবনের উদ্দীপনা ঝিলিক দিয়ে ওঠে ওর দুই চোখে। সপ্রতিভ হাসিতে ভরে ওঠে মুখ।

দিনা ওর দুই ভুরু কপালে তোলে। ওর রোগা আঙুলগুলো কাঁপছিল কোস্তকো নিশ্চয় আঁচ করেছিল সে কী অনুভব করছে আর ক্ষমার ভঙ্গীতে সেই কাঁপা কাঁপা আঙুলগুলো ধরল আর তার গালটা চেপে ধরল তাদের ওপর।

"আমি দুঃখিত দিনা। আমি তোমার সংগে জঘন্য ব্যবহার করেছি। আমি কোন দিন তোমাকে আমার কাজের কথা বলি নি। তোমার কোনো ধারণা ছিল না। আমার কাছে সেটা যে কতখানি। তুমিও ইচ্ছে করলে এই কাজে একটা আগ্রহ দেখাতে পারো।"

রাগের চোটে ও ওকে ঠেলে দেয়।

"বেরিয়ে যাও! তুমি ক্রুগলভের চেয়ে মোটে ভাল নও। তুমি তার চেয়ে হাজার গুণ খারাপ। সে অন্তত সৎ, সে আমার কাছে কোনোদিন মিথ্যে কথা বলে নি। তার প্রথম চিঠিতে সে লিখেছিল, 'আমি ইচ্ছে করি, কোমসোমোল আমাকে যে সম্মান দিয়েছে আমি যেন তার উপযুক্ত হতে পারি।' আমি তার মর্যাদা দিতে পারলুম না। আমার যোগ্যতা নেই। কিন্তু তুমি? তুমি হাঁটু মুড়ে হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে এসেছিলে। 'তুমি আমার সমস্ত জীবন। এ জগতে তুমিই আমার সব!' এই মুহূর্তেই তুমি যদি চলে না যাও আমি জানি না তোমাকে আমি কী যে করে বসব!"

মেজাজ গরম করতে কোস্‌তকো ওকে এই প্রথম দেখছে না, কিন্তু এবার সে আর রেগে যায় না।

"বেশ। বিদায়," ও আড়ষ্ট হয়ে মাথা নিচু করে আর বেরিয়ে যায়।

"কোস্‌তকো!" ভয়ে ও কেঁদে ফেলে ওকে ডাকে।

সে আর ফিরে তাকায় না। জানালার কাছে এসে দিনা ওর দিকে চেয়ে থাকে। তক্তার ওপর দিয়ে ও হেঁটে চলে যাচ্ছে। দেখে মনে হয় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। কিন্তু ওর যতটা মনে হচ্ছিল ততটা মানসিক বিপর্যয় হয়ত তার আসে নি।

আর এবার এই প্রথম সে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে যে সত্যিই যেন তার জীবনে একটা সংকট ঘনিয়ে আসছে। সে আজ সম্পূর্ণ একা। তার আজ আর কেউ নেই।

উনত্রিশ

ট্রেনটা ক্রিজিলোভকার উপর দিয়ে পুরো দমে পার হয়ে চলে গেল। এমনি গতির মধ্যেও সেরগেই গোলিৎসিন তার সেই অনেক চেনা সংস্থাকে এক লহমায় দেখতে পায়। সেই পুরানো জলস্তম্ভটি, আর সেই মোটা মেয়েমানুষটি। সুইচটেপার জায়গায় বসে। দেখছে ট্রেনটা চলে যাচ্ছে। স্টেশন মাস্টার, অবশ্য, নতুন লোক—একজন যুবক—আর এই স্টেশনটাই মনে হল যেন অনেক ছেলেমানুষ হয়ে গেছে, যৌবনের মাধুর্য এসেছে চারধারে। নতুন নতুন আবাসিক গড়ে উঠেছে প্ল্যাটফর্মে আর তার একপ্রান্তে দূরে ফুলের বিছানা।

যে মুহূর্তে গাঁয়ের দিকটায় তার চেনা চেনা লাগল সেরগেই অনুভব করতে শুরু করল যে সব কিছু তার ঘটেছে অবর্ণনীয় ভাবে সেই গত কমাসের দীর্ঘ সময় ধরে, সে যেন ওর জীবনে নয়, আর কেউ হবে, যার সঙ্গে ওর একটুও মিল নেই। সে যেন আর কেউ, সেরগেই গোলিৎসিন নয়, যে সেদিন রাতে একটা ফুটো দাঁড়ী নৌকো করে পালিয়ে এসেছে আর আমুরের স্রোতে

ভেসে এসেছে আর তারপর এই বসতি সে বসতি ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। একটা ঘাঁটি থেকে আর একটা ঘাঁটিতে। কোন একটা জায়গায় বেশিদিন থাকতে সাহস পায়নি। সে তো নয় সে যেন আর কোন হতভাগা। প্রথম লোকালয়ে এসেই সে চেয়েছে আশ্রয় খুঁজেছে, আস্তানা, নিজের রুজির রোজগার করেছে চাকর বাকরের কাজ করে। আতিথ্য গ্রহণ করতে গিয়ে মুখ নাড়া খেয়েছে লোকের। এমন সব লোকের কাছ থেকে আতিথ্য পেয়েছে, যারা তাদের কাজগুলোকে খুব মূল্যবান আর আগ্রহজনক মনে করতো অন্য কাজের চেয়ে—তা সে মাছ ধরা হোক, নয়ত, মাছ-বিয়োনো, কি কয়লাখনি অথবা নানাই আর গিলিয়াকদের মধ্যে লেখাপড়া ও শিক্ষা সভ্যতার আলো নিয়ে, অথবা আমুর অঞ্চলে চাষবাসের উন্নতি করা, আর নয়ত রাস্তাঘাট তৈরি করা। ও নয় অন্য হতভাগ্য মানুষ যেন সে। অন্য আর একজন, সে হয়ত এই ধরনের লোকদের কারো সংগেই চিরকাল থাকতে পেলে খুশি হয়, কিন্তু তাদের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস যে ওর ছিল না, "তুমি কে হে? কোথা থেকে এসেছ? তুমি এখানে এলে কি করে?" তাই বার বার সে পালিয়েছে পাছে তাদের অনুকম্পার জায়গায় হঠাৎ জেগে ওঠে বিরক্তি। এবার ঘোরার পালা শেষ, আর এখানে ও এসেছে—এত ওর নিজের দেশ। এখানে কেউ ওকে জিজ্ঞেস করতে আসবে না ও কে, কোথা থেকে আসছে—এক কথায় সে বাড়ী পৌঁছে গেছে!

সব কিছু ওর চেনা। ছোট খাটো সব কিছু ও খুঁটিয়ে দেখে! ও নিজের মনে মনে বলতে থাকে, এক মিনিটের মধ্যে আমরা মোড়ের মাথায় এসে পড়ব, আর ওরা তাই মোড়ের মাথায় এসে পড়ল, এবার ইঞ্জিন তার বাঁশি বাজাবে আর তাই বাজল। এবার গাড়ী গতি কমিয়ে আনবে—আর তাই কমে এল। এবার আমরা সেই জল খেয়ে যাওয়া খাদের কাছটায় আসব। তার নিচে নদী বয়ে চলেছে। এখানে আমরা একদিন খেলা করতুম। আমি আর পাশা মাতভেয়েভ যখন ছেলেমানুষ ছিলাম। আর খাদ জলাটার থেকে দূরে একটা পোড়ো জমি রয়েছে। ঝোপ ঝাড়ে ভর্তি সেটা চোখে দেখা গেল না। সেরগেই কি ভুলে গিয়েছিল? চষা মাঠ ছড়িয়ে রয়েছে দূর দিগন্ত পর্যন্ত। বেশ গভীর করে লাংগল দিয়ে কোপানো মাটির পরিখা। একটু তাড়াতাড়ি অংকুরিত হয়ে উঠেছে ফসল। সুন্দর সবুজে ছোঁয়াচ লেগেছে।

এবার ওরা পায়ে চলা পথিকের কুঁড়ে ঘরটার সামনে এসে পড়েছে। তারপর অনেকগুলো রান্নাঘরের বাগান আর ফুলবাগান আর গাছের ফাঁক দিয়ে ঝিলমিল করছে নগর সোভিয়েতের লাল ছাদ।

সেরগেই ওর জিনিসপত্র টেনে বের করল। আর প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল। ও গাড়ীর পাদানিতে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ীটা সর্পিল গতিতে এগিয়ে

যাচ্ছিল। ধূসর ইস্টিশনের দিকে। সেটা এবার ওর দিকে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছিল। অংকুরিত পাতার ফাঁক দিয়ে।

হঠাৎ তার বুকের ভেতরটায় খুব জোরে জোরে ঢিপ ঢিপ শব্দ হতে থাকে। ওই তো ওর বাবাকে ও দেখতে পেয়েছে। উনি খালি মাথায় ছুটে আসছেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ভীড় পিছনে ফেলে। ট্রেনটার সামনে আসবার জন্য ছুটে আসছেন। বাবার মুখের উপর তারুণ্যের ছাপ দেখে সেরগেই ভুলে গেল, এমন অভিভূত হল যে সে ধীরে চলা ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামতে ভুলে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। হাসছিল। মাথা নাড়ছিল। তখন ওর বাবা ওর পাশে পাশে দৌড়াচ্ছিলেন ওকে কী যেন চেঁচিয়ে বলছিলেন। ও ঠিক ধরতে পারছিল না। যেন তন্দ্রাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ও। ও লক্ষ্য করল প্ল্যাটফর্মে কত লোক। তারপর হঠাৎ ও দেখতে পেল ওর মাকে আর ওর ছোট বোনদের ওরা সব অধৈর্য হয়ে লাফালাফি করছিল (হায় ভগবান, ওরা কত বড় হয়ে গেছে)। চাকাগুলো শেষবারের মত ঘুরে থেমে যাবার সংগে সংগে ব্যাণ্ড বেজে উঠল।

সেরগেই কুচকাওয়াজের শব্দ শুনেই লাফিয়ে পড়ল আর দেখল ও ওর বাবার বাহু বন্ধনে ধরা দিয়েছে। ওর ঠোঁটের ওপর অনুভব করল ওর বাবার গালের রুক্ষ চামড়ার স্পর্শ। তারপর ওর বোনেরা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মা গলা জড়িয়ে ধরল। আর ওর মার দুই চোখ অশ্রুতে ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে। পরম সুখে মা চেয়ে আছে সেরগেইর চোখের দিকে। বাড়ী! তার ঘুরে বেড়ানো, তার দুর্ভাগ্য আর ভয়ের এইখানেই শেষ! বাড়ী! তার ঘর!

"এ কি, শোনো, মা, তুমি কাঁদছ কেন?" ও মাকে নিবিড় ভাবে আলিংগন করে বার বার জিজ্ঞাসা করে। তারপর প্রথম মুহূর্তগুলির উত্তেজনা কাটাবার জন্যে জিজ্ঞাসা করল, "এত লোকজন কেন? ওরা কার সংগে দেখা করতে আসছে?"

ওর প্রশ্নে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ে। সেরগেই সংকুচিত হয়ে পিছিয়ে এল। এখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। ওর সব কেমন গোলমাল হয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। ডজন ডজন চেনামুখ ও দেখতে পেল। তাদের মধ্যে রয়েছেন কোমোসোমোল সম্পাদক। যাঁর কাছে ও বড় হয়েছে লেখাপড়া করেছে আর কোমোসোমোল সংগঠনে ও ট্রেন ডিপোতে কাজ করেছে। আর ও দেখতে পেল সুভিরিদভকে, তার বাবার সহকারী, ওর দিকে চেয়ে আছেন। সারা মুখ ভরে উঠেছে প্রশস্ত হাসিতে।

এখন আর ওর সামনে পালাবার কোনো রাস্তা খোলা নেই। এই অভিনন্দনের জন্য যত সব আয়োজন করা হয়েছে সব এখন দেখতে হবে। আগাগোড়া।

কুচকাওয়াজ থেমে গেল। স্ভিরিদভ তাঁর টুপি খুলে অভিবাদন জানালেন। আনন্দ-উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন চেঁচিয়ে, "বীর পুত্র, বীরের জয় হুর্‌রে!"

ওর বাবাও চেঁচিয়ে উঠলেন "হুর্‌রে!" সকলেই জয়ধ্বনি দিল। বাবা তাঁর ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে সগর্বে বললেন, "তোমরা যখন ওখানে কাজ করছিলে, তোমার বাবাকে তখন আমাদের দেশ গাঁয়ে বীর নায়ক বানিয়েছিল, সরকার আমাকে 'শ্রমিক-বীর' এই উপাধিতে সম্মানিত করেছেন।"

তার মা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "হ্যাঁ বাবা, এক মাস হল ওকে এই উপাধি দেওয়া হয়েছে। ক্লাব বাড়ীতে ওরা একটা মস্ত সভা করেছিল। তোমার বাবা পদ্য করে একটা বক্তৃতা দিয়েছিল, আর সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই তোমার তার পেলুম, তুমি ছুটিতে বাড়ী আসছ। উনি যে কী খুশি হলেন সে তোমায় বলতে পারব না!"

ওর বোনেরা মা'র কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে ওঠে, "ওরা আমাদের গ্রামোফোন আর অনেক রেকর্ড দিয়েছে!"

"আর রাশি রাশি ফুল। বাবা না কতকগুলো বইয়ের ভেতর রেখেছিল আর সেগুলো চেপটে গেছে।"

"আমাদের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিয়েছে বাবার 'শ্রমিক বীরের' সার্টিফিকেটটা।"

চারধার থেকে বন্ধুরা ওকে চেপে ধরেছে। সেরগেই বাধা দেয় না। ওরা করমর্দন করে, ওকে আলিঙ্গন করে। ও করমর্দন পাল্টা ফিরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, আর নানা মন্তব্য করে। সে হাসল। কেন না সবাই চাইছিল ও হাসুক। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ওর হাঁটু দুটোতে একটা কঁপুনি শুরু হয়েছে আর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে, ওর মুখ কুঁকড়ে উঠছে, শিরদাঁড়ার কাছটা ঠাণ্ডা কন কনে। শীত করছে। এই কাঁপুনিটাই এখন ওর একমাত্র অনুভূতি আর সব কিছু ওর কাছে একটা স্বপ্নের মত আসতে লাগল; যেন স্বপ্নের ভেতরই ও শুনতে পেল কোমোসোমোল সম্পাদক বক্তৃতা দিচ্ছেন, "তোমার ও পাশা মাতভেয়েভের ভেতর দিয়ে যে আমাদের কোমোসোমোল সংগঠন দূরপ্রাচ্য ভূমিতে উন্নয়নের কাজে অংশ নিয়েছে এতে আমরা গর্বিত। গোলিৎসিন পরিবার আমাদের ডিপোর গর্ব!"

সেরগেইর অনেকক্ষণথেকে ইচ্ছে হচ্ছিল পালিয়ে যেতে, একা থাকতে, একটু আপনাকে পেতে, এই অসহ্য কাঁপুনির হাত থেকে রেহাই পেতে,। কিন্তু ওর বাবা ওর কানে কানে বললেন ফিস ফিস করে "ওদের কথার জবাব দাও তো বাছা,—দুটো কথা বলো অন্তত।"

বিদঘুটে এক উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে সেরগেই বলল, "ভাইসব, এই অভিনন্দনের জন্যে ধন্যবাদ! আমি কিন্তু মোটেই জন নায়ক বা বীর নই।

শুধু আর পাঁচজনের মত কাজ করে গেছি। যদি আপনারা সবাই তাদের সংগে দেখা করেন তাহলে আপনাদের আর যথেষ্ট পেতলের ব্যাণ্ড বাজাবার দরকার হবে না। বেশ, এই পর্যন্ত বলেই আমি শেষ করছি। আজ ক্লাবে আপনাদের সংগে দেখা হবে।"

এখন ওর সারা দেহ সেই কাঁপুনিতে কামড়ে ধরছে যেন। আর যখন ও ব্যাগ ট্যাগগুলো নেবার জন্যে নিচু হল ও প্রায় স্ট্র্যাপগুলো ধরে রাখতেই পারছিল না।

"তোমরা দেখছি সবাই শুধু হৈ চৈ করতে পার", সুভিরিদভ বললেন। তার হাতের ফাঁকে ফাটলে কয়লার ধুলো. সেই হাত দিয়ে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন সস্নেহে। সুভিরিদভ নিজেই তার ব্যাগগুলো উঠিয়ে নিলেন। ওর বাবা ওর একটা হাত ধরলেন, মা ধরলেন আর এক হাত, ওর বোনেরা আগে আগে ছুটে চলল, ওর বন্ধুরা ওকে ঘিরে হেঁটে চলেছে আর ব্যাণ্ডে বাজতে লাগলো আর একটা সুর। বিজয়সংগীত।

তার নিজের ঘরে. সেরগেই একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে ঝুপ করে এসে বসে হাতে মুখ ঢেকেছিল।

"হ্যাঁ রে খোকা খুব ক্লান্ত লাগছে বুঝি?" ওর মা বললেন। তিনি বোনেদের ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

সেরগেই শুনতে পেলো ছোট মেয়েগুলো পাশের ঘরে ফিসফাস করছে। মা বাবা আলোচনা করছিলেন। ওকে এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন? তা দেখাবেই তো। চেহারা কত রোগা হয়ে গেছে। তাছাড়া হয়ত এতটা রাস্তা আসতে হয়েছে। শরীর ক্লান্ত একেবারে ছিন্ন ভিন্ন। রান্নাঘর থেকে আসছিল থালাবাসনের ঠুংঠাং শব্দ। সেই শব্দ বলে দিচ্ছে খাবার তৈরি হচ্ছে।

ওর শরীরের কাঁপুনিটা আস্তে আস্তে কমে আসছিল। কিন্তু ক্রমশ ওর এই স্ব-বিরোধী পরিস্থিতিটা ওর কাছে অসহ্য ঠেকছিল। যদি স্টেশনে অমন ফলাও করে সভাটভা না হত তবে হয়ত বাবার কাছে সব কিছু খুলে বলার সাহস ওর থাকত। সুভিরিদভ আর বন্ধুদেরও বলতে পারত। কিন্তু এখন ও ওদের অভিনন্দন গ্রহণ করেছে আর তার জবাবে একটা ভাষণও দিয়েছে এখন সে কি করতে পারে?

ও চট্ করে ঘুরে তাকাল। কার যেন দরজার কাছে আসার শব্দ হল—তার মা। উঁকি মেরে দেখছিলেন তার খোকা ঘুমিয়ে পড়ল না কি। না জেগেই আছে। পা টিপে টিপে এগিয়ে এলেন আর কোমলকণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, "বুঝলি খোকা তোর বাবা ঠিক জানত যে ওরা তোকে খাতির করে খুব বড় রকমের এটা অভিনন্দন দেবে! হপ্তায় একবার করে কোমসোমোল অফিসে যেত। তোর সব বন্ধুদের বলে রেখেছিল। ব্যাণ্ড বাজিয়েদের সব বীয়ার খাইয়ে তোয়াজ করেছিল। স্টেশনে জনসমাবেশের জন্যে অবশ্য উনি

কিছু করেন নি। উনি তোকে বলতে মানা করেছেন আমাকে। তবে ছেলেরা বলবে। তোর বাবা এখন মস্ত লোকরে। ওর জন্যে একটা ভোজসভা হয়েছিল আর ও তো গণ কমিসারের কাছে থেকে একটা তার পেয়েছিল—"

বলতে বলতে তিনি থেমে যান। কেন না তার বাবা ঘরে এসে পড়েছিলেন। তিনি ছেলের দিকে চেয়ে একটু চোখ মটকালেন আর কোনো কথা না বলে সগর্বে গ্রামোফোনের কাছে এগিয়ে গেলেন। দম দিতে লাগলেন। একটি নারীকণ্ঠ গেয়ে উঠল প্রাণবন্ত সুরে।

"আর যদি আমি অবসন্ন হই আর মরে যাই···

ওর বাবা দুটো হাঁটুর ওপর দু'হাত জড়ো করে বসে শুনতে থাকেন। তাঁর দু'ই চোখ দিয়ে সস্নেহে উনি তাঁর ছেলের মুখটাকে খুঁটিয়ে দেখছেন। সেরগেইর মনে হল সে যেন প্রায় একটি শিশুর মত কান্নায় চেঁচিয়ে উঠবে।

ওর মা ওকে একটা ঝকঝকে ফুলতোলা রুশীয় জামা এনে দিলেন।

"এটা গায়ে দে তো বাবা। তুই বাড়ি আসবি বলে আমি এটা তোর জন্যে তৈরি করেছিলাম।"

"উনি ওর কাঁধে পরিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন, ওকে কাছে টেনে নিলেন আর চুমু খেয়ে নিচু গলায় বললেন, "আমি মাতভেয়েদের বলি নি যে তোরা আসছিস আর আমি ওদের নৈশভোজে নেমন্ত করিও নি; আমাদের সুখ ওরা কি করে দেখবে বল? খুব শক্ত। রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে ওদের সংগে গিয়ে বরং দেখা করিস। প্রায় এক বছর কেটে গেছে আর ওরা তো জানে না কি করে কি হল। তোর সংগে কথা বললে ওদের প্রাণটা একটু হালকা হবে। তা হলে তুই যাস আর ওদের গিয়ে সব বলিস, ওরা না হয় খোকা তোর সংগেই একটু কাঁদুক আর কি হবে।"

মাতভেয়েভরা অবশ্য অনিমন্ত্রিত হলেও সেই এল। তিমোফাই আইভানোভিচ ওর স্বাস্থ্য কামনা করে সবে একটা পানীয়তে চুমুক দিয়েছে এমন সময় দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। পাশার মা এসে ঢুকলেন। পিছন পিছন তার বাবা। ডিপোর একজন কারিগর। ওর বাবা বুড়ো মানুষের মত আস্তে আস্তে হাঁটছিলেন আর বাস্তবিক সেরগেই প্রায় ওদের কাউকে চিনতেই পারলো না। বুড়ো হয়ে এমন চামড়া কুঁচকে গেছে!

ওরা চট্ করে থেমে গেল উৎসব আয়োজন টেবিল চেয়ার দেখে। আর তখন মদের গেলাস তুলে ধরেছে ওরা। ওদিকে তিমোফাই আইভানোভিচের পাশেই একটা টুলের ওপর গ্রামোফোন।

সেরগেইয়ের মার মুখ তো দারুণ লাল। এই দুজন শোকাহতের মুখের সামনে ওদের আনন্দ উৎসবটা এমন বিসদৃশ ঠেকল। কিন্তু মাতভেয়েভরা

বিনীতভাবে মাথা হেঁট করে ওদের অভিভাষণ জানায়। আর তাঁদের ছেলে বাড়ী ফিরেছে, সানন্দ ধন্যবাদ জানায়। পাশার মা সেরগেইয়ের মুখ চুম্বন করলেন। সমবেত দলটিকে আবার একবার নত মস্তকে অভিনন্দিত করলেন। এক কোণে একটা আসনে বসে পড়লেন।

পাশার বাবা সেরগেই-এর সংগে করমর্দন করলেন আর বেশ জাঁক-জমকের সংগে গ্রামীণ সারলো বলে উঠলেন, "তোমাদের খুব খিদে পেয়েছে। তা আমরা একটু অসময়ে এসে পড়েছি আমাদের ক্ষমা কোরো। তোমরাসব প্রাণ ভরে খাও, পান করো, তা আমি আর আমার বুড়ী না হয় দুপায়ে খাড়া থাকব।"

কথাটা শেষ হতে না হতেই ওঁর দুগাল দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। উনি লজ্জা পেলেন। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আর পাশার মাও ততক্ষণে কাঁদতে শুরু করেছেম।

সেরগেই সেখানে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে। তেমনি মদের গেলাস হাতে নিয়ে।

"আমি আপনাদের সংগে রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে দেখা করতে যাচ্ছিলাম," সে দ্বিধান্বিত ভাবে বলল। "পাশা আপনাদের কথা বলেছিল মরবার আগে।"

সেরগেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুহূর্তের আবেগের ঝোঁকে বলে ফেলল। আর তাদের নীরব দেখে বুড়োদের মনটা মুচড়ে উঠল এই মিথ্যেটা শুনে।

"শেষ কালটায় তুমি কি ওর সংগে ছিলে বাবা?" পাশার মা জিজ্ঞাসা করলেন। উনি আর কাঁদছিলেন না।

সেরগেই ওদের সমস্ত গল্পটাই বলল। কেমন করে তারা পাশাকে তাইগা থেকে বসতিতে ফিরিয়ে এনেছিল, কিভাবে ওরা ওকে কবর দিয়ে ছিল, আর কিভাবে তার স্মৃতিরক্ষার জন্য তাদের প্রয়াসটাকে দ্বিগুণ করে দিয়েছিল। যেন একটা ব্রত। একটা অংগীকার। বুড়ীর পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। সে আবার ভেংগে পড়ল, আর সেরগেইর মা তাঁকে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। আর ওদিকে বৃদ্ধ তখন সেই গল্প শুনে সাহসে বুক বাঁধছিলেন উনি টেবিলে বসে পড়লেন। সেরগেইর স্বাস্থ্য পান করলেন। কিন্তু ওঁকে খুব বৃদ্ধ আর অসহায় দেখাচ্ছিল! তাঁর হাত দুটো কাঁপছিল। চোখ দুটো পিটপিট করছিল। ওঁর দিকে চাইলে এত কষ্ট হয়! তিনি এখন যেমন পাশাকে পরিষ্কার মনে করতে পারছেন তার অনেক আগে থেকেই সেরগেই পাশার কথা মনে রেখেছে। একটু রুক্ষ, আবার হাশিখুশি, প্রাণবন্ত, কথায় সবসময় উক্রাইনীয় একটা টান ছিল, মজার কথা বলত, আর বেশ কড়া খিস্তি দু'একটা আর তেমনি তৎপর। যে কোনো কাজ ওকে দাও পিছু হঠবে না আর সেই সংগে এমন প্রাণখুলে ঠাট্টা তামাসা করবে!

দু গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমেছে। সে লুকোবার চেষ্টা করল না। অনেকক্ষণ ধরে ওর চোখে জমেছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এতক্ষণ ও এই চোখের জল সামলে রেখেছে। এই ক'মাস দারুণ কষ্টে ও ঘুরে বেড়িয়েছিল এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নি। এমন কি যখন ওর বাবার সংগে দেখা হল তখনও না, যখন ব্যাণ্ড বাজছিল তখনও না, যখন ওর মা ওকে ফুল তোলা জামাটা এনে দিল তখনও ও চুপ করেছিল।

বুড়ো মাতভেয়েভ তাঁর দুটো হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে কান্নাভাংগা গলায় বললেন, "কেঁদো না সেরগেই। আমাদের কাছে যেমন, জানি তোমার কাছেও এ আঘাত কত কঠিন। কেঁদো না। তুমি দেখবে অন্য বন্ধুরা আর আমি, আমার এই বুড়ী এ জগতে আর বেশিদিন টিঁকে থাকবো না।"

সেরগেই বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে। সন্ধ্যেবেলার মুক্ত বাতাস বুক ভরে টেনে নিল। কিন্তু তাতেও ও স্বস্তি পেল না। "আমি কি করব এখন?" সে মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল। "মনে হচ্ছে আর আশা নেই— এখান থেকে সেখানে পালাও পালাও শুধু পালাও। কিন্তু কোথায় যাব আমি?"

একটা ক্ষীণ ছায়া অন্ধকার থেকে লাফিয়ে উঠল আর বেড়ার ওপর আটকে রইল।

সে অনুভব করল। কোমল সুরে যেন কে ওকে ডাকল।

"সেরগেই!"

গ্রুনিয়া—সেই ফুটফুটে সরল মেয়েটি পিঠের ওপর ফেলা ঘন চুলের বিনুনি। এমন একটা সময় ছিল যখন তার ধূসর চোখ দুটি, তার খোলা হাসি, যেন ঘণ্টা বাজার মত স্বচ্ছ, ওকে নিরাশ করে দেয়, লজ্জা পেল ও।

ও নিজেই অবাক হয়। এবার ও সাহস করে একটু রুক্ষস্বরে জবাব দেয়, "বেরিয়ে আয়, লুকোচ্ছিস কেন; দেখি তোকে কেমন দেখতে হয়েছে।"

হালকা ছায়াটা থেমে থেমে এগিয়ে আসে। সেরগেই শুনতে পায় তার দ্রুত উত্তেজিত নিশ্বাসের শব্দ।

"গ্রুনিয়া তুই আমায় ভুলে যাস নি না?"

"কি বলছ তুমি?"

সেরগেই সাহস করে ওর হাত ধরল। বিনুনিতে আংগুল ছোঁয়াল। পুরু আর নরম।

"আমি মনে করি না তুমি যখন চলে গিয়েছিল সেরগেই তখন আমার কথা একটুও মনে রেখেছিলে?"

ওকে ও মনে রেখেছিল কিনা এখন আর তাতে কিছু এসে যায় না। শুধু এইটুকু যে ও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, এই মিষ্টি সরল মেয়েটা। যে

কিছুই চায় না। যার সংগে ও সবরকম আজেবাজে কথা বলতে পারে আর সে মনে করবে তার ভেতর ঢের চালাকি অনেক মানে, আর যেমন ও ছিল আগে ওকে ঠিক তেমনি ভাবেই গ্রহণ করবে, কিছুই জিজ্ঞাসা করবে না, কিছু আশা করবে না।

শহর ছাড়িয়ে ওরা মাঠের দিকে হাঁটছিল।

"সারা বছর ধরে তোমার সংগে দেখা করব বলে আমি তৈরি হয়ে আছি," ও শান্তভাবে বলল।

"কোথায়? বেড়ার ধারে?"

"আহা বোকার মত কথা বোলো না। আমি কি বলছি। আমি তোমার কথা অনেক ভেবেছি।"

"তুই আমার বিষয় কি ভেবেছিস?"

"কি শুনবে—শুধু কথা দাও হাসবে না। তুমি হাসলে আমি কিছুই বলতে পারব না। আমার ভয় করছে খুব।"

"আমার দিকে তাকা। দেখ আমার মুখে একটু হাসির ছায়া নেই। নে এবার বল।"

"তাহলে বলছি। আমি ভেবেছিলাম, আমি কিরকম মেয়ে? তেমন বিশেষ কিছু না। সেরগেই আমায় ভালবাসবে কেন আমি যখন বিশেষ কিছুই না। সাধারণ একটা মেয়ে?"

"সত্যি কথা বলতে কি এতে কোন ভুল নেই! আর আমি বলি কি, কার এমন ধূসর দুটি চোখ? কার আছে এমন চমৎকার ঘন চুলের বিনুনি? কার বা এমন মিষ্টি দুটি ঠোঁট?"

ও প্রায় ওকে চুমু খাবার জন্যে মুখ নামায়, কিন্তু বিন্দুমাত্র লজ্জা না পেয়ে ও ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। ও কেমন দিশেহারা হয়ে যায়।

"কি হল?" সেরগেই জিজ্ঞাসা করল।

"তোমাকে বলিনি আমি মনে মনে তৈরি ছিলাম? তাহলে আমি কি? সতের বছরের বোকা কচি খুকি? আর কিছু নেই শুধু দুটো চোখ আর বিনুনি তুমি যেমন বললে?"

"এই কি যথেষ্ট নয়?"

"না, তাই নয়।"

"তুই আর কি চাস? একজন প্রফেসার হবি?"

"না।" গ্রুনিয়া সগর্বে বলল। "কিন্তু আমি এরি মধ্যে একজন কোমসোমোল হয়েছি।"

"ও", সেরগেই একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলে, আর একবার সেই কাঁপুনিটা শুরু হল তার পায়ে।

"তা হলে এবার বুঝলে!" গ্রুনিয়া হাসল "আর সেটাই সব নয়। আমি

একজন তরুণ পাইওনিয়র নেতাও। আমার সংগে একটা পুরো ছোটছেলের দল রয়েছে। আমি তো পড়েছি, শিখেছি কেমন করে এটা করতে হয়। আন্তর্জাতিক শিশুসপ্তাহের সময় আমাদের কাগজে আমার সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ ছিল।"

অন্ধকার মাঠে ওরা দাঁড়িয়েছিল। একটা ইঞ্জিন তার বাঁশি বাজাচ্ছিল; একটা মালগাড়ী অদূর দিয়ে চলেছিল। ওরা গাড়ীর আলোকিত জানলাটা দেখতে পাচ্ছিল। পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার ভেতর থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। মাঠে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছিল। আর সামনের দিকে তীরবেগে এগিয়ে চলেছে একটা ঝকমকে উজ্জ্বল আলো।

"ওটা তোমার বাবার ট্রেন।"

"তুই কি করে জানলি?"

"আমি সব সময় তাঁর ট্রেনটা চিনতে পারি।"

সেরগেইর সাহস হল না ওকে জড়িয়ে ধরে। আবার চুলোর ছাই কাঁপুনি। এবার ওর হাতের কাছেও কাঁপুনিটা উঠে এসেছে। গ্রুনিয়া দেখতে পাচ্ছে না, এই যা রক্ষে। এবার মেয়েটা ওকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। ওর শরীরটা ওর ওপর আলতো করে চেপে ধরল আর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, যেন ওর ভয় হয় কিছু যদি ভুলে যায়।

"এবার সত্যি বলছি সেরগেই। আমি তখন খুব ছেলেমানুষ ছিলাম। সারা বছর ধরে আমি তোমার কথা ভেবেছি। তোমাকে নিয়ে আমার যে কত অহংকার জানো!"

সেরগেই রুক্ষ মেজাজে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

"তুমি বলতে চাও, তুমি আমায় ভালবাসো না," সেরগেই রাগ আর হতাশায় ঝোঁকে বলে বসল। "আমাকে তুমি ভালবাসো না, ভালবাসো সেই হিরোকে সেই কোমসোমোলকে—যাকে খুশি—কিন্তু সে আমি নই।"

এই কথা বলার সময় তার যেন সমস্ত শক্তি সে খরচ করে ফেলে। ওকে যে শক্তি ওর মনের নিরাপদ সীমানায় ধরে রেখেছিল, যার পর শুরু হয়ে যায় পাগলামি হিস্টেরিয়া।

মেয়েটির জবাবে সেরগেই শুধু শোনে তার সুখী অবুঝ নিশ্চিন্ত হাসির শব্দ—এ সেই মেয়ের হাসি যে জানে তাকে নিশ্চয় কেউ ভালবাসছে।

"তুমি কি বোকা না? যে তোমাকে ওই সব কিছু থেকে আলাদা করে ফেলা যায়।" সে আর কথা বলার সাহস পায় না। নীরবতার আশ্রয় নেয়।

"তুমি জান সেরগেই কি? আমি আমার পাইওনীয়া ছেলেদের কি বলেছি জান—তোমার বিষয়ে বলেছি তুমি কি করে ওই তাইগাতে সেই বড় শহরটা তৈরী করতে গেছ—কাল তারা আসছে তোমাকে আমন্ত্রণ

জানাতে—ওদের এক জমায়েতে তোমাকে কিছু বলবার জন্য বলতে। আর ওরা তোমার জন্যে ফুল আনবে।”

“কি?”

সব শেষ। সীমানা পেরিয়ে গেল। এবার আর তো মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছিল না। পরে আবছাভাবে ওর মনে পড়ে সেই ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ওর দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে ওকে, “বোকা কোথাকার! ষড়যন্ত্রকারিণী। আমার পেছনে এই বাচ্ছা ছেলেগুলোকে লাগিয়েছিস? আমাকে ধরে রাখতে চাস?” ও কি করতে চলেছে তা ভেবে ও এবার আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ঘুরে দাঁড়ায়।

আর দৌড়ে শহরে ফিরে যায়। বার বার ফিরে তাকায় মেয়েটার দিকে। ওকে অপমানজনক কথা ছুঁড়ে দেয়।

পিছন থেকে ভেসে আসে অন্ধকারে গ্রুনিয়ার চেঁচিয়ে কান্নার শব্দ। বাঁধাভাংগা কান্না! ও বুঝতে পারে ওর কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু পারল না। ও কোনোদিন বুঝতে পারবে না কি করে যে ও ক্লাব বাড়ীতে পেঁছাল। কয়েকটি ছোকরার সংগে ও মদ খেল। একটা গ্রীষ্মাবাসে। ক্লাব বাড়ীর মেঝের ওপর বসে। আর ও গর্ব করে বলল যে ও নায়ক, বীর তারপর দুই মুঠো দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে বলল, ও একটা বিশ্রী মানুষ। ওর মাতাল সংগীরা ওকে শেষকালে বাড়ীতে টেনে নিয়ে এল। ওর খিস্তি আর প্রলাপ শুনে ওরা হাসে।

ওর মা ওকে এই অবস্থায় ভেতরে আসতে দেখে হাঁপাতে থাকে। লাথি ছুঁড়ছে হাত পা ছুঁড়ছে চেঁচাচ্ছে। মা ছেলেকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে আসে। আর ওরা দরজার কাছে এসে পেঁাছতেই চীৎকার ওঠে, “চুপ কর, চুপ কর। বোনেদের ঘুম ভাংগাবি এক্ষুনি!”

সেরগেই টলতে টলতে পা টিপে টিপে ওর ঘরে আসে। ওর ভারসাম্য হারিয়ে সেই নোংরা জামাকাপড়ে তার মার মাড় দেওয়া নীল বিছানাটার ওপর আছড়ে পড়ে।

ওর মার সযত্ন হাত দুটি ওর জামাকাপড় খুলে দিতে থাকে, বিছানায় শুইয়ে দেয়, আর তার মাথার ওপর একটা ভিজে তোয়ালে দিয়ে দেয়।

সারারাত ধরে তিনি তার পাশে বসে রইলেন। তোয়ালেটা বদলে বদলে দিতে থাকেন। ঠোঁট দুটো হাঁ হয়ে ঝুলছিল। ভিজে ঠোঁট দুটো মুছিয়ে দিতে থাকেন। সেরগেইর ঘুম যখন ভাংগল সে দেখল মার সস্নেহ অথচ প্রশ্ন-ভরা দুটি চোখ। ও তাঁর হাতটা খুঁজল। নরম করে চাপ দিল। মা তার হাতে চুমো খেলেন। কোমল কণ্ঠে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর ছেলেটা এত বড় হয়েছে। আগের থেকে নতুন। কী ভাল যে বাসেন ওকে। ও কি সেই সেরগেই। যে চলে গিয়েছিল একদিন।

সেরগেইর মনে হতে লাগল তার বাড়ীতে এই প্রথম দিনটা যেন একটা নিশীথের দুঃস্বপ্নের মত। পরে ও খুঁজল শুধু নির্জনতা। যখনই সম্ভব হত। কিছুই করত না ও। একটার পর একটা বই পড়ে যেত। নয়ত নদীর ধারে পুরু ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। গাছের পাতার মর্মরধ্বনি আর নদীর কলকল শব্দ শুনত। নদীর ধারে নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে জলস্রোত বয়ে চলেছে। বন্ধুদের খোঁজখবর না নিয়ে ও তাদের এড়িয়ে চলত। কেননা ওর বড় ভয় ওরা কখন কি প্রশ্ন করে বসবে।

ওর বাবার সহকারী স্ভিরিদভই শুধু মাঝে মাঝে নদীর ধারে এসে ওর সংগে যোগ দিতেন। নদীর জলে একটু আধটু নেমে ছপ ছপ করতেন।

তারপর ঘাসের ওপর তার পাশে শুয়ে শুয়ে বলতেন একটু প্রবোধ দিয়ে, "কি হে ক্লান্ত নাকি। একটু সহজ হয়ে যাও, সহজ হয়ে যাও, ঠিক হয়ে যাবে। স্ভিরিদভই ওকে বইপত্র এনে দিতেন। স্ভিরিদভের সংগটা ওর খুব সহজ লাগত। কেন না স্ভিরিদভ সেরগেইর বাবাকে যে শ্রদ্ধাটা করতেন সেটা তার কাছেও প্রকাশ করতেন। গত কয়েক বছর ধরে ইঞ্জিন চালক আর তাঁর তরুণ সহযোগী এই দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। আর সেরগেইর অনুমান যে এই মৈত্রীটা বেড়ে উঠেছিল তার নিজের অনুপস্থিতির জন্যেই। আর দুজনে শুধু ওর কথাই তখন আলোচনা করতেন। স্ভিরিদভ একটা ইঞ্জিন চালাতে শিখছিল আর সেরগেইর বাবা সগর্বে বললেন, "ও আমার ছাত্র, গোলিৎসিন ইস্কুলের স্নাতক।"

স্ভিরিদভ ছেলেটি স্বল্পভাষী বিলাসী। সেরগেই আবিষ্কার করে ক্রমশ কী একটা গভীর প্রকৃতিপ্রেম রয়েছে ওর। এই বড় গ্রাম্য ছোকরাটি হাতময় কয়লার গুঁড়ো মাখা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে শুয়ে অরণ্যের নির্জনতায় কান পেতে রইবে। আকাশের রং বদলাবে সে নিষ্পলকে চেয়ে থাকবে। আর পাতার তির্যক কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখবে আলোর ঝিলিমিলি। গুবরে পোকা পিঁপড়ে আর শামুক রাখবে হাতের তেলোয়। তাদের পর্যবেক্ষণ করবে। সেরগেইকে দেখাবে তাদের বৈচিত্র্য আর আত্মরক্ষার উপায়। সে জানত কেমন করে ঘাসের পাতায় বাঁশি বাজাতে হয় আর ডাক শুনে পাখীদের নাম বলে দিতে পারত। সে জানত আর সেরগেইকে বলত পাখী জীব জানোয়ার আর গাছপালার জীবনের কথা। মনে হত যেন প্রকৃতি স্ভিরিদভের কাছে কোনো কিছুই গোপন রাখছে না। আর এই কারণেই সেরগেইর মনে হত ও কে ইঞ্জিনে কাজ করতে দেখে যে ব্যাপারটা কিরকম যেন বিসদৃশ। হাতে কয়লার ধুলো মাখামাখি, একটা মেশিনে, এভাবে একটা মেশিনের জীবন কাটানো। যান্ত্রিক জীবন। এ জীবন পাখী আর ঘাসের জীবনের থেকে এত স্বতন্ত্র। কিন্তু স্ভিরিদভের প্রকৃতি প্রেম তার যন্ত্রপ্রীতির সংগে কোনো বিরোধ বা সংঘাত সৃষ্টি করত না। আর দুয়ে মিলে একটি প্রেম।

কেন না ওর প্রকৃতিটাই ছিল এমন অন্তর্মুখীন যে এই দুয়ের মধ্যে ঐক্য-সূত্রটাকে আবিষ্কার করতে পারত, কল্পনাশক্তি অনুভূতি যাদের নেই তারা সেটা দেখতে পাবে না।

কখনও কখনও সেরগেই সভিরিদভকে হিংসে করত। অন্যান্যদের প্রতি সে ছিল বিদ্রূপরায়ণ। তার মনে হত যে সভিরিদভ-এর মনটা খানিকটা মেয়েলি গোছের। শুধু মেয়েদের মধ্যেই সে দেখেছিল অনুভূতি এই অনুভবের ভেতর দিয়েই সব কিছুকে দেখবার জানবার চেষ্টা। এট স্বভাবটা যুক্তিবিরোধী আর জাগতিক ব্যাপারকে তাই আরো নিভুর্ল ও গভীরভাবে অনুভব করবার ক্ষমতা জন্মায়।

কিন্তু এই মাসের শেষে তার সভিরিদভের সংগে বন্ধুত্ব হঠাৎ ছেদ পড়ে গেল। আর সে বন্ধুত্ব কোনোদিন ফিরে এল না।

"তুমি কি শিগ্‌গিরই ফিরে যাচ্ছ নাকি?" একদিন সভিরিদভ জিজ্ঞাসা করল। তার গলায় সহানুভূতির স্পর্শ।

জলের কিনার ঘেঁষে ওরা শুয়েছিল। সেরগেই নদীতে হাত রাখে। স্রোতের টান লেগেছে যেন ওর আঙুলগুলোতে।

যতটা পারে আচমকা একটা গলার সুরে সে চোখ না তুলে বলল, "আমি জানি না আমার ফিরে যাওয়া উচিত কিনা। বাবা মার পক্ষে সেটা খুব কঠিন হবে। আর আমাকে শিগ্‌গিরই ডেকে পাঠানো হবে। হতে পারে আমি তাদের সংগে কোমসোমোল সদরদপ্তরে গিয়ে কথাবার্তা বলব। আর এখানেই থেকে যাব। আবার ফিরে যাব ইঞ্জিনের কাজে।"

সারা মাস ধরে এই স্বপ্নটাই সে মনে মনে পুষে রাখছিল। ও জানতে চাইছিল সভিরিদভ এটা কেমনভাবে নেবে। সে অবশ্য স্বীকার করতে পারল না সাহস করে যে তার যাবার ঠাঁই নেই আর কোনো কাজ নেই যেখানে সে আবার ফিরে যেতে পারে।

সভিরিদভ কোনো জবাব দিল না।

"তুমি কি ভাবছ?" সেরগেই ওর নীরবতায় বিরক্ত হয়ে ওকে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারল।

"তুমি মোলচানভের সংগে কথা বলেছ?"

সেরগেই মাথা নাড়ে। মোলচানভ তার কোমসোমোল সংগঠনের সম্পাদক আর মাত্র কয়েকদিন আগে ও মলোশানভকে বলেছে যে সে তার বাবা মার জন্যে দুঃখ পাবে। ওর বাবা বুড়ো হয়েছেন, আর হয়ত বেশী বছর বাঁচবেন না আর সে চায়না আবার বুড়োবুড়ীর মনে আঘাত দিতে।

হঠাৎ সভিরিদভ উঠে বসল। আর এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে সে আজ ওকে পাকড়াও করেছে যখন একবার তখন মনের কথাটা খুঁচিয়ে বের করবেই তাতে যাই হোক কিছু এসে যায় না।

"তুমি তো জান তোমার বাবা তোমাকে কতটা ভালবাসেন" ও বলল, "বেশ আমি তোমায় বলছি, যে তিনি তোমার বিষয়ে খুব চিন্তিত। যখন তুমি পূর্বাঞ্চলে গিয়েছিল তখন তুমি যেরকম ছেলেটি ছিলে আজ আর তেমন নও। এটা চোখে লাগে। তুমি বলতে পার, যে তুমি খুব ক্লান্ত সেই জন্যেই। কিন্তু সে কথাটা সত্যি নয়। কখনও কখনও আমার কাছে মনে হয় তুমি ভাল নেই, অথবা কি যেন লুকোচ্ছো। এমন কি তোমার বাবা এইত সেদিন আমায় বললেন, "আমি বুঝতে পারি না সেরগেইর মনটা কিসে কুরে কুরে খাচ্ছে, যেন ও অনেক বড় হয়ে গেছে, বই পড়ে আর ওর জীবনে কিসের যেন ওলট পালট হয়ে গেছে, কিন্তু তোমার চোখের দিকে আজকাল কখন ও সোজা চাইতে পারে না। ওর মনের ভেতর কী যে চলেছে কে জানে, সেরগেই? আমি তোমার সংগে এখানে এসেছি দিনের পর দিন সারাটা মাস ধরে তোমায় লক্ষ্য করছি, আর বেশ দেখতে পাচ্ছি তুমি সুখী নও, তোমার মনের ভেতর কী যেন একটা চলেছে।"

"ও, তাহলে তুমি আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করছ?" সেরগেই উত্তপ্ত হয়ে বলল।

"এরকম জঘন্য বোকার মত কথা বলো না। তোমার সংগে বন্ধুত্বই আমাকে তোমার দিকে নজর দিতে বাধ্য করে। আমি জানতে চাই ব্যাপারটা কি। তোমার বাবার কত গর্ব তোমাকে নিয়ে। তুমি তার সম্পূর্ণ জীবন। তুমি তো নিশ্চয়ই দেখছ পাশার মৃত্যু সংবাদটাকে উনি কিভাবে নিলেন! তোমার মার কাছ থেকে উনি ওঁর মনের আবেগটাকে লুকোবার চেষ্টা করেছিলেন। আর অন্যদের কাছ থেকেও—লজ্জা পেলেন একটা কথাও বলেন নি। কিন্তু কিরকম শীর্ণ বিবর্ণ হয়ে গেলেন উনি যেন ওঁর বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে।"

"বরং ওঁকে দশ বছর কম দেখাল বল," সেরগেই মারাত্মক ভাবে বলে ফেলল।

সভিরিদভ তার দিকে বিস্ময় দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল। মুখ ঘুরিয়ে নিল। আবার কথা বলতে শুরু করল। তার কণ্ঠস্বর শীতল নিস্তেজ। আর বন্ধুত্বহীন সেই কণ্ঠস্বরে কোন অন্তরঙ্গতা নেই।

গতকাল মোলচানভ তোমার বাবার সংগে দেখা করতে এসেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন যে উনি কি চান যে তুমি এখানে থাকো। তুমি কি জানো তোমার বাবা কি বললেন? 'আমাকে শ্রমিক বীর এই খেতাব দেওয়া হয়েছে,' উনি বললেন, 'আর আমার কলজেটা একেবারে ফুলটুসি নয় যে আমি বলব ছেলেকে, বাছা তুই যাস নি—অথচ যেখানে ওর কত প্রয়োজন—আমি চাইব আমার আরাম সুখ। শিগ্‌গিরই আপনি শুনবেন যে আমরা দুজন বুড়োবুড়ি মিলে তার সংগে যোগ দেবো গিয়ে। আর আপনি শুনতে চান যে ওর কর্তব্য ছেড়ে ওকে আমি মুক্ত করব কি না।"

সেরগেই দু'হাতে মুখ ঢাকে। সভিরিদভকে যেন সে দেখাতে চায় না। তার লজ্জা এবং দুঃখ, সে জানত তার বাবা এ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারেন না। আর সে চায় তার বাবার মত হতে। কিন্তু সে জানত না যে ফাঁদের মধ্যে সে আটকা পড়েছে তা থেকে কেমন করে বেরিয়ে আসবে।

"আমি তোমাকে খাঁটি সত্যি কথাটা বলব," সভিরিদভ বলে চলল। "আমি পছন্দ করি না তোমার এমনতর ব্যবহার—যেভাবে তুমি চলছ; এত ক্লান্তি নয় আর তোমার বাবা মা-ও যে এখানে আটকে রাখতে চান তোমায় ব্যাপারটা তাও নয়। আসলে তুমি তোমার তেজ তোমার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছ। তুমি ফিরে যেতে চাও না কিন্তু সোজাসুজি সেটা বলতে তুমি ভয় পাচ্ছ আর যত রাজ্যের ওজর আপত্তির কথা ভাবছ। আমি ঠিক বলছি কি না? সেরগেই, আমাকে সত্যি কথাটা বলত?"

সেরগেই অনেকক্ষণ থেকে আশা করেছিল যে সত্যি কথাটা বলবে, যে বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে তা হালকা করবে আর তার দারুণ নিঃসংগতার অবসান ঘটবে কিন্তু তার পরিবর্তে সে হেসে একটা বদ রসিকতা করে বলল, "দ্যাখ এখানে বাড়ী বসে তুই ওই জলজংগলে ও ঠাণ্ডায় কাজ করাটা যে কী জিনিস তা বুঝবি না; তাই দুটো কথা বলা খুব সহজ।"

সভিরিদভ শান্তভাবে জবাব দিল, "আমি দু'বার আবেদন করেছি আমাকে দূরপ্রাচ্যে পাঠান হোক।"

সভিরিদভ ওখানে যাবে! ওর বিষয় খোঁজ খবর নেবে! এই ভয়াবহ ভাবনায় সেরগেই চমকে উঠল। আবার একবার ও আপন মনে বলল, "এবার আমি সব খোলসা করে নিয়ে ওর সংগে ওখানে ফিরে যাব আর আমি যা করেছি তার সংশোধন করে নেবো। সভিরিদভ আমাকে ঠিক বুঝবে।" কিন্তু ভেতর থেকে কিসের আকর্ষণ যেন ওকে বলতে বাধ্য করে, "বেশ যা অন্যকে গিয়ে জ্ঞান দিগে যা। তোমার মত অনেক সাহসী ছোকরারা ওখানে গিয়ে একবার সেই জলার ভেতর পা ভিজিয়েই ব্যস, দৌড়, দেখলুম তো।"

ও উঠে পড়ে। ওর কাছ থেকে বই নিয়েছিল সেখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, শেষ পর্যন্ত আর পড়েনি। তারপর চলে যায়। যে নিষ্ঠুর কথাগুলো ও বলল তাতে মনে কোন স্বস্তি এল না কেন—না সভিরিদভ নয় নিজের উপরেই ওর কেমন অসন্তোষ জাগল।

তারপর থেকে নদীর ধারে ওদের সেই প্রিয় জায়গাটায় সভিরিদভ আর কোন দিন এল না।

সেরগেইর 'ছুটি' এবার ফুরিয়ে এল। আবার সে পথ চলার জন্য নিজেকে তৈরি করছিল। তার বিদায় নেবার দিন সন্ধ্যাবেলা সে ভবঘুরে ইহুদির সেই সুন্দর রূপকথাটা পড়ল। সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াবার জন্যে যে চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়েছিল। সেরগেইয়ের মনে নাড়া দিল গল্পটা। তার জীবনে

এই প্রথম সে সারারাত জেগে রইল। ভয়ংকর সব অনুমান তাকে আতংকিত করে তুলল। ও কি এমনি একজন চিরকালের ভবঘুরে নয়? যে তার অন্তরে কোনো দিন শান্তি পায় না খুঁজে? তার মাতৃভূমির সর্বত্র—তার এই দেশের বাড়ী থেকে দূরপ্রাচ্যের সেই শাখালীন পর্যন্ত মুক্ত সুখী মানুষ এখন নানা প্রকল্পের কাজে ব্যাপৃত। নিঃস্বার্থভাবে জনগণ কাজ করে চলেছে আর তাদের জীবনকে পূর্ণ করে তুলছে গৌরবে। আর সে? একটা মারাত্মক কাপুরুষতায় লজ্জাকর কাজের দ্বারা সে, এই জগতে, যে জগতকে সে ভালবাসত আর যে পৃথিবী আজ তাকে ত্যাগ করেছে, সেখানে এক নির্জন অভিশপ্ত জীবনের আসামীরূপে নিজেকে অভিযুক্ত করেছে।

শুধু তার পরিবার আর সভিরিদভ তাকে বিদায় দিল। শুধু তার বাবাকে দুঃখে পাগলের মত দেখাচ্ছিল। হঠাৎ যেন উনি অনেকটা বুড়ো হয়ে গেছেন। আর ছেলেকে কি বলবেন ভেবে পেলেন না। ওর মা কাঁদছিলেন। তাঁর দু'চোখে ভরে উঠেছে না বলা রাশি রাশি প্রশ্ন। সভিরিদভ কোনো কথা বললেন না। ট্রেন স্টেশন থেকে প্রায় বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল এমন সময় সে সিঁড়ির ওপর লাফিয়ে উঠল। সেরগেই-এর হাত চেপে ধরল। বলল,"আমাকে ক্ষমা কোরো দাদা, যদি কিছু অন্যায় করে থাকি। আচ্ছা ভালয় ভালয় এসো কেমন!"

সেরগেই গাড়ীর ভেতর চলে গেল। আর ব্যাংকের ওপর উঠে পড়ল। ও জানত না ও কোথায় যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে। তার জীবনের এই অর্থহীন বইখানার এই নতুন পাতা এবার ও কোথায় শুরু করবে? কী অসহ্য এই কক্ষচ্যুত ঘুরপাক খাওয়া আর সংকট ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে?

জানলার বাইরে ছড়িয়ে আছে ঐশ্বর্যময় কোলকোজ-এর ফসল ক্ষেত, সবুজ হয়ে আছে বসন্তের নবোদ্গত শস্যের অংকুরে।

এবার ট্রেনের গতি বাড়ে।

ত্রিশ

সেমা আলতশ্চলার হাসপাতালের সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করছিল। তোনিয়া শিশুর জন্ম দিচ্ছে। আগের দিন বিকেল বেলায় ও ওকে এখানে এনেছে। শেষ বারের মত, হাসপাতালে যাবার আগে, তার প্রসারিত শান্ত দু'চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল আর তারপর তাকে ডাক্তারের হেপাজতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। তখন ও একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিল, কিন্তু তখন থেকে ওর মনে উৎকণ্ঠার যে ঢেউ খেলছে তার তুলনায় সেটা কিছু নয়। আঁতুড়ে তার অবস্থাটা কিছু কঠিন। মা ও ছেলে দুজনেরই অবস্থা বিপন্ন।

ডাক্তারের ভীতু ভীতু অপরাধী মুখ দেখে সেমা সাহায্যের জন্যে দ্রাচে-

নভের কাছে ছুটে গেল। ডিরেক্টরের যে মাঝরাতে ঘুম ভাংগানো হল এতে তিনি খুব একটা কিছু অবাক হলেন না কেন না ওদিকে যে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে তোনিয়ার অবস্থা খুব খারাপ। খুব দুঃসময়। উনি জামা কাপড় পরে নিলেন। আর দূর-পাল্লার টেলিফোনের কাছে গেলেন সেমার সংগে। যখন দ্রাচেনভ খাবারোভস্কের সংগে যোগাযোগ করলেন তখন সেমা বিষণ্ণভাবে অপেক্ষা করছিল গাড়ীতে। খাবারোভস্ক থেকে তারা আর কী সাহায্য আশা করতে পারে। এদিকে তোনিয়ার জীবন তো একটা সুতোর ওপর ঝুলছে। এখন তখন হয়ে আছে।

"দেখো আজ আর রাতে তুমি ঘুমোতে পারবে না," দ্রাচেনভ ড্রাইভারকে বললেন গাড়ীতে উঠতে উঠতে। "ভোর পাঁচটার মধ্যে তোমাকে বিমানঘাঁটিতে পৌঁছোতে হবে। —মাজুরুক আমাদের বিমানচালক খাবারোভস্ক থেকে একজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে আসছেন।"

সেমা তার আসনে ফিরে এল। হাসপাতালের সেই সিঁড়ির ওপর। অধীর আগ্রহে আকাশের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। কখন ভোরের প্রথম আলো দেখা দেবে। পরে এয়ারপোর্টে, সে তেমনি অধীর হয়ে বিমানের একটা চিহ্ন খুঁজতে লাগল আকাশটাকে তন্ন তন্ন করে। প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায়। থেকে থেকে সে চেঁচিয়ে উঠছিল, "ওই যেন মোটরের শব্দ শুনলাম।"

কিন্তু প্রত্যেকবারই সে শুধু ভাবছিল সে শুনেছে সেই আওয়াজ।

পৃথিবীর ওপর শুয়ে আছে একটা নতুন দিনের জন্ম দেবার পূর্ব মুহূর্তের স্তব্ধতা। ভোরের পাণ্ডুর আলো যেন আমুরের উপরিতল থেকে উঠে আসা কুয়াশায় আরো হলদে ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। আমুর এখন একটা হ্রদের মত শুয়ে আছে। হঠাৎ এই শান্তবুকের ওপর বাতাসের স্পর্শ লাগে। যেন ঘুম ভেংগে ওঠা কার করুণ দীর্ঘশ্বাস! বিমান ঘাঁটির মাস্তুলে আর হাওয়াযন্ত্রে গোলাপী আলোর ছোঁয়া। দ্বিতীয় আর একটি দীর্ঘশ্বাস। আবার জলে একটুখানি তরংগের দোলা। স্বচ্ছ সুন্দর একটি সকাল নদীর বুকে নামছে। তাইগা আর ঘুমন্ত বসতির ওপর।

"দেখো!" ড্রাইভার অবাক হয়ে বলে।

দূরে আকাশের বিবর্ণ স্বচ্ছতায় সেমা দেখল একটি ছোট রুপালী বিন্দু সূর্যালোকে ঝিলমিল করে উঠছে।

নীল পাড় দেওয়া রুপালী ডানা দুটি কাছে আরো কাছে এগিয়ে আসছে। চারদিকের স্তব্ধতায় ভরে উঠছে জয়ধ্বনির গুঞ্জনে। বিমানটি নেমে এল। সূর্যের আলোয় তার ডানা দুটিতে গোলাপী আভা। জলের ছপাৎ শব্দ জানিয়ে দিল ধাতব সিন্ধু শকুন ডাঙায় নেমেছে। স্পর্শ করেছে পৃথিবী। আরো জোরে বড় বড় জলোচ্ছ্বাস। আস্তে আস্তে গতি কমিয়ে এবার তীরের দিকে মোড় ফিরল। একটা পাটাতন ছুঁড়ে দেওয়া হল। সেমা কাঠের

পাটাতনের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে বৈমানিকের কাছে হাজির হল। উদ্বিগ্ন সেমা।

"কি হে ঠিক সময়ে আমরা এসেছি?"

সেমা সানন্দে পাইলটের হাতে মোচড় দিল। পাইলটের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কেন না তিনি জানেন তিনি মানুষের জীবন রক্ষা করতেই এসেছেন।

"তুমি কি বাবা নাকি এ্যাঁ?" উনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ," সেমা বলল, আর তাড়াতাড়ি সেই মস্ত বিশেষজ্ঞের হাত ধরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। উনি বিমান থেকে নেমে আসছিলেন।

"খুব গুরুতর কেস," উনি বলেন। "আমরা অপারেশন করতে পারতুম কিন্তু তাতে শিশুর জীবন বিপন্ন হতে পারে। তুমি কি তাতে রাজী আছ?"

সেমার মনে হচ্ছিল সে এখনই কেঁদে ফেলবে। কিন্তু সে শুধু বললে, "আমি শুধু চাই আমার বউ বেঁচে থাক। সে কি বলছে, ডাক্তার?"

ডাক্তার বললেন, "সে চায় আমরা তার শিশুটিকে বাঁচাই। তা বোধহয় আমরা উভয়কেই বাঁচাতে পারব, অবশ্য আমি ঠিক কথা দিতে পারি না।"

শুকনো মুখে সেমা বলল, "বেশ ও যা চায় তাই করুন।"

আবার শুরু হল সেই প্রতীক্ষার মুহূর্তে টেনে টেনে চলা। আস্তে আস্তে গোলাপী ভোরবেলা শেষ হয়ে সূর্যের আলোয় ঝকঝকে দিন আসে। অদূরে কোথা থেকে যেন ব্যাণ্ডের সুর ভেসে আসে। ব্যাণ্ড বাজছে? দিনের বেলায়? ও, হ্যাঁ, আজ বেলা তিনটেয় ঐ সব ছেলেদের বিদায় জানানো হবে। ওদের সৈন্যবাহিনীতে ডাক এসেছে। জেনা তাদের একজন। বিদায় সভায় সেমার বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। ও জানে না বেলা তিনটার সময় পরিস্থিতি কি হবে। বাচ্চাটা কি বেঁচে থাকবে? ও কি বাঁচবে? সবার আগে ও তাই চায়—ও বাঁচুক। তোনিয়া। তোনিয়া। হ্যাঁ নিশ্চয়ই বাচ্চাটাও বাঁচুক। এর জন্যে এত দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে এতক্ষণ এতদিন যে সেমা এরি মধ্যে তার সংগে বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। কিন্তু ওর ধমনীতে যে আর একজনের রক্তপ্রবাহ। কিন্তু রক্তটাই কি বড়? আর এই যে এতক্ষণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এত যন্ত্রণা উদ্বেগ ভোগ করেছে সেমা। তার সংগে কি তুলনা করা যায়। রক্তের সম্পর্ক!

অনেকগুলো সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে তারপর। তখন মরোজভ বলেছিলেন। সাহায্যও করেছিলেন, যাতে ও একটা সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারে। সে ব্যবধান অনেকটা বুজে গেছে। তবু রয়েছে কোথায় একটা ফাটল। তার সবচেয়ে সুখের মুহূর্তের মাঝখানেও কোথায় ওর মনের গভীরে যেন একটা ক্ষত রয়ে গেছে। একটা বাধা। আবার ও যে একই সংগে ও তোনিয়াকে যতটা পেরেছে যত্ন করেছে, প্রাণ ঢেলে, তার পুরুষের আহত গর্বের সংগে লড়াই

করেছে তার প্রাণঢালা প্রেম। ওর মন যা মেনে নিয়েছিল সেই পুরুষালী দম্ভ তা মেনে নিতে চায় নি।

কিছুটা তোনিয়ার জন্যেই সেই ফাটলের 'হাঁ' টা আর বড় হতে পারে নি। বরং যতদিন গেছে সেটা ছোট হয়ে গেছে। গর্বে নির্ভয়ে, মাথা উঁচু করেই ও রেখেছিল আর তার গম্ভীর মুখে একটা সুখ আর সন্তোষ। পোয়াতি হয়ে কুমারী বয়সে সে লজ্জা পায় নি; একক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে মাথা উঁচু করে সে তার বন্ধুদের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। তার উঁচু পেটটাকে লুকোতে চায় নি। আর ঐ অবস্থায় তার চেহারাটা বিকৃত দেখায় নি। বরং ওকে দিয়েছিল মাতৃত্বের এক আশ্চর্য সম্মান। ওর সবকিছুর মধ্যেই একটা কথা সোচ্চার হত বার বার, "আমি মা। আর তার জন্যে যে আমার কত গর্ব।" সত্যিই আগের চেয়ে তাকে কত ভাল দেখাচ্ছে। সকলের মন টেনে আনে।

এই আত্মমর্যাদা আর স্বাধীনতা বোধের জন্যেই সেমা ওকে ভালবেসেছিল।

যাইহোক, প্রায় দুমাস আগে ওর কানে কিছু নোংরা মন্তব্য এসেছিল আর ওরা কারো ক্ষতি না করে শুধু ওদের মুখ ছোটাচ্ছিল। তোনিয়াকে নিয়েই যত মন্তব্য। সেমা জানত এটা অবধারিত, যে এসব মন্তব্য করা হবেই কিন্তু তখন পর্যন্ত সে ওগুলো কানে তোলে নি। আর এখন তুলেছে। এসব কথা কে বলেছে? একদল খাসা লোক করাত কলের শ্রমিক—যাদের ও অন্তরঙ্গভাবে ভালবাসত আর তাদের সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গতাও কিছু কম ছিল না।

ওরা জানত না যে সেমা তাদের মধ্যে আছে। কিন্তু ক্ষতি না হলেও সেমা ক্ষেপে উঠেছিল। ও ওদের মাঝখানে ছুটে গিয়েছিল একটা ছোট হাতে তৈরি ছুরি ঘোরাতে ঘোরাতে। ওটা পকেট থেকে টেনে বের করেছিল। আর ওর ছোটখাটো শরীরটা যত পারে টান করে হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, "এবার যে শালা আর একটা কথা বলবে সোজা তার পেটের ভেতর আমি এই চাকুটা ঢুকিয়ে দোবো!"

এই মুহূর্তে কেউই ভাবতে পারে না ও ঠাট্টা করছে। আর কেউই ওদের ভেতর থেকে আর একটা টুঁ শব্দ করে নি। তারপর থেকে তোনিয়াকে নিয়ে আর কোনো কুৎসা ছড়াতে পারে নি ওরা।

কিন্তু যখনই সেমার এই ঘটনাটা মনে আসত সে বেমালুম তার দাঁত চেপে হাত মুঠো করে তার মর্যাদা রক্ষা করবে একটা ছুরি দিয়ে তার সামনে যে আসবে তাকে ফাঁসিয়ে দেবে এর জন্যে তৈরি থাকত।

তোনিয়ারও জানতে বাকী ছিল না যে আজও সেই ফাটলটা রয়ে গেছে। কিন্তু ও নিশ্চিত জানত যে একদিন এটা চলে যাবে। যত ওর হাসপাতালে

যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে ততই ওর মন শান্ত পূর্ণতায় আশ্বস্ত হয়েছে। সে নিষ্ঠার সঙ্গে ডাক্তারের হুকুম মেনে চলেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও কাজ করে গেছে আর কেউই ওকে কাজ বন্ধ করাতে পারে নি।

"ঠিক আছে ডাক্তার", সে সেমিওন নিকিতিচকে বলেছিল, "আমি শুধু দেখা করব একবার প্যাভেলের সঙ্গে দেখা করব আর তারপরেই আমি সই করব।"

"আর একটা সপ্তাহ ডাক্তার। আপনি নিজেই জানেন যে মিতিয়ার সঙ্গে আমার জানা চেনা হয়ে গেছে। ও যতক্ষণ না একটু দাঁড়াতে পারছে আমি তো ওকে ফেলে যেতে পারি না।"

আর এভাবেই চলেছিল? তোনিয়া ভালই ছিল; তার পোয়াতি হবার পরও প্রথম ক'মাস সে হাসপাতালের ওয়ার্ডে এমন একটা নিবিড় উষ্ণ শান্তি ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করেছিল যে রোগীদের কাছে তার উপস্থিতিটা অনিবার্য ছিল। সে ইনজেকশন দিয়েছে, সেঁক দিয়েছে আর সরিষার প্রলেপ লাগিয়েছে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত বার করে রোগীদের বুক হালকা করেছে। মালিশ করেছে। তার নিভুল নিশ্চিন্ত কোমল হাতে রোগীদের তুলে বসিয়েছে। পাশ ফিরিয়ে দিয়েছে। সস্নেহ সেবায় তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। হাসপাতালে সবাই তাকে ডাকত "আমাদের তোনিয়া" বলে।

"এখন যদি তুমি মেডিকাল স্কুলে না যাও তাহলে তোমাকে নিয়ে আমার আর কিছু করার থাকবে না", সেমিওন নিকিতিচ ঘোষণা করে দিলেন। "অসম্ভব, না এ একটা অপরাধ—এখনই তোমাকে ডাক্তারি পড়তে হবে। তোমার মত মেয়ে ডাক্তারি পড়বে না! হাসপাতালে প্রসবের জন্যে ভর্তি হওয়ার ক'দিন মাত্র আগে তোনিয়া কাজ বন্ধ করল। কিন্তু এই দিনগুলিও তার পূর্ণ ছিল নানা কাজকর্মে। তার ছেলে আসছে। নতুন অতিথি আসছে ঘরে। সব কিছু তৈরি না রাখলে চলে?

সন্তানের জন্ম দিতে তোনিয়ার ভয় ছিল না। অন্তত সেমা তার মুখে ভয় কি ঘাবড়ে যাবার কোনো চিহ্ন দেখে নি।

হাসপাতালে সে ঘরখানাই ওর জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছিল যে ঘরে ও একদিন সেমাকে সারিয়ে তুলেছিল।

সেমা একদিন ওকে দেখতে আসতেই ও বললে, "আমরা জায়গা বদল করে নিলাম। এখন পালাও, ভেবো না; আমার দিকে দেখো, আমি একটুও ভয় পাই নি।"

এটা হল পরশুর কথা। এখন সে হাসপাতালের দেওয়ালের ও পাশটায় শুয়ে আছে। তার নিজের জীবন আর তার ছেলের জীবনের জন্যে লড়াই করছে। আর সেমা বসে আছে সিঁড়ির ওপর, ওকে ও সাহায্য করতে পারছে না। শুধু ভয়ে আর অবসাদে আধমরা। প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণার মধ্যে

থেকে নব নগরের প্রথম নাগরিক জন্ম নিচ্ছে। শরীরের যন্ত্রণা নৈতিক যন্ত্রণা।" "সমস্ত প্রাণের ইতিহাসই কি এমনি নয়?" সেমা নিজেকে প্রশ্ন করে। "যন্ত্রণা আর সংগ্রামের ভেতর থেকে কি নতুন সমাজের জন্ম হয় না? আর এই সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী যে শুধু শোষক শ্রেণীকে মুছে ফেলে তাই নয় সংগে সংগে অতীতের কলংক থেকে নিজেকে শুদ্ধ করে তোলে। সে নিজেকে আবার নতুন করে তৈরী করে নেয়। যাতে তার নতুন পৃথিবীতে নবজীবনের যোগ্য এক পরিচ্ছন্নতায় সে প্রবেশ করতে পারে। আর আমাকেও তাই করতে হবে। আত্মশুদ্ধির সাধনা। আমার মধ্যে যা কিছু ক্ষুদ্র তুচ্ছ অশুদ্ধ অযোগ্য সব ধ্বংস করে ফেলে আমারও দরকার আত্মশুদ্ধি। নিজেকে নতুন করে গড়ে নেওয়া। আর তোনিয়া—গোলিৎসিন যে একটা জীর্ণ মানব সম্পর্কের তুচ্ছ হীন আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণতাকে এই নতুন শহরে নিয়ে এসেছিল সেটা কি তোনিয়ার দোষ? সেই শুধু একা? কোলিয়া প্লাত আর অন্য অন্য পলাতকরা কি? কিন্তু ভালই হয়েছে সেটা।" ও নিজেকে সান্ত্বনা দিল। "ওদের মত লোকেদের আমাদের জীবন থেকে চালুনির মত ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে, লোহার মরচের মত ঘষে তুলে ফেলতে হবে। আর আমি দেখব—যে আমার ছেলে, হ্যাঁ আমার ছেলেই, গোলিৎসিনের নয়! সে এই নবনগরে সাহসে বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়াবে সবাই তাকে দেখে হেসে স্বাগত জানাবে সবাই আদর করে কথা বলবে আর কেউই তার দিকে আড়চোখে তাকাবে না। কেউ যদি সে চেষ্টা করে তাহলে তাকে তার জন্যে আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে!"

সেমিওন নিকিতিচ ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতেই ও চমকে উঠল। ওর কি তন্দ্রা এসেছিল না কি শুধু চিন্তার গভীরে ডুব দিয়েছিল? ওরা পরস্পর চোখের দিকে তাকালেন। সেমা ডাক্তারের চোখের ভাষা বুঝল না। তবে কি তোনিয়া মরে গেছে? সেমিওন নিকিতিচের মুখ সাদা আর তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল।

"কি হল?" সেমা বলল। ওর ঠোঁট দুটো থেকে কথাগুলো বেরুলো ফিস ফিস শব্দের মত। একটুখানি শোনা গেল। তার মনের ভেতর কান্না বা চীৎকারের লেশ নেই।

"ওরা দুজনেই নিরাপদে আছে।" ডাক্তারের চোয়াল দুটো কাঁপছে ঝাঁকুনি লেগে, আর সানন্দে দৃষ্টিক্ষেপ করার মত জোর তাঁর নেই, তিনি ক্লান্ত।

"হো হো!" তার পিছন দিক থেকে গম্ভীর গলা ভেসে আসে। এ কণ্ঠস্বর আর কারো নয়। এ সেই বেঁটে খাটো খাবারোভস্কের বিশেষজ্ঞের কণ্ঠস্বর! "যাও হে ছোকরা, তুমি এখন যেতে পার, আর শহরের প্রথম নাগরিককে একবার দেখে আসতে পার। বেশ ফুটফুটে ছেলে হয়েছে।

আর ব্যাটাকে দেখেই মনে হয় ভারী দুষ্টু হবে। ওঃ, এই দুনিয়ায় আসতে গিয়ে ও যথেষ্ট উৎপাত করল।"

সেমাকে বাচ্চা দেখাবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হল। দন্তহীন খোলা মুখ সতৃষ্ণভাবে জীবনকে প্রণাম জানাচ্ছে নব জাতক। ওর ভুরু দুটো দেখলে এরই মধ্যে মনে হয় ঠিক তোনিয়ার মত। পরিষ্কার টানা দুটো ভুরু। সেমা বাস্তভাবে অন্য কারো সংগে যে সাদৃশ্য তাকে তাড়িয়ে দিতে কতকগুলো ভাবনাকে আঁকড়ে ধরল।

"তোনিয়া কেমন আছে?"

"তোমার তোনিয়া অদ্ভুত মেয়ে," বিশেষজ্ঞ বললেন। "আমি তো ওকে বলেছিলুম খুব চেঁচাবে, তাতে যন্ত্রণাটা হালকা হয়ে যাবে, আর সহজেই হয়ে যাবে, কিন্তু ও মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটা বের করে নি। আর আমি তোমায় বলছি প্রায়ই মেয়েরা এরকম করে না ও যা করেছে!"

ক্লান্ত তোনিয়াকে দেখবার অনুমতি না পেয়ে, সেমা সূর্যালোকিত বারান্দাটায় ঘুরে বেড়াল আর স্বভাবতই আবার ফিরে এল সিঁড়ির ওপর তার সেই পুরানো জায়গাটায়। আবার একবার ওর কানে ভেসে আসে ব্যাণ্ডের সুর, এবার বাড়ীগুলোর ওপার থেকে, অনেক দূরে। ঐ সেই ব্যাণ্ড? আর আবার তার মনে পড়ল সেই বিদায়ের কথা। বেলা তিনটার সময়। এখন কটা বেজেছে? চারটে। হয়ত সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। ও লাফিয়ে উঠে দৌড়ে বেরিয়ে পড়ল। ভীড় ঠেলে ও এগিয়ে এল কাঠের মঞ্চের কাছে। মঞ্চের ওপর ও দেখল একজন সুদর্শন তরুণ লাল ফৌজের সেনানায়ককে। উনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আর মনে হচ্ছিল যখন কথা বলছিলেন তখন যেন সমস্ত মানুষকে দুহাত মেলে আলিঙ্গন করতে চাইছিলেন। সমগ্র নগর নির্মাণ ক্ষেত্রটিকে।

"তোমাদের মধ্যে অনেকেই, তোমাদের সংগঠনের ভেতর থেকে অনেকেই এ বছর গৌরব ধন্য আমাদের শ্রমিক কৃষক লাল ফৌজের বিভিন্ন পদে গিয়ে যোগ দেবে।"

হ্যাঁ, সেমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকেও ডাকা হয়েছে, তিমকা গ্রেবেন আর কোসতিয়া পেরেপেচকোকেও ডাকা হয়েছে। আরো অনেককে।

"তারা তোমাদের রক্ষক হিসাবে আজ চলেছে সেনাবিভাগে যোগ দিতে। যাতে তোমরা তোমাদের নগর নির্মাণের কাজ শান্তিপূর্ণভাবে চালিয়ে যেতে পারো। তারা তাদের অস্ত্রোপচারের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে বটে কিন্তু তাদের জীবনের মানে একই থাকছে। যেমন এখানে, তোমাদের মধ্যে, তারা এই রক্ষণ-নগরী নির্মাণে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে, তেমনি লাল-ফৌজের বিভিন্ন পদেও তারা তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করবে, আর যদি প্রয়োজন হয়, তাদের জীবন, তাদের প্রিয় দেশকে রক্ষা করার জন্যে।"

সেমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে জেনার ওপর। সে বক্তৃতা শুনছিল। তার ওষ্ঠাধর প্রসন্ন হাসিতে প্রসারিত।

"তোমাদের বন্ধুদের যেতে দিতে কোনো ভয় পেও না। আর যতটা সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের দেশকে রক্ষা করার নতুন পথ উন্মুক্ত করে দাও। তোমাদের মাথার ওপর রয়েছে অনেক কাজ কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা তার সমকক্ষ। আর লাল ফৌজের পক্ষ থেকে আমি তোমাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে লাল ফৌজ তোমাদের অবশ্য সাহায্য করবে।"

সেমা যখন সবার সংগে হাত তালি দিচ্ছিল, সে হুড়মুড় করে মঞ্চের ওপর গিয়ে উঠেছিল।

ও বার বার বলে ওকে কিছু বলতে দেওয়া হক। ভয় পায় এখন হয়ত অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওকে বলতে দেওয়া হল, কিন্তু যখন ও মঞ্চের ধারটায় গিয়ে উঠল আর বিশাল জনতার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল ও উপলব্ধি করল যে ও বক্তৃতা ভুলে গেছে। এত তোড়জোড় করে এসেছিল, কিন্তু তার বদলে অন্য একটা কিছু, তার চেয়ে প্রয়োজনীয় একটা কিছু তার মনের ভেতর জায়গা দখল করে নিয়েছে। আর সারাটা পথ ছুটে ও এসেছে এই মঞ্চের কাছে। সংক্ষেপে ওর একটা বাসনার কথা জানাতে। এই জরুরি খবরটা দিতে। একদিন সকলের কাছে এই সংবাদটাই তার সন্তানের ওপর দাবীটাকে জোরদার করে তুলবে।

কিন্তু সবাই আশা করল ও বুঝি লাল ফৌজকে নিয়ে কিছু বলবে! তার ছেলে কি লাল ফৌজের সংগে যুক্ত নয়? কেউ কি এটা অস্বীকার করতে পারবে?

ও চীৎকার করে উঠল, "এক ঘণ্টা আগে আমার একটি ছেলে হয়েছে!" ও আর বলতে পারে না। হঠাৎ ও ভয় পেয়ে যায়। আর ওর কথাগুলিকে অভিনন্দিত করার ভাষায় কান না দিয়েও ব্যগ্র হয়ে খুঁজল ভীড়ের ভেতর চেনা মুখ কেউ আছে কি না আর ও জানত যদি একটিও ব্যংগ ভরা মুখ ওর চোখে পড়ে একটিও বিকৃত তির্যক হাসি তাহলে ও চোখের জল সামলে রাখতে পারবে না। "এর ফলে আমার ওপর যে কত দায়িত্ব এসে পড়ল তা আমি জানি," সে বলে চলল, উত্তেজনায় ওর দুহাত ছড়িয়ে দিল জনতার সামনে। "বিরাট দায়িত্ব! বিশেষ করে একটা মহান দায়িত্ব, কেন না আমাদের পুত্র এই নবনগরের প্রথমজাত নাগরিক। আর আমাদের সবার চোখ তার দিকে পড়বে—সবাই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকবে—দেখতে চাইবে এই নবজাত শিশু কেমন করে গড়ে ওঠে। আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি বন্ধুগণ, ভাইসব, যে এই প্রথম জাতক জ্ঞানী ও নির্ভীক হবে আর আমাদের এই শহর তাকে নিয়ে গর্ব করবে একদিন! আর যখন সময় আসবে আমি তাকে নিজে সৈন্য নির্বাচন কেন্দ্রে নিয়ে যাব আর লাল

ফৌজের কাছে তাকে উপস্থিত করব। আর লাল ফৌজে তাকে পেয়ে খুশিই হবে!”

সেনানায়ক সেমার হাত ধরলেন আর বেশ জোরে ঝাঁকুনি দিলেন, করমর্দন করতে দেখে বিপুল জনতা আবার অভিনন্দন ফেটে পড়ল।

“বন্ধুগণ!” স্রাচেনভ চেঁচিয়ে উঠলেন। “এই ঘোষণা সময়োচিত। দেখো আমরা কী ভাবে বড় হচ্ছি। এগিয়ে চলেছি। আমাদের শহর; আমাদের জাহাজঘাটি! আমাদের সামাজিক জীবন! তোমরা সবাই কি তা দেখতে পাচ্ছ? অনুভব করতে পারছ? আর এবার এসো সবাই আমরা সেমাকে পরস্পর পরস্পরকে আমাদের এই নবজাত শিশুর জন্মের জন্য ধন্যবাদ জানাই।”

তৃতীয় পর্ব

এক

সেরগেই গোলিৎসিন একটা নতুন হাইওয়ে রাস্তা তৈরী করছিল দুমাস ধরে। কাজটা বেশ কঠিন। তবে গরমকালের রোদে বাইরে বেরিয়ে ওর বেশ ভালই লাগছিল। আর স্টীমরোলারগুলোকেও ওর বেশ মনে ধরেছিল। সেগুলো দিয়ে আলকাতরা মেশানো পাথর কুচি চেপে দেওয়া হচ্ছিল। আর ঐ গরম আলকাতরার গন্ধটা ওর খুব ভাল লাগল। এমন একটা কটু গন্ধ যে যেন তোমার হাড়ের ভেতরে ঢুকে যায়।

একদিন ওদের অঞ্চলে একটি নতুন রাস্তা তৈরীর মজুর এসে হাজির হল। সেরগেই তার মুখোমুখি হতেই চট করে ঘুরে দাঁড়াল, ছেলেটার উদ্ধত দুটি চোখ যেন ওর খুব চেনা। নিচু কপাল, তার উপর এসে পড়েছে কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো লম্বা চুল, শিথিল দুটি ঠোঁট, তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় দুপাটি ছোট ছোট হলদে দাঁত, ওর সংগে আগে কোথায় যেন ওর দেখা হয়েছিল?

"কি হে ছোকরা? আমাকে চিনতে পারছ না?" ছেলেটি বলে সেরগেইর জামার আস্তিনে একটা হেঁচকা টান মারে।

"না আমি চিনতে পারছি না তো," সেরগেই বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি বোধহয় আমাকে ভুল করছ"।

ও হ্যাঁ সারা সপ্তাহ ধরে আমি বসে বসে চাটনি খেয়েছি আর ভদ্‌কা খেয়েছি—আর এখন তুমি বলছ আমায় চিনতে পারছ না। সারা রাত ধরে তোমার পাশে বসে দাঁড় বাইলাম আমার আঙুলে মস্ত একটা ফোসকা পড়ে গেল। তোমার স্মৃতি শক্তিতে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে দেখছি!"

আমুর নদীর তীরে সেইসব আলস্য ভরা নির্লজ্জ দিনগুলির স্মৃতি ভেসে উঠল, পাকের আড্ডায় মাতাল একটা পিপের মাথার উপরে বসে, আর নিজের হতাশা এবং বসতিতে ফিরে যাওয়ার অনিচ্ছা, আর অন্ধকারে সেই ফিস্‌ফিস গলার শব্দ, "এবার পাটাতনটা ঠিক করতে পার না এখানে একটা দাঁড়ি নৌকা রয়েছে। আমরা ওপারে চলে যাব।"

তারপর দাঁড়ের সেই অস্পষ্ট ছপছপ আওয়াজ বাজারে বসা পাকের এলো-

মেলো তালগোল পাকানো চেহারা, উদ্ধত দুটো চোখ আর ঝুলে পড়া ঠোঁট একটা ছেলে ওর পাশে বসে দাঁড় বাইছে।

"আমরা তো একই গর্ত থেকে দুজনেই পালিয়ে এসেছি। আর তুই বলছিস আমাকে চিনিস না, আরে একসময় আমাদের খুব দোস্তী ছিল." ছেলেটা বলে চলে।

"যাকগে সে সব কথা," সেরগেই বিড়বিড় করে বলে অন্য দিকে হেঁটে চলে গেল।

ও ওকে একটু এড়িয়ে চলতে লাগল, বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে। ওর ভাল লাগে একটা অন্য দলের সংগে ওকে কাজ করতে পাঠান হয়েছে। এইটা দেখে, কিন্তু ছেলেটা সমানে সেরগেই গমন পথের দিকে চেয়ে রইল। ওকে জানে চেনে এমনভাবে ওর দিকে চেয়ে চোখ মটকালো। নানা ছলছুতো খুঁজতে লাগল ওর কাছে আসবার জন্যে আর সেদিন সন্ধ্যেটা সারাক্ষণ ওর পাশে ঠায় বসে রইল।

"তা তুমি বোধহয় সেই সুন্দর পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে করতে চাওনা, তাই না? আজ আমাকে দেখে তুমি যে বড় নাক ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছ, লম্বা লম্বা কথা বলছ। আরে এমন একটা সময় ছিল যখন আমাকে তোমার দরকার লাগত; তখন তুমি আমাকে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করতে; এখন কাজ ফুরিয়েছে, তাই আমাকে আর চিনতেই চাওনা।"

"না, আমি তোমার ঐ 'সুন্দর পুরোনো দিনগুলোর কথা' মনে করতে চাই না"। সেরগেই প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলল, "তুমিই তো আমার সংগে খুব চালাকি খেলেছিলে, আমাকে আমার রাস্তা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে। টেনে নামিয়েছিলে আমার আদর্শ থেকে। একদিন যা করেছি তার জন্য আমার লজ্জা হয়।"

"হায় ঈশ্বর! তাতে লজ্জার কি আছে?"

সেরগেই ঠিক বুঝতে পারছিল না যে তার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিৎ না ওকে একটু বুঝিয়ে বলবে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ছোকরা একেবারে ওকড়া গাছের কাঁটার মত ওকে আঁকড়ে রাখতে চাইছে। আর এখনই হয়ত আবার মুখ ছোটাতে শুরু করবে। সেরগেই ওকে দুকথা শুনিয়ে দিতে পারে। তাতে অবশ্য ব্যাপারটা খুপ খারাপ হয়ে যেতে পারে। পরিণামও ভাল হবে না।

"সেই থেকে আমি যেন এক নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি," সেরগেই বলল। তুমিও তো একজন কোমসোমোল ছিলে, তোমার বোঝা উচিত। এমন একটা ঠাঁই খুঁজে পেলুম না যেখানে আমি টিঁকে থাকতে পারি। ছিলুম শাখালীনে ভ্লাদিভোসতোক, ইরকুতস্ক, য়ারোস্লাভ্ল, আমার আত্মীয় স্বজনের সংগে একমাস ছিলুম। সেখান থেকে গেলুম ওরেলে, তারপর

এখানে এলুম, আর কটা দিন গেলেই তো তিনমাস হবে। দেখলুম জীবন সব জায়গাতেই সুন্দর। মানুষ সব জায়গাতেই সৎভাবে খাটছে। আমার বুড়ো বাবাকে শ্রমিক শ্রেণীর বীর নায়কের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সবাই যে যার কাজ করে চলেছে। সবাই, শুধু আমি ছাড়া। আমি দুনিয়ার এক-প্রান্তে কোণ ঠাসা। আমি যেন গৃহবিতাড়িত একটা কুকুর। ঘৃণ্য। আর পাঁচজনকে দেখলে আনন্দ হয়। নিজের দিকে যত তাকাই ততই ক্লান্ত বিরক্ত হই।"

"সে কি রকম?"

"কি বলছ তুমি? 'সে কি রকম' তোমার কি বিবেক বলে কিছু নেই?" সেরগেই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"আমরা ফেরারী আসামী। তুমি আমি। আমরা একটা বিরাট সমাজ-তান্ত্রিক নির্মাণকার্য থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত চুপিচুপি। আমাদের কোমসোমোলদের সমস্ত আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম। আর তোমার ক্ষেত্রেও একথাটা সত্যি তো?"

"হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ।" ছোকরা টেনে টেনে বলল।

সেরগেই দেখল তার কাছে তার হৃদয় উন্মোচন করার কোন দরকার নেই। প্রাণ খুলে অত কথা বলার। কিন্তু সে যখন শুরু করেছে তখন আর থামতে পারবে না। ওর এই ভবঘুরে জীবনের ক'মাসের ভেতর এই প্রথম ও তার মনের বোঝা হালকা করবার সুযোগ পেয়েছিল। একমাত্র এই পলাতক ছেলেটির কাছেই ও সাহস করে সত্যি কথাটা বলতে পারে। সে তাকে বুঝুক আর না বুঝুক, এতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। তার মন থেকে এই বোঝাটাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। ও ছেলেটির কাছে সেই ভ্রাম্যমান ইহুদীর গল্প বলে, যার ওপর এমনি এক ভয়ংকর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল আর সে নিজেকে এই অভিশপ্ত ভবঘুরের সংগে তুলনা করল।

"আরে বোকা, মাথা মোটা কোথাকার!" ছোকরা হাইতুলে বলল। সেই পুরোনো নরক যন্ত্রণা আশা করছে। "নিজেকে তুমি ঐ জলজংগল থেকে টেনে নিয়ে এলে। সেখান থেকে পালিয়ে এসে এখন আবার সেই নিয়েই কাঁদছ। হতে পারে তোমার জীবনে একমাত্র বিবেচনার কাজ তুমি এইটাই করেছ আর এখন তুমি তাই নিয়ে দুঃখ করছ!"

"চোপ! ব্যাটা বখাটে বদমাশ কোথাকার!" সেরগেই-এর মুখটা সাদা হয়ে যায়। সে চিৎকার করে ওঠে। "আমি তখনও সেটা বুঝতুম। তুই তো ব্যাটা একটা কুলাক। কুলাকদের মত তোর কলজেটাও পাষাণ। তুই একটা জাত কেউটের বাচ্চা তা ছাড়া আর কি! আমি তোর সংগে একটা মানুষের মত কথা বলবার চেষ্টা করছিলুম আর—"

"আরে এতে কুলাক-এর কথা আসছে কেন।" ছোকরার মেজাজটা খুব

গরম হয়ে গেল। সে প্রতিবাদ জানাল। "তা তুমি আমার ওপর মাতব্বরি করার কে হে আরে তুমি আর আমি তো বাবা একই গোয়ালের গরু।"

"না কক্ষনো না!" সেরগেই চীৎকার করে ওঠে। "মোটেই আমরা তা নই। তুই ব্যাটা কুলাকের বাচ্চা! আর আমি হলুম শ্রমিক। তুই যেখানে থাকিস আমি তার ছায়া মাড়াতেও চাই না। তোর আর আমার জগৎ আলাদা। আমার চোদ্দ পুরুষ শ্রমিক ছিল। আমি ইঞ্জিন ড্রাইভার আর আমার বাবাও ইঞ্জিন ড্রাইভার। তুই নিজেকে আমার শ্রেণীতে ফেলবার চেষ্টা করিসনে!"

"হুঁঃ ইঞ্জিন ড্রাইভার! ব্যাটা এখন তো রাস্তার কুলি মজুরের কাজ করছিস।"

ব্যাস আর যায় কোথায় ওদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেল। সংগে সংগে ওদের ছাড়িয়ে দেওয়া হল আর আলাদা আলাদা শিবিরে নিয়ে যাওয়া হল। পরদিন সেরগেই সবচেয়ে দূর আর সবচেয়ে কঠিন অঞ্চলে কাজ করতে গেল। কি কষ্ট সেখানে।

দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম ক্লান্ত হয়ে ধুলো ওড়া রাস্তাটা দিয়ে হাটতে হাটতে ও নিজের মনে ভাবছিল ছেলেটা ঠিকই বলেছিল; আজ আর গর্ব করার মত সেরগেইয়ের কিছুই নেই। ঐ কুলাকদের ছেলেটার চেয়ে সে এমন কিছু ভাল নয়। যেমন ওর আর কোন ভাবনা নেই এখান থেকে ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিন মজুরীর পয়সা রোজগার করছে তারপর আবার মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। এমনি করেই ও তার নীচ জঘন্য অস্তিত্বের দিনগুলি একের পর এক দাগ কেটে চলে যাচ্ছে। কি এসে যায়। সেরগেই একদিন একটু বিশিষ্টভাবে বাঁচবার চেষ্টা করছিল। সে বুঝতে পারল না। তার মনের ভেতরের এই আবদ্ধতা থেকে কেমন করে সে মুক্তি পাবে। নব নগরের ফিরে যাবার সাহস তার ছিল না। সে ভয় পায়। সেখানে গেলেই তো তাকে উপহাস আর বিরক্তির সম্মুখীন হতে হবে। সে উপলব্ধি করতে পারছে না বর্তমানে তার যা দুর্ভোগ তার চেয়ে এটা হাজারগুণ খারাপ।

দূর অঞ্চলের জীবনে বৈচিত্র্য ছিল না। আগেই ছিল ভাল। দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত একঘেঁয়েমি। দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি। সারাদিন হাড়ভাংগা খাটুনি। রাত্রিতে যত দুঃস্বপ্ন—যদি টাকা রইল তো ভদ্‌কা, যদি জুটল তো একটা মেয়েমানুষ।

লাল ফৌজে যখন সেরগেইর কাজ করার সময় এল ও একটা মুক্তির পথ খুঁজে পেল যেন। শুধু ওর একটা ভয়। ওর শরীরে যা অবস্থা তাতে মনে হয়েছিল ওকে হয়ত ফৌজ থেকে খারিজ করে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে নিল। ওকে বলা হল নৌবাহিনীতে যোগ দিতে। কেন না সেখানকার কার্যকাল চার বছর। কিন্তু যেহেতু ও নির্মাণ কার্যে লিপ্ত ছিল তাই

ওকে একটা নির্মাণ বিভাগীয় সেনাদলে পাঠানো হল। দু'বছর। চার বছরের চেয়েও খারাপ। কিন্তু তবু সেটা যাহোক একটা কিছু তো। কিন্তু পৃথকীকরণের কার্যকালের মধ্যে সেরগেই সানন্দে কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় নিজেকে সঁপে দেয়—কর্তৃত্ব ও দৈনন্দিন শাসনযন্ত্রের হাতে। ও খুশি হল। মদ খেতে পারবে না। শহরে যেতে পাবে না। আদেশ অমান্য করতে পারবে না। স্বেচ্ছায় ও লেখাপড়া শুরু করে দিল। সমস্ত বিভাগে শর্ত লিখে দিল আর দেওয়াল পত্রিকার জন্যে রচনা লিখে দিলে। অচিরেই নতুন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেল। অনেক বন্ধু হয়ে গেল। আর আবার ওর মনটা হালকা হয়ে গেল। খুশী হল এবার সেরগেই। এবার লাল ফৌজের অখণ্ড আর সক্রিয় জীবনে ডুবে গেল ওর অর্থহীন অস্তিত্ব।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওর সংগঠন শিক্ষা লাভ করে সাইবেরিয়ার পূর্ব সীমান্ত পারে প্রেরিত হল।

পথে ছেলেরা চলল নানা জিনিস শিখতে শিখতে কাজ করতে করতে। ওরা নকশা আর অস্ত্রসংরক্ষণের কাছ শিখল। শিখল সামরিক নিয়ম কানুন আর বিধানগুলি মনে রাখতে। ওদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হল। আর সন্ধ্যেবেলায় নানা রকম আমোদ প্রমোদের সুযোগ। ট্রেনের প্রতিটি কামরায় ঝোলানো প্রাচীর-পত্র—আর সেরগেই হয়েছে তাদের সম্পাদক। এই কাগজের জন্যে তার অনেক কাজ। ওর দায়িত্ববোধ জেগেছে। দেখতে হচ্ছে প্রতিদিন ভোর বেলায় যাতে একটি নতুন সংখ্যা তৈরি থাকে। কিন্তু আঁকা-জোকা আর লেখালেখি ও তখনই করতে পারে যখন স্টেশনে স্টেশনে এসে ট্রেনটা দাঁড়াচ্ছে। একটা বড় কাগজের টুকরোর পাশে শুয়ে ও ঘুমোয়। ডিউটিতে যেসব লোক থাকে তাদের বলে রাখে যেন ওকে ওরা জাগিয়ে দেয়, যখন ট্রেনটা স্টেশনের কাছে ক্রমশ এসে থামবে। কখনও কখনও ট্রেন দীর্ঘক্ষণ থেমে থাকলে ওদের ভাগ্য প্রসন্ন হয়। কিন্তু অন্য সময়টা সেরগেইয়ের কয়েক লাইন মাত্র লেখার সুযোগ ঘটে। কাগজে যাই থাক না কেন, ঠিক সময় মত কাগজটি টাঙানো হত। লাল ফৌজের সৈনিকরা ভীড় করে শেষতম সংখ্যার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে মন্তব্য করছে এটার চেয়ে বড় আনন্দ আর কি হতে পারে সেরগেইয়ের। এটাই সব চেয়ে বড় সন্তোষ। তার সমস্ত নতুন বন্ধু-বান্ধবদের ভেতর, সেরগেই বেছে নিয়েছিল ৎসিবাসভকে। হাসিখুশি ছোট্ট খাট্টো ছেলেটি। ডাক নাম ৎসিবুলকা। ওকে দেখলেই সেমা আলতশ্চুলার কথা মনে পড়ত। সেও তো এমনি প্রাণবন্ত আর অনেকক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করতে ভালবাসত। ৎসিবুলকা সেরগেইকে প্রাচীর-পত্রের নক্শা আঁকার কাজে সাহায্য করত। আর বেশ খানিকটা বকবক করে সেরগেইকে জাগিয়ে রাখত। লি হোর দিকেও সেরগেই আকৃষ্ট হল। আমোদপ্রিয় একজন চীনা সৈনিক। অবশ্য বড় হয়েছে রাশিয়াতে আর ট্রেনের সব সেরা দরজি হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে।

ট্রেন এগিয়ে চলেছিল পূব দিকে। কিন্তু এর গতি সম্পর্কে যে কোনো সহযাত্রীর পক্ষে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা সম্ভব ছিল না। নানা রকমের গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। ছেলেরা আশা করেছিল তারা এতক্ষণ দূর প্রাচোর দিকেই চলেছে। কিন্তু ওদের মধ্যে বেশির ভাগই বিশ্বাস করছিল তারা শুধু ইরকুতস্ককেই গিয়ে পেঁছিবে। আর যে কোনো লোকের চেয়ে জানার উদ্বেগটা সেরগেইয়ের বেশি। প্রতিদিনই ও সেনাদলের ভারপ্রাপ্ত কমিসারকে জিজ্ঞাসা করবে বলে মন স্থির করে। কিন্তু প্রতিবারই ওর সাহস যেন ফুরিয়ে যায়। ভরসা হয় না।

ওরা ইরকুতস্ক ছাড়িয়ে গেল। আর বৈকাল হ্রদকে পাশে ফেলে চলে এল। এমন কি যখন চীতাকেও যখন ওরা পিছনে ফেলে এল ওদের মনে হল এবার বুঝি দূর প্রাচো পেঁছিবার আশা ওদের পূর্ণ হতে চলেছে। একদিন সেনাদলের কমিসার ওদের কামরায় এসে ঢোকেন। ছেলেদের ডাক দেন। বলেন তারা চলেছেন নবগরের দিকে—আমুরের তীরে যে শহর তৈরির কাজ শুরু করেছে কোমসোমোলের ছেলেরা আজ দু'বছর হল। খাবারোভস্ক থেকে তারা যাবে পায়ে হেঁটে আর তাই ছেলেরা কঠোর একটা শীতকালে প্রায় দুশো কিলোমিটার হেঁটে কুচকাওয়াজ করে যাবার সুযোগ পাবে। নিজেদের প্রস্তুতির দিক থেকে সেটা খুব কার্যকর। তারা যেন লক্ষ্য রাখে যে তাদের পোশাক ঠিকমত পরা হয়েছে আর বুট জুতোগুলো শক্ত হয়ে কোথাও পায়ে লাগছে না। সব ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ওদের সামনে একটা সুবর্ণ সুযোগ! ওরা পদস্থ কর্মচারীটিকে প্রশ্নবাণে আবদ্ধ করে ফেলে। কিন্তু তিনি তো ঠিকমত কিছুই জানেন না। সেরগেই যেন তার কানকে প্রায় বিশ্বাস করতে পারল না। একি! সেরগেই দেখল তাদের সে খুব সহজভাবে সানন্দে বলে চলেছে যে সে নবনগর সম্পর্কে সব কিছু জানে। আর ওরা প্রশ্ন করুক ও সানন্দে জবাব দেবে। সংগে সংগে ওরা ওকে ঘিরে দাঁড়ায়। সেরগেই ওদের আশ্বাস দিল যে নতুন শহর ওদের ভাল লাগবেই। জল হাওয়াটা বেশ স্বাস্থ্যকর। লোকজনরা সব বাছাই করা কোমসোমোল। আর সে নিজেও তো ওখানে গেলে বেশ খুশিই হবে।

এ কামরা থেকে ও কামরা ওকে নিয়ে সবাই টানাটানি করে। সবাইকে বলতে হয়। সে আরো কি জানে। সারাটা দিন ও নবনগরের কথা বলে। আর সন্ধ্যেবেলা সে দেখল যে সেনাদলের কমিসারটি আসছেন এগিয়ে। সোজা ওকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে বলল, "কমরেড কমিসার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার আপনাকে বলতে পারি?"

"বলুন," কমিসারটি বলেন, আর নিজে গিয়েই উনি কামরার দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। তারপর বিনীতভাবেই সেরগেইয়ের দিকে চোখ তুলে

তাকালেন। উনি একজন উদ্যমশীল বেশ অভিজ্ঞ নতুন সেনা বলে ভাল-ভাবেই জানতেন।

এখন কিন্তু সেরগেই এই লোকটিকে খুব সহজেই সব কিছু বলতে পারল। এতদিন যা ওর কাছে ছিল অবর্ণনীয় ভাবে কঠিন। এমন কি অসম্ভব, যা বলতে পারে নি তার বাবাকে, সভিরিদভ কি তা বন্ধুদের কাউকেও। কিছুই গোপন করল না ও। কেমন করে ও পালিয়েছে সব বলল। কেমন ভাবে এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। শেষকালে কিভাবে ও বাড়ী পেঁছিল আর ব্যাণ্ডের বাজনা বাজিয়ে ওকে অভিনন্দন জানান হল। এমন কি ও গ্রুনিয়ার কথাও বলল। তবে বলার সময় ওর মুখটা লাল হয়ে উঠছিল যখন ও নিকোলকার কথা বলতে গেল, যে ছোকরার সংগে ও পালিয়ে-ছিল আর পরে হাইওয়েতে কাজ করতে গিয়ে যার সংগে দেখা হল

"আরে ছেড়ে দাও, শোনো, ওসব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও।" উৎসাহ দেবার ছলে কমিসারটি বললেন।

তাঁর কণ্ঠস্বরে অন্তরংগতা আর দৃষ্টিতে ঘনিষ্ঠতার আভাস। সেরগেইর পক্ষে এই যথেষ্ট। সত্যি ওর মন থেকে ও সব ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। একেবারে শেষবিন্দু পর্যন্ত। আর যখন সে শেষ করল ও বেশ বুঝল যে মনটা ওর হালকা হয়ে গেছে। ওর এই বোঝাটা এতদিন এমন ভারী হয়ে ওর বুকে চেপে বসেছিল।

"কমরেড কমিসার, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা জানাই আপনি আমার ওপর খুব কঠিন কঠিন কাজের ভার দিয়ে আমায় আবার কাজে নিযুক্ত করুন, সবচেয়ে অসম্ভব যত কাজ আমায় দিন।"

পদস্থ কর্মচারীটি সপ্রশংসভাবে মাথা নাড়লেন।

"আমি নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করব। তুমি কি মনে করো অন্য ছেলে-দের তুমি বলতে পারতে তুমি কি করেছ?"

সেরগেইর মুখের ভেতর থেকে যেন রক্ত ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। রাঙা হয়ে ওঠে সারা মুখ।

"আমি পারতুম", সে বলল।

"বেশ। বর্তমানে আর তার প্রয়োজন নেই। আমরা তোমাকে দিয়ে পরীক্ষা করব। শীঘ্রই আমরা সবাই সেই পরীক্ষার মুখোমুখি হতে চলেছি। আর সে হবে বড় কঠিন পরীক্ষা। পরে আমরা দেখব। কিন্তু আমার উপদেশ হল যে এসব কথা তুমি তোমার বাবাকে লিখে জানাও। এসব কথা বললে যে তিনি তোমাকে আর ভাল বাসবেন না তা নয়। আর যদি তুমি মনে কর মিথ্যার একটা অবসান হোক চিরতরে, তা করার একমাত্র উপায় হল, এখনই একটিমাত্র আঘাতে সব শেষ করে দাও। কি আমি ঠিক বলছি কি না?"

"আপনি ঠিকই বলছেন কমরেড।"

সেরগেই চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। কমিসার ডাকলেন ওকে।

"আর একটা কথা ; যখন তুমি চিঠি লিখবে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমার বাবার বিষয়ে যা বললে তাতে আমার বেশ ভাল লেগেছে। তিনি কথাটাকে গুরুত্ব দেবেন। আমি নিজের কিছু কথা যোগ করে দোবো।"

দুই

খাবারোভ্‌স্‌কে ওরা তিন দিন অপেক্ষা করল। তার মানে, যদি তুমি একে নেহাৎ বিশ্রামই বলো। কুচ্‌কাওয়াজ করবার দিন ঘনিয়ে আসছে। এবার পদযাত্রা হবে শুরু। এখন আর জিরোবার সময় নেই, হাত পা ছড়িয়ে। দ্বিতীয় দিন ওরা কয়েক কিলোমিটার কুচ্‌কাওয়াজ করল—পরখ করে দেখল আর কি। ওরা প্রবল উদ্দীপনায় হেঁটে চলেছিল। চলতে চলতে সবাই সমবেত কণ্ঠে গান গাইছিল। কারো কোনো ক্লান্তি নেই। "ওরা দিব্যি কুচকাওয়াজ করে চলেছে। তবে বয়স এখন কাঁচা এতটা ভালও নয়। এখনও তো পাকা পোক্ত সৈনিক হয় নি হে।" সেনা নায়করা বললেন। কথাটা শুনে ছোকরারা একটু আঘাত পেল। "ওরা মনে করল যে পরীক্ষামূলক কুচকাওয়াজে ওরা তাহলে বেশ সাহসের পরিচয় দিয়েছে। অপরপক্ষে, ওরা মনে মনে বেশ ভয় পেল। ওদের সামনে এগিয়ে আসছে আরও কঠিন এক পরীক্ষা রওনা হবার আগে ওদের সবাইকে দেওয়া হল ভেড়ার চামড়া, ফেল্ট বুট, দস্তানা আর পশমের টুপি। তাদের সুতীর শিরস্ত্রাণের নিচে পরতে হবে। সেনানায়করা ছেলেদের নিপুণভাবে তাদের কম্বল বিছোতে, ঠিক মত তাদের মালপত্র বাঁধাছাঁদা করতে শিখিয়ে দিলেন। চতুর্থ দিন। খুব ভোর-বেলায় ওরা তৈরি হয়ে নেয়। এবার যাত্রা শুরু।

সেরগেইর মনে ফুর্তি আর ধরে না। তারুণ্যের তেজ। কমিসার বলেছিলেন, "আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব।" "যে কোন পরীক্ষা" সেরগেই আপন মনে বলল, "আমি, যাই ঘটে যাক ল্যাজ গুটিয়ে পালাব না বা সহজে কাবু হচ্ছি না বাবা।"

সে বেশ পরিশ্রম করে শক্ত করে পটিটা জড়িয়ে নেয় তার পায়ে। ফেল্ট বুটটা টেনে দেয় পটি দুটোর ওপর আর ঘরে একবার পায়চারি করে নেয়। দেখে নেয় কোথাও ঘষা লাগছে কি না। পায়ে ফুটছে কি না। পিঠে ওর মোটঘাট সব ঠিক করে বেঁধে নেয়। দেখে নেয় কাঁধের দুপাশে ভারটা ঠিক-মত ভাগ করে নেওয়া হয়েছে কিনা সমান ভাবে। যাতে মোটটা গড়িয়ে না পড়ে। কম্বলটা গুটিয়ে নিল আর তার কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে দিল রাইফেলটা। সব কিছু করা হল। বেশ ভেবে চিন্তে। নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। মনে হল যেন কিছু জামাকাপড়ের আনলা! এবার তাকাল

ওর সংগীদের দিকে। ভয় পাওয়া খোড়ো কাক! নতুন ভর্তি হয়েছে দলে ছোকরাগুলো। তরুণ সেনাদল। মুখ ফুলিয়ে দম নিচ্ছে দম ছাড়ছে। শুওরের মত ঘোঁৎ ঘোৎ শব্দ করছে। আর খুব ভাল গমি্য আছে এরকম একটা ভাব। তাদের ভেতর জনকয়েক আবার বসে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। "বোকা অনভিজ্ঞের দল!" কথাটা কি সত্যিই খাঁটি যে একবার তুমি অবস্থার সংগে খাপ খেয়ে গেলে তখন আর বোঝার ভার লাগবেই না?

"এ্যাই ৎসিবুলকা খেয়াল করো", সেরগেই তার বন্ধুকে আর নিজেকেও যেন খানিকটা চাংগা করবার জন্যে চেঁচিয়ে ওঠে।" ওই যে পিঠের ওপর বোঝাটা নিয়েছিস না দেখবি ওটার জন্য তোর মনে হবে তুই যেন উল্টে এক কাত হয়ে যাচ্ছিস।"

"আরে তুমি নিজের চরকায় তেল দাও!" ৎসিবুলকা তড়পে উঠল। "আমি ছোট হতে পারি তবে আমি বলদের মত তাগড়া বুঝেছ?"

ওরা বাইরে বেরিয়ে আসে। সার বেঁধে দাঁড়ায়। ছেলেদের বেশ চটপটে চাংগা দেখাচ্ছিল। তবে ওরা ইচ্ছে করেই পিঠটা একটু ঝুঁকিয়ে রেখেছে। একজন সেনানায়ক বক্তৃতা দেন। ওদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে—দাবী জানালেন। লাল ফৌজের নাম রাখতে হবে। আর একবার তিনি কুচ-কাওয়াজের নিয়ম কানুনটা জানিয়ে দেন। শক্তি কম খরচ করবার বিধি বিধান। কুয়াশা-দংশনের হাত থেকে আত্মরক্ষার নিয়ম। গাঁয়ে গিয়ে রাত কাটাবার সময় কেমন করে আচরণ করতে হবে। কমিসার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করলেন। প্রথমটায় সেরগেই অবাক হয়ে যায়। এখনত তারা বিদায় নেবার জন্যে তৈরি। বেরিয়ে পড়ছে। এখন আবার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা কেন। আরে বাবা এই ঠাণ্ডায় কাঁধের ওপর এত সব মোটঘাট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই যে ভীষণ শক্ত। কিন্তু কমিসার যা বললেন তার প্রয়োজন সবার আগে বলেই মনে হল। কেন না সেরগেই আর অন্য সব নতুন তরণ সেনারা দেখল যে এই যে দূরপাল্লার কুচকাওয়াজটা শুরু হতে চলেছে তার অর্থটা আসলে কি? একটা সামরিক জ্ঞান। অভিজ্ঞতা। যার ফলে লাল ফৌজের গৌরব আর মর্যাদা বাড়বে। আর দেশের প্রতিরক্ষণ জোরদার করার জন্যে যেটা একান্ত আবশ্যক।

সেনাদল উঁচু সড়কের দিকে এগিয়ে চলল। আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা ছেলেকে বেশ কুৎসিত আর সঙের মত দেখাচ্ছে। তবে সবাই যখন সারবেঁধে এগিয়ে চলল, পায়ে পা মিলিয়ে, সেরগেই লক্ষ্য করল যে তাদের ছবিটা বেশ বর্ণাঢ্য আর আকর্ষণীয়। আর ও অনুভব করল ও নিজেই যেন এক দুর্ভেদ্য লড়াকু শক্তির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে। লেফ্‌ট! রাইট! লেফ্‌ট! রাইট! লেফ্‌ট! রাস্তার ধারে ধারে ওদের সংগে

আছে আর সবাই। পিছনের দিকে কিছু তরুণ সেনা। স্কী চড়ে চলেছে। ওদের বিদায় জানাতে আসছে। ধীরে ধীরে স্কী-চালকের দল পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু নীল সোয়েটার পরা মেয়েরা চলল ওদের পাশে পাশে অনেকক্ষণ। ওরা যখন একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে এল তখন আর এগিয়ে না গিয়ে থামল। মাথা থেকে টুপি খুলে নাড়তে লাগল। মাথার ওপর তুলে তুলে। তরুণ সেনাদের দিকে উঁচিয়ে অভিনন্দন জানায়, "যাত্রা শুভ হোক ভাই সব!"

ঠাণ্ডায় লাল ওদের গাল দুটি। ওদের খাটো করে ছাঁটা চুল হাওয়ায় ফর ফর করে উড়ছে এলোমেলো। বিদায়! মেয়েরা বিদায়! ধন্যবাদ! বিদায়! এবার শুধু দেখো আমরা কেমন সাহসী যোদ্ধা! বিদায়!

মেয়েদের পিছনে ফেলে সেনাদল এগিয়ে চলে। এবার রাস্তাটা ছুটে গেছে এক জনহীন তুষার প্রান্তরের ওপর দিয়ে। তুষার বরফ ঝিকমিক করছে। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বরফ এসে এবার কামড় কষায় ওদের নাকে, গাল দুটোতে। আর একটা খুশি খুশি ঠাণ্ডা শীতের সূর্য ওদের মুখের ওপর এসে পড়ছে। কুয়াশার ভেতর থেকে মারছে উঁকি ঝুঁকি।

"নাঃ আবহাওয়া এরকম থাকলে মার্চ করে যাওয়াটা খুব শক্ত হবে না। ওদের ফেল্টবুটের নিচে বরফের কিচ কিচ শব্দ। ওদের পিঠের মোট ঘাট—এর চামড়ার বন্ধনীতে ঘর্ষণ লেগে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ হচ্ছিল, ক্যাঁচ কোচ! ক্যাঁচ কোচ! লেফট! রাইট! লেফট—রাইট! আজ প্রথম দিন। সারা দিনে কত কিলোমিটার রাস্তা ওরা ভাঙতে পারবে? মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম পেলে মন্দ হত না। এতক্ষণে প্রায় দু কিলোমিটারের কিছু বেশী রাস্তা ওরা এসেছে। এরি মধ্যে সেরগেই কিন্তু ওর পিঠের বোঝার ভারে ক্লান্ত বোধ করতে লাগল। বরফ মাড়িয়ে তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে ওর কপাল থেকে ঘাম ঝরে। আপাদমস্তক ও ভিজে গেছে। তার পশমের টুপির তলা থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে টপ্ টপ্ করে, বাঃ বেশ তো! কুচকাওয়াজের শুরুতেই এই! ও যদি পিছিয়ে পড়ে তাহলে সারা সেনাদলটার নিন্দা। তার চেয়ে ভাল মরে যাওয়া। লুকিয়ে ও একবার ওর বন্ধুদের দিকে তাকাল। কোলিয়া ভার্দিন। ওর পাশে পাশে কুচকাওয়াজ করে চলেছে। ওদের মুখ বলে দিল ওদেরও ঠিক ওর মতই অবস্থা।

"কেমন মনে হচ্ছে কোলিয়া? ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস?"

"নোপ্!" কোলিয়া চাপা দাঁতের ফাঁক দিয়ে গর্জে ওঠে।

লেফ্‌ট রাইট! লেফ্‌ট রাইট! আরো এক পা। আরো আরো। আমি গুণে গুণে পা ফেলতে চেষ্টা করব। আমার মন থেকে ঘুচিয়ে দোবো অবসাদ। দুই। তিন······দশ···কুড়ি······আঠাশ। কিন্তু ওর পা দুটো যে কিছুতেই ওর কথা শুনবে না। প্রতি পদক্ষেপে চাই ওর সারা শরীরের জোর। এবার ওকে থামতে হবেই নয়ত ও পড়ে যাবে। নিশ্চয়ই তার কাছে

সেটা গভীর লজ্জার বিষয় হবে—লাইন—এই সারিবেঁধে কুচকাওয়াজ—ভেঙে যাবে, ছিঁড়ে যাবে! না, তা কক্ষনো হবে না। উনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ…।

কমাণ্ডারের দিকে ও একবার তাকাল। তারপর কমিসারের দিকে। ওরা সেনাদলের আগে আগে মার্চ করে এগিয়ে চলেছিলেন কমিসার একটু একটু খোঁড়াচ্ছিলেন। কেন কি হল? পুরোনো ক্ষত নাকি? শিরার বাত হয়েছে নাকি? ৎসিবুলকা কেমন চালাচ্ছে কে জানে? সারির পিছন দিকে সেরগেই তার ঐ ছোট্ট বন্ধুটিকে ঘুরে দেখবার চেষ্টা করল আর তা করতে গিয়ে চলার গতি কমিয়ে আনল। ওর ভয় হচ্ছিল ও লাইন থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু বাস্তবিক তা নয় কেননা অন্য অন্য ছেলেরা সংগে সংগে তার পায়ে পা মেলাবার জন্যে তাদের গতি কমিয়ে দিয়েছিল। কোন চুক্তি অথবা আদেশ হয়ত ছিল না কিন্তু তারাও দিশেহারা হয়ে চাইছিল একটু বিশ্রাম কিংবা মন্থর গতি।

"কই হে ঝিমিয়ে পড়ছ কেন! ফুর্তি চলো ফুর্তি চলো!" সেনানায়ক হেঁকে উঠলেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন চারধারে। ওদের সামনে এগিয়ে যেতে যেতে একটুখানি পিছু হটলেন। "আরো একটু চালিয়ে যাও ছেলেরা! তৃতীয় কিলোমিটারের পর দেখবে আরো সহজ হয়ে গেছে।"

এমনি করে আরো কিছুক্ষণ চললো ওরা দু কিলোমিটার তিন কিলোমিটার। এবার সেই বহু প্রতীক্ষিত থামার পালা। ওরা সবাই বরফের ওপর ধপ করে বসে পড়ল। পিঠ বোঝাই মোটঘাট আর রাইফেলের গুরুভার থেকে খানিক মুক্তি পাবার জন্যে পিঠ ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

"আরে নাও ওঠো এসো আমরা সবাই একটা গান গাই," কমিসার ওদের পাশে এসে বসতে বসতে বললেন—"দোহাই তোমাদের মুখ গোমড়া করে থেকো না।"

কারোরই গান গাইবার মেজাজ ছিল না। কিন্তু ৎসিবুলকা ওদের সামনে এসে থপথপ করে নাচতে লাগলেন। পিঠের বোঝা আর কম্বলের তলায় ওর চেহারাটাকে যেন আরো খাটো দেখাতে লাগল। তিনি তখন গাইতে শুরু করেছেন, "চল, চল, চল, চলার পথে চল।"

পুরুষালি চড়াসুরে কাঁপা কাঁপা গলায়। তার ঘর্মাক্ত লাল মুখের সমস্ত পেশীগুলি গানের ছন্দে ছন্দে ওঠানামা করছিল। ওর সংগে সুর না মেলালে সে ভারি লজ্জার ব্যাপার হবে। ওরা গাইতে লাগল।

ধূমপায়ীরা তাদের সিগারেট ধরায় এখন বুঝি একটুখানি ছোটখাট ঘুম দিয়ে নেবার পালা……শুধু বরফের ওপর কনকনে ঠাণ্ডা এই যা। পর-মুহূর্তেই সেনানায়কের আদেশ শোনা যায়, "যাত্রা করো যাত্রা করো। সার বেঁধে দাঁড়াও!"

কিন্তু ওদের শরীর যে প্রতিবাদ জানায়। আরো একটুখানি বিশ্রাম।

ক্লান্ত। তবু বিরাম নেই। শুধু এক প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে ওরা আবার পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়; এর জন্যে ওদের যে মূল্য দিতে হল তাতে সেরগেই বুঝল যে সেনানায়ক ঠিকই বলছেন: এখন ওদের যদি ওখানেই শুয়ে পড়তে দেওয়া যায় আরো কিছুক্ষণ তাহলে তো তারা আর কখনোই উঠে দাঁড়াতেই পারবে না।

অর্ধদিবসের পথ তারা পার হয়ে এল। এবার ছেলেদের একটু ভাল লাগছিল। তাদের সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। তারা হাসছে। মজা করছে আর এমনকি মাঝে মাঝে একটা গান গেয়েও উঠছে। এমনি অপ্রত্যাশিতভাবে আবার উৎসাহিত হয়ে ওরা এগিয়ে গেল আরো দশ কিলোমিটার। পথ শেষ হয়ে এলো আবার ক্লান্তি অনুভব করলো ওরা আগের থেকে আরো, অনেক বেশী ক্লান্ত প্রতিপদক্ষেপে।

"ভাইসব ভেঙে পড়ো না! গাঁয়ে পেঁছিতে আমাদের আর একটুখানি হাটতে হবে!"

বিশ্রামের আশায় ওরা যেন আরো একটু জোর পায়। এগিয়ে চলল সেনাদল। প্রত্যেকবার রাস্তার মোড় ঘোরবার সময় আশায় উন্মুখ হয়ে ওঠে এই বুঝি গ্রাম দেখতে পাবে। প্রতিবার প্রতিটি পাহাড়ের পাশ দিয়ে বেঁকে আসতে গিয়ে আশায় উন্মুখ হয়ে ওঠে। পথের শেষে একবার মোড় ফেরা। আর পথের প্রান্তে আমুরের সেই দূর বিস্তৃত নদীর শুভ্র সমতল। আর তার তীরে তীরে বহু প্রতীক্ষিত সেই গ্রাম! ছোট ছোট শান্তির নীড়। আধখানা ডুবে আছে বরফের ভেতর আর তার চিমনিগুলোর ভেতর দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে ধোঁয়া।

দশ মিনিট হয়েছে। ওরা সব খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়েছে। ছেলেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। গাঁয়ের কুঁড়ে ঘরগুলোর মেঝের ওপর শরীর গরম করবার জন্য এ ওর গায়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়েছিল। ওদের নাক ডাকছিল। পূর্ণ বিশ্রাম। গাঢ় ঘুম। উনুনের মাথায় উঁচু তক্তাগুলোর ওপর থেকে কুঁড়েঘরের মালিকরা ওদের দিকে চেয়েছিল। মুখে তাদের সস্মিত সহানুভূতির আভাস: আহা বাছারা এই তো এবার তোমরা একটু ঘুমোও।

দ্বিতীয় দিন। ভোর হয়ে এলো। সেনানায়ক চেঁচিয়ে উঠলেন "কই হে উঠে পড়ো সবাই। আর শোনো বন্ধুগণ, এই লং মার্চের সব চেয়ে জঘন্য অংশ হলো দ্বিতীয় দিনের এই দ্বিতীয় কিলোমিটার পথ যা আমরা এখনই শুরু করতে বলেছি। তারপর খুব আরাম অবশ্য। মানে মাংস রান্না হয়ে যাবার পর সরস ঝোলটুকু আর কি!"

দ্বিতীয় দিনটা সত্যিই বড় কঠিন মনে হল। যখন ওরা প্রথমবার একটু-

খানি থামল, সেনানায়ক হাঁক দিয়ে বললেন, "এবার শোনো কমিউনিস্ট আর কোমসোমোলদের বলছি।"

সেরগেই সহজাত প্রবৃত্তির বশে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছিল কথাটা শুনেই চমকে উঠল। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল আর ওর মুখটা লাল হয়ে উঠল। কমিসার ওকে দেখতে পেয়েছিলেন আর উনি, না হেসেই, ভুরু তুললেন, যেন বলতে যাচ্ছেন, ঠিক আছে, চোখ কান বুজে এটুকু সহ্য করো, তোমার কথা আমি ভুলিনি।

সেরগেই মনটা হালকা হয়, অফিসারের নীরব প্রতিশ্রুতিতে, তার ক্লান্তি সত্ত্বেও সে তার মনের ভেতরের গভীর এক উৎস সন্ধান ঠিকই রেখেছিল। যেখানে কেউ এখনও নাড়া দেয়নি।

একটা বড় রুশীয় গ্রামে ওরা রাত কাটায়। সেনাদলকে প্রগাঢ় অভিনন্দন জানান হয়। মেয়েরা ছুটে আসে ওদের স্বাগত জানাতে। ক্লাবে একোর্ডিয়ান বাজনা বেজে ওঠে। পায়ে কড়া পড়েছে ক্লান্তি সংগে সংগে সব ভুলে যায় ওরা। তরুণ সেনাদল তাদের ফেল্ট বুট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পুঁটলির ভেতর থেকে টেনে বের করে চামড়ার বুটজোড়া। মেতে যায় আনন্দ উল্লাসের ভীড়ে, গাঁয়ে এসে পেঁছেছে সেনাদল এক ঘণ্টার বেশি হয়নি, নাচঘরের মেঝের ওপর জোড়ায় জোড়ায় চরকি ঘোরা শুরু হয়ে যায়। জনে জনে এক হাততালি দেওয়া গোল বৃত্তের ভেতর প্রাণোচ্ছল অনুষ্ঠান চালিয়েছে। নাচের মাঝে মাঝে বিরতির মধুর মুহূর্ত ভরে উঠছে গানে। মেয়েরা, সসংকোচে তাদের রূপালী তারের মত রিনরিনে গলা মিলিয়েছে সমবেত সুরে পুরুষদের সংগে। ছেলেদের বলছে গানের কথাগুলো লিখে দিতে। ওরা মনে রাখবে। চিরদিন।

সেদিন রাতে ছেলেরা সব তাদের চামড়ার বুটগুলো তাদের মোট-ঘাটের মাথার উপর রেখে দিল। সকালে আবার রওনা হতে হবে। তোড়জোড় করতে হবে। যাতে সহজে খুঁজে পায় এমনিভাবে হাতের কাছে রেখে দিল।

তৃতীয় দিন। এখন পথ চলা অনেকটা সহজ হয়েছে। ওদের সহ্য শক্তি অনেকটা বেড়েছে। কিন্তু ওদিকে ঠাণ্ডা বেড়েই চলেছে। স্বচ্ছ শীতল আকাশ থেকে হিম নামছে পৃথিবীতে। তখন খানিক থেমেছিল ওরা। মাল গাড়ীর ভেতর থেকে ওরা থার্মোমিটার নিয়েছিল বের করে। আবিষ্কার করেছিল যে এখন উত্তাপ হল ৩৬০° সেণ্টিগ্রেড। নাকে, কপালে তার মালুম হচ্ছিল। ছেলেরা সব বেশ সজাগ রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে শোনা যায় সতর্কবাণী, "দেখো তোমার নাক সাদা হয়ে গেছে।" একবার এখানে, একবার ওখানে, ছেলেরা তুষার জমাট থেকে বেরিয়ে এসে একমুঠো বরফ টেনে নেয় আর ঘষতে থাকে দু গালের ওপর তা দিয়ে, যতক্ষণ না গাল দুটো লাল হয়ে

যায়। খালি হাতে ওরা বন্দুকের ধাতু স্পর্শ করতে সাহস পায় না—হাতের চামড়া সুদ্ধ জমে হিম হয়ে যাবে।

চতুর্থ দিন। থার্মোমিটারের পারদ নামে। চল্লিশ ডিগ্রি। কয়েকবার ওরা থামে। আর কথা নেই, চলো নাচ করি। পা গরম রাখতে হবে যে, এবার আর একটি গ্রামে এসে থামল দিনের বেলা, গরম জলে চান করল। চাষীরা সানন্দে তাদের জন্যে চান ঘরগুলো গরম করে রেখেছিল। গরম চা পানে আমন্ত্রণ জানাল ওদের। বলল, ওদের অভিযানের কথা। তরুণ সেনারা চান ঘরে বালতি বালতি জল বয়ে এনে প্রাণ ভরে গরম জলে সেঁকে নিল। উষ্ণ বাষ্পের মেঘে চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ষষ্ঠ দিনে আকাশে মেঘ জমল। একটা ধূসর অস্পষ্ট ছায়া দেখা গেল দিগন্তে। বাতাস গরম হয়ে উঠল আর এক ঝলক বাতাস এল বয়ে। আসন্ন ঝড়ের অগ্রদূত হয়।

"তুষার ঝড় আসছে।"

"তুষার ঝড়……ঝড়…তুষার ঝড় !"

এইসব ছেলেদের মধ্যে কেউই আজ পর্যন্ত তুষার ঝড় কি তা জানে না। অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু সবাই শুনেছে সেটা কি জিনিস। একমাত্র সেরগেইর একটা প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ছিল। আর সে তার বন্ধুদের ভয় পাওয়াতে চাইল না। কেন না দেখা যাচ্ছে ওরা সব চুপচাপ আছে আর ভয়ে ভয়ে চেয়ে আছে ঐ অস্পষ্ট জমাট ধোঁয়াশার দিকে, সেরগেই দেখল। একবার ও পথের মাঝখানে ঝড়ের পাল্লায় পড়েছিল। ওর মনে পড়ল কিভাবে লরিটা তার ধাক্কায় থরথর কেঁপেছিল। আর কিভাবে হেডলাইটগুলো এসে হুমড়ি খেয়ে আটকে পড়েছিল ঝঞ্ঝা তাড়িত একটা দুর্ভেদ্য তুষার প্রাচীরের উপর। ও কি ওর কমরেডদের একটা তুষার ঝড়ের ভেতর দিয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত না হয়ে, কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা কি আছে? কে বলতে পারে যে কেউ কেউ পিছিয়ে পড়বে না? কি ক্লান্তিতে পড়ে যাবে না?

ও কমিসারের কাছে এল।

"আমার ভয় হচ্ছে আমরা বোধহয় এই তুষার ঝড়ে আটকা পড়ে যাব। কমরেড কমিসার।"

"আর তুমি কি মনে করো লাল ফৌজ এই তুষার ঝড়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে?"

কমিসার ওর দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকালেন।

"তুমি কমরেড পুশকভের কাছে চলে যাও," উনি বলেন, "আর ওঁকে বলো যে আমি তোমায় পাঠিয়েছি, আর আমি চাই তিনি তোমায় কোমসোমোল সংগঠনে ভর্তি করে নিন।"

পুশকভ সেনাদলে কোমসোমোলদের নেতা। সেরগেই তাঁর কাছে গেল আর সামরিক কায়দায় তাঁকে গিয়ে খবর দিল।

পুশকভ বললেন: "বেশ তো। ইউনিটে আমাদের ভেতর ছ'জন আছে। কোলিয়া ভারদিন, ৎসিবুলকা, য়াশা সিদোরভ, লাইপাভস্কি, ভোসকভ আর আমি। তাহলে তোমাকে নিয়ে হবে সাত। আমাদের কাজ হল যে যাতে কেউ পড়ে না যায় পিছিয়ে না পড়ে অথবা চলার শক্তি হারিয়ে না ফেলে সেটা দেখা। যদি তেমন কাউকে তুমি দেখো, তাহলে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিও। তাকে গরম হতে সাহায্য করো। চাংগা করে তোলো। এক কথা তুমি যা পারো করো। ব্যাপারটা হলো একজনও যেন পিছিয়ে না পড়ে অথবা একজনও যেন ঠাণ্ডায় জমে না যায়, যাও।"

দ্বিপ্রহর। তুষার ঝঞ্ঝা ওদের কাছে এসে পড়ে। সহসা বাতাস যেন হুমড়ি খেয়ে ফেটে পড়ল। বিপুল পুঞ্জপুঞ্জ ফেনায় তুষার এগিয়ে আসে ঘুর্ণিপাকের আন্দোলনে। গাঢ় অন্ধকার। যেন রাত হয়েছে। আধ ঘণ্টার ভেতর পথের নিশানা যায় মুছে। বাতাস এসে ছেলেদের মুখে হুল ফোটায়। একবার এদিক আর একবার ওদিক থেকে, কখনও পিছন থেকে, কখনও সামনে থেকে বাতাস আসছিল। যে মুহূর্তে পা উঠছে চলার বেগে সংগে সংগে ঝড়ঝাপটায় সেই গতির উৎকণ্ঠা যাচ্ছে বিধ্বস্ত হয়ে। আর কারো কারো যেন মনে হচ্ছে যে সে যদি একবার পড়ে তাহলে মুহূর্তের মধ্যে তুষারের অতলে ঘটবে তার সমাধি। এমন এক উষ্ণ শয্যায় চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছুই তো সহজ নয়।

কুচকাওয়াজ-এর দল সারি ভেংগে ছিটকে পড়তে বাধ্য হয়। ওরা একটা লাইনে ছিটকে পড়ে। কেন না দু'পা আগে তো আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সারাটা রাস্তা তুষারে চাপা পড়ে গেছে। সেনানায়ক পথ দেখিয়ে চলেছেন দলের অগ্রভাগে। একটা লাঠি দিয়ে রাস্তাটা পরখ করতে করতে চলেছেন। সমস্ত সেনাদলটি তাঁর এই নেতৃত্ব অনুসরণ করছে। সহজ কথায় বলতে গেলে এই পথ চলা যে কি কঠিন! সামনে যে ছেলেটি চলেছে তার পায়ের চাপে তৈরী করা গর্তের ভেতর হয়ত তোমার পা গিয়ে পড়ল। কোন রকমে পা টেনে বের করলে। আবার একটা খানার মধ্যে গিয়ে পড়লে। ওদের চোখ আধবোজা। ওদের মাথাগুলো নীচু আর বাতাসের ঠেলায় ওরা দুপাশে হেলে গিয়ে শরীরটাকে সামলাবার চেষ্টা করছে। কি কঠিন এই পদযাত্রা! দেহের সমস্ত জোর দিয়ে ওরা এগিয়ে চলেছে! প্রতি পদক্ষেপে সংঘাতিক উদ্যম ব্যয় করছে!

সেরগেইর মনে এল কবিতার একটা লাইন, "আর সেই মৃত মানুষটি মাটিতে পড়বার আগে আরো একপা এগিয়েছিল।" কোন কবিতার লাইন এটা? এ লাইনটা কে আবৃত্তি করেছিল? তার বাবা না গ্রীশা ঈশাকভ? "আর সেই মৃত মানুষটি পড়ে যাবার আগে আরো এক পা এগিয়েছিল।"

ও মনে করবার চেষ্টা করছিল। কোথাও যেন শুনেছে এটা—ভাবতে থাকে। যেন তার গোটা জীবনটাই এই মনে করার ওপরেই নির্ভর করে আছে। আর তার স্মৃতির ভেতরে ভেসে উঠছিল তাইগার একটা দৃশ্য, নিকটস্থ কোন এক নদীর জলোচ্ছাস নয়তো তাবুতে বসে আগুন পোহানো। ক্যাম্প ফায়ার! ক্যাম্প ফায়ারের সেই গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যাগুলি কি সুন্দরই না ছিল! বনের ভেতর ডালপালার মর্মর শব্দ, গ্রীশা ঈশাকভ কবিতা আবৃত্তি করছে, কারো চোখে ধোঁয়া লেগে জ্বালা করছে।

সেরগেই পড়ে গেলো। তাঁবুতে আগুন পোহানোর সেই স্মৃতি যেন তার শরীরের ওপর উত্তাপের তরঙ্গ পাঠিয়ে দিল। "আর সেই মৃত মানুষটি পড়ে যাবার আগে আরো এক পা এগিয়েছিল।" হঠাৎ তার মনের ভেতর ক্যাম্প ফায়ারের ঝলক। না, ক্যাম্প ফায়ার নয়, কিসের একটা ভাবনা, কিছু একটা মস্ত কাজের দায়িত্ব যা সে পালন করেনি। বিরাট। কিন্তু সেটা কি?

সে লাফিয়ে উঠল। যেন কি একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি তাকে টেনে তুলল। কেননা তার শরীরে আর কোন জোরই ছিল না। সে কোমসোমোলের সদস্য ছিল না, কিন্তু তাকে কোমসোমোল সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। "আমরা তোমাকে পরীক্ষা করব; সবাই আমরা শীঘ্র একটা পরীক্ষা দিতে চলেছি আর সে বড় কঠিন পরীক্ষা।" আর এখানে তুমি পড়ে যাচ্ছ। অপদার্থ বেজন্মা কোথাকার! সে সংগ্রাম করে চলল, তার সামনে যে মানুষটা চলেছে তার পিঠের ওপর নিবদ্ধ তার দুই চোখ। আরো কেউ কেউ যেন পড়ে যাচ্ছিল—পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, আবার চলেছে। ঐ তো দেখ কে যেন পড়ে গেল। পড়ল, উঠল সমানে চলল লড়াই। ওঠা আর পড়া, পড়া আর ওঠা। অবিশ্রান্ত সংগ্রাম। সেরগেই তার সামনে এগিয়ে যায়। কে যেন পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারছিল না।

"ওহে তোমার রাইফেলটা দাওতো", ও হেঁকে উঠল। ছেলেটা খুব কাছে এসে চোখ দুটো ছোট করে খুঁটিয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। সে ওকে চিনতে পারল। সবচেয়ে আমুদে ছেলেদের একজন। আর একজন চৌকোস নাচিয়ে বিষন্ন করুণ মিনতিভরা চোখে সে সেরগেইয়ের দিকে তাকাল। "আরে তুমি একজন নাচিয়ে না? কই দেখি তোমার রাইফেলটা দাও তো।"

"তা তোমার কি হবে?" নাচিয়ে ছেলেটি বিব্রতভাবে জিজ্ঞাসা করল। "আমি ঠিক চালিয়ে নেব।" ছেলেটি বাধা দিতে পারত কিন্তু সে জোর তার ছিল না। সেরগেই ছোকরার হাত থেকে রাইফেল আর পিঠের বোঝাগুলোও নিল। এমনি করে আবার ওরা পথ চলে। সেরগেই শিখল এমন কি যখন তোমার শক্তি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, আর কাউকে সাহায্য করায় কত না আনন্দ।

আরো দুদিন ধরে চলল প্রবল তুষার-ঝড়ো ক্রুদ্ধ গর্জন। আর দুদিন

ধরে সেনাদল জোর করে এগিয়ে চলল। একজনকেও পিছিয়ে পড়তে দিল না। বরফের কামড় খেয়ে কষ্ট পেতে দিল না। ওরা নানাইদের গ্রামে রাত কাটাল। দুজন তরুণ নানাইয়ের সংগে কথা বলতে বলতে সেরগেই প্রথম নবনগরের খবর পেয়েছিল। তাদের ও জিজ্ঞাসা করেছিল সেই নানাই দম্পতির কথা, যারা দূর নানাই গ্রাম থেকে শহর গড়ার জমিতে কাজ করতে এসেছিল।

"ও তুমি সেই পরিচালক মুমি আর ট্রাক চালক কিস্টুর কথা বলছ," ওদের ভেতর একটি ছেলে উত্তেজিত হয়ে বলল। "হ্যাঁ, হ্যাঁ ফি বছর শীতকালে কিস্টুতো গাড়ী করে এখানে আসে। আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চায়।"

সেরগেই অবাক হয়ে গেল; মুমি পরিচালক? কিসের পরিচালক? ছেলেগুলো ওকে বলল—মনে হলো নবনগরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সবই ওরা জানে পাকের জায়গায় নোনা মাছ প্রকল্পের পরিচালক হয়েছিল মুমি। পাক জেলে ছিল আর পারামোনভ ও মিখাইলভকেও জেলে পাঠানো হয়েছিল, ওরা ছিল মরোজভের হত্যাকারী প্রাক্তন কুলাক।

সেরগেই এত উত্তেজিত হয়েছিল যে সেদিন রাতে ওর আর কিছুতেই ঘুম এল না। তাহলে ওরাই মরোজভকে খুন করেছিল! আর শেষ পর্যন্ত পাক ভীষণ এক শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই পাকই তো পলাতক আসামীদের নদীপথে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। সেরগেই ৎসিবুলকাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে আর তাকে গল্পটা বলে।

"ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখ ৎসিবুলকা! ও আমাদের যে চোলাই মদ সরবরাহ করত না তার পেছনে একটা মতলব ছিল। আর কেবলই আমাদের পালাতে বলত কুত্তার বাচ্চা কোথাকার।"

"আর তোমরা কি ভাবতে! প্রলেতারিয়েতের পক্ষে যেটা খারাপ বুর্জোয়াদের পক্ষে সেটাই ভালো" ৎসিবুলকা বেশ দৃঢ়ভাবে বলল। "সেই একই পুরোনো কৌশল। ধরো কোলখোজদের কি হয়েছিল? ওরা কি চাষীদের সরাতে পেরেছিল? হ্যাঁ তারা পেরেছিল? ওরা ওদের গরু বাছুর সব মেরে ফেলেনি? হ্যাঁ মেরে ফেলেছিল। সবাই জানে কুলাকরা কি পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল। সর্বত্রই এক রকম, তা ওরা তোমাকে টোপ ফেলল আর তুমি সেটাকে দিব্যি গিলে ফেললে!"

নব নগরের কাছে ওরা যত এগিয়ে আসতে লাগল সেরগেই তত উত্তেজিত হয়ে উঠল। ওখানে গিয়ে ও কি দেখবে? কোন কোন পুরোনো বন্ধুর সংগে ওর দেখা হবে? ওরা কি ওকে চিনতে পারবে। ওরা কি ওকে চিনতে চাইবে?

পথে কাঠিন্য ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। সেনাদল তবু এগিয়ে চলেছিল

তার লক্ষ্যের দিকে। বিস্ময়করভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছিল। এই ঝড় হচ্ছে, এই আবার ভয়াবহ ঠাণ্ডা, একসঙ্গে। আবার কখনও বরফহীন বাতাস, আবার বায়ুহীন তুষার, আর তার সঙ্গে বাতাস। কমিসার সেরগেইকে কথা ভোলেন নি। কুচকাওয়াজের দশ দিনের দিন মাল বোঝাই গাড়িগুলি আটকে গেল। তার নিচে রাস্তা বোঝাই তুষার আর তুষার। শুধু প্রায় বিরল চিহ্ন ওদের বলে দিচ্ছিল গাড়ীগুলো কোথায়। ঘোড়াগুলো আঁকু পাঁকু করছিল। আর গাড়ীগুলো টেনে বের করতে পারছিল না। কমিসার একদল ছেলেকে পাঠালেন তাদের টেনে বের করার জন্যে। আর এই দলে তিনি সেরগেইকেও নিলেন। ওঃ মারাত্মক শক্ত কাজ। ছেলেরা গাড়ীগুলো থেকে মাল খালাস করতে বাধ্য হল। আর ঘোড়াগুলোকে গাড়ী টানার কাজে সাহায্য করল। বরফের ফাটলগুলো খুঁড়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস আবার ওদের ঝাপটা মেরে ঠেলে দেয়। ঘোড়াগুলো টানাটানি করতে থাকে। নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে। তবে তাদের খুরগুলো হয় পিছলে যায় বরফের ওপর নয়ত মিটার-ভর গভীর তুষারে ডুবে যায়।

এক একবার সেরগেই অনুভব করে ও আর দাঁড়াতে পারে না দু পায়ে ভর দিয়ে আর এক মুহূর্তও। তবু ও হাল ছাড়ে না। টেনে চলে। চালিয়ে যায়। পড়ে আবার ওঠে। চলে। চালিয়ে যায় আবার পড়ে। ও শিখেছে এখন মনটাকে অন্য সব চিন্তায় ব্যস্ত রাখতে। যাতে তার ক্লান্তির অনুভূতি না আসে। মনটাকে ব্যস্ত রাখে শৈশবের নানা ঘটনার স্মৃতি মন্থনে আর শহর তৈরির সেই জমির ওপর ওর সেই জীবন (কিন্তু শহর গড়ার সেই জমি থেকে চলে আসার পর ও যে ভবঘুরের মত এখান ওখান ঘুরেছে সে কথা একবারও মনে এল না)। ওর বাবা কি গ্রীশা ইশাকভের আবৃত্তি করা কবিতার দু'একটা লাইন, ভুলে যাওয়া লাইনগুলো মনে করবার খুব চেষ্টা করল। অথবা যেগুলো মনে এল না তা পূরণ করে নতুন লাইন তৈরী করে। প্রায়ই ও এই লাইনগুলো আওড়ায়। এমনি করে ওরা একসময় অর্থহীন হয়ে পড়ল। বিচিত্র অচেনা লাগে কবিতাগুলো, যেন একটা বিদেশী ভাষা। "আমাদের গৌরব ভাগ করে নিই আমরা যে সব ভাই ভাই···।" "আমরা যে সব ভাই ভাই।" "আমরা যে সব ভাই ভাই।"

দ্বাদশ দিবস চলার শেষ কঠিনতম দিন।

মাঝে মাঝেই সেরগেই শোনে হা-হুতাশ। গভীর দীর্ঘশ্বাস। ফেল্ট-বুটের তলায় বরফের কিচ্ কিচ্ শব্দ। মোটঘাটের বাঁধা স্ট্র্যাপগুলোর ক্যাঁচ কোঁচ। বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জন। কিন্তু এসবই ওর কানে আসে যেন একটা বন্ধ জানালার ভেতর থেকে। অনেক দূরে। অস্পষ্ট। "আর পড়ল ধরা আপেল গীতি ওদের অধর ঘিরে—।" পরিষ্কার ভাবে জোরে

শুনতে পাচ্ছিল ওরা শুধু শব্দগুলো, গানের কবিতাগুলো, যদিও ধ্বনি হীন অনুচ্চারিত। দুদিন ধরে তারা ওকে আচ্ছন্ন করে রইল। আনাগোনা করল মনের ভেতর। যখন থামে তখন আর সে শোনে না। অথবা গাঁয়ে যখন রাত কাটায়। কিন্তু যে মুহূর্তে সেনাদল সার বেঁধে দাঁড়ায় আর তুষার ফাটলের সংগে ওদের সংগ্রাম শুরু হয় তখনই ওর মাথার ভেতর গানের শব্দগুলো সসৈনো এসে ভীড় করে প্রাণবান অর্থের সম্ভার নিয়ে। উজ্জ্বল অর্থপূর্ণ সাক্ষরে। "আপেলের গান"। কেন ঠোঁটের গোড়ায় "পড়ল ধরা" কেন? ঠোঁট, তুষার, আপেল। "আর পড়ল ধরা আপেল গীতি ওদের অধর ঘিরে—।" ওখানে একটা কিছু গোলমাল আছে। "আর পড়ল ধরা আপেল গীতি ওদের অধর ঘিরে।" ঠিক শোনাচ্ছে না। রাত হল। ধূসর আবছায়া ঘনীভূত হয়। অনেকক্ষণ সেনাপতি থামার আদেশ দেন নি। কেউই তো থামতে চায় না। পরে এগিয়ে যেতে আরো কঠিন মনে হবে। জোরে জোরে বাতাস ঘুরপাক খাচ্ছে। আর আরো জোরে চিরন্তন স্থায়ী-ভাবে মনের ওপর দেগে বসে গানের কথাগুলো। কী এক অজানা কারণে তার মন জুড়ে থাকে। "আর পড়ল ধরা আপেল গীতি ওদের অধর ঘিরে।"

হঠাৎ ৎসিবুলকা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওর জন্যে আবার ফিরে যাওয়া সে ভাবা যায় না। এক এক পা এগিয়ে যাওয়া যেন এক দুঃসাহসিক প্রয়াস। আর তবুও সেরগেই ফিরল আর কতকগুলি অবনত শ্বেত ছায়া মূর্তি যারা এগিয়ে যাবার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করছে তাদের অতিক্রম করে এল।

তাদের মুখ দেখে ও প্রায় চিনতেই পারল না। কিন্তু ও দেখতে পেল ৎসিবুলকা তো তাদের ভেতর নেই।

সেরগেই আবার ওর ফেলে আসা পায়ের চিহ্ন ধরে ফিরে যায়। হোঁচট খায়, পড়ে যায়, ওর মনে হল হতাশায় ও কেঁদে ফেলবে বুঝি। দুহাত দিয়ে তুষার তুলে সরায়, যখনই একটা উঁচু ঢিবির ওপর ও আসে। কেন না ও নিশ্চিত বোঝে ৎসিবুলকা পড়ে গেছে আর তুষার ওকে ঢেকে ফেলেছে আর কাছে কোথাও হয়ত ও আছে আর হয়ত এরি মধ্যে সে জমে মরে যেতে বসেছে। কিন্তু হঠাৎ সে ৎসিবুলকাকে দেখতে পায়। হ্যাঁ তার দেহে যথেষ্ট প্রাণের লক্ষণ রয়েছে। ওর কাঁধে মোটঘাট আর বন্দুকের দ্বিগুণ বোঝা। ও খোঁড়াচ্ছে। পা টেনে চলেছে। ক্লান্ত অবসন্ন, বোঝার ভারে দ্বিগুণ মাপের শরীর।

ৎসিবুলকা পড়ে যায় নি!

থামল না ও ওর সংগে কথা বলতে। সেরগেই আবার ঝড়ের ভেতর পথ চলতে থাকে। পথ অনুসরণ করে। তার বন্ধুরা যে পথ তৈরি করেছে। আর দু'দুবার নিজেই ঢেকেছে সেই পথের রেখা।

অন্ধকার হয়ে এল। ঝড় সমানে বইছে। বরফের ওপর বরফ। তুষারের ওপর তুষার। অবিশ্রান্ত জমছে আর জমছে বরফ ঢেকে ফেলে ওদের। তবুও চলেছে সেনাদল। ফেল্টবুট বরফ স্ট্যাপি শব্দ করে কাৎরায়! ক্যাঁচ কোঁচ ক্যাঁচ কোঁচ!

সেরগেই তার চোখ দুটো বন্ধ করে হাঁটছিল। কোনো কিছুই ও আর দেখতে পাচ্ছিল না। তাই এবার ওর চোখ দুটো বিশ্রাম পেল। কিন্তু ওটা কি? এ কি সত্য? ও থেমে গেল আর জোর করে অন্ধকারের ভেতর দেখবার চেষ্টা করল। "আর ছোকরারা একটা ইঞ্জিন যে।" শুনতে পেল তার শব্দ জোরে। চেঁচিয়ে উঠল তরুণ তাজা গলায় বেশ জোয়ান বেগে হুস হাস করে তীব্র গতিতে চলেছে।

"গাধা-ইঞ্জিন", সেরগেই বলল আপন মনে ও তো এরই পেশাদারী মানুষ। সে জানত একটা বড় ইঞ্জিন এমনভাবে হুস হাস করে যায় না।

সারাটা লাইন জুড়ে শোনা যায় উত্তেজিত মন্তব্য, "আমরা এবার এসে পড়েছি!"

"আমরা ঐ তো ট্রেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি!"

"সভ্যতা!"

"ওতে উঠে পড়বে ভাই সব!"

"ওরা আরো এক কিলোমিটার পথ পার হল। দ্বিতীয়। তৃতীয়।

ৎসিবুলকা কখন সেরগেইয়ের পিছনটায় এসে হাজির হয়েছে। বলছে, "ওহে রেলশ্রমিক ও যে তোমার জন্যেই ধোঁয়া ছাড়তে লেগেছে গো।"

সেরগেই হাসল। স্বাগত অভিনন্দন। শব্দটা যেন বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। ও শুনলো। এক একবার ও ভাবল হয়ত ও ভুল করছে। কিন্তু আর সবাইও যে বাঁশির শব্দ শুনেছে। "তাহলে এখন ওদের ইঞ্জিন হয়েছে··· আর হয়ত প্রচুর নতুন নতুন বাড়ী। হতে পারে আমি হয়ত কিছুই চিনতে পারব না।"

"আরে! বিজলীবাতি!"

অনেক দূরে আবছা আলোর বিন্দু চিক্‌চিক্‌ করছিল। অন্ধকারে চোখ টিপে হাসছিল।

ছেলেরা দ্রুত পা চালায়। ওদের শিরদাঁড়া সোজা করে নেয়। আর কেউ পড়ে যাচ্ছে না। আর কেউ কাউকে পিঠের বোঝা বা রাইফেল দিয়ে দিচ্ছে না বইবার জন্যে তার হয়ে।

তাহলে সেরগেই ফিরে এল। কিন্তু হয়ত শহরটা এমন বদলে গেছে যে সে চিনতে পারবে না। তার ভেতর হারিয়ে গেছে তার সেই পুরোনো দিনগুলো। জলদি চলো। কদম মিলাও। ফুর্তি চলো। এবার ওখানে, ওই যে সেই নবনগর!

আর এক কিলোমিটার, আরো একটা। এবার তো ওরা প্রায় এসেই গেছে। এত কাছে যে ওরা নবনগরের মানুষদের বুঝি হাঁক পেড়ে ডাকতে পারে। ঐ তো সেই অনেক চেনা নদীর খাড়া পাড়। সেই বাড়ীগুলো। সেই সব মানুষ আর এক সারি পথের আলো।

সেরগেই অনেকদিন হল ভুলে গেছে সেই বার বার করে মনে পড়া লাইনগুলো। কিন্তু এ কি সেই আগের জায়গা? হতে পারে? ওখানে ঐ যে বাড়ীটাকে খুব চেনা লাগছে। আর ঐ যে বাড়ীগুলো দেখা যায় এবার···আর সেই গাছগুলো ছিল কোথায়?—এই তো এখানে ছিল গাছগুলো···না কি এটা ছিল একটা অন্য জায়গা? এবার সেনাদল সারি বেঁধে বেশ ঘন হয়ে মার্চ করে চলেছে। দূর, দূর, দূরে আরো দূরে, চল চল চল! ওরা, নবনগরের মানুষরা ছুটে এল দুহাত তুলে অভ্যর্থনা করতে করতে নদীর পাড় ধরে। ভালই হয়েছে। এখন রাত। তারা দেখতে পাচ্ছে না কে এল। 'কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।' কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে নদীর পাড় বেয়ে গড়িয়ে নামল। আর দৌড়ে এল ওদের দেখতে। আরে এ বাচ্চাগুলো এলো কোত্থেকে? আগে তো শিশুর দল ছিল না? বাঃ।

সারির মাঝখান থেকে ৎসিবুলকা বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় গান ধরেছে—

ঐ পাহাড়ের শিখর থেকে
ঐ পাহাড়ের সানু দেশের ভিতর দিয়ে···

সেরগেই গলায় গানটা তুলে নিয়ে যেন উপহারের মত ওদের গলায় মালা করে পরায়। কোথায় এত শক্তি পেল ও?—আর ঠিক ইঞ্জিনের বাঁশির মতই ওর গলায় যৌবনের প্রাণশক্তি। তরুণ উন্মাদনা। আর সবাই তারাও যোগ দেয়—ওর পাশে পাশে, ওর সামনে যারা, পিছনে যারা—সবাই। সকলেই। সমতানে। ঐকতানে। যেন ওরা কোনদিন জানে নি শ্রান্তি ক্লান্তি। আর এই গানের সংগে সংগে তাদের বরফ ঢাকা মাথায় মাথায় উন্নত বিজয়োদ্ধত জয়কেতন আর পায়ের পেশীতে নতুন প্রাণের জোয়ার। ওরা নদীর পাড় পেয়ে উঠে আসে। আর সেরগেই এক সত্য সুন্দর প্রতীকের মত মনে করতে পারে শুধু আহা, কী এক দুরন্ত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে ওরা এখানে এল। আর সেই গানের কথাগুলো আবার গুন গুনিয়ে উঠল, "পড়ল ধরা আপেল গীতি ওদের অধর ঘিরে।" "রইল চেপে দাঁতের ফাঁকে আপেল গীতি···" সত্যিই তাই "দাঁতের ফাঁকে"—এমনি শক্ত করেই ধরেছিল ওরা এই আপেলের গান। আর এবার সেরগেই হাসল। আর ছোট ছোট ছেলেদের দিকে চেয়ে হাত তুলে প্রত্যাভিবাদন জানাল। কিছু

মেয়ের দিকেও। আর জন কয়েক শ্রমিক বুড়ো মানুষ (আরে ওই বুড়ো লোকগুলো এলো কোত্থেকে?) তারাও বেরিয়ে এসেছিল ওদের সংগে দেখা করতে। দেখতে।

তিন

সংবাদপত্র মারফৎ সেরগেরই প্রথম পরিচয় ঘটেছিল নব নগরের সংগে—একটি সত্যিকারের মুদ্রিত দৈনিক পত্র। যথার্থ একখানি সংবাদ দৈনিক। সেনাদলের মধ্যে এটি বিতরণ করা হয়েছিল। প্রথম স্তম্ভেই তাদের কথা। তাদের নামে উৎসর্গিত কয়েকটি বড় বড় হরফ—*"বরফ ডিঙিয়ে আসা বীর পদযাত্রীদের উদ্দেশে অভিনন্দন।"* নতুন সেনারা তাদের বারো দিনের কঠোর সহিষ্ণু প্রয়াসের একটি সুন্দর বিবরণ পাঠ করে। আর কিছুটা বিস্ময়ে স্বীকার করে যে সত্যিই কি কঠোর আর হয়ত তাই বীরত্বপূর্ণ তাদের এই দীর্ঘপদযাত্রা। কুচকাওয়াজ? লং মার্চ। সেনানায়ক কোমসোমোল দলের সবাইকে তাঁদের ধন্যবাদ জানালেন—ৎশিবুলকা, সিদোরভ, গোলিৎসিন…গোলিৎসিন…সেরগেইর হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। দুরু দুরু করলো উত্তেজনায়। শহরের লোকেরা কি আঁচ করবে, কে এই গোলিৎসিন? তারা কি তার সংগে করমর্দন করতে চাইবে?

আরো আরো জোরে ওর বুকের কাঁপুনি বাড়তে থাকে। যখন ও পড়ল যে নবনগরে কোমসোমোলরা রেকর্ড সময়ের মধ্যে সেনাদলের জন্যে বসত বাড়ী বানিয়েছে—৪০° ডিগ্রির নিচে থার্মোমিটারের পারদ। "তিনদিন ধরে ছুতোরদের বিখ্যাত দলটি, এম. নাইদের নেতৃত্বে কাজ ছাড়ে নি।" (নাইদে? মোৎকা নয়তো যে আমাকে তার ছেঁড়াখোঁড়া বুটজুতোটা দিয়েই দিয়েছিল রেগে গিয়ে যথেষ্ট গালমন্দ করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লাভার পীড়াপীড়িতে অথবা ঈশাকভের কবিতায় হার মেনেছিল, আজ মনে নেই ঠিক কোনটা। যাইহোক আজও একজন বিখ্যাত দলনেতা হয়ে ফিরে এসেছে।) "যথারীতি ভি. বেসসোনভের দলের রাজমিস্ত্রীরা আশ্চর্য একটা কাজের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল।" (তাই ভালিয়া বেসসোনভ এখনও এখানে? আর বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে?—"যথারীতি……এক আশ্চর্য কর্মের দৃষ্টান্ত।" আর আমি? আমিও কি এতটা যশ অর্জন করতে পারতাম না?)

দ্বিতীয় স্তম্ভের মাথায় লেখা রয়েছে, "কংক্রিট ঢালাই মিস্ত্রীদের দুটি অগ্রণী দলের প্রতিযোগিতা।" "কমরেড এফ. চুমাকভ এবং ই. সাভেলোভা প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য প্রতিযোগিতা করছে পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করার শতকরা দু'শ তিপ্পান্ন আর দু'শ ছাপান্ন ভাগ। "আজ

নারী শ্রমিকদল তাদের আগেকার রেকর্ড ভাঙবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে……।" নারী কংক্রিট ঢালাই শ্রমিকদের একটি দল ওঃ। ই. সাভেলোভা নতুন নাম। তার নাম আগে কখন ও শোনেনি তো? কিন্তু চুমাকভ—সে নিশ্চয়ই ফেদিয়া। নিশ্চয়ই, ফেদিয়া চুমাকভ! করাত কলের শ্রমিকদের একজন। আর আমি যখন চলে গেলাম ওর শরীর গতিক তেমন চাংগা ছিল না—মাড়ী ফোলা রোগ হয়েছিল এমন কি হাসপাতালেও গিয়েছিল। আর তাই ফেদিয়াকেও উন্নতি করতে হয়েছে।

"একটা নতুন মুদীর দোকান খোলার সময় হল। নতুন দোকানের ম্যানেজার আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার সংগে এক সাক্ষাতকারে একটি কথা বলেছেন। কমরেড স্তাভরোভা বলেছেন যে এ দোকানটি থাকবে নতুন ইঁটের তৈরী বাড়িগুলোর এক'টতে এবং এটি হবে একটি আদর্শ মুদির দোকান। কাউণ্টারগুলো ছাওয়া হবে শ্বেতপাথর দিয়ে, দেওয়ালগুলি চিত্রিত হবে তেলা রঙ দিয়ে।" আচ্ছা, কাতিয়া নয়তো! "আমাদের সংবাদদাতার সংগে এক সাক্ষাৎকারে……" হায় যীশু!

কতকগুলি ঘোষণা, "আলেকজাণ্ডার অস্ত্রভস্কির নাটক 'অরণ্য' মহলা চলছে" "বয়স্ক বিদ্যালয় নং ত ঘোষণা করছে যে……" "নিম্নলিখিত দলগুলিতে আপনি সদস্যপদের জন্য সাক্ষর করতে পারেন, নিপুণ লক্ষ্যভেদ; গ্লাইড বিমানে আকাশে ওড়া; ছত্রী বাহিনী শিক্ষণ।" "কণ্ঠশিল্পীরা ঘোষণা করছেন…" জন্ম এবং বিবাহ নথিভুক্ত করার অফিস উচ্চ ভবনগুলির কাছে নদীর ধারে একটা নতুন বাড়িতে উঠে গেছে—" প্রধান সম্পাদক: জি. ইসাকভ।" (জি. ইসাকভ। গ্রীশা? প্রধান সম্পাদক? তুমি আর আমি যখন সিলিনকায় কাঠের গুঁড়িগুলো ভাসিয়ে দিতাম তারপর থেকে কতকাল কেটে গেছে?)

জীবনের আনন্দে আস্তে আস্তে ফুটে উঠছিল নব নগরের জীবন। এখানে এখন কোনো সময় নষ্ট করা হচ্ছিল না। প্রতিদিন সেরগেই উদ্দেশ্যে হীনভাবে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। এখানকার মানুষ নতুন সুন্দর যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছে, দিনের পর দিন, ইঁট· ঢালাই আর ধাতু দিয়ে। আর সেই সংগে তারা সৃষ্টি করেছিল নতুন মানুষ।

সেরগেইকে সেই জায়গাটি আকৃষ্ট করল। একদিন যেখানে ও ছিল। সেই সব ছাউনি কুটীর। একদিন ওখানে ওরা ছিল। কিন্তু তেমন সব বাড়ী এখন আর অনেক নেই। সেই বাড়ীটা কোথায়? ও তো দেখতে পাচ্ছে না। যেখানে ও এপিফানভ আর কোলিয়ার সংগে গ্রীষ্ম যাপন করেছিল। তবে কি ও ভুল করছে? না, যে জায়গাটায় কুটীরটা ছিল সেখানে আজ একটা নতুন বাড়ী হচ্ছিল।

আর সেই ব্যারাকগুলো কি হল?—সেই সব প্রথম কোমসোমোল ব্যারাক?

সেরগেই অনেক কিছুর ভীড়ে সেগুলোকে আজ আর দেখতে পেল না। তারপর ও আবিষ্কার করল যে বারান্দা আর দু'ধারে দালান দিয়ে টেনে বড় করে দেওয়া হয়েছে সেই পুরানো আবাস। একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে আসে বালতি হাতে। রাস্তার হাইড্রেনের দিকে দ্রুত পায়ে চলেছে। ওই তো এপিফানভের জানলাটা যেখানে ছিল। ও দেখল একটি মেয়ে। দশ বছর বয়েস হবে প্রায়। জানলায় বসে। সে পড়ছিল। ও মাথাটা একবার তুলল। কৌতূহল নিয়ে সেরগেইয়ের দিকে তাকাল। তারপর ওকে দেখে হাসল। মেয়ে লোকটি তার বালতি নিয়ে ফিরে এল।

"মাপ করবেন, আপনি কি আমায় বলতে পারেন এপিফানভ এখানে থাকেন কিনা?"

"এপিফানভ? জাহাজের পাল আর পোশাক বানায়?"

"আলেকসি এপিফানভ—এককালে গভীর সমুদ্রের ডুবুরি।"

"এককালে কি ছিলেন উনি জানি না। তবে আপনি যদি সেই মজার দরজির খোঁজ করেন তবে বলছি উনি ঐ সোশ্যালিস্ট কোয়ার্টারে থাকেন।"

"সোশ্যালিস্ট কোয়ার্টারটা কোথায়?"

"—ওই যে দেখছেন? ওই বড় বাড়ীগুলো। বলবেন প্রথম কোমসোমোলদের বাড়ীটা কোথায়? তাহলেই দেখিয়ে দেবে।"

সেরগেই দাঁড়িয়ে থাকে। কি করবে ভেবে পায় না। দেখল ছোট ছোট ছেলেরা ওকে ঘিরে ধরেছে। সবার বড়টির বয়স প্রায় দশ।

"আপনি কি ডুবুরিকে খুঁজছেন? আসুন আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

"তোমরা তাঁকে চেনো?"

"নিশ্চয়। তাঁর বউ তো লিডা। উনি তো রাইফেল ছোঁড়া শেখান। উনি ছিলেন ট্রাক ড্রাইভার। কিন্তু এখন উনি জাহাজের পাল তৈরির কাজ করছেন। তাই এখন পড়াশুনার সময় ওঁর আছে। তানিয়া তাঁর বন্ধু কি না। এই যে বাচ্চাটা ওর ছেলে।"

তানিয়ার ছেলে নাক কুঁচকে ভারিক্কি চালে সেরগেইয়ের দিকে চেয়েছিল। মনে হল ওর বয়স ছয়।

"বেশ বেশ, তা আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চল।" সেরগেই বলল। যদিও তানিয়া কি লিডাকে ও চিনত না, আর জানতও না যে এপিফানভ ট্রাক চালক হয়েছে।

অবশ্য, নতুন নতুন বাড়ীতে ওরা ওকে নিয়ে গেল না একেবারে সোজা একটা বাড়ী তৈরির জমির দিকে নিয়ে চলল।

"আরে আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

"আপনি ওনাকেই চাইছেন তো? উনি ওই 'শিল্প কেন্দ্রেই' তো আছেন।"

"শিল্প কেন্দ্র"টা আবার কোথায়?"

"এ মা কি বোকা। মস্ত বোকা। কখনও তার নাম শোনো নি?"

ওদের সংগে যেতে যেতে সেরগেইয়ের চোখে পড়ল আরো অনেক পরিবর্তন। এখানে ছিল একটা পুরানো গোলাবাড়ী। তারাস ইলিচের বাড়ীর ঠিক পাশে। সেখানে এখন একটা দু'তলা অফিস বাড়ী উঠেছে। এখানে ছিল একটা খালি জায়গা। ফাঁকা রাস্তাটা সোজা চলে গিয়েছিল নদীর ধারে।...আর হ্যাঁ, কোথাও কাছেই ছিল পাকের আড্ডা। এখন জায়গাটা দখল করেছে অনেকগুলো গুদাম ঘর। ডক, একটা ছোট রেলের ন্যারোগেজ পথ। "বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ।" "ধূমপান নিষেধ।" এখানে সেই পাহাড়ের ধারে ওরা পাশা মাৎভেয়েভকে কবর দিয়েছিল। কিন্তু এটা কি? পাহাড়ের ধারে সমস্ত জায়গাটায় সার সার বাড়ী হয়ে গেছে। যে দিকেই ও তাকায়, ওর চোখে পড়ল অনেকগুলো ভারা তার তলায় বাড়ী উঠছে। আহা, পাশা, আজ নব নগরের বাড়ী উঠছে তোমার সমাধির মাথায়। আর কেনই বা উঠবে না? তুমি চিরকাল জীবনকে ভাল বেসেছ। তুমি ভাল বেসেছ মানুষের বাড়ী, তুমি ভাল বাসতে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে।

নদীর পাড়ের কাছে এসে ওরা থামল। সেরগেই দেখল আর দেখেই যেন ওর বুক উড়ে যাবার উপক্রম। একি! ডজন ডজন লম্বা লম্বা থাম। মোলায়েম দু' সারিতে দাঁড়িয়ে আছে শূন্যে শীতের আকাশের গায়ে মাথা তুলে। আকাশে হেলান দিয়ে। দেখে মনে হয় না সিমেন্টে ঢালাই যেন কাগজ কেটে বানানো। ওদের সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে—একদিন যেখানে একটা দীঘি ছিল। সেই যেখানে কাসিমভ পাতি-হাঁস শিকারে যেতো। আর সেই বিস্তীর্ণ তাইগার বনভূমি। কোমসোমোলদের সেই প্রথম বাসভূমি যে জমি-জায়গাটা সাফ করে ফেলেছিল তারা, যেখানে ওরা একদিন গাছের গুঁড়িগুলোর ওপর বসে তাদের আহার সেরে নিত (এখন সেই গুঁড়িগুলো কোথায়, আর কোথায়ই বা ক্লাভা লিলকা যারা ছেলেদের কাছে সাদরে তাদের খাবার এনে ধরত?) এখন সেখানে ছড়িয়ে আছে একটা প্রশস্ত সমতল রেলপথের চিকে কাটা এধার থেকে ওধারে। এই সমতল গিয়ে শেষ হয়েছে বাঁধের ধারে। যে জায়গাটাকে ওরা গোপন রেখেছিল। ও আর তোনিয়ার সেই অভিসার সেই মিলন ক্ষেত্র। (কত কষ্টই না সে পেয়েছিল। বেচারী তোনিয়া! কে জানে এখন তার কি হয়েছে! একদিন কী রকম দেমাকে মেয়েই না সে ছিল!) থামগুলো ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছিল গুদাম ঘরগুলি। অনেকগুলো বাড়ী, ভারা সারি সারি। আরো দূরে—বেড়া ঘেরা একটা অঞ্চল ভেতরে অনেক দোকান আরো আরো দূরে সেই

করাত কল। (করাত কল! এটাও এখন আগের চেয়ে দ্বিগুণ বড়। ওর মনে পড়ল সেই দিনের কথা। যেদিন এটার প্রতিষ্ঠা হল। আর ওদের মনকে ঘিরেছিল কী আনন্দ! যেদিন প্রথম বাঁশি বেজে উঠল। কলের বাঁশি। স্মৃতি প্রায় তার দুচোখে নিয়ে এল অশ্রু।)

"এই তো সেই। শিল্প কেন্দ্র।" একটি ছোট ছেলে বলল। "তুমি নদীর পাড় দিয়ে গড়িয়ে নামতে পারবে, কমরেড লালফৌজ?"

ওরা সবাই এক সংগে গড়িয়ে নামে। অনেকগুলো বুটজুতোর তলায় দলিত পিষ্ট তুষারে ওদের চলার পথটা কাদা হয়ে যায়। ওরা এভাবেই চলতে থাকে।

"এখানেই চুমাকভ আর সাভেলোভা প্রথম স্থান পাবার জন্যে লড়ছে" তানিয়ার ছেলে গম্ভীর মুখে জানাল।

জেটির মাথায় কংক্রিট ঢালাই করা হচ্ছিল। দুটো দিন পাশাপাশি কাজ করছিল। একটা গাধা-ইঞ্জিন জমিতে প্রচুর তালপাকানো মশলা কংক্রিট বয়ে আনছিল। ক্রেনে করে মশলা তোলা হচ্ছে আর সেগুলো পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে শ্রমিকদের কাছে।

ঘরের থামগুলোর তুলনায় ক্রেনটা মনে হল তেমন লম্বা আর শক্তিশালী নয়। তার শক্তি পরিষ্কার বোঝা গেল শুধু যখন ঢাকনি খোলা বড় বড় গামলা এক সংগে তুলতে লাগল, বাতাসে দুলিয়ে দিয়ে গামলাগুলোকে ক্রেন এনে এনে জমা করছে মঞ্চের ওপর। আশ্চর্য বাধ্য একটি শ্রমিক যেন। ক্রেন চালক এটি নিয়ন্ত্রিত করছেন, এপিফানভ ঠিক যেদিকে মোড় ফেরাতে বলছে—সংগে সংগে ঘুরছে—গতিবেগ প্রায় অনুভব করাই যায় না। এপিফানভ সবচেয়ে উঁচু প্রাচীরের পাটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হাত দিয়ে ইংগিত করছে। বড় একটা চীৎকার করছে না। হাঁক-ডাকও নয়। চোখে দেখা ইংগিত ইশারায় ও সমস্ত কাজটি নিঃশব্দে করে চলেছে। বুড়ো আংগুল নামছে, বুড়ো আংগুল দুপাশে, হাতের তেলো, উঠছে, এমনিতর হাত দিয়ে আরো নানা ভংগিমার নড়ন-চড়ন। এই সবই ক্রেন চালককে কি করতে হবে না হবে বলে দিচ্ছে আর ক্রেন দ্রুত সংক্ষেপে তা মেনে কাজ করে চলেছে। একটা বিরাট গামলা ঠিক যেন বাজ পাখীর শিকার ধরার মত খাড়া নেমে আসছে যেন মাচাটাকে ভেংগে গুঁড়িয়ে ফেলবে—বিরাট গামলাটা শুন্যে মাঝপথে থামে, মসৃণভাবে চারপাশে দুলল, বিমগুলোর ভেতর দিয়ে সুন্দর আলতোভাবে নিজের রাস্তা ধরে ওপরে উঠল আর তার বেয়ে উঠে শেষকালে থেমে গেল, তার পেটের মাপে আড়াআড়ি নয়, শিকলের ওপর ঘোরাফেরা করল, যাতে আলগা করে মাখা সিমেণ্টের মশলায় ডুবে না যায় এমনি ভাবে। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন শ্রমিক এর ওপর চড়ে, ক্রেন উঠে যায়, মজুরকে ভারী দরজাটা খুলতে সাহায্য করে, তার ভেতর দিকে

ঢালাই মশলা গড়িয়ে পড়ল যেন সসপ্যান বা চাটু থেকে খাবারের থালায় যবের মাড় গড়িয়ে পড়ছে।

অন্যসব মজুর সেই মাড়ের ভেতর রবারের বুট পরে চলা ফেরা করছে, যে জায়গাটা দরকার সেখানে চালছে, তার ভেতর পাটা চালাচ্ছে আবার ভারী বুট দিয়ে সেটাকে ঠেসে ঠেসে মাখছে। ঘুরিয়ে দিচ্ছে মজুরদের মাথায়, তারপর একপাশে এলিয়ে হেলিয়ে দিয়ে, চওড়া গাড়ীটায় এসে থামছে।

'এপিফানভ!'

এপিফানভ ঘুরে দাঁড়াল। যেখানেই দেখুক সেরগেই ওকে চিনছে। কিন্তু এপিফানভ ওকে চিনতে পারছে না কেন?

"এপিফানভ! আমি গোলিৎসিন, সেরগেই!"

"তুই, তাই না কি রে?"

সেরগেই দেখতে পায় এই সাক্ষাৎকার এপিফানভকে খুশি করতে পারে না।

"আমাকে চিনতে পারছিস না?"

এপিফানভ নিরুৎসুক ভাবে জানায় পেরেছে ওকে ওর মনে আছে। ও হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ও কি কোমসোমোল।

"আমি শিগ্গিরই হবো রে," সেরগেই জোর দিয়ে বলল। "অতীতের কথা ভুলে যা, শেষ হয়ে গেছে। কাগজ পড়িস নি?"

"সেই গোলিৎসিন তুই নাকি রে?"

"হ্যাঁ ভাই আমি।"

"বাঃ। তাহলে, কেমন আছিস বল?"

গাধা-ইঞ্জিনটা আরো ফ্ল্যাট-গাড়ী নিয়ে এল। সেরগেই এপিফানভের পাশে এসে জায়গা করে নিয়েছে। এখন আর ভয়ে ওর সেই পায়ের কাঁপুনি নেই। দেখে অবাক হয়ে যায় ও কেমন করে ফেদিয়া চুমাকভ আর মেয়েদের দল তাদের কাজ করে চলেছে। গরম চোলা জামা পরা ওই মোটা চেহারার লোকগুলোর ভেতর ও কাউকে চিনতে পারল না। পরণে ওদের উরু পর্যন্ত টানা বুট জুতো আর চওড়া টুপি। ও আঁচ করে নেয় ওদের মধ্যে কারা মেয়েছেলে। চিনতে পারে। শুধু তাদের খাটো গোল চেহারা দেখে।

"এই, এই মালের বোঝাটা আমাদের যাচ্ছে," একটি পুরুষ কণ্ঠ হাঁক দেয়, সেরগেই চিনতে পারল সে ফেদিয়া চুমাকভ। ফেদিয়া রেগে গিয়েছে। তাদের অংগভংগী দেখে বোঝা যায়। সে দাবী করল যে মশলাটা তার দলকে পাচার করা হোক। কিন্তু ঠিক তখনই মেয়েদের দলের নেতা ভারার দেওয়ালের ওপর থেকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রচণ্ড রাগে চেঁচিয়ে উঠল,

"আমি চাই ওটা। কে বলছে তোমাদের আছে। তোমাদের তো এখন পালা নয়, তাই নয়? তোমাদের সময় আসুক। এদিকে পাঠাও! দাও আমাদের ওটা!"

এপিফানভ একটুখানি হাসে। আর আঙুল নেড়ে চুমাকভের দিকে মশলাটা পাঠিয়ে দেয়। সাভেলোভা মুখটা লাল করে এপিফানভের দিকে তাকায় অপমানে।

"আমাকে কি করতে হবে, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব? আরে তুমি তো ঐ চাকার কাছটায় চর্বি মাখাবার জন্যে বার বার যাচ্ছ। তা আমায় দাও না হে, ওহে টুপি মাথায় দাদা, আর তুমি তো—"ফেদিয়ার দিকে ফিরে, "অত কাঁচু মাচু মুখ করে চেয়ে থেকো না, আহা তোমার মত ফুটফুটে একটি মেয়ে, দিব্যি বুট পরে চালাক চতুর!"

ফেদিয়া চুমাকভ হাসল। মাথা মশলার গামলাটার ওপর লাফিয়ে উঠল। একটা লম্বা হাতা দিয়ে আটকে থাকা সিমেণ্ট মশলা ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিতে থাকে।

এই দু'জন নামকরা কংক্রিট ঢালাই মিস্ত্রিকে টানা হেঁচড়া করতে দেখে সেরগেই জিজ্ঞাসা করল, "ফেদিয়া ওর কাছে এটা নিয়ে নেবে কেন?"

এপিফানভ তেমনি চাপা হাসিতে ক্রেন পরিচালনা করে চলেছে। সেরগেইয়ের দিকে সাভেলোভা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। একে চিনতে না পেরে সে মুখ ঘুরিয়ে নিল কিন্তু সেরগেই রাগত ও অথচ সরলমনা নারীর চোখের চাহনি আর সেই মুখ ঠিক চিনতে পারে, একটু গোল গাল হলেও, তেমনি গোলাপী আর সেই চ্যাপটা নাক মুখের গড়ন একই রকম আছে। আগের মতই। অবাক হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "লিলকা!" সে লিলকা না হয়ে যায়। হ্যাঁ সে-ই তো! তার শেষ নামটা বড় একটা কেউ জানত না। আর এখন, যদি তুমি কিছু মনে না করো, সে হয়েছে নামজাদা এক বিখ্যাত ঢালাই মিস্ত্রি—নব নগরের স্থপতি শিল্পী সাভেলোভা!

গামলাটা এবার নিরাপদে এসে জিরেন নেয়। এপিফানভ জবাব দিল, "আরে ও নেবার জন্যে অমন করবে না তো কি? ও ওর বউ তো, আর বউ বা রেডিওর সঙ্গে তো বচসা চলে না।"

পরমুহূর্তেই ওর হাত দুটো পরের গামলাটাকে মেয়েদের দলের দিকে পাঠিয়ে দিল।

কাজের দিন শেষ হয়ে এল, নতুন ক্লাব বাড়ীটা জীবন স্পন্দনে চঞ্চল। অসংখ্য বন্ধ দরজার পিছন দিক থেকে অরণ্য বাতাসের শব্দ ভেসে আসছে। আর তারের যন্ত্র—একটা একক বেহালার কাঁপা কাঁপা স্বর আর তাদের সবার ওপরে ছাপিয়ে উঠছে একটি নারী কণ্ঠের ব্যায়ামের শব্দ, আ-আ-আ-আ…।" ব্যায়ামাগার থেকে ভেসে আসে উৎসুক হাত চাপড়ানির শব্দ।

গ্লাইডার প্লেন ওড়ানোর বৈমানিকরা একটি ঘরে ব্যস্ত—মডেল দেখাচ্ছে। একটা দরজায় লেখা "বন্দুক ছোঁড়ার মঞ্চ"। দরজাটা খুলল। একটি বাদামী চুল মেয়ে ঘরে ঢুকল লীলায়িত ভঙ্গিমায়। এপিফানভকে দেখে বলে উঠল, "আলেকসি, ওরা মহলায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।"

সেরগেই দিকে চোখ পড়তেই সে বিনীতভাবে মাথা নেড়ে বলল, "স্বাগত বন্ধু, আসুন না, দেখুন কি হচ্ছে।"

প্রথমেই সেরগেই একটু বিস্মিত হল। তার দিকে লক্ষ্য দেবার গরজ তার না থাকলেই বা কি, কিন্তু পরমুহূর্তেই উপলব্ধি করল যে তার পোশাকটাই তো একটা পরিচিতির ভাষায় উজ্জ্বল।

"লিডা ওকে এদিকে নিয়ে এসো," এপিফানভ বলল। "আমায় এখুনি বেরুতে হবে—কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমি এপিফানোভ নই—শুধু শ্রেষ্ঠী ভোসমিব্রাতোভ। পরে দেখা হবে চলি।'' আর বলতে বলতে সে একটা দরজার পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেরগেই শুনতে পায় আর সবার গলা ছাপিয়ে উঠছে তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। লিডা এমন প্রাণবন্তভাবে কথা বলে চলেছে সেরগেই তাকে জিজ্ঞাসা করতে কোনো দ্বিধা বোধ করল না, "তোমাদের কোমসোমোল সম্পাদক কে?"

"আন্দ্রেই ব্রুগলভ। দারুণ চমৎকার লোক।"

"তা আসল গোড়াকার কোমসোমোলরা কি অনেকেই এখনও এখানে আছেন?"

সে তাদের জনা কয়েকের নাম করলে আর সেরগেই তো তাদের সবাইকেই জানত। স্বভাবতই কাতিয়ার ভালিয়ার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, জেনা কালুঝনি ছিল সেনা বিভাগে। সে সেমা আলতশুলারের নাম উল্লেখ করে না। সেরগেই জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা সেমা আলতশুলারের খবর কি?" লিডা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল।

"তুমি তাকে কিভাবে চিনলে?"

"ও, আমার সঙ্গে এমনি আগে থেকেই চেনা ছিল।" লিডা আবার ওর দিকে তাকাল, এবার সন্দিগ্ধভাবে, আর সংযতভাবে বলল, "সে তো এখানেই। ও করাতকলে কাজ করছিল তবে জেটি ঘাটে কাজ করছে। আজকের ডাক হল, "সব কোমসোমোল জেটি চলো! আগেকার সমস্ত কোমসোমোল এখন সেখানে কাজ করছে।"

তখন সেই স্ত্রীলোকটি একটি গান গাইছিল!

"হলুদ মাঠেতে আজ নেমেছে নীরবতা……"

সেই কণ্ঠস্বর…এ কি তার? সেদিন হ্রদের ধারে সন্ধ্যাবেলা ও যে কী গান গেয়েছিল। ও বলেছিল গান এসেছে আকাশ থেকে। সত্যিই কি তার

গলা? সেরগেইর ইচ্ছে হচ্ছিল দরজা খুলে তার ভিতরে তাকায়, কিন্তু লিডা সেটা অনুমান করেই চমকে ওঠে।

"ও, না! সে গলা সাধছে! একক গায়িকা একজন।"

"কে ও? কী গলা।"

"ও আমাদের হাসপাতালের ম্যানেজার। প্রথম কোমসোমোলদের একজন। সত্যি কি বলব তোমায়, দেখবে একখানি মেয়ে বটে! ওদিকে ওষুধ-পালা নিয়ে ডাক মারফৎ পড়াশুনা, তবু তার ভেতর চলছে গান, সময় করে গলা সাধা। আমরা চেয়েছিলুম ওকে উদ্ভিদ সংরক্ষণশালায় পাঠাতে কিন্তু ও রাজী হল না।"

"পূর্ণ আমার হৃদয়খানি
বিদায় বেলায় ব্যাথার মালায়
দুঃখ রাতের দহন জ্বালায়,
নিষ্ঠুর যত কথার বোঝা সবাই দিলে আনি
কানে আমার আজও তাদের
করুণ সুর শুনি।
বাজে করুণ গীতিখানি।
সেই সুরেতে পূর্ণ আমার হৃদয়খানি।"

জড়তাহীন মুক্ত কণ্ঠে তার গান বাজে। সবলে। কী এক অনুভূতির প্রেরণা জাগে সে সুরে।

"একি তবে তোনিয়া?" সেরগেই রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করে।

লিডা তার দিকে সোজা তাকিয়ে থাকে। আর তার মুখের ওপর ভাসে গাম্ভীর্যের ছায়া।

"হ্যাঁ।" ঠাণ্ডা গলায় বলল। "তোনিয়া। ওর বিয়ে হয়ে গেছে। দুটি ছেলে আছে। ও খুব সুখী।"

লিডা ওকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই দৌড়ে এপিফানভের কাছে চলে আসে। সে তখন মঞ্চে।

"ও কি গোলিৎসিন?" একদমে কথাগুলো বলে ও হাঁপায়। "হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি না কি বলব···তোমাকেই বা কেমন করে বলি।"

"বলো!" সে বিরক্ত হয়ে বলল। "কথাটা [illegible], তোনিয়াকে কি বলবে অথবা হতে পারে আমাদেরও বলা উচিত না?"

সেরগেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ব্যথিত, বিধ্বস্ত, ঐ নারী কণ্ঠস্বরে উত্তেজিত উৎকণ্ঠিত। এই দুবছর ধরে সে যা ভেবেছে অনুভব করেছে আর যা নিয়ে যন্ত্রণা পেয়েছে, সহসা সব কিছু একটা উৎকণ্ঠিত আর্তিতে ফেটে পড়তে চাইল। ওর মনে হল ও একা, পরিত্যক্ত, সম্পূর্ণরূপে কষ্ট ক্লিষ্ট

ওর প্রাণ। জীবন তাকে আবদ্ধ একটা খাঁচায় ফেলে রেখে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। কেউ তাকে চায় না। সবাই তাকে ভুলে গেছে, তোনিয়া, যে তাকে নিবিড়ভাবে ভাল বেসেছিল, তাকে ভুলে গেছে, কত সুখী হয়েছে, আজ তাকে ঘিরে আছে প্রেম আর সম্ভ্রম। ও একদিন এই সব লোকদের চিনত, আজ ও চিনল, কিন্তু কেউই তাকে চিনল না। লিলকা—সেই বোকা চুলবুলে মেয়ে লিলকা যার বিয়ে হয়ে গেছে আর আজ যে বিখ্যাত ঢালাই মিস্তিরি সাভেলোভা শিল্পী স্থপতি—এমন কি সেও তাকে চিনল না! সেরগেই একা নিঃসঙ্গ অবজ্ঞাত এক আগন্তুক।

তা এ নিয়ে আর কি করা যাবে? ও কমিসারকে সব কথাই খুলে বলেছে। কুচকাওয়াজের সময় ও হিম্মৎ দেখিয়েছে। খবর কাগজে ওর নাম আলাদা করে ছাপা হয়েছে। কিন্তু তার পুরোনো বন্ধুদের ক্ষমায় ধন্য হয়ে তাদের কাছে অভিনন্দিত হবার জন্য এটাই কি যথেষ্ট? এটাই হল সব—আসল কথা। এ শহরে কেমন করে ও অচেনা মানুষের মত থাকবে যেখানে তার সমস্ত স্বার্থ আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত কেমন করে ও সেই লোকগুলোর চোখের দিকে চেয়ে দেখবে যাদের সঙ্গে ওর দেখা হল এতদিন বাদে, যদি এই মানুষগুলো ও কে তা জানতে পেরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, "পলাতক! তুমি যে অনেক দেরিতে ফিরে এলে। আমাদের সেই সব সত্যিকারের দুঃখের দিন আজ ফুরিয়েছে।" না, এটাই সব নয়, কমিসারের কাছে সব কিছু স্বীকার করাই কি সব? ও এখন যাবে ক্রুগলভের কাছে, তার কাছে সব কিছু খুলে বলবে, বলবে, "ওগো, যদি তোমরা পারো অতীতকে ভুলে যাও; আবার আমাকে পরীক্ষা করো।"

ও চমকে উঠল। থমকে দাঁড়াল। ক্রুগলভ ওর দিকে আসছিল। ওর মেষ চর্মের পোশাকের কলারটা খোলা। এগিয়ে আসছে ব্যস্ততা নেই পদক্ষেপে। একটি মানুষ যে স্থিত সংকল্প দৃঢ়চেতা। ক্রুগলভ। শুধু মুখের ভাবে একটুখানি ছাড়া খুব কমই বদলেছে। মুখটা আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে, দুটি ওষ্ঠে দৃঢ়তর এক প্রত্যয়, ললাটে গভীরতর বলিরেখা। চোখের দৃষ্টিতে অন্য একটা দীপ্তি। স্বপ্ন নয়। সেদিনের সেই কমনীয় আলো নয়। সেই যেদিন কোমসোমোলরা তাঁবুর ধারে আগুন পোহাত বসে প্রচণ্ড শীতের রাতে, তর্ক বিতর্ক করত, তাদের ভাবীকালের স্বপ্ন নিয়ে কত কথাই না বলত। আজ ক্রুগলভের চোখে আরো নিবিষ্ট নিবিড় একটা দৃষ্টি। তাদের প্রতিজ্ঞার ভেতর ঝলমল করছে একটি মানুষের ভিতরের সমস্ত জীবন যে অনেক ভেবেছে আর একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে। যে লোকের চোখ দুটি এমন সে নিশ্চয়ই সেরগেইর কথা শুনবে তাকে বুঝবে।

সেরগেই দাঁড়িয়ে পড়ল। তার জন্যে অপেক্ষা করল। ওর শুধু একটা ভয়ই করতে লাগল। ক্রুগলভ ওকে দেখেই প্রথম কেমন করে চাইবে ওর

দিকে, কি বলবে—প্রথম কথা! ও পরিষ্কার মনে করতে পারল তার সেই পালিয়ে যাবার প্রথম রাত। নদীতে নৌকোটা ঘূর্ণিপাক খেয়ে চলেছে। ক্রুগলভ চীৎকার করে ডাকছে, "বন্ধুগণ! কোমসোমোল ভাই সব! ফিরে এসো!" তার পরিবর্তে সেদিন সে ফিরে পেয়েছিল গালমন্দ আর হুমকি।

এখন ওকে দেখেই ক্রুগলভের মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে? কেমন করে সেরগেই ওকে বিশ্বাস করাবে যে সেই আগেকার গোলিৎসিনের আর কোনো অস্তিত্ব নেই, সেরগেই নিজেই সেই প্রাক্তন গোলিৎসিনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণা করে দিয়েছে!

আর বেশি দূরত্ব নেই ওদের! ও আসছে! পাঁচ পা চার পা তিন……।

ক্রুগলভের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে সেরগেইর ওপর আর সে চাহনিতে ছিল স্বাগত শুভেচ্ছা। তবে কি ও ওকে চিনেছে? ও কি ওকে দেখে রাগ করে নি? ও কি খবর কাগজ পড়েছে? সেরগেইর অনেকক্ষণ থেকে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর সংগে কথা বলে। কিন্তু মুখে কোনো কথা যোগায় না। ও অপেক্ষা করল।

ক্রুগলভ লাল ফৌজের সৈনিকটিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। সে নব নগরের দিকে চলেছে। সে ওকে চিনতে পারল না। গোলিৎসিনের অস্তিত্ব ওর জীবনে আর নেই। অতীতের অন্ধকারে সে সমাধিস্থ। বিস্মৃতির তালিকায় সে আজ শুধু একটি নাম।

সেরগেইর মনে হল যেন সত্যিই তার আজ আর কোনো অস্তিত্ব নেই।

চার

নগর নির্মাণের জমিতে কাজের প্রবলতম জোয়ার নেমেছে। কেননা আজ সবার মুখে একই জিজ্ঞাসা। পরিকল্পনা শেষ করতে হবে। কাজ কাজ আর কাজ! তার জন্যেই তো আজ এই নব নগরের সৃষ্টি। নীল কাগজের চিত্রাংকন থেকে আজ জাহাজ-ঘাঁটির রূপান্তর ঘটেছে শক্ত মাটির ওপর। পরিকল্পনা রূপান্তরিত বাস্তবে। আজ এখন ফেটে বেরোচ্ছে তার ভারা বাঁধা কাঠামোর ভেতর থেকে। প্রতিদিন কাজের চেহারা তার মাপ বিস্তৃত হচ্ছে। আর প্রতিদিন জনশক্তির অপ্রাচুর্য তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

লালফৌজের সংগঠনগুলি, নির্মাণের কাজে এসে পৌঁছেছিল, আর প্রতিদিন নতুন শক্তিতে কাজ আর কাজ। সাধারণ কর্মস্রোতের মাঝখানে তারা একাত্ম হয়ে গেছে, বিপুলভাবে কাজের গতি বাড়িয়ে চলেছে। আসন্ন প্রায় বসন্ত। সময়ের একটা বিন্দুতে চিহ্নিত। সেখান থেকে প্রচণ্ড এক নতুন কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হয়েছিল। শুরু হয়েছিল দ্রুত কাজ শেষ করে ফেলবার

প্রথম সার্থক সূচনা। ইতমধ্যে দ্রাচেনভ তার সমস্ত নৈতিক ও বাস্তব সামগ্রী বা সম্পদ পাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। এই সব সম্পদের মধ্যে পরবর্তী কালে দেখা গেল যে প্রচুর কাঠ গুদামজাত করে রাখা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গাছ ফেলা হয়েছে সারা শীতকালটা ধরে। নদীর দক্ষিণ তীর জুড়ে উপবসতির শিবিরগুলিতে স্তূপাকার গাছের গুঁড়ি উঁচু হয়ে উঠেছে। ট্রাক এবং ট্রাক্টারগুলো তিন খেপ ধরে কাজ করে চলেছে। আমুর পেরিয়ে বরফের রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে কাঠ আর কাঠ কিন্তু তবুও ট্রাক এবং ট্রাক্টারগুলো বসন্তকালের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কাঠের গুঁড়ি জমায়েত করতে পারেনি।

মার্চ মাসে সেমা আলতশ্চুলারের মাথায় একটা বিদঘুটে চিন্তা খেলে গেল।

সে আর দ্রাচেনভ ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু। সোনিয়া ইশাকভের বিষয়ে দ্রাচেনভ বলেছিল, "সে আমাকে কোমসোমোল নিয়ন্ত্রণের কাজ দিয়েছে" সেমা আলতশ্চুলারের বিষয়ে বলেছিল "সে হল কোমসোমোলের মস্তিস্কের স্নায়ুকেন্দ্র।"

দ্রাচেনভ সেমার ইদানিংকালের বুদ্ধির খেলায় বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। ওরা দুজনে আমুরের বরফ ধরে গাড়ী চালাচ্ছিল, মাঝে মাঝে থামছিল, পাড় বেয়ে ওপরে উঠছিল; নিম্নস্বরে আলোচনা করছিল হাত পা নেড়ে—সেমার চালচলন বেশ খোলামেলা এবং দিলখোলা একটা ভাবাবেগ তার সমস্ত চালচলনে। দ্রাচেনভের কথাবার্তা কাটাকাটা এবং সমস্ত সংক্ষিপ্ত ওরা উপবসতি শিবিরগুলো পরিদর্শন করছিল। ওখানে গিয়েও আবার সেই নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক আর হাতমুখ নেড়ে নানা আলোচনা। আবার ড্রাইভারকে নিয়ে গাড়ী করে ফিরে আসা প্রচণ্ড গতিতে অফিসে। তারপর দ্রাচেনভ ইঞ্জিনিয়ার আর শাসন বিভাগের কর্মচারীদের নিয়ে এক সভা ডাকলেন।

পরদিন এক অত্যন্ত অসাধারণ রকমের কাজ শুরু হল। টানা আট মাইল সমস্ত রাস্তাটা উপবসতি শিবিরগুলোকে নব নগর থেকে আলাদা করে রেখেছে। সেখানে শ্রমিক আর লালফৌজের সৈনিকরা নদীর বরফ জুড়ে খানিকটা পাতলা ঢালাই কংক্রীটের তাল এনে ফেলেছে। বেশী নয়, এক মিটার গভীর আর দেড়মিটার চওড়া। প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে অনেক ইঞ্জিনিয়ারও আছেন। দ্রাচেনভ সমানে কাজ করে চলেছেন। বলতে গেলে কাজের জায়গা থেকে নড়ছেনই না। আর মাঝে মাঝে একটা কোদাল দিয়ে বরফের চাঙড় কেটে তুলছেন! হাফিয়ে ওঠা না পর্যন্ত বিরাম নেই। ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "মানসিক শক্তি চাইছে কিন্তু পেশী দুর্বল।" বরফের মধ্যে একটা বড় গর্তের পাশে নদীর পাড়ের ওপর একটা শক্তিশালী পাম্প বসানো হয়েছে, যেখানে ট্রাক্টরগুলো

কাঠের গুঁড়ি এনে জড়ো করছে ঠিক তার মোড়ের মাথায়। মশলা তোলা যন্ত্রগুলো শেষবারের মত উপুড় হয়ে পড়ার সংগে সংগে হাতে লোহার আংটা নিয়ে লোকেরা সব দাঁড়িয়ে পড়ছে সেই যন্ত্রের একধার থেকে আর এক ধার পর্যন্ত টানা জায়গাটা জুড়ে। তাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে কয়েক পা দূরে দূরে। পাম্প চালু করা হল, প্রবল উচ্ছ্বাসে কলকল শব্দ করতে করতে জল বয়ে চলল সিমেণ্টের মণ্ডের ভেতর দিয়ে আর ছুটে চলা জলের মাথায় ভাসিয়ে দেওয়া হল কাঠের গুঁড়িগুলোকে।

"এই একটা চলল!" দ্রাচেনভ প্রথম গুঁড়িটা ঠেলা দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

"আর একটা যাচ্ছে।" সেমা চেঁচিয়ে ওঠে দ্বিতীয়টায় ধাক্কা দিয়ে।

কাঠের গুঁড়িগুলোকে নদীর পাড় বেয়ে খালে গড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। খালের জলে পড়তেই ঝপ্ করে একটা শব্দ হয়। যে লোকগুলো ধাক্কা দিয়ে ফেলছে তাদের গা মাথা ভিজে সপ্‌সপে! আর ওরা কাজ করে যায়। যেন কিছুটা অবাক হয়ে অনিচ্ছায়—কাঠের গুঁড়িগুলো ওদের জল ছিটকে ভিজিয়ে দেয়, ওরা কিছুটা জলে নেমে, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে, বরফের দেওয়ালে শরীরের পাশটা মুছে ঘষে নিয়ে আবার গুঁড়ি গড়িয়ে দেয়। ওরা কাজ করে।

"নাও ঠেলো!" গুঁড়িগুলোকে যারা ঠেলে গড়াচ্ছে শোনা যায় তাদের চীৎকার।

এমনি করে কাটা গাছের গুঁড়ি ভাসানো চলে বরফের ওপর। এর আগে এমনতর কাজ কখনও হয় নি।

নদীর বুকে যে কর্মধারা প্রবাহিত তা যেন নব নগরের সমস্ত জীবনকে আবর্তিত করে চলেছে। খবর কাগজে এ কথা লিখেছে। কাজের মাঠে, পথে, ক্যান্‌টিনে, বাড়ীতে লোকের মুখে মুখে আজ এই একটাই কথা। আমুর নদীকে বাঁধছে মানুষ। নদীর বুকে কাজ চলেছে। মানুষ ঘুমোতে যায় তখনও এই খালের স্বপ্ন তার মাথায় ঘোরে। এই একটাই ভাবনায় ভরে থাকে মন। শিশুরা খেলছে—অন্য খেলা নয়,—'বরফ-কাটা খাল'—এই একটাই খেলা। ছেলে বুড়ো এমন কেউ নেই যে নদীর ধারে গিয়ে এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে অবাক হয় নি। এমন কোনো কর্মক্ষম লোক নেই যে অন্তত ঘণ্টা কয়েকের জন্যে খালে কাজ করে নি। নব নগরের স্কুলের ছেলের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হল—সবচেয়ে বড় খেলা হল খালের জলে একটা নাও বাঁধবার আঙটা ছুঁড়ে দেওয়া। মেয়েরা ক্রুগলভের সংগে ঝগড়া বাঁধায়। কেন না ওদের খাল কাটার কাজে নেয় নি সে।

নদীতে এখন ক্রুগলভের প্রায় সারাটা দিনই কাটে। তার কর্তব্য তো লোক খাটিয়ে আর তাদের কাজ বুঝিয়ে দিয়েই শেষ হয় নি—কেন না পাঁচ

মাইল লম্বা লাইনটাতে সারা দিন রাত লোক লাগাতে হবে ; তাকে এটাও দেখতে হবে যে এই লোকগুলোর ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ না পড়ে আর তাদের ঠাণ্ডা লেগে সর্দি না হয়। কাজটা খুব কঠিন।

কুয়াশা তো আছেই, তার ওপর দিনের বেলা বাসন্তিক সূর্য তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে, তবে সন্ধ্যে হতে না হতেই বেশ ঠাণ্ডা পড়ে, সূর্য নিস্তেজ হয়ে আসে, নদীর এপার ওপর শিরশিরিয়ে কেঁপে ওঠে হিমেল হাওয়ায়, লোহার আঙটাগুলোয় চাপ চাপ বরফের আস্তরণ জমে, খালি হাতে যদি কেউ সাহস করে তাতে হাত ছোঁয়ায় তাহলে কন কনে ঠাণ্ডা লোহায় যেন হিম ফোসকা পড়ে। জল জমতে শুরু করেছে খালে, ফলে কাঠের গুঁড়ি ঠেলে সরিয়ে দিতে গিয়ে শ্রমিকদের বরফের চাংগাড় ধ্বসিয়ে দিতে হয়। কখনও কখনও কাঠের গুঁড়ি আটকা পড়ে জমা বরফের ফাঁক-ফাটলে। তখন আর সময় নষ্ট করার সাহস হয় না। তাহলে যে গড়িয়ে নামা কাঠের গুঁড়ির ভীড় জমবে। ঠাসা, বন্ধ। জ্যাম। এরকম একটা সংকটে লোকটি হয়ত তার সমস্ত শক্তি দিয়ে জোরে ধাক্কা দিল, লাফিয়ে উঠল গুঁড়ির মাথায় ডুবিয়ে দিতে, আর দেখতে হবে, বরফ জলে চান করে ভিজে ন্যাতা হয়ে না যায়। মাঝে মাঝে তাও হত। নদী পথে যাওয়া খালের নিচে গর্তের ভেতর যদি তার পা আটকে গিয়ে ডুবে না যায় তবে তার কপাল ভাল। আর যদি চোরা ঢেউ এসে তাকে বরফের নিচে টেনে নিয়ে যায় তাহলে সে গেল তাতে আর কোনো ভুল নেই। কিন্তু তবু যদি সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পা টেনে নিরাপদে উঠে আসতেও পারে তাহলেও রক্ষে নেই—বরফ হিম বাতাস তাকে তার ভিজে পোশাক শুদ্ধ জমিয়ে দেবে আর সেটাও কম বিপজ্জনক নয়।

এমনি এক ঠাণ্ডা দিনে বাতাস যখন উত্তাল ক্রুগলভ আর কমিসার যথারীতি গেছে খাল পরিদর্শনে। প্রচণ্ড উদ্যমে শ্রমিকরা তাদের লোহার আংটাগুলোকে দুলিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে—তা সে গুঁড়িগুলোর গড়ানে টান থাক না থাক শুধু ওদের গা গরম রাখছে। এই হিমেল হাওয়ার দুর্যোগের রাতে।

আন্দ্রেই অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে কাতিয়া স্তাভরোভাকে আবিষ্কার করল।

"তুমি এখানে কি করছ?"

"সবাই যা করে", কাতিয়া মুখ ঝামটা দিয়ে বলে। তার হুক দিয়ে একটা দেবে বসে-যাওয়া গুঁড়িকে ধাক্কা দিল।

"কিন্তু তোমাকে তো বলা হয়েছিল—"

"আহা! চোখ দুটো রগড়ে ভাল করে ঠাহর করো না, আমি একলা না কি?"

আন্দ্রেই চারধারে চেয়ে দেখল। এবার ও খুঁজে পেল আরো কয়েকজনকে। ক্লাভা, লিল্‌কা, সোনিয়া আর অন্য সব মেয়েও লাইনের ওপর কাজ করছে।

"রাগ কোরো না আন্দ্রেই", ক্লাভা ওকে ডাকল। "থাক্‌কে তোমার আর কিছু করবার নেই।"

কমিসারটি হাসলেন।

"দেখো একটা সেনাদলকে হুকুম দেওয়ার চেয়ে একদল মেয়েকে হুকুম করে খাটানো বড় কঠিন। কিন্তু কখনও কখনও আমি ছেলেদেরও ঠিকমত চালনা করতে পারি না—'হায়, বলো দেখি দয়া করে'! মানুষ কি করবে বলো তো?

ওরা, সৈন্যরা যেসব অঞ্চলে কাজ করছিল সেখানে পৌঁছালো। অন্ধকারে ওরা ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারল না কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল তারা নিপুণ দক্ষতায় কাজ করে চলেছে আর সম্পূর্ণ সহযোগিতা রক্ষা করে।

"কি হে ছোকরারা সব জমে যাও নি তো?"

"আমরা ধাতস্থ হয়ে গেছি কমরেড—মার্চ মাসটায় আরো কন কনে ঠাণ্ডা ছিল।"

আধখানা রুপালি চাঁদ উঠছিল। মেঘের আড়াল থেকে সাঁতার দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। জায়গাটায় তার ফ্যাকাশে সবুজ আলো ঢালছে, অন্ধকারের ভেতর থেকে কর্মচঞ্চল মানুষের মূর্তিগুলি আর তাদের পাশ দিয়ে গড়িয়ে নামা কালো কালো উঁচু উঁচু কাঠের গুঁড়িগুলো এবার বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই আলোয়। কাঠের গুঁড়িগুলোকে ভারী ভোঁতা নাক সামুদ্রিক রাক্ষসের মত দেখায়। ওগুলোকে ঠেলে নামানো হচ্ছে আর নৌকোর আংটা দিয়ে না টেনে এখন ওগুলোর এক পাশে বড় বড় লাঠিতে গেঁথে ফেলে টেনে নামানো হচ্ছে। বরফের দেওয়ালের গায়ে ওগুলো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ধাক্‌কা খায় আর তাদের পাশটায় ছড়ে যায় ছিঁড়ে যায়, ওরা যেন তীব্র যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি ছুটে পালায়। চাঁদ ডুবে গেল। এবার অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিগুলি আস্তে আস্তে আরো অবাস্তব মনে হয় আগের থেকে।

আরো ক্লান্ত শোনায় নিষ্প্রাণ কাঠের গুঁড়িগুলোর গোঙানি আর বরফের হিস্‌ হিস্‌ শব্দ!

"কমরেড মহাশয়, আমি কিছু বলতে চাই।"

"বলো।"

"আমাদের একটি ছেলে দুক্ষেপে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছে। আজ বিকেলের দিকে খালে কাজ করতে করতে ওর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে, এদিকে কিছুতে বাড়ী যাবে না। আমাদের ভয় হচ্ছে ও অসুস্থ আর তেমন আত্মস্থও নয়, কমরেড।"

"ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো। কমিসার বলেন।

"সেরগেই, এই সেরগেই!"

ক্রুগলভ চেয়ে দেখল সৈনিকের দিকে। ও কোনো রকমে এসে এ্যাটেন্‌শনের ভংগীতে সেনানায়কের সামনে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। ও কাঁপছিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

"তা, তুমি ডাক্তারের কাছে যাওনি কেন?"

"দোহাই, দয়া করে আমায় এই ক্ষেপটা কাজ করতে দিন কমরেড।"

"তুমি বেশ চট্‌পটে বুদ্ধিমান ছেলে বলে তো মনে হচ্ছে না! তুমি কি চাও আমরা একজন অসুস্থ লোক নিয়ে শেষকালে ফাঁপরে পড়ি?" কমিসার অনুভব করেন তার জামাকাপড় ভিজে সপ্‌ সপ্‌ করছে। জমে হিম হয়ে গেছে।

"তোমার মনে হচ্ছে জ্বর হয়েছে। কি নাম তোমার?" কমিসার সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করেন।

ছেলেটি চট্‌ করে কোনো জবাব দেয় না। একবার কমিসারের সংগীর দিকে ও আড় চোখে তাকায় তারপর দ্বিধাজড়িত স্বরে বলল, "আমার নাম গোলিৎসিন, কমরেড। আমি কি থাকব?"

ক্রুগলভ ভাবল এ কণ্ঠস্বর ওর চেনা। অন্তত ও কেমন করে যেন আঁচ করতে পারে শুধুমাত্র জ্বরে ও কাঁপছে না।

"তা আমি পারি না, আর এরকম একটা ব্যাপার, আমি কিছুদিন অনুমতি দেবো না।" কমিসার শান্তভাবে বলেন, "বোকার মত কথা বলো না, গোলিৎসিন।"

অল্পক্ষণের জন্য চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে ভেসে বেরিয়ে আসে। চাঁদের আবছা আলোয় সে দেখে একটি পরিচিত মুখ। চোখ দুটো আগুনের মত লাল টকটকে। জ্বরতপ্ত দুটি চোখ, ওর সব কিছু মনে পড়ে যায়। আমুরের তীরে সেই এক দীর্ঘ দূর সন্ধ্যাবেলার স্মৃতি। স্টীমার ছাড়বার সময় হয়েছে। আর সে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে উঠেছে। সদ্য দেখা হয়েছে তার লাল ফৌজের এক সৈনিকের সংগে, মুখে একটুখানি সন্ত্রস্ত হাসির ছায়া নিয়ে সে তার প্রতীক্ষায় ছিল রাস্তার ধারে (আন্দ্রেই ভেবেছিল যে এই হাসি বুঝি বা তা লজ্জার সপ্রতিভ হাসি)।

"কি হে গোলিৎসিন, তোমার এখন ফিরে যাওয়াই ভাল হে," ও তার হাত ধরে বলে। "অবাধ্য হয়ো না ভাই, বেশ তো ঠিক আছে এখানে তোমাকে আমাদের কাজ লাগবে।"

গোলিৎসিনের চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর ঢেউ গড়ায়, গালের ওপর বড় বড় জলের ফোঁটা জমে হিম হয়ে যায়।

"পালাও, শিগ্‌গির পালাও, দৌড় লাগাও," কমিসার বলেন।

সেরগেই তার আংটা নামিয়ে রাখে আর শহরের দিকে রওনা হয় খোঁড়াতে খোঁড়াতে, হোঁচট খায় রাস্তায়।

"ওর বিষয়ে আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই," কমিসার বললেন "কিন্তু দেখো, আমার মনে হচ্ছে আমাদের গাড়ীতে ওকে ফিরিয়ে আনতে হবে।"

গাড়ী এল। সেরগেই অসুস্থ হয়ে শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়েছে—অর্ধ চৈতন্য, ক্রুগলভ ওকে সাহায্য করে ভেতরে নিয়ে আসতে। সেরগেই এল। ক্রুগলভের আস্তিনটা চেপে ধরল। আর গুন গুন করে বলল, "আন্দ্রেই...আমি···আ···।"

"আমি সব জানি। এখন শুয়ে পড় সেরগেই। আমি আসছি তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

সেরগেইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।

তোনিয়া আর সেমা ছিল হাসপাতাল সংলগ্ন কাঠের কোয়ার্টারে। তোনিয়ার ইচ্ছে হাসপাতালের ভেতরেই থাকে। কেননা তাতে ও যত ব্যস্তই থাক ছেলে মেয়েগুলোর দিকে চোখ রাখতে ওর সুবিধে হবে। ছোটটা তখনও ওর মাই খায়; বড়টা বেশ চটপটে আর ছোট্টো খাটো—আর সর্বদাই যত দুষ্টুমি বুদ্ধি।

ওদের বাড়ীটা নির্জন উষ্ণ। আর যথারীতি রাতের বেলায় তোনিয়ার সজাগ মায়ের ঘুম। এমন কি ঘুমের ভেতরও তোনিয়ার সজাগ কান শোনে, ওর কোলের ছেলে ঘুমায়, তার ছোট্টো নিশ্বাসের ওঠা পড়ার শব্দ। তোনিয়া হাত দিয়ে আঁচ করে ইলেকট্রিক সুইচ জ্বালে, একটা চোখ খোলে, দেখল সময় হয়ে গেছে।

একটু আগেই সেমা ফিরেছে খাল পাড় থেকে, কিন্তু সেও যেন সজাগ মায়ের সাবধান নিদ্রায় আচ্ছন্ন; কোন অবসাদই যে ওর মন থেকে ওর শিশুদের ভাবনাকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। তোনিয়া শুধু চমকে চমকে ওঠে আর সে একেবারে জেগে ওঠে।

"দাঁড়াও তোমার কাছে ওকে নিয়ে আসছি," বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সেমা বলল।

আলতো করে ও তার শিশুকে তুলে নেয়। তার লাল পোষ ইজের পাল্টে দেয়। তোনিয়ার হাতে তুলে দেয় বাচ্চাকে। খুকি ঠোঁট নাড়ে। লাল টুকটুকে তার ঠোঁট দুটি। আর ছোট ছোট নরম শব্দ করে।

"একটু দাঁড়াও, লক্ষ্মী সোনা—সুভেতা একটু দাঁড়া, আমার ছোট্টো স্নোনা এ্যাই এই যে···"তোনিয়া তার দুগ্ধ পুষ্ট স্তন দুটি বের করে আসতে আসতে ফিসফিসিয়ে বলে। সেও আধজাগা, কিন্তু এখনই যে ওর মন একটা স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ, তার শিশুকে স্তন পান করানোর এক অবর্ণনীয় আনন্দ!

সুভেতা ওর মুখ খোলে। ওর কান্না যেন উত্তরোত্তর চড়তে থাকে। তোনিয়া এবার ওকে মাই দেয়। খুকি তার ছোটটো মুঠি দিয়ে স্তনের উপর চাপ দেয় আর তার তৃষিত ছোট দুটি লুব্ধ ঠোঁট উঁকি দেয়। স্তনের বোঁটা খুঁজে পেতে চায় দুরন্ত ব্যাকুলতায়। এবার খুঁজে পেয়েছে। গভীর একটা সন্তোষের নিশ্বাস ফেলে সে, চুপ করে গেছে। থেমেছে তার কান্না, তৃষ্ণার শান্তি, ওর বাবার মার মুখ স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল। ওরা চেয়ে চেয়ে দেখে তার দ্রুত কাজ সারার কায়দাটা। কোনো দিকে আর মন নেই।

হঠাৎ ওরা শুনতে পায় একটা গাড়ী আসছে তার হর্ন বাজাতে বাজাতে। তোনিয়া সংগে সংগে কান খাড়া করে শোনে। সজাগ হয়ে ওঠে। গাড়ী আসছে।

"খালে বোধহয় কিছু ঘটেছে।"

"আমি যাব গিয়ে দেখব কি ব্যাপার?"

"না। আমি নিজেই যাব, আমায় তো যেতেই হবে। তুমি একটু ঘুমোও সেমা।"

সুভেতার আয়াস টুকু মন্থর হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছে। তারপর আবার চমকে জেগে উঠছে। আর মাই টানতে শুরু করে দিচ্ছে। ছোট্টো একটা জন্তুর প্রবল উৎসাহে।

তোনিয়ার কান এখন দুরন্ত হয়ে গেছে। বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝতে পারে! দরজা খোলার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। কথার শব্দ। গাড়ী চলে গেল একটা। দ্রুত ও আবার ঘুমন্ত মেয়েটাকে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসে। পোশাক পরে নেয়। তার পোশাকের ওপর একটা সাদা অংগাবরণ ফেলে দিল। ছুটে বেরিয়ে গেল হাসপাতালের উঠানে।

ডিউটিতে যে নার্সটি ছিল সে ওকে বলে কাকে আনা হয়েছে। গোলমালটা কি। ও বললে ও এখন ঠিক করতে পারছে না এখনই ডাক্তারকে ডাকবে না কি করবে না কি সকাল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

"তার জ্বর কত?"

"প্রায় উনচল্লিশ। আর ভীষণ কাঁপছে ঠাণ্ডা লেগে।"

"আচ্ছা আমি একবার ওকে দেখি।"

রোগীর মুখের ওপর সে ঝুঁকে পড়েছিল। আর সংগে সংগে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তোনিয়া। তার চাপা ঠোঁট দুটো নিঃশব্দে নড়ছিল। তার চোখ দুটো বোজা। জ্বরের ঘোরে ডুবেছিল। মাথাটা কামানো। মাথার পিছন দিকটা যেন তাতে অচেনা অচেনা ঠেকছিল। তার পরিচিত সুশ্রী মুখের সংগে কিছুতেই যেন মানাচ্ছিল না।

"ডাক্তারকে কি আমি ডাকব?" নার্স জিজ্ঞাসা করল। তার কণ্ঠস্বরে তোনিয়া ফিরে তাকাল। কি?…ডাক্তার? কি বলতে চায় সে? ডাক্তার

সুভেতা ওর মুখ খোলে। ওর কান্না যেন উত্তরোত্তর চড়তে থাকে। তোনিয়া এবার ওকে মাই দেয়। খুকি তার ছোটটো মুঠি দিয়ে স্তনের উপর চাপ দেয় আর তার তৃষিত ছোট দুটি লুব্ধ ঠোঁট উঁকি দেয়। স্তনের বোঁটা খুঁজে পেতে চায় দুরন্ত ব্যাকুলতায়। এবার খুঁজে পেয়েছে। গভীর একটা সন্তোষের নিশ্বাস ফেলে সে, চুপ করে গেছে। থেমেছে তার কান্না, তৃষ্ণার শান্তি, ওর বাবার মার মুখ স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল। ওরা চেয়ে চেয়ে দেখে তার দ্রুত কাজ সারার কায়দাটা। কোনো দিকে আর মন নেই।

হঠাৎ ওরা শুনতে পায় একটা গাড়ী আসছে তার হর্ন বাজাতে বাজাতে। তোনিয়া সংগে সংগে কান খাড়া করে শোনে। সজাগ হয়ে ওঠে। গাড়ী আসছে।

"খালে বোধহয় কিছু ঘটেছে।"

"আমি যাব গিয়ে দেখব কি ব্যাপার?"

"না। আমি নিজেই যাব, আমায় তো যেতেই হবে। তুমি একটু ঘুমোও সেমা।"

সুভেতার আয়াস টুকু মন্থর হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছে। তারপর আবার চমকে জেগে উঠছে। আর মাই টানতে শুরু করে দিচ্ছে। ছোট্টো একটা জন্তুর প্রবল উৎসাহে।

তোনিয়ার কান এখন দুরন্ত হয়ে গেছে। বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝতে পারে। দরজা খোলার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। কথার শব্দ। গাড়ী চলে গেল একটা। দ্রুত ও আবার ঘুমন্ত মেয়েটাকে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসে। পোশাক পরে নেয়। তার পোশাকের ওপর একটা সাদা অংগাবরণ ফেলে দিল। ছুটে বেরিয়ে গেল হাসপাতালের উঠানে।

ডিউটিতে যে নার্সটি ছিল সে ওকে বলে কাকে আনা হয়েছে। গোল-মালটা কি। ও বললে ও এখন ঠিক করতে পারছে না এখনই ডাক্তারকে ডাকবে না কি করবে না কি সকাল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

"তার জ্বর কত?"

"প্রায় উনচল্লিশ। আর ভীষণ কাঁপছে ঠাণ্ডা লেগে।"

"আচ্ছা আমি একবার ওকে দেখি।"

রোগীর মুখের ওপর সে ঝুঁকে পড়েছিল। আর সংগে সংগে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তোনিয়া। তার চাপা ঠোঁট দুটো নিঃশব্দে নড়ছিল। তার চোখ দুটো বোজা। জ্বরের ঘোরে ডুবেছিল। মাথাটা কামানো। মাথার পিছন দিকটা যেন তাতে অচেনা অচেনা ঠেকছিল। তার পরিচিত সুশ্রী মুখের সংগে কিছুতেই যেন মানাচ্ছিল না।

"ডাক্তারকে কি আমি ডাকব?" নার্স জিজ্ঞাসা করল। তার কণ্ঠস্বরে তোনিয়া ফিরে তাকাল। কি?…ডাক্তার? কি বলতে চায় সে? ডাক্তার

এখানে কি করবে? কোনো জবাব দেয় না। তোনিয়া আবার একবার তার চোখ দুটো শায়িত মানুষটির ওপর নিবদ্ধ রাখল।

সে চমকে উঠল। তার চোখের পাতা কাঁপল। তোনিয়া তাড়াতাড়ি পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। আর নার্সের দিকে চেয়ে রইল নিষ্পলকে। তার দুচোখের ভীতির চাহনি গোপন রাখে।

"আহা, তোমাকে আমরা এই ভোরে বিছানা থেকে টেনে আনলুম," নার্স বলল।

. বিছানা থেকে টেনে আনলে? ও কি ঘুমোচ্ছিল? কখন? ও তো শুভেতাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। মেয়েটা ওর স্তন পান করেছে লোভীর মত। সত্যিই কি তাই হয়েছিল? কখন? এখনই? কিন্তু তখন···কী ভয়ংকর সেই স্বপ্ন! ওরা বলে কখনও কখনও এমন হয়—তুমি ভুলে যাও আবার স্বপ্ন দেখো সেই সব জিনিস যা তোমাকে কাঁদায় ঘুমের মধ্যে আর তোমাকে জানিয়ে দেয়। কনকনে ঠাণ্ডা ঘামে তোমার বিছানা ভিজে যায়! তোমার সারা শরীর কাঁপছে। না দেখেই ও বুঝতে পারে রোগী তার চোখ খুলেছে। আর ওর দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিল। তোনিয়া পালিয়ে যেতে চাইছিল—দূরে, দূরে, আরো দূরে, যত জোরে পারে!

"এখনই ডাক্তারকে ডাকো," সে বলল। "তারপর সেঁক দিতে হবে।"

নার্স চলে যায়। সে দরজা ভেজিয়ে চলে যেতে না যেতে তোনিয়া তার শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরায় টের পায় যে এখন সে ওর সংগে একা। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর সে পালাতে পারবে না।

"দাও···তোমার হাতটা," সেরগেই কোমল কণ্ঠে বলে। তার সম্পূর্ণ অসহায়তাকে সেরগেইয়ের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার যথেষ্ট সংযম তার ছিল।

"কই, তোমার হাতটা দাও তোনিয়া," নিজের হাত বাড়িয়ে সে আবার বলল।

সে কিছুটা নীরসভাবেই সেরগেই-এর হাতটা টেনে নাড়ি দেখল। সেরগেইর নাড়িতে জ্বরের প্রাবল্য। দ্রুত এলোমেলো ওঠা নামা।

"তোমার কি নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?" শান্ত পেশাদারী গলায় সে জিজ্ঞাসা করল।

"তোনিয়া!"

"চুপ করে শুয়ে থাক সেরগেই। এখনই ডাক্তার এখানে এসে পড়বেন।"

সে তার হাত ছেড়ে দিল। দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু সেরগেইর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে ওকে থামতে হল।

"চলে যেও না।"

ও ফিরে আসে।

ওর দিকে তাকায় সেরগেই। দুচোখে আবেদন। ওদের দুজনের মধ্যে কে বেশি দুর্বল? কার জন্যে বেশি করুণার প্রয়োজন?

"আমি আর কিছু চাইনে তোনিয়া,—শুধু তুমি আমায় ক্ষমা করো।" সে শুনল সেরগেই মৃদু স্বরে কথা বলছে। ক্ষমা চাইছে তার কাছে।

"সে কথা বোলো না," সে স্পষ্ট ভাষায় বলল। "একথার কোনো মানে হয় না।"

"আমাকে ক্ষমা করো।"

"করেছি, এখন আমি যাচ্ছি।"

ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে আসে তোনিয়া আর বন্ধ দরজাটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। উত্তেজনায় দ্রুত ওঠানামা করে ওর বুক।

ডাক্তার আসছিলেন বারান্দা দিয়ে।

"কি ব্যাপার তোনিয়া?"

"না-না, কিছু না তো!"

তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। ঘরের ভেতর সে ডাক্তারকে নিয়ে আসে। আর সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। সে শুনতে পেল সেমিওন নিকিতিচ যথারীতি জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। রোগীকে শ্বাস নিতে বলছেন, নিশ্বাস বন্ধ করতে বলছেন, আবার নিশ্বাস ফেলো, হ্যাঁ আরো জোরে। তোনিয়া শুনল ডাক্তার নার্সকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

যখন উনি বেরিয়ে এলেন তোনিয়া তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "দয়া করে ওর জীবন রক্ষা করুন ডাক্তার।"

"আহা, তার জীবন তো বিপন্ন নয়। কেন, তোনিয়া! তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন!"

"না তাতে কিছু নয়।" বলেই তোনিয়া তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বাড়ী পৌঁছেই সে সোজা ওর ছেলের বিছানার কাছে চলে এল। ভলোদিয়া ওর মাথার ওপর হাত দুটি জড়ো করে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। তার ভিজে লাল ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে আছে। শান্তি—শান্তি আর সন্তোষ ফুটে উঠেছে তার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যবান শরীরের প্রতিটি রেখায়। তোনিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল আর তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দরজা খোলার শব্দ হল ঝনাৎ করে। সে চট্ করে নিচু হয়ে তার ছেলের ছোট্টো শরীরটা ঢেকে ফেলল যেন তাকে রক্ষা করতে চাইছে। তার বুকের ভেতর কিসের একটা দুরু দুরু কম্পন। সে যেন নিশ্চয় বুঝতে পারে এই প্রবল হৃৎকম্প বুঝি কেউ শুনতে পাবে।

"ও যখন ঘুমোয় তখন ওকে খুব ভাল দেখায়, তাই না তোনিয়া?"

সে চমকে উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে প্রায় বিশ্বাস করতেই পারল না। এ কি সেমা কথা বলছে। তার সংগে কথা বলছে। ভলোদিয়ার

কথা বলছে তাকে। শুধু যখন সে তার ঠাণ্ডা পা টিপে আবার তার বিছানার কাছে ফিরে এল সে যেন ঐ কথাগুলোর মর্ম বুঝতে পারল, সে ত ঘুমোয় নি। সেমা ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল, সেও ঘুমন্ত শিশুর এই সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করছিল তবে! তার ছেলে। ওকে ও ভালবাসে। ভালবাসে।

"কি ব্যাপার তোনিয়া? মনে হচ্ছে তোমার মন ভাল নেই।"

"আমি? না আমার তো কিছু হয় নি।"

"তোমার ভাল মত ঘুম হয় নি। তুমি ক্লান্ত। বলো ক্লান্ত নও?"

"আমি? না। হয়ত। একটুখানি।"

সে নিজেকে শক্ত করে। সেমা কি বলছে ভাল করে বুঝে তার কথার জবাব দেবার চেষ্টা করে।

"ঠিক আছে। সুভেতাকে মাই ছাড়িয়ে অভ্যাস করালেই তো সব কিছু সহজ হয়ে যাবে।"

হঠাৎ সভেতা পাশ ফিরল। ফুঁপিয়ে কাঁদল। তোনিয়া তার দিকে কোনো মন দিল না। হঠাৎ শিশুর কান্না তার চেতনাকে বিদ্ধ করল। কার বাচ্চা কাঁদছে? ও হ্যাঁ। সুভেতা। তার মেয়ে। তাদের মেয়ে।

"উঠো না, উঠো না তোনিয়া। আমি ওর জামা কাপড় বদলে দেবো।"

তোনিয়া তার চটপটে হাতের নিপুণ কাজকর্ম লক্ষ্য করে। তারপর চোখ বন্ধ করে চুপ করে পড়ে থাকে। যাতে ও ভাবে যে তোনিয়া ঘুমিয়েছে।

সেমা আবার ওর কাছে ফিরে আসে। সে অনুভব করল যে তার পাশে শুয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। দম বন্ধ করে ও নিচু হয়ে ওর কপালের ওপর একটি চুমো দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়! আহা কী মধুর তার জীবন! কী শান্ত!

সত্যিই কি শান্ত? না না শান্ত নয়! তার ভাবনা তাকে শান্ত করে না, দেয় না শান্তি। সেমা ফিরে এল! সে আজ এখানে। তার পাশেই। এই শহরে। "আমাকে ক্ষমা করো।" ওর ন্যাড়া মাথা আর সেই অনেক চেনা চেহারাটা। সে শান্ত নয়। তোনিয়া বড় ক্লান্ত। আহা, কী অপরিসীম ক্লান্তি! সে ফিরে এসেছে। অনেক দিন পরে। তাতে কি হয়েছে? ঘুম। সে ঘুমোতে চায়। ঘুম আর ঘুম। কোনো ভাবনা নেই। নীরন্ধ্র নিটোল নিদ্রা! শান্তি!

পাঁচ

বসন্তকাল। একেবারে চারদিকে খুশির জোয়ার। ফোটা ফুলের মেলা। গাছপালা, ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে সারা নব নগর জুড়ে। একটা পার্ক

খোলা হয়েছে। ভেতরে দোলনা টাঙানো হয়েছে। আর একটা বাজনদার-দের মঞ্চ। ভেতরে চা, খাবারের দোকান। থরে থরে চন্দ্রাতপের নিচে টেবিল পাতা। রাত্রিবেলায় রঙীন আলো জ্বলছে।

"মনে পড়ে? সেমা? যখন তুমি হাসপাতালে ছিলে তখন এরকম একটা শহরের স্বপ্ন দেখেছিলে।" ফেদিয়া চুমাকভ বলল।

"আরে পরে যা হবে এ তার কাছে কিছুই না," সেমা ঝাঁঝিয়ে ওঠে। "শুধু একটুখানি সবুর কর্ আর দ্যাখ্ না কি হয়!"

বসন্তের আবির্ভাবের সংগে সংগে দেখা গেল নব নগরের গর্ব শিশুর মেলা যেন চাঁদের হাট ভেংগে পড়ল। ছোট বড় ছেলেমেয়েরা যারা এখানে জন্মেছে যারা এসেছে বাইরে থেকে—তাদের কলকোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে পথ ঘাট। খেলা আর কলরবে এক নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে! আমুরের তীরে ছেলেরা খেলা করে! তাদের সজীব মুখগুলি নতুন ফোটা ফুলের মত। জানলা দিয়ে অবাক চোখের চাহনি।

তানিয়া বলে, "জনসংখ্যা বাড়ছে ওই দেখো তার মেলা! আমরা মেয়েরা আজ এই নব নগরের সেবায় যথাসাধ্য করছি!"

নগর পরিষদের সদস্য হিসাবে তানিয়া তার সমস্ত চেষ্টাকে নিযুক্ত করে-ছিল যাতে আরো অনেক উন্নতি হয়। ছোট ছোট ছেলেরা সারা শহর থেকে তার ডাক শুনে ছুটে আসে; সে তাদের বলত তার "ছেলের পাল"—"আয়রে ছেলের পালেরা"—ওদের ভার দিয়েছে নবরোপিত গাছপালা আর ফুলগুলি দেখাশোনা করবার জন্যে। তানিয়া আরো একটু মোটা হয়েছে। কিন্তু ঠিক আগের মত চট্‌পটে। আর প্রতিদিন ওকে দেখা যায় ও রেস্তোরাঁ ব্যারাক আর দোকান পরিদর্শনে বেরিয়েছে। তার "ছেলের পাল" ছাড়াও সে ইঞ্জিনিয়ারদের বউ আর শ্রমিকদেরও ওর পার্শ্বচর হিসাবেও তালিকাভুক্ত করেছে। তারা ওর সহায়ক। ওর উদ্যম কম নয়। উচ্চকণ্ঠ আমুদে তোনিয়া। তার কমনীয় নীল চোখ দুটি আর বিনবিনে গলার স্বরে ঢাকা পড়ে গেছে তার অবাধ্যতা আর একগুঁয়েমি। ব্যুরোক্রাট আমলারা ওকে ভয় পায়। আর ওর স্বামীর সেই হাসিখুশি তাক লাগাবার স্বভাবটা একটুও বদলায় নি। সে একজন তানিয়াকে এখানে নিয়ে এসেছে আর সেই মেয়েটাকে আজ দেখলে চেনা যাবে না অন্য নারী! তার সেই গায়ে পড়া বিরক্তিকর ন্যাকামি, তার প্রবণতা, খামখেয়ালিপনা, হঠাৎ রেগে উঠে কান্না সে সব আজ কোথায় গেল? তাদের বিবাহিত জীবনের দশ বছর সে কাটিয়েছে সম্পূর্ণ একটা সামঞ্জস্য আর শান্তির ভেতর দিয়ে। তার প্রেম, অবশ্য, খানিকটা জোর আর দাবী জানানোর মত। তানিয়া নানা ঘটনার ভেতর তার স্বামীকে টেনে আনত আর মহা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিত। যেন তার দোকানের সব পরিকল্পনা ফেল মারতে বসেছে। "তুমি নিজের নামও খারাপ করবে আমার নিন্দেও

রটাবে," সে চীৎকার করে। "আমি অন্যের কাছে কী চাইব যদি আমার স্বামীই একটা অপদার্থ ছোটলোক হয়!" সে যখন বউকে বোঝাবার চেষ্টা করে তখন ও মুখ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠে: "যাও যাও আমি গ্রাহ্য করি না! কাউকে তো দোষ দিতে হবেই। ওরা দেবে না? বেশ প্রকাশ্যে কাউকে টেনে এনে একবার ধাতানিটা খেয়ে দেখো না! যাও তোমার ঐ 'বাস্তব যুক্তি' শুনিয়ে আমার মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা কোরো না। আমি তো আর কালকের কচি খুকি নই!"

তানিয়া তার তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছিল সহজে কোনো বাধাবিপত্তি হয় নি, তার আর সব কাজকর্মের মাঝখানেই। যখন অন্য সব মেয়েরা তাকে সহানুভূতি জানাতে শুরু করেছিল সে শুধু একটু হেসে বলেছিল, "কিছু কঠিন নয় এটা। প্রথমটা যা একটু কষ্ট। তারপর কিছুই না। যত হয় তত আনন্দ। বাঁচার মত এমন মজার কি আছে। তবে যথেষ্ট মজা তো পাওয়া যায় না। আর জীবনটা আমার বাচ্চাদের কাছে তো আরো মধুর হবে।"

অপরদিকে, মাতৃত্বের যত সব বাধা সে অন্যের থেকেও আরো অনেক ভাল বুঝত। আর তার চেষ্টাতেই শিশুকেন্দ্র, শিশু শিক্ষায়তন আর শিশু উদ্যান পালনভবন এইসব খোলা হয়েছিল। ক্লাভা মেলনিকোভাকে কাজ দিয়ে মস্কোয় পাঠান হয়েছিল। প্রাগ্ বিদ্যালয় শিক্ষালাভের জন্য। লাল ফৌজের সেনারা দু'মাসের রেকর্ড সময়ের মধ্যে কেন্দ্রের জন্যে একটা বাড়ী তৈরি করে দিয়ে এই শিশু প্রকল্পের সমর্থন জানালে।

ক্লাভা যখন মস্কো থেকে ফিরে এল, বাড়ীর ভেতরটা সাজানো হয়েছে আর স্কুল খোলবার নানা রকম প্রস্তুতির মধ্যে সে একেবারে ডুবে গেল। কাজের যেন আর শেষ নেই। ছুতোররা ছোট ছোট টেবিল বানিয়েছে চেয়ার শেলফ আর খেলবার। সব ওর ছাঁচ অনুযায়ী হয়েছে। একদল মহিলা তানিয়ার নেতৃত্বে বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় তৈরীর কাজ করছে। পর্দা বাচ্চাদের পোশাক নালপোশ এইসব তৈরির কাজে লেগেছে। ক্লাভা এখান থেকে ওখানে ছুটোছুটি করতে করতে হিমসিম—একবার দরজির দোকান, একবার ছুতোরের দোকান, একবার গরম-ঘর একবার রান্নাঘর-বাগান, যন্ত্র-গুদাম থেকে বাড়ী তৈরির বড় কর্তার কাছে যাচ্ছে আর আসছে। কেন না এসব না করলে তো চলবে না—সাবান, বাসন-কোসন, চাটু, কড়াই, বুরুশ, বালতি গবাদি পশুর জাব-জাবনা, তরিতরকারী, ফুল সবই যে যোগান দিতে হবে।

তানিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "বেশ মেয়ে যাহোক একেবারে বরবাদ হয়ে গেল! তার নিজের বাচ্চাদের কথাই তো তার ভাবা উচিত।"

ক্লাভা আরো বড় আরো সুন্দর হয়েছে। আর বেশ শান্ত ভদ্র হয়েছে, তবে এমন একটা ইচ্ছাশক্তি জেগেছে ওর যে একেবারে একরোখা কুকুরের মত ওর

যা ইচ্ছে তাই করে ফেলবার মত জোর পেয়ে বসেছে ওর মন। অদম্য একটা ইচ্ছাশক্তি।

"কমরেড দ্রাচেনভ, আপনার সংগে কিছু কথা ছিল," ও বলল। বেশ সাহস করেই বড় কর্তার আপিসে ঢুকে পড়ল। "সরবরাহ দপ্তরটাকে আপনার জোর দেওয়া উচিত।"

"কেন তোমার কী দরকার?"

"বাচ্চাদের বাসনপত্র প্রায় একশোটা।" সে একটু বিব্রত হেসে ঘোষণা করে দেয়।

"এক-শো-ঘটিবাটী?"

"হ্যাঁ একশো। সব বাচ্চারই নিজের একটা করে চাই। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে গেলে সেটা তো দরকার হবেই। আমায় বলা হল সরবরাহ বাচ্চাদের খুদে খুদে বাসনপত্র নিয়ে মাথা ঘামাবে সে সময় নেই। তবে আমি যতক্ষণ না সেগুলো পাচ্ছি কেন্দ্র খুলব না কিন্তু।"

আবার একদিন গিয়ে ও পুরস্কার কেনার টাকা চাইল।

"আমরা বাছা বাছা ফৌজী সেনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি কেন্দ্র উদ্বোধনের দিন উপস্থিত থাকার জন্যে। যদি আপনি তাঁদের জন্য কিছু উপহার কেনবার টাকা না দেন তাহলে তাদের চোখের দিকে চেয়ে কথা বলতেও যে আমার লজ্জা করবে কমরেড। আর কেন্দ্র খোলার দিন আমাকে আগে থেকেই বক্তৃতা দেবার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। আপনি দেখছি আমার বক্তৃতাটাই মাটি করে দেবেন।"

প্রায়ই সে আন্দ্রেইকে সাহায্য করতে যেত। কিছুকাল ধরে ওরা পরস্পরকে এড়িয়ে চলছিল। সেদিন থেকে দীনা চলে গিয়েছিল। একটা সস্নেহ অনুমোদনে সে তার কর্মধারা অনুসরণ করেছিল তবে তার কাছে এগিয়ে যাবার সাহস তার ছিল না—আর ক্লাভা বোধ হয় চাইছিল আন্দ্রেইই প্রথম ধাপটা এগিয়ে আসুক আবার সেই সান্নিধ্যটা তাকে ভীতও করে তুলছিল।

কিন্তু এখন যে ও কাজে একেবারে হয়রান, ছুটোছুটি করতে করতে রোগা হয়ে গেছে, সাফল্যে উজ্জ্বল, এখন তো আর ওর কাছে যেতে দ্বিধা নেই।

"আন্দ্রেই কেন্দ্রের জন্য আমার একজন নির্ভরযোগ্য কোমসোমোলের খুব দরকার। আমরা ভাবব কাকে নেওয়া যায়। বেশ কাজের হবে আর নির্ভর-যোগ্য আর সেইসংগে এমন একটা মেয়ে হবে সে বাচ্চাদের ভলবাসবে।"

"আমাদের কর্মপদ্ধতির ভেতর আমি প্রথম কোমসোমোলের কথাগুলো ঢোকাচ্ছি। আমি ছোটদের বলতে চাই কিভাবে আমরা এ শহর বানিয়েছি। তুমি প্রথম বক্তৃতা দেবে।"

কোনো কোনো দিন ও এসে হুকুম করে বসত। "আন্দ্রেই, তুমি একবার যন্ত্রের দোকানে যাও দেখ কি এসেছে। দু' সপ্তাহ হয়ে গেল ওরা একটা চাবিও দেয় নি।"

আন্দ্রেই তার উজ্জ্বল উদ্বিগ্ন মুখের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে থাকে। আন্দ্রেইয়ের এই চাহনিতে ক্লাভার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। আর ক্লাভার চোখ দুটি আগের থেকে উজ্জ্বল আর স্বচ্ছ। "লক্ষ্মীটি, আন্দ্রেই আজ যাও।"

"আমি যাবই, ক্লাভা। কোনো ভুল হবে না।" সে দ্রুতপায়ে চলে আসে। যেন বাতাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। ও টের পায় যে সমস্ত ব্যাপারটা বেশ দানা বেঁধে উঠছে। ওদিকে ক্রুগলভের যেন আর ভাবনার শেষ নেই। এই মেয়েটা ওকে ভালবেসেছে। তবে তার বাধাটা কিসের? সে ঠিক নিশ্চিত নয়। তবে এটা বেশ বুঝেছে যে ক্লাভা আর কাউকে ভালবাসে না। আর সে কেমন নরম আর চুলবুলে—খুশিখুশি যখনই ও আন্দ্রেইয়ের কাছে থাকে। ক্লাভা যা যা করতে বলেছিল আন্দ্রেই তাই করল। আর কেন্দ্রে যতটা সময় দরকার থাকবার তার চেয়ে বেশি সময় কাটাল।

বসন্তকালের প্রথম মাসটা আশায় আনন্দে উজ্জ্বল। ক্লাভার সংগে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। একটা আধটা কথা। নিতান্ত কাজের কথা সব। তাতে তার মনে প্রেমের উত্তেজনা সৃষ্টি হয় নি। শুধু ওর মন ভরে উঠেছে স্বচ্ছ শান্ত একটা আনন্দে। আন্দ্রেই কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। আর ওর মনে একটা শান্তির অনুভূতি। কিন্তু কখনও কখনও রাতে ওর ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। যত সব দুঃস্বপ্ন। ঘুম ভাংগলে আর ওর সে সব মনে থাকে না। কিসের স্বপ্ন কি বৃত্তান্ত। কিন্তু সারা দিন ধরে ওর মনে সেই স্বপ্নের কী একটা উত্তেজনা ওকে চঞ্চল করে তোলে। "কি সেই স্বপ্ন? আর কেন? কেন আমি এই যন্ত্রণা ভোগ করছি?" নিজের মনকেই ও প্রশ্ন করল।

সে বছর আন্দ্রেইকে প্রথম ছুটি দেওয়া হল। ওঁর ইচ্ছে ছুটিটা রোসতভে কাটায়। ক্লাভার সংগে ওর সম্পর্কটা এখনও ঠিক খোলসা হয় নি। প্রতিদিন ও মনে মনে স্থির করে ওর সংগে কথা বলবে, আর প্রতিদিন ও সে ইচ্ছেটাকে সরিয়ে রাখে।

তার যাবার আগে শিশুকেন্দ্রের বেসরকারী উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান হল। আমন্ত্রিত অতিথিদের ভেতর ওই আগেই পেঁছাল আর গিয়েই ও ক্লাভাকে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ঠেকল এই ক্লাভা। স্ফূর্তিতে উজ্জ্বল ক্লাভার এ এক নতুন রূপ! মুখে আনন্দের দীপ্তিতে ঝলমল করছে। ওর পরণে একটা ফিকে নীল পোশাক। মস্কো থেকে কিনে এনেছে। শিশুদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। যৌবন আর জীবনের এক আশ্চর্য প্রতিমূর্তি! ভালবেসে কী নিপুণভাবে ও শিশুদের তদারক করছে। সে লজ্জা আর নেই। আর কোথা গেল সেই এক চাপা বেদনার

ছায়া। যে ছায়া আন্দ্রেইয়ের চোখে পড়েছে আগে কতবার ক্লাভার চোখে ওর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে সে তাকায়। নির্ভাবনায় দুলছে। ক্লাভার মন। সে শুধু এটুকু দেখে আন্দ্রেই তাকে চায় তাকে তারিফ করে। এই দেখেই তার শান্তি। সব চাওয়ার পূর্ণতা। আন্দ্রেইয়ের মন বিশৃঙ্খল—কী একটা বিভ্রান্তি! সে ওকে ভালবাসে। ওর প্রেমে পড়ে গেছে। আর এতেই সে খুশি এলোমেলো আর ভাবতে পারে না বাচ্চাদের নিয়ে কী যে করবে; সেদিন উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে সে তার জীবনের একটা যা তা বাজে বক্তৃতা দিল। আর যখন বক্তৃতা শেষ হল ওর চোখ পড়ল ক্লাভার চোখে আর সে দুটি চোখ ওকে বলল "আমি তোমায় ভালবাসি." আর ক্লাভার চোখের ভাষায় ওর উত্তর ফোটে "ওগো আমি যে কত সুখী তা ভাষায় বলা যাবে না।"

অতিথিরা বসে আছেন আউটডোরের খেলার মাঠের কিনারায় গোল হয়ে। তাঁদের মধ্যে আছেন বাবা মায়েরা, কর্তৃপক্ষের সদস্যারা আর লালফৌজের সেনারা যারা এই শিশুকেন্দ্র নির্মাণ করেছে। এই নব নগরে প্রথমদের বাপ-মায়েরা গর্বে যেন মাটিতে পা ফেলছেন না। ওঁরা হলেন তোনিয়া, সেমা, লিডা আর এপিফানভ, সোনিয়া আর গ্রীশা, মুমি আর কিলটু। চুলবুল কালোচোখ ছোটটো নানাই মেয়েটা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বড়দের ভোজসভা বসল আনুষ্ঠানিক উৎসবের শেষে, সবাই ওই মেয়েটার কথা বলছে, তাইগাতে কোমসোমোলের যে নতুন জীবন এসেছে ও যেন তারই প্রতীক।

আন্দ্রেই শুধু অস্পষ্টভাবে ছেলেদের খেলাধুলা বড়দের বক্তৃতার বিষয় টের পায়। ওর মন পড়ে আছে ক্লাভার দিকে। ওর মুখ আরক্ত সুখে আর সুখে। এখন ও ঠিক তার পাশে এসে বসেছে, ও শুনতে পেল তানিয়ার মন্তব্য, "ওদের কেমন মানিয়েছে তাই না? ভারী সুন্দর জোড় মিলেছে। দেখো দেখো যেন দুজনে দু'জনের জন্যে কার নির্দেশে আগে থেকে হয়ে আছে।"

আবছা সব স্মৃতি ওর মনে চমক লাগায়, কিন্তু ও তাদের দূর ক'রে আবার বর্তমানে ফিরে আসে। ক্লাভাও ঐ মন্তব্য শুনতে পেয়েছিল, আর আন্দ্রেইয়ের দিকে এক চমক চেয়ে সে বাড়ীতে চলে গেল। হঠাৎ যেন দিনের আলো নিভে এল। আন্দ্রেই উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করে। তাকে ফিরতে হবে। দ্রাচেনভ আঙিনায় একটা লম্বা টেবিলের চারদিকে সবাইকে বসাতে শুরু করে দিয়েছেন। ক্লাভাকে এক মুহূর্তের জন্যে দরজার কাছে দেখা গিয়েছিল। আন্দ্রেই জানত সে বিকেলবেলার একটুখানি ঘুমের জন্য বাচ্চাদের সব শুইয়ে দিতে গেছে। কিন্তু এইটুকু কাজের জন্যে সে যে অনেকখানি সময় নিচ্ছে।

মনে মনে সে ক্লাভার উদ্দেশ্যে বলে, "তুমি যে আলোর রেখার মত। আলোয় নয়ন আহা ওই তো আবার সে এসেছে। তার নীল পোশাক সে এক চমক চেয়ে দেখে। কিন্তু এ কি হল? ওকে এমন ভীতু ভীতু দেখাচ্ছে কেন? ও যেন জোর করে হাসবার চেষ্টা করছে। ওর মুখের সেই সহজ ভাবটা নষ্ট করে দিয়েছে। যেন একটা কাগজের ফুল তাজা একটা মালার শোভাকে মাটি করে দিচ্ছে।

"ক্লাভা! একটা বক্তৃতা, একটা কিছু বলো!" ওকে দেখে লোকেরা চীৎকার করতে থাকে।

সে জানতে পারল সবাই আশা করে আছে সে কিছু বলুক। বোধহয় অন্য কেউ তার পরিবর্তনটা লক্ষ্য করে নি। জনসভায় বক্তৃতা দিতে সে বিব্রত বোধ করছে এটা স্বাভাবিক বলে তারা মনে করল।

"আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি লাল ফৌজ যে সব স্থপতিদের পাঠিয়েছেন তাদের, সেই অপূর্ব শিল্পীদের (কি ব্যাপার? সে এত পরিবর্তন করেছে কেন?) "আমি কমরেড সিবাসভ ভার্দিন লি-হো সেমেনিউক গোলিৎসিন…এঁদের বিস্ময়কর কার্যাবলী উল্লেখ না করে পারছি না।"

ওর মুখ বিবর্ণ। কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারে না। তার প্রেম তার সংগে সম্পর্ক এ সবের জন্যেই হয়ত আন্দ্রেই লক্ষ্য করল না যে দুঃখ অন্যদের প্রাণেও বেজেছে।

উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হয়ে আসে। নতুন সেনাদের প্রত্যেকের কাছে দ্রাচেনভ তাঁর ভরাট উৎফুল্ল কণ্ঠে সহৃদয় আবেদন জানালেন। ওদের উপহার-গুলি হাতে তুলে দেবার সময়। শেষকালে উপহার নিতে এল গোলিৎসিন। আর আবার একবার উত্তেজিত জনতার চাঞ্চল্য অনুভব করা গেল। উপস্থিত মানুষ সবাই গোলিৎসিনের প্রশংসায় করতালি দিল। সে নীরবে তার পুরস্কার নিল। ফিরে গেল তার কমরেডদের পিছনে। সেমা আর সকলের সংগেই হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানাচ্ছিল কিন্তু কেমন কেবলে কুঁচকে গিয়ে ওর মুখটা যেন মনোভাবের বৈরী হল।

"আমাদের আর একটা বিশেষ পুরস্কার রয়েছে", দ্রাচেনভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন। ক্লাভার দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন। সেই গোপন রহস্যটা একমাত্র জানত· "নেহাৎ একটা অকারণে আমরা শিশুভবন উদ্বোধনের জন্য এই দিনটিকে বেছে নিই নি। ঠিক এই দিনটিতে আজ থেকে দু বছর আগে, ভলোদিয়া অথবা ভ্লাদিমির সেমিওনোভিচ আলতশ্চুলার, নব নগরের প্রথম নাগরিক হিসেবে এই পৃথিবীতে এসেছে। সেই দিনটিকে স্মরণ করছি আমরা। আমাদের ইচ্ছে ভলোদিয়া আর তার আদর্শ পিতামাতাকে আমাদের হৃদয়ের ঐকান্তিক সহৃদয় একটি উপহার দিই।"

কিন্তু সেমা কি তোনিয়া কেউই উপহারগুলি নিতে এগিয়ে এল না,

ম্রাচেনও তাই নিজেই মোড়কগুলো নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন। এবার উত্তেজনা চরমে উঠল। ক্লাভা মুখ ঘুরিয়ে নিল আর বাড়ীর ভেতর পালিয়ে যায় ঝোপের আড়াল দিয়ে আত্মগোপন করে। ক্রুগলভ ঠোঁট কামড়াল।

কিন্তু সেই মুহূর্তে তোনিয়া দাঁড়িয়ে উঠে উপহারগুলি নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল আর শান্ত স্বচ্ছ কণ্ঠে বলল, "যদি আমরা আপনাদের সহৃদয় সহানুভূতির উপযুক্ত হই তাহলে তার কারণ হল আমরা এই শহরকে দু'জন ছোট ছোট নাগরিক দিতে পেরেছি। ভলোদিয়া আর সভেতা। ধন্যবাদ কমরেড আপনারাও আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন।"

সে হাসে। সবাই তার সংগে হাসে। পরিস্থিতিটা সহজ হয়ে আসে।

আন্দ্রেই ক্লাভাকে খুঁজে পেল একটা ঝকঝকে খেলা ঘরে। খেলনায় ভর্তি। সে দাঁড়িয়েছিল এইসব খুশি খুশি জিনিসগুলোর মাঝখানে খুব কাঁদছিল।

"ক্লাভা, এ কি? কি হয়েছে সোনা?"

তার কোমল হৃদয় এ কথায় যেন আরো অশ্রু বিসর্জন করে। সে বাধা দিল না। আন্দ্রেই দুহাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। সে আন্দ্রেইয়ের কাঁধে তার জলে ভেজা মুখ গুঁজে দিল।

"আমি এমন বোকা! এমনি একটা আস্ত বোকা!" সে ফুঁপিয়ে কাঁদল। "আমিই তো এটা ভেবেছিলাম···আমিই যে উপহারগুলো কিনে এনেছিলাম,···· আর মনে হল···যেন আমি ওদের নিষ্ঠুর ভাবে উপহাস করছি।"

ক্লাভাকে ও সান্ত্বনা দেয়। যতটা পারে প্রাণ ঢেলে। শিশু ভবনের আঙিনা থেকে হাসির শব্দ ভেসে আসে, অনেকের কণ্ঠস্বর।

"তুমি এটা বাড়াবাড়ি করছ। তোনিয়া কেমন সুন্দর স্থানকাল পাত্র বুঝে বললে। কিন্তু এতে তো তোমার একটুও দোষ নেই সোনা।"

"আমারই দোষ। এসবই আমার কাজ। আমাকেই এর জন্যে দোষ দেওয়া দরকার, আমার-উচিত ছিল আগে থেকে বোঝা। ওরা ভাববে আমি এটা ইচ্ছে করে করেছি।"

আন্দ্রেই ওকে বুকে ধরে আলতো করে চাপ দেয়। আর তার মাথার মাঝখানটায় নিবিড় চুম্বনে ভরিয়ে তোলে।

ক্লাভা তার দীপ্ত চোখ দুটি ওর দিকে তুলে বলে, "সব বরবাদ হয়ে গেল, সব!"

ক্লাভা বেরিয়ে গেল।

আন্দ্রেই সেইসব উজ্জ্বল হাস্যমুখ খেলনাগুলির মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে রইল। তার হৃদয় ভারাক্রান্ত। "সব বরবাদ হয়ে গেল।" সেই ভাবছিল। কার কথা? ঐ কর্মযজ্ঞের জটিল নাটকে আজ যারা বেঁচে আছে তাদের

কথা নয়। সে ভাবছিল ক্লাভার কথা, নিজের কথা, এমন একটা কিছু স্পর্শ-কাতর, আর যা খুব সুন্দর: সেটাই যে মাটি হয়ে গেল।

তার পদ শব্দ আবার তার মনে আশার সঞ্চার করল। সে জানত, সেই পায়ের শব্দ, ছোট ছোট পা দুটির সেই লঘু পদক্ষেপ।

"গোলিৎসিন উঠানে একা, আন্দ্রেই। ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাও ওর সংগে কথা বলো।"

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর বেরিয়ে এল। গোলিৎসিনই আগে তার কাছে এগিয়ে এল।

"ছেলেটার দু বছর বয়স হল," সে নিম্নস্বরে বলল। "তুমি তো সব জান, কি জানো না? বলতে গেলে, আমার এ কূল ও কূল দুই কূলই ভেসে গেছে আন্দ্রেই? আমি পলাতক।"

"তুমি ছিলে, কিন্তু আজ সব ভুলে যাবার দিন এসেছে। এ ছাড়া আর কিছু করবার নেই।"

গোলিৎসিন দারুণ ঘাবড়ে গেল।

"সেটা কি রকম? আমার দায়িত্বের কি হবে? আমি তার বাপ। আমাকে তো—"

সহসা শিশুদের কলকণ্ঠ ফেটে পড়ে ওখানে। আন্দ্রেই জবাব দিতে গিয়ে বাধা পায়। ঘুম থেকে উঠে ওদের মুখ গোলাপী, ওরা উঠানে ছুটে এসেছে। উৎসবের আনন্দে চঞ্চল, উঠানের মাঝখানে ওরা থেমে যায়। চারদিকে চেয়ে দেখে, তাদের বাপ মায়েদের খোঁজে। আনন্দে চীৎকার করে তাদের দিকে ছুটে যায়। ওদের উপহার পাওয়া খেলনাগুলো হাতে তুলে নিয়ে ওরা সোল্লাসে দৌড়োচ্ছে। প্রথমে পুরানো দলের শিশুরা আসে, তারপর তাদের পিছন পিছন ছোটরা। শিশুদের আগেভাগে চলেছে ভোলোদিয়া। ছোট ছোট সবল দুটি পা, চঞ্চল, একটা বুনো ভালুক আঁকড়ে ধরে আছে। সে থেমে পড়ল। তার চারদিকে চেয়ে দেখল, কোন তাড়াহুড়ো নেই। যেন কত বোঝে, বুদ্ধিমান, ওর চোখ দুটো গিয়ে পড়ে ক্রুগলভ আর গোলিৎসিনের উপর। কিন্তু দৃষ্টিটা সেখানেই ঘোরা ফেরা করে না। সে তো ওদের খুঁজছে না। সে ছটফটিয়ে রেগে ওঠে। মাটির উপর শক্ত করে পা রেখে চেঁচিয়ে ওঠে—"বাপি!"

সেরগেই দেখল সেমা শিশুটির দিকে ছুটে আসছে। ওকে কোলে তুলে নিয়ে তার মাথার উপর তুলে ধরল।

"হুর রা—এই যে আমাদের শহরের প্রথম ছেলে!" ব্রাচেনভ চেঁচিয়ে ওঠেন।

"হুর্‌রা!"

"হুর্‌রা!"

"হুঁহুঁরো।"

"বুঝতে পারছ?" ক্রুগলভ জিজ্ঞাসা করে নীরস গলায়।

গোলিৎসিন মাথা নাড়ল। ওর মুখে কথা নেই। যখন সবাই বাড়ী ফিরে গেল আন্দ্রেই এল ক্লাভার কাছে। সে একজন স্ত্রীলোককে সাহায্য করছিল টেবিল সাফ করার কাজে। সে ওকে দেখল, হাত থেকে ডিশগুলো নামাল। আর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

"তুমি তো এখন শুতে যাবে?"

"হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে।"

"তাহলে চলি, ক্লাভা।"

"বিদায় আন্দ্রেই।"

সে ওকে ফটক অবধি এগিয়ে দিতে আসে। সে ফটকটা ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে আসে। সামনে পিছনে সামনে পিছনে ফটকের দরজাটা দোল খায়। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে। এবার সে ওর সংগে কথা বলবে। এখনই আর নয়ত……।

"আমি কাল চলে যাচ্ছি।"

"কিন্তু তুমি তো ফিরে আসবে, তাই না?"

কী তুচ্ছ কথা! হায়, কেন ও মুখ ফুটে বলতে পারে না সেই কথা-গুলো, যা মাত্র একঘণ্টা আগে ওর চোখে চোখে ফুটে উঠেছিল অপূর্ব এক কমনীয়তার? "বরবাদ?" বোকা! তাই কি হয়? অসম্ভব।

অনিশ্চিতের দোলায় ওর মন দোল খায়। কিসের অনিশ্চয়তা? ও কি ওকে ভালবাসত না?

"বেশ তবে এসো, বিদায় আন্দ্রেই।"

"বিদায় ক্লাভা।"

সে মন্থর পায়ে ফিরে এল। ক্লাভা, মাথাটা ঝুঁকে আছে। সে যখন টেবিলের কাছে এসে পৌঁছাল সে ফিরে তাকাল আর ওকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল। চিকচিক করে উঠল শেষ আলোর রেখা। তারপর নিভে গেল।

ছয়

একটা ভীতিকর অনুমানে তোনিয়া তার ছেলের মুখে দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সবাই বললে তাকে তোনিয়ার মতই দেখতে হয়েছে। বিশেষত তার চোখ দুটি সত্যি ঠিক তার মতই। আর তেমনি তার এক গুঁয়েমি স্বভাব। দারুণ উদ্দীপনা। কিন্তু এখন তোনিয়া আরো একটা কিছু দেখছিল। সে দেখছিল তার ছেলের মাথার খুলিটাও তেমনি গোল আর মাথার পিছন দিকের সেই বাঁকা রেখাটা ঠিক তেমনি। আশ্চর্য।

একেবারে যেন চাক্ষুষ প্রমাণ। সেই যখন থেকে সে গোলিৎসিনের ন্যাড়া মাথাটা দেখেছে তখন থেকেই যেন অবাক হয়ে ভাবছে। আর যখন ওর ছেলে আবদার করে ঠিক ওই গোলিৎসিনের মতই সে ঠোঁট ফুলিয়ে দেবে। আর ওর মধ্যে একটা অস্থির ভাবাবেগ আছে যেটা তোনিয়া ঘৃণা করে কেন না এটা দেখলেই ওর সেরগেই-এর কথা মনে পড়ে।

সেরগেই-এর সংগে দেখা হবার পর থেকেই ও একেবারে ভেংগে পড়েছে। এতটা হবে ও কল্পনাও করে নি। প্রথম মুহূর্তটি থেকেই যেন তোনিয়া জানতে পারছিল যে তার সংগে ওর যা হয়েছিল আগে আবার একবার তাই হবে—একটা নতুন দ্বন্দ্ব, নতুন সংগ্রাম। নতুন সব অনুভূতি নতুন একটা শক্তি নিয়ে ওর মনে লাফিয়ে ওঠে। প্রেম নয়, তার বিপরীত ইচ্ছার চরম একটা তীব্র আবেগ যেন জেগে উঠেছিল মাথা চাড়া দিয়ে। হয়ত সে সেরগেইকে ভাল বাসত না কিন্তু তার বিষয়ে উদাসীন থাকাও ছিল অসম্ভব, তার শক্তির অতীত। সে তার কাছে কি চায়? শুধু ক্ষমা? সে আশা করল সেরগেই হয়ত তার ছেলের দাবী জানাবে না; এমন একটা দাবী যে তার কাছে অপমান। এতে তার জীবন দুঃসহ বেদনায় ভরে উঠবে। যা কিছু এতদিন গোপন ছিল তাকে উন্মোচন করার জন্য বদ্ধ পরিকর হল সে। তেমনি একটা সোজাসুজি চলবার মত মনোবল নিয়ে। সাহসিকা এক রমনীর মত যে তার নিজের শক্তি সম্পর্কে অটল বিশ্বাস রাখে। মরণপণ যুদ্ধে সে প্রস্তুত আর বিজয়িনী হয়ে সে ফিরে আসবেই।

তিন দিন হল সেরগেই-এর সংগে ওর দেখা হয়েছে। এর মধ্যেই ওর মনকে ও শক্ত করতে পেরেছে। এবার ও সেমাকে আচমকা বলে ফেলে, "সেরগেই গোলিৎসিন ফিরে এসেছে সেমা। তুমি নিজেই বুঝতে পারছ। আর আমি চাই না। এটা শুধু আমার ব্যাপার। তুমি কেন ভাববে।"

তার আর সেরগেই-এর মধ্যে শুধু সংঘর্ষ; সে চায় না সেমা তার জন্যে কষ্ট পাবে।

হাসপাতালে অন্যান্য রোগীদের চেয়ে আর সে সেরগেই-এর দিকে তেমন মন দিতে পারল না। কিন্তু একদিন কমিসার এসে ওর সংগে দেখা করতে চাইলেন। ও তাঁকে অফিসের ভেতর ডেকে পাঠাল তিনি যা জানতেন সব তাঁর কাছ থেকে শুনল তোনিয়া। সেরগেই-এর কথা। সে বাস্তবভাবে অবস্থাটা খানিক বোঝবার চেষ্টা করে।

"লোকটা তো খুব খারাপ নয়। ওকে আপনি মানুষ করতে পারবেন।" তোনিয়া বললে।

সেরগেই ওয়ার্ডে শিশু কেন্দ্রের দিকের জানলাগুলো খোলা। কখনও কখনও যখন ওর খুব দুর্বল লাগে, তোনিয়া ওর ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যায় আর সেরগেই কাছ থেকে যখন ও দূরে থাকে ছেলেকে সেখানেই রেখে দেয়।

অবশ্য বেশিক্ষণ কখনও সেরগেই জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে না। এতে সে খুশিই হয়।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার দিন সেরগেই ওকে বলল, "ধন্যবাদ তোনিয়া।"

"আমাকে ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই," সে অশিষ্টভাবে বলে উঠল।

এরকম একটা মেজাজ নিয়ে ও তোনিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিতে চায় না।

ও বলল, "হয়ত আমাদের আর কোনোদিন দেখা হবে না তোনিয়া। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি যা করেছি তা মনে রেখো না। আমি তোমার স্মনের কালো পাতায় একটি নাম হয়ে থাকতে চাই না তোনিয়া।"

"আমার জীবনে ভাল কি খারাপ খাতা কিছুই নেই," সে শান্তভাবে জবাব দিল। "বিদায়।"

শিশুকেন্দ্র খোলার দিন ওদের আর দেখা হয় নি। ক্লাভা আর সেমার বক্তৃতার সংগে সংগেই সে সেরগেইকে দেখতে পেয়েছিল। সেমার মত নয়। সে খুব উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল। তোনিয়া প্রায় অপেক্ষা করেই ছিল। তাদের সমস্যাটা নিয়ে কি প্রস্তাব আসে তা দেখবার জন্য। যে কোনো দ্বন্দ্বই এসে উপস্থিত হোক সে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিল। তাকে দেখে মনে হয়েছিল· যখন উপহারগুলো দেওয়া হচ্ছিল, অন্য যে কোনো লোকের চেয়ে সে কত সংযত। যখন সে দেখল সেরগেই আবেদন ভরা দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে আর সে চোখে কী একটা হতাশা, সে ওকে হয়ত কিছুটা উত্তেজিত হয়ে মোটামুটি বিনীতভাবে মাথা নেড়ে স্বাগত জানিয়েছে। ক্লাভার বিব্রত ভাবটা বেশ জানতে পারছিল তোনিয়া। লক্ষ্য করছিল বিষণ্ণ ঔদাসীন্য, সেরগেই-এর সংগে ক্রুগলভের কথাবার্তা। সে অনুমান করতে পেরেছিল কি নিয়ে ওরা কথা বলছে। তার ছেলেই তখন ওকে বাঁচিয়েছিল। সে ছুটে এসে ডাকল "বাপি!" আর তোনিয়া সরে পড়েছিল সেমাকে বিজয় গৌরব উপভোগের পূর্ণ সুযোগ দিয়ে। কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে সে সম্পূর্ণরূপেআসন্ন সংঘর্ষের কবলে গিয়ে পড়ছিল।

সেমা তার কাছে গোলিৎসিনের নাম তত্তটা করে নি। আর তার বিষয়ে কোনো কথাই হয় নি ওদের ভেতর এই ক'টা দিন। কিন্তু তারা ওকে নিয়ে ভাবছিল। আর যে ফাটলটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেটা আবার খুলে যায়, তার অন্ধকার দু'জনকেই আতঙ্কিত করে। তোনিয়া সেই ভয়কে তাড়িয়ে দিতে চায় মন থেকে সমস্ত শক্তি দিয়ে। সে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করে। একটা কেলেংকারী লোক জানাজানি হবেই। হবেই সে জানত আর একমাত্র সেটা হলেই তবে ওদের দোটানা পরিস্থিতির অবসান ঘটবে।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। গোলিৎসিনকে আর দেখা গেল না। তার

কথাও শোনা গেল না। কিন্তু তাদের পরিবারে তার উপস্থিতিটা যেন অনুভব করা গেল। বিশেষ করে ভলোদিয়ার বেলায়। তাকে আগের চেয়ে আদর দেওয়া হল। আদর দিয়ে নষ্ট করা হল। যত দুষ্টমি, দুরন্তপণা ক্ষমা করা হল। ক্ষুদে দানবটি যখনই এসে বলেছে, "এটা চাই ওটা চাই" সেমা প্রাণ ধরে 'না' বলতে পারে না। এমন কি তার বড় আদরের মেয়ে সুভেতাকেও একপাশে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কেন না এই যুদ্ধে তার কোনো ভূমিকা নেই। সেমা ভলোদিয়াকে খেলনা কিনে দেয়, তাকে পরীর গল্প বলে, তাকে নিয়ে গুবরে পোকা ধরতে যায় বনের ভেতর, ঘুড়ি ওড়ায় তার সংগে।

সেরগেই গোলিৎসিন এসে উদয় হয় না, কিন্তু তার ছেলে, এই শিশুর দিকে দুর্বার এক আকর্ষণ তাকে টেনে আনে। সব রকম সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার জন্য তাকে আসতে হয় শিশু কেন্দ্রের উঠানের বেড়ার ধারে। একদিন সে ভলোদিয়াকে ডাকল আর একটা চিনির মেঠাই দিল। বাচ্চা নিল, অচেনা এই দাতার দিকে একবার তাকাল, তারপর হেঁটে চলে গেল। সেরগেই মনে মনে লজ্জা পেল। যেন ও ছেলেধরা। ওকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে! সারাটা গ্রীষ্মকাল ধরে ওর মনে অতলস্পর্শ এক নিঃসংগতা। কঠোর পরিশ্রম আর সামরিক অধ্যয়ন। ওর বাবা ওকে চিঠি লেখে না। চায় না লিখতে। ওর মা লিখেছিলেন, "এ নিয়ে মনে কষ্ট পাস নি, বাবা। বৃদ্ধ মানুষটি দারুণ ভেংগে পড়েছেন। মনের এ অবস্থাটা কেটে গেলে উনি তোকে নিশ্চয়ই চিঠি লিখবেন।" মা বলেছিলেন সভিরিদভ একটা ট্রাকটারের কারখানায় কাজ করার জন্যে ছ'মাস আগে চলে গেছে আর "বুড়ো এখন একেবারে একা।" গ্রুনিয়ার বিয়ে হয়ে গেছে। আর জেলা পার্টি কমিটির তরুণ পাইওনিয়ার পৌরশাসক হিসাবে কাজ করছে।

"আমরা যা চেয়েছিলাম তার তো কিছুই হল না আর এদিকে তোমার বাবা বুড়ো হচ্ছেন, তার পক্ষে কিছুই আর অক্লেশে করা সম্ভব হচ্ছে না।" সেরগেই তো আর সহজ নয়। যা ওর ভাল লাগত না তাকে ও একপাশে ঠেলে দিতে পারত। একদিন সে প্রবণতা ওর ছিল এখন সে ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। তোনিয়ার জন্য সে কষ্ট পাচ্ছে তা নয়; তার মনে রমনীর প্রেমাকাংক্ষা আর ছিল না। এখন সে চাইছিল তার ভেতরে একটা সম্ভ্রম বা মর্যাদা জেগে উঠুক, প্রেম আর সম্মানের উপযুক্ত হোক। আগেকার যেসব বন্ধু ওকে ত্যাগ করেছে আবার তারা তাকে সমমর্যাদায় ওকে গ্রহণ করুক। তার প্রেমের সকল চাওয়া আজ ভলোদিয়ার চারপাশে একটা মধুর বৃত্ত রচনা করে, তার ফুটফুটে ছোটটো ছেলে ভলোদিয়া। যার সংগে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

জুলাইয়ের শেষ, ভলোদিয়া আর শিশুভবনে গেল না। এটা যখন সেরগেই প্রথম আবিষ্কার করল তার মনে উদ্বেগ বাড়ল। কিন্তু নিরুপায়। সে

তো আর গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারে না তার ছেলে কেমন আছে। এমন কি কমাণ্ডারকেও বলতে পারে না, "আমাকে যেতে দিন আমার ছেলের কি হল।" মাত্র এক সপ্তাহ বাদে হাসপাতালের ঠিকা ঝি-এর কাছ থেকে জানতে পারল যে ম্যানেজারের ছেলের অসুখ।

কয়েক মাস ধরে সেরগেই বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করছে। কেন না ও চায় নিশানাদার হিসাবে ও প্রথম স্থান অধিকার করে। প্রথম স্থান অধিকারে সে সফল হল। কিন্তু এতে তার অল্প একটুখানি আনন্দ হল। তার মনের ভেতর এখন একটা মাত্রই চিন্তা, "আমার ছেলের অসুখ, আমার ছেলের অসুখ।"

আগস্টের মাঝামাঝি ভলোদিয়াকে আবার শিশুকেন্দ্রের উঠোনে দেখা গেল। সেরগেই তাকে দেখতে পেল। ওর সেনাদল তখন চানঘরের দিকে কুচকাওয়াজ করে চলেছে। ও থামতে পারল না। লাইন ছেড়ে আসতে পারল না। সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখতে ছেলেরা ছুটে এলো। ভলোদিয়া তাড়াতাড়ি একটা লোহার শিকের ওপর উঠে তার হাত নাড়ল। তার ছোট্টো উজ্জ্বল মুখ, এখন বেশ রোগা হয়ে গেছে, হঠাৎ কুয়াশায় মিলিয়ে গেল। সেরগেই আবিষ্কার করল তার চোখ জলে ভরে গেছে, তাড়াতাড়ি ও সামরিক পোশাকের আস্তিন দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলল।

সেদিন সন্ধ্যায় ওর কোনো কাজ ছিল না। ওর বন্ধুরা বেড়াতে বেরিয়েছিল। ওকে আমন্ত্রণ জানাল। চলো না আমাদের সংগে। কিন্তু ও রাজী হল না। তার অনিশ্চিত অবস্থাটা আর সে সহ্য করতে পারছিল না। তার ছেলেকে দেখবার জন্য বার বার তার ইচ্ছে হচ্ছিল। হাজার হোক তার নিজের ছেলের কথা জানাবার অধিকার তার আছে। তার এই অধিকার অস্বীকার করবার সাহস কার আছে?

তোনিয়াকে আবেদন জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই। সে জানত তোনিয়া কি উত্তর দেবে। কেউ একজন তাকে সাহায্য করুক। কে? ক্লাভা? না ক্রুগলভের কথায় সে সায় দেবে। এপিফানভ? সে সেমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর লিডাও তাকে এর ভেতর নাক গলাতে দেবে না। লিলকা? সে জানে না তাকে কিভাবে সাহায্য করবে।

কাতিয়া স্তাভরোভা নতুন মুদির দোকান খোলা নিয়ে তৈরী হচ্ছিল। সেখানে মার্বেল পাথরের ছাদ হবে কাউন্টারগুলোতে। তার চেহারা প্রতিদিন গোল হয়ে যাচ্ছে। একটা সাদা লিনেন সিল্কের ঢোলা জামা তার পোয়াতি পেট জড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু চলছে কেমন হালকা পায়ে। আর মুখে তেমনি একটা খুশি উৎসাহের ভাব ছড়িয়ে আছে।

সে আগাগোড়া স্টোরের ভার নিয়ে বেশ আনন্দে আছে। স্টোর খোলবার

দিন এগিয়ে এল। ওর খুব মজা লাগছে। এই কাজটা নিয়ে আনন্দ তার ধরে না। হাজার হোক এখানে সে এসেছিল যখন তখন মুদির দোকানের কাজে তার মন ছিল না। দূরে দূরে থেকেছে! এখন সে এখান ওখানে বেড়াচ্ছে। তাকের ওপর লাল ঢাকনির ভেতর পাকানো পনির পিঠে তুলে রাখছে। গরম সেদ্ধ আচার ঝুলিয়ে রাখে হুকে আর পিরামিডের মত করে মাছের পাত্রগুলির থাক সাজিয়ে তুলছে। কাজ করতে করতে সে গান গায়—

নিয়ে যান আপেল যদি চান
কিনে নিন না হয় পনির কিছু খান
না হয় পাউণ্ড ভ'র জমা কলাই মটর
নিয়ে যান।......

কে যেন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে টের পায়। সে তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ায়। সেরগেই ওর দিকে চোখ মটকায় আর ওর গান শুনে হাসে। কাতিয়ার সংগে কথা বলা বেশ সহজ।

"তুমি শিগ্‌গিরই মা হবে, তুমি আমার অবস্থাটা বুঝবে।"

কাতিয়া তার গল্প শোনে। সহানুভূতি জানায়! কিন্তু সেরগেইর কথা শেষ হতে সে বলল, "সে খুব ভাল কথা সেরগেই, কিন্তু এ চিন্তাটা তোমার মাথা থেকে দূর করাই বরং ভাল। এতে কোনো ফল হবে না।"

"কিন্তু ওর ওপর আমার দাবী আছে। সে আমার ছেলে!"

"তবে তুমি ওকে ছাড়লে কেন?"

সেরগেই আঙুল তুলে ইশারা করে চট্ করে কেননা কাতিয়া ঠিক বলছে।

"ওই একটা কথা শুনে শুনে আমার কান পচে গেছে। এবার আমি ফিরে এসেছি। সেদিন আমি যা ছিলুম আজ আর সে মানুষ নেই।"

"সে তোনিয়াও আর নেই। একটা কথা হল, সে সেমার বউ। আর সেমা তোনিয়ার ছেলেকে তার নিজের ছেলে বলে স্বীকার করে নিয়েছে।"

"সে তো খুব ভাল, ভাল কাজই করেছে সে, কিন্তু এখন আমি এখানে এসেছি আর আমি তার বাবা আর তোনিয়ার পারে না···তুমি জানো সে আমায় ভালবাসত।"

এবার কাতিয়া খুব রেগে গেল।

"এখন সে সেমাকে ভালবাসে—সত্যিই তাকে ভালবাসে।"

আর সবাই তাকে একথা বলেছে কিন্তু সে তা বিশ্বাস করে না। তারও খুব মনে আছে সে ওকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসত একদিন। সে নিজেকে সেমার সংগে তুলনা করে। তোনিয়া তার আগেকার প্রেমকে দমন করে রেখেছে কিন্তু নিশ্চয়ই সে আজ আর কাউকে ভালবাসতে পারে না, তাকে ভুলে যেতে পারে না।

"সে কি আকাশের গান শুনতে পায় যখন সে সেমার সংগে থাকে?" ও প্রচণ্ড রকম আক্রোশে ফেটে পড়ল।

কাতিয়া বুঝতে পারে না, জানতো না সে কোন গানের কথা বলছে, তবে সে আর একটা উত্তর দিল তার প্রশ্নের ধার দিয়েও গেল না।

"ইদানীং তুমি তাকে গান গাইতে শুনেছ?"

প্রশ্নটা তাকে নিরস্ত্র করে কাবু করে ফেলে। সে চোখ নামিয়ে নিল। সে এবার জিতেছে। এটা টের পায় কাতিয়া। এবার তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয়। ফুটে ওঠে সান্ত্বনার সুর।

"আমার এই হল উপদেশ সেরগেই। যদি তুমি পুরুষ মানুষের মত কাজ করতে চাও, তোমার শিং গুটিয়ে নাও। সবচেয়ে ভাল হয় যদি তুমি ওদের ত্যাগ করো, সব ব্যাপারটা ভুলে যাও, কিন্তু তুমি তা পারবে না, তাহলে যাও খোলাখুলি কথা বলো। তোনিয়ার সংগে নয়—সেমার সংগে।"

সে সেমার সংগে দেখা করার ব্যবস্থা করবে কথা দেয় যাতে তোনিয়া জানতে না পারে। দুদিন বাদে সে তাকে খবর দিল যে সেমা নির্দিষ্ট কোনো একটা সময়ে তার জন্যে অপেক্ষা করবে জেটিঘাটগুলোর ওপরে একটা পরীক্ষাগারে।

পরীক্ষাগারে সেমা একা ছিল না যখন সেরগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছাল; একজন সহকারীর সংগে ইঞ্জিনিয়ার কোসত্কো কাজ করছিলেন। কতকগুলো ঢালাই করা ঘনকের শক্তি ও জল প্রতিরোধ ক্ষমতা পরীক্ষা করছিলেন তারা। সেরগেইকে ওই সব ঘনকের ওপর দিয়ে গিয়ে সেমার কাছে পৌঁছাতে হল। সেমা হাত বাড়িয়ে ওকে ধরল। তারপর নিচু হল একটা ঘনক তোলবার জন্যে। জলযন্ত্রের চাপের ওপর সেটা রাখতে রাখতে সে একবার সেরগেইর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করল।

"এমনি ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমার সংগে কিছু কথা বলতে চাই।" সেরগেই বেশ দৃঢ় কণ্ঠে অথচ নিচু সুরে বলল।

"এক মিনিট। দেখো আমরা কি করে ঢালাই পরীক্ষা করছি। খুব মজার। এই পাম্পটা এর ওপর তেল ঢালছে যখন আমরা এটাকে চাপের নিচে রাখছি……।"

সেমা এলোমেলো কথা বলে চলেছিল। সে অথবা সেরগেই কেউই এই মুহূর্তে পাম্পের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তবু সেমা ওইসব কথা বলে চলেছে। পাম্প আর প্রেস্। সেরগেই শুনছিল। কেন না কারোরই সাহস হচ্ছিল না যে ব্যাপারটা নিয়ে তারা আজ পরস্পর দেখা করেছে তা নিয়ে আলোচনা করে।

শ্রমিকরা হাত দিয়ে তেল পাম্প করছিল। চাপ বাড়ানো হচ্ছিল কিন্তু ঘনক তাকে রুখছিল। সেরগেই যান্ত্রিকভাবে পরিমাপক যন্ত্রের কাঁটার দিকে লক্ষ্য রাখছিল—৪০, ৫০, ৭০, ১০০, ১১০…।

শেষকালে ডায়ালের দিকে চোখ রেখে সেমাই বলে, "তুমি কি চাও সেরগেই ?"

"আমি অন্যায়ের প্রতিকার চাই সেমা। আমি জানি আমি একটা ভবঘুরে বখাটে ছিলাম একদিন।"

কাঁটা নড়ছিল, ১২০, ১৪০, ১৬০……।

"আমি বাচ্চাটাকে ভালবাসি, কেন না আমি ওর বাবা……।"

১৭০, ১৮০…।

ঘনকটা শক্ত হয়ে আছে। কিন্তু একটা চাটুর ওপর মাখনের মত কুঁচকে যেতে থাকে। তার ধূসর পার্শ্বদেশে চীড় খাওয়ায় সরু সরু সুতোগুলো গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসে। হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল এবং ঘনক খণ্ডটি ফেটে যায়।

"একশো আশি," সেমা কোস্তকোকে চেঁচিয়ে জানাল। তিনি ডেস্কে বসেছিলেন। "খুব খারাপ নয় হে।"

একটি শ্রমিক টুকরোগুলো ঝাঁট দিচ্ছিল। চাপ যন্ত্রে ধুলো পড়েছিল।

"এসো আমার সংগে," সেমা বলল।

তারা পাশের একটা ঘরে এল। সেল্ফ আর টেবিল ভর্তি বোতল। তাতে রয়েছে বালি, পাথর আর সিমেন্টের নমুনা। একটা বোতলে ছাপা রয়েছে—"পোজোলানা"। সেরগেইর মনেও কথাগুলো একটা দাগ কেটে বসে। ওটা কি জিনিস ? ও নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে। বালি ? সিমেণ্ট ? "পোজোলানা"।

"বেশ, এবার তাহলে কথা বলা যাক," সেমা বলল। ও কাঁপা কাঁপা হাতে কিছুটা বিব্রত ভাবে কতকগুলি বোতল তুলে নিয়ে নামিয়ে রাখল। "কিন্তু অপমানিত বোধ কোরো না বা রাগ কোরো না সেরগেই যদি আমি তোমায় সরাসরি বলি যে তুমি আজ কোথায়, এতদিন পর তোমার অবস্থাটা কি ?" ও বোতলগুলো সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওর মনের জোর যেন ওকে আরো খানিকটা লম্বা দেখাচ্ছে। সেরগেই ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। হঠাৎ তার এইসব কথাবার্তায় তার যেন আর কোনো রুচি নেই। সেরগেইর বিধান অনুযায়ী সেমা বলে, "হ্যাঁ একজন পুরুষ মানুষ আর একজনের কাছে যেমন বলে, প্রথমত তোমার মধ্যে একথাটা ঠেসে রাখো যে ওই ছেলের ওপর আজ আর কোনো অধিকার তোমার নেই। কোনো কিছুই নয়। তুমি যদি এক বছর আগে ফিরে আসতে, তোমার সংগে কথা বলায় কোনো প্রয়োজনই আমি বোধ করতুম না, কিন্তু এখন আমি তোমাকে বন্ধু মনে করে তোমার সংগে বন্ধু হিসাবেই কথা বলতে চাই। তুমি বলছ তোমার ছেলের কথা তুমি জানতে চাও। কিন্তু সে তোমার ছেলে নয়।"

"দেখো—"

"কোথায় দেখব? তার দেহে তোমার রক্ত বইছে তাতে কি এল গেল? যদি সমস্ত যন্ত্রণা, সমস্ত উদ্বেগ, বিনিদ্র রাত, আনন্দ, ভয়, এইসব দিয়ে রক্তের চেয়ে অনেক বড় একটা সম্পর্ক দিয়ে তাকে আমি আমার কাছে ঘনিষ্ঠ ভাবে পেয়ে থাকি? সে তোমার হতে পারত, কিন্তু আজ সে আমার, সে আমার ছেলে। আর কারো নয়, তার দিকে চেয়ে দেখো নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো কাকে সে তার বাপ মনে করে। তার জন্মের দিন থেকে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে। আমার আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরেছে। আমার ডাকে মাথা ঘুরিয়ে সাড়া দিয়েছে। আমার কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর তুমি বলছ রক্তের কথা। ছুটতে গিয়ে পড়ে-যাবার ভয় সে পায় না। ওর পা দুটো যত জোরে ওকে নিয়ে যায় তত জোরে ও দৌড় লাগায়। সেটা আমি তাকে শিখিয়েছি। তার খুব আঘাত লাগলেও সে কাঁদে না। আমি তাকে তা শিখিয়েছি। যদি অন্য কোনো ছেলে তাকে মারে সে ছুটে পালায় না তাকে জবাব দেয়। সেও তাকে মারে। আমি তাকে শিখিয়েছি। ওর বয়স মোটে দুই। কিন্তু এরি মধ্যে সে কাগজ আর কার্ডবোর্ড, কাঠ দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করতে পারে। সে আমার হাত পেয়েছে। আমার স্বভাব আর বুদ্ধি পেয়েছে। তুমি সেটা অস্বীকার করতে পারো না—তার মধ্যে তুমি আমার চরিত্রের দাগ দেখতে পাবে। এটা স্বীকার করতে যদি তোমার ঘোরতর আপত্তি না থাকে।"

সেমার মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। সে অনন্তকাল ধরে কথা বলে যেতে পারত। কিন্তু সে থেমে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ যে তার ছেলেকে তার কাছ থেকে নিয়ে যেতে চাইছে। এই লোকটি তার বন্ধু, আর নিশ্চয়ই তার অধিকার আছে।

বিষণ্ণ কণ্ঠে সেমা তার বক্তব্য শেষ করে বলে, "এসব কথা বলার মধ্যে কোনো মানে হয় না। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলে। আমি কি বলতে পারি? শুধুমাত্র এটা নির্ভর করছে তোনিয়ার ওপর। সে যা বলবে তাই হবে। যদি সে বলে "হাঁ" তাহলে আমিও বলব "হাঁ।" চলো তাঁকে খুঁজে দেখি কোথায় আছে আমরা তিনজনে বসে এ সমস্যার সমাধান করব। তুমি নিজেই দেখবে। চলো।"

সেরগেই যেতে চাইছিল না। সে তার ইচ্ছা পূর্ণ হবার নৈরাশ্যটা উপলব্ধি করল।

"না না চলো," সেমা পীড়াপীড়ি করল সে সেরগেইর হাত ধরল। "চলো এখন, এই মুহূর্তেই, কেন না—বেশ, আমাকে ব্যাপারটা একেবারে এখনই ফয়সালা করে ফেলতে হবে।"

তোনিয়া হাসপাতালে ছিল। জানলা দিয়ে ওদের দেখতে পেল। তার

প্রথমটায় খুব রাগ হল। তাকে বাদ দিয়ে এসব কথা চলছে। সেরগেই তাকে না বলে কি সাহসে সেমার সংগে কথা বলছে। রাগ হল এই ভেবে যে তাকে সেরগেই খুব কষ্ট দিয়েছে, উদ্বিগ্ন করেছে। সে তার নিজের বাড়ীতে ছুটে এল।

"তুমি কি চাও সেরগেই ?" সে রুখে উঠে বলল, "কেন এসেছ তুমি ?"

ওরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। আপাদমস্তক দেখল। না, এই নারী আর তাকে ভালবাসে না। কত বড় হয়ে গেছে ও, কত বলবতী! তার চেয়েও মাথায় খাটো হয়ত কিন্তু সেরগেইর মনে হল যে সে তাকে খুব খাটো করে ফেলেছে অনেকটা উপরে উঠে গিয়ে। তার আসন এখন অনেক উঁচুতে।

সেমা ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। বোঝায়। সেরগেইর মনে মনে রাগ হয়। মাঝখান থেকে এই লোকটা নাক গলিয়ে তার ব্যাপার নিয়ে ওকালতি করছে কেন ?

"আমি এসেছি কেন না আমার নিজের ছেলেকে দেখবার ষোলো আনা অধিকার আমার আছে।" সে তার অসন্তোষ লুকোতে বেশ একটু রেগে ওঠে।

তোনিয়া নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সংযত করে নেয়।

"তুমি ভুল করছ," সে কর্কশভাবে বলল, "তোমার কোনো ছেলে নেই আর তোমার কোনো অধিকারও নেই। তুমি তাকে দেখবার অনুমতি ভিক্ষে করতে পারো তুমি তাকে দাবী জানাতে পারো না।"

পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেল, তার খুব স্বাধীন ছেলেটি, সেই দামাল শিশু এসে ঢুকল। সে তার মূল্য অনুভব করে, আর কৌতূহল জমে ওঠে তার মনে। ব্যাপার কি এই সব বড় বড় লোকেরা এমন উঁচু গলায় কি সব বলাবলি করছে আর এমন অদ্ভুত হাবভাব করছে কেন। ও থামল আর তাদের দিকে চেয়ে দেখল।

"বাপি," ছেলেটি বলল, ও আসার সংগে চারধারের অবস্থাটা বুঝে বেশ সজাগ হয়ে ওঠে, "উড়ো জাহাজ পাখিটা না ভেংগে গেছে।"

তার হাতে ধরা একটা ঘরে বানানো উড়ো জাহাজ। সে সেটাকে তুলে ধরল আর প্রোপেলারটাকে ধাক্কা দিল, সেটা ঘুরল না।

"বাপি," সে বলল, সেরগেই সরে এল। মনে মনে তার অস্বস্তি। সেমা খেলনাটা নেয়। পরীক্ষা করে দেখে।

"আমি তোমাকে এটা আটকে দেবো," সে বলল। ছেলেটাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে সেমা বেরিয়ে এল। ঘরের ভেতর ওরা দুজন রইল। সেমা একবার পিছন ফিরেও তাকাল না। তোনিয়া বসেছিল। তার কোলের ওপর দুটি হাত জড়ো করা।

"আজ হোক কাল হোক আমাদের এই সমস্যার সমাধান করে নিষ্কৃতি পেতেই হবে। আমাদের শান্ত হয়ে সব কিছু বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। বোসো।"

সে তোনিয়ার জন্য অপেক্ষা করে। তার সংগে কথা বলার আগে মনের ভেতর ভাবনাগুলিকে গুছিয়ে নেয়। তোনিয়া শুরু করে। প্রশ্ন করল, "ঠিক কি জন্য তুমি এখানে এসেছ বলো তো?" ওর দিকে চাইতেই তার গলায় কি যেন একটা তালগোল পাকিয়ে উঠে ওর কণ্ঠরোধ করে। সেই তোনিয়া! এখনই বুঝি চোখ ফেটে ওর জল আসবে। সে তাকে বলতে থাকে। পালিয়ে যাবার পর থেকে কি করে এই ক'টা বছর সে কাটিয়েছে; তার নিঃসংগতা, তার বিবেক দংশন, আর আজ এখানে এসে তার সন্তান স্নেহ, বাৎসল্য।

তোনিয়া বলল, "তোমার কথা বুঝেছি। এখন আমি সন্দেহ করি না তোমার সততায়। এখন তোমার পরিবর্তন হবে। তুমি সৎ ভদ্র হবে এটাই আমি আশা করি। যদি তুমি এখনে এসে আমাদের সংগে কথা না বলতে তাহলে তোমাকে হয়ত আমি ঘৃণা করতাম।"

কিছুক্ষণ ধরে ওরা কোনো কথা বলল না। তোনিয়া নীরবতা ভংগ করে।

"আমার কথা শোনো সেরগেই। আমাদের ভাবাবেগের কোনো দাম নেই। একমাত্র মূল্য হল ওর জীবন। আমি ভ্রান্তি ঘৃণা করি। জটিল আধাখেঁচড়া একটা গোঁজামিল দেওয়া ব্যবস্থা। অনেক কষ্ট আমি পেয়েছি। হতে পারে সেই জন্যেই হয়ত আমি ওকে আজ যত দূর সম্ভব আগলে রাখবার চেষ্টা করছি; তার জীবনে কোনো মিশেল দেওয়া জিনিস থাকবে না। আমি চাই না কেউ এসে আমাদের এই সুখের সংসার—আমার ছেলের সংসার ভেংগে দিক।"

ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। এবার সেরগেই দেখতে পেল কী যন্ত্রণায় তোনিয়া একদিন মাথা কুটে মরেছিল। সেই জন্যেই আজ ওকে কি এত বড় এত শক্তিময়ী বলে মনে হচ্ছে!

"বুঝেছি তোনিয়া। আমি তোমার সংগে সাংঘাতিক দুর্ব্যবহার করেছি। বুঝেছি—"

"তুমি কিছুই বোঝ না। তুমি জানো না কী গভীরভাবে আমি তোমায় একদিন ভাল বেসেছিলেম, এটাও জানো না আমার হৃদয় থেকে তোমাকে কী নির্মমভাবে ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছে। কোনো দিন তুমি কিছু বোঝো নি আর কোনোদিন বুঝবেও না।"

"তোনিয়া! তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন—"

"আমি তোমার যোগ্যতা কি তা জানি। জীবনের চেয়ে বেশি করে কি আমি তোমায় ভালবাসি নি?"

"সেদিন আমি বুঝিনি তোনিয়া, কিন্তু এখন—" ও হাত বাড়িয়ে তোনিয়ার হাত ধরতে চায়। তোনিয়া হাসল। "থাক," ও বলে, "হয়ত আমি সেদিনের কথাটা খুব হালকা করে বলছি, এখন, তার কারণ তোমার ওপর আমার সেই ভালবাসাটা অনেক আগেই মরেছে সেরগেই। আর এখন আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে যা কিছু হয়েছে আমি তার জন্য আনন্দিত। তোমার কাছে থাকলে আমি কিছুতেই এত সুখী হতুম না।"

"তুমি কি সেমাকে এত ভালবাসো?" সেরগেই বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে একটা সন্দেহের ছায়া।

"হ্যাঁ," তোনিয়া গম্ভীর মুখে জবাব দিল। আর একবার সে মাতৃত্বের সান্ত্বনার ভঙ্গীতে সেরগেইর হাতটা ধরল।

"কথাটা বোঝবার চেষ্টা করো সেরগেই: তোমার জীবন এতে সহজ হবে। আমি সেমাকে ভালবাসি। আমার কাছে সে স্বামীর চেয়ে বেশি। অনেক বেশি। আমি জানি তুমি কি ভাবছ, তুমি ভাবছ তুমি দীর্ঘকায় সু-পুরুষ, সব মেয়েই তোমার প্রেমে পড়বে। আর এদিকে সেমা? বেঁটে খাটো চেহারা, মোটেই আকর্ষণীয় নয়। বরং একটু ভাঁড়ের মত স্বভাব। কি ঠিক বলছি না? আর তুমি বিশ্বাস করবে না তোমার চেয়ে সেমাকে আমি বেশি পছন্দ করি।"

সেরগেই বিড় বিড় করে কথাগুলোর প্রতিবাদ জানায়। বাস্তবিক এটাই সে গতকাল ভেবেছিল, এমন কি আজ সকালবেলা, সত্যিই এইমাত্র ভাবছিল……।

"দেখতে সুন্দর হলে কি হবে, গুণের বেলায় খুব কম," তোনিয়া বলে চলল। "চারদিকে অনেক সব সুন্দর সুন্দর পুরুষ আছেন—ইনি না হোক উনি—যত্রতত্র তাঁদের খোঁজ মেলে। কিন্তু আজীবনের সংগী খুঁজে পাওয়া, এমন একজন মানুষকে পাওয়া যে সত্যিকারের বন্ধু, যাকে তুমি সব বলতে পারো, যার উপর তুমি সব কিছু বিশ্বাস করতে পারো, যে তোমার ভালো মন্দ সব বোঝে—"

সে তার বক্তব্য শেষ না করে ভেঙে পড়ল।

"আমি জানি না তুমি কিভাবে নেবে, সেরগেই, কিন্তু আমি এটা জানি কোন দ্বিধা না করে আমি আমার শিশুর লালন পালনের ভার সেমার উপর দেবার আস্থা রাখি। সেমা আমার শিশু সন্তানদের বাবা, আর আমি যতদিন বাঁচব তাদের জন্যে আর কেউ আসবে না।"

সে যখন দেখল যে সেরগেই তার ভাবাবেগ অনেকটা সংযত করতে পেরেছে সে সেমাকে ডাকল।

"সেরগেই বুঝতে পেরেছে আর সব কিছু মেনে নিয়েছে," সে বলল। আলতো করে সেরগেইর কাঁধ স্পর্শ করল তোনিয়া। "সে চলে যাচ্ছে সেমা।"

সেরগেই শুধু একটি কথা বলল, "আমি কি তাকে আর একটি বার দেখতে পারি?"

তোনিয়া ছেলেটিকে নিয়ে এল। সেরগেই ওর মাথায় হাত দিয়ে টোকা দিল। আদর করল, তার মাথার পিছন দিকটার তীক্ষ্ণ রেখায় হাত চালিয়ে দিল; বাচ্চাটার ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলে ওর আঙুলগুলো খেলা করল। ভলোদিয়া সরে এল। তার খেলনার কাছে দৌড়ে গেল।

"বিদায়," সেরগেই বলল। মাথায় টুপি পরে নিল।

সাত

আন্দ্রেই ক্রুগলাভ নিজের মনে কেবলই ভেবে চলেছে। বুঝতে পারে না। এই অস্বস্তির কারণ কি। এই দ্বিধার কারণ কি। একই সংগে যা তার সমস্ত ইচ্ছা শক্তিকে অসাড় করে দিয়েছে। যখন তার সংগে ক্লাভার সম্পর্কটা খুব পরিষ্কার হয়ে যেতে পারত হওয়া উচিত ছিল। সবার কাছে ও বিদায় নিল। তারা তাকে বিদায় জানাতে এসেছিল। অবশ্য ক্লাভা তাদের ভেতর ছিল না। ওর মনে ভেতর কী একটা অসন্তোষ ক্রমাগতই চলেছে! স্টীমারটা আস্তে আস্তে নদীর পাড় থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে দূরে চলে যাচ্ছিল। ক্রুগলভ তার কেবিনের মধ্যে গেল। দরজাটা তালা দিয়ে বন্ধ করল। শুয়ে পড়ল। নিজেকে নিয়ে ওর শান্তি নেই। ওর এখানে থাকাই উচিত ছিল। ক্লাভাকে বিয়ে করে তাকে নিয়ে ছুটি কাটাতে গেলেই ভাল হত। এখন ও কি মনে করছে? তাব ক্রুগলভ একা একা রোসতভে গিয়েই বা কি করবে? ওখানে তো তার কেউ নেই। আছে এক বদমেজাজী খিটখিটে পিসি। তাকে ও একটুও ভালবাসে না। কিছু পুরনো বন্ধু বান্ধব আছে হয়ত। তা, তারা হয়ত এতদিনে অন্য অন্য জায়গায় চলে গেছে। এখন রোসতভের চেয়ে নব নগরের সেই পরিবেশ তার নিজের ঘর বাড়ী আরও আকর্ষণীয়। রোসতভে তার সম্পর্ক অতীতের স্মৃতি দিয়ে বাঁধা, নব নগর তার নিজের চেষ্টার ফলশ্রুতি। তার বন্ধুদের সৃষ্টি। এর একটি মেয়ে যার প্রতীক্ষায় সে দিন গুনছে। কিন্তু তবু কেন সে চলে যাচ্ছে?

জানলার পর্দার কাঠের ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে বাতাস আর সূর্যের আলো এসে পড়ছে। স্টীমারের চাকার ঘর্ষণে জলে ফেনা উঠছে ও ডেকের উপর ছোট ছোট ছেলেদের পায়ের দুপদাপ শব্দ আর তাদের গলার কলকল শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘুমও তাকে তার অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে না। বেশ গাঢ় ঘুম তবে বেশীক্ষণ নয়। কেমন একটা অচৈতন্য আচ্ছন্ন অবস্থায় সে ডুবে গিয়েছিল। তার মনের ভেতর সারা দিনের

ঘটনাটা কিছুক্ষণের জন্য মুছে দিল। কিন্তু তার অস্বস্তিবোধ এতে আরো বেড়ে উঠল। এই অস্বস্তি একটা আকৃতি হয়ে মানুষের শরীরের রেখায় রেখায় ছবি হয়ে ফুটে উঠল। তার দুটি হাত যেন লাল চুলে ছুঁয়ে আছে। দুটি চোখ যেন নিচু দুটি পাতার ভেতর থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। দিনা!

ওর ঘুম ভেঙে গেল। সূর্য অস্ত গেছে। বাচ্চা ছেলেগুলো চলে গেছে। সন্ধ্যার স্যাঁতসেঁতে কনকনে ঠাণ্ডা নিয়ে এসেছে নদীর দীর্ঘশ্বাস—কেবিনটা ভরে উঠেছে।

দিনা। তাহলে মোটের ওপর সে মুক্ত ছিল না। এতক্ষণ সে যে তার হৃদয়ে বহন করে চলেছে দিনার ভাবনা এত সে জানতেই পারে নি। তাহলে এই ভাবনাটাই তার স্বপ্নের মধ্যে তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। সে তাকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। আর তার কাছেই তাহলে সে যাচ্ছিল। তাকেই সশরীরে সে দেখতে চলেছে। তখনও তার সমস্যার সমাধান হয় নি। আর সেটা না হওয়া পর্যন্ত সে ক্লাভার কাছে বিয়ের প্রস্তাব আনতে পারবে না। "দাদা, সত্যের মুখোমুখি তোমাকে দাঁড়াতেই হবে। তুমি জানো না দিনার উপস্থিতিতে তুমি নিরপেক্ষ থাকো কি না। বেশ, যাও, দেখো কি হয়। নিজে গিয়ে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হও।" সেই সংগে, তার অস্বস্তি চলে যায়। সে জানতে পারে কোথায় আজ সে দাঁড়িয়ে আছে। আর সংগে সংগে তার মনে একটা স্বস্তি ফিরে আসে। এবার একটা অন্য দৃষ্টি দিয়ে সে তার অবকাশ যাপনের দিনগুলি বিচার করে। তার মনে হয় এবার ছুটিতে যেন একটা মুক্তির দিন এসেছে। এটা সবারই দরকার। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। সবাই তার মন প্রাণের গভীর কথাটা খুঁজে দেখে। নিজের মনের ভেতর জমা খরচের হিসাব নেয় আর যত সব কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়।

রোসতভে সব কিছুই বেশ ভাল চলল। ও এতটা আশা করে নি। ওর পুরানো বন্ধুদের সংগে দেখা হল। আবহাওয়া চমৎকার। তার পিসির স্বভাবটাও আর আগের মত নেই। অনেকটা শুধরেছে। ওর অনেকটা সময় কেটে যায়, সাঁতার কেটে বেড়িয়ে মাছ ধরে তার বন্ধুদের সংগে। ও তাদের কাছে নব নগরের গল্প বলে। সেখানকার বন্ধুদের কথা। এমনি গল্প করতে করতে ওর একদিন ইচ্ছে হল তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রাখে—এই বিশাল নির্মাণ কার্যের একটা ইতিবৃত্তান্তের মত রচনা করে। যাতে এটা কোনোদিন কেউ ভুলে না যায়। বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে না যায়। দূর থেকে সে জিনিসগুলোকে আরো স্বচ্ছভাবে দেখতে পায় আর আরো গভীরভাবে তাদের উপলব্ধি করে, বোঝে। কিন্তু কাগজের ওপর এই গভীরতা আর স্বচ্ছতার ছাপ রেখে দেওয়া সে বড় কঠিন ব্যাপার। যখনই সে হাতে কলম নিয়ে বসে একটা প্রাণবন্ত কাহিনী নীরস আর ভাবহীন হয়ে পড়ে। হতাশ হয়ে, সে শুধু তথ্য আর ঘটনা ছাড়া আর কিছুই লিপিবদ্ধ করতে পারে না।

মনে রাখার মত কতকগুলি কথা। মনে করে রাখা কথোপকথনের দু'একটা আঁচড়। যেমন যেমন তার মনে এল তেমন তেমন সে লিখে চলল, টুকে রাখল, ক্রম অনুযায়ী হল না—তা না হোক। এইসব লিখতে লিখতে সে আবিষ্কার করল যে সে যা লিখেছে তার ভেতর দিয়ে একটা গভীর তাৎপর্য ফুটে উঠেছে। আর সেইসব তথ্য—ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে মহান কর্ম আর মহান জনগণের এক অবিচ্ছিন্ন মূর্তি। সে তার কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। তার স্মৃতি জমিয়ে তোলে কত ঘটনা আর কত চরিত্রের স্তর পরম্পরা। ফিরে আসে কত মুহূর্ত যা বিস্মৃতির সমাধিতে লীন হয়ে গিয়েছিল, দৈনন্দিন জীবনের একটানা পরিবর্তনের ভেতর কতকিছু ভুলে গিয়েছিল সে। সেই বিস্মৃত অতীত আবার ফিরে আসে।

ও জানতে পারল দিনা শহরে আছে। কিন্তু তার সংগে দেখা করার ইচ্ছে ওর ছিল না। সে একজন নামজাদা ডাক্তারকে বিয়ে করেছিল। লোকটা বদমাস। ওর সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। শহরের সবচেয়ে সুন্দরী বলে তার একটা সুনাম ছিল। আর সবাই অবাক হয়ে ভাবত তার এই সুনামের কারণ কি। একবার আন্দ্রেই ওকে দেখতে পেয়েছিল রাস্তায় যেতে যেতে। তখন অবশ্য দিনা অনেকটা দূরে। দিনাকে দেখে ওর মনে হল যেন অন্য জগতের মানুষ। গভীর বলি রেখা তার মুখের সমস্ত সৌন্দর্যটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। তার দু'চোখ আজ আর দীপ্ত হয়ে ওঠে না এটা জানতে পেরে যে সে কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে, নির্দয়ভাবে সে মুখে চোখে রঙ মাখে। মেক-আপ করে।

সংগে সংগে দিনা ওকে চিনতে পারে। সত্যিই ওকে দেখে ওর আনন্দ হয়। এ আনন্দে ফাঁকি ছিল না। মুখের গভীর দাগগুলো যেন অনেকটা নরম হয়ে আসে। তবে আন্দ্রেই তার ছট্‌ফটে বকবকানিতে আর আকৃষ্ট হয় না।

ওরা একটা নির্জন গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। কতকগুলো বাড়ীর পাশে পাশে পা ফেলে ফেলে ওরা হাঁটছিল। তাদের সরু সরু ছায়া পড়েছে পথের কিনারায়। সূর্যের প্রখর উত্তাপ থেকে গা বাঁচাবার জন্যে ওরা সেখান দিয়ে হাঁটছিল। ওকে দেখে আন্দ্রেইয়ের মুখের ভাবটা এমন হয়ে গেল। দিনার খুব ঘৃণা হল আন্দ্রেইয়ের এই ভাব পরিবর্তনে। সে বুঝতে পারে না এখন কেমন করে কিভাবে ওর সংগে কথা বলবে। সে অভিযোগের সুরে বলে জীবনটা বড় একঘেয়ে। সোচ্চার হয়ে ওঠে—সে একটা অন্য ধরনের জীবনের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। একটা উজ্জ্বল বর্ণিল অসাধারণ জীবন। আন্দ্রেই হাসল।

"বেশ তো, যেদিন তুমি সে জীবন পেয়েছিলে সেদিন তা চাও নি।" সে বলল।

বিয়ের লগ্ন এল। রূপকুমারী। রাজকুমার তার নিজের আঙুল থেকে একটি আংটি খুলে নিল আর তার আঙুলে দিল গলিয়ে……।”

আবার ক্লাভার দুটি গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ে। কে যেন দরজা খুলল। সে চেঁচিয়ে উঠল, “দোহাই আলো জেবলো না।”

আন্দ্রেই ক্রুগলভ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল।

“সোজা জাহাজ থেকে আমি তোমার কাছে এসেছি।” সে জানাল।

সংগে সংগে তার চোখের জল শুকিয়ে গেল; সৌভাগ্যক্রমে তার আগুন রাঙা গাল দুটি অন্ধকারে দেখা গেল না।

“তুমি আমাদের ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে আন্দ্রেই,” সে বলল। “একটু দাঁড়াও।”

আন্দ্রেই বাইরে বেরিয়ে এল। বারান্দায় তার জন্য অপেক্ষা করল। নীরবে ওরা পরস্পরের হাতে হাত রাখল। ক্লাভা জানত সে কেন এসেছে। হঠাৎ সব কিছু তার ব্যথাজর্জর মস্তিষ্কে যেন পরিষ্কার হয়ে আসে। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। এর আর অদল-বদল হবে না।

ওরা ভিজে কাঠের বারান্দাটা ধরে হাঁটতে থাকে। আন্দ্রেই ওকে বলল ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাগে অভিমানে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে সে ওকে ভালবাসে আর তার বউ হতে চায় সে। ক্লাভা মাথা নাড়ল।

“না।”

সে ভেবেছিল ক্লাভাকে সে ভুল বুঝেছে; এই মুহূর্তের জন্যেও ভাবে নি যে ক্লাভা তাকে ফিরিয়ে দিতে পারে।

“না, আন্দ্রেই। তা হতে পারে না, আর এতে কিছু ফল হবে না। আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছি। এখন এটা শুকিয়ে গেছে। মরে গেছে।”

আন্দ্রেই ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে। ক্লাভা ভুল করছে। অতীতকে ভুলে যেতে হবে। আর সে ক্লাভাকে প্রাণ ভরে ভাল বাসবে।

“না, আমি তা পারি না। আমি এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। দু’মাস ধরে আমি কিছু ভাবি নি আন্দ্রেই। তা হয় না, পারব না, চাই না আমি, কোনো লাভ নেই। ফুরিয়ে গেছে।”

আন্দ্রেইয়ের বিব্রত ভাবটা লক্ষ্য করে ক্লাভা বলে চলে, “আন্দ্রেই, সবাই জীবনে সুখ চায়। আমিও তাই চাই। আর আমরা কি তার উপযুক্ত নই—তুমি আর আমি? তুমি যা দেবার জন্যে এসেছো, সে একটা পুরোনো পোড়া ছাই। আমার আজ আর তাতে কোনো দরকার নেই আর তোমারও নেই।”

“ওঃ কী নির্বোধ আমি!”

সে কিছু বলল না।

“কিন্তু আমি যে তোমায় ভালবাসি ক্লাভা।”

"ঠিক দিনাকে যেমন ভালবাসতে" ? সে তাড়াতাড়ি জবাব দিল। তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল।

সে জানত। এ ভালবাসা দিনার মত নয়। ক্লাভাকে সে দিতে চায় তার সত্যিকারের প্রেম। তাই বুঝতে পেরে মনে মনে সে আঘাত পায়। তাকে লজ্জা দেয়। দুঃখ দেয়। তবু সে আশা ছাড়ল না।

"আমি স্বভাবতই একটু আমুদে আন্দ্রেই", ক্লাভা লাজুক লাজুক মুখে বলল। "কিন্তু তোমাকে দেখলে আমার আনন্দ হয় না। আমি দুঃখ পাই। ধরো—সেই যেদিন শিশুভবন খুলল—মনে আছে ? আমি ভেবেছিলাম আমি সত্যিই সুখী। কিন্তু যখন আমি নিজেকে পরখ করে দেখলাম, দেখলাম যে ব্যাপারটা তা নয়। তুমি যদি এটা ভাবো তাহলে তোমারও না বলে উপায় নেই। আমি তোমার কাছে এসেছি আন্দ্রেই, কিন্তু তুমি আমায় দুঃখ দিয়েছ—যেন যা কিছু ভাল আজ তা সব চলে গেছে।"

যখন ও বাড়ী এল সে উপলব্ধি করল যে সে একটা মুক্তি পেল যদিও এটা একটা করুণ তিক্ত মুক্তি। অবশেষে সে অতীত জীবনের, এই ক'বছরের জটিল ভাবাবেগের হাত থেকে মুক্তি পেল। এবার ওকে শুধু ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থাকতে হবে। আর তীক্ষ্ণ সজাগ বুদ্ধি নিয়েই ও চেয়ে থাকবে ভাবীকালের দিকে। যাতে তাকে আর এমন তর ভুল করে প্রবঞ্চিত হতে না নয়। তাকে আরো কঠিন কাজ করতে হবে আগের থেকে। যে সব মানুষের দায়িত্ব ও নিয়েছে তাদের মধ্যে থেকে ও নিজের জীবন গৌরবে, নতুন অনুভূতিতে, নতুন নতুন সাফল্যের বীজ বপন করবে। যে জীবন আরো বড়; যে অনুভূতি তাকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সাফল্যের সন্তোষ লাভে বাধা দেবে। ক্লাভা বুঝতে পেরেছিল এই কথাটা। যেদিন সে তার পুরানো ভালবাসাটাকে মাড়িয়ে চলে যেতে পেরেছিল। কেন না সে জানত কোনো দিন এই প্রেম তাকে সুখ এনে দেবে না। এটা মানতে গিয়ে সে দারুণ অস্বস্তিতে প্রায় কেঁদে ফেলল; সত্যিই আন্দ্রেই কী দুঃসহ নির্বোধ ! গবেট একটা !

আট

ক্লারা আজকাল অনেকক্ষণ ধরে বেড়ায়। কী সুন্দর বাতাস ? বনের ভিতর পাতা ঝরছে। তার পাশ দিয়ে বুকভরা জল নিয়ে আমুর বয়ে চলেছে নিঃশব্দে। সে সব সময়ই একা একা বেড়ায় ; তার অনেক বন্ধু আছে ঠিকই, বলতে গেলে নগর-নির্মাণ ক্ষেত্রের প্রায় সব লোকই তার বন্ধু, কিন্তু এমন বন্ধু একজনও তার নেই যে তার কাছে সব। তার মনের ভেতর অবশ্য এমন অনেক জিনিস আছে, যার জন্যে নিরালায় বসে ভাবনা চিন্তার দরকার। "আমি

দেখছি নব নগরের কাজ শেষ হয়ে গেছে", সে ওয়েন'রকে লিখেছিল। "আমি এই শহরকে দেখছি যেদিন থেকে আমি এখানে এসেছি। ইতিমধ্যেই রাস্তাঘাট ঘরবাড়ী যা তৈরি হয়েছে তাতে তার ভবিষ্যৎ-এর বর্ণিল সীমা চিত্রটির খানিক আভাষ পাওয়া যায়। আর আমি চোখ বুজলেই স্পষ্ট সেই অনির্মিত নগরাঞ্চলটিকে দেখতে পাই চোখের ওপর।"

"তুমি পাগলের মত ঘুরে বেড়াও।" গ্রানাতভ একদিন ওকে আমুরের ধারে দেখতে পেয়ে বলেছিল।

"তার কারণ তুমি এখনও যা দেখতে পাও নি, আমি তা দেখতে পাই।" সে উত্তর দিয়েছিল।

"যে গৌরব তোমার প্রতিক্ষায় আছে?"

কি বলতে চাইছিল ও? গৌরব? কার গৌরব? কেন? সে কোনোদিন মনে করে নি যে নব নগর তাকে বিজয়-গৌরব এনে দেবে। সে শুধু নব নগরে বিজয় গৌরব এনে দেবার জন্যে কাজ করে গেছে।

"চলো না একটু বেরিয়ে আসা যাক, তোমার ভাল লাগবে," সে বলল। "কাল আমি রেলপথ পরিদর্শনে বাইরে যাচ্ছি।"

সে সংগে সংগে জবাব দিল না। গ্রানাতভ অনেকক্ষণ ধরে তাকে অনুসরণ করে এখানে থেমে পড়েছিল। কেন না সে এতক্ষণ ওকে সমানে এড়িয়ে চলছিল। বরাবরই এড়িয়ে গেছে। গ্রানাতভও তার সংগ ছাড়ে নি। এমনি করতে করতে গ্রানাতভ ওর প্রতি নিরুৎসুক হয়ে পড়েছিল। পূর্বাপেক্ষা সংযত। এতে ক্লারা খুশিই হয়েছিল। আর এজন্যও ওর আনন্দ হচ্ছিল যে আজও গ্রানাতভ তাকে ভালবাসে। এখনও। ও কি চায় যে আবেগপূর্ণ ভারসাম্য ওদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে একটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে?

"একবার ভেবে দেখো। তাইগার ভেতর আমরা প্রায় কুড়ি কিলোমিটার চলে যাব।"

তবু ও উত্তর দিল না। এই দূর পথের ডাক ওর মনকে লোভানি দিয়েছে সন্দেহ নেই।

"আন্দ্রেই ক্রুগলভ আর গ্রীশা ইশাকভ আমার সংগে যাচ্ছে।"

এবার ও আমন্ত্রণ গ্রহণ করে।

"সানন্দে যাব।"

"প্রেস আর কোমসোমোল প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই শুধু তুমি আমাকে সহ্য করতে পার?"

তারা ভোরবেলাতেই বেরিয়ে পড়ল।

রেল রাস্তা প্রায় শহর ছুঁয়েছে। যার অভাবে নির্মাণ প্রকল্প জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এখন দুই প্রান্তেই বাড়ী তৈরীর কাজ চলছিল। এ বছর

শীতে প্রথম মালবাহী ট্রেন এই নগরে মাল নিয়ে আসবে—কিছুটা তৈরী রাস্তা দিয়ে, কিছুটা একটা অস্থায়ী রাস্তার ওপর দিয়ে।

তাদের গাড়ী চলছিল একসার ফ্ল্যাটবাড়ী আর পাথর খাদের পাশ দিয়ে। বেরিয়ে এল বনের ভিতর দিয়ে একটা উঁচু নিচু তড়ি-ঘড়ি করে কাটা রাস্তার ওপর। মাঝে মাঝে এই রাস্তাটা টানা বরাবর চলে গেছে রেলবাঁধ ধরে। কোথাও কোথাও তা আবার গিয়ে ঢুকেছে বনের ভেতর। সেখানে বাতাস কী এক তীব্র সৌরভে মাতাল। বিশুদ্ধ। মেহনতি মানুষের কাজ করার শব্দ। পাথরে পাথরে ঘর্ষণের শব্দ। বালি চালছে। খস্ খস্ খসস্…স্…স্। যন্ত্রপাতির হুড়মুড়ে শব্দ! শিকলের ঝনৎকার। প্রতিধ্বনি ওঠে আবার মরে যায় অরণ্যের সোনালী নিবিড় গভীরে।

ওরা একটা অঞ্চল পরিদর্শন করল। সেখানে বন্দীরা কাজ করছে। গ্রানাতভ গাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। যন্ত্রবিদ ও প্রধানদের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে। ক্লারা শ্রমিকদের লক্ষ্য করে। তার চোখে বন্ধুর আগ্রহ। কখনও কখনও ও তাদের কথাবার্তার দু'একটা টুকরো শুনতে পায়। তাদের কাজ নিয়েই কথা বলছে। তাদের যন্ত্রপাতি। শ্রমিকদের স্বাভাবিক কথা। আকছার যেমন বলে। সে তাদের নড়াচড়া লক্ষ্য করে—স্বাভাবিক মাপা-জোকা নড়নচড়ন। মানুষ। কর্মরত শ্রমিক। ওরা ওদের কাজ জানে বেশ ভালভাবেই। দেখলেই তোমার মনে হবে ওদের মধ্যে অনেকেই ডিগ্রি পেয়েছে। কলাকুশলীর ছাপ। যে ডিগ্রী ওদের প্রকৃত তৃপ্তি এনে দিয়েছে।

অঞ্চল সদর দপ্তরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ক্লারা ওদের থামতে বলল। ওর ইচ্ছে গাড়ী থেকে বেরিয়ে ও বুলেটিন বোর্ডটা একবার দেখবে। তার ওপর পরিকল্পনা পূর্তির সংখ্যাগুলো সেঁটে দেওয়া আছে। সংখ্যাগুলি বেশ উঁচুর দিকে। সত্যিই মানুষের এমনি সুফল অর্জনের জন্যে এমনি একটা ইচ্ছা শক্তি নিয়েই কাজ করা উচিত। নেতৃস্থানীয় শ্রমিকদের নামধাম ওর মনে দাগ কেটে বসে। কালাচেভ, পুশকিন আর ভাসিয়ুতা। স্বেচ্ছাচারী মানুষ হিসাবে ওরা কি করেছিল? এই কালাচেভ, পুশকিন আর ভাসিয়ুতা? ডাকাতি? হত্যা? কোলখোজ শস্যভাণ্ডার জ্বালিয়ে দিয়েছিল? অচল পয়সা তৈরী করেছিল? কী সহজ আর চমৎকার সমাধান—কাজের ভেতর দিয়ে অপরাধীদের সংস্কার সাধন—সাধারণ, প্রয়োজনীয় একটা সৃজনধর্মী কাজ! ওদের মধ্যে এমন কেউ কি ছিল যে সংস্কার চায় নি! প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে এটা ভাবা অসম্ভব নয়—সে তার অসৎ প্রবৃত্তিকে তার মনের পাপকে জয় করবে। কিন্তু ক্লারা জানত এমন লোকও আছে যারা খুব দুর্নীতিপরায়ণ অথবা এমন কাজ করতে হচ্ছে বলে তাদের মনে ঘৃণাও কম ছিল না। এমন সব সমাজবিরোধীদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। নয়ত গুলি করে মারতে হবে। যেসব লোক বিপথে গেছে অথবা যারা তাদের পরিবেশের

চাপে একেবারে মাটি হয়ে গেছে। যারা অপরাধের মধ্য দিয়েই একমাত্র মুক্তির পথ খুঁজছে তাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু যে প্রতিশ্রুত শত্রু সে কি তা হতে পারে? তার কি কোনোদিন চৈতন্য হবে? ধূর্ত অবাধ্য শত্রু ভালভাবেই জানে সে কি করছে? তার পক্ষে সম্ভব নয়।

গাড়ীর পিছনের আসনে একটা খোশ মেজাজী বাক্যালাপ চলেছে। গ্রানাতভ গা এলিয়ে দিয়ে তাকে বলছিল, "কি ভাবছ তুমি ক্লারা?"

"আমাদের শত্রুর কথা।"

"তুমি কি মনে কর তাদের সবাই আমার শত্রু?" সে জবাব দিল না। নিশ্চয়ই সে ভাবছিল না যে তারা সবাই শত্রু। কালাচেভ, পুশকিন আর ভাসিয়ুতা—তারা খুব সম্ভব শত্রু নয়। সত্যিই ওরা তা ছিলও না। ওরা ডাকাত অথবা জালিয়াত ছিল হয়ত, কিন্তু এখন আর তারা শত্রু নেই, তারা প্রায় বন্ধুর মত হয়ে গেছে। ওদের মধ্যে অনেকেই নব নগরে আসবে যখন রেলরাস্তা তৈরী হয়ে যাবে। তখন ওরা নতুন মানুষ হয়ে যাবে। পুশকিন। এরকম একটা বিখ্যাত নাম যার সে কি কখনও অপরাধী হতে পারে? আর ভাসিয়ুতা? সে ভাসিয়ুতার দিকে অনেকক্ষণ ধরে চেয়েছিল। সে কল্পনা করছিল—ভাসিয়ুতা ছিল একজন উক্রাইনের মানুষ। মুখে শয়তানির ছাপ। উজ্জ্বল দুটি চোখ। আর এক গুচ্ছ নরম চুল তার কপালে এসে পড়েছে।

"কি হল?" ড্রাইভার তাকে জিজ্ঞাসা করে।

সে নিশ্চয়ই খুব জোরে উচ্চারণ করে ফেলেছে ঐ মজার নামটা। অরণ্য পাতলা হয়ে আসছে। বিস্তৃত স্যাঁতসেঁতে রাস্তাটা বেরিয়ে পড়ছে। এখানে কোনো রেল রাস্তার বাঁধ নেই। কয়েদীরা স্যাঁতসেঁতে জলাজমির জল নিষ্কাশন করছে খাল কেটে। ওদের মোটর চলেছে। তখনও পিছনের আসন থেকে সেই প্রাণবন্ত বাক্যালাপ শোনা যাচ্ছে।

"ব্যাপার হল আমাদের যেভাবে যা যা বানানো দরকার আমরা ঠিক তা তৈরী করছি না," গ্রীশা ইশাকভ বলছিল, "আমরা যেসব বাড়ী তৈরী করেছি তা দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, কেননা সেগুলো আমাদেরই বাড়ী কিন্তু রাসত্রেলি আর রোসি যেসব বাড়ী তুলেছে তাদের ছবি যখন আমি পত্রিকার পাতায় দেখি তখন তা আমায় পাগল করে দেয়। আহা, আমি জানি যে আমাদের এই নতুন নতুন বাড়ী, শ্রমিকরা যেসব বাড়ীতে থাকতে অভ্যস্ত, তাদের চেয়ে হাজার গুণে ভাল, সেগুলি কত ছিমছাম, আলো বাতাস, খোলামেলা। কিন্তু তারা যে খুব সুন্দর তা আমি বলতে পারি না। তা আমরাও কেন সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরী করতে পারি না?"

"দাঁড়াও দাঁড়াও একটু অপেক্ষা কর। চল এই সোজা রাস্তাট দিয়ে যাওয়া যাক। আগেকার দিনে ওরা সব বড় বড় প্রাসাদ আর অট্টালিকা তৈরী করেছিল আর হাজার দুয়েক নোংরা বাসাড়ে বাড়ী টাকা নিয়ে ভাড়া দেওয়া

হত। আমরা শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে ভাড়াটে বাড়ী তৈরি করছি। কিন্তু কই আমরা তো সে সব বাড়ীর প্রত্যেকটিকে একটা প্রাসাদ করে তুলতে পারছি না, আর যদিও করি তবে ও রকম কুৎসিত করে গড়তে পারবো না।

কথাটা বলেছিল ক্রুভলভ। "ব্যাপারটা হল খুব সোজা আমাদের তো চকমেলান সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরীর টাকা নেই" গ্রানাতভ বলল। "আর আমাদের রাসত্রেলিও নেই।

ক্লারা অবাক হয়ে ভাবল এরকম একটা চমৎকার আলোচনা হচ্ছে ও গোড়াটা শুনতে পায় নি। কি ব্যাপার? সে তো এতক্ষণ বাস্তব জগতেই ছিল না। পুশকিন আর ভাসিয়ুতা আর ওরা কতক্ষণ ধরে রাসত্রেলি আর বড় বড় প্রাসাদের গল্প করে চলেছে। আচ্ছা তাহলে এ দুইয়ের মধ্যে কোন একটা যোগ আছে। নিশ্চয়ই। শুধু আমাদের সেই যোগসূত্র আবিষ্কার করতে হবে। সে ওদের দিকে ফিরে তাকাল।

"যখন তুমি কিছু তৈরী করছ তুমি কখনো ভাববে না যে সেটা সুন্দর করে তৈরী করতে হবে," সে বলল। "সৌন্দর্য জিনিসটা কি? তুমি কি ভাব কারুকার্য করা আসবাবপত্র খুব সুন্দর?"

"না।"

"সেটা ক্ষেত্র বিশেষ" গাড়ীটা হঠাৎ এবড়োখেবড়ো রাস্তার ওপর লাফিয়ে উঠল আর থেমে গেল।

"আমরা আর যেতে পারব না," ড্রাইভার বলল তাদের সামনে তারা দেখতে পেল ডজন ডজন লোক একটা ছোট পাহাড়ী নদীর ওপর একটা সেতু তৈরী করছে। তারা সবাই গাড়ী থেকে বেরিয়ে এল আর সেতুর দিকে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল।

ক্লারা কথা বলে চলেছে।

"লেনিনগ্রাদের চিত্রশালায় বিখ্যাত স্পেনীয় চিত্রশিল্পীর বাইবেরার আঁকা একটা ছবি আছে। 'কাতানের আত্মহত্যা,' কান্নায় একটা মানুষের মুখ বিকৃত। তার ফাঁক করা মুখের লাল গর্ত। তার হাতের ছুরিটা তার খোলা হলুদ বুকের ভেতর আমূল বিঁধে আছে। এটাকে কি সুন্দর বল। অসম্ভব। কিন্তু এটি একজন প্রতিভাবানের সৃষ্টি। তার পাশেই ঝুলছে মুরিলোর মিষ্টি মিষ্টি ছবি, কিন্তু তারা তোমার চোখ টেনে আনে না। এর গোপন রহস্য হল তথাকথিত সৌন্দর্য নয়, কিন্তু আঙ্গিকের একটা সম্পূর্ণতা যার মধ্যে দিয়ে ঐ বিষয়বস্তুটা প্রকাশ পেয়েছে। আর এই সম্পূর্ণতার রহস্যটি অত সহজে অর্জন করা যায় না।

ক্লারা হাঁটতে হাঁটতে খুব দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। হাঁটতে তার পরিশ্রম হচ্ছে বলে নয় আসলে ভাবনার উত্তেজনা। আবার একবার তার মন ফিরে গেল পুশকিন আর ভাসিয়ুতার দিকে। তাদের ভাগ্য জড়িয়ে গেছে জীবনের

জটিল জাল বন্ধনে। যেন তাঁতের টানাপোড়েন। এটাকে ক্লারা এত ভালবাসে আর এই টানাপোড়েনের মধ্যেই হল তার শৈল্পিক ভাবনার মূল।

"বিপ্লবের প্রথম বছরগুলিতে সেই সব নারীদের কথা মনে পড়ে?" আগে যে সব কথা হয়ে গেছে তার সংগে খুব পরিষ্কার যোগ সামান্যই রেখে সে বলল, "আমার মনে হয় চামড়ার পোশাক পরা আর সাদাসিধে জামা পরা সমান করে চুল আঁচড়ানো ঐ সব নারীর সংগে আমাদের স্থাপত্যের বেশ একটা মিল রয়েছে। বিপ্লবের তপস্যা।"

"হয়ত এটা শুধুই একটা গঠনশীলতার আদর্শ, পাশ্চাত্য স্থাপত্যের একটা নির্বিচার অনুকরণ আর আমাদের দারিদ্র্য?" গ্রানাতভ বললে, "প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সেই দেশলাই বাকসোর মত বাড়ীগুলোর কথা একবার মনে কর।"

"দাঁড়াও, মাঝখানে কথা বলো না," গ্রীসা ইশাকভ বললে, "ঠিক আছে ক্লারা তোমার যা মনে হচ্ছে বলে যাও, আমার শুনতে বেশ লাগছে।"

"স্থাপত্য গঠনশালা সম্পর্কে আমি আরো জানি, আর তোমাদের চেয়ে হয়ত বেশিই জানি," ক্লারা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল। "কিন্তু সেই ব্যাখ্যাটা আমাকে সন্তুষ্ট করে না। আমি যেটা বলছিলাম সেই উপমাটাই আমার ভাল লাগে, যদিও আমি জানি এটা খুব সরল। আর তোমার ঐ গঠনশীলতাবাদ ও দারিদ্র্যের যুক্তিটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না। সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি আমাদের মেয়েরা সুন্দর সুন্দর পোশাক চড়া রং আর সৌখিন ছাঁটকাট এসব ব্যবহার করতে বেশ লজ্জা পায়। এর জন্যে আমি তাদের দোষ দিই না, তাদের রক্ষণশীলতা আর অনাড়ম্বর পবিত্রতার মধ্যে কিছু একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছেই।"

"তুমি নিজে এক ধরনের তপস্বিনী," গ্রানাতভ ফিস ফিস করে বলল।

বিরক্তিতে ক্লারা কাঁধটা ঝাঁকিয়ে দিল।

"পক্ষান্তরে, আমরা আজ খুবই আনন্দিত যে আজ বর্ণোজ্জ্বল সিল্ক আর সুন্দর সুন্দর জিনিস কেনা সম্ভব।"

আন্দ্রেইয়ের চট করে মনে পড়ল দিনার কথা। এবার সে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

"নিশ্চয়ই আমাদের মেয়েরা প্রাগ বৈপ্লবিক চিন্তাধারাটা পালটে দিতে যাচ্ছে না? আমি বলতে পারি না যে এই প্রগতিটা আমাকে ঠিক আনন্দ দেয়।"

"এটা বোকার মত কথা হল, এমন কি হাস্যকর, যা হওয়া স্বাভাবিক তার বিপরীতাচরণ। লক্ষ্য করো নি যে আমরা নারীর সৌন্দর্যের একটা নতুন ধারণা গড়ে তুলেছি?"

খাল কাটা শ্রমিকদলের মাথার উপর একটা লাল নিশান উড়ছিল। এক-জন লোক দল থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল। পরিষ্কার বোঝা

গেল লোকটি ওদের দল নেতা বলে মনে করেছে। সে ওর কপালের উপর থেকে চুলের গোছাটা হাত দিয়ে পিছনে ঠেলে দেয়। জামার আস্তিনে তার ঘাম ঝরা মুখ মুছে নেয়, আর বেশ তারিয়ে তারিয়ে খবর দিল যে দু'মাস ধরে এই দলটি প্রথম স্থান অধিকার করে আসছে। বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে যে পরিকল্পনা পূর্তি'র প্রায় শতকরা ৩০০ ভাগ কাজ তারা করেছে আর এখন একটা জলাধার খননের কাজে ওরা ব্যস্ত।

"তুমি কে?" ক্লারা জিজ্ঞাসা করল।

"দলনেতা আনতোন ভাসিয়ুতা," বেশ সাহসের সংগে লোকটি মৃদু হেসে জবাব দিল।

তাহলে এই হল ভাসিয়ুতা। ঠিক ক্লারা যেমন ওকে কল্পনার চোখে দেখেছিল—উজ্জ্বল দুটি চোখ আর এক গোছা চুল, কিন্তু আরো একটু লম্বা আর বয়সটা আরো কম।

ক্লারার সংগীরা একটা তাঁবুর ভেতর এল। এটা হল ফোরম্যানের অফিস। ক্লারা বাইরে থাকাই শ্রেয় মনে করল। আর ভাসিয়ুতার সংগে কথা বলতে লাগল। তার নির্ভীকতায় ও বিব্রত হয় না, মেয়েদের সংগে ওর এই আচরণটা বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হল। এই আচরণ ও স্বভাবের তলায় যে আসল মানুষটা ক্লারা তার খোঁজ নেবার চেষ্টা করে। যখন ও টের পেল যে ক্লারাও স্থাপত্য গঠন শিল্পের সমস্যাগুলো বোঝে তার মনে আরো সম্ভ্রম জাগল।

"এটা কি একটা দেখবার মত সেতু হবে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"তুমি বাজী ফেলো!" ও খানিকটা সরে গেল আর জংগলের মধ্যেই ব্রীজটা আঁকতে শুরু করে দিল। ক্লারা ওকে লক্ষ্য করতে লাগল।

"তোমার সত্যি একটা চোখ আছে, আর আংগিক জিনিসটা অনুভব করতে পারো," সে বেশ গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো বলছিল, যেন ক্লারা ওর ছবি আঁকার শিক্ষক। "তোমার লেখাপড়া করা উচিত, করো তুমি……।"

সে থেমে গেল, হঠাৎ মনে হল যে সে একজন কয়েদী।

"আমার আরো দু'বছর আছে," সে তেমনি ভারিক্কি চালে বলল। "তবে আমার মনে হয় আমাকে শিগগিরই ছেড়ে দেওয়া হবে কেন না আমি একজন ভাল কর্মী। তুমি কি মনে করো আমার পড়াশুনা করা উচিত?"

সে চট করে তাকে উত্তর দিতে পারল না, তাই সে স্থাপত্য নিয়ে ওর সংগে কথা বলতে শুরু করল।

"আমি আঁকতে পারি, আর আমার মনে হয় আমার কল্পনা শক্তিটাও ভাল," সে বলল; তারপর বেশ একটু জেনে বুঝেই চোখ মটকাল, "আর অচল পয়সা বানানো সেটাও একটা কলাবিদ্যা, তাই না?"

"কিন্তু স্থপতি হওয়া আরো এক ধাপ উঁচুতে, তাই নয় কি?" সে জবাব দিল, তার চাপল্যের সুরটা ক্লারার কণ্ঠেও প্রতিধ্বনিত হয়।

"তাহলে তুমি ঠিকই বলছ।"

দেখে মনে হল ভাসিয়ুতা যেন বিব্রত বোধ করছে। যেন তার গোপন কথাটা বলে ফেলে দুঃখ হচ্ছে। ক্লারা তাদের কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল শান্তভাবে। হঠাৎ তার সংগীরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে। একজন লম্বা লোক চামড়ার কোট পরে তাদের সংগে আসে।

ক্রুগলভ ক্লারার দিকে এগিয়ে এল, এবার যাবার সময় হয়েছে। ভাসিয়ুতার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সে তাকে তার ঠিকানা দিল।

"যদি তুমি শহরে আসো, তাহলে আমার সংগে দেখা করো। তোমাকে আমি স্থাপত্য বিষয়ে কিছু পত্র-পত্রিকা দেখাবো।"

কোনো উত্তেজনা নেই। যাবার সময় সে শুধু একটুখানি মাথা নাড়ল। ক্লারার মনে হল এটা তার আত্মমর্যাদা বোধের চিহ্ন। সে এটাকে অভিনন্দিত করে।

ক্রুগলভকে লক্ষ্য করে ক্লারা বলতে থাকে, "শিল্পের আসল উদ্দেশ্য হল মানুষের আত্মসম্মান বাড়িয়ে তোলা।"

সে কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করল। ঠিক করল। ক্লারার বক্তব্যের অর্থটা ধরতে পারল না। তারপর বলল, "এটাকে অন্যভাবে বলা যায়," সে বলল, "যে কোন কর্মের আসল জিনিস হল, শুধু শিল্প কর্ম নয়, মানুষকে জনগণকে ভালবাসতে হবে, তাদের সাহায্য করবার একটা বাসনা, আর তাদের কল্যাণ করা, যতটা পারা যায়।"

হঠাৎ ক্লারা জোরে জোরে হাঁফাতে থাকে। একটু টলে যায়, প্রায় আন্দ্রেইয়ের কোলেই পড়ে যাচ্ছিল। তার মড়ার মত ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটো সাদা। বুকের আসুখ বাড়ল? ক্রুগলভের ভীষণ ভয় করতে লাগল।

সে চট্ করে ঘুরে দাঁড়াল। মটরের দিকে এগিয়ে গেল। ক্রুগলভ লক্ষ্য করে যে লম্বা লোকটি গ্রানাতভের পাশে দাঁড়িয়েছিল তার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। আন্দ্রেইয়ের বিস্ময়ের দৃষ্টি লক্ষ্য করে লোকটি চট করে তার অতিথিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁবুতে ফিরে যায়। ক্রুগলভ কিছু বুঝতে পারে না! এরকম একটা পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো মুখ ঘন কালো চুল মাঝে দু একটা পাকা চুল, আর বেশ ভাল স্বাস্থ্য। ক্লারার সংগে এই কয়েদীর কী সম্বন্ধ থাকতে পারে?

"হার্টের খুব কষ্ট হচ্ছে?" সে জিজ্ঞাসা করল। যেন ওকে একটা সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে।

"তুমি তো ভাল করেই জানো এখানে আমার হার্টের কিছু করার নেই।" সে স্বভাবত সরল জবাব দেয়। "অপ্রত্যাশিতভাবে আমার সংগে একজন লোকের দেখা হয়ে গিয়েছিল যে···যে···।"

"আমি জানতে চাই না ক্লারা সে কে।"

সে ওকে হাত দিয়ে ধরে চলতে সাহায্য করছিল কেন না মনে হল তার পা দুটি থেকে সব জোরই যেন চলে গেছে।"

"দেখো, ক্লারা, তুমি নিজেই একজন ভক্ত জোগাড় করেছিলে।"

ভাসিয়ুতা গাড়ীর কাছে ওর জন্যে একগুচ্ছ বুনো ফুল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কেমন একটু বিব্রত হয়ে সেগুলো উপুড় করে ও হাতে ধরে রেখেছে।

"এই যে কিছু ফুল এনেছি।" সে বলল।

"ও, অনেক ধন্যবাদ।"

সে তার হাতে চাপ দিল ঘনিষ্ঠভাবে।

ওরা যখন গাড়ী করে শহরের দিকে ফিরছিল ক্লারা তার মাথাটা পিছন দিকে এলিয়ে দিয়ে বসেছিল। ওর চোখ দুটো আধবোজা।

"বড় মজার ব্যাপার হয়, মাঝে মাঝে," গ্রানাতভ বললে। "ওই ফোর-ম্যানটিকে প্রতিবিপ্লবী হিসাবে কয়েদ করা হয়, আর আজ আমি জানতে পারলুম যে ও হল সবচেয়ে ভাল রাজমিস্ত্রি। খুব উৎসাহী। সে তার অতীত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। আর সে প্রার্থনা করেছে যে তাকে শোধরাবার সুযোগ—"

গ্রানাতভ ক্লারার পাংশু উত্তেজিত মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল।

"কি ব্যাপার? তুমি কি অসুস্থ নাকি?"

"না, একটু মাথাটা ঘুরছিল, রাস্তাটা ভীষণ খারাপ।"

ক্রুগলভ জোর গলায় বলল, "আমারও শরীরটা কেমন একটু ঝিমঝিম করছে।"

ক্লারা গোপনে ওর হাতের ওপর ছোট একটা চিমটি কাটল।

গাড়ী ওদের আপিসে নামিয়ে দিল। আর ক্লারা যখন বাড়ী যাবার জন্যে পা বাড়ায় ক্রুগলভ তাকে সঙ্গ দেবার প্রস্তাব করতে ক্লারা বললে, "না, তুমি আবার কষ্ট করবে কেন?" অবশ্য ক্লারা কিছুটা খুশি হয়। নিজেকে এলিয়ে দেবার মত একটি হাত তাকে আনন্দ দিতে পারে। এখনও যে ওর পা কাঁপছে।

ওর বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছেলে ক্লারা আন্দ্রেইয়ের জামার আস্তিনটা চেপে ধরে বলল, "ভেবো না আমার সাহায্য খুব দরকার ছিল। আর দোহাই কল্পনা করে নিও না যে খুব বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। আসলে ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত। আমাদের মধ্যে এমন কিছু ঘটনা ঘটে নি যাতে আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ব। আসলে আমি এমন একজন লোককে দেখেছিলাম যাকে আমি কখনও দেখব আশা করিনি, বাস এইটুকু। এটা ভুলে যাও আর আমি পঙ্গু হয়ে পড়ি নি। সেভাবে আমাকে ভেবে নিও না।"

"না না তা কেন! কোনো ভদ্রমহিলাকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া একটা

শিষ্টাচার।" সে হাসতে হাসতে ক্লারাকে নিয়ে বারান্দায় উঠে আসে। "আমাদের দুজনের অনেক দিনের জানাশোনা। আমাদের মধ্যে লৌকিকতা বা আনুষ্ঠানিক কীই বা আছে, কি বল?"

সে ক্রুগলভকে একটি ফুল দিল, ভাসিয়ুতার ফুলের তোড়া থেকে। আর তাকে বলল যে ভাসিয়ুতা স্থাপত্য বিদ্যা শিখুক এটা সে চায়। মনে হল ক্লারা যেন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে।

কিন্তু একা ঘরে এসে ক্লারা শুধু তার চারিদিকে চেয়ে রইল। কেমন আবছা ধাঁধা লাগানো তার সে চাহনি। যেন কত ভাবছে—এখন কোথায় সে। দরজার চৌকাঠের ওপর পড়ে গিয়ে গোঙাতে থাকে, "হায় ঈশ্বর! তার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে! সব!"

নয়

ভালিয়া বেসসোনভের জীবনে আজ একটা মস্তবড় দিন। তার দলকে আজ জাহাজঘাটির আসল বাড়ীটার পলেস্তারার কাজ শেষ করতে হবে। তাদের সামনে ছিল তিন দিনের কাজ। কিন্তু পরদিনই সময়সীমা শেষ হয়ে যাবে। তাই পরদিনই কাজ শেষ করতে হবে।

আগের দিন রাত্রে ভালিয়া তার কর্মীদলকে একত্র করেছিল।

"ভাইসব," প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে ও বলেছিল, "দুনিয়াকে আমরা দেখাতে চাই যে সেরা রাজমিস্ত্রিরা কি না পারে। তোমরা জানো এ কথার মানে কি। এর মানে হল প্রতিটি মুহূর্ত হিসেব করে চলা, প্রতিটি গতি-বিধি, কাজ, প্রতিটি সেকেণ্ড যাতে নষ্ট না হয়। আমরা কি তার উপযুক্ত? আমরা কি সাফল্যের কাছে পৌঁছেছি? যদি পৌঁছে থাকি তাহলে কালই আমরা কাজ শেষ করব। ঈশ্বর আমাদের সহায়! যদি আমরা না পারি, তাহলে আমাদের দাতব্য তালিকায় নাম উঠবে। আমরা কি পারব?"

"আলবৎ! তুমি বাজী ফেলো কত্তা!" তেরো নম্বর পলেস্তারা মিস্তিরি বুক ফুলিয়ে হেঁকে ওঠে!

"বেশ!" ভালিয়া জবাব দিল। আর সে দৌড়ে গিয়ে যে দেওয়ালটা পলেস্তারা করতে হবে সেটা একবার পরখ করল।

বিশাল দেওয়াল। এক নজরে আনা যায় না এত বড়। সোজা-শক্ত কংক্রিটের দেওয়াল। তার মাথার ওপর সামান্য একটু অংশমাত্র পলেস্তারা করা হয়েছে। ছুতোররা ভারা বাঁধছিল। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। টানা যন্ত্রটা যেই তক্তা তুলে আনছে ওদের কাছে ওরা শুয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে ওরা যেন একটুখানি ঘুম দিয়ে নেবে ওদের দাঁড় যত উঁচুই হোক আর সময় যত কম থাক। কাজের চাপ, তাতে হল কি। একটি গড়িয়ে নাও ভাই।

"এই, ছেলেরা!" হাতটা মুখে গোল করে রেখে ভালিয়া হাঁক পাড়ল। "সকাল বেলাতেই সব তৈরি হয়ে থেকো? আমাকে ডুবিয়ো না বাবা।"

"আর অত তাড়া কিসের ভালিয়া?" ওরা ক্লান্ত গলায় জবাব দিল।

"দেখো বাপু, আমি হচ্ছি ফটো তোলার মানুষের মত। সকাল বেলা ছবিতে টিপ মারলুম আর সাঁঝের বেলাতেই রেডি, এই নাও।"

ভালিয়াকে বেশ খুশি দেখাল। মুখে হাসি। "ছাতটা কত বড হে?" সহকারী ফোরম্যানকে সে জিজ্ঞাসা করল।

"এক হাজার বারো স্কোয়ার মিটার।" সংগে সংগে উত্তর আসে। "আর তুমি ছাড়া কে গুনবে বলো, মাপজোক করবে।"

"কেন আমার কিছু গলতি আছে," ভালিয়া ভারায় উঠতে উঠতে বলল।

কিছুক্ষণ ধরে ও দেওয়ালটা হাত দিয়ে পরীক্ষা করে। তার কোথায় কি গলদ সব ভাল করে লক্ষ্য করে। পাথরের মিস্তিরিদের ডেকে পাঠায়। আর তদারক করে। যাতে ওরা ঠিকমত সব গর্ত বন্ধ করে দেয়। তারপর ও একটা নোট বই বের করে। আর তার লোকজনদের কিভাবে কি কাজে লাগাবে সব ছকে ফেলে। ওরা সব হিসাব করে ফেলে তাদের কিভাবে মালমশলা সরবরাহ করতে হবে। পলেস্তারা মিস্তিরিরা কাজে আসবার এক ঘণ্টা আগে যোগাড়েরা এসে পড়বে—ও হুকুম করল আর নিজেও সেখানে এসে সবাইকে সব কাজ বুঝিয়ে দেবে তার প্রতিশ্রুতি দেয়।

"আরে আমার ছেলেদের কাজ কখনও দেখেছিস?" সহকারী ফোরম্যানকে জিজ্ঞাসা করল। "ওরা সব এক একটা হীরের টুকরো। আমরা যাদু জানি বুঝলি।"

ঐদিন সন্ধ্যায় ভালিয়া তার দলকে আবার এক জায়গায় ডাকল। "দেখো ছোকরারা ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে—এক হাজার বারো বর্গমিটার। তার মানে মানুষ পিছু বাহাত্তর বর্গ মিটার আর বেশ মাপজোক করলে আরো একটু বেশি, মানুষ পিছু কুড়ি মিটার।"

"যদি দেওয়ালটা চওড়া হত," একজন শ্রমিক বলল, "কিন্তু ওই থামগুলো রয়েছ।"

"নিশ্চয়ই!" ভালিয়া কথাটা লুফে নেয় যেন থামগুলো একটা সানন্দ বিস্ময় চিহ্ন। "তাই আমি বলছি আমরা মানুষ পিছু বাহাত্তরের বেশি করতে পারি না। আমি ওদের তাই বলছি। কিন্তু সেই এক কথা, সেই বাহাত্তর আর মেপেজুপে একটু বেশি।"

ও ওদের সব ঘুমোতে পাঠিয়ে দেয় ("যাও দেখব সব কাঠের গুঁড়ির মত গড়াগড় শুয়ে পড়েছ, আর একেবারে তাজা শশার মত সব ঘুম ভেংগে উঠে এসেছে!") ও ইঞ্জিনিয়ার কোসতকোর কাছে চলে যায়। সে তখন অঞ্চল প্রধান ওখানকার।

বেসসোনভের কাছে একজন খবর কাগজের সাংবাদিক এগিয়ে এলেন।

"কি সাক্ষাৎকার চাই? এই নিন, লিখুন।" ভালিয়া বললে, "আজ বেসসোনভের দল এক হাজার বারো বর্গমিটার দেওয়ালে পলেস্তারা লাগিয়েছে। প্রত্যেকটি শ্রমিক বাহাত্তর বর্গমিটারেরও বেশি শেষ করেছে। প্রতিদিনকার বরাদ্দ হল কুড়ি। এই মহাকর্মের গোপন রহস্য হল কাজের কলাকৌশল এবং কর্মনিয়ন্ত্রণের প্রকৃত সংগঠন। আমার দল—"

ঠিক এই জায়গাটাতে ওর চোখ পড়ল ক্রুগলভের দিকে। সে সাংবাদিকটির পিছন দিকে দাঁড়িয়েছিল। আর তাঁর মুখের চেহারা দেখেই ভালিয়া ইণ্টারভিউ বন্ধ রেখে বলল।

"কাতিয়া?"

"ঠিক আছে," ক্রুগলভ বলল। "তাকে দুপুরবেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

ওরা হাসপাতালের দিকে দৌড়ালো।

"কি? কি হয়েছে?" ভীড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন লোক জিজ্ঞাসা করল।

কাতিয়ার বাচ্চা হচ্ছে এ খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল স্বভাবত। সবাই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে অনেকেই হাসপাতালের দিকে পা বাড়িয়ে দিল।

যেমন একটু আগেভাগেই জেটিঘাটে লোকজন গিয়ে হাজির হয়েছিল তেমনি হাসপাতালেও গিয়ে অপেক্ষা করছিল লোকেরা। কুয়াশায় তাদের গাল ফেটে লাল হয়েছে। পা জমে গেছে। নিশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

ভালিয়ার দলের ছেলেরা একটা ধুনি জ্বালিয়ে ফেলেছে। তার চারধারে বসে পড়েছে! যেন অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসেছে এমনিভাবে বসে জিরোচ্ছে।

হাসপাতাল থেকে কেউ বেরিয়ে এলেই জিজ্ঞাসা করছে, "কি হে কোনো খবর আছে নাকি?"

এভাবে এক ঘণ্টা কেটে যায়।

ভালিয়া হাসপাতালের বারান্দায় পায়চারি করছিল। কাতিয়া কাতরাচ্ছে। শুনছিল। ও চেঁচাচ্ছিল না। তবে কি কাতিয়া নয়? সে তো চেঁচায় না। বেশ বলিষ্ঠ আর সাহসী মেয়ে। তবে এখন নিশ্চয়ই ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। ভালিয়াও যেন ওর সংগে এই যন্ত্রণার পথ ধরে হাঁটে। কাতিয়ার জন্য ওর কেমন একটা ভয় মেশানো উদ্বেগ। এদিকে আজকের এই জয়লাভের উত্তেজনা। ক্লান্তি আর আশা।

ক্রুগলভ তার চোখ দুটো বন্ধ করে বারান্দার এক কোণে বসেছিল।

তার মনে দুঃখ আর কিসের একটা বেদনা। একটা মানুষের জন্ম হচ্ছে এমনিভাবে। অবস্থাটার মুখোমুখি বসে ক্রুগলভ ভাবে।

"ভালিয়া!" দরজা খুলেই ক্লাভা ওকে ডাকল।

ভালিয়া বই পড়ে জেনেছিল কেমন করে এটা হয়। মায়ের শেষ তীব্র চীৎকার। তার পরই নবজাত শিশুর তীক্ষ্ণ কান্না! তারপর বাবাকে ডেকে পাঠানো। সেই শেষ তীব্র চীৎকারের জন্যই ও অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু তার বদলে ক্লাভা ওকে ডাকছে, "ছেলে হয়েছে! ছেলে! সন্তান! ভালিয়ার ছেলে!"

ক্লাভা ওর কাছে দৌড়ে আসে। ওকে জড়িয়ে ধরে দুহাত দিয়ে আর তাকে চুমো খায়।

"এরি মধ্যে?" তন্দ্রাচ্ছন্ন ভালিয়া জিজ্ঞাসা করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে নবজাতক চীৎকার করে তার সুনিশ্চিত অস্তিত্ব ঘোষণা করে দেয়। ভালিয়া ওয়ার্ডের দিকে ছুটে যায়। ডাক্তার ওকে থামিয়ে দেন।

"না, না, তুমি যাবে না কিছুতেই!" তার পথ আগলে ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন।

"কেন যাবে না ও? আজ ও একটা দারুণ রেকর্ড করেছে কাজের, আর ওকে বউকে দেখতে দেওয়া হবে না? এটা ভাল কথা নয়!"

ভালিয়াকে যেতে অনুমতি দেওয়া হল। কাতিয়া ওকে অভিনন্দন জানাল। মুখে লেগে আছে তেমনি খোলা হাসি। সে ভয়ে ভয়ে শিশুর কাছে এগিয়ে গেল। নিশ্বাস ফেলতেও ভরসা হয় না। বাচ্চাটাকে আগাগোড়া জড়িয়ে রাখা হয়েছে। তার লাল মুখটা কান্নায় কুঁচকে গেছে।

"আমার মতই দেখতে হয়েছে", ভালিয়া বলল ডাক্তারকে, হেসে একটুখানি ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে। কাতিয়ার কাছে সে পা টিপে এগিয়ে যায়। তাকে ও এত ভালবাসে। ওকে সে ধন্যবাদ জানাতে চায়। এখনও ওর জন্যে ভয় কাটে নি। কেমন করে সবার সামনে ও এইসব প্রকাশ করবে বুঝতে পারে না। ও একেবারে অন্যসব কথা বলতে শুরু করল;

"আমরা এক হাজার বারো বর্গমিটার পলেস্তারা করেছি আজ," "ওর হাতে কাতিয়ার হাতটা নিয়ে চাপ দিয়ে কোমল সুরে বলল।

ডাক্তার যেন একটু অপমানিত বোধ করে কাঁধে ঝাঁকুনি লাগালেন।

কিন্তু কাতিয়া বুঝল। সে বুঝতে পারল যে সে যা বলছে তা ঐ এক হাজার বারো বর্গমিটার নয়, সে বলছে তাকে, যে সে তার জন্যে তার ছেলের জন্যে আজ এই জয় শিখরে উঠতে পেরেছে। জয়ী হয়েছে তাদের ভালবাসা। জীবনে এসেছে সুখ।

"হ্যাঁ সেটা একেবারে খারাপ বলতে পারি না", সে বলল। তার মাথাটা

তুলে বাচ্চাটার দিকে একবার চাইল। "ওকে তোমার কেমন লাগছে?" ডাক্তার এবার ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করলেন। ভালিয়াকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন। কাতিয়া সুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর তার চোখ দুটো বন্ধ করল। ঘুমিয়ে পড়ল সে। বাইরে কারা যেন গুণ গুণ করে কথা বলছিল। কিন্তু বুঝতে পারল না। কারা তাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে তার স্বামীকে তাদের ছেলেকে দেখতে এসেছে। সম্ভাষণ জানাচ্ছে। কারা?

ভালিয়া বাড়ী এল। ও বুঝতে পারে না নিজেকে নিয়ে ও কি করবে। আসবাব পত্রগুলোর ভেতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে ও ঘরময় পায়চারি করল। আপন মনে হাসল। কথা বলল। দারুণ ক্লান্ত কিন্তু এত উত্তেজিত উৎফুল্ল যে ঘুম ওর আসবে না।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল ও। যখন তার কোমসোমোল সমিতির বন্ধুরা ওকে দেখতে এল। আন্দ্রেই ক্রুগলভ সেমা আলতশ্চুলার আর তোনিয়া—তারা ঘরটা পরীক্ষা করে এদিক ওদিক চেয়ে। বাচ্চার ছোট্ট খাটখানা দেখে। কি বাদ যাচ্ছে না যাচ্ছে সব ভাল করে দেখে নেয়। সেমা বলল যে সে পরের দিন একটা রেডিও সেট নিয়ে আসবে। তোনিয়া কথা দিল সে একটা শিশুযান আনবে। ক্রুগলভ আনবে মশারির সাজসরঞ্জাম আর দোলনা।

ওরা ভালিয়াকে নিয়ে পড়ল। জোর জবরদস্তি করল। না ভালিয়াকে যেতেই হবে। আজ সব একই সংগে সান্ধ্যভোজে বসবে। ক্যানটিনে গিয়ে ভালিয়া জানতে পারল যে দ্রাচেনভ তার দলকে একটা পুরস্কার দিয়েছেন।

ওর বন্ধুরা ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে একে একে বিদায় নিল। "যাও এবার না ঘুমুলে মরবে তুমি। একটু ঘুমিয়ে নাও।" ওরা বলে গেল। কিন্তু ভালিয়া যে ঘুমুতে পারল না। যখন তার বন্ধুরা চলে গেল, সে তার অবিবাহিত বন্ধুদের হসটেলে গেল দেখা করতে। তার দলের বন্ধু সব। পলেস্তারার রাজমিস্তিরিরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। ও শুনতে পেল তাদের কষে নাক ডাকার শব্দ হলের বাইরে থেকে। এ দরজায় ও দরজায় ঘুরতে লাগল ও আঁচ করতে চেষ্টা করল, তার কোন বন্ধুটির নাক ডাকছে, আর ঠিক কেমন করে। তারপর ও হাঁটা দিল হাসপাতালের দিকে—কে জানে এই তিন ঘন্টায় কি হয়েছে? ও অনেকক্ষণ ধরে দরজায় ধাক্কা দিল। শেষকালে একজন খিটখিটে ভৃত্য এসে দোর খোলে। তাকে জানাল যে মায়ের অবস্থা খুব ভাল। আর বাচ্চা অগাধে ঘুমোচ্ছে। সমস্ত নাগরিক যারই আত্মসম্মান বোধ আছে রাতের এই সময়টা সে নিশ্চয়ই ঘুমুবে।

আর কোনো বিকল্প নেই দেখে, ভালিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ী ফিরে চলে। সেখানে গিয়ে ও শেষকালে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়। স্বপ্নহীন গভীর ঘুম।

ওর ঘুম ভাংগল সকালবেলা। বরফ পড়ছে। বাতাস বইছে জোরে। কিন্তু ও ছুটোছুটি করল সেই আবছা হিমেল আবহাওয়ায়। ভরত পাখীর

খুশিতে ওর প্রাণ চাইছে গান গেয়ে উঠতে। কাজে যাবার আগে ও একবার হাসপাতালে এল। আর আবার একেবার এল মধ্যাহ্ন ভোজের সময়। আর কাজকর্ম চুকিয়ে এসে ও কাতিয়ার সংগে দেখা করবার অনুমতি পেল। সত্যিই কাতিয়া, বেশ ভাল ছিল। আর ডাক্তারের কাছে কাকুতি মিনতি করল, উঠে দাঁড়াবার জন্যে। ও বলে, "ডাক্তারবাবু আমি একজন খেলোয়াড়, আমাদের জন্যে একটু বিশেষ ধরনের আইন কানুন থাকা চাই।" বাচ্চাটাকে ভোলানো যাচ্ছে সহজেই। আর বেশ শান্ত। আর নার্সও বলছে এর চেয়ে ভাল বাচ্চা ও নাকি দেখেই নি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে এসেই ভালিয়া দেখল বাচ্চার গাড়ী, দোলনা, আর মশারির সাজসরঞ্জাম এসে গেছে, আর সেমা আলতশচুলার একটি রেডিও সেট লাগাচ্ছে। ঝড় হচ্ছিল, গ্রাহ্য না করে, ওরা দুজনে ছাদের ওপর উঠল এরিয়ালের তার টাংগাতে। ভালিয়া, সে রেডিওর বিষয়ে কিছুই বোঝে না, সেমা যা বলছে তাই করছে তার সহকারী হয়ে। তার খুলছে, তাকে হাতুড়ি আর টাংগাবার যন্ত্রপাতি, মই এইসব এগিয়ে দিচ্ছে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত রেডিও চলল আর দুজনে বসে এই আশ্চর্য যাদুবাকসোর অবদান উপভোগ করলে। সেমা চালিয়ে দিতেই তারা শুনল ভালবু গরম হবার মৃদু গুনগুন শব্দ। হঠাৎ যেন বহুদূর থেকে সুর তরংগ ভেসে এল। কাঁটাটা স্থির হয়ে আছে। করকর শব্দের ভেতর থেকে সুরটা চড়তে থাকে আর মনে হয় যেন কাছে আরো কাছে এগিয়ে আসছে। অপূর্ব একটা ঐক্যতান ছোট্ট বাক্সটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল।

"এই হল জীবন!" ভালিয়া আপন মনে বলল। "সারা দিনের কঠোর পরিশ্রম! তারপর বাড়ী ফিরে এস। ঘর সংসার। এক থালা গরম খাবার তৃপ্তি করে খাও। একটুখানি সুখের কোণ। ছেলে তোমার বড় হচ্ছে সুরের সাথী হয়ে গানবাজনা শুনতে শুনতে!"

এবার অনেক দূর থেকে ভেসে আসা সুরের ঢেউয়ের মাঝখানে হঠাৎ যেন একটা শব্দের চমক জাগে। বেশ জোরাল শব্দ। দুমড়ে পিষে ফেলছে। মনে হচ্ছে বাক্সটা ফেটে যাবে! "কি গোলমাল হল?" ভালিয়ার মুখের গোড়ায় প্রশ্নটা এল কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেল না। সেমার মুখে সে সেই একই ভয় আর বিপদের ছায়া দেখতে পায়। যেমন ওর মনের অবস্থা আর কি। বাজনা থেমে গেল। বাকসোর ভেতর ভোঁ ভোঁ শব্দ। বাইরের কোনো কেন্দ্র থেকে ভেসে এল ভাংগা ভাংগা খটু খটু শব্দ। একটুখানি বিরতি। তারপর নিচু উত্তেজিত পুরুষ কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ওরা।

"বলশেভিকদের সারা ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচারিত ঘোষণা।"

নিজেকে ফাঁকী দেবার চেষ্টায়, ভালিয়া শুষ্ক কণ্ঠে মন্তব্য করল, "শেষ খবর পাবার এটা একটা দ্রুত উপায়!"

ভয়, চমক আর দুঃখ—নিচু পুরুষ কণ্ঠে ভেসে আসে এই হতাশা ঘরের ভেতর।

"বলশেভিকদের কমিউনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির সদস্যদের দুঃখের সংগে জানাচ্ছে—শ্রমিক শ্রেণী আর সমস্ত শ্রমিক জনগণকে……।"

যিনি বলছিলেন তিনি আস্তে আস্তে সভয়ে অথচ স্পষ্ট করে বলছিলেন—

"…লেনিনগ্রাদে, পয়লা ডিসেম্বরে, শ্রমিক জনগণের ওপর শত্রুর হাত…।"

ভালিয়া আর সেমা একসংগে লাফিয়ে উঠল আর ভালিয়া বুক চিতিয়ে সামনে এগিয়ে এল যেন রেডিও বন্ধ করে এই বিষাদ মগ্ন কণ্ঠস্বর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চায়।

"শেষ করেছে……আমাদের পার্টির সবচেয়ে অসাধারণ এক সদস্যের বুকে আঘাত হেনেছে। ওঃ একজন একনিষ্ঠ নির্ভীক বিপ্লবী…।"

"কে?" ভালিয়া কেঁদে ফেলতে চাইল কিন্তু কান্না এসে আটকে গেল তার গলায়।

"লেনিনগ্রাদ বলশেভিকদের জনপ্রিয় নেতা, মেহনতী জনতার নেতা, বলশেভিকদের কমিউনিস্ট দলগুলির কেন্দ্রীয় লেনিনগ্রাদ কমিটিগুলির সম্পাদক…।"

"না না নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে!" ভালিয়া তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করে এই ভয়াবহ অবিশ্বাস্য, অপ্রতিরোধ্য মন্তব্য বিশ্বাস করতে পারে না, অথচ ঐ ছোট্টো বাক্সটার ভেতর দিয়ে খুব স্বচ্ছগলায় ঐ ঘোষণা যে ওদের কাছে ভেসে আসছে।

"কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিক সংগঠনের একজন সদস্য আর শেষকালে যখন এই উৎকণ্ঠা অসহ্য হয়ে ওঠে: "…কমরেড সেরগেই সাইরোনোভিচ কাইরভ।"

ভালিয়া কী করছে হুঁশ নেই। সে ছোট্টো বাকসোটাকে ধরে বেশ জোরে নাড়া দিল, ঝাঁকুনি দিল বক্তার কণ্ঠস্বরকে, কিন্তু তাকে থামান গেল না। শোনা গেল ঘোষকের কণ্ঠস্বর—

"অশান্ত অভ্রান্ত একজন দলের সদস্য, লেনিনপন্থী একজন বলশেভিক, যিনি তাঁর সমস্ত গৌরবময় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন মেহনতী শ্রেণীর স্বার্থে…"

ভালিয়া বাকসোটাকে ছেড়ে দিল। অনেক দেরী হয়ে গেছে। এই সর্বনাশ আর ঠেকানো যাবে না। এটা এখন জীবনের একটা অংশ হয়ে গেছে। তখনও সেই কণ্ঠস্বর বলে চলেছে, আর এখন যেন তার মধ্যে একটা আশা-ব্যঞ্জক উদ্দীপনার সুর—

"কেন্দ্রীয় কমিটির দৃঢ় বিশ্বাস যে কমরেডের স্মৃতি আর তার নির্ভীক দুর্দমনীয় সংগ্রামের দৃষ্টান্ত এই প্রলেতারীয় জনতার বিপ্লবের জন্য..."

সেমা আলতশ্চুলার ভালিয়ার কাছে চলে আগে যেন তাকে ঘিরে ধরা ভয়াবহ শূন্যতার হাত থেকে সে রক্ষা পেতে চায়। ভালিয়া মাথা নিচু করে কাঁদতে শুরু করে। কাইরভ, কাইরভ—তার, আদর্শের ছাঁচ, তার জীবনের ধ্রুবতারা। তার মনে পড়ল কাইরভের হাস্যপূর্ণ দুটি চোখ, সদাজাগ্রত সেই দৃষ্টিপ্রদীপ, যেন সব দিকে নজর আর তেমনি সদয়, তার মনে পড়ল, যখন ও উপলব্ধি করেছিল যে কাইরভ একটা কাজের বিবেচনাশীল সুকৌশল সম্পাদনে যথেষ্ট খুশি হয়ে প্রশংসা করতে জানেন, তখন ও কাইরভকে কত আপনজন ঘনিষ্ঠ ভাবত। মনে পড়ল একবার কাইরভের সেই জিজ্ঞাসু কণ্ঠস্বর, "তুমি গেলে খুশি হও।"

আর তার মনে পড়ল যে এই তো কদিন আগে। ও আর কাতিয়া ওদের বাচ্চার কি নাম রাখা যায় তাই নিয়ে আলোচনা করছিল, ও বলেছিল, "যদি ছেলে হয়, ওর নাম হবে সেরগেই।" কাতিয়া সংগে সংগে বুঝেছিল আর যোগ করে দিয়েছিল তার মন্তব্য, "যদি মেয়ে হয় তাহলে তার নাম হবে কাইরা।"

"কে একাজ করতে পারে বলে মনে হয়?" ভালিয়া হাঁপাতে থাকে। ভালিয়া তার অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলে ধরল। "কে একাজ করল? ওঃ আমি যদি একবার...।" রাগে ও কাঁপতে থাকে। সেই অজানা জানোয়ারের উপর ঘৃণায় ওর মন ভরে ওঠে! কাইরভের ওপর হাত তুলেছে যে সে কত বড় জানোয়ার একটা!

সেমাকে ও চেঁচিয়ে বলল, "তুই জানিস না, ওঃ কী একটা মানুষ ছিলেন উনি। আমি জানি। আমি জানতুম বুঝলি।"

এক ঘণ্টা কি তার বেশিক্ষণ ধরে ভালিয়া নির্জন শহরটার ভেতর দিয়ে হাঁটছিল। এ ব্যারাক থেকে ও ব্যারাকে গিয়ে গিয়ে জনগণকে সমবেত করে ও বলতে থাকে কেমন করে কাইরভ তাকে এখানে একদিন পাঠিয়েছিল। আরো অনেক কথা বলল এই নিহত নেতা সম্পর্কে যা যা জানত। সেদিন সেই সারাটা বিনিদ্ররাত ধরে চলল শুধু কাইরভের কথা। এক একটা শিবিরে যায় ভালিয়া। লোক জমা হয় তাকে ঘিরে। ভালিয়ার কথা শোনে তারা। তারা ওকে অনুসরণ করে। পরের একটা শিবিরে আবার আসে। আবার শোনে তার কথা। ভালিয়া বলে যায়। আর তারপর তারা সবাই মিলে শোকার্ত একটা ক্রুদ্ধ প্রস্তাব লেখে। যার মধ্যে সবাই তাদের প্রেম, ঘৃণা আর দুর্দমনীয় একটা সংকল্প ভাষা যোগ করে দেয়।

হাসপাতালে ছোট্ট সেরগেই তার মার কোলের কাছে তখন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।

আবার একটা বসন্ত এসেছে—আর এ কী এক অপূর্ব বসন্তকাল! ক্যালেন-ডার মাফিক দিনগুলি গড়িয়ে গিয়ে জড়ো হয়েছে মাসের পর মাসে। মাসে মাসে জমেছে বছরের পর বছর। আর এবার এসেছে সেই আনন্দমুখর দিন। কত বছর হয়ে গেল তা গুণে ফেলা যায় না। কিন্তু অল্প ক'দিন আগে মনে হয়েছিল সেই শুভদিন এবার খুব কাছে এসে পড়েছে—তাদের প্রথম জাহাজ ছাড়ার দিন। নব নগরের সবাই জেনেছিল যে কাজ শেষ হয়ে গেছে। চূড়ান্ত রূপায়ণের পালাও শেষ! শিশু, বয়স্ক সবাই জেনেছিল। আর সেই ময়লা জং-ধরা জাহাজের কংকাল দাঁড়িয়েছিল শুখা-জাহাজঘাটায়—দেখে মনেই হয় না যে এই কংকাল একদিন রূপবতী জলকন্যা হয়ে উঠবে। যারা এতদিন ধরে এটাকে সৃষ্টি করেছে, এটা নিয়ে কাজ করেছে তারা সবাই দেখবে সেই জলযানের রূপ।

সুন্দর দিনগুলি। উষ্ণ বাতাস। বসন্তের তুষার বৃষ্টির কাদা রাস্তায় শুকিয়ে আসছে। মৃদু বাতাস বইছে। নব নগরের গায়ে বাতাস লাগছে। এই তার শহর। ক্লারার সমস্ত হৃদয় আর সমস্ত শরীর ভরে উঠেছে বসন্তে। বেঁচে থাকা কত ভাল। সে এখন দারুণ ব্যস্ত। ডজন ডজন বাড়ী উঠছে একযোগে। তাকে সদাসর্বদা তাদের ওপর চোখ রাখতে হচ্ছে। যাতে কোনো ত্রুটি না থাকে। কাজের মানদণ্ড নেমে না যায়। বিশেষ করে মজুর মিস্তিরির অভাব আর গৃহনির্মাণোপকরণও পাওয়া যাচ্ছে না প্রয়োজন মত। তা সত্ত্বেও আধুনিক হাল ফ্যাশানের বসতবাড়ী একের পর এক মাথা তুলছে, কনুইয়ের ধাক্কায় সরিয়ে দিচ্ছে শিবিরগুলো, সেই পুরোনো মাঠকোঠাগুলোকেও ঝেঁটিয়ে বিদেয় করছে। প্রতিদিন রাস্তাঘাট আর বীথিপথগুলির ছবিটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কাগজে আঁকা নীল নক্শা মডেল থেকে শহরের রূপান্তর হচ্ছে জমিনের বাস্তব চেহারায়।

মার্চ মাসে তারাস ইলিচ, লম্বা একহারা চেহারার এই মানুষটার মাথায় একটা নতুন ভাবনা খেলে গেল। ও গিয়েছিল নগর সোভিয়েত—নগর কেন্দ্র আর সরাসরি ক্লারার কাছে আবেদন করেছিল।

"আপনার কাছে আমার একটা আবেদন আছে। এক সময় আমি মালির কাজ করতুম। এখনও আমি তাই চাই। আমাকে আপনার ফুল চাষের কাজ দিন।"

ফুল? নিশ্চয়ই। ফুল ছাড়া কি এমন সুন্দর শহরটা মানায়!

স্কুল বাড়ীর জন্যে ওরা যোগ সাজস করে যেন তেন প্রকারে কিছু কাঠ যোগাড় করে ফেলে। স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের ছুটির ফাঁকে ফাঁকে ফুল-

বাড়ী তৈরি করে ফেলে। তারাও কিছু টাকা যোগাড় করে ফেলেছিল—আর বেশ মোটা টাকা! তারাস ইলিচকে টাকাটা দিয়ে কিছু বীজ আর চারাগাছ কিনতে পাঠাতে হল। যখনই ও সময় পায় সে নিজে এসে বুড়োকে মদৎ দেয়। ওরা সাগ্রহে তাদের চারাগাছে জল দেয়, সার দেয়। একদিন ওদের সেই মহান শুভদিন এলে ওরা উদ্‌বোধনের জন্যে কিছু ফুল পাবে।

তারাস ইলিচ একদিন ওকে বলল, "মনে হচ্ছে আমার জীবন আজ একটি বৃত্তে পরিপূর্ণ হল। এখান থেকে আমি যাত্রা শুরু করেছিলেম আর এখানে আমি এসে পেঁছালাম।"

ক্লারা জিজ্ঞাসা করে, "সেই একই জায়গায় তুমি ফিরে এলে কি ইলিচ? সেদিন যেসব ফুল তুমি লাগিয়েছিলে তা সব কি তোমার নিজের ছিল? যে জমিতে তুমি সেই গাছ লাগিয়েছিলে তা কি তোমার ছিল?"

তারাস ইলিচ চমকে উঠল। আত্ম সচেতন ভাবে হাসল। আর একটা নুয়ে পড়া ছোট ডালকে বেঁধে দেবার জন্য ঝুঁকে পড়ল। নগর সোভিয়েতের নতুন সম্পাদক, গোতোভৎসেভ, ফুল নিয়ে ব্যাপারটাকে একটা অসমর্থন যোগ্য বিলাসিতা বলে মনে করলেন। "দেখো এসব ফুল চাষের সময় এখন নয়।" উনি বললেন। ক্লারা কথা শুনে মনে মনে আঘাত পেল। সে ভাবল, "মরোজভ কখনও এরকম কথা বলতে পারতেন না।"

"আমরা ওটা নিয়েই এবার লিখব," গ্রীশা ইশাকভ বললে, আর দিন কয়েকের ভেতর খবর কাগজে একটা জোরালো লেখা ছাপানো হল সবুজ বাড়ী নিয়ে এই শিরোনামায়, "আমাদের শহরের সাজসজ্জা।"

সে হাসল, "ব্যাপারটা হল এ জিনিসটাকে মোটা শিরোনামায় লিখতে হবে কাগজে। কী আশ্চর্য! যা কিছু ওপরওয়ালার হুকুম ছাড়া করা হবে—ওনার কাছে তা সবই অসমর্থনীয় বিলাস। বেশ, আমাদের শহর সুন্দর করার হুকুম দেওয়াই আছে, অনুমোদন আছে, কি নেই? আমরা কাগজে ওঁকে সমালোচনা করলে উনি আপত্তি করবেন না কেন না ওপরওয়ালা বলে দিয়েছেন যে আমাদের আত্ম সমালোচনায় ভয় পাওয়া চলবে না।"

গোতোভৎসেভ নিশ্চয়ই অনুমান করেছিলেন যে প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তাঁকে লক্ষ্য করেই। জাহাজ ছাড়বার আগে পর্যন্ত ক্লারাকে জাহাজ ঘাঁটিতে ডিউটি দিয়েছিলেন। এই কাজ নির্দিষ্ট হবার পরই লেখাটা তাঁর চোখে পড়ল। "খুব দুঃখিত, তোমাদের আরো ক'মাস ঘাম ঝরাতে হবে। জীবন এখন গোলাপ শয্যা নয়, সে জানই।" ক্লারা, অবশ্য, এই কাজ পেয়ে এত খুশি হল যে গোতোভৎসেভ খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন।

সেদিন থেকে প্রতিদিন বিকেল পর্যন্ত ওর কাটল নোঙর ঘাটায়। সমস্ত দল সংগঠন আর সব পুরোনো কোমসোমোলরা এই প্রথম জাহাজটির প্রস্তুতিতে কোনো না কোন অংশ গ্রহণ করল। গ্রানাতভ সব কাজের দায়িত্ব নিয়ে-

ছিলেন। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য লোকেদের পাঠানো হয়েছিল এই কাজের সব দিকটাতে নজর দেবার জন্যে। সেমা আলতশ্চুলারকে দেওয়া হয়েছিল যত জরুরি নথিপত্র আর ফটো-নকশার কাগজপত্রের ভার। গোতোভৎসেভের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ তর্কবিতর্কের পর আন্দ্রেই ক্রুগলভ কিছুক্ষণের জন্যে হাতে-কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষায় লেগে পড়ল। আর যত সব বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম বসানোর দায়িত্ব তারই ওপর। তোনিয়া কোমসোমোল কমিটির প্রধানা হিসাবে তার বিকল্প। হাসপাতালের কাজকর্মের এই কাজটাকে মিলিয়ে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয় না। সেও নোঙ্গর-খাটায় কিছুটা সময় কাটায়।

কুশলী জাহাজ-নির্মাতা আইভান গাব্রিলোভিচ তিমোফিয়েভকে দেওয়া হয়েছিল জাহাজটাকে ভিড়িয়ে আনার দায়িত্ব। তার বউ তানিয়া একটা ক্যানটিন চালাচ্ছিল দিন মজুরদের জন্য। (এখন অবশ্য সবাই জরুরি অবস্থার মজদুর)।

জাহাজ নির্মাতাদের মনোবল তুলে ধরবার জন্যে ক্লারাকে ভার দেওয়া হয়েছিল। সে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা পরিচালনা করছিল। শ্রমিকদের উৎসাহ তার অজানা ছিল না। কিন্তু এই আনন্দটা ভারী মূল্যবান। তবে মাঝে মাঝে সেই আনন্দটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। হয়ত কোনো অদৃশ্য হাত এই কাজের চাকায় একটা কল বিগড়ে দিচ্ছিল। কোনদিন কাজের মালমশলা বরবাদ হচ্ছে। কোন দিন আগুন ঢালা নলের ভেতর কোথায় একটুখানি চীড় খেয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যও তার মুক্তি নেই। সেই এক সন্দেহ। তার থেকে রেহাই পাচ্ছে না। যেন একটা গোপন শত্রু তার পাশে পাশে থেকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সে এসব দিকে লক্ষ্য রাখতে বাধ্য। প্রতিটি শ্রমিক যেন নিজেকে রক্ষা করার সুযোগ পায়। এই উদ্দেশ্যে সে এখন ছোট ছোট সভা করতে লাগল। সকলকে বলে বেড়াতে লাগল, সাবধান! সাবধান! জাহাজের আনাচে কানাচে বেয়ে বেয়ে উঠে জাহাজ তৈরির ব্যাপারে লাগোয়া যন্ত্রপাতির গুদামগুলো পরিদর্শন করতে লাগল। যেখানেই কোন খুঁত চোখে পড়ল কাজে কর্মে সেখানেই ও গিয়ে তাগাদা দেয়। নাও ঠিক করে করো, সারিয়ে নাও। শ্রমিকদের রেহাই দেয় না সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত।

সত্যিই শত্রু যেন হাতের কাছে। ছায়ার মত ফিরছে। নোঙ্গর খাটায় এক পিপে তেল আবিষ্কার করা গেছে। কে আনল এটাকে কিভাবে? টহল দিতে বেরিয়ে ক্লারার চোখে পড়ে গেছে। ও একজন রক্ষীকে ডাকল। গ্রানাতভ আর সেমা আলতশ্চুলার রক্ষী আসার আগে ওর কাছে পৌঁছে যায়। শ্রমিক সাজানভ ওদের সতর্ক করে দিলে। সেই পিপেটা প্রথম দেখতে পেয়েছে। আর তাড়াতাড়ি খবর দিতে ছুটে এসেছে। এইসব বিপজ্জনক কাটল ধরানো ব্যাপারে ক্লারা একবারে ঘাবড়ে যায়। কিন্তু ওর আনন্দে উল্লাসে ভাটা পড়ে না। হাজার হোক সাজানভই এরকম একটা সতর্ক

প্রহরার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। এই কিছুদিন আগেও ও নিরক্ষর মানুষ ছিল। রাজনৈতিক ব্যাপারে একেবারে উদাসীন ছিল। তার শিক্ষার জন্যে ক্লারা অনেক সময় ব্যয় করেছে। সমষ্টির প্রভাবে আর ক্লারার প্রভাবেও তার ভেতর একটা পরিবর্তন এসেছে।

দিন কয়েক বাদে, এক বালতি গ্যাসোলাইন লুকানো ছিল জাহাজটার দূর কোন প্রান্তে হঠাৎ তাতে আগুন ধরে গেল। এপিফানভ, কাছেই কাজ করছিল, হাত পা ছুঁড়ে, নিজের শরীর দিয়ে আর একটা ত্রিপল দিয়ে আগুন নেভানোর জন্যে চেষ্টা করে। আগুনটা ধিকি ধিকি জ্বলবার আগেই নেভানো হয়। আর এপিফানভ বেরিয়ে আসে। ছোট খাটো কিছু পোড়ার আঘাত তার গায়ে। কিন্তু গ্যাসোলাইনটা ওখানে মজুত রেখেছিল কে? কিভাবে তাতে আগুন লাগল?

সন্দেহ গিয়ে পড়ল শ্রমিক নেফেদভের ওপর। তার পকেটে পাওয়া গেল দেশলাই আর ছাঁদা বন্ধ করবার জন্য ছেঁড়া দড়ির আঁশ। কিছু শ্রমিক যারা তাকে জানত তাদেরও ছাড়া হল না। নেফেদভের বিরুদ্ধে অভিযোগের ধোঁয়া উঠল। লোকটা শান্ত। কারো সংগে তেমন মেলামেশা করে না। মুখবুজে পরিশ্রম করে, তার বিরুদ্ধে কোনোদিন কোনো অভিযোগের কারণ দেখা দেয় নি। দু হপ্তা ধরে তদন্ত চলে, তারপর অবশ্য আবিষ্কার করা গেল যে লোকে যা ভাবছে লোকটা মোটেই তেমন নয়, নিকোলায়েভস্ক-এর একটা কারখানা থেকে তাকে কর্মচ্যুত করা হয়। ট্রট্স্কীপন্থী বলে দল থেকে বিতাড়িত করা হয়। তার অতীতটা সে রেখেছিল লুকিয়ে, নির্মাণ প্রকল্পের সবচেয়ে দায়িত্বশীল অঞ্চলে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিল।

নেফেদভের কথা ক্লারা অনেক শ্রমিকের কাছেই বলেছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে সে শিখেও ছিল অনেক। আমাদের চারপাশের লোক জনদের বিষয় আমরা কতটুকুই বা জানি! কতটুকুই বা তাদের পর্যবেক্ষণ করি! এই নীরব শান্ত মানুষটির সংগ লাভ করেছে সে অনেকবার। কিন্তু একবারও আগ্রহ দেখায় নি যে সে কে আর কোথা থেকেই বা এল!

নেফেদভের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যেতেই নব নগরের মানবসমাজ গভীরভাবে নাড়া খেল। সেই একই কাজের জোয়ারে কিন্তু ভাঁটা পড়ল না। ওরা কাজ করে চলল। হাতে হাত মিলিয়ে ঠিক আগের মতই। কিন্তু যে শুভেচ্ছায় বিশ্বাসে ওরা এক সংগে বাঁধা ছিল সেখানে শুধু একটা সতর্কতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল; সবাই যেন সকলের কাছে জবাবদিহি করবার জন্যে প্রতিশ্রুত।

সেদিন অনেক দেরি করে ক্লারা কাজ থেকে বাড়ী ফিরে ছিল। তার পা দুটো টনটন করছিল। জুতোজোড়া খুলে ফেলল পা থেকে। কাজের পোশাকের জামার কলার আলগা করে দিল। শুধু মোজা পরে জানলার

কাছে এসে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে এক ঝলক বসন্তের বাতাস ছুটে এসে পর্দার রেশমি ফিতেটা খুলে ফেলতেই, বাতাস চমকে দিয়ে যায় টেবিলের কাগজগুলিকে। সেখানে একটা চিঠি। ফরফর করে ওড়ে। হাওয়ায় বুক ভরে ও নিশ্বাস নেয়। ক্লান্ত হাতে ওয়েনারের কাছ থেকে পাওয়া এই শেষ চিঠিটা আলতো করে খাম থেকে বের করে নেয়।

"গতকাল আমি কারখানার সব সেরা সেরা কর্মীদের এক সংগে ডেকেছিলাম, তাদের সমালোচনা আর নির্দেশ শুনেছি। ক্লারা, আমার তোমার কথা মনে পড়ছে। যত কঠিন হোক, কতবড় একটা প্রয়োজনীয় শিক্ষা তুমি আমায় দিয়েছিলে! এখন আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে কাজ করি। আর এ কথাটা স্বীকার করার সাহস আমার আছে যে, আমার দীর্ঘ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, এতদিনে আমি শুধু একজন খাঁটি বলশেভিক হতে শিখেছি…।"

ক্লারা হাসল, "আমার এ কথাটা স্বীকার করার সাহস আছে……।"

ওর চোখ দুটো, গাল, জ্বালা করছিল।

"প্রিয়তম, তুমি এমন একজন যে অপরের কাছে সবচেয়ে বেশি দাবী করে আর তুমি তা নিজেই দিয়েছ…।"

সে চিঠিটা সরিয়ে রাখল। বিছানায় এসে শুল। বাতাস তার চুল উড়িয়ে দেয়। ঠাণ্ডা করে তার গরম দুটি গাল।

সে কি ওকে বিয়ে করবে? ক্লারা জানতো ওয়েনার এটাই চায়। ওয়েনার যখন তাকে প্রথম প্রস্তাব করেছিল সে তাকে বলেছিল যতদিন না শহর তৈরী হয় সে এখানে থাকবে; তারপর সে ভেবে দেখবে। তার ছুটি হলে তারা একসংগে ছুটি কাটাবে। ইতিমধ্যে—তার চিঠিগুলো তাকে যে কী আনন্দ দিচ্ছিল। সেই ন'হাজার মাইল দূর থেকে তার উৎসর্গিত প্রেমের উপহার তার কাছে আসছে এ যে কত আনন্দের!

একটা মামুলি প্রেমের গান দেওয়াল দিয়ে পিছলে আসছে। ঘরের ভেতর ভরে উঠছে সেই গান। বাতাসে ভেসে আমুরের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে সেই সুর। ওর মন খারাপ হয়ে যায়। হায়, নারী, ওগো কন্যা, তুমি কি এমন করে দিন কাটাবে! ক্লান্তিতে? তোমার চাই ভালবাসা কোমলতা? এমন কোনো কথা নেই। সত্যি কারের ভালবাসা আরো অনেক চায়। যেমন তুমি আপনাকে জানো তেমনি করে জানতে হবে মানুষটিকে। যেমন তুমি নিজেকে বিশ্বাস করো তেমনি করে বিশ্বাস করতে হবে তাকে। দাঁড়াও, ওয়েনার, আগে আমাদের দেখতে দাও যে আমাদের প্রেম কালজয়ী; দেখতে দাও আমরা দু'জনে কি পারি করতে, আমাদের শক্তি কতটুকু। আমার কাছে সব চেয়ে বড় কাজ হল এখন এই নব নগর। আর ঐ প্রথম জাহাজ ছাড়ায় বাঁশি। যাত্রা করো যাত্রা করো। আমাদের যাত্রা শুরুর আর দেরী নেই ওয়েনার।

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ক্লারা ঘুমিয়ে পড়ে।

রবিবার। কিছুক্ষণ একটা বই নিয়ে বিছানায় এপাশ ওপাশ করার পর ও উঠে পড়ল। পোশাক পরে নিল। জানলার ধারে একটা জায়গায় এসে বসল। ভাসিয়ুতা আসবে। অপেক্ষা করে রহিল। সে জরুরি কালের মজদুর। ও শিবির ছেড়ে আসবার অনুমতি পায়।

ক্লারার কাছে এলেই ও তার চোখের দিকে চাইতে পারে না এড়িয়ে যায়। তাকে খুব সম্ভ্রাসের চোখে দেখে। প্রথম যখন এসেছিল তখন বসতেই ওর ভয় করছিল ওর সামনে আর করমর্দন করতে। কিন্তু ক্লারা এগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। তাকে বলেও ছিল। তারা দুজনে মিলে তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে। তাকে ভুলে যেতে হবে যে আইনে দণ্ডিত অপরাধী সে। ক্লারা ওকে ছবি আঁকতে শিখিয়েছিল। তাকে বই পত্রিকা দিয়েছিল পড়বার জন্যে। শিবিরে মাধ্যমিক স্কুলে যেতে শুরু করেছিল। আর তার বীজগণিত জ্যামিতির অংক দেখিয়ে দিত ক্লারা। সে চালাক ও প্রতিভাবান। ক্লারার দেখে খুব আনন্দ হল। কত তাড়াতাড়ি ও সুন্দর বলিষ্ঠ একটি মানুষ হয়ে উঠছে। জ্ঞানের জন্যে তার কী দারুণ পিপাসা!

ভাসিয়ুতা চলে যাচ্ছিল। যাবার আগে খোলা জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। সূর্যের আলোয় আমুরের জল নীল সোনালীতে ঝিলমিলে। গ্রীষ্মকালের মতই আবহাওয়া উষ্ণ।

"কী সুন্দর। কত ভাল।" সে বলল।

"কি ভাল?"

"ও, এই যে সব···আর তুমি···সব কিছু।"

বারান্দায় বেরিয়ে এল ক্লারা ওকে বিদায় জানাতে। গ্রানাতভের কলের গান বাজছিল আর ক্লারা একটি বারের জন্য খুশি হল। কেন না তাদের পায়ের শব্দ কথা সব ডুবিয়ে দিচ্ছে ওই রেকর্ডের বাজনা। গ্রানাতভের একটা বিশ্রী অভ্যাস পরের ব্যাপারে নাক গলানো। আর ভাসিয়ুতা এতে বিরক্ত হয়।

যেতে যেতে ভাসিয়ুতা ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্লারাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল। বাতাস তার সুন্দর চুল এলোমেলো করে বইছিল। তার রোদেপোড়া মুখে স্বাস্থ্য আর সৌজন্যের দীপ্তি। "ওর জীবন যদি কোনো কাজে লাগে আর ওর ভেতরটা ভাল হয় তাহলে আমার দ্বারা সামান্য উপকারটুকুও হোক।" সে আপন মনে বলল তাকে দেখতে দেখতে। ভাসিয়ুতা চলে যাচ্ছিল।

হলের ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার মনে হল ক্লারা ফিরে আসতেই। বাইরে ঝকঝকে রোদ। অন্ধকার থেকে একটি মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

"ক্লারা।"

এক জোড়া হাত এসে ওকে ধরল। কে ভাল করে না দেখেই সে তার গলার স্বর চিনতে পারল।

"কী দুঃসাহস তোমার!"

সে তার ঘরের দরাজাটা ঠেলে খুলে ফেলল এই অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। সংগে সংগে লেভিৎস্কি হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ক্লারাকে তার পিছনে টেনে নিয়ে গেল। ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল।

"শোনো ক্লারা, তোমাকে আমার কিছু বলতেই হবে," তার হাত দুটো অশিষ্ট ভাবে ধরেই সে কথা বলছিল। "আমার কথা তুমি একটু শোনো এ আবেদন করাটাও কি এত বেশি ক্লারা?"

ওর বুকটা যেন আঁকড়ে ধরে কিসে, মনে হয় এখনই তার স্পন্দন থেমে যাবে। পা দুটো দুর্বল হয়ে আসে। সে দেওয়ালে হেলান দিয়ে সামলায়, পড়ে যাচ্ছিল।

"তোমার কিসুসু বলার নেই। আমার শোনারও কিছু নেই," ক্লারা হাঁপাচ্ছিল। "আমার এখান থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।"

"কী নিষ্ঠুর! আমার এ দিনগুলোর কথা একবার ভাবো ক্লারা, আমি তোমাকে জানাতে চাই যে—।"

"দোহাই থামো আমাকে আর কষ্ট দিও না।" দরজাটা খুলতে খুলতে সে বলল, "আমি জানতে চাই না, আমি তোমার অস্তিত্বটাই মনে রাখতে চাই না। কী সাহসে তুমি এখানে এলে? বেরিয়ে যাও বলছি, নইলে চেঁচাব।"

সে কথা রাখল। গ্রানাতভ দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। সে নিঃসন্দেহে চেয়েছিল ক্লারার সাদা মুখের দিকে আর লেভিৎস্কির বাড়ী থেকে দৌড়ে পালানোর সময় তার ঝুঁকে পড়া চেহারাটার দিকে।

ক্লারা তারা পিছন পিছন গিয়ে রাস্তার দিকে দরজাটা তালা বন্ধ করে দিয়ে এসেছিল। গ্রানাতভের পাশ দিয়ে নীরবে হেঁটে এসে তার নিজের ঘরের চাবিটা ঘুরিয়ে খুলল। ওর কী সাহস? এখানে এসেছিল? কিন্তু কেন? তার ঠিকানা ওকে দিলে কে? কী সাংঘাতিক! কিন্তু এতটা ঘাবড়ানোর কোনো মানে হয় না। এ নিয়ে ও মনটা ভার করবে না। মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ও ভাবে আজ কি কি করবো ভেবেছিলাম আমি? এমন একটা দীর্ঘ উজ্জ্বল দিন! "কী ভাল যে লাগছে!" ভাসিয়ুতা তাই বলছিল না! আবার ওর মনটাকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্যে ও একটা বই তুলে নিল। জানলার কাছে তার আর্ম চেয়ারটাকে সরিয়ে আনার জন্যে একটুখানি ওঠবার চেষ্টা করল। কিন্তু তা না করে ও বইয়ের মলাটের ঠাণ্ডা চামড়াটাকে ও বুকের ওপর ঠেসে ধরল আর দ্বিগুণ একটা যন্ত্রণায় হাঁপাতে হাঁপাতে উপুড় হয়ে পড়ল।

এগার

জাহাজঘাটির পরিস্থিতি আলোচনার জন্যে একটা সভা ডাকা হল। এ দিনগুলি ছিল বিষণ্ণ। গুপ্তচর ও বিশ্বাসঘাতকতদের বিচারের খবর ঘোষিত হল বেতারে। শহর-নির্মাণকারী মানুষ ঘুরে বেড়াতে লাগল একটা উত্তেজনা অপমান, অবিশ্বাস আর ভয় সংকেতের তটস্থ ভাব নিয়ে। নব নগরেও শত্রুরা তৎপর হয়ে উঠেছে। তাদের নির্ভুল সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে হামেশাই। হয়ত আজ এই সভার ভেতরও তারা আছে। ওরা কারা হতে পারে?

আন্দ্রেই ক্রুগলভ প্রথমে বক্তৃতা দিলে। সে যা বললে তা হল দীর্ঘ আর যন্ত্রণাদায়ক একটা স্মৃতিচারণা। তার মনে হচ্ছে যে গত দু'সপ্তাহের ভেতর যেন তার বয়সটা গেছে বেড়ে আর অভিজ্ঞতাও হয়েছে ঢের। জীবন তাকে অনেক শিখিয়েছে। এ জীবনে এখনও সে শিখছে। এমন সব শিক্ষা যা আগের থেকে আরো মারাত্মক আরো তাৎপর্যময়।

"আমরা সততার সংগেই স্বীকার করব যে আমাদের মধ্যে অনেকেরই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু এক মিনিটের বেশি কোনো সাচ্চা বলশেভিকের মাথাটা বিগড়ে যায় না। আমাদের মাথা খারাপ করা বা বুদ্ধিভ্রংশ হবার অধিকার নেই। ওইসব বিষধর সাপের গোপন আড্ডা ধরা পড়েছে। এই আবিষ্কারটা আমাদের একটা জয় গৌরব। এই বিজয় লাভের ভেতর থেকেই আমরা নব নগরের বলশেভিকরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাধানে পৌঁছে যাই। শত্রুরা আমাদের মধ্যেও কাজ করে চলেছে। আর আমরা এখনও তাদের আবিষ্কার করতে পারি নি। মরোজভের হত্যার ব্যাপারটাই ধরো না। কে বলতে পারে যে পারামোনভ কোনো অদৃশ্য হাতের দ্বারা পরিচালিত হয় নি? বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যান্ত্রিক গোলোযোগ, নির্মাণ ক্ষেত্রের দুর্ঘটনা, শুখা জাহাজ-ঘাটায় জ্বালানির পিপে, বালতি বোঝাই গ্যাসোলাইন,—এসব যে আমাদের শত্রুর কাজ নয় একথা কি আমরা জোর করে বলতে পারি? শত্রু আমাদের মধ্যে রয়েছে। এখানেই আমাদের মধ্যে আছে। সেই জন্যেই কি আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠব? আমার মন বলছে আমরা তা হই নি। এখন আমরা একটি মাত্র কাজ করতে পারি, আর তা আমাদের করা উচিতও। নির্মমভাবে, কোনো সংস্কার না রেখে, কোনো ব্যক্তি নির্বিশেষে, আমাদের কাজ পরীক্ষা করব। আর প্রতিটি দুর্ঘটনা আর ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দায়ী লোককে খুঁজে বের করব। আর তারপর এই লোকগুলিকে যাচিয়ে দেখতে হবে। আবিষ্কার করতে হবে যে তারা যা করেছে তা তাদের ভুলবশতঃ করেছে না স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ। গত কয়েক দিন ধরে আমি অনেক ভেবেছি আর আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি নেফেদভ আর তার মত অন্যান্য চুনোপুঁটির

দল বেশ মাথাওয়ালা মাতব্বরের সমর্থন ছাড়া কোনো অপকর্মে সফল হতে পারেই না।"

বলতে বলতে সে একটু থামে। বক্তব্যের তাৎপর্যটা এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্রাচেনভের মুখের ওপর একটা উত্তেজনার রক্তিমাভা সে লক্ষ্য করলে। ঘাবড়ে গিয়ে গ্রানাতভের মুখটা কেমন কুঁচকে ওঠে। গোতোভৎসেভের মধ্যেও যেন উত্তেজনার ঝড় বইছে, ক্লারাও গম্ভীর আর সজাগ। শুখা-জাহাজঘাটার পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করতে শুরু করল ও। ভুলচুকের তালিকা আর তাদের কাজের ত্রুটিবিচ্যুতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করল সংগঠনের অভাব।

"আমি নাম করে করে বলতে পারব না, আমরা তাদের এখনও জানি না। কিন্তু আমাদের একেবারে গোড়া থেকে ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে হবে। আমাদের প্রত্যেককে হতে হবে নিরাপত্তা কর্মী। একমাত্র সেই পথেই আমরা শত্রুর গোপন ফাঁদটা ভেঙে দিতে পারব।"

গ্রানাতভ কিছু বলবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"আন্দ্রেই ক্রুগলভের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত," উনি ঘোষণা করলেন তারপর আস্তে আস্তে চেয়ারম্যানের মুখোমুখি হবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন। "আমি অন্য কিছু বলার আগে, কমরেড গোতোভৎসেভ, আমি পার্টি-সদস্য ক্লারা কাপলানকে গুটিকয়েক প্রশ্ন করার অনুমতি চাইছি।"

এটা একটা বিস্ময়। যারা কথাটা স্পষ্ট শুনতে পায় নি তারা পার্শ্ববর্তী শ্রোতাদের দিকে ফিরে তাকায়।

"কাদের কথা বলল ও? কে?"

ক্লারা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ সংযত। ক্লারা দাঁড়িয়ে উঠল। গ্রানাতভের দোমড়ানো কোঁকড়ানো মুখের দিকে চেয়ে দেখল।

"এটা কি সত্যি কমরেড কাপলান, যে আপনার বাবা মা প্রবাসী শ্বেতাঙ্গ আর এখন অন্যত্র আছেন?"

জনসভায় একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। ক্রুগলভ দেখল ক্লারা চমকে উঠল। তার মুখটা লাল পরে সাদা হয়ে গেল। সে দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, "হ্যাঁ কথাটা সত্যি। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আর ১৯১৭ থেকে আমি তাদের কোনো খবরও পাই নি।"

"আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, এটা কি সত্যি যে লেভিৎস্কি নামে এক ব্যক্তি, এখন শ্রম শিবিরে জেল খাটছে একজন ট্রটস্কিপন্থী প্রতিবিপ্লবী হিসাবে, তিনি এককালে আপনার স্বামী ছিলেন?"

এবার গুঞ্জনরোল বেড়ে ওঠে। ক্লারা তার ওপর গলার স্বর চড়িয়ে দেয়।

"সেটাও সত্যি কথা। অবশ্য, সিটি পার্টি কমিটিকে তা জানানো হয়েছিল লেভিৎস্কি গ্রেপ্তারের সময় আমি সে ভূমিকা নিয়েছিলাম তখনই।"

সবার চোখ গিয়ে পড়ল গোত্তোভৎসেভের ওপর, তিনি যেন টের পান নি কিছু এভাবে বলে উঠলেন "হ্যাঁ, ও হ্যাঁ…আমরা কিছু জানি…তবে খুব বেশি না।"

"আর আমার তৃতীয় প্রশ্ন হল, সিটি পার্টি কমিটি কি অবহিত আছেন যে কাপলান, যিনি এক সময় তাঁর স্বামীকে অপরাধী হিসাবে তুলে ধরেন, সেই লোকটির সংগে এখনও দেখা করেন এমন কি বাড়ীতে তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানান?"

ঘরে এখন বেশ গোলমাল শুধু হয়ে গেছে। চেঁচামেচি চীৎকার—জনকয়েক লোক ভাল করে দেখবার ও শোনবার জন্যে লাফিয়ে উঠেছিল। আন্দ্রেইও উঠে পড়েছিল। এতক্ষণ পর্যন্ত ক্লারাকে সন্দেহ করতে তার মন চাইছিল না। অসম্ভব!…কিন্তু এখন? সে অপেক্ষা করে। ক্লারা পরিষ্কার করে নিজে কিছু বলুক। একটা পরিষ্কার বিশ্বাসযোগ্য মন্তব্য করে তার চারদিকে যে সন্দেহের মেঘ জমেছে তাকে সরিয়ে দিক।

কিন্তু ক্লারা শুধু তার সাদা ঠোঁট দিয়ে বাতাস শুষে নিয়ে বলতে থাকে, "সিটি পার্টি কমিটির এ রকম একটা ব্যাপার জানার কথা নয়…।" বলেই সে তার জায়গায় ধপ্ করে বসে পড়ল।

"চতুর্থ প্রশ্ন, এটা কি সত্যি যে সপ্তাহে একবার করে ভাসিয়ুতা নামে একজন কয়েদী যে আপনার স্বামী লেভিৎস্কির তত্ত্বাবধানে স্কুলে কাজ করে, আপনার সংগে দেখা করতে আসে?"

"কথাটা সত্যি," ক্লারা মৃদু কণ্ঠে বলল।

"এইগুলোই আমি পরিষ্কার করে দিতে চেয়েছিলাম, আমার আর কিছু বলার নেই।"

গ্রানাতভ ডেস্কের কাছে এগিয়ে গেলেন, নিজে এক গেলাস জল গড়িয়ে খেলেন। আস্তে আস্তে শান্ত ভাবে জল খেলেন উনি। পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে। তাঁর শ্রোতারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। উনি জল খাওয়া শেষ করে মঞ্চের কাছে ফিরে গেলেন।

"আমার বন্ধুরা ক্লারা কাপলানের প্রতি আমার কি মনোভাব তা জানেন। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভাল. ক্লারা, নিজেই অপানাদের বলতে পারবেন।"

"হ্যাঁ তা সত্যি," মাথাটা পিছন দিকে ঝাঁকিয়ে ক্লারা স্বীকৃতি জানায়।

"আমার পক্ষে কথাগুলো বলা বেশ কঠিন, কিন্তু বলতে আমায় হবেই; চুপ করে থাকবার কোনো অধিকারই আমার নেই। কিছুকাল ধরে ইদানীং কাপলানের আচরণ আমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল। আমি দেখেছি যে জাহাজ ঘাঁটিতে সবকিছু ভাল চলছিল না। শত্রুরা সেখানে বেশ তৎপর, তা তো দেখতেই পাওয়া গেল। এক পিপে জ্বালানি পাওয়া গেল।"

"ওই জনলানির পিপেটা কে পেয়েছিল ?" ক্লারা বলে উঠল।"

"হ্যাঁ এবার সেই কথা।" গ্রানাতভ রুক্ষস্বরে ঝাঁঝিয়ে উঠল। "আপনি পেয়েছিলেন, কিন্তু আপনি দেখতে পাওয়ার আগেই আর কেউ সেটা আবিষ্কার করে। সাজানভ আমার কাছে ছুটে গিয়েছিল, আমরা যখন প্রায় পিপেটার কাছে গিয়ে পড়েছি তখন আপনি আপনার সেই আবিষ্কার নিয়ে উদয় হলেন। বোধহয় আপনি জানতেন যে পিপেটা কেউ দেখতে পেয়ে গেছে। আপনি ভাবলেন সতর্ক প্রহরার একটা অভিযান জাহির করি বেশ জাঁকিয়ে আর তাহলেই আপনার ওপর সবাই যে আস্থা স্থাপন করেছে সেটা বেশ বেড়ে উঠবে।"

ক্লারা সবেগে টেবিলের কাছে সরে আসে যেখানে কেন্দ্রীয় সভার সদস্যারা বসেছিলেন।

"এটা জঘন্য ব্যাপার। গোতোভৎসেভ। আমি কিছু বলতে চাই। ওঁর কোনো অধিকার নেই—।"

গোতোভৎসেভ হাত তুলে থামতে বলেন।

"এখন আপনার কিছু না বলাই ভাল," উনি প্রতিবাদের সুরে বলে ওঠেন। "কমরেড গ্রানাতভ যখন শেষ করবেন তখন আপনি বলতে পারেন।"

ক্লারা যেখানে উঠে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই বসে পড়ল। তার মাথার ওপর গ্রানাতভের দৃঢ়কণ্ঠ ভাসতে থাকে।

"কাপলান বরাবরই আমাদের অন্যতম পার্টি সদস্য। এখন, অবশ্য, আমরা জানতে পেরেছি আমাদের শত্রুদের দ্বারা ব্যবহৃত ওটা এক ধরনের ছদ্মবেশ। আমি নিজেই তো তার বিচিত্র কর্মধারায় মুগ্ধ হয়েছি; আমি তাকে আদর্শ পার্টি সদস্য মনে করেছিলাম, বিশেষতঃ যেভাবে তার স্বামীর মুখোশ একদিন খুলে দিয়েছিল, সে খবর শোনার পর থেকে। আর হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম এই একই লেভিৎস্কি তার সংগে এখনও দেখা করছে। এমন কি তার ঘরেও আসছে। আর আমরা সবাই জানি, সে পার্টি সংগঠনের কাছে এটাকে গোপন রেখেছিল। তার ওপর আরো কি প্রমাণ আছে আমাদের ? না, কয়েদী ভাসিয়ুতা আসছে গোপনে তার সংগে দেখা করতে তার কাছে বীজগণিত আর অংকন বিদ্যা শিখবার জন্য। এটা হয়ত সম্ভব, কিন্তু খুব বিসদৃশ, দেখা যাক তথ্য থেকে কি পাওয়া যায়, একদিকে তিনি লেভিৎস্কির সংগে প্রায়ই দেখা করছেন: আর একদিকে নিয়মিত তিনি ভাসিয়ুতার সংগে সপ্তাহে একবার করে দেখা করছেন। এটা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা কঠিন নয় যে ভাসিয়ুতার সংগে তার দেখাশোনাটা আসলে একটা মায়াজাল বা ছদ্মবেশ, এই ছদ্মজালের আড়ালেই তিনি লেভিৎস্কির সংগে যোগসাজস রাখছেন। এই লোকটি একজন প্রতিবিপ্লবী। সে হিসাবে তাকে ঘন ঘন শিবির ছেড়ে আসবার অনুমতি প্রায় দেওয়াই যায় না। আক-

হোক বীজগণিত শেখানোটা স্রেফ আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া। এইসব তথ্যের সঙ্গে যদি আমরা আরো তথ্য যোগ করে দিই যে কাপলান হল অন্য-দেশী সাদা চামড়াদের মেয়ে, বিচ্ছিন্ন একটা পরিবেশের মানুষ, আর তার বাবা মা এখানে নেই, বাইরে দূরে···সবাই ঘৃণায় শিউরে ওঠে। তারা বিশ্বাস করছিল, যে এখানে তাদের চোখের ওপর আর একটা ছদ্মবেশ টেনে খুলে ফেলা হল। আশ্চর্যই ক্রুগলভ একা, শুধু এটা বিশ্বাস করতে পারছিল না। যদিও ওর মনটা দুলে উঠছে। কেমন যেন একটা গোল বেধেছে।

এবার গ্রানাতভ সংযত হয়ে বলতে থাকেন, "আমি বিশ্বাস করতে চাই যে আমার এই সব সন্দেহ সমর্থিত হবে না। কিন্তু তাদের ঘোষণা করে জানিয়ে দেওয়া আমি একটা নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি। বর্তমানে আমরা অনেক পুনর্মূল্যায়ন করছি। আমি দেখতে পাচ্ছি এখও পর্যন্ত আমরা ঠিক সত্যিকারের সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি নি। যাই হোক সাধারণভাবে সিটি পার্টি কমিটিতে বিশেষ ভাবে গোতোভৎসেভ এ দিকে তেমন তৎপরতা দেখাতে পারেন নি। ধরা যাক, প্রাথমিক একটা যাচাই না করে খোঁজ খবর না নিয়ে কেমন করে কাপলানকে জাহাজ ঘাটির কার্যভার অর্পণ করা হল এটাই যে বুঝি না ? যাক, আমার বক্তব্য হল—নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল—। তাই এবার আমি দাবী জানাই যে সেই যাচাই করে নেওয়াটা হোক। আর ইতিমধ্যে, তাকে সেই কাজ থেকে অপসারিত করা হোক।"

"কাজ থেকে শুধু ছাঁটাই নয়, দল থেকে বহিষ্কৃত করা হোক!" শ্রোতাদের মধ্য থেকে যেন কে বলে উঠল।

সেরগেই ভাইকেনতিয়েভিচ লাফিয়ে উঠল, তার কপাল থেকে ঘাম মুছে নিয়ে বলল, "ক্রুগলভ ঠিকই বলেছে। কোনো ব্যক্তি বিশেষের কথা মনে না রেখে আমরা সব লোককেই বাজিয়ে নোবো, সমালোচনা করব। আমাদের কাছে এটা একটা মারাত্মক দৃষ্টান্ত। আজ আমরা কাপলান সম্পর্কে যা জানতে পারলুম সেটা সত্যিই মর্মান্তিক।

"এইমাত্র যেসব তথ্য প্রকাশ পেল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আরো একটা ঘটনা মনে করছি। বেশি দিনের কথা নয়। আপনাদের কি মনে আছে কাপলান কিভাবে ওয়েনারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছিলেন ? আমরা এখনও জানি না ওয়েনার সম্পর্কে আসল সত্যটা কি। কিন্তু একটা জিনিস অব-ধারিত সত্য। কাপলান তাঁর কাজের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে জনসভায় বক্তৃতা করেছিলেন এবং তাঁর অপসারণ দাবী করেছিলেন। কিন্তু আমি জানি যে, আজও তিনি ওয়েনারের সঙ্গে পত্রালাপ করে থাকেন। আর তিনি তাঁর বন্ধু। ঠিক যেমন লেভিৎস্কি, তাঁকে জনসমক্ষে অপরাধীও প্রমাণ

করলেন আবার তার সংগে সংস্রবও রাখলেন। এটা কেমন কথা? আমার কাছে এটা একটা দু-মুখো কাজ বলে মনে হয়।"

ক্লারা লাফিয়ে উঠল আর উদ্ধতভাবে বলল, "ওয়েনার একজন কমিউনিস্ট, তার সংগে আমাদের পত্রালাপের সম্পর্ক কি? আমার যাকে খুশি চিঠি লিখবার অধিকার আছে!"

"একজন প্রতি-বিপ্লবী স্বামীকেও?" গোতোভরসেভ বলে উঠলেন।

"ছি ছি লজ্জা করে না!" "ধিক্ ধিক্!" "দূর করে দাও ওকে!" শ্রোতাদের পক্ষ থেকে শোনা গেল।

"কমরেড, আমার একটা প্রস্তাব আছে।"

ক্রুগলভ কথা বলছিল—মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

"হয়ত আমি ভুল বলছি কমরেড, কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে ক্লারা কাপলান একজন শত্রু, যদিও এই সভায় যেসব তথ্য উদ্ঘাটিত হল তা তার বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। আমরা সেইসব বিষয়ে কিছু জানি না। আমাদের উচিত সেগুলিকে যাচাই করে নেওয়া। কিন্তু সর্বপ্রথম আমরা তার নিজের কি বলবার আছে শুনতে চাই। আমার প্রস্তাব হল কাপলান তার জীবনের কথা বলুক। লেভিৎস্কি আর ভাসিয়ুতার সংগে তার সম্পর্কের কাহিনী। তাকে সব কিছু খুলে সততার সংগে বলতে দেওয়া হোক। যেন কিছুই সে গোপন না রাখে। তাকে বহিষ্কার করা বা তাড়িয়ে দেওয়ার কথাটা যেন খুব তাড়াতাড়ি বলে ফেলা হচ্ছে।"

"কিন্তু সে কি সমস্ত তথ্য স্বীকার করে নি?" গ্রানাতভ কাঁধটা তুলে আপত্তি জানায়। "আমরা তার জীবন বৃত্তান্ত শুনব কেন?"

ইঞ্জিনিয়ার ফেদোতভ হলের সামনেটায় ছুটে গেলেন, "আমি দাবী জানাচ্ছি—আমরা তাঁর জীবনবৃত্তান্ত শুনতে চাই! কাপলান কিভাবে পার্টিতে এলেন? বিদেশী শ্বেতাংগদের মেয়ে! এটাই একটা গোলমেলে ব্যাপার! তিনি যখন আবেদন করেছিলেন নিশ্চয়ই এটা লুকিয়ে রেখেছিলেন।"

ফেদোতভ এই কথাগুলো বলছিল। অনুত্তেজিত শান্ত যুবক। ক্লারার বন্ধু। তাকে সেই প্রথম খানিকটা আশ্রয় দিলে। এই সভা যতই বিরোধী হ'ক আর তার নির্দোষিতা প্রমাণ করা যতই শক্ত হোক।

আইভান গাভ্রিলোভিচ—যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকেই বলে উঠলেন, "আন্দ্রেই ঠিকই বলেছে। তাকে বের করে দেবার জন্যে আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় আছে। তার কথা আমাদের শুনতেই হবে। আর দেখবার চেষ্টা করতে হবে আসল ব্যাপারটা কি। কাপলান বরাবর কঠিন পরিশ্রম করেছে। আর এই শ্রমের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে তার সমস্ত মনপ্রাণ। হাজ

নেড়ে দিয়েই চোখের নিমেষে এমন সব মানুষকে হুট করে বরখাস্ত করা যায় না তো।"

"তাই হোক। কমরেড কাপলানকে বলতে দেওয়া হ'ক। আমরা তার গল্প শুনব। এইসব তথ্য বা ঘটনা সম্পর্কে তার নিজের ব্যাখ্যা।"

ক্লারা সংগে সংগে শুরু করল না। সমস্ত জীবনটা যেন তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। তার সারা জীবন। আর এখন সেই জীবন একটা সুতোর আগায় ঝুলছিল। এই সুতোটা ছিঁড়বে কি ছিঁড়বে না, তা নির্ভর করছে কেমন করে কি কাহিনী সে বলবে তারই ওপর।

"কই এসো, এসো, বলো। ঘাবড়ে যেও না।" দ্রাচেনভ বেশ বন্ধুত্ব-পূর্ণ স্বরেই তাকে প্রেরণা দিলেন।

এই মৈত্রীর সুরটা তাকে শক্তি ফিরিয়ে দিল। সত্যিই, কেন সে ঘাবড়াবে? কোনো কিছু গোপন না করে সে শুধু যথাযথভাবে তার গল্প বলে যাবে। যেরকম অনুভব করে সে, আর যেরকম বোঝে। আর সবকিছু পরিষ্কার হয়ে আসবে।

"আমার বাবা মা ধনী ব্যবসায়ী। সংগতিপন্ন বুর্জোয়া পরিবারে আমি মানুষ হয়েছি। আমি কারো কাছে কখনও এটা লুকোই নি। আমি আমার আবেদনের সমস্ত প্রশ্নোত্তরে এ কথাটা পূরণ করেছি। যখন বিপ্লব শুরু হল আমি মস্কোর একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে তখন পড়ি। বিপ্লব শুরু হতেই আমার পরিবার রাইগাতে পালিয়ে গেল। একটা ভীড় ঠাসা রেলগাড়ীতে আমরা অনেকদিন ধরে যাচ্ছিলাম! গাড়ীটা অনেক স্টেশনে ও জংশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াচ্ছিল। আমার মা খুব অসুস্থ ছিলেন। একটা স্টেশনে নেমে আমি তার জন্যে খানিকটা গরম জল আনতে গিয়ে মিশে যাই। আমাদের ট্রেনটা দু নম্বর লাইনে দাঁড়িয়েছিল। আর সবাই গাড়ীতে উঠল। আমি ভীড়ে মিশে গেলাম। গাড়ীর তলায় নেমে লাইনের ওপর দিয়ে দৌড়ালাম আমাদের ট্রেনের খোঁজে আর হঠাৎ অনেক গাড়ীর মাঝখানে আমাদের ট্রেনটা দেখতে পেলাম, যাহোক সেটাই আমাদের গাড়ী বলে ধরে নিলুম। ঘট ঘটাং শব্দে গাড়ীটা তখন চলতে শুরু করেছে। আমি তার পিছন পিছন দৌড়চ্ছিলাম। কিন্তু তখন গাড়ী বেশ দ্রুতগতিতে চলছে আর তা ছাড়া আমি তখন খুব ছোট, রেলের সংগে ছুটে পারব কেন। আমি পড়ে গেলুম। আমার পা দুটো গরম জলে পুড়ে গেল। একজন সদয় ব্যক্তি আমাকে তুললেন। রেল রাস্তায় কাজ করত লোকটি আর একজন ফাটকা-বাজও—আবার। সে আমাকে তার যোগাড়ে করে নিলে। তখন লেখাপড়া আর আমার হল না। একটা জংলীর মত আমি বড় হতে লাগলুম। ইঞ্জিন মালগাড়ী পিঠে বস্তা লাইনে ফাটকাবাজি আর ভয় এ ছাড়া তখন আর আমি কিছুই জানতুম না। আমি এইসব ঘেন্না করতুম।

"এর অল্পদিন পরেই লোকজন শহর ছেড়ে যেতে শুরু করল কেননা শ্বেতেরা আসছিল। আমিও চলে যাব ঠিক করলাম। আমি ট্রেন ধরবার জন্যে দৌড়লাম। মানুষের ভীড়ে স্টেশনটা ঠাসা। লোকের ভীড়ে ট্রেনটা উপচে পড়ছে। শুধু একটা কামরা ফাঁকা আর সেটা লাল ফৌজের সৈন্যরা প্রহরায় ছিল। আমি দেখলুম দুজন সৈনিক তাড়া তাড়া কাগজ নিয়ে গাড়ীর দিকে এগিয়ে চলেছে। তাদের দাঁতে ধরা ছিল ছাইরঙা কাগজের অনুমতি পত্র। আমি জানি না কেমন করে আমার মাথায় খেলে গেল, মনের জোর পেয়ে গেলুম। কিন্তু আমি ঠিক মাটিতে খুঁজে খুঁজে এক টুকরো ছাইরঙা কাগজ পেয়ে গেলুম। আমার দাঁতে আটকে ধরে, হাতের পুঁটলিটা ধরে খালি গাড়ী কামরাটায় গিয়ে উঠলুম। লাল ফৌজের সেনারা আমায় ভেতরে আসতে দিলে। গাড়ীতে কেউ ছিল না। শুধু বাক্স কতকগুলো, দলিল দস্তাবেজ আর ফাইল ছিল তাতে। আমি এক কোণে ছুটে গেলুম। ওখানেই আমি ঘণ্টা দুয়েক বসেছিলুম। অন্ধকার হয়ে এসেছিল। ট্রেন ছেড়ে দিল। শেষ মুহূর্তে কে যেন কামরায় এসে ঢুকল। সে একটা দেশলাই জ্বালতেই আমাকে দেখতে পেলে। 'এই এটা কি রে?' সে রুক্ষ-ভাবে বলে উঠল। আমার মুখের ওপর দেশলাইটা ধরে রইল। আমি দেখতে লাগলুম একটা চওড়া চামড়ার বেল্ট। পিস্তল রাখবার চামড়ার খাপ, একটা হাত বোমা, আর ক্লান্তি ও বিরক্তিতে ফ্যাকাশে একটা মুখ। 'আমি··· আমি মস্কোতে যাচ্ছি।' আমি মিন মিন করে বললুম। 'তুই এর ভেতর এলি কি করে?' সে আমার মাথা ছাড়িয়ে যেখানে টান হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকেই বলল। 'আমার একটা···একটা···ছাড় টিকিট আছে।' আমি বললুম। 'কে দিল এটা তোকে?' 'লাউস।' (লাউস হলেন শহর সেনা-নায়ক সব ফাটকাবাজদের আতংক)। 'তুই জানিস আমি কে?' 'না।' 'বেশ, শোন আমিই হচ্ছি লাউস।' হঠাৎ আমার মাথায় একটা স্বাভাবিক বুদ্ধি খেলে গেল। চট্ করে বলে ফেললুম, 'ও তাহলে আপনিই লাউস? তা কেমন আছেন?' সংগে সংগে আমি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললুম। আমার ধন্দুর মনে পড়ে তিনি হাসলেন। তারপর তিনি বললেন জালিয়াতি করার জন্যে আমাকে পরের স্টেশনেই গুলি করে মারা হবে। আর তাই আমার গল্প তাঁকে সৎভাবে বলাই ভাল যদিও তিনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না হয়ত। আমি তাঁকে বললাম আমি অসুস্থ আর ক্লান্ত। ওই ফাট্কা-বাজটার জন্যে বস্তা বস্তা ময়দা বয়ে বয়ে। আর আমি এখন মস্কোয় ফিরে যেতে চাই আবার গিয়ে স্কুলে পড়তে চাই।"

গোতোভৎসেভ গল্পের মাঝখানে বাধা দিলেন গেলাসে একটা পেনসিল দিয়ে টক্ টক্ শব্দ করে।

"আরো ছোট করো, এটা তো আর স্মৃতি রোমন্থনের সান্ধ্য বৈঠক নয়।"

ক্লারা আবার বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে আসে। অতীতের দৃশ্যাবলী তার মন থেকে আবছা হয়ে মুছে যায়। আবার যেন সে এই তপ্ত প্রতিবাদী জনতার মুখোমুখি দাঁড়ায় জাহাজ-ঘাটে কয়েদীর মত।

"আমি আপনাদের লাউসের বিষয় বলছি কেন না তাঁর কথা বাদ দিলে তাঁর প্রতি আমার মনোভাব আর আমার গল্পটা ঠিক সম্পূর্ণ হবে না।" সে আবার জোর দিয়ে বলতে শুরু করে।

"আমি ছোট করেই বলার চেষ্টা করব। লাউস আমাকে লেনিনগ্রাদে নিয়ে গেলেন, আর একটা সামরিক স্কুলের ছাত্রাবাসে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন আমার জন্যে। সবাই আমাকে ক্লারা লাউস বলে ডাকত। উনি নিজে সীমান্তে লড়তে গিয়েছিলেন কিন্তু দুবার উনি ছুটিতে বাড়ী এসেছিলেন। আমি লোকেদের কি করে পড়তে লিখতে শেখাতে হয় তার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ক্লাশ করতুম। আমার ভীষণ ইচ্ছে হত আমি কাজ করি আর লাউস আমাকে যে কাজ দিয়েছেন আমি যে তার যোগ্য তার প্রমাণ দিই। এই পড়াটা শিখতে শিখতেই আমি একজন কোমসোমোল সদস্য হলুম। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি নিজেকে কাজের মধ্যে সঁপে দিলুম। আমি যখন সীমান্তে লাউসকে দেখতে গেলুম, তিনি আমার চুলের ভেতর টোকা দিয়ে বললেন, তুই যখন আরো বড় হবি তোকে আমি বিয়ে করব। হয়ত উনি শুধু ঠাটটাই করছিলেন কিন্তু আমি যেন সপ্তম স্বর্গে চড়ে বসলুম।"

ক্লারা চোখের জল মুছে নিল, তাঁর চোখের ওপর হলঘরটা দুলছিল। কান্নার ঢেউয়ের ওপর। সে সেই মানুষের মুখ দেখবার কোনো চেষ্টাই করল না। সে যথাযথভাবে সব কথা বলবে। তার জীবনের সমস্ত কাহিনীটা খুলে বলবে।

"আমাদের এ শুনে কি হবে?" গ্রানাতভ বললেন নিচু গলায়। "মনে হচ্ছে উপন্যাস।"

আর একবার যেন বাস্তব জগৎ তার ওপর ভেঙে পড়ল। তার স্মৃতিকে এলোমেলো করে দিল। বিশৃঙ্খল করে দিল তার ভাবনা।

"লাউস নিহত হলেন। আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার একমাস বাদে তিনি নিহত হয়েছিলেন। আমি তাঁর জন্যে অনেক কাল অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর আমি টেলিফোন করলাম আর তারা বললে, 'লাউস নিহত হয়েছেন।' আমি সেদিন সারাদিন রাত ধরে কেঁদেছিলাম। আবার আমি আমার পড়াশুনার মধ্যে ফিরে গেলাম। আমার কোমসোমোল বন্ধুরা আমাকে সাহায্য করল। তারা আমাকে একা থাকতে দিলে না। আমি পড়াশুনা নিয়ে খুব খাটছিলুম। সেইসঙ্গে একটা জুতোর কারখানায় শ্রমিকদের পড়তে লিখতে শেখাচ্ছিলুম। আমি কোর্সটা শেষ করে গ্রামে কাজ করতে গেলুম। ততদিনে আমি একটি খাঁটি কোমসোমোল বনে গেছি। এই ক'মাসের ভেতরই,

লাউস মারা যাবার পর, কোমসোমোলরা আমার ঘর-সংসারের প্রতিনিধি হয়ে উঠল, আমার দেশ আমার জীবনের সব অর্থ আমি এই কোমসোমোলদের মধ্যেই খুঁজে পেলাম।

"গ্রামে আমি নিরক্ষরদের শেখাতে লাগলুম একটি কোমসোমোল শিবির গড়ে তুললুম আর গ্রাম সোভিয়েতের সম্পাদক হলুম। আজ সেটা আমার কাছে অসাধারণ মনে হয়—তখন আমার ভোট দেবার বয়সও হয় নি, কিন্তু আমি কোমসোমোল বলে নির্বাচিত হয়েছিলুম আর গ্রামের মধ্যে একমাত্র আমারই মাধ্যমিক শিক্ষার যোগ্যতা ছিল। সেখানে এক বছর কাজ করার পর আমি পার্টিতে যোগ দিলাম। সে সময় আমাদের জেলায় একটা কুলাক বিক্ষোভ হয়েছিল। কুলাকরা আর শ্বেতরক্ষী বাহিনী। গীর্জার ভেতর থেকে আমরা দুদিন ধরে ওদের সঙ্গে লড়লুম কিন্তু তারপর ওরা গীর্জে ভেঙে ঢুকল। খারিতোনভ আর সাতজনের ফাঁসি হয়ে গেল। আমাকে শিক দিয়ে খুব মারল। যতক্ষণ না আমার জ্ঞান হারাল। আর এতেই আমার জীবনটা বেঁচে গেল।"

ক্লারা একটুখানি দম নেবার জন্যে থামল। কেউ কোনো কথা বলল না। কেউ তাকে বলে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করল না। আন্দ্রেই স্বস্তিবোধ করছিল, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। না সে তো মিথ্যে বলছে না। মানুষ এভাবে মিথ্যে কথা বলে না। পারে না। শৈশব থেকে ও যখন তাদের থেকে আলাদা, তখন ওর বাপ মা বিদেশী শ্বেতাঙ্গ ছিলেন তো তাতে কি এলো গেল? এখন ও ভাসিয়ুতা আর লেভিৎস্কির কথা বলুক। লেভিৎস্কিকে দেখে সে কী দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল! সেদিন ওই বন্দী শিবিরে গিয়ে! তাকে কি এখনও ক্লারা ভালবাসতে পারে? প্রেম কি বিবেকের চেয়ে এত বড়? আন্দ্রেই ভালভাবেই জানত যে জীবন আরো জটিল। ওপর থেকে দেখে যা মনে হয় তার চেয়েও অনেক বেশী। কিন্তু তার বিবেককে মেরে প্রেমকে বড় হতে দেওয়ার জন্যে কি একজন কমিউনিস্টকে ক্ষমা করা যায়? "আমার কথা তাহলে ধরো না?" সে আপন মনে বলল। "আমি কি তোমার প্রেমকে পরাস্ত করি নি? আমি কি তাকে ধ্বংস করে ফেলি নি? আর এ তো শত্রু প্রতিবিপ্লবী" শ্লেষাত্মক ভাবে কথা বলে গ্রানাতভ এই ভয়াবহ নীরবতা ভঙ্গ করল, "যদি তোমাকে লোহার শিক দিয়ে পেটানো হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এখনও তোমার দেহে তার দাগ আছে।"

ক্লারার মুখ চোখ লাল হয়ে গেল। সে তার মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওপরে তুলল। কে যেন হাসল। কে যেন একজন বলল, "লোহার শিক—খেলার কথা নয়, তুমি হলপ করে বলছ!" ক্লারা তার চোখ বন্ধ করল। তার কাজের পোশাকের ওপরটা খুলে ফেলল, দু'কাঁধের পাশ দিয়ে জামাটা টেনে নামিয়ে

দিল, তারপর শ্রোতাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার সাদা চামড়ার ওপর লাল সোজা সোজা কয়েকটা দাগ।

ঘরে পিন পড়লেও শোনা যায় এমনি স্তব্ধতা।

ক্লারা মঞ্চের পাশটা আঁকড়ে ধরল। তার চিবুকটা কাঁপছিল। এই কাঁপুনিটা ও অনুভব করে। তার দাঁতে ঠকঠক শব্দ শুনতে পায়। কী আশ্চর্য! মনে হল তার চোখ দুটো যেন আলাদা হয়ে নড়ছে। প্রত্যেকটা আপনা আপনি। সে তার স্নায়ুগুলিকে সামলে রাখতে পারছে না।

দ্রাচেনভ তার কাছে এগিয়ে এলেন। তার কাঁধের উপর ব্লাউজটা টেনে তুলে দিলেন আর তাকে এক গেলাস জল দিলেন। ক্লারা খেতে চেষ্টা করল কিন্তু তার কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল।

"কী বোকার মতন···কী বোকার মতন ব্যাপার···একটু দাঁড়ান···" সে বিড বিড় করে বকল। এবার তার আঙুলগুলো দ্রাচেনভের আস্তিনটা আঁকড়ে ধরল।

"এটা পাগলামির সময় না," কাঁচের ওপর আবার চাপড় লাগিয়ে বললেন গোতোভৎসেভ, "যদি তুমি তোমার গল্প বলে যেতে পার, বলে যাও, সভার কাজ আটকে রেখো না।"

তাঁর কণ্ঠ স্বরের প্রেরণায় সে আবার আত্মস্থ হয়। ইচ্ছা শক্তি দিয়ে সে কাঁপুনিটা থামায়। শ্রোতাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ায় আর আবার বলতে শুরু করে। সে তাদের লেভিৎস্কির বিষয় বললে। নিজেকে আবার সে গুছিয়ে নেয়। এবার সে নিশ্চিত বুঝতে পারে যে তার বিচার শেষ হয়েছে, এখন আর তার এত দুর্ভোগের কারণ নেই।

আবার একবার তাকে গ্রানাতভ বাধা দেয়।

"কিন্তু একবার তুমি বলছ যে লেভিৎস্কির সংগে দিন কয়েক আগে তোমার দেখা হয়েছে, আবার বলছ তোমার ঘরে তাকে তুমি দেখতে পেয়েছ এ দুটো তথ্যকে আমরা কি করে মিলিয়ে নোবো বুঝতে পারছি না।"

"আমি তার সংগে দেখা করি নি, বা ডেকে পাঠাই নি।" ক্লারা দৃঢ়তার সংগে জানাল।

শ্রোতাদের মধ্যে একটা গুঞ্জন শোনা গেল।

"তার মানে, আমি মিথ্যে বলছি?"

সে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে কেমন করে এটা হল। হল-এ সেই দেখা হওয়ার ঘটনা। তাকে বের করে দেবার চেষ্টা। তার অসম্মতি। সব জানায় ক্লারা।

"আর ভাসিয়ুতা কে?" শ্রোতাদের মধ্যে থেকে প্রশ্ন শোনা যায়? "ভাসিয়ুতা তোমার সংগে দেখা করতে আসে কেন?"

আরো একবার সে ধৈর্য হারাল। তার কথাগুলো অবিশ্বাস্য শোনাল। বীজগণিত, স্থাপত্য বিদ্যা, মানুষ করার ভাবনা। নিজেরই যেন তার

অস্বাভাবিক চেঁচিয়ে বলা, আটকে আটকে যাওয়া সাফাইগুলো কেমন অবিশ্বাস্য মনে হল।

সে যখন এভাবে তোৎলার মত কথা বলছিল তখন দারুণ ভয় পেয়ে আপন মনে বলতে থাকে, "কি করছি আমি? আমার হল কি? কেউই আমাকে বিশ্বাস করে না। কেউ না।"

"আর ওয়েনারের ব্যাপারটা কি?" চাপ দেওয়া সেই প্রশ্ন শোনা গেল আবার।

"তুমি কি করে প্রমাণ করতে পারো যে এক কথায় তুমিই লেভিৎস্কির মুখোশ খুলে দিয়েছিল?"

"সে কি করে তোমার বাড়ীর হল ঘরে এল?"

গোতোভৎসেভ বিচারাসন থেকে বললেন, "ভাসিয়ুতা বেরিয়ে গেল, লেভিৎস্কি এল—একজন কমিউনিস্টের কী চমৎকার সংগী! পার্টি সংগঠনের কাছে তুমি এই সাক্ষাৎকারটা গোপন রেখেছিলে কেন?"

"আমি তা লুকোই নি, আমার মনে এটা কখনই হয় নি যে, আমার এটা জানানো উচিত। আমি তো আপনাদের আগেই বলেছি আমি তার সঙ্গে কথা বলতে রাজী হই নি আর তাকে বের করে দিয়েছিলাম। গ্রানাতভ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই শুনেছিলেন আমি তাকে বের করে দিচ্ছি।"

"আমি সেকথা শুনি নি," গ্রানাতভ তীক্ষ্ণভাবে বললেন।

"সন্দেহজনক ঠেকছে," আইভান গাভ্রিলোভিচ বললেন। "পরখ করে দেখতে হবে। সব ব্যাপারটাই একটা নোংরা ছবি এঁকে তুলছে।"

ক্লারা আর সেখানে দাঁড়াতে পারল না। তার কথা বলার শক্তিও ছিল না। এই দ্বন্দ্ব চালিয়ে আত্মরক্ষা করার শক্তি হারিয়ে ফেলছিল।

"আমার কথাগুলো যাচিয়ে দেখুন। আমি কোনো অন্যায় করি নি। ভালই তো। আমাকে বাজিয়ে নিন—বাজিয়ে নিন।"

ক্লারা যখন মঞ্চের ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল গোতোভৎসেভ ওকে থামালেন। তিনি বেশ শান্তভাবে ওজন দিয়ে কথা বলছিলেন; ক্লারার এই হিস্টিরিয়ার পর তার কথা শুনে বেশ আনন্দ হল।

"কাপলান বেশ কলাকৌশল করে কথা বলছে। কিন্তু আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন যে সে যা বলেছে তা মিথ্যে। মামলাটা সংশয়ের থেকেও বেশি। সে যদি লেভিৎস্কিকে আসতেই না দিতে চেয়ে থাকে, তবে তা করল কেন? গ্রানাতভ তো তার পাশের ঘরে থাকে, সে তাকে সাহায্য করার জন্যে ডাকতে পারত। এটা অস্বীকার করা যায় না যে ভাসিয়ুতা লেভিৎস্কির অঞ্চল থেকে আসছে। কাপলান আমাদের বলেছেন তাঁর কথাগুলো যাচিয়ে দেখতে। শপ পার্টি কমিটি তা করবেন তিনি না বললেও। কিন্তু আমার মনে হয়

যে যতদিন না যাচিয়ে দেখার কাজ শেষ হয় ততদিন পর্যন্ত তাকে পার্টির কাজ করতে দেওয়া হবে না।"

"আর পার্টির সভাসমিতিতে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে কি হবে?"

"সভার ব্যাপারেও তাই। কমরেড কাপলান, দয়া করে আপনার পার্টির কার্ডখানা দিয়ে দিন।"

"আমরা তো ওঁকে পার্টি থেকে বের করে দিই নি, আপনি কেন একাজ করছেন?" আন্দ্রেই ক্রুগলভ লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

"কেন না আমাদের খুব একজন সন্দেহজনক ব্যক্তির কাছে পার্টির কার্ড রেখে দেবার অধিকার নেই।"

"যে ব্যক্তিকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় নি তার কাছ থেকে পার্টি কার্ড নিয়ে নেবার অধিকার কি আছে?" দ্রাচেনভ রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

গোতোভৎসেভের উত্তর এল ক্ষমাহীন রুক্ষতায়, "তাহলে সন্দেহাধীন কোনো ব্যক্তির কাছে একটা পার্টি কার্ড রাখার দায়িত্ব কোনো ক্ষতিকারক নয় এই কথাই বলতে চান কি?"

"এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার," গ্রানাতভ অসহিষ্ণুভাবে বললেন!

"তা হচ্ছে না. না," ক্রুগলভ বাধা দিল। "আমাদের ব্যাপারটা ভোটে ফেলতেই হয়।"

"বেশ তো," বিরক্তি সহকারে গোতোভৎসেভ রাজী হলেন। "যেহেতু, এটা পরিষ্কার হচ্ছে না কোনো কোনো কমরেডের কাছে যে সম্ভাব্য কোনো শত্রুর হাতে এক মিনিটের জন্যেও আমরা পার্টি কার্ড ছেড়ে দিতে পারি না তাই এ ব্যাপারটা আমরা ভোটে ফেলব।"

"ভারী চমৎকারভাবে এটা বললে যাহোক!" মাথা নেড়ে আইভান গাব্রিলোভিচ খ্যাক খ্যাক করে বলে উঠলেন।

ক্লারা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েছিল। "সবাই তাহলে এটা নিয়ে নেবার পক্ষে..." রাত্রির আতংকের মত সে ওঠানো হাতগুলোর সাদা প্রেত-ছায়া দেখতে পেল যেন। তাহলে ক'জন হাত তুললে। "সবাই নিয়ে নেবার পক্ষে, তার বিরুদ্ধে...।" কত জন? ক্রুগলভ, আইভান গাব্রিলোভিচ...আর গ্রীশা ইশাকভ। ফেদোতভও। আর কেন্দ্রীয় সভায়—দ্রাচেনভ।

"পক্ষে খুব অল্প। কমরেড কাপলান আপনার পার্টি কার্ড দিয়ে দিন।" ক্লারা বুঝি তার হৃৎপিণ্ড আঁকড়ে ধরে। না, তার হৃৎপিণ্ড নয়, কিন্তু তার কাজের পোশাকের বুক পকেট যার ভেতর ছোট লাল কার্ডখানা পড়েছিল।

"না আমি এটা তোমাদের দোবো না।" সে মনে মনে চেঁচিয়ে উঠল। "দলগত শৃংখলা, ক্লারা; দলগত শৃংখলা," যুক্তি যেন তার বিচারে ওকালতি

করে। তার আঙ্‌গুলগুলো পকেটের ঢাকনার বোতাম খোলে, বের করে আনে লাল কার্ড। সে টেবিলের কাছে এগিয়ে যায়। গোতোভৎসেভ কার্ডটা বের করে আনল। ব্যস সব শেষ। এবার তিন পা নিচে। আর শ্রোতাদের আসনের মাঝখান দিয়ে কুড়ি পা…।

"এবার আমরা আজকের আসল প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা শুরু করব। কমরেড সেরগেই পেত্রোভিচ কিছু বলছেন।"

কয়েক পা মাত্র গিয়েছিল সে। সে শুনতে পেল দ্রাচেনভের প্রথম কথাগুলো। তিনি আগুন লাগার ব্যাপারে সতর্কতার কথা বলছিলেন। একটা স্তব্ধ নির্বাক অবস্থা, প্রায় শান্ত বলতে গেলে। বোবার মত মনে করবার শুধু চেষ্টা করল ক্লারা যে একটু আগে সে নিজেই এই ব্যাপারটা নিয়ে বলতে চেয়েছিল আর এমন কি কিছু কিছু পয়েন্ট টুকেও রেখেছিল। ও ওর নোট বইটা খুঁজল, কিন্তু সে ওটা বের করে নিল না। পরমুহূর্তেই দরজাটা তার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল। সভা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল তাকে।

বারো

জাহাজ ছাড়বার নির্দিষ্ট সময়টা এগিয়ে আসছিল। শ্রমিকরা এত উত্তেজিত হয়ে উঠছিল যে তারা রাত্রিতে ঘুমোতে পারছিল না অথবা ভাল করে রবিবারগুলোতে হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিতেও পারছিল না। "সতর্ক হও! পাহারা দাও!" নেফেদভ কি ক্লারা কাপলানকে আর জেটি ঘাটেতে দেখা গেল না, তবে শত্রু তখনও সক্রিয়। কাঁচ পাওয়া গেল থামের ভেতর। কে যেন হোস পাইপটাকে লম্বালম্বি চিরে রেখেছে। বায়ু চালিত কীলকের ভেতরে বাতাস ঠেসে দেবার হোস পাইপটাকে কে যেন আড়াআড়ি চিরে রেখে দিয়েছে। যন্ত্রাংশগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না।

কাসিমভ, সারা দিন রাত জেটি ঘাটে। গতবছর থেকে সে আন্দ্রোনিকভের সংগে কাজ করছিল নিরাপত্তা দপ্তরে। গ্রানাতভ খাচ্ছিল না, ঘুমোচ্ছিলও না, তার চোখ দুটো জ্বালা করছিল ক্লান্তিতে আর তার গাল কুঁচকে যাওয়াটা যেন আরো সোচ্চার।

শ্রমিকরা সব কিছুর জন্যেই ব্যাকুল আগ্রহ দেখাচ্ছে। যা কিছু ঘটছে—তাদের নির্দিষ্ট কাজ হোক না হোক। সকলের মনেই সেই এক চিন্তা; "জাহাজটাকে ২৫শে সেপ্টেম্বর ছাড়তেই হবে।"

২৫শে সেপ্টেম্বরের আর দেড় মাস বাকী ছিল।

আগস্টের মাঝামাঝি ইঞ্জিনিয়ার পুতিন কারারুদ্ধ হলেন। দুদিন বাদে শ্রমিকরা বিদ্যুৎকেন্দ্রে একটা বড় রকমের বিকল অবস্থার প্রতিরোধ করলে। আর সেই দিনই ইঞ্জিনিয়ার স্নেপৎসভ গ্রেপ্তার হলেন। সন্ধ্যের দিকে

খবর ছড়িয়ে পড়ল যে লেভিৎস্কির পরিকল্পিত একটি ট্রেন দুর্ঘটনা বন্দী ভাসিয়ুতা রুখে দিয়েছে। লেভিৎস্কির দিকে এখন সব সময় চোখ রাখা হয়েছে।

ক্লারা কাপলানের মামলাটার তদন্ত করার জন্য দ্রাচেনভের নেতৃত্বে সিটি সোভিয়েত একটি কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। দ্রাচেনভ তাকে নির্দোষ বলে বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু তার প্রতি যে বিশ্বাস তাঁর কল্পনায় ছিল সেটা তথ্য দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই, আর যত খবর তিনি পাচ্ছিলেন, মামলাটা তত জটিল হয়ে পড়ছিল। লেভিৎস্কি যে একটি ধূর্ত ছিটকে পালানো শত্রু সেটা যেন ক্রমশঃ ফাঁস হয়ে পড়ছিল। সত্যি ভাসিয়ুতা যা বলেছিল মনে হচ্ছিল যে সেটা একটা বড় প্রমাণ, যে সে লেভিৎস্কির কলকাঠির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে নি, কিন্তু কে বলতে পারে যে এটা একটা ছলনা নয়। ঠিক যেমন গ্রানাতভ জুলানির পিপের ব্যাপারে ক্লারাকে অভিযুক্ত করেছিল।

ক্লারার পার্টি রেকর্ডের মধ্যে কোনো দলিল পাওয়া গেল না যার দ্বারা লেভিৎস্কি আর ওজেরভের অপরাধ-উন্মোচনে তার ভূমিকাটা সমর্থিত হতে পারে। লেনিনগ্রাদে জিজ্ঞাসাবাদ করে খবরটা পাঠানো হল কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। ক্লারা ওয়েনারকে লিখল লেনিনগ্রাদে গিয়ে তার কার্য-কলাপের সমর্থনযোগ্য কাজপত্র যোগাড় করার জন্যে কিন্তু তিনিও কোনো উত্তর দিলেন না।

সে আন্দ্রোনিকভকে অনুরোধ করল তার আর লেভিৎস্কির মধ্যে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে।

"যখন তোমাকে আমাদের দরকার হবে আমরা তোমাকে ডেকে পাঠাবো", ঝাঁঝের সংগে তিনি উত্তর দিলেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন বললেন আস্তে আস্তে, "ধৈর্য ধরো—বাছা—ধৈর্য ধরো।"

পার্টির পরবর্তী সভায় দ্রাচেনভ আর গোতোভৎসেভকে জিজ্ঞাসা করা হল কাপলানের ব্যাপারটা কতদূর গিয়ে দাঁড়াল। তাঁরা ভাসা ভাসা গোছের মামুলি উত্তর দিতে কোমসোমোল আর কমিউনিস্টরা দাবী জানালে যে তদন্তের কাজটা আরো তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেওয়া হোক। আইভান গাভ্রি-লোভিচ সাহস করে ঘোষণা করলেন যে আগেকার সভায় একটা ভুল করা হয়েছে, তার অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাপলানের পার্টি কার্ড নিয়ে নেবার কোনো অধিকার তাদের নেই। সিটি সোভিয়েতের এক সভায় তোনিয়া আলতশুলার, যারা জেটি ঘাটের কাজের দায়িত্ব নিয়েছে তাদের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করলে। সে দেখাল যে প্রাথমিক কোনো তদন্ত না করে ফটকের মুখে যাকেই পাওয়া গেছে তাকেই ভাড়া করা হয়েছে। সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাবের জনাই তাদের মাঝখানেই

শত্রুর পক্ষের লুকিয়ে থাকা সম্ভব হয়েছে। তার বক্তৃতা শেষ করার আগে সে একবার থামল, তারপর, তার হাত নেড়ে সে আবেগভরে বলল, যেন পরিণামদর্শী একনায়কদের সে একেবারে নস্যাৎ করে দিতে চায়।

"আমি ঠিক অথবা ভুল বলতে পারি, কিন্তু আমার মনে যা আছে তা আমাকে বলতে হবেই। আপনারাই বিশ্বাস করিয়েছেন যে ক্লারা কাপলান আমাদের শত্রু। আমি যদি বিশ্বাস করি তবে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাব। যদি চান তবে আমাকে কোমসোমোল থেকে বিতাড়িত করুন। তবুও কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করব না। আমি গোড়া থেকেই এটা বিশ্বাস করি নি। আর আমি এ নিয়ে যত ভাবছি ততই আমার কাছে ব্যাপারটা অসম্ভব ঠেকছে। জেটিঘাটে তার কার্যকলাপগুলোর কথাই ধরুন—সেখানে ভাল বই খারাপ কাজ সে করে নি। যদি বলেন তবে আমি বলতে পারি যে এটা একটা তৈরি করা অভিযোগ এবং অন্য কতকগুলি লোকের অপরাধ গোপন করার জন্য এটাকে তৈরি করা হয়েছিল, 'দেখো আমরা কিরকম সতর্ক দৃষ্টি রাখছি! দেখো আমরা কিরকম শত্রুর মুখোশ খুলে দিচ্ছি!" আর গ্রানাতভ—আমি সব সময় তাঁকে একজন সাধু বলে মনে করেছি, আমি নিজে তাঁর মত হব, এই স্বপ্ন দেখতুম, তিনি যেমন কষ্ট স্বীকার করছেন তেমনি আমি আমাদের আদর্শের জন্যে কষ্ট স্বীকার করব। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি যেরকম আচরণ করলেন সে রাস্তাটা ঠিক আমার ভাল লাগছে না, আমি জানি যে দু'বছর ধরে তিনি ক্লারার প্রেমে পড়েছেন। আমার দেখে মনে হয় যে তিনি এখনও ক্লারাকে ভালবাসেন। হয়ত কথাটা বলা আমার ভাল দেখাচ্ছে না, কিন্তু আমি এটাই বলতে চাই। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে ক্লারা একজন শত্রু! কেন, এই শহর, এই জাহাজ ঘাঁটিগুলো, এই প্রথম জাহাজ—এ সবই তার জীবনের সর্বস্ব—! এইগুলোর জন্যেই সে বেঁচে আছে!"

গ্রীশা ইশাকভ সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলে। তাতে বলা হল যে সিটি সোভিয়েত এবং নির্মাণ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কোনো একজন নাগরিকের পার্টি কার্ড কেড়ে নিয়ে এই নাগরিককে কর্মে নিষিদ্ধ করে দিয়ে ভুল করেছেন। আর সেই সঙ্গে শত্রুর প্রচেষ্টা ও শহরকে রক্ষা করার জন্যে সামান্য কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। যদিও ক্লারার নাম উল্লেখ করা হয় নি সবাই জানত কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে। সিটি পার্টি কমিটির এক সভায় গোতোভৎসেভ ইশাকভ শত্রুর হাতে ক্রীড়নক বলে তাকে অভিযুক্ত করলেন। আন্দ্রেই ক্রুগলভ গ্রীশার পক্ষ সমর্থন করার জন্যে এগিয়ে আসে। আমাদের বড় কর্তাদের কাছে এটা যথার্থ তদন্ত বা খবরদারির সময় বলে মনে হচ্ছে না, সে প্রশ্ন করেছিল, কাপলানকে নিয়ে তো অনেক চড়বড়ির শব্দ হল, আর কেন, হয়ত তার ব্যাপারটা কিছু সন্দেহজনক, কিন্তু ইতিমধ্যে দুষ্কৃতকারীরা তলে তলে কাজ করে চলেছে।

ইশাকভ গোত্তে ভৎসেভের সমালোচনা করে আর একটি প্রবন্ধের সমালোচনা করলে। এতে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি দুঃখ করলেন এবং বললেন যে এই সমালোচনার প্রতিক্রিয়া অপমানজনক। তিনি সিটি পার্টি কমিটির আর একটি অধিবেশন ডাকলেন যাতে তিনি পদ থেকে ইশাকভের অপসারণের প্রশ্ন তোলবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গ্রীশা সারারাত বিনিদ্র। এপাশ ওপাশ করে কাটাল। কিন্তু পরদিন আবার তাকে বেশ খুশি খুশি দেখাল আর আবার একটা প্রবন্ধ লিখল ও আর এবার আরো বড়ো প্রবন্ধ।

ক্লারা বাড়ীতেই বসে থাকে। একেবারে একা। সে কারো সংগে দেখা করে না। এমনকি ক্রুগলভ, তোনিয়া, গ্রীশা কারো সংগেই না। এখন নয়, এখন নয়, যতদিন না সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় অপেক্ষা করো। ভদিয়ুতার সংগে লেখাপড়াও সে বন্ধ করে দিয়েছে। সেইসব গ্রীষ্মের গরম দিনগুলিতে, আর গ্রীষ্মকালের ঠাণ্ডা রাতে সে একেবারে একা। ভাবনা চিন্তা দূর করবার মত কিছু নেই। স্বস্তি নেই, ঘুম নেই, প্রাণ খুলে কাঁদতেও পারে না। ইংরেজী পড়তে চেষ্টা করেছিল আর খানিকটা সময় ব্যস্ত থাকার জন্যে দর্শনের ইতিহাস, কিন্তু সে কোনো কিছুতে মন বসাতে পারছিল না। এত বড় একটা বাস্তব অশান্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিমূর্ত চিন্তাটা অসম্ভব। এত বড় একটা প্রত্যক্ষ কঠিন সমস্যা! তার বিস্তৃত জীবনটা যেন একটা সূক্ষ্ম বিন্দুতে কুঁচকে আসে, সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। আলো নেই, প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম ভেংগে সে দেখে অবাক হয়ে যায় সেই সূর্য এখন আলো দিচ্ছে যেন কিছুই হয় নি। ওর ঘরে বাতাস ঝাপটা দিয়ে আসে, তার ডেস্কের ওপর যত সব পুরানো চিঠি আর ওর চুলের গুচ্ছকে চমকে দিয়ে যায়, তখন ও বিশ্বাস করতে পারে না এ সেই আমুরেরই বাতাস একদিন ওর কাছে যা তাজা লাগত। তার দম নিতে যেন কষ্ট হয়, প্রায় অসহ্য।

ওর টেবিলে আর ফুল নেই। তারাস ইলিচকে ও ফুল আনতে মানা করে দিয়েছে। আর চিঠিও নেই। ওয়েনারের শেষ চিঠি পাবার পর এক মাস কেটে গেছে! তিনিও কি ওকে সন্দেহ করছেন? এমন কি ওর ওপর বিশ্বাসও হারিয়ে ফেলেছেন? না কি তিনি ভয় পাচ্ছেন? যদি তাই হয় তাহলে সব ভাল আর নয়ত সবই মন্দ। যে বন্ধুর মনে বিশ্বাস আর সাহসের অভাব সে বন্ধুই নয়।

আর তারপর একদিন একটা চিঠি এল। হাওয়াই ডাকের চিঠি। তার নিজের হাতেই চিঠিখানা বিলি করা হল আর সে নিজেকে তার ঘরে বন্ধ করে রাখলে আর হৃৎপিণ্ডের উন্মত্ত ঢিপ ঢিপ শব্দটাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল।

সন্ধ্যা হচ্ছে। অন্ধকার নামছিল। খামটা ও ছিঁড়ে খুলে ফেলে। ওয়েনারের লেখাটা ভাল করে পড়বার জন্যে জানালার কাছে গেল। সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তখনই ও আলো জ্বালাবার কথা ভাবল না।

তার হাত দুটো কাঁপছিল তাই সে পড়তে পারছিল না। শেষকালে ও প্রথম লাইনগুলো পড়ল।

"ক্লারা! তোমার খবর পেয়ে বিস্মিত হয়েছি, আমি নিজে এখনও এ খবরের ধাককা সামলে উঠতে পারি নি। আমি শুধু খোঁজ পেয়েছি যে···।"

"লেলিক!" সে চেঁচিয়ে উঠল। ওর আঙুলগুলোর ভেতর চিঠিখানা দুমড়ে ফেলল। ওর চোখের ওপর যেন কতকগুলি কালো কালো বিন্দু চক্র দিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। লেলিক! তার বুকের ওপর এ কিসের ভয়াবহ গুরুভার? কিন্তু চিঠিখানা শেষ পর্যন্ত পড়বেই।

আবার কাগজখানাকে মসৃণ করে নেয় আর আরো কয়েকটা লাইন পড়ে। তার বুকের ধুকধুকুনিটা আস্তে আস্তে কমে আসছে। তার ভয় হল হয়ত চিঠিখানা ও শেষ করার সময় পাবে না। এক মুহূর্তের মধ্যে তার হৃৎপিণ্ডটা একেবারে থেমে যাবে। জুতোর ভেতর পা গলিয়ে ও এন কে ভি ডি অফিসের দিকে দৌড় লাগায়।

কর্মরত লোকটি ওকে থামালো। আন্দ্রোনিকভ ব্যস্ত ছিল। কাসিমভ ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে এলেন। তার রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখ দেখে ওকে একটি গদি আঁটা চেয়ারে বসালেন।

"খবর দাও···এখনই···এটা ভীষণ জরুরি," সে হাঁপাচ্ছিল, যন্ত্রণায় নুয়ে পড়েছিল, আর একটা ভয়ানক অনুভূতি হল যে তার হৃৎপিণ্ডটা বুঝি এখনই থেমে যাবে।

কাসিমভ আন্দ্রোনিকভের আপিসে ঢুকে যায়—ঠিক যখনই রক্ষীরা ইঞ্জিনিয়ার পুতিনকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে এল।

ক্লারাকে ডাকা হল। আন্দ্রোনিকভ কেমন একটা অস্বাভাবিক স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্যে ছিলেন। তাঁর পুরু লেন্সের পিছনে মাইওপিয়াগ্রস্ত চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল।

তিনি ক্লারার হাত দুটো ধরে ফেললেন। ঝাঁকুনি দিলেন আর তাকে একটা হাতলওলা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

'ক্লান্ত'?

কথা বলতে পারল না। ক্লারা শুধু চিঠিখানা হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল, মুখে কোন বিস্ময় চিহ্ন দেখা গেল না—চিঠিখানা পড়লেন উনি। পড়া শেষ হলে মাথা নাড়লেন। আর ক্লারার দিকে তেমনি জ্বলন্ত চাহনি মেলে ফিরে তাকালেন।

"সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে একটা নতুন খবর যোগ হল," ক্লারাকে চিঠিখানা ফেরত দিতে দিতে উনি অশান্তভাবে বললেন। তারপর তার ঝুঁকে পড়া মাথার উপর একটিবার পিতার সস্নেহ আবেগে হাতটা ছোঁয়ালেন।

"দেখো তোমাকে বলছি আবার আমার সংগে কাল দেখা করো," উনি বললেন। "এবার আমি তোমাকে একটা গাড়ী করে বাড়ী পাঠাব।"

"না, না," ক্লারা উঠে পড়ে বলল, "আমার ভাবনাগুলোকে আমি একটু গুছিয়ে নিতে চাই, হেঁটেই যাচ্ছি। এই প্রথম আমি যেন বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারছি।"

বারান্দার কাছটায় পেঁৗছে সে একটু থামল। কিভাবে মুহূর্তে যেন সব বদলে গেল! কী উষ্ণ আর বিশুদ্ধ বাতাস! তারার আলোতে রাতের অন্ধকার কাঁপছিল। কী বিচিত্র আলো! মনে হচ্ছে চাঁদ উঠছে, বড় লাল এলোমেলো। কয়েক পা এগিয়ে এল সে আর হঠাৎ কেঁদে উঠল। তার কান্না নীরবতাকে খানখান করে কেটে ফেলল। আর স্তব্ধতার বুক থেকে ভেসে এল যেন বহু কণ্ঠের হা হা প্রতিধ্বনির উত্তর। তারপর ভেসে এল প্রচুর ঘণ্টার শব্দ—। ঝন্! ঝন্! ঝন্! যেন আপিসের সবগুলো টেলিফোন একসংগে বাজছিল। মিটমিট আলোটা আরো আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

"আন্দ্রোনিকভ!" ক্লারা চীৎকার করে উঠল, দৌড়ে যেতে গেল। "আন্দ্রোনিকভ! এ কি? এ কি হল?"

সে আর চলতে পারল না। পড়ে গেল সিঁড়ির উপর, আর অন্ধকার কাঁপছিল থরথর করে। যখন তার কাপা কোঁকড়ানো শরীরটা ধাপে ধাপে গড়িয়ে পড়ছিল তখন সেই অন্ধকার তাকে তার সমস্ত শরীরটাকে মুড়ে ফেলল নিঃশেষে!

তের

আন্দ্রেই ক্রুগলভ রাতের খেপে কাজ করছিল। এই খেপটা সে পছন্দ করত কেন না যখন রাত্রে কাজ করতে হত তখন হাতের কাজে মন বসানো তার কাছে সহজ হত। অন্ধকারের মধ্যে কামরাটা যেন আলোর দ্বীপ। যেখানেই দরকার হত আলো ফেলা হত। কারো কাজের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয় আলো পড়লে, রাত্রে আর কিছু অস্তিত্বই থাকে না শুধু আলো। আর সব কিছু অন্ধকারে হারিয়ে যায়। কারো মনোযোগের সীমানার বাইরে অনেক দূরে।

আন্দ্রেই সেদিন রাত্রে কয়েক মিনিট মুমির কাছে কাটাল। কাজে যাবার পথে ওর সংগে দেখা করেছিল। মাথার চুলে ক্লিপ আঁটা। ঘন নীল কাজের পোশাক। ছেলেদের মত দেখাচ্ছিল। খুশি খুশি হয়ে জানিয়ে দিল, "আমি আজ একা কাজ করছি!"

ও আশা করেছিল খবরটা শুনে ওর মতই আন্দ্রেই খুশি হয়ে উঠবে। সে তাকে নিরাশ করল না।

"বেশ আমি তোমাকে পাহারা দেবো," সে বলল।

আন্দ্রেই মুমির পিছন পিছন জাহাজের ভেতর চলে আসে। ওরা একজন বিদ্যুতের ঝালাই মিস্তিরির কাছে এসে পড়ল। তারা খেপ বদল করছিল। বেশ ভারিক্কি চালে ভুরু কুঁচকে মুমি রংঝাল দেবার তাতালটা এক দাড়িওয়ালা মিস্তিরির হাত থেকে নিল। সে সুকৌশলে তার কর্মরুক্ষ ছোট দুটি মেহনতী হাত দিয়ে সেটাকে আঁকড়ে ধরল। তারপর চোখের ঢাকনিটা পরে তার কাঁচের ভেতর দিয়ে আন্দ্রেইয়ের দিকে তাকাল। মুমিকে ঠিক ছত্রী সৈন্যের মত দেখাচ্ছে পয়লা নম্বর লাফ দেবার জন্যে যেন পাখনা থেকে নেমে আসছে।

"মুমি আমাদের ডুবিয়ে দিও না," দাড়িওয়ালা মিস্তিরি বলে।

মুমি তাতালটা চালু করে দেয় আর নীল আগুনের ফুলকিগুলো তার চারদিকে আকাশ থেকে খসে পড়া তারার মত ছিটকে যায় আর যন্ত্রটা গর্জন করে উড়োজাহাজের মটরের মত। আর সে নামে ছত্রী সৈন্যের মতই, যেন নিরাপদে খোলা প্যারাসুটটার প্রথম ঝাঁকুনিটা অনুভব করছে।

আন্দ্রেই মাথা নেড়ে উৎসাহ দেয় আর এক কোণে হেঁটে আসে, সেখান থেকে কিছু বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম বসাতে হবে।

"মুমির দিকে একটু চোখ রেখো," পাশ দিয়ে যাবার সময় ও সেই কর্মরত লোকটিকে জানিয়ে যায়।

"না না ও আমাদের ডোবাবে না," লোকটি হেসে বলল, মুমির ওপর ওর পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আর সমস্ত শ্রমিকদের যেমন আছে।

আন্দ্রেই তার জায়গা নিয়ে নিল, তার মন পড়ে রইল মুমির দিকে। ওর যন্ত্রপাতি মালমশলা ঠিক করতে করতে ও কেবলই ওর কথা ভাবে। তাইগা থেকে একটা মেয়ে এসে বিদ্যুৎ রাংঝাল মিস্তিরির কাজ করছে। একটি কবিতার উপযুক্ত বিষয় বস্তুই বটে। ইশাকভ ওর কথা লেখেন না কেন?

আন্দ্রেই এবার নিশ্চয়ই ওকে বলবে। হঠাৎ ও একেবারে তার সূক্ষ্ম সতর্ক কাজের মধ্যে ডুবে যায়। এ কাজে যেমন মনোযোগ তেমনই দক্ষতার দরকার। সবচেয়ে বেশি এই কাজটাই ও ভালবাসে। যথারীতি ও রাংঝালের যন্ত্রের গর্জনে যেন কালা হয়ে যায়। আর বড় হাতুড়ি পেটার শব্দ। কানে তালা ধরিয়ে দেয়। এই সংগীত ওকে প্রতিদিন সঙ্গ দেয় আর ওর মাথার ওপর চালু ছাদের মত এটাও যেন ওর কাজের পরিবেশের একটা অংগ।

সে খুব তাড়াতাড়ি আর সংক্ষেপে কাজ করছিল। তার আঙুলগুলো চৌকোশ. তার মালমশলাও ভাল, হাতের মাপসই, যন্ত্রপাতি সব পরখ করে দেখা। আর নাড়াচড়া করতে সুবিধা। হঠাৎ ও দাঁড়িয়ে উঠল। কি একটা হয়েছে। কি একটা হারিয়ে যাচ্ছে যেন।

গুম গুম শব্দ আর হাতুড়ি পেটা যেন শোনা যাচ্ছে না। জাহাজ চুপচাপ।

এই নিঃশব্দতার অনুভূতি টের পাবার সংগে সংগে জাহাজের বাইরে থেকে কিসের গোলমাল এ নীরবতা ভংগ করে। চীৎকার, ছুটে চলা অনেক পায়ের শব্দ, একটা ঝনঝন ছেঁড়েখোঁড়ার শব্দ—আর সবার ওপর একটা কান ফাটানো হর্ণ আর হুইসেলের শব্দ, কারখানার বাঁশী, ইনজিনের বাঁশি, মোটর লঞ্চের বাঁশি, নদীর খাদ কাটা নৌকোর বাঁশি, ট্রাকের হর্ণ, মাটি খোঁড়া গাড়ীর হর্ণ, সব মিলে শব্দের ভীড়! তীব্র! তীক্ষ্ণ!

আন্দ্রেই ছুটে বেরিয়ে আসে। আর প্রথমেই ও দেখতে পায় মুমির ফ্যাকাশে আতংকিত মুখ!

"ছুটে যাও!" সে চীৎকার করে। "আগুন!"

তার পায়ের ধাক্কায় ধাতব মেঝের ওপর খটাখট শব্দ ওঠে। কিন্তু হর্ণ বাজার প্রচণ্ড শব্দ আর বাঁশীর তীক্ষ্ণ আওয়াজ তাকে গ্রাস করে নেয়।

খোলা জায়গাটায় আসতেই আন্দ্রেইয়ের মুখে আগুনের হলকানি আর ধোঁয়া হঠাৎ এসে ধাক্কা মারে। খুব কাছে, দশ মিটারও দূরে নয়, সে দেখতে পেল একটা বাড়ী—চিনতে পারল না—ধোঁয়া আর আগুনের শিখার লকলকে জিব যেন তাকে ঘিরে ফেলেছে।

'নিশ্চয়ই যন্ত্র-গুদাম আর আপিস বাড়ীগুলো,' আপন মনে বলল ও। আর কোনো বাড়ী হতে পারে না। যদিও এখন ওটাকে আর সেই সাদা একটা বাড়ী বলেই মনে হচ্ছে না, প্রতিদিন জাহাজ কামরায় আসবার সময় যার পাশ দিয়ে ওকে আসতে হত।

লোকজনের কালো কালো ছায়ামূর্তি হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ধাক্কাধাক্কিতে ঐ আগুনের শিখার সামনেটায়। মাথা হেঁট করে লোকগুলো সেই জ্বলন্ত বাড়ীর ভেতর আসছে, যাচ্ছে। এলোমেলো মোটঘাট আঁকড়ে ধরেছে। আগুন নেভানো হোস পাইপ থেকে জলের তোড় ছুটছে। তার মধ্যে তাদের মোটঘাটগুলো ফেলে দিয়ে আবার আরো কিছু আনবার জন্যে ফিরে যাচ্ছে। একটা আগুন নেভানো ইনজিন ফটক দিয়ে ঘড়ঘড় করে ঢুকে যায়। ওর আকাশের দিকে তোলা সতর্ক সংকেতের তর্জনীর মত তার লম্বা মইটা নিয়ে।

"যেতে দাও, সরো।" একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল। অন্য সব ইনজিন ছুটে এল। আগুন নেভানো কর্মীরা তা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, ইনজিনগুলো থামার আগেই। আর সর্পিল হোস পাইপগুলো খুলতে শুরু করে দিল।

তখনও সেই কালো কালো সিলুয়েট মূর্তিগুলো আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে লাফালাফি করছিল কিন্তু এখন কেউই বাড়ীর ভেতর ঢুকতে সাহস

গেল না। জলের স্রোত আর স্রোত তার ওপর ঢালা হতে লাগল কিন্তু শুধু বাষ্প হয়ে ধুঁইয়ে চলল, উবে গেল। পরিষ্কার কোনো ভাল ফল হল না। একটা ছোটখাটো কালো ছায়ামূর্তি হুড়কো খোলা দরজার ভেতর ঠেলে ঢুকে পড়ল। তারপর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল, ক্রুগলভ অনুমান করল সে কে জানতে না পেরে।

"ওইসব জরুরি নকশার কাগজপত্র······আমাদের প্রথম জাহাজ···২৫ তারিখে যে···" হঠাৎ তার মনে বিদ্যুৎ চমকের মত মনে হল। সেই কালো ছায়ামূর্তিকে আবার দেখা গেল, টলতে টলতে আসছে, যেন মদ খেয়ে মাতাল। তার দু হাত মাথায় তুলে মাটিতে পড়ে গেল। লোকজন তার কাছে ছুটে গেল। ভীড়ের ভেতর থেকে ক্রুগলভ ছুটে বেরিয়ে এসেই তার কাছে থেমে গেল। "২৫শে তারিখে···আমাদের প্রথম জাহাজ।"

"সবাই তার জায়গায় ফিরে এসো।" সে চেঁচিয়ে উঠল। নিজেকে আর অন্যদেরও হুকুম দিতে লাগল। সমস্ত পরিস্থিতিটাকে নিয়ন্ত্রিত করবার ভার নিল। "কেউ এখান থেকে নড়বে না! রাতের সমস্ত পালা করা শ্রমিকরা তোমাদের যে যার জায়গায় ফিরে যাও!"

মুমি, একটা জান্তব ভয় যেন ওকে পাকড়াও করেছে, আগুনের কাছ থেকে ছুটে পালাল। দূরে আরো দূরে যতটা সম্ভব। তার কু-সংস্কারাচ্ছন্ন অন্তরাত্মা যেন এই বিধ্বংসী আগুন দেখে দারুণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে। যেন কী একটা ভয়ানক শক্তি, যার সামনে ছোট খাটো দুর্বল লোকেরা সম্পূর্ণ অসহায়।

শৈশবে মুমি শিখেছিল যে আগুন থেকে সকলেরই পালিয়ে যাওয়া উচিত। একবার সে আর কিলটু তাইগাতে পথ হারিয়েছিল আর বায়ুতাড়িত বাতাস-ঝাপটানো জংলী আগুনে আটকে পড়েছিল। তারা আগুন দেখে পালিয়েছিল আর পালাতে পালাতে কাঠবিড়ালী পাখী বনের সব সন্ত্রস্তজীব জানোয়ারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, যত জোরে পারছিল দৌড়োচ্ছিল, পা ভেরে না যাওয়া পর্যন্ত দৌড়েছিল, আর মুমি যখন আর একেবারেই দৌড়তে পারছিল না কিলটু ওকে ঘুষি মেরে বলেছিল চীৎকার করে, "ওঠ, দৌড় লাগা!"

এবারও, জীবনের সবই বিধান মেনে, মুমি অন্ধকারের ভেতর দৌড় লাগাল। হঠাৎ ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে উপলব্ধি করল তার পেছনে ফেলে এসেছে সে বাকী সব যন্ত্রপাতি। সারা মাস ধরে সে কত কাকুতি মিনতি করেছিল তাকে একটা রাংঝালের যন্ত্র দেওয়া হোক। আজ ওঁরা তাকে এই যন্ত্র দিয়েছে না। তারই হেপাজতে। ফোরম্যান আইভান গাভ্রিলোভিচ বলেছিল, "আরে মুমি যে এটা ব্যবহার করবে তাতে ভয় পাবার কিছু দেখি না। সে আমাদের কোনো লোকসান করবে না।" মুমি এ সব কথা

বেশ চেনা হয়ে গেছে—"কাউকে ডোবানো, কারো লোকসান করা আর কি।" ফোরম্যান, কোমসোমোলরা আর এমন কি কিলটুরাও এটা হামেশাই বলে।

মুমি তার চোখ কুঁচকে বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল। আগুনের শিখা নাচছিল, রাক্ষস-দত্যি-দানার মতন। আর তার ওদিকে তার রাংঝাল যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। "২৫শে···আমাদের প্রথম জাহাজ···।" অচেতনভাবেই মুমি নিজেই জীবনের আর একটা বিধান আবিষ্কার করেছিল। সে দৌড়ে ফিরে চলল।

"সবাই তার জায়গায় চলে যাও!" আন্দ্রেই ডেকের ওপর থেকে চীৎকার করছিল।

মুমি উত্তপ্ত কাঠের পাটাতনগুলোর থেকে উপর দিয়ে দৌড়াচ্ছিল। গাল ভর্তি গরম ধোঁয়ার বাষ্প গিলছিল আর সোজা চলে গিয়েছিল যেখানে সে কাজ করছিল।

সেমা আলতশ্চুলারের দম আটকে আসছিল। তাকে একধারে নিয়ে এসে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাবহীন দৃষ্টিতে সে একটুক্ষণ রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে থেকেই, তারপর আত্মস্থ হয়, লাফিয়ে উঠল, আর আবার সেই জ্বলন্ত বাড়ীর দিকে ছুটে যেত হয়ত যদি না আন্দ্রোনিকভ ওকে আটকাত।

"আরে তুমি কি পাগল হলে নাকি?" আন্দ্রোনিকভ চীৎকার করে উঠল। "বোকার মত কাজ করো না! তোমার জীবনের এখনও আমাদের কাছে দাম আছে।"

আগুন তর্জন গর্জন করে ফাটছিল, আর হাজার হাজার জলস্রোত শুধু তাকে যেন একটুখানি বিরক্ত করছিল। একগাছা খড়ের মত কাঠের ছাদটা ছিটকে উড়ে গেল। গলে যাওয়া কাঁচের হিস হিস শব্দ! ভারী ভারী কড়ি বরোগা উত্তাপে গলে কুঁচকে গেল। রাতের বাতাস এমন থমকে আছে যে আগুনের শিখা সোজা একটা হলুদ ধোঁয়ার গম্বুজের মত আকাশে উঠেছিল। ঠেলা মেরে, আগুনের পটকার মত ফুলকির বৃষ্টি ছিটকে ফেলছিল। ওদের সামনে থেকে এখন অন্ধকার সরে যাচ্ছিল।

বিরাট একটা অশুভ মশালের মত এই আগুন চারদিকের সব কিছুকে আলোকিত করে তুলেছিল।

"বেজম্মারা", সেমা আলতশ্চুলার বিড় বিড় করে বলছিল। তার গা হাত পা ঝলসে গেছে সেদিকে হুঁশ নেই। তার শার্টটার এখানে ওখানে পোড়া গর্ত তার ভেতর যান্ত্রিকভাবে ও হাত চালাচ্ছিল।

"বেজম্মারা", শুখা জাহাজ ঘাটের ওপরে যেসব শ্রমিক কাজ করছিল তাদের হাতে হাতে দ্রুত বালতি বালতি জল এগিয়ে দিতে দিতে বিড় বিড় করছিল আন্দ্রেই ক্রুগলভ। জল ঢালার জন্যে বালতিগুলো এ হাত ও হাতে

ফিরছিল খুব তাড়াতাড়ি। উত্তপ্ত কাঠের ওপর জল ঢেলে খালি করা হচ্ছে ওগুলো আবার ভরে আনবার জন্যে। ওগুলো তালে তালে ঝনাৎ শব্দ করে ফিরে আসছে হাতে হাতে।

"বেজন্মা, বেজন্মারা শালা" হাজার হাজার ঠোঁটের ওপর এই একটা শব্দই বিড় বিড় করে ওঠে।

গ্রানাতভ আন্দ্রোনিকভের কাছে ছুটে আসে। তার মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে। তার গাল কাঁপছে। তার চোখ দুটোতে একটা বন্য উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি!

"এটা মোটেই দুর্ঘটনা নয়!" সে চীৎকার করল! "কোনো দুর্ঘটনা নয়। আমি তোমায় বলছি! কাউকে এখান থেকে যেতে দেওয়া হবে না! একটা লোককেও না!"

আন্দ্রোনিকভ ওর কাঁধে হাত রাখলেন। উনি বললেন, "দেখো, দোহাই তোমাদের এখন কোনো পাগলামি কোরো না। তোমরা না বললেও আমি জানি কি করতে হবে। কেউই চলে যাবার কথা ভাবছে না। যতক্ষণ না তোমাদের যেতে বলা হচ্ছে। এ সময় পাগল মাথা খারাপ লোকগুলো খুব বিপজ্জনক। যাও এখন একটু স্মেলিং সল্ট শুঁকে নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।"

তিনি গ্রানাতভের দিকে তাকালেন। ঠাণ্ডা ক্ষীণ-দৃষ্টি তাঁর দু'চোখ দিয়ে দেখলেন।

এরি মধ্যে দিনের কাজের শ্রমিকরা বেড়ার ওদিকটা জমায়েত হয়েছে এসে। ওদের আটকে দিয়েছে লালফৌজের সেনারা শিকল টেনে। ওদের মধ্যে অনেকে প্রথম বিপদ সংকেত শুনে ওখানে এসে পড়েছিল। কেউ অনেকটা ছুটে এসে হাঁপাচ্ছিল। ভীড়ের ভেতর থেকে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করছিল, "ব্যাপার কি? কি করে হল?"

একজন প্রত্যক্ষদর্শী নিচু গলায় বললে, "এখন জাহাজের ভেতর মালগুলোতে আগুন লাগলেই হয়েছিল আর কি!"

আর একজন, "কিন্তু সেই নীল নক্‌শার কাগজগুলো! যত সব ব্লু প্রিণ্টস্‌।"

চাপা ঠোঁটের ভেতর থেকে, "বেজন্মার বাচ্চারা।"

বিদ্যুৎ গতিতে সেই আগুন সব পুড়িয়ে দিচ্ছিল। এক ঘণ্টা আগেও তো গুদামভর্তি মূল্যবান যন্ত্রপাতি আর জরুরি নকশার নীল কাগজপত্র নিরাপদ সংরক্ষণশালায় জমা ছিল। আর এখন সব শেষ! সেই ভয়াবহ অগ্নিস্তম্ভের ভিতর দেখা যাচ্ছিল শত্রুর হাত। একটা দেশলাই, শুধু একটা কাঠি—শত্রুর হাতে ছিল।

এখন সবাই সতর্ক। এ ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চাইছে। আর যদি কোনো

লোক উত্তেজনার বশে হয়ত একটা সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাই কাঠি জেবলেছে ওমনি সংগে সংগে ডজন ডজন গলায় চীৎকার, "নিভিয়ে ফেলো!"

কেন না ওই একটা দেশলাই কাঠি হয়ত মনে হতে পারে তার ছোটট্টো একটুখানি অগ্নিশিখার পরিণামের তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু সেই সংগে আবার তার দুর্জয় শক্তিকে অস্বীকার করবে। কেন না সময়মত নজর রাখা যে খুব কঠিন। তাই এখন সবাই সজাগ।

অনেকগুলো চোখ নিচু হয়ে ছিল মাটির ওপর। কোথায় কাঠের টুকরো আছে। এখনই আগুন লেগে যাবে। নয়ত কেউ কেউ অস্বস্তিতে তাকাচ্ছে কাঠের বোঝা আর টুকরো টুকরো করাত-কাটা কাঠের তক্তাগুলোর দিকে। সবাই চাইছিল কাউকে কিছু সাহায্য করে। কিন্তু কেউই অভিযোগ করে নি যে লাল সেনারা ওদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

বাড়ীগুলোর সামনে পাহারা দিচ্ছিল যেসব তরুণ সৈন্যরা তাদের শান্ত মুখের দিকে চেয়ে ওরা যেন বলতে চাইছিল, "বেশ কড়া নজর রাখো! কাউকে তোমাদের সামনে দিয়ে যেতে দিও না!"

লাল ফৌজের সেনারা দলে দলে, অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল, আর জ্বলন্ত বড়ীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছিল সামরিক আদেশ—

"কোম্পানী! দৌড়!"

ভীড়ের পাশ দিয়ে ওরা দৌড়ে যায়। কেউ কারো সারি ভাংগে না—যন্ত্র গুদামের ফটকের কাছে ছুটে আসে। সেখানে আগুনের ধিকি ধিকি আলো খেলা করছিল তরুণ মুখের ওপর।

জ্বলন্ত মাল গুদামের চারধারে একটা লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

ফৌজী সেনানায়করা ছুটন্ত অবস্থাতেই ওদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন আর তাদের সৈন্যদের কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন। জলদি করো। আর দেরী নয়।

মালগুদামটা বাঁচাবার কোন আশাই ছিল না। এখন ওদের কাজ হল অন্য বাড়ীগুলো বাঁচানো আর শুখা জাহাজঘাঁটিতে যাতে আগুন না পৌঁছোয়। তাকে বাঁচাতে হবে। দশ বর্গ ফুটের বেশী হবে না একটা ছোট জমির ওপর কাঠের চৌকো টুকরো বড় বড় কাঠের গুঁড়ি আর বিরাট বিরাট প্যাকিং বাকসোগুলো সব ডাঁই করে এনে ফেলা হয়েছে। তার ভেতর রয়েছে দামী দামী মোটর আর যন্ত্রাংশ। আগুন থেকে মাত্র তিন মিটার দূরে একটা পুরানো কুঁড়েঘর। তার কাঠগুলোতে এরি মধ্যে ফাট ধরেছিল —চীড় খেয়েছিল গরম আঁচে। আর তখনই চারধার থেকে ডজন ডজন কুঠার এসে পড়ল তার ওপর, উপড়ে ফেলতে হবে। কড়ির বরগা থেকে কাঠের তক্তাগুলো কেটে ফেলতে হবে, ছাদটা থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে,

তার গুঁড়ির দেওয়ালগুলোর গায়ে কাটারির কোপ লেগে বসছে! মিনিট কয়েকের ভেতর কুঁড়েটা আছড়ে পড়ল মাটিতে। বেরিয়ে পড়ছে তার ভেতর রাখা যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ। এতদিন আশ্রয় দিয়েছিল ওগুলোকে। কাঠের বোর্ড, গুঁড়ি, যন্ত্রপাতি সব তাড়াতাড়ি করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানুষ। শক্ত হাতে আর ওদের শক্ত পিঠের ওপর।

দশ মিনিট বাদে একটা বড় হোস পাইপকে মাটির ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হল। যেখানে পুরোনো গুদাম ঘরটা দাঁড়িয়েছিল আর আবার সেই পাইপ থেকে প্রচণ্ড জলের একটা তোড় বেরিয়ে এসে পড়ল আগুনের ওপর।

সৈন্যরা এখন কাঠের গুঁড়ি আর ভারী ভারী তক্তাগুলোকে নিয়ে কাজে লেগেছে। আগুনের উত্তেজনায়, তাকে জয় করার প্রেরণায় সৈন্যরা এলোপাথাড়ি ভাবে কাঠের গুঁড়িগুলোকে আঁকড়ে ধরছিল। যেমন করে হোক পুরানো কায়দায়, শুধু তাদের আগুনের আওতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু শান্ত একটি কণ্ঠস্বরের আদেশ শোনা যাচ্ছিল।

"ওখানে পিছিয়ে যাও! দল নায়করা, তোমাদের লোকজনদের সার বেঁধে দাঁড় করাও! এবার খুব সহজ, একসঙ্গে! গুঁড়িগুলো জড়ো করো! শুরু করো!"

আর এমনি করে শৃঙ্খলা তৈরী হয়ে যায়। মোটরসহ ভারী ভারী কাঠের ফালিগুলো ভেতরে রাখা ছিল। ছেলেদের চেষ্টায় সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে বাগে আনা গেল না। সৈন্যরা সেগুলোর চারধারে ঘিরে দাঁড়াল কিন্তু সেগুলো প্রথমে নড়াতে পারল না। যেন প্রচণ্ড একটা অনড়-ওজন ওদের একেবারে মাটির সঙ্গে গেড়ে বসিয়ে রেখেছে। "এক, দুই, তিন— টানো! ওই তো ওটা নড়ছে রে! এক দুই তিন—!" এতগুলো শরীরের ছন্দোময় প্রয়াস—সংহত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দ্বিগুণ উৎসাহ তাদের প্রেরণা দিচ্ছে। সেই অনড় ওজনটাকে যেন এবার একটু হাল্কা করে। মোটা মোটা ফালি ফালি কাঠগুলো এবার থর থর করে কাঁপে, মাটির ওপর গড়িয়ে যায়—খুব অল্প একটুখানি। প্রায় বোঝা যায় না। তবে নড়ল। লাল ফুলকি উড়ে এসে পড়ে কাঠের ফালির ওপর আর সৈন্যদের গায়ে; সঙ্গে সঙ্গে ওদের ভারী বুটগুলো তাদের মাড়িয়ে নিভিয়ে দেয়। সৈনিকদের মুখের ওপর দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ে।

জাহাজটাকে বাঁচাবার লড়াই চলে অনলসভাবে। শুধু জাহাজ ঘাটের প্রতি বর্গমিটারে একজন করে মানুষ। প্রতিটি মানুষ তার জায়গায় কাজ করে চলেছে। তাদের জায়গা ছাড়ছে না। বালতি বোঝাই জল পাচ্ছে হাতে হাতে। ধূমায়িত কাঠের তক্তার ওপর জল ঢালা হচ্ছে—জাহাজের দুধারে, তাদের নিজেদের গায়ে। ভিজে, ধোঁয়ায় কালি কালো কালো হাত মুখ, ওরা যান্ত্রিকভাবে কাজ করে চলেছে,—নিঃশব্দে, কারো মুখে কথা নেই। এলো-

যেনো ছুটোছুটি নেই। তাদের ধোঁয়ালাগা চোখের স্থির চাহনি দেখে বোঝা যায় তাদের এই সংগ্রামের আনুমানিক তীব্রতা।

মুমি তাদের সহকর্মীদের পাশে পাশে কাজ করছিল। মাঝে মাঝে ও চোখের ঢাকনাটা তুলছিল। আর সংগে সংগে ধোঁয়া আর আঁচ লাগছিল। তার ধোঁয়াটে আলখাল্লার ওপর সে শুধুই জল ঢালছিল আর তার ঘাম ঝরা শরীরে যখন ঠাণ্ডা জল লাগছিল তখনই ও এক একবার কেঁপে উঠছিল।

মুমি গরম তক্তাগুলো হাত দিয়ে ছুঁল। মনে হল সে যেন ওদের আদর করছে। তাদের বলছে দোহাই আগুনের আঁচ লেগে ভেংগে যেও না। দয়া করো। যেন সে তার শরীর দিয়ে জাহাজটাকে ঢাকতে চায়। আগুন থেকে বাঁচাতে চায়। তার দুপাশের পাটাতনগুলোকে বাঁচাতে চায় আগুনের আঁচ থেকে। আর সে আগুনকে ভয় পাচ্ছে না। সে তার ভয় ভুলে গেছে। তার খুব আনন্দ হচ্ছিল। তার বন্ধুরা চারপাশে। আর সবাই মিলে ওরা তাদের জাহাজটাকে বাঁচাবে। তাদের শ্রম আর তার রাংঝাল যন্ত্র। স[illegible] বাঁচাবে।

ধীরে ধীরে আগুন নিভে এল। হাজার হাজার মানুষের সমবেত চেষ্টা সে আগুনকে জয় করল। আর তার খাবার কিছু নেই। সর্বভুক হুতাশন পরাস্ত! আর সে বেরোবার পথ পাচ্ছে না। যা কিছু অদাহ্য মানুষের হাত তাদের সব কিছুকে সরিয়ে নিয়ে গেছে, আর এবার, যেখানে এতক্ষণ আগুন দারুণ রোষে যথেচ্ছ তছনছ করেছিল, সেখানে হাজার হাজার জলের ধারা। তলোয়ারের মত আড়াআড়ি বইতে শুরু করেছে। আগুন লাফিয়ে উঠে আছাড় খাচ্ছে। ছিটকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে দুপাশে—আবার পড়ছে। হিস হিস শব্দ করে—ফুঁশিয়ে কাঁদছে যেন। এরি মধ্যে লাল ফৌজের লোকেরা চলে যাচ্ছিল—এরি মধ্যে ঠাণ্ডা শুখা জাহাজ খাটায় ধোঁয়া বেরুনো বন্ধ হয়েছে। আগুন নেভানো ইঞ্জিনগুলো খালি ট্যাংক নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

সারি দেওয়া কোমসোমোলরা এতক্ষণ বালতি বালতি জল এগিয়ে দিচ্ছিল। তারাও ছড়িয়ে পড়ল। আঙটায় টাঙিয়ে দেওয়া হল এবার বালতিগুলো। শেষ বারের মত ঝন্ ঝন্ শব্দ হল। মুমি তার মুখ মুছে নিল একখানা ভিজে রুমালে আর ধন্য হয়ে হাসল।

"আমাদের কাজ শেষ হয়নি," ক্রুগলভ শান্তভাবে বলল। "আমরা ২৫শে তারিখেই জাহাজ ভাসাব।"

কাদাধুলো কালিতে মাখামাখি ওদের চেহারা। পরস্পরের দিকে চেয়ে ওরা হাসল। রাত ডিউটির কোমসোমোলরা যে যার কাজে ফিরে গেল।

একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। একদল ইঞ্জিনিয়র আর নিরাপত্তা কর্মীদল কুঁচকোনো নীল নকশার কাগজ বাছছিলেন। ওগুলো কুঁকড়ে জলকাদায় মাখামাখি। তাহলেও ছেঁড়ে নি।

সেমা তার পোড়া শার্টটার শেষ অংশটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর একেবারে ন্যাড়া হয়েই বাড়ী ফিরে গেল।

গেটে প্রমাণপত্র আর প্রবেশপত্রগুলি কড়া করে পরীক্ষা করা হচ্ছিল। সেখানে গ্রানাতভের সঙ্গে আন্দ্রোনিকভের দেখা হল। আন্দ্রোনিকভ গ্রানাতভের হাত ধরলেন, "কি এখন একটু ভাল তো?" তার একটা সিগারেট বের করে বললেন, "এ একটা সত্যিকারের সর্বনাশ!"

গ্রানাতভ মালগুদামের জ্বলন্ত অবশেষের দিকে চেয়েছিলেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে। যন্ত্রণা ক্লিষ্ট। তাঁর স্থির চোখের তারায় লাল অগ্নিশিখার দহন জ্বালা।

আন্দ্রোনিকভ তাঁর মুখে সিগারেটটা চেপে ধরলেন। আর পকেটে হাত দিয়ে দেশলাই খুঁজলেন। পেলেন না, গ্রানাতভের দিকে চেয়ে বললেন, "দেশলাই আছে?"

যন্ত্রচালিতের মত তাড়াতাড়ি গ্রানাতভ একটা বাক্স এগিয়ে দিলেন। আন্দ্রোনিকভ জ্বাললেন। সাগ্রহে বার কয়েক ধোঁয়া গিললেন। তারপর রসিকতা করে বললেন, "আরে তুমি তো ভারী মজার ছোকরা! সিগারেট টানো না কিন্তু দেশালাই রেখেছ।"

সোজা উনি গ্রানাতভের চোখের দিকে তাকালেন; গ্রানাতভের গালটা কুঁকড়ে উঠল, তবে উনি হেসে উত্তর দেন, "আর তুমি সিগারেট খাও অথচ দেশলাই রাখো না। আমার পদ্ধতিটা আরো ভাল।"

আন্দ্রোনিকভ হাসলেন। আর মশলাগন্ধী ধোঁয়া টানতে লাগলেন বুক ভরে। গ্রানাতভ ঘুরে তাকালেন। কয়লা পুড়ছিল। দেখলেন এখন সেখান থেকে একটা নীল আভা ছড়াচ্ছে—।

"পদ্ধতির কথা বলছ···"আন্দ্রোনিকভ বলতে শুরু করলেন।

গ্রানাতভ চমকে উঠলেন। তাঁর দিকে বিবর্ণ মুখে তাকালেন।

"মাপ করবেন, কি বলছিলেন আপনি?"

"আমি শুধু ওই যে তুমি পদ্ধতির কথা বললে না? তাই বলতে যাচ্ছিলুম" ওর সঙ্গীর হাতটার ভেতর হাত গলিয়ে আন্দ্রোনিকভ বলে চললেন। "তুমি বলছিলে আমাদের সব আলাদা ধরন ধারণ, মানে তোমার, আমার। কথাটা সত্যি, আমাদের প্রত্যেকটি পদ্ধতি বেশ নিখুঁত সুক্ষ্ম। কোনটা ভাল সে শুধু অভিজ্ঞতায় বোঝা যায়। কি? আমার সঙ্গে একমত?"

"কি বলতে চান আপনি?" গ্রানাতভ ফেটে পড়ল। এবার ওর গালটা বেশ কাঁপছিল। সে হয়ত তার হাতটা টেনেই নিত। কিন্তু ও বাধা পায়। ওর পাঁজরের ওপর একটা ছোট রিভলবারের কুঁদো দিয়ে ঠেসে ধরা হয়েছে।

"উঁহু, ঘাবড়ে যেও না," আন্দ্রোনিকভ প্রায় সস্নেহে বললেন। ওকে

জাহাজে ফিরবার এমন একটা ভাবভংগী করলেন বোঝা গেল ওকে পুলিশের হেফাজতে নিয়ে যাবেন। "তোমায় গ্রেপ্তার করা হল প্রানাতভ।"

জাহাজ কামরা থেকে, জাহাজের কালো খোলের ভেতর থেকে গুম্ গুম্ শব্দ আসছে। বৈদ্যুতিক ঝালাইয়ের কাজ হচ্ছে। আগুনের ফুলকিগুলো দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু বেশ অনুমান করে নেওয়া যায় যে সেগুলো ক্লান্ত নির্বাক কিন্তু সুখী কোমসোমোলদের চারপাশে উড়ছে। ছিট্‌কে পড়ছে।

চোদ্দ

হাসপাতালের এই ঘরখানা নির্জন, অন্ধকার। তোনিয়া জানালার কাছে বসে পর্দার ফাঁক দিয়ে আসা আলোয় বই পড়ছিল। থেকে থেকে ও চোখ তুলে চাইছে। যেন কান পেতে কী শুনছে। ওর মনে হচ্ছে ও যেন ফিস্ ফিস্ কথা শুনতে পাচ্ছে।

"যদি এটা আরো আগে হত···আর একদিন আগে···।" সে বিছানার কাছে এগিয়ে এল।

"ও নিয়ে ভেবো না, ক্লারা," ক্লারার নীল ফ্যাকাশে মুখের ওপর নুয়ে পড়ে ও বলল। "লক্ষ্মীটি ও নিয়ে ভেবো না। সব ঠিক হয়েছে।"

"···অন্তত এক ঘণ্টা আগেও···।"

ক্লারার জীবন নিয়ে আজ তিন সপ্তাহ ধরে লড়াই চলেছে। দু'দুবার একজন হৃদ্‌রোগ বিশারদ খাবারোভস্ক থেকে উড়ে এসেছিলেন। তোনিয়া প্রতিদিন রাত্রে তার পাশে থাকে। তাকে দেখাশোনা করে। একাজে ও কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। সে নিজেই তো জানে বিনিদ্র রাতের আতংকটা কী জিনিস। তখন তোমার অতীত জীবনের যতসব খারাপ জিনিস যেন তোমার ওপর ভর করে আর সব কিছুই ঘুম হারা রাতের একটা অতি তীব্র চেতনা দিয়ে তুমি অনুভব করো।

সে জানত যে এ সময়টা কোনো বন্ধুর সহানুভূতি অনেক কাজ দেয়। ডাক্তারি সাহায্যের সংগে তুলনা হয় না। একটুখানি হাতের স্পর্শ, একটি সদিচ্ছার ভাষা, আর শান্ত কথাবার্তা।

ডাক্তাররা সমস্ত উত্তেজনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আর তাই তোনিয়া ক্লারার সংগে দেখা করতে কাউকে আসতে দেয় না। একদিন একটি লাজুক ছোকরা এল হাসপাতালে। বেশ সুন্দর চুল। ওকে বারণ করা হল। ও চলে যেতে অস্বীকার করে। তোনিয়াকে ডেকে পাঠান হল। যুবকটি ক্লারার জন্য তোনিয়ার হাতে একটা মস্ত ফুলের তোড়া দিল। যত রাজ্যের পাঁচমিশালী ফুলের ভীড়। তোনিয়া তার হাত দিয়ে সেটাকে বাগিয়ে ধরতেই পারল না। ওর নাম বলতে চাইল না। শুধু বলল, "এটা শুধু ও

ধকে দিয়ে দেবেন। সে ভাবুক না, তাকে এটা এমন একজন পাঠিয়েছে যার কাছ থেকে এটি পেলে সে সব চেয়ে খুশি হতে পারে।"

ক্লারা অবশ্য আঁচ করতে পেরেছিল।

"ভাসিয়ুতা ?"

সে হাসল। তোনিয়া লক্ষ্য করল যে এই হাসিটা তার ঠোঁটের ওপর থেকে থেকে ফিরে আসছে। এর পর তোনিয়া ডাক্তারের নিষেধ লঙ্ঘন করল। আর ক্লারাকে লোকজনদের সংগে দেখা করতেই দিল। তোনিয়ার সতর্কতায় ওরা বেশ ভয় পায়। তার বন্ধুরা আসে চুপচাপ বসে থাকে রোগীর পাশে। তার পাতলা হাতের ওপর চাপ দেয়। আর হালফিল নানা খবর যোগায় ফিস্ ফিস্ করে নিচু গলায়। (অবশ্য শুধুই সুখবর দিও, মনে রেখো! যেন কিছুতেই ও উতলা না হয়!) ক্লারা খুব কম এক আধটা কথা বলত। আর একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু যখন ওরা চলে যেত সে কৃতজ্ঞ চোখে ওদের অনুসরণ করত, আর এই কৃতজ্ঞ চাহনি দেখে তোনিয়ার বুক ফেটে যেত।

"বিশ্বাস করো, তোনিয়া," ক্লারা ওকে একদিন বলল, "তুমি একেবারে একা এর চেয়ে ভয়ংকর অনুভূতি আর কিছু নেই। এর সংগে কোনো যন্ত্রণারই যেন তুলনা হয় না। আমি অবশ্য একা কথাটা ব্যাপকভাবেই বলছি। সামাজিক দিক থেকে। তুমি বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি?"

তোনিয়া বসেছিল ক্লারার বিছানার পাশে। তখন ও এই কথাগুলো নিয়ে ভাবল। তার নিজের দুঃখকষ্ট ক্লারার দুর্ভোগের কাছে তুচ্ছ মনে হল। মৃত্যুর যে খারাপ এমন কিছুর কাছে সে হার মেনে বশীভূত হয়নি কখনও। যে গোষ্ঠীর মানুষকে সে ভালবাসে তারা তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, যে সমাজ তার জীবনের সব কিছু বলে মনে হয়েছিল একদিন। একটা মানুষের সমস্ত শক্তিকে নিংড়ে বের করে নিতে পারে আর কোন ভালবাসা কোন দুঃখ এই অনাদর ব্যর্থতা যেমন করে নেয়?

সে নিজের মনে বলল, "এখন শুধু আমি বুঝতে পারছি যে সত্যিকারের একজন সংগ্রামী হওয়া কি জিনিস। যতদিন আমি নিজের দুঃখকে আর কারো চেয়ে বড় বলে মনে করতুম ততদিন আমি খাঁটি বলশেভিক ছিলাম না। যদি সবাই আমার কাছ থেকে সরে যেত, আমাকে একা ছেড়ে যেত তাহলে কি আমি কখনও এটা সহ্য করতে পারতুম?" তার মনে পড়ল ক্লারার পক্ষ নিয়ে তার সেই বক্তৃতার কথা। সে উপলব্ধি করল সেও হয়ত ওরকমভাবে কষ্ট পেতে পারত। যদি গোতোভৎসেভ গ্রীশা ইশাকভকে থামিয়ে দিতে তোড়জোড় না করতেন? তাহলে সে হয়ত বিতাড়িত করত ওকে। ওঃ ওর মনে যে কী আনন্দ হয়েছিল, ও একটা বক্তৃতা দিতে পেরেছে নির্ভয়ে!

ও লজ্জায় যেন জ্বলে যাচ্ছিল। এই কথাটা ভেবে যে সে প্রানাতভের হাতে চুমু খেয়েছে। কিন্তু কেমন করে সে জানবে? সে তার স্বাধীন ইচ্ছায়

আপনার মৃত্যু ছিনিয়েছে। একটা পবিত্র আদর্শের জন্য বিজিত যন্ত্রণায় অপলাপ করেছে। স্বীকৃতি দেয় নি। কেন? কী তার পরিণাম?

ক্লারাও স্মৃতিতে তছনছ হয়ে যাচ্ছিল।

"আমি যেন কল্পনা করতে পেরেছিলুম ও একটা তুচ্ছ দুর্বলচেতা মানুষ," ও নরম হয়ে বলল, "প্রথম থেকে ওকে দেখেই আমার ভাল লাগে নি, কিন্তু তারপর—সেই দুটো হাত—যা ওকে অত্যাচার করবার জন্য ব্যবহার করতে হয়েছে। আমার লজ্জা হয়েছিল যখন ওয়েনার ওর বিষয়ে আমাকে বললে। আর তাই আমি একটা মিথ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা আবেগ আর আত্ম-উৎসর্গের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম।"

সে বলেই চলল। দিন রাত যেসব কথা মনের ভেতর তার তোলপাড় করছিল আজ যেন তার থেকে সে মুক্তি চায়।

"একদিন তার ওখানে গিয়েছি। দেখলাম একখানা চিঠি খোলা পড়ে আছে তার টেবিলের ওপর। সবে এসেছে চিঠিখানা। প্রিয় 'লেলিক'—এই দিয়ে শুরু হয়েছে! একটুখানি চোখে পড়তেই সে সঙ্গে সঙ্গে সেটা টেনে সরিয়ে নিল। নামটা অনেক পুরোনো স্মৃতি মনে করিয়ে দিল। লেলিক। হ্যাঁ, তাদের দলের সম্পাদকের ওটাই তো প্রথম নাম ছিল। লেলিক, একজন ট্রট্স্কিপন্থী, তিনি ওদের সঙ্গে একেবারে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতেন। লেলিক। মন থেকে নামটা তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কেন না তার সঙ্গে জড়িয়েছিল ভয়ানক সব স্মৃতি। কেন, হায়, কেন আমি এটা করলুম?"

কিন্তু সময়কে আবার কি সে ফিরিয়ে আনতে পারবে তার নিজের চলার পথে!

"শুধু একবার ভাবো তোনিয়া! আমি যদি ওয়েনারকে খুব তাড়াতাড়ি লিখে দিতুম যে লেভির্ৎস্কির সময়ে কে দলের সম্পাদক ছিল তার নামটা খুঁজে বের করো...শুধু এই টুকু...শুধু তার নাম...সহজ একটা ব্যাপার। কেন বলতো আমরা কক্ষনো সহজ জিনিসগুলোর কথা ভাবি না?"

কোনো কোনো দিন রাত্রে সে চেঁচিয়ে উঠত আর বিছানা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করত। মনে হত অন্ধকারের ভেতর সে মিটমিট করে আলো জ্বলতে দেখছে, আর টেলিফোনের ঘণ্টা বাজছে—শুনতে পাচ্ছে সেই ঘণ্টার শব্দ গিয়ে বিঁধছে হাজার মানুষের ক্রুদ্ধ গর্জন।

"শুখা-জাহাজ ঘাঁটি!" সে চীৎকার করে উঠছে।

তোনিয়া ওকে শুইয়ে দিত আর তার সঙ্গে কোনো তর্ক না করে তাকে শান্ত করত।

"ঠিক আছে ভাই, আর কিছু হবে না, হ্যাঁ ওরা নিভিয়ে ফেলেছে, জাহাজ ঘাঁটিটা বেঁচে গেছে। শোনো বাঁশী আর বাজছে না। শুনতে পাচ্ছ?"

ক্লারা বারবার আপন মনে বলতে থাকে, "...মাত্র একদিন আগে...মোটে একদিন...।"

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তো। তাই না? ওর আর রক্ষা পাবার সম্ভাবনা নেই। দেখো আমাদের তো এখানে কোনো জেলখানা নেই। ওর দিকে নজর রাখা দরকার, বুঝলে তোনিয়া চোখে চোখে রাখতে হবে!"

তারপর তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল, "ঐ যে দুটো হাত। সেটা তুমি কি বলবে? বল তো ওই লাল জরুল দুটো কোথেকে এল ওর? মারাত্মক দাগ! বলো তোনিয়া এগুলোকে তুমি কি বলবে? কী এর ব্যাখ্যা?"

ইতিমধ্যে আন্দ্রোনিকভ আর কাসিমভ প্রচণ্ড কাজ করে যাচ্ছিল শান্ত একটা যুক্তি দেখিয়ে তাদের উত্তেজনাকে শান্ত করেছিল। দুজনে আপিসে তালা বন্ধ করে ভেতরে কাগজপত্র দেখছেন, জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। বিশ্লেষণ করা, যাচাই করার কাজ চলছে। নিজের নিজের পরস্পরের সিদ্ধান্ত মিলিয়ে দেখছেন তাঁদের জীবন বোধ মনস্তত্ত্ব আর কলা কৌশলের আলোয়। ওঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে সহজাত বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা।

কাসিমভ আগাগোড়া কর্মধারাটা বুঝত, জানত। দলের লোক হিসাবে এক সময় সে বিপজ্জনক সব কিশোর স্কাউট অভিযান চালিয়েছে। জানত যে তিলমাত্র অনামনস্ক হলেই মৃত্যু নিশ্চিত। আর একটুখানি সতর্কতার ভাবটা ঝিমিয়ে পড়লে তাদের ভুল রাস্তায় ছিটকে পড়তে হবে। এটাও সে জানতে পেরেছিল, যখন সে শিকারী ছিল। তখন হয়ত একটা ভালুক ঘন ঝোপের ভেতর থেকে ওর সামনে লাফিয়ে উঠলেই ওর চালচলন বেশ কুঁচকে যেত আর নির্ভুল একটা তৎপরতা। তখন শুধু একটাই উদ্দেশ্য তাকে চালনা করত। জয়ী হয়ে ফিরে আসতে হবে।

অবশ্য এখন ওর ওপর যে কাজের ভার পড়েছে তা আরো জটিল আর আরো অর্থপূর্ণ। এ শুধু তার নিজের নিরাপত্তা নয় যে তার জন্যে ওকে ভাবতে হবে, কিন্তু এ হল তার নিজের জন্মভূমি আর স্বদেশবাসীর নিরাপত্তার প্রশ্ন।

সে তার পুরোনো মালমশলার সংগে নতুন উপাদানের একটা সামঞ্জস্য করে নিয়েছিল। আর ঠিক যেমন একটা ফিল্মের ভেতর দিয়ে ফুটন কার্যের প্রক্রিয়ায় আস্তে আস্তে ছবিটা ফুটে ওঠে, তেমনি জেরা করার মোট ফল প্রথমে দেখিয়ে দিল গোপন চিত্রটির পার্শ্ব রেখার আভাষ। তারপর লোকজন আর সংযোগ। তারপর প্রত্যেকের পরিকল্পিত পূর্ব নির্ধারিত কার্যকলাপ। এমনি করে শেষ পর্যন্ত পুরো ছবিটা পরিষ্কার হয়ে উঠল।

"পার্টিজানদের চেয়ে কঠিন কাজ," কাসিমভ আপন মনে বললে। "কোনো লড়াইয়ে এরকম কূট-কৌশল নেই। আর সেই একই শত্রুর সঙ্গে। শুধু

আরো ধূর্ত আর চুপিসাড়ে কাজ সারো। কিন্তু আমরা তখন থেকেই দু'একটা জিনিস শিখেছি।"

একে একে তারা ওর সামনে হাজির হচ্ছিল। চুপচাপ বিষণ্ণ নেফেদভ, যতক্ষণ না তথ্যের মুখোমুখি হল ততক্ষণ স্বীকারোক্তি করল না। বেশ শক্ত পোড়খাওয়া শত্রু। তার সঙ্গে কথা বলে কাসিমভের মনে হল ঠিক এমনি অবস্থা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে সশস্ত্র শত্রুর মুখোমুখি এলে। ইঞ্জিনিয়ার পুতিন। তার চোখ দুটো কেঁদে কেঁদে লাল। সব স্বীকার করল। অনুতপ্ত। নানা ছল-ছুতো দেখাল। মিথ্যে কথা বলল। আর স্বেচ্ছায় তার নিজের গা বাঁচানোর জন্যে তার সমস্ত দলের সহযোগীদের নাম বলে দিলে। দাম্ভিক উদ্ধত স্লেপত্সভ তার নিজের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বের বেশী বিশ্বাস রেখে কথা বলছিল। সে এমন সব শব্দ ব্যবহার করছিল যা কাসিমভ বুঝতে পারছিল না আর তার পূর্বপুরুষরা যে এক মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তারই দার্শনিক স্মৃতি রোমন্থন করছিল তাদেরই একজন বলে সে নিজেকে গণনা করে। "আরে চোট করুন মশায়!" অধীর হয়ে কাসিমভ বললে। "সংস্কৃতির লোকেরা মেশিন বানায়, তুমি, তোমরা, সেগুলো ভাঙো।" স্লেপত্সভের ভেতর সে একজন পুরোনো চেনা শত্রুর পরিচয় লাভ করে। এই যে পার্টিজানরা শ্বেত-রক্ষীবাহিনীর পদস্থ অফিসারটিকে পাকড়াও করেছিল তিনিও কি এইরকম সুন্দর জামা-কাপড় পরা একটি বর্বর ছিলেন না?

অদৃষ্ট আর একবার পারামোনভকে তাঁর সামনে এনে ফেলল। অনেক দিনের চেনা মানুষ। তারই নিজের অঞ্চলের মানুষ। একেবারে পোড়খাওয়া শত্রু। যেন দুটি শিকারী। সতর্ক আর সংযত। কথা আর দৃষ্টি দিয়ে ওরা পরস্পরকে অনুভব করবার চেষ্টা করে। কাসিমভ পারামোনভকে অন্য কারো চেয়ে ভাল করে জানত। এক বড়লোক প্রভুর ভাড়া করা চাকর ছিল সে। তখন সে যুবক। এই প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সেই দীর্ঘকাল আগে থেকেই সে তাইগার গোঁয়ার কুলাকদের হাড়ে হাড়ে চিনেছিল। আর এই সব কুলাকদের ছেলেদেরও চিনেছিল যারা ব্যবসায়ী আর বড় বড় সামরিক কর্মচারী হত। পরে এইসব কুলাকদের ওরা ঘিরে ফেলল। তাদের ভেতর ও একজন। কাসিমভ সেদিনই তাদের ঘৃণার পরিপূর্ণ শক্তিটা অনুভব করতে পেরেছিল। সেই থেকে ও তাদের অনুসরণ করেছে। ঐ পেটমোটা টাকার থলিগুলোকে। এদের বিরুদ্ধেই দলের লোকেরা লড়াই করেছিল। জন্তুর পায়ের ছাপ ধরে ধরে আর আমুরের বরফের ওপর দিয়ে তাদের পিছু নেওয়া। সাশা তাদের একটিমাত্র মেশিনগান ঘুরিয়ে দিয়েছিল; তাদের বিরুদ্ধেই কোলখোজরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে কারখানা তৈরী হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে শিশু, যুবক সারা দেশ তৈরি হচ্ছিল রুখে

দাঁড়াচ্ছিল। তখনও যুদ্ধ চলছিল। শুধু তার ধারাটা বদলে যাচ্ছিল। আর তাদের বিরুদ্ধেই, সেই সেই বহুকালের রক্তাক্ত শাসন ব্যবস্থার পুনরাগমনের বিরুদ্ধেই সে একদিন দলভুক্ত যোদ্ধা থেকে রূপান্তরিত হল জেরা করা বিপ্লবীতে। জেরা বিপ্লবী হিসাবে সে আবার শত্রুর মুখোমুখি এসে পড়ল। নেফেদভ, পারামোনভ স্লেপত্সভ, পুতিন, আর সেই মূর্খ মাতাল বুড়ো মিখাইলভ—সবাই ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দলে জোট বেঁধে দাঁড়াল। আর ওদের কায়দা মতলব কার্যকলাপ যতই বদলাক সবাই ওর একসঙ্গে দুশমন! এক কথায় শত্রু। একটা বিপদ—সে বিপদকে তাড়াতেই হবে।

আন্দ্রোনিকভ বেশীর ভাগ মামলাই কাসিমভের ওপর ফেলে দিচ্ছেন। শুধু একটা অত্যন্ত জরুরি কেস নিজের জন্যে রেখেছিলেন। শান্তভাবে মনোযোগ দিয়ে এই লোকটাকে নিয়ে তিনি একাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাচ্ছিলেন। এ খুব কম কথা বলে। ঠিক স্বীকারও করে না আবার গররাজিও হয় না অথবা প্রমাণ দিতে ইচ্ছেও প্রকাশ করে না। জেরা করতে করতে বহু বছর বাদে একটা দক্ষতা জন্মায়, তখন একগুঁয়ে লোককে মুখ খোলানো যায়। পুতিন, নেফেদভ, পারামোনভ আর স্লেপত্সভের সঙ্গে তিনি তাকে মুখোমুখি সওয়াল জবাবে দাঁড় করিয়েছিলেন। শেষ বারের জন্যে তিনি লেভিৎস্কিকে হাতে রেখেছিলেন, তার শিক্ষিত চোখ গ্রানাতভের দুঃখটা ধরে ফেলেছিল। লেভিৎস্কি ঘরে এসে ঢুকতেই গ্রানাতভ যন্ত্রণায় কুঁচকে গেলেন। তিনি যে প্রমাণ দাখিল করলেন লেভিৎস্কি তা নির্ভুল বলে স্বীকার করলেন। আন্দ্রোনিকভ ওকে চলে যাবার অনুমতি দিলেন। জেরা-উকিল দেখলেন যে তাঁর বিপক্ষ দুর্বল হয়ে পড়ছে। হাল ছেড়ে দিচ্ছে।

তারপর উনি বললেন চোখ দুটো উদ্ধতভাবে ছোট করে কুঁচকে, "শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তোমরা একটা কাপুরুষ। তোমাদের কোনো গৌরব নেই, নেই কোনো আদর্শ। এমন একটা বড় উদ্দেশ্য নেই যার নামে তোমরা আমাদের সঙ্গে লড়ছ। তোমরা তোমাদের কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে ভয় পাও।"

গ্রানাতভ চমকে উঠলো আর তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল কিন্তু প্রচণ্ড রাগে আর হতাশায় দিশেহারা হয়ে ও নিন্দে-গালিগালাজপূর্ণ লম্বা বক্তৃতায় ফেটে পড়ল।

"বেশ তোমরা নিজেরা যা ভাল বোঝো করো। তোমরা জানতে চাও তাই না? আমি তোমাদের শত্রু। হ্যাঁ, আমি অন্তর্ঘাত চালিয়েছি ধ্বংস করেছি। করেও যাব। কিন্তু আমি অপরাধী নই। আমি তোমার আদর্শবাদী শত্রু। আমি একজন ট্রটস্কিপন্থী। জেনেশুনেই হয়েছি, প্রতিশ্রুত বিশ্বস্ত। আমি তোমাদের ঘৃণা করি, আমি তোমাদের চিন্তাধারা, তোমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, তোমাদের উদ্যম তোমাদের স্তাখানোভাইটদের আমি

ঘৃণা করি। তোমরা আমাকে হয়ত ধরতে পার, কিন্তু তোমরা আমাদের সবাইকে ধরতে পারবে না।"

"বেশ," আন্দ্রোনিকভ বললেন। "আমি শুনে খুশি হলুম যে তুমি একজন আদর্শবাদী শত্রু আর ভাড়াটে সিঁধেল চোর নও। তোমাকে ধরা হয়েছে, তোমার মুখোশ খুলে গেছে, এবার তোমার বিচার হবে। আমাদের কাছে তোমার বিশ্বাস আর তোমার কার্যকলাপ সম্পর্কে বলার মত সাহস তোমার আছে? যদি তুমি আমাদের আদর্শবাদী শত্রু হও, তাহলে সত্যি কথাটা বলতে ভয় পাচ্ছ কেন?"

কিন্তু এরি মধ্যে গ্রানাতভ তার অভিপ্রায় ঠিক করে ফেলছিল। তার মধ্যে আদর্শবাদী মানুষ খুব কমটাই ছিল। আন্দ্রোনিকভ এক গেলাস জল তার দিকে ঠেলে দিলেন।

"নাও এক গেলাস জল খাও আর এসো আমরা কাজে বসে যাই। আজকের সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু হল, কেমন করে, কখন আর কি কারণে তুমি তোমার দুশমনী কার্যকলাপ শুরু করেছিলে? সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে? আমরা দুজনেই ক্লান্ত, এ নিয়ে আর আমরা টানা হেচঁড়া করতে চাই না।"

গ্রানাতভ কুণ্ডলী পাকিয়ে যাচ্ছিল তার চেয়ারে। তার দুটো গালই কুঁকড়ে গেছে।

"আমি কথা বলব, শুধু......।"

"শুধু কি?"

"ওহো, তাতে কিছু এসে যায় না।" তাঁর মনের যে জিজ্ঞাসার উদয় হচ্ছিল সেটাকে হয়ত সে খারিজ করে দিতে পারত, কিন্তু সেটা তার ঠোঁটের গোড়ায় এসে গিয়েছিল আর কথাটা তাকে বলতেই হল, "আমাকে শুধু এই কথাটা বলো—এটা অবশ্য নিছক একটা মনস্তাত্ত্বিক আগ্রহ—যদি আমি তোমায় ঐ দেশলাইটা না দিতুম, তাহলে কি তুমি আমায় গ্রেপ্তার করতে?"

আন্দ্রোনিকভ হাসলেন।

"তুমি ঠিক বলেছ, ওটা সত্যিই একটা মনস্তাত্ত্বিক আগ্রহ। আমার জবাব হল, যদি তুমি শত্রু না হতে আর গোপন ধ্বংসে লিপ্ত না হতে তাহলে আমি তোমায় গ্রেপ্তার করতুম না। নাও, এখন কাজ করা যাক, এসো।"

জেরা এখন অনেকটা সংহত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এইবার সমস্ত ছবিটা একটা চলচ্চিত্রের ফিলমের মত আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছিল। শুধু উল্টো দিক থেকে এই যা।" অতীতটাকে বর্তমানে আনা হচ্ছিল আর বর্তমানের জানার আলোয় তাকে দেখা হচ্ছিল। পুরো ঘটনাগুলোর যতই ভেতরের আসল কথাটা প্রকাশ পাচ্ছিল ততই তাদের নতুন অর্থ পাওয়া যাচ্ছিল।

"আমি বোধহয় ভুল করছি না। মরোজভকে অত তাড়াতাড়ি সরিয়ে

দেবার অভিপ্রায় তোমার ছিল না। তোমার পরিকল্পনা ছিল আরো একটা গোপন ছদ্মবেশী হত্যা, কি আমি ঠিক বলছি? ধরো একটা দুর্ঘটনা…মোটর দুর্ঘটনা কি ওইরকম আরো কিছু? হঠাৎ তুমি পারোমোনভকে হুকুম দিলে আজই সন্ধ্যায় সরোজভকে সাফ করে দাও। ঠিক?"

"আমি জানতে পেরেছিলুম— সরোজভ সন্দেহজনক ব্যক্তি। কিছু খবরও পেয়েছিলুম। আর কাউকে এটা জানাবার সুযোগ সে পাবার আগেই তাকে সরিয়ে দিতে হবে।"

"আর তুমি পারামোনভকে হুকুম দিলে এই বলে যে সে ওয়ের্ণারকে আর তোমাকেও খুন করবার জন্য বদ্ধ পরিকর?" হিংসুটের মত হেসে গ্রানাতভ স্বীকার করে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি এই অফিসে বসেই তাকে এখনি সব হুকুম দিয়েছিলুম। তোমার উপস্থিতিতেই। তুমি দয়া করে আমাদের সাক্ষাৎকারের একটা বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলে। তুমি শুধু নির্দেশ দিলে আর ও সোজা সেটা বুঝে নিল, অনেক ধন্যবাদ।"

"যদি তুমি আমাকে শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দিতে সফল হতে তাহলে অবশ্য তার হাস্যকর দিকটা বের হয়ে পড়ত। শেষের হাসি যার কেল্লা ফতে তার।"

গ্রানাতভ মাথা নিচু করল। তার ঈর্ষার স্ফুলিঙ্গ সহসা নিভে গিয়ে বিষাদের ছায়া নামে। সে ঘাবড়ে যায়, এমন একটা সময় ছিল যখন ও নির্জনে একা থাকত। চুপচাপ, অন্য সময় যখন বিরক্তি বোধ করত, সেই মুহূর্তে যত কিছু কষ্ট করে সে লুকিয়ে রেখেছিল বা অস্বীকার করেছিল সব যেন বলে ফেলত। একটা মাত্র জিনিসই সে এক গুঁয়ের মত জোর দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করত, যে, সে, একাই কাজ করে চলেছে। কারো সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। সে উপর থেকে কোন হুকুম তামিল করে না। আন্দ্রোনিকভ তাকে এ বিষয়ে জোর দিলেন না। উপস্থিত তিনি নব নগরে গ্রানাতভের কার্যকলাপের ব্যাপার নিয়েই বেশী মাথা ঘামাচ্ছিলেন।

"সরোজকেই শুধু একমাত্র, হত্যা করবার পরিকল্পনা তুমি করছিলে?"

"হ্যাঁ তাই।

"ওয়েৰ্ণার তোমার বাধা ছিল না?"

"না ঠিক তা নয়। অন্তত সরোজভের মৃত্যু পর্যন্ত, নয়। তুমি জানো কিরকম দাম্ভিক আর অসহ্য ছিল সে। আর তাতেই আমার কাজ হাসিল করা অনেক সহজ হয়েছিল।"

"সে কাজ হাসিলের জন্যে তোমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল?"

"আমি তোমায় আগেই বলেছি যে আমি কারো হুকুম তামিল করি নি।"

"বেশ। বর্তমানে আমরা ও কথাটা ছেড়ে দিচ্ছি। আর, তাহলে কি কি উদ্দেশ্য তোমার ছিল?"

"জোর করে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বেপরোয়াভাবে। সরকার নির্দিষ্ট সময় সীমা কমিয়ে আনা, তার ফলে খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি, শ্রমিক ও শ্রমের অপচয়, ঘরবাড়ী তৈরির উপকরণের অপচয়, আর সর্বশেষ সরকারী সময় সীমায় পেঁছোনোর অক্ষমতা।"

"আচ্ছা। আর তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী মরোজভকে হত্যা করাটাই একমাত্র হত্যা বলে তুমি দাবি করছ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমাদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া, ঘরবাড়ী বানানো, আর শ্রমিকের হাড় মাস কালি ক'রে দিয়ে জাহাজঘাঁটি বানাবার জন্যে তোমাদের ঐ আওয়াজ—শ্লোগান—এগুলো যদি গণ হত্যা না হয় তবে কি? মনোবল ভেংগে দিয়ে এমন কি দৈহিকভাবে শ্রমিকদের ধ্বংস ক'রে নির্মাণ পরিকল্পনাটাকে দাবিয়ে দাও—এই আদেশ তোমরা পালন করে গেছ। তাই নয় কি?"

"আমি কারো কাছ থেকে কোনো হুকুম পাই নি।"

"বেশ। আমরা তোমার এজাহারটা লিখে রাখব যে তুমি তোমার নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে গেছ আর এই পরিকল্পনাটা নিয়েই তুমি এই নির্মাণক্ষেত্রে এসেছিলে। তুমি কি এটা মেনে নিচ্ছ?"

"না। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। কথাটা হল আমার দুটো জিনিস মনে খেলছিল। আমার ভেতর একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। আমি দুলছিলাম। আমার মনে কতকগুলো সংশয় আসতে শুরু করেছিল। আমি অসৎটাকে ছেঁটে ফেলবার চেষ্টা করছিলাম। আমি নিজে যোগাড়ে শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করার জন্যে হুকুম দিয়েছিলাম।"

"যখন দেখলে বিপদ, এবার তোমার স্বরূপটা ধরা পড়ে যাবে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু—"

'তুমি আর আমি রাজী হয়েছিলাম, মিথ্যে বলব না। তুমি তাদের গ্রেপ্তার করতে হুকুম দিলে যখন দেখলে শীতের যথেষ্ট রসদ সরবরাহের আশা আর নেই, আর তোমার ধরা পড়ে যাবার বিপদও ঘনিয়ে এসেছে। আমি কি ঠিক বলছি?"

"হ্যাঁ।"

"বলতে গেলে তোমার হুকুম ছিল অপরাধমূলক উপায়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে শ্রমিকদের মধ্যে অসুস্থতা দেখা দেয়। মৃত্যুর পথে নিয়ে যায় অনিবার্যভাবে পালিয়ে যায় তারা এখান থেকে। আমাদের কোমসোমোলদের কাছে তোমার সেই আবেগময় বক্তৃতার অভিপ্রায় ছিল তাদের সন্ত্রস্ত ক'রে তাদের ভেতর যারা দুর্বল তাদের বিশ্বাস হারিয়ে যাতে তারা পালিয়ে যায়।"

"খুব সত্যি, আর আমি এটা বলবই যে এদিক থেকে আমি কিছুটা সফলও হয়েছিলাম।"

"কিন্তু আসল জিনিসটাই তুমি হাসিল করতে পারলে না—তুমি নির্মাণ পরিকল্পনাটাকে দাবিয়ে দিতে পারো নি! সেটা অজেয় রয়ে গেল।"

চুপচাপ।

"প্রথম জাহাজটা নির্দিষ্ট তারিখেই ছাড়া হবে। তোমার পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। কেন?"

আবার নীরবতা।

"উত্তর দিচ্ছ না কেন?"

"তুমি নিজেই জান কেন। দুর্বল যারা তারা পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু বিপুল সংখ্যক শ্রমিক প্রচণ্ড পরিশ্রম করে সেই ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছে।"

"যে উদ্যমকে তুমি এত ঘৃণা করেছ তাই দিয়েই।"

"আমাকে বিশ্বাস করো, আমি অন্তরে অন্তরে এর প্রশংসা করি আর তাই নিয়ে আনন্দ করছি। আমি একজন খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের মানুষ। হাজার হোক আমি একজন বলশেভিক। আর সে হিসেবে—"

"তুমি সে কথা আমাকে বলতে সাহস পাও? এখানে? আর এখনই?"

গভীর নীরবতা।

আন্দ্রোনিকভ তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টি চোখ দিয়েও বেশ ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলেন। সেই চোখে গ্রানাতভের প্রতিটি পরিবর্তন তাঁর মুখের প্রতিটি কম্পন ধরা পড়ছিল। ও নাটুকেপনা করছিল কেন? এই দীর্ঘশ্বাস এই খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের মানুষ বলে নিজের দাবি জানানোর মূলে কি আছে? তার এই "অন্তরে অন্তরে" কথাটার সহসা উল্লেখের তাৎপর্য কি? নিজেকে লুকোবার জন্যে এমন প্রাণপণ চেষ্টা ও করছে কেন?

"এরি মধ্যে নিশ্চয় তোমার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে তোমার পরিকল্পনাটা তুমি ছকে নিয়েছিলে যেসব লোকদের নিয়ে তোমায় কাজ করতে হবে তাদের পরিচয় না নিয়েই। পরিষ্কার দেখা যায় এর রচয়িতাদের আমাদের দেশ সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান আছে—এমন কি আমাদের ভাষা সম্পর্কেও?"

"আমি জানি না তুমি কিসের কথা বলছ?"

"তুমি ভাল করেই জান আমি কি বলছি।"

গ্রানাতভের জানবার ইচ্ছে ছিল না। সে এক গুঁয়ের মত তার এই শেষ এবং মৌলিক স্বীকারোক্তি দিতে রাজী হচ্ছিল না। কেন এ বিরোধ?

সময় বয়ে যাচ্ছিল। স্মৃতিতে ফিরে আসছিল অতীত দিনের কথা। ধার্মিক বুড়ো লোক মিখাইলভ। কোলিয়াপ্লাতকে আজুরের বরফের ওপর

তুষার ঝড়ের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একা ছেড়ে চলে এল। নিকোলাই আর স্তেপান পারামোনভ খাদ্য সরবরাহ আর কোনো যোগাযোগ যাতে অসম্ভব হয়ে পড়ে তার চেষ্টা করেছিল। পাক মাছের পিপেগুলো নষ্ট করে দিলে। সরবরাহ দপ্তর ফরমায়েসী কাগজপত্র নিয়ে জঘন্য কাজ ক'রে সব ঠিকানা পত্র গোলমাল করে ফেলল। গ্রানাতভ নিজে উপবসতি শিবিরগুলোতে কাজকর্ম এলোমেলো করে দায়িত্ব নিলেন।

"ও সময়কার ব্যাপারগুলো আমার কাছে পরিষ্কার। নতুন নেতৃত্বে তোমার কলাকৌশলগুলো একটু ব্যাখ্যা করে বোঝাও দেখি। যখন দ্রাচেনভকে নির্মাণ প্রকল্পের প্রধান করে আনা হল।"

"সে সময়টা আমি সততার সঙ্গে কাজ করেছিলাম—একেবারে আগুন লাগার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।"

"'সততার সঙ্গে' কথাটা আমি ঠিক ব্যবহার করতে পারছি না। কিছুক্ষণের জন্যেও তুমি তোমার গোপন ধ্বংস কার্য বন্ধ রেখেছিল কেন?"

"আমি দেখছিলাম আমরা এটা চালাতে পারব না।"

"তোমাদের ভেতর জনকয়েক লোকের কয়েদ হওয়ার ব্যাপারটা কি এতে কোনো ভূমিকা নিয়ে ছিল? তোমরা সন্ত্রস্ত হয়েছিলে? সেইজন্যেই কি তুমি ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলে?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা মিথ্যে কথা।"

গ্রানাতভকে আস্দ্রোনিকভ প্রায় তাঁর দুচোখ দিয়ে গিলে ফেলছিলেন। আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছিলেন কতটা ও জানে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ একমনে কি যেন চিন্তা করলেন।

আবার একবার অর্ধ আলোকিত অফিসের ভেতর আস্দ্রোনিকভের পরিষ্কার কণ্ঠস্বর নীরবতা ভঙ্গ করলে। আর গ্রানাতভের সেই কর্কশ জবাব।

"তুমি অন্তর্ঘাত কার্যকলাপ থামাও নি। আরো গুছিয়ে কথা বলো। ঠিক সেই সময় তুমি ইঞ্জিনীয়ার পুতিনকে তোমার সংগঠনে টেনে আনলে। তাই নয় কি?"

"আমি আবিষ্কার করলাম যে নির্দিষ্ট কার্যকলাপে সে বাধা সৃষ্টি করছে।"

"আরো পরিষ্কার করে বলো। ঠিক কিভাবে এটা ঘটলো? মনে রেখো আমার কাছে পুতিনের সাক্ষ্য প্রমাণ আছে।"

"আমি দেখলুম যে সে কোস্তকোর নেতৃত্বের সব কার্যকলাপে বাধা দিচ্ছে। দ্রাচেনভের বিরুদ্ধে ওর একটা আক্রোশ ছিল।"

"আর এই আক্রোশটার সুযোগ নিলে?"

"আমি নিয়েছিলুম।"

"আর তারপর কি?"

"কোস্‌তকো আমার কাছে অভিযোগ করলে যে অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমি সংগে সংগে বুঝতে পেরেছিলুম যে পুতিন স্বেচ্ছায় বাধা দিচ্ছিল—ভুল সব দাম দাখিল করছে, ভুল পদ্ধতিতে শ্রমিকদের তাদের কাজে লাগাচ্ছে। এমনি ধরনের আরো সব ব্যাপার। আমি তাকে পাঠালাম। তার মুখোশ খুলে দেবো হুমকি দিলাম। বললুম যে দেখো আমরা সব এক সংগে কাজ করছি।"

"কিভাবে এটাকে সে নিলে?"

"সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সন্ত্রস্ত। কিন্তু ওর আদর্শের জন্য চিন্তাধারার জন্য আমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।"

"প্রতিবিপ্লবী আদর্শ?"

"হ্যাঁ। আমি ওগুলোকে খুব ভালভাবে কাজে লাগিয়েছিলুম?'

"আর সে তোমার অনুগত প্রতিনিধি হয়ে পড়েছিল? দালাল?"

"কিছু দিনের জন্যে। কিন্তু শীঘ্রই আমি দেখলুম যে সে তার নিজের হাতে লাগাম ধরবার জন্যে ব্যাকুল।"

"বলতে গেলে তার মধ্যে একটা খিদে জেগে উঠেছিল।

"আমার মনে হয় ভয় থেকেই সেটা আরো হয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি একটা কিছু ঘটাতে চাইছিল।"

"আচ্ছা, কিন্তু তুমি তোমার কায়দাগুলোতেই ফিরে যাচ্ছিলে; এমন সব সহযোগীদের তুমি তালিকাভুক্ত করছিলে যারা ভবিষ্যতে কাজের ভার নিতে পারবে, তুমি সাময়িকভাবে চিত্রটার ওপর থেকে ফিকে হয়ে আসছিলে। খুব পরিশ্রম করে তুমি তোমার আসনটাকে পাকা করে রাখবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে। এমন ভাবে তুমি তোমার কর্তৃত্বটাকে গড়ে তুলছিলে যাতে সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তোমার ওপর পড়ে—জাহাজ ঘাটের পরিদর্শন। পরিচালনা। কি আমি ঠিক বলছি?"

"হ্যাঁ।"

"বোধহয় তোমার ওপরওয়ালা নেতাদের তোমাদের দেওয়া হুকুম অনুযায়ী এটা করছিলে?"

"আমি তোমায় বলেছি আমার কোনো নেতা নেই, ওপরওয়ালা নেই।"

"বেশ, নিশ্চয়ই তুমি তাহলে এটা অস্বীকার করবে না যে তুমি লেভেদভের কাছ থেকে নিয়মিত চিঠি পাচ্ছিলে?"

গ্রানাতভ চট করে ওঁর দিকে একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়েই একেবারে লাল হয়ে উঠলেন।

"আমি তাঁর কাছ থেকে মোটে একটানা চিঠি পেয়েছিলাম। আর সেটা নেহাৎ ব্যক্তিগত।"

"সে চিঠিখানা কোথায়?"

"আমি জানি না—বোধহয় ফেলে দিয়েছি। বন্ধুত্বপূর্ণ একখানা চিঠি ছাড়া আর কিছু নয়।"

"খাবারোভস্ক থেকে ব্যবসায়িক পর্যটন সেরে ফিরে আসার পর ইঞ্জিনীয়র স্লেপৎসভ তোমাকে কিছু এনে দেন নি?" আন্দ্রোনিকভ দেখলেন যে গ্রানাতভ নিজেকে সামলাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন। তার গাল দুটো কী দারুণ কাঁপছে। তার চোখ দুটো কি রকম ঘুরপাক খাচ্ছে।

"তেমন বিশেষ কিছু না। ওই কিছু ব্যবসায়িক দলিল বা নথিপত্র।"

"তিনি যা এনেছিলেন তুমি কি আমাকে দেখাতে চাও?"

বিরতি। নিবিড় স্তব্ধতা। গ্রানাতভের চোখ দুটো নামানো। কাঁপছিল।

হঠাৎ ও কাঁধে ঝাঁকুনি দিল।

"মজার কথা। আমার মনেই পড়ছে না তেমন বিশেষ কিছু তিনি আমার জন্যে এনেছিলেন। মাত্র কিছু গ্রামোফোন রেকর্ড।"

সহজ হও আন্দ্রোনিকভ সহজ হও। খেলা জমেছে। কিন্তু ঐ অবস্থায় এখন এমন সওয়াল কোরো না যাতে কোনো ভাল ফল হবে না। তুমি প্রকৃতপক্ষে জানো না যদিও তোমার অনুমান প্রায় নিশ্চিত। তুমি মালটা ঠিক পেয়ে যাবে ঘটনাচক্রেও বটে।

যত দিন যেতে লাগল ঘটনার ছবিটা ততই পাক খুলতে লাগল। তীব্র বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাধারা, সাক্ষাৎকার জেরা—এই নির্জন আপিস ঘরে মুখোমুখি বসে।

"দল সংগঠন তোমার কাজকর্মে কি বড় রকমের হস্তক্ষেপ করত?"

"হ্যাঁ।"

"কাপলানকে শুখা জেটিঘাটে নিয়োগ করায় কি তুমি খানিকটা নিভে যাচ্ছিলে?"

"হ্যাঁ এতটা যে আমি তাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম।"

"তুমি তাকে অপসারিত করলে। তা তার বিরুদ্ধে কি তোমার কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল?"

'না।"

"সবাই জানে যে তুমি তার সংগে প্রেম করতে গিয়েছিল আর সরাসরি খাতানি খেয়েছিলে।"

"সেটা অন্য প্রশ্ন, এর সংগে তার কোনো—"

"আমার খবর যা আছে তাতে দেখা যায়, লেভিৎস্কি আর লেবেদভের কাছ থেকে হুকুম পেয়েছিলে যে তার সংগে তুমি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবে।"

আবার স্তব্ধতা।

"জবাব দাও আমার কথার।"

"হ্যাঁ। তারা ওকে একটা বিপদ মনে করত। সে ওদের দুজনকেই জানত। সে হয়ত আমাদের যোগাযোগটা টের পেয়ে যেতে পারে। একদিন প্রায় এরকম ঘটেও ছিল।"

"কবে?"

"আমার ঘরে ও অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন এসে হাজির। এর আগে কখনও ও আমার ঘরে ঢোকে নি। কিন্তু সেদিন এসেছিল জেটি ঘাটের কি কতকগুলো জরুরী ব্যাপারে। লেবেদভের লেখা একটা চিঠি সে দেখতে পায় আমার টেবিলে। কপাল ভাল সে হাতের লেখাটা চিনতে পারে নি। কিন্তু যে নামে আমাকে ওই চিঠিতে উদ্দেশ করা হয়েছিল তাতে কিছু স্মৃতি জেগে উঠেছিল তার মনে।"

"আর তাই লেভিৎস্কির সংগে তার ওই সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে তুমি ওর সংগে একটা আপস করতে চাইলে?"

"আমার সিদ্ধান্ত তা ছিল না। এমন কি আমি এটাও চাইনি যে…আমি তোমাকে হলপ করে বলতে পারি যে আমি এখনও তাকে ভালবাসি—খুব ভালবাসি।"

"তুমি তার প্রচুর প্রমাণ দিয়েছ। আমি চাই তুমি কি ভাবে লেভিৎস্কি আর কাপলানের মোলাকাৎটার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেটা নিয়ে কিছু বলবে।"

"লেভিৎস্কির সংগে সেই রেল রাস্তা তৈরির তাঁবুতে গিয়ে দেখা করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ও জানত যে আমাদের শাসন বিভাগের অফিসে ওকে কাজে পাঠানো হবে। আমি নির্দেশ পাঠালুম। ও যেন আমার ঘরে এসে দেখা করে। ও এটা করতে ভয় পেল। কিন্তু আমি ওকে বললুম ভয় পাবার কিছু নেই। যদি সে তার মুখোমুখি এসেও পড়ে হঠাৎ তবে যেন কাপলানকে বলে তার সংগে একটা ব্যাপার নিয়ে ও কথা বলতে এসেছে।"

"এতে ও রাজী হয়েছিল?"

"সানন্দে। সে বললে সে নিশ্চয়ই তার সংগে দেখা করবে। আর আমার উপস্থিতিতে। এই যোগ-সাজসের পরিকল্পনাটা বেশ কাজে লাগানো যেতে পারে যখন তার হাত থেকে রেহাই পাবার সময় আসবে।"

"আর এই সময়টা এল খুব তাড়াতাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার ওপর যে সব কাজের হুকুম ছিল কাপলান তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল।"

"আমাকে কেউ হুকুম দেয় নি।"

"তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে তুমি মিছি মিছি আমাদের অনেকক্ষণ ধরে ঝুলিয়ে রাখছ?"

"আমি তো ঝুলিয়ে রাখছি না।"

অবশেষে সেই দিন এল। ওরা দুজনেই অপেক্ষা করছিল। অবিশ্রান্ত ভাবে একজন সামনে এগোবার চাপ দিচ্ছিল: আর [illegible]। আত্মরক্ষার সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই দিনটির পৌঁছোবার মুহূর্তকে বিলম্বিত করছিল। আস্তে আস্তে ভোর হচ্ছিল স্বচ্ছ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। মুখগুলির উপর আলো এসে পড়ছিল সরাসরি। প্রতিটি বলি রেখা দেখা যাচ্ছিল. পেশীর প্রতিটি নড়াচড়া।

আন্দ্রোনিকভের কণ্ঠস্বর বিশেষ করে খুব পরিষ্কার হয়ে বাজছিল।

"আমার মনে হয় তুমি গানবাজনা খুব ভালবাস?" গ্রানাতভের মুখের ওপর আবার সেই আলো খেলা করে। এরকম আলোয় আর তার মুখের ঝাঁকুনি লুকোবার পথ নেই। আর এখানে, এমন কি তার কণ্ঠস্বরও তার অনুভূতিকে যেন ঢাকতে চায় না। বরং তার পূর্ণ ক্ষমতায় সে তার বিশ্বাসঘাতকতা করে। গলাও কাঁপে। চঞ্চল উত্তেজিত অপ্রকৃতিস্থ গ্রানাতভ।

"আমি ঠিক বুঝছি না। এখানে গান বাজনার কথা উঠছে কেন? গান বাজনা? সঙ্গীত? হ্যাঁ আমি সঙ্গীত ভালবাসি।"

"তোমার গ্রামোফোন তোমার জীবনে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। তাই না?"

"হ্যাঁ সন্ধ্যেটা কাটানোর পক্ষে···যখন খুব একঘেয়ে লাগে···।"

"আমার মনে হয় এটা দুটো উদ্দেশ্য সাধন করেছে, তাই না?"

নীরবতা। গ্রানাতভ জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল।

"আমি কি তোমায় মনে করিয়ে দোবো যে রেকর্ডের খোলার তলায় কি লুকোনো ছিল?"

গ্রানাতভ কোনো উত্তর দিল না আর আন্দ্রোনিকভ তার ওপর জোর দিলেন না। তিনি কৌতূহল আর বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। যেন একটা মুখোস গ্রানাতভের মুখ থেকে খসে পড়ছে। এতকালের শুকনো আচ্ছাদন, ফাঁকি আর ছলনা। ভেতরের আসল জিনিসটা নগ্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। একটা জঘন্য স্বরূপ অবশ্য।

"নাও, অত দুঃখ পেওনা," আন্দ্রোনিকভ শেষকালে বললেন। "আমরা মেনে নিয়েছিলাম যে তুমি ভাড়াটে ঘরভাঙানো চোর নয়, একজন আদর্শ-বাদী শত্রু, তাই না? কিন্তু এখন আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি আমাদের

দ্বৈরথ যুদ্ধের শেষ। দেখা যাচ্ছে যে তুমি ভাড়াটে সিঁধেল চোর আর মোটেই আদর্শবাদী শত্রু নও। বেশ, নিজে যা তাই মেনে নাও। একটামাত্র জিনিস তুমি বাদ দিয়ে গেছ, সেটা পরিষ্কার হয়ে থাক। তুমি হারবিনে এসেছ আগস্ট মাসে। জাপানী দালাল হবার প্রস্তাব তুমি পেলে কবে?"

নীরবতা।

"আমি সব জানি। লেবেদেভের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে তুমি হারবিনে গিয়েছিলে আর একটি লোকের ঠিকানা তোমার সংগে ছিল যার সংগে তোমার যোগাযোগ করার কথা। কি আমি ঠিক বলছি?"

"হ্যাঁ···আ···আ।"

"বাঃ এবার বল। এখন আর সংকোচ করার কারণ নেই। আমি স্লেপত্সভ, লেভেদেভ, লেভিৎস্কি আর পারামোনভের সাক্ষ্য প্রমাণ তোমাকে পড়ে শোনাতে পারি। প্রচুর কথা আছে ওগুলোতে। তাদের অস্বীকার করে তোমার কোন লাভ হবে না। এরকম একটা কাপুরুষের মত তুমি তোমার জীবনাদর্শকে শেষ করে দেবে কেন? যখন তুমি এ পথে যাত্রা করেছিলে তখন তুমি আরো সাহসী ছিলে। এখন কি তুমি তাদের তোমার চেহারাটাকে বিকৃত করে দিতেও বাধা দিলে না। জিজ্ঞাসা করি কিসের আশায়? কেন?" উনি থামলেন, তারপর উপহাসের হাসি হেসে বললেন, "সত্যি, তুমি দেখলে যে এতে তো তোমার বেশি যন্ত্রণা হবে না।"

গ্রানাতভ লাফিয়ে উঠল। হিসটিরিয়া রোগীর মত চীৎকার করে বলল, "আমাকে তুমি যা ইচ্ছে সন্দেহ করতে পারো, কিন্তু আমি যে কষ্টভোগ করেছি তা আর তুমি আমার কাছ থেকে ফিরে নিতে পারো না। যদি সেদিক থেকে দেখো তাহলে তুমি হয়ত শেষ পর্যন্ত আমার উপর অত্যাচারটাকে কেন আমি সহ্য করি নি এ অভিযোগ করতে পার, তারপর আমার উপর যা হয়েছে সব কিছু নিয়ে আমাকে অভিযুক্ত করতে পার, কিন্তু এটা কি?" সে তার বিকলাংগ হাত দুটো তুলে ধরল। পেরেকের শক্ত শক্ত কড়ার দাগ, হাতের পেছনটায় লাল ক্ষতচিহ্ন সাপের মত এঁকে বেঁকে উঠে গেছে।

"বেশ ভাল রকমই দেখা যায়," আন্দ্রোনিকভ মাথা নাড়েন, "আচ্ছা ওরা কি তোমায় শুধু ওই জায়গায় সাধারণ কোন অসাড় করার দাওয়াই দেবার পরামর্শ ডাক্তার দিয়েছিল?"

গ্রানাতভ ঠোঁট কামড়াল। চোখের মণি ঘুরপাক খাচ্ছিল। ও চোখ বন্ধ করে তা লুকালো। কিন্তু চোখের পাতা দুটো কাঁপছিল, একটুখানি খুলে যেতে মুখের উপর এসে পড়া আলোয় প্রকাশ হয়ে পড়ল তার মারাত্মক বিকৃতি ও ক্ষত।

"মনে হয় তোমাদের প্রাক্তন নেতা ভাদিম লেভেদেভের সাক্ষ্য প্রমাণটা আমায় তুমি পড়তে সুযোগ দেবে? অথবা তোমার বন্ধুকে ডাকব? সেই

না হয় তোমাকে মনে করিয়ে দেবে। তুমি নিজে বর্ণনা করবে হার্বিন শল্য চিকিৎসকের অপূর্ব অস্ত্রোপচারের সেই বৃত্তান্ত অসাড় ওষুধের বিষয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর তোমার দেবার দরকার নেই। আমি ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি একজন স্থানীয় চিকিৎসক তোমাকে এনেস্থেসিয়া দিয়েছিলেন।"

"বেশ," গ্রানাতভ বলল। ত'র শুকনো কামড়ানো ঠোঁটের ওপর জিবটা বুলিয়ে নিল। "বেশ তো, আমি তোমাকে সব বলব।"

সেই দিনই এক প্রচণ্ড উচ্চপর্যায়ের শুনানির বিচার বসে। সিটি পার্টি কমিটির সেই বিচার সভায় গোতোভৎসেভকে সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত করে আন্দ্রেই ক্রুগলভকে সেখানে নির্বাচিত করা হয়।

যখন সেমা আলতশ্চুলার রাগে অপমানে জ্বলতে জ্বলতে কমিটির অফিস ঘরে ছুটে এল তখন গোতোভৎসেভ তাঁর উত্তরাধিকারীর হাতে প্রয়োজনীয় কার্যভার হস্তান্তরিত করছেন। সেমা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল নতুন সম্পাদকের দিকে অপলক চেয়ে রইল। ক্রুগলভকে দেখে মনে হল গতকালের চেয়ে আজ যেন ও অনেক বড়ো হয়ে গেছে। সেই সকালের পর এই ক'ঘণ্টার মধ্যে ওর বয়স যেন বেড়েছে। ওকে দেখাচ্ছিল সম্পূর্ণ পরিণত। সত্যি, যখন ও তার এই উত্তেজিত ক্ষুব্ধ বন্ধুকে দেখতে পেলে তার চোখে তারুণ্যের দীপ্তি খেলে গেল।

"কি হয়েছে সেমা?"

কোন জবাব না দিয়ে সেমা ডেস্কের কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল।

সে একেবারে ফেটে পড়ল, "এখনও আমি হয়ত শুধু একজন পার্টি সদস্য কিন্তু তবু আমি একজন বলশেভিক। আর আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি কেন তোমরা দল নেতারা বুঝতে পারো না যে একজন যখন অসুস্থ আর হৃদ্‌-রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় মরতে বসেছে, তখন আর এক মিনিটও সেই ব্যক্তির পার্টি কার্ড আটকে রাখা তোমাদের উচিত না? আমি ভদ্র মহিলাকে প্রত্যেক দিন দেখতে যাই আর প্রত্যেকের সংগে দেখা হলেই সে হেসে কথা বলে। কিন্তু আমি বুঝতে পারি কোথাও একটা গোলমাল আছে। তার হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক হচ্ছে না কেন? তার চোখে বেশ একটা শান্ত দৃষ্টি ফুটে উঠছে না কেন? আমার মনে এ প্রশ্নের উদয় হতেই আমি তোনিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম। সেটাই আসল কথা, সে বলল কার্ডটা এখনও তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি তাই আমি এখানে পাগলের মত ছুটে এসেছি। তোমাদের ঠেংগানি দিতে ও আমি প্রস্তুত। তোমরা দলের নেতারা—আমাকে এ কথাটা বলবে? দলের কর্মসূচীর মধ্যে তোমার কমরেডদের কল্যাণ যাতে হয় সেটা দেখা কি একটা অন্যতম বিধান নয়?"

ক্রুগলভ গোতোভৎসেভের দিকে ফিরে চাইল, "এটা কি সত্যি যে তার

পার্টি কার্ড তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি ?"

"সে হাসপাতালে। সে বেরিয়ে আসুক আমি অপেক্ষা করছিলাম তাই।"

সেমা অধীরভাবে উঠে পড়ল আর প্রচণ্ড একটা বক্তৃতা দেবার জন্য উদ্যত হচ্ছিল,তবে বক্তৃতাটা মিইয়ে গেল। "বেশ ভাল হয়েছে ওরা তোমার কাছ থেকে কাজটা নিয়ে নিয়েছে!" এই কথা বলে সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

ক্লারার বিছানা জানালার কাছে পাতা হয়েছিল। ক্রুগলভ ঘরে ঢুকেই তার শুষ্ক মুখে শীর্ণতার ছায়া দেখে থমকে গেল। বালিশের উপর উঁচু হয়ে আছে। জানলা দিয়ে মুখের পাশটায় আলো এসে পড়ছে। তার পায়ের শব্দে সে ফিরে তাকাল; একটা আনন্দের ঢেউ মুখের উপর একটুখানি দুলে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল।

"আচ্ছা ক্লারা এখন কেমন আছ? আগের মত সুস্থ ?"

"ও হ্যাঁ, আগের মতই সুস্থ।"

সে কেমন উদাসীন হয়ে অন্যদিকে চেয়ে থাকে।

"একটা আনন্দের খবরে চমকে উঠবে হয়ত—এ অবস্থায় তোমার তেমন ক্ষতি হবে না। কি বলো?"

সে প্রায় নড়ল না, তবে আন্দ্রেইয়ের মনে হল তার সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে একটা কম্পন খেলে গেল।

"আনন্দপূর্ণ চমক? ওরা যদি বলে থাকে আনন্দ ক্ষতিকর, তাহলে বিশ্বাস কোরো না। এটা হল সবচেয়ে ভাল ওষুধ।"

"আমি তোমার পার্টি কার্ডখানা নিয়ে এসেছি ক্লারা।"

সে উঠে বসল আর তার হাত বাড়িয়ে দিল। সে সেটা নিয়ে দুহাতের আঙুল দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। একটা ছোট লাল ভাঁজ করা কাগজ। তার আবেগ গোপন রেখে এবার সেটা খুলল। হ্যাঁ সব ঠিক আছে—তার সংখ্যা তার নাম, তার ফোটোগ্রাফ। বন্ধ করে ফেলল তবে সেটাকে সরিয়ে রাখতে পারল না। বার বার সেটাকে স্পর্শ করে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। তার সমস্ত জীবন এই ছোট এক টুকরো কার্ড-বোর্ডের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে।

হঠাৎ সে কাঁদতে শুরু করল। বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা তার গাল বেয়ে নামল। চিবুকে গলায় কানের দুপাশে। বালিশের ওপর ছড়ানো ছোট ছোট চুলের ওপর পড়ে ভিজিয়ে দিল। ক্লারা কাঁদছিল।

"দেখো ক্লারা···ছিঃ···শোনো হয়তো এটা তোমাকে আমার এভাবে এখন দেওয়া উচিত হয় নি।"

"না না বোকার মত কথা বোলো না। ভুল কোরো না। এই প্রথম তারপর এই প্রথম এ আমার আনন্দাশ্রু আন্দ্রেই।"

সে নাক দিয়ে শব্দ করল। হাতের তেলো দিয়ে চোখের জল মুছে নিল সন্তর্পণে, যাতে তার আঙুলে চেপে ধরা কার্ডখানা ভিজে না যায়।

পনের

সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো যত বেদনার্ত হোক, তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া যত বিস্ময়াহত হোক আর তারা যত বড় ধ্বংসের কারণ হোক, জীবনের জয় শেষ পর্যন্ত হবেই। আর আঘাত যত গুরুতর হোক জয় তত বড়ই হবে। এ অনিবার্য। কেন না কালের দাবিতে ইতিহাস এমনি করেই সাড়া দেয়।

আজ নব নগরের জীবনের ঠিক মাঝখানটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল আন্দ্রেই ক্রুগলভ। তার এই পদের দায়িত্ব বড় কঠিন। কেননা তার বয়স অল্প তার সে অনভিজ্ঞ আর যতদিন যাবে তাকে নেতৃত্বের কলাকৌশল শিখতে হবে। তার তীক্ষ্ণ কর্তব্যবোধ তাকে রাত্রিতেও জাগিয়ে রাখে, ওর ভয় হয় ও হয়ত কিছু ভুলে যাচ্ছে, ওর নজর এড়িয়ে গেছে একটা কিছু, হয়ত জরুরী কি একটা কাজ অসমাপ্ত পড়ে আছে।

ওর মাথায় এখন অনেক ভাবনা, দুঃখ আর বাধা-বিপত্তি, এ কাজে তার আনন্দ আরো বেশি, আর এ আনন্দকে পেয়েছে সে মানুষের কাছ থেকে। মানুষের সংস্পর্শে এসেছে ও। কর্ম পরিচালনার ভার তার হাতে। আর ওর মনে, তার চারপাশে নবজীবন অঙ্কুরিত হওয়ার উল্লাস।

জাহাজ নির্মাতারা প্রথম জাহাজখানা ছাড়বার তোড়জোড় করছে। শক্তিশালী ক্রেনগুলো পোতকক্ষের বিশাল স্তম্ভগুলি তুলে তুলে যথাস্থানে রাখছে।

ক্লারা কাপমাল নতুন পাথরের বাড়ীগুলির প্রথম মডেলগুলির নকশা তৈরি করছে।

সিটি সোভিয়েত গ্রানাইটের বাঁধ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই রকম সব বাঁধ সেই যে প্রথম বছরে তাঁবুর আগুন পোহাতে পোহাতে কোমসোমোলরা যার স্বপ্ন দেখেছিল।

আমুড়ের ওপর, একদল এঞ্জিনিয়ার একটা তিন কিলোমিটার লম্বা সেতু তৈরি পরিকল্পনা নিয়ে এসে পৌঁছেছে।

শ্রমিকদের জন্যে একটা অবকাশ-ভবন খোলা হয়েছে।

নতুন ক্রীড়ামঞ্চে প্রথম ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হল।

একটা লৌহ-ইসপাত কারখানা, নব নগর থেকে দু কিলোমিটার দূরে তৈরি হচ্ছিল। হাজার কোমসোমোল এসেছে সেটা তৈরি করতে, আর নব-নগরের দিকে চেয়ে তাদের মনে হত ওটা সেকেলে হয়ে গেছে। তাদের

নিজেদের বসতিটা নতুন, আর ওরা সব সময়েই নব নগরের তরুণ নির্মাণ-কারীদের পুরোনো কোমসোমোল বলে উল্লেখ করত।

অনির্দিষ্টভাবেই নিজে থেকে লালফৌজের সৈন্যরা নগর সোভিয়েতের শাসন বিভাগের সদর দপ্তরে এসে জানায়: "আমরা এখানে থাকব আর নব-নগরের বাড়ী শেষ করব। আমাদের কাজ দাও।" ওদের তখনও সীমান্তে পাঠানো হয় নি।

রেলপথ বসেছে। ট্রেনবোঝাই নতুন মানুষ আসছে, বসবাস করতে। নবাগতদের ঠিক তরুণ "কলম্বাসদের" মত দেখতে নয়। যারা এ জায়গায় প্রথম এসেছিল; নতুনরা এসেছিল রাষ্ট্রে। তল্পিতল্পা ছেলে পিলে নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল। নব নগর তাহলে সত্যিই একটা শহর হল! আয়তনে আর প্রয়োজনেও বটে। এর নিজের একটা ইতিহাস ধাঁচ-ধরণ আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও আছে। এই নব নগর!

আন্দ্রেইয়ের প্রাথমিক দ্রষ্টব্য ছিল মানুষ, এবার সত্যিই সে মরোজভের কথার মূল্য বুঝতে পারছে, "জনগণের মূল্য সোনার চেয়েও বেশি।" তিনি জনসাধারণকে শিখিয়েছিলেন, তাদের আরো দায়িত্বশীল পদে উঠিয়ে-ছিলেন, যারা নতুন এসে পৌঁছেছিল তাদের সংগে দেখা করেছিলেন। লক্ষ্য রেখেছিলেন তাদের ঠিকমত দেখাশোনা যত্ন হচ্ছে কিনা। আর তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেছিলেন। তাঁকে নতুন দোকান তৈরি করতে হয়েছিল, শিশুভবন, শিশুউদ্যান, বিদ্যালয়, শিক্ষণ সংস্থা, চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহ, আর বান্ধবসমিতি—ক্লাব।

একটা বিশেষ ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল জাহাজনির্মাণ ব্যবসায়ে, আর একটা বড় কলেজ ভবনের কাজ এখন এগিয়ে চলেছে। আন্দ্রেই ক্রুগলভ ব্যক্তিগতভাবে তার নির্মাণকার্য দেখাশোনা করছিল।

সে লক্ষ্য রাখছিল যাতে এ শহরের সমস্ত নবাগত মানুষের কাছে এর বীরত্ব-পূর্ণ ইতিহাসের কথা জানানো হয়।

যখনই ওকে কারো ওপর কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে নিয়োগ করতে হয়েছে, সে খোঁজ করেছে তাদের ভেতর যারা সেই প্রথম বছরগুলিতে খুব কষ্টের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমে দিন কাটিয়েছে। এইসব লোক কখনও তাকে বিফল করবে না! তারা জানত ওদের কাছ থেকে কী চাওয়া হচ্ছে।

গ্রানাতভের জায়গায় ও নিযুক্ত করল বলশেভিক আইভান গাভ্রিলোভিচকে দ্বিধা আর তার সংগে সেমা আলতশ্চুলারকে দিলে সহযোগী হিসাবে। ও কোনো না ক'রে ইঞ্জিনীয়র কোস্তকোকে জাহাজঘাটির ভার দিল। পেতিয়া গলুবেনকো তাকে সাহায্য করবে।

পেতিয়া সোচ্ছ্বাসে তার নিয়োগের খবর বলল, "বাঃ বেশ মজা! আমার

এই কচি খোকার মত মুখ দেখলে কি কেউ আমার হুকুম তালিম করবে মনে করিস আন্দ্রেই ?"

আন্দ্রেই হাসল।

"তুই কি করতে পারিস আমাদের দেখা পেতিয়া, কেউ তোর মুখের দিকে তখন আর লক্ষ্য রাখবে না।"

পেতিয়া ওদের দেখাল। কখনও কখনও ও উত্তেজিত হয়ে কাজ করে। যেমন ছেলে ছোকরারা করতে অভ্যস্ত, তাকে শেখাতে হচ্ছিল, তার ভুল শুধ্রে দিতে হচ্ছিল, কিন্তু শক-ওয়ার্কাররা যত সব চাহিদা এনে উপস্থিত করছিল সংগে সংগে তার সমাধান হচ্ছিল। পেতিয়া দীর্ঘসূত্রতা আর রক্ষণশীলতার প্রতিশ্রুত শত্রু।

এপিফানভ স্বীকৃতি জানালে আন্দ্রেই তাকে নগর সোভিয়েতের চেয়ারম্যান করত।

আন্দ্রেইয়ের চোখ এড়িয়ে সে অবশ্য বলেছিল "অবশ্য আমি এটা প্রশংসা করছি। সত্যি চেয়ারম্যান হওয়াটা একটা সম্মানজনক ব্যাপার, কিন্তু দেখো, লিডা আর আমি মন স্থির করে ফেলেছি—আর ক্রুগলভ তুই আমাদের বাধা দিস নি। আমি জানি তুই কি বলবি—আমরা হয়ত স্বপ্নবিলাসী রোমাণ্টিক হয়ে পড়ছি। কিন্তু আমরা মনে করছি এটাই আমাদের করতে হবে আন্দ্রেই।"

"কি সেটা ?" আন্দ্রেই জিজ্ঞাসা করল ?

"আমরা এই নির্মাণকার্য চালিয়ে যেতে চাই—আর গোড়া থেকেই", লিডা বলল।

"তোমরা, তার মানে এখান থেকে চলে যেতে চাও ?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় ?"

"ঠিক ঐ পাহাড়ের ওপর", এপিফানভ বলল। "একটা নতুন জল-বিদ্যুৎ কারখানা তৈরির কথা হচ্ছে ওখানে। আমরা সেই নির্মাণকার্যে সাহায্য করতে চাই।"

এর আর কোনো জবাব নেই ; সত্যিই, এপিফানভের মত গুণসম্পন্ন শ্রমিকের ওই নতুন নির্মাণক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে আর আন্দ্রেই ওকে যেতে না দিয়ে পারলে না।

ভালিয়া বেসসোনভকে চেয়ারম্যান করা হল আর এ নির্বাচন দেখা গেল ভালই হয়েছে—কাজের মধ্যে ব্যুরোক্র্যাটদের প্রতি ঘৃণার ভাব নিয়ে এসেছিল আর গৃহনির্মাণের কী গভীর জ্ঞান তার ছিল। অচিরেই সে একটি সম্মানজনক বিভাগ তৈরি করে ফেলল—আর এমন একটা ব্যক্তিত্ব যার ওজন ছিল রীতিমত ; তাকে আর কেউ ডাক নামে ডাকত না। তার সেই গোড়াকার

ভাল নামটাই চালু হল, পিতৃদত্ত সেই শুভ নাম, ভালেনতিন আইভানভিচ। দ্রাচেনভকে দিয়ে সমস্ত রাস্তা ঘাট মেরামত করার কাজ দিয়ে তিনি তাঁর কাজ শুরু করলেন। যে পদ্ধতিতে তিনি এটা অর্জন করলেন সেটা বেশ সোজা। তিনি শুধু সমস্ত বাজে রাস্তায় চলাচল বন্ধ করে দিলেন।

"কি হে তুমি আমাদের কাজ বন্ধ করে দিলে!" দ্রাচেনভ চীৎকার করে উঠল। বাড়ী বানাবার যত মালমশলা পাচ্ছিলেন তিনি সব রাস্তা সেদিক থেকে বন্ধ—অসুবিধায় পড়ে বললেন, "আরে আমাদের সব ট্রাকগুলো যে বেকার দাঁড়িয়ে পড়েছে!"

"ওগুলোতে পাথর বোঝাই ক'রে দুদিনে রাস্তা বাঁধিয়ে দিন", বেসসোনভ অধীর হয়ে বললেন। "আর আপনি ত এক সময় কাইরোভের সঙ্গে কাজ করেছিলেন! আপনি কি মনে করেন এ রকম রাস্তা তিনি সহ্য করতে পারবেন?"

আন্দ্রেই নগরের পণ্য-বিপণি বাজার সরবরাহের ভার দেবার সিদ্ধান্ত নিলে কাতিয়া স্তাভরোভার ওপর। তার পড়ার ঘরে দেখা করার জন্য সে একবার নামল। পোত-নির্মাণ-শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগারে গিয়ে দেখা করলে। বেশ গরবিনীর মত ছুটে এল ওর কাছে আর বলল কাতিয়া, "দেখো আমার দিকে আন্দ্রেই—আমাকে কি ছাত্রীর মত দেখাচ্ছে না? তুমি কি মনে করো না আমি ঠিক একদিন ইঞ্জিনীয়ারের মত চৌকোশ দেখতে হবো। লোকে দেখলেই চিনবে?"

ক্রুগলভ ওকে ওর আগমনের হেতু জানাল।

"যদি আমি হই তো হবই", ও বলে, "তবে কি জানো আমার ভয় করছে। ভাবলেই ভয় হয়। ব্যবসাদাররা সবাই আমলাতান্ত্রিক আর একটা আমলাতান্ত্রিকের সঙ্গে আমি একই ঘরে আধঘণ্টাও কাটাতে পারি না, সত্যি ভাল হতে চাই।"

"ঠিক সেইজন্যেই আমি তোমাকে এ কাজে লাগাচ্ছি।"

"ভাবো তাদের হাত থেকে আমি রেহাই পেয়ে যাব।"

"আমি নিশ্চয়ই তাই ভাবছি।"

"আমি তাই ভাবি। তবে যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ ব্যাপারটা বেশ খারাপ দাঁড়াবে।"

আন্দ্রেই আভাস দিল যে তার কাছে এটা হয় কঠিন মনে হবে একদিকে তার লেখাপড়া তায় আবার এই নতুন কাজ।

"মোটেই না," সে বলল। "পাঁচ বছর আগে আমি মনস্থির করে ফেলেছিলাম। আমি জাহাজ তৈরি করবো—ইঞ্জিনিয়ার হবো আর আমি একাজে লেগে থাকবই। তুমি বলছ শক্ত কাজ?—বেশ, আচ্ছা বল তো আমরা কখনও কি বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হলে, শক্ত কাজ এলে কষ্ট পেয়েছি, পিছিয়ে গেছি?"

ক্রুগলভ তার বন্ধুদের কাজের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল, সেইসব বীরত্বপূর্ণ প্রথম বছরগুলিতে তারা সেই দুঃসাহসিক পথের সহযাত্রী। কী একটা দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনে যে তারা আবদ্ধ ছিল এই নব নগরের সঙ্গে! নিঃসন্দেহে এমন একটা সময় ছিল যখন তারা তৃষিত উৎসুক হয়ে ভাবত দেশের অন্য সব জায়গার কথা যেখানে জলহাওয়াটা আরো একটু নরম, কাজ যেখানে আরো সহজ আর জীবন যেখানে আরো সাংস্কৃতিক রুচিশীল সুযোগের পথ খুলে রেখেছে। এ শহর ছেড়ে একজনও চলে যায়নি। আন্দ্রেইয়ের মনে পড়ল মরোজভের সঙ্গে তার খাবারোভস্কে প্রথম আলাপের কথা। তার সেই পুরাতন বন্ধু, প্রথম শিক্ষক যে কাজের সূচনা করেছিলেন আজ এতদিনে তা শেষ হয়েছে। কোমসোমোলরা এখানে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এ জায়গাটাকে তারা ভালবাসতে শিখেছে আর একে নিয়েই তাদের যত গর্ব।

একদিন সন্ধ্যায় একদল তরুণ গোলমাল করতে করতে হাসপাতালের উঠানে এসে হাজির। তাদের পরণে সামরিক পোশাক আর কাঁধে সুটকেস। ব্যাপার কি? ওরা জোরে জোরে পা চালিয়ে দেয়। যে বাড়িতে তোনিয়া আর সেমা থাকত সেদিকে।

"আপনাদের অতিথিরা এসেছে!" হলে ঢোকার মুখেই প্রথম ছেলেটি বলে উঠল। সি কেন্দ্র এক্স শাখার অস্ত্রশালার কাজ ছুটি কর্মী আমরা। আমরা শহর তৈরী করতে এসেছি।

সেমা পায়জামা পরে এসে হাজির।

"জেনা!" সে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। ওর বন্ধুর হাত চেপে ধরল ছেলেরা বাড়ীটা ভরে ফেলল। তোনিয়া হেসে খুন। অবাক হয়ে ভাবল এদের নিয়ে এখন কী করা যায়। মা গো! কী কাণ্ড দেখো।

"তা তোমরা ভাই এখন কাজের জন্যে কোথায় যাবে?"

"যেখানে ওরা পাঠাবে। আমরা কোমসোমোল সমিতিতে যাব আর বলব, কি খবর! এই যে আমরা এসেছি। বলো আমাদের দিয়ে কী করতে চাও?"

"ও সেজন্যেই তোরা এসেছিস, বেশ, আমার বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। কোমসোমোল সম্পাদক তোনিয়া আলতশুলার। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সূত্রে বলছি আমি তোদের উপদেশ দিচ্ছি ওঁকে মেনে চলবি আর তাঁর কথা শুনবি।"

পরদিন ভোরবেলা তোনিয়া ক্রুগলভের সঙ্গে দেখা করতে গেল। "তোমার সাহায্য আমার দরকার আন্দ্রেই। পুরো একটা অস্ত্রাগার আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। বল তো কোথায় ওদের সবচেয়ে বেশি দরকার আমাদের?"

"সবখানে," আন্দ্রেই হাসল।

সন্ধ্যায় ক্রুগলভ আর শাখা সরবরাহক-রেলরাস্তার স্টেশনে গিয়ে হাজির।

ওইসব লালফৌজ সেনাদের পরিবারবর্গের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। যারা এই নবনগরে থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

স্টেশনে খুব ভীড় গোলমাল। গাড়ী থেকে নামছিল ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা। অল্পবয়সী বউরা। তাদের কোলে বাচ্চা। বুড়ো মা বাবারা। আর ওদিকে তল্পিতল্পা মোটঘাটের চাপে হাঁটু-বুক এক হয়ে নুয়ে পড়েছে তাদের অল্পবয়সী স্বামীরা।

"এসো ওদের আমিই দেখাশোনা করছি," সরবরাহক মহাশয় ক্রুগলভকে টেনে নিয়ে চললেন একটা গাড়ীর ভেতর। বললেন, "আমি চাই তুমি ওদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করো। আর ওরা তো আমার বিশেষ তত্ত্বাবধানেই রয়েছে কিনা।"

লম্বা চেহারার একজন বয়স্ক মহিলা, তাঁর হাতের ভারী মোটটা ফেলে তাঁর ছেলেকে দেখতে পেয়েই জড়িয়ে ধরলেন। তাদের পাশে দুটি ছোট মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর একজন লালগাল অল্পবয়সী যুবক। হাতে বড় বড় ব্যাগের বোঝা। বেশ আত্মসচেতন ভাবেই পা বদল করে চলেছে। মাঝামাঝি গড়নের চেহারা এক বয়স্ক ভদ্রলোক কাঁধে বড় ঝাঁপি একটা কামরার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন—যেন অবাক পাথর হয়ে গেছেন। কাঁধের ঝুড়িটার দিকে খেয়াল নেই।

সেরগেই গোলিৎসিন তার মার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। বাবার দিকে এগিয়ে যায়। বৃদ্ধের কাঁধ থেকে ঝাঁপিটা নামিয়ে নিতে ভুলে যায়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দু'জনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে কথা নেই।

"খোকা···খোকা···" এক মুহূর্তের ভেতর তার সমস্ত রাগ অভিমান পড়ে যায়। শুধু বিড়বিড় করে বৃদ্ধ বলতে থাকে, "খোকা খোকা।" এতকাল ধরে বহু বিনিদ্র রাতের দুর্ভাবনায় যন্ত্রণায় তার মুখে একটা বয়সের ছাপ ফেলেছিল। এখন সবকিছুকে তিনি মনের ভেতর চেপে নিয়ে শুধু তাঁর ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন। এখন আর তার কি দরকার। তরুণ যুবকদের চটপটে ভাবভঙ্গিমায় কাঁধ থেকে ঝাঁপিটা নামিয়ে—"কইরে খোকা তোর হাতটা দে তো বাবা, ওঃ কতদিন পরে—"

ক্রুগলভ আর তার সরবরাহক এই সময়টা এসে পড়ে।

ক্রুগলভ বললে, ভারী চমৎকার ছেলে আপনার। আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ কর্মী। এবার সে ইঞ্জিন চালাবে। আশা করি সে সেই কাজও বেশ ভাল করবে। আমাদের ইঞ্জিন চালকও তো দরকার।"

"আমি সেইজন্যই তো এসেছি," তিমোফেই আইভানোভিচ বললেন, আর তাকে বোকার মত খুশি যাতে না দেখায় সেরকম একটা ভাব দেখালেন। তাঁর পাশের সেয়ানা ছেলেটির দিকে ফিরে বললেন,' এই তো দেখুন না।

আমাদের আর একজন রেলশ্রমিক। আমার নিজের ছেলের মতই। আমার ছাত্র আর আমার সহযোগী। ভানিয়া স্ভিরিদভ।"

ক্রুগলভের বেশ ভাল লাগছিল। ছেলেটির মুখখানি বেশ তাজা আর কচি। চোখ দুটি স্বচ্ছ ও বুদ্ধি দীপ্ত।

"তুমি কি গোলিৎসিনের সংগে ইনজিনে কাজ করতে যাচ্ছ?"

"আমি? না, ঘর বাড়ী তৈরির কাজই করব," লজ্জায় লাল হয়ে ছেলেটি বলে। "আমি বাড়ী বানাই, সেকাজও জানি। ঐ যে ট্রাকটার কারখানা হল সেটা তৈরীর কাজে আমি সাহায্য করেছিলাম। চারবছর ধরে আমি নির্মাতার কাজে এখানে আসবার চেষ্টা করছি।"

আন্দ্রেই মনে মনে টুকে রাখে "সভিরিদভ, ওই ছেলেটার উন্নতির দিকে চোখ রাখতে হবে। 'চার বছর ধরে……' সত্যিই ওর মত ছেলেরাই তো নির্মাণ প্রকল্পের মেরুদণ্ড তৈরি করে।"

আন্দ্রেই শুনল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। ও ফিরে তাকাল আর দেখল ওর মত ইউনিফর্ম পরা একদল তরুণ। ও মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল কিন্তু কোন চেনা মুখ দেখতে পেল না।

"আমি জানি আমার চেহারার অনেকটা উন্নতি হয়েছে আর তারপর এই সামরিক পোশাক অবশ্য আমার গায়ে, কিন্তু আমি আশা করছিলুম তুই আমায় চিনতে পারবি আন্দ্রেই," ওদের ভেতর একজন বললে।

"তিমকা! তিমকা গ্রেবেন!"

"আর কেউ নয়। আর এরা আমার বন্ধু একই বাহিনী থেকে, একই জায়গায় কাজ করেছি একসংগে দলবেঁধে এখানে চলে এলাম। আশা করি জাহাজ ছাড়ার আগে আমরা খুব একটা দেরি করে ফেলি নি।"

আর ক'টা দিন পরেই ২৫শে সেপ্টেম্বর। লম্বা মোটা জাহাজটাকে সহজেই গড়িয়ে দেওয়া হল রেলের উপর দিয়ে, গায়ে লাগল না বলতে গেলে। হ্রদের স্থির জল কেটে খুব সহজে ভেসে গেল। এই মুহূর্তটির জন্য আজ পাঁচ বছর ধরে স্থপতিরা সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিল। এই মুহূর্তটির কথাই তারা তাদের প্রথম তাঁবুর পাশে বসে আগুন পোহানোর সময় ভেবেছে। নব নগরের সমস্ত অধিবাসী তাদের স্বপ্ন সফল এই উৎসবটি দেখবার জন্য আজ জেটি ঘাটে এসে জমা হয়েছে। কী আশ্চর্য এক সহজ অনায়াস গতিতে জাহাজটাকে ছাড়া হল। প্রথমে ওরা স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপরই একটা হতাশা, এ কি? এরি মধ্যে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ভারী জাহাজটা জলের উপর ধাক্কা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল, আর এখনও শেষ হয় নি, তবে ওদের সেই আশা আর স্বপ্নের জাহাজ তো! হ্রদের পাড় থেকে একটা উল্লাস ফেটে পড়ল অসম্ভব কোলাহলে। ওখানে এই উপলক্ষে কয়েকখানি বেঞ্চি পাতা হয়েছে। এ

চীৎকার যেন 'হুররা' আর একটা অসংবদ্ধ বিজয়রবের মাঝামাঝি একটা কিছু। লোকেরা পরস্পর আলিঙ্গন করল, তাদের এলোমেলো উত্তাল আনন্দ উচ্ছ্বাসের অশ্রু মুছে ফেলে। বহুদিনের বন্ধুরা এবার প্রাণ খুলে বলল না রে এ নব নগর ছেড়ে, আমরা কাউকে ছেড়ে কোথাও যাব না। আর আমাদের দীর্ঘ প্রত্যাশার এই সুখের মুহূর্তটিকে কখনও ভুলব না। যাদের ভেতর কোনদিন দেখা হয় নি আগে এখানে এসে তাদের মিতালী হয়। এই নব নগরে, এই শুভক্ষণে।

জলের ধারে একেবারে কিনারার কাছে ক্লাভা দাঁড়িয়েছিল। ওদের জাহাজ হ্রদের মাঝখান থেকে বিস্তৃত গোল ঢেউ পাঠিয়ে দিচ্ছে। প্রথম ঢেউটা যেন সমুদ্র তরঙ্গের একটা উচ্ছলতায় পাড়ের উপর এসে ভেঙ্গে পড়ল। তার ঠিক পিছনেই আর একটা। আর দুটো ঢেউয়ের সংঘাতে কাঁকরগুলো ঠোকাঠুকি লেগে যেন খুশিতে একটা জল পিয়ানো বাজাল।

"পাঁচ বছরের স্বপ্ন!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিসফিসিয়ে বলল ক্লাভা। পাশে তো কেউ নেই, তবে কাকে?

তারপাশে দাঁড়িয়েছিল একজন যুবক, লম্বা চেহারা। সেলাই করা শার্ট গায়ে, রংটা কেমন রুক্ষ তামাটে। নাবিকের ছাঁদের চেহারা, ওর চোখে কেমন একটা অনিশ্চয়তার রং। ফ্যাকাশে আর একটুখানি হলুদ সবুজ মেশানো একটা চাহনির আভাষ!

ছেলেটি বলল, "আপনার নিশ্চয়ই আজ বেশ আনন্দ হচ্ছে। মনে হয় আপনি প্রথম কোমসোমোলদের একজন, তাই না?"

"হ্যাঁ একেবারে সেই প্রথম দিককার, প্রথম নৌকোয় এসে পেঁাছেছিলাম। আপনি নতুন এসেছেন?" ক্লাভা বলল।

"মানে আমি একটা ট্রাকটার কারখানায় কাজ করছিলাম তো, সেটাকে আগে শেষ করতে হবে।"

"হ্যাঁ, ট্রাকটার মেশিনও জরুরি জিনিস।"

"তবে আমি এখানে আসবার স্বপ্ন দেখেছিলাম একদিন। আচ্ছা, আমি হয়ত জাহাজ ঘাঁটি তৈরির দিক থেকে বেশ দেরীতে এসে পড়েছি তবে লোহা আর ইস্পাত কারখানা তো বাকী। জাহাজ ঘাটের কাজ হচ্ছিল দেখতে পেলাম না, তখন খুব দুঃখ হচ্ছিল।"

"ঠিক আছে, লোহা ইস্পাত কারখানারও দারুণ দরকার আছে।" ক্লাভা ওকে সান্ত্বনা দিল, "কি করো তুমি।" *

ও তার প্রশ্নটা বুঝে ঠিক উত্তরটি দেয়।

"প্রথমে আমি একটা ইঞ্জিনে চুল্লীদারের কাজ করতুম। তারপর ইঞ্জিন চালকের সহকারী আর কি। তারপর খালকাটা মজদুর, তারপর রাজমিস্ত্রি, তারপর একজন যন্ত্রবিদ আর এখন জঙ্গল সাফ করার কাজ করছি।"

ও সেই একই প্রশ্ন করল ক্লাভাকে।

"আপনি?"

"আমি? প্রথমে তাঁত বুনতাম তারপর জঙ্গল সাফ করার কাজে সাহায্য করতাম। তারপর রান্নাঘরে কাজ করলুম। তারপর করাতকল তৈরীর মদৎ দিলুম, তারপর পরিকল্পনা পূর্তির হিসাব নিকাশ, সিমেন্ট যোগান দেওয়া আর এখন আমি শিশু কেন্দ্রের ভার নিয়েছি।" যুবকটি তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি ছুঁড়ে দিতেই ক্লাভা লজ্জায় লাল হয়ে বলল, "ও না না—ওরা আমার ছেলেমেয়ে নয়, তবে আমাদের ছেলেমেয়ে অবশ্য। এখানেই জন্মেছে ওরা।"

হঠাৎ ওর মনে হয় একটা প্রশ্ন তো জিজ্ঞাসা করা হয় নি। করতেই ক্লাভা লজ্জায় আরো লাল হয়ে গেল। তবে যুবকটিকে খুবই আশ্বস্ত দেখাল! সত্যিই এই লজ্জায় লাল হবার তো কোনো কারণই ছিল না। ছিল কি?

ওরা এবার হ্রদের পাড় থেকে এক সঙ্গে ফেরে। ফটকের কাছে আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে দেখা। আন্দ্রেইয়ের মাথায় টুপি ছিল না। ভিজে হাওয়ায় ওর চুল গেছে কুঁকড়ে। এক মুহূর্তের জন্য ক্লাভার বুকের ভেতর কেমন একটা যন্ত্রণা হয়। প্রায়ই হত। তবে এবার যেন তার তীব্রতাটা ঠিক অভ্যস্ত নয়। এমন অনুভূতি ঠিক আগে হয় নি। সে তাকে উদ্দেশ করে বলল। "কী একটা দিন আন্দ্রেই!"

তার সঙ্গীর দিকে আন্দ্রেই কৌতূহল নিয়ে তাকায়। ক্লাভাও তার দিকে তাকাল। সেই নাবিকের ছাঁদের চেহারা, তরুণ ফুটন্ত দুটি ঠোঁট, তার সেই কেমন ফ্যাকাশে হলুদ সবুজ চোখ দুটি। ক্লাভা যেন তার দিকে তার চোখ দুটো টেনে আনতে পারে না। নিস্পন্দ!

"ইনি আমাদের দলের সম্পাদক আন্দ্রেই ক্রুগলভ!" সে সেই ফ্যাকাশে দুটি চোখের কাছে যেন জানায় আর গোপনে শুধু তার মনে মনে। তাকে সে সব বলেছিল। সব কিছুর ইতি করে দিয়েছিল। সেদিনকার কথা ভুলে সে আলাদা মানুষ হয়ে যাবে।

"আমাদের আলাপ হয়েছে তো," ক্রুগলভ বললে। "তুমি তো আইভান সুভিরদভ, তাই না?"

দুজন যুবক কথা বলতে শুরু করে। আইভান! আন্দ্রেই!

ক্লাভা ভাবল। "ওর নাম আইভান। কী ভাল যে লাগছে! আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আগে তো মনে হয় নি। নিশ্চয়ই ও আইভান তো। সেই পরীর গল্পের রাজকুমার আইভান। সবচেয়ে ছোট ছেলে। সবচেয়ে সুন্দর। সবচেয়ে চালাক। সেই যে, যে সব কিছু পারে। যা ইচ্ছে।

"আজ রাতে খেলার মাঠে একটা নাচ হবে।" সে বলল। (পরীর গল্পের

—আইভান ও তো একজন মস্ত নাচিয়ে আর আমোদ প্রিয়)। সেই আইভান ওর সামনে দাঁড়িয়ে একেবারে খালি মুখে। নীরব চাহনি।

"আমি তো জানি না খেলার মাঠ কোথায়," সে বেশ দুষ্টুমি করে বললে। "আমি আপনাকে নিয়ে আসব আর আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন তারপর এক সংগে নাচব।"

"তুমি তো জানো না আমি কোথায় থাকি," সেও বেশ দুষ্টমি করে চোখ টিপে হেসে বলল।

তাদের প্রথম ছলাকলা আর অপরিচয়ের ভাবটা এতক্ষণে অনেক কেটে গেছে আর ওরা একটা খেলায় মেতেছে। তার নিয়মকানুন হোলো খেলায় যে হারবে সেই জিতবে।

"ও, সে আমি যেভাবে হোক খুঁজে নোবো আপনি যেখানে থাকবেন।"

তার চেয়ে খেলায় মাঠটা কোথায় সেটা খুঁজে নেওয়া আরো সহজ! মোটে একটাই তো খেলার মাঠ কিন্তু দেখো আমাদের সব বড় বড় বাড়ীর দিকে চেয়ে!"

ওর কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে গর্বে। গর্ব না করে এ শহরের কথাটা কেউই যে বলতে পারে না। একটু বেশি করেই এমনি হঠাৎই কথাপ্রসংগে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে যেন এটা ধরেই নেওয়া হয়েছে। এমন শহর 'কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।'

আইভানও এদিক থেকে ওকে সায় দিল।

"আপনার সংগে আমি যদি যেতে চাই? আপনি কি চান না আমি যদি নিয়ে যাই?"

এবার খেলার আইনে ওর জেতার পালা।

"মনে হচ্ছে চাই," সে বলল।

ক্রুগলভ তখন আর ওদের কাছে নেই। ও কোন এক ফাঁকে সরে পড়েছিল। কখন? সেই গোড়ার দিকেই, 'আর ক্লাভা দেখেও নি কখন সে চলে গেছে। কিন্তু সে নিয়ে ভাববার কিছুই ছিল না।

আন্দ্রেই ক্রুগলভ প্রাণচঞ্চল মানুষের ভীড়ের মাঝখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একবার এখানে একবার ওখানে থামছে। তাদের অভিবাদনের উত্তর দিচ্ছে। একটুখানি কথা বলছে। কত বন্ধু, কতসব চমৎকার কমরেডের দল। এক হাত অন্তর তাদের সংগে দেখা হয়ে যাচ্ছে! এদের কয়েকজনের সংগে ও জংগল সাফ করেছিল—কারো সংগে বা গাছ কেটেছে—। কাঠ কেটে এনে বরফ খালে ভাসিয়েছে। কোমসোমোল সমস্যা নিয়ে কথা বলেছে। মালগুদাম যন্ত্রপাতির আড়তে একসংগে আগুন নিভিয়েছে। ভাবীকালের স্বপ্ন দেখেছে। এই প্রথম জাহাজখানা ভাসিয়েছে। কমরেড। বন্ধু ওরা সব।

তাদের ঐক্যের দুর্বার শক্তিতেই তো এসব সম্ভব হয়েছে, কোনো সমস্যারই মুখোমুখি হতে ওরা ভয় পায় নি।

মুমি বুক ফুলিয়ে তার আগে আগে একটা রেশমী পোশাক পরে এগিয়ে চলেছে। তার ইতঃস্তত চাহনিতে খুশির আবেগ। কিলটু আসছিল ওর পিছন পিছন। সে ক্রুগলভকে ডাকল।

"আমরা করেছি, হ্যাঁ?"

সে কাকে যেন জাহাজের কথাটাই বলছিল।

ভীড় সরে যায়। তবু তখনও আন্দ্রেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল হ্রদের পাড়ে। এক মুহূর্তের জন্য সে ক্লাভার কথা ভাবল। দুঃখ হল ভেবে। তবে সংগে সংগে তার মন অন্য ভাবনায় চলে গেল। সে জাহাজটার দিকে চেয়ে দেখল। চারপাশটা কী সহজ—তবু দেখে মন কেড়ে নেয়। ও বুঝতে পারল তার সারা জীবন আজ ওই জাহাজখানার সংগে যুক্ত হয়ে আছে আর আরো অনেক জাহাজ—যারা আসছে, আসছে। ও নিজের ভেতর এক মহান শক্তি অনুভব করে। নির্মাতা শিল্পীর শক্তি। সংগঠনকারীর মনোবল। ও আজ এই সহচারী মৈত্রীর শীর্ষে দাঁড়িয়ে আছে অগ্রণী নেতার ভূমিকায়। এই মৈত্রীকে ও বিশ্বস্ততার সংগে রক্ষা করবে আর তাকে শক্তিশালী করে তুলবে।

ষোল

দিগন্ত চোখে পড়ে না। অরণ্য আর পর্বত। চারপাশে ঠেলে সরে গেছে। সেরগেই শুধু দেখতে পায় তুষারাবৃত বৃত্তসীমা আর তার ভেতর দিয়ে দুটি ইস্পাত রেখা কেটে চলে গেছে।

"তুমি কি বলছিলে বাবা, ওটা যেন কি?"

"আমি বলছিলুম কালকে পিঠে রান্না হবে। মা সেগুলো সেঁকেছে। কাল আমাদের উৎসব। আরে এরকম একটা ঘটনাকে তো শুধু শুধু যেতে দেওয়া যায় না। একটা কিছু করতে হবে। তোমার প্রথম স্বাধীনভাবে রেল চালানো। আগেকার দিন হলে আগে ড্রাইভারের সহকারী হিসেবে দশ বছর কাজ করো তারপরে যদি তোমার আশা থাকে নিজের ইঞ্জিন পাবার তাহলে হাতে ঘুষের টাকা গুঁজে দাও। আর দেখো এখানে তুমি কি হয়েছ। বেশ তারিফ করতেই হবে হে। বেশ মনোযোগ দিয়ে কাজ করছ এটা লক্ষ্য রাখবে। যেন তুমি তোমার সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিতে পার এই কাজে। প্রমাণ করতে হবে তুমি এর যোগ্য।"

সেরগেই হাসল। ওর বাবার কাঁধে হাত রাখল। তাঁর চোখের দিকে চেয়ে দেখল।

"এখনও আমায় বিশ্বাস করো না বাবা?"

ওর বাবার মুখটা লাল হয়ে গেল যেন একটা অযোগ্য কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

"এখনো আমায় বিশ্বাস করো না বুড়ো মানুষ তুমি?"

"বাঃ। আমায় বিশ্বাস করো না, আমায় বিশ্বাস করো না। আমি কি আমার মুখ খুলতে পারব না? আর ওই 'বুড়ো মানুষ' যত সব বাজে কথা বাদ দেত। আমি বুড়ো লোক নই, ধন্যবাদ। আর যদি তাই হত্‌ রে তাহলে এ্যাদ্দিনে আমার নাতিপুতি হয়ে যেত। তোর কি হয়েছে বল্‌ তো?"

ওরা দুজনেই চুপ মেরে যায়।

অন্ধকার হয়ে আসছিল। দিনের আলো ধূসর হয়ে আসছিল আর কালো ছায়া জমাট বেঁধেছে গাছগুলোর মধ্যে। হেডলাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেলের পাতগুলো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। তুষারের সাদা সাদা পুঞ্জ আলোয় ঝক্‌ঝকে। দিনের আলোতে বরফ চোখে পড়ে নি। অথচ আস্তে আস্তে তুষারপাত হচ্ছিল। যেন লক্ষ্যহীন ঘুম জড়ানো।

তিমোফাই আইভানোভিচ বলে চলেছে, "যেদিন আমি ঐ নতুন জায়গাটায় এলাম, মনে মনে ভেবেছিলেম, সব আলাদা মনে হবে, আলাদা রাস্তা, আলাদা ব্যবস্থা। অবশ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সব অন্যরকম, তবে সব কিছু সুন্দর সেই একই রকম। আজ চারমাস হল এসেছি। আর আমি হয়ত এখানে সারা জীবনই থাকতে পারি। এখানে আমার এত ঘরোয়া মনে হচ্ছে। এখানে এসেই ঐ একই ইঞ্জিনে তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হল, বাবা, যেন ঐ পাঁচটা বছর কোনদিনই ছিল না। যেন সবই কালকের কথা বলে মনে হচ্ছে।" তার কণ্ঠস্বরে বিষাদের সুর।

"আর আবার তুমি আমি আলাদা হয়ে যাব। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। যেতে হবে, আমরা তো আলাদা আলাদা দিকে ইঞ্জিন চালাব। রাস্তায় হয়ত কখনও আমাদের দেখা হবে—তুমি হয়ত আসছ শহর থেকে, আমি হয়ত যাচ্ছি শহরে।"

সেরগেইর কিন্তু একটুও মন খারাপ লাগে না। কাল সে চালক হতে চলেছে। তার প্রথম স্বাধীন রেল চালানো। এই উন্নতিতে সে উৎফুল্ল—এমন কি একটুখানি দিশেহারা। "তোর প্রথম সফর—এ একটা বড় ঘটনা রে খোকা। হয়ত তোর বুকের ভেতরটাই গলার কাছে এসেছে ঠেলে, কি বলিস?"

"একটুখানি," সেরগেই উদাসভাবে স্বীকৃতি জানায়।

"কিছু করার নেই। একজন বিমান চালকের মনের মধ্যে হয়ত আরো উত্তেজনা চাঞ্চল্য হয়। চারটিখানি কথা নয়। তার প্রথম স্বাধীনভাবে ওড়ার ব্যাপার।"

"আমি মোটেই উত্তেজিত নই। ভয়ও পাচ্ছি না!"

"ওহো। আরে তুই কি আমার ডাকাবুকো ছেলে নোস। তোর মাও তো খুব উত্তেজিত। হয়ত এর ফলে ওই পিঠে ভাজাগুলোই বরবাদ করে ফেলবে। তা তুই কি কাউকে নেমতন্ন করতে যাচ্ছিস নাকি?"

"আলবৎ।"

"কাকে?"

"সিবুলকা, সুভরিদভ, আর ক্লাভা, হ্যাঁ আন্দ্রেইকেও।"

"ও কি আসবে?"

"কেন আসবে না?"

ওরা দুজনেই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল আর ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখিয়ে একটা সিদ্ধান্ত করল যে আন্দ্রেই আসবেই।

"তা তুই কিছু কিছু মেয়েদের আমন্ত্রণ জানাস নি কেন? তোর কোনো মেয়ের সংগে আলাপ আছে? কি? নেই?"

"নিশ্চই, মেয়েদের জানি বই কি। তবে নেমন্তন্ন করার মত নেই।"

"সে কি? কারো সংগে মেলামেশা করিস না?"

"সময় নেই।" সেরগেই গোমড়া মুখে বিরক্ত হয়ে বলে। তিমোফাই আইভানোভিচ তার ঠোঁট দুটো চিবোলো আর ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে ভাবল। ব্যাপার কি? তার ছেলেটার মেয়েদের সংগে মেশবার সময় নেই তাহলে এখানে ও অপেক্ষা করে আছে কার জন্য?

"আ, তা বেশ তো, তুই আর আমি ইঞ্জিন চালাই, খোকা," উনি বলেন। "আমরা যাত্রী নিয়ে আসি যাই। হতে পারে কোনোদিন হয়ত ফুটফুটে একটিকে আমরা শহরে নিয়ে এলুম আর তখন তোর সময় হল।"

সেরগেই জোর করে হাসবার চেষ্টা করল।

"হয়ত আনব আমরা।" সে নরম হয়ে বলল। এই নরম হওয়াটা যতটা না তার বাবার দিকে তার চেয়ে বেশি আপন মনের কাছে।

"দেখ," ওর বাবা বললে, গাড়ীর জানলার দিকে হাত তুলে। "কি সুন্দর না?"

পাহাড়গুলো এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুধসাধা গোধূলিতে নব নগরের আলোর ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে অনেক দূর পর্যন্ত পাহাড়ের ওপর। ওখানে কতকগুলি ওরকম আলো আছে! নির্মাণ ক্ষেত্রের ওপর এখন আর এটিকে বসতিশিবির বলা চলে না। এখন এটা একটা শহর—বিশাল একটা ঘাঁটি শহর। বেশ বোঝা যায় এর কাছে পার্বত্য উপত্যকা এখন অনেক ছোটো। আমুরের বিপরীত তীরে এখন এই পাহাড়ী উপত্যকা ঠেলে সরে সরে গেছে। সেখানে সার সার আলোর ইশারায় বোঝা যায় রের চাংগাড়। পাথর কাটার জায়গা। আর তার থেকে একটু দূরে,